দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ।

বেদান্তদর্শনম্।

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদকৃত-শারীরকভাষ্য—

শ্রীমদ্বাচস্পতিমিশ্রকৃত ভামতী টীকোপেতম্—

স্বর্গীয় পণ্ডিতবর-কালীবরবেদান্তবাগীশ, কৃত

সূত্রার্থসংক্ষেপ-ভাষ্যানুবাদসমেতম্-

মহামহোপাধ্যায়-

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থেন

প্রতিসংস্কৃতং সম্পাদিতঞ্চ

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদারেণ চ

প্রকাশিতম্।

কলিকাতা-রাজধান্যাম্।

২।১।১ ঝামাপুকুর লেন।

দ্বিতীয় খণ্ড—মূল্য ৩

সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য ৮৲ নির্দ্ধারিত হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয়-সূচী

[শ্রুতিনিরপেক্ষ তর্কমূলক বিচার]

প্রথম পাদ—বিরোধখণ্ডন

	বিষয় :—	পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা
	১ম সূত্র—স্মৃতিবিরোধ পরিহার	
১।	প্রথম অধ্যায়ের সহিত দ্বিতীয় অধ্যায়ের সম্বন্ধ প্রদর্শন	১—২
২।	সাংখ্যস্মৃতির সহিত অদ্বৈতবাদের বিরোধ প্রদর্শন	২—৬
৩।	কপিল ও তৎসিদ্ধান্তের সমালোচনা ও বিরোধ পরিহার	৭—১০
	২য় সূত্র—	
৪।	সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির অশ্রৌতত্ব প্রদর্শন	১১—১২
	৩য় সূত্র—	
৫।	যোগদর্শনোক্ত প্রকৃতিবাদ খণ্ডন এবং যোগের প্রামাণ্য ও জ্ঞানাঙ্গত্ব স্বীকার	১২—১৬
	৪র্থ সূত্র—ব্রহ্মকারণবাদে আপত্তি	
৬।	ব্রহ্মবিষয়ে শাস্ত্রাপেক্ষা ও তর্কের অধিক উপযোগিতা কথন	১৭—১৮
৭।	ব্রহ্মে ও জগতে চেতনাচেতনত্বরূপ বৈলক্ষণ্য থাকায় কার্য্য-কারণভাবের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন	১৯—২০
৮।	মতান্তরে জগতের চেতনত্বাশঙ্কা	২১—২৩
	৫ম সূত্র—	
৯।	জগৎ জল ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির চেতনত্বাশঙ্কা খণ্ডন	২৩—২৫
	৬ষ্ঠ সূত্র—ব্রহ্মকারণবাদ সমর্থন	
১০।	কার্য্যকারণের বৈলক্ষণ্যেও প্রকৃতিবিকারভাব সমর্থন	২৬—২৮
১১।	শাস্ত্রৈকগম্য ব্রহ্মবিষয়ে তর্কের অনাদরণীয়তা কথন	২৮—৩০
	৭ম সূত্র—	
১২	উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যজগতের অভাবাশঙ্কা ও তৎপরিহার	৩১—৩২
	৮ম সূত্র—	
১৩।	প্রলয়কালে ব্রহ্মে জাগতিক দোষ-সংক্রমণাশঙ্কা	৩৩—৩৪
	৯ম সূত্র—	
১৪।	দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্ত আশঙ্কার নিরসন	৩৪—৩৬
১৫।	প্রলয়ের পর পুনঃ সৃষ্টিতে যথাযোগ্য বিভাগ-ব্যবস্থা এবং মুক্ত আত্মার অনুৎপত্তি সমর্থন	৩৭—৩৮

১০ম সূত্র—(পরপক্ষ খণ্ডন)

১৬। প্রকৃতিকারণপক্ষেও কার্য্যকারণের বৈলক্ষণ্যদোষের সদ্ভাব-প্রদর্শন ৩৯—৪০

১১শ সূত্র—

১৭। শাস্ত্রনিরপেক্ষ তর্কে অপ্রতিষ্ঠা-দোষ প্রদর্শন ৪০—৪৩

১৮। ব্রহ্মবিষয়ে তর্কের দুর্ব্বলতা কথন ৪৪—৪৬

১২শ সূত্র—

১৯। সাংখ্যমত-খণ্ডনের নিয়মে শিষ্টাপরিগৃহীত বৈশেষিকাদির মতবাদ খণ্ডনোপদেশ ৪৬—৪৮

১৩শ সূত্র—

২০। শাস্ত্র ও তর্কের বিষয়-ভেদে প্রাধান্যশঙ্কা ৪৮—৫০

২১। ব্রহ্মকারণবাদেও বিভাগের সদ্ভাব প্রদর্শন ৫০—৫১

১৪শ সূত্র—

২২। কার্য্য ও কারণের অনন্যত্বস্থাপন ৫১—

২৩। এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা প্রদর্শন ৫২—৫৭

২৪। ঐক্যৈকত্বপক্ষে ভেদব্যবহারের অনুপপত্তিশঙ্কা ও ব্যবহারিক সত্তাস্বীকারে তাহার পরিহার ৫৮—৬৩

২৫। মৃত্তিকার দৃষ্টান্তানুসারে ব্রহ্মের পরিণামাশঙ্কা ও তাহার সমাধান ৬৪—৬৬

২৬। অদ্বৈতবাদে অবিদ্যাকৃত ব্যবহারভেদ আর পারমার্থিক দশায় ব্যবহারাভাব প্রদর্শন ৬৬—৬৯

১৫শ সূত্র—

২৭। অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব বা অভেদ সমর্থন ৬৯—৭১

১৬শ সূত্র—

২৮। উৎপত্তির পূর্ব্বেও কারণরূপে কার্য্যবস্তুর অস্তিত্ব সমর্থন ৭২—৭৩

১৭শ সূত্র—(সৎকার্য্যবাদে আপত্তি)

২৯। "অসদেবেদমগ্র আসীৎ" এই শ্রুতি অনুসারে অসৎ কার্য্যবাদের সত্যতাশঙ্কা ৭৩—৭৪

৩০। উক্ত আপত্তির খণ্ডন ৭৪—৭৫

১৮শ সূত্র—

৩১। সৎকার্য্যবাদের অনুকূলে যুক্তি ও শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শন ৭৫—

৩২। সমবায়-সম্বন্ধ-খণ্ডন ও অসদুৎপত্তি-নিরসন ৭৬—৮৩

৩৩। অসৎকার্য্যবাদে কারকব্যাপারের আনর্থক্যপ্রদর্শন ৮৪—৮৫

১৯শ সূত্র—

৩৪। কারণের কার্য্যরূপে অবস্থানে পট-দৃষ্টান্ত ৮৫—৮৬

২০শ সূত্র—
৩৫। প্রাণের নিরোধ ও নিঃসরণ-দৃষ্টান্তে কার্য্যোৎপত্তি সমর্থন ৮৬—৮৭
২১শ সূত্র—
৩৬। জীবের ব্রহ্মাত্মতা পক্ষে নিজের হিতব্যবস্থা না করায় আপত্তি ৮৭—৮৯
২২শ সূত্র—
৩৭। জীবাতিরিক্ত পরমেশ্বরের হিতাহিতভাব না থাকায় উক্ত দোষের পরিহার ৮৯—৯২
২৩শ সূত্র—
৩৮। মৃত্তিকা ও পাষাণের দৃষ্টান্তে জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে প্রভেদ প্রদর্শন ৯২—৯৪
২৪শ সূত্র—
৩৯। কার্য্যোপযোগী উপকরণ-সামগ্রীর অভাবে ব্রহ্মের জগৎ-রচনার অসম্ভবাশঙ্কা, এবং দুগ্ধদৃষ্টান্তে তাহার পরিহার ৯৩—৯৫
২৫শ সূত্র—
৪০। সাংকল্পিক সৃষ্টিতে দেবাদি-দৃষ্টান্তপ্রদর্শন ৯৫—৯৭
২৬শ সূত্র—
৪১। নিরবয়ব ব্রহ্মের কৃৎস্নপরিণামাপত্তিশঙ্কা ৯৭—৯৯
২৭শ সূত্র—
৪২। শ্রুত্যনুসারী কার্য্যকারণভাবে লৌকিক যুক্তির অকিঞ্চিৎকরত্ব-কথন ৯৯—১০০
৪৩। শব্দগম্য বিষয়ে যুক্তি অপেক্ষা শব্দ-প্রমাণের প্রাধান্তবর্ণন ১০১—১০৩
২৮শ সূত্র—
৪৪। স্বপ্নদর্শী আত্মার দৃষ্টান্তে অসহায় ব্রহ্মের সৃষ্টিযোগ্যতা সমর্থন ১০৪—
২৯শ সূত্র—
৪৫। ভেদবাদী সাংখ্যাদির মতেও উক্ত দোষের সম্ভাবনা প্রদর্শন ১০৪—১০৬
৩০শ সূত্র—
৪৬। শ্রুতি-দর্শনে ব্রহ্মের সর্ব্বশক্তিমত্তা সমর্থন ১০৬—১০৭
৩১শ সূত্র—
৪৭। হস্তপদাদিবিহীন ব্রহ্মের কার্য্যকরণে অযোগ্যতা প্রদর্শন ও তাহার সমাধান ১০৭—১০৮
৩২শ সূত্র—
৪৮। নিষ্কাম ব্রহ্মের জগৎ রচনায় অপ্রবৃত্তিশঙ্কা এবং প্রত্যুত্তরে তাঁহার প্রয়োজনবত্তা সমর্থন ১০৮—১১০
৩৩শ সূত্র—
৪৯। এই জগৎ সৃষ্টি নিষ্কাম ব্রহ্মের লীলামাত্রত্ব কথন ১১০—১১১

৩৪শ সূত্র—

৫০। সুখদুঃখময় জগৎ সৃষ্টিতে ব্রহ্মের বিষমদর্শিত্ব ও নির্দয়ত্বাশঙ্কা এবং জীবের কর্ম্মাপেক্ষায় তাহার সমাধান ১১২—১১৫

৩৫শ সূত্র—

৫১। সৃষ্টির পূর্ব্বে অবিভাগাবস্থায় জৈব কর্ম্ম সদ্ভাবে অনুপপত্তিশঙ্কা এবং অনাদিত্বরূপে তাহার সমাধান ১১৫—১১৫

৩৬শ সূত্র—

৫২। সৃষ্টিপ্রবাহের অনাদিত্বসমর্থন ১১৭—১১৯

৩৭শ সূত্র—(উপসংহার)

৫৩। অচিন্ত্যপ্রভাব ব্রহ্মে সর্ব্ব ধর্ম্মের সমাবেশ সম্ভাবনাপ্রদর্শন ১১৯—১২০

দ্বিতীয় পাদ।

[সাংখ্যাদিসম্মত সিদ্ধান্ত-খণ্ডনপ্রধান প্রকরণ]

১ম সূত্র—(জগৎসৃষ্টির অনুপপত্তি)

১। সাংখ্যাদিসিদ্ধান্ত খণ্ডনের উপযোগিতা প্রদর্শন ১২১—১২৩

২। সাংখ্যমতের বিশ্লেষণ ও তন্মতে জড়া প্রকৃতির জগৎসৃষ্টিতে অযোগ্যতা প্রদর্শন ১২৩—১২৭

২য় সূত্র—

৩। জড়া প্রকৃতির স্বতঃপ্রবৃত্তিতে আসমর্থ্য সমর্থন ১২৮—১৩১

৩য় সত্র—

৪। দুগ্ধ ও জলের দৃষ্টান্তে প্রকৃতির স্বতঃপ্রবৃত্তি সম্ভাবনা ও তাহার খণ্ডন ১৩২—১৩৩

৪র্থ সূত্র—

৫। প্রকৃতির স্বতঃপ্রবৃত্তি স্বীকারে দোষ প্রদশন ১৩৫—১৩৫

৫ম সূত্র—

৬। দুগ্ধের উপাদান তৃণাদি দৃষ্টান্তে ব্যভিচার প্রদশন ১৩৫—১৩৫

৬ষ্ঠ সূত্র—

৭। প্রকৃতির প্রবৃত্তিতে প্রয়োজনাভাব-দোষ প্রদশন ১৩৭—১৩০

৭ম সূত্র—

৮। অন্ধ-পঙ্গুন্যায়ে অয়স্কান্তের ন্যায় প্রবৃত্তিতে অসঙ্গতি প্রদর্শন ১৩৯—১৪১

৮ম সূত্র—

৯। স্বাধীন প্রবৃত্তিপক্ষে ত্রিগুণের অঙ্গাঙ্গিভাবে অনুপপত্তি ১৪১—১৪২

৯ম সূত্র—

১০। ত্রিগুণের অনিয়ত স্বভাব স্বীকার করিলেও জ্ঞানশক্তির অভাবে রচনার অসম্ভাবনা সমর্থন ১৪২—১৪৪

১০ম সূত্র—

১১। সাংখ্যমতে ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণাদির সংখ্যা ও উৎপত্তি-বিষয়ে অসামঞ্জস্য বা বিরোধ প্রদর্শন — ১৪৪—

১২। অদ্বৈতবাদে তপ্যতাপকভাবের অনুপপত্তিশঙ্কা ও তৎ-পরিহার — ১৪৫—১৫১

১৩। ব্রহ্মকারণবাদে ব্রহ্মগুণ চৈতন্য তৎকার্য্য জগতে অগমনরূপ দোষোদ্ভাবন — ১৫১—১৫২

১১শ সূত্র—

১৪। পরমাণুবাদ-সম্মত কার্য্যকারণ-ভাবের নিয়ম — ১৫৩—১৫৪

১৫। পরমাণুকারণবাদে কারণগত হ্রস্ব ও পরিমণ্ডল গুণের কার্য্যে অপ্রবেশ-দৃষ্টান্তে চৈতন্যগুণের জগতে অপ্রবেশ সমর্থন — ১৫৪—১৫৮

১২শ সূত্র—(পরমাণুকারণবাদ খণ্ডন)

১৬। পরমাণুবাদসম্মত প্রক্রিয়া-বিশ্লেষণ — ১৫৯—১৬০

১৭। অদৃষ্টের অবস্থিতিস্থান দুর্নিরূপনীয় হেতু পরমাণুর আগ্য কর্ম্মের অনুপপত্তি — ১৬০—১৬২

১৮। নিরবয়ব পরমাণুদ্বয়ের অব্যাপ্যবৃত্তি সংযোগের অনুপপত্তি কথন — ১৬২—১৬৪

১৩শ সূত্র—

১৯। সমবায়-সম্বন্ধ খণ্ডন এবং তৎস্বীকারে 'অনবস্থা' প্রদর্শন — ১৬৪—১৬৬

১৪শ সূত্র—

২০। পরমাণুর প্রবৃত্তিস্বভাবত্ব ও নিবৃত্তিস্বভাবত্ব খণ্ডন — ১৬৭—

১৫শ সূত্র—

২১। রূপাদিগুণসম্বন্ধ থাকার পরমাণুর স্থূলত্ব সম্ভাবনা কথন — ১৬৮—১৬৯

২২। পরমাণুর নিত্যত্ব খণ্ডন — ১৬৯—১৭২

১৬শ সূত্র—

২৩। গুণাধিক্যে গুণবদ্ দ্রব্যের স্থূলতাধিক্য কল্পনা — ১৭২—১৭৪

১৭শ সূত্র—

২৪। শিষ্টজনের অপরিগৃহীত বিধায় পরমাণুকারণবাদে উপেক্ষা প্রদর্শন — ১৭৫—১৭৭

২৫। যুতসিদ্ধত্ব ও অযুতসিদ্ধত্ব বিচার — ১৭৭—১৮০

২৬। সংযোগ-সমবায়-সম্বন্ধের দ্রব্য-সম্বন্ধিত্ব সমর্থন — ১৮১—১৮৪

২৭। পরমাণুর দিগাদি উপাধিকৃত সাংশত্বকল্পনা খণ্ডন — ১৮৪—১৮৬

১৮শ সূত্র—(বৌদ্ধমত খণ্ডন)

২৮। বৌদ্ধসম্প্রদায়ের বিভাগ-কথন — ১৮৬—১৮৭

২৯। সর্ব্বাস্তিত্ববাদীর (সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিকের) মতের বিবৃতি-প্রদান — ১৮৭—১৮৮

৩০। বৌদ্ধকল্পিত দ্বিবিধ অবয়বী রচনায় অসম্ভাবনা প্রদর্শন — ১৮৮—১৯০

১৯শ সূত্র—

৩১। চেতন কর্ত্তার অভাবে কেবল জড়ের দ্বারা অবয়বীরচনায় দোষ-প্রদর্শন ১৯০—

৩২। অবিদ্যা প্রভৃতির সংঘাতরচনায় অযোগ্যতা সমর্থন ১৯২—১৯৭

২০শ সূত্র—

৩৩। বিনষ্ট কারণ হইতে কার্য্যোৎপত্তির অসম্ভাবনা প্রতিপাদন ১৯৭—

৩৪। উৎপাদ-নিরোধের বস্তুরূপতা খণ্ডন ১৯৯—২০০

২১শ সূত্র—

৩৫। বিনা কারণে কার্য্যোৎপত্তি স্বীকার-পক্ষে তাহাদের স্বীকারোক্তির ব্যাঘাত প্রদর্শন। ২০১—

২২শ সূত্র—

৩৬। প্রতিসংখ্যানিরোধে ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধে দোষ-প্রদর্শন ২০২—২০৪

২৩শ সূত্র—

৩৭। নিরোধদ্বয়ের কারণাভাবকথন ২০৪—

২৪শ সূত্র—

৩৮। আকাশের অবস্তুত্ব বা অভাবরূপত্ব-খণ্ডন ২০৫—২০৭

২৫শ সূত্র—

৩৯। ক্ষণিকবাদে স্মরণাদির অনুপপত্তিপ্রদর্শন ২০৭—

৪০। স্মরণের সাদৃশ্যমূলকত্ব-খণ্ডন ২০৯—২১২

২৬শ সূত্র—

৪১। অভাব হইতে ভাবোৎপত্তিতে দৃষ্টান্তাভাব প্রতিপাদন ২১২—২১৬

২৭শ সূত্র—

৪২। অভাব হইতে কার্য্যোৎপত্তি-স্বীকার-পক্ষে দোষান্তর প্রদর্শন ২১৬—২১৭

২৮শ সূত্র—(বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন)

৪৩। অন্তরস্থ বুদ্ধিবিজ্ঞানের বাহ্যবস্তুরূপতা খণ্ডন ২১৭—

৪৪। মহোপলম্ভনিয়ম প্রদর্শন ও তাহার খণ্ডন ২২০—২৩২

২৯শ সূত্র-

৪৫। স্বপ্নাদি দৃষ্টান্তের সহিত বৈলক্ষণ্যপ্রদর্শন ২৩৩—২৩৫

৩০শ সূত্র—

৪৬। বাসনা-সন্তানের অভাবে যুক্তিপ্রদর্শন ২৩৫—২৩৬

৩১শ সূত্র—(শূন্যবাদ খণ্ডন)

৪৭। ক্ষণিকত্বনিবন্ধন সর্ব্বশূন্যবাদের খণ্ডনাতিদেশ ২৩৬—২৩৮

৩২শ সূত্র—(বৌদ্ধমত খণ্ডনের উপসংহার)

৪৮। সর্ব্বপ্রকার অনুপপত্তিনিবন্ধন বৌদ্ধমতে অনাদর প্রদর্শন ২৩৮—২৩৯

৩৩শ সূত্র—(জৈনমত খণ্ডন)

৪৯। জৈন বা আর্হত মতের বিবৃতিপ্রদর্শন ২৩৯—২৪১
৫০। একই বস্তুতে সপ্তভঙ্গীনয়ের অসমাবেশ প্রদর্শন ২৪২—২৪৫
৩৪শ সূত্র—
৫১। ছোট বড় সকল দেহে পরিচ্ছিন্ন আত্মার অবস্থানে অসম্পূর্ণতা-দোষপ্রদর্শন ২৪৫—২৪৭
৩৫শ সূত্র—
৫২। বৃদ্ধি-সঙ্কোচ স্বীকার পক্ষে আত্মার সবিকারত্ব প্রাপ্তি প্রদর্শন ২৪৭—২৪৯
৩৬শ সূত্র—
৫৩। মোক্ষকালীন আত্ম-পরিমাণের স্থিরতাপক্ষেও দোষপ্রদর্শন ২৫০—
৩৭শ সূত্র—(শৈবমত খণ্ডন)
৫৪। পাশুপতমতের বিবরণপ্রদর্শন ২৫১—২৫২
৫৫। কেবলমাত্র নিমিত্ত কারণীভূত ঈশ্বর (পশুপতি) হইতে সৃষ্টির অনুপপত্তি প্রদর্শন ২৫৩—২৫৬
৩৮শ সূত্র—
৫৬। এ মতে প্রধান ও পুরুষের উপর শাসন করিবার উপযুক্ত সম্বন্ধাভাব সমর্থন ২৫৫—২৫৭
৩৯শ সূত্র—
৫৭। ঈশ্বরকর্তৃক প্রধান-পুরুষের পরিচালনায় অসম্ভাবনা প্রদর্শন ২৫৭—
৪০শ সূত্র—
৫৮। ইন্দ্রিয়ের উপর জীবাধিষ্ঠানের ন্যায়ে ঈশ্বরাধিষ্ঠানের আশঙ্কা ও তাহার খণ্ডন ২৫৭—২৫৯
৪১শ সূত্র—
৫৯। তার্কিক মতে (পাশুপতমতে) ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতায় ও অনন্তত্বে বাধাপ্রদর্শন ২৫৯—২৬১
৪২শ সূত্র—(ভাগবতমত খণ্ডন)
৬০। ভাগবত মতের বিবরণ-প্রদান ২৬১—২৬৩
৬১। ভাগবত সম্মত চতুর্ব্ব্যূহ ব্যবস্থায় অসঙ্গতিপ্রদর্শন ২৬৩—২৬৪
৪৩শ সূত্র—
৬২। কর্ত্তা হইতে করণের উৎপত্তিতে দোষপ্রদর্শন ২৬৪—
৪৪শ সূত্র—
৬৩। ব্যূহচতুষ্টয়ের ঈশ্বরত্ব-পক্ষে দোষপ্রদর্শন ২৬৪—২৬৬
৪৫শ সূত্র—
৬৪। ভাগবত-সিদ্ধান্তে অপরাপর দোষপ্রদর্শন ২৬৬—২৬৭

তৃতীয় পাদ।

[ভূত-সৃষ্টিভোক্তৃ-বিচার-প্রকরণ]

১ম সূত্র—

১। সৃষ্টি চিন্তার উপযোগিতা প্রদর্শন ২৬৮—২৬৯

২। আকাশের উৎপত্তি বিষয়ে প্রমাণাভাব শঙ্কা ২৬৯—

২য় সূত্র—

৩। আকাশোৎপত্তিতে প্রমাণসদ্ভাব প্রদর্শন ২৭০—২৭১

৩য় সূত্র—

৪। উৎপত্তি-প্রকাশক শ্রুতিবাক্যের গৌণার্থশঙ্কা ২৭২—২৭৪

৪র্থ সূত্র—

৫। আকাশের নিত্যতাবোধক শ্রুতিবাক্য প্রদর্শন ২৭৪—২৭৫

৫ম সূত্র—

৬। একই 'সম্ভূত' পদের উভয়ার্থতা সমর্থন ২৭৫—২৭৮

৬ষ্ঠ সূত্র—(উত্তর)

৭। একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞার অনুরোধে ব্রহ্মের সহিত জগতের অব্যতিরেক বা অনন্যভাব সমর্থন ২৭৮—২৮০

৮। আকাশোৎপত্তির অশ্রৌতত্ব নিরসন ২৮০—২৮৫

৭ম সূত্র—

৯। বিভক্ত বস্তুমাত্রেরই বিকারত্ব (জন্ম) সমর্থন ২৮৬—২৮৮

১০। আকাশের উপাদানাভাবশঙ্কা ও তাহার সমাধান ২৮৯—২৯২

৮ম সূত্র—

১১। আকাশের দৃষ্টান্তে বায়ুর উৎপত্তি সমর্থন ২৯৩—২৯৪

৯ম সূত্র—

১২। আকাশাদির দৃষ্টান্তে পরব্রহ্মের উৎপত্তি আশঙ্কা ও তাহার সমাধান ২৯৫—২৯৬

১০ম সূত্র—

১৩। তেজের ব্রহ্মপ্রভবত্ব স্থাপন ২৯৭—৩০০

১১শ সূত্র—

১৪। তেজের পর জলের উৎপত্তি কথন ৩০০—৩০১

১২শ সূত্র—(পৃথিবীর উৎপত্তি)

১৫। 'অন্ন' শব্দের পৃথিবী-অর্থে সংশয় ও তন্নিরসন ৩০১—৩০২

১৬। জলের পর পৃথিবীর উৎপত্তি নিরূপণ ৩০২—৩০৩

১৩শ সূত্র—

১৭। পরমেশ্বরকর্ত্তৃক সংকল্পপূর্ব্বক আকাশাদি ভূতবর্গের সৃষ্টি-প্রণালী কথন ৩০৪—৩০৬

১৪শ সূত্র—
১৮। উৎপত্তির বিপরীতক্রমে প্রলয়-সংঘটন বর্ণনা ৩০৬—৩০৮
১৫শ সূত্র—
১৯। পঞ্চভূতের উৎপত্তিরকাল মধ্যে এক সময় মন ও বুদ্ধির উৎপত্তি সম্বন্ধে শঙ্কা। ৩০৮—৩০৯
২০। মন ও বুদ্ধির ভৌতিকত্ব ও অভৌতিকত্ব পক্ষে অবিশেষে উৎপত্তি সমর্থন ৩০৯—৩১০
১৬শ সূত্র—(জীবোৎপত্তি শঙ্কা)
২১। জীবের উৎপত্তি সম্ভাবনা প্রদর্শন ৩১১—৩১১
২২। জীবোৎপত্তিজ্ঞাপক শ্রুতিসমূহের জৈব দেহোৎপত্তিপরত্ব ব্যবস্থাপন ৩১১—৩১৩
১৭শ সূত্র—
২৩। আকাশাদির ন্যায় জীবাত্মারও ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি সম্ভাবনা প্রদর্শন ৩১৩—৩১৫
২৪। জীবের উৎপত্তি শঙ্কা খণ্ডন ৩১৬—৩১৮
১৮শ সূত্র—(জীবের জ্ঞানাত্মকতা)
২৫। জীবাত্মার আগন্তুক-চৈতন্যত্ব শঙ্কা ৩১৯—
২৬। জীবের নিত্যচৈতন্যরূপত্ব প্রতিপাদন ৩১৯—৩২১
১৯শ সূত্র—(জীবের পরিমাণ বিচার)
২৭। জীবের মধ্যম পরিমাণ শঙ্কা ৩২২—৩২৩
২০শ সূত্র—
২৮। জীবের মধ্যম পরিমাণ সমর্থন ৩২৩—৩২৪
২১শ সূত্র—
২৯। জীবের অণু বা মধ্যম পরিমাণের পক্ষে শঙ্কাখণ্ডন ৩২৫—৩২৬
২২শ সূত্র—
৩০। জীবের অণুপরিমাণপক্ষে হেতুপ্রদর্শন ৩২৬—৩২৭
২৩শ সূত্র—
৩১। অণুরও সর্বাঙ্গীন বেদনানুভবে চন্দনবিন্দু-দৃষ্টান্ত-প্রদর্শন ৩২৭—
২৪শ সূত্র—
৩২। অণুত্বপক্ষে শঙ্কাপ্রদর্শন ৩২৮—৩২৯
২৫শ সূত্র—
৩৩। আলোকের দৃষ্টান্তে অণুত্ব সমর্থন ৩২৯—৩৩০
২৬শ সূত্র—
৩৪। গন্ধের দৃষ্টান্তে অণুত্ব সমর্থন ৩৩০—৩৩২
২৭শ সূত্র—
৩৫। অণুত্বপক্ষে প্রমাণ-প্রদর্শন ৩৩২—৩৩৩

২৮শ সূত্র—
৩৬। বিজ্ঞান ও আত্মার পৃথক্ উল্লেখ-প্রদর্শন ৩৩৩—
২৯শ সূত্র—(জীবের অণুপরিমাণ খণ্ডন)
৩৭। জীবাত্মার ব্রহ্মভাব ও মহৎপরিমাণ নির্দ্দেশ ৩৩৩—৩৩৬
৩৮। বুদ্ধি-প্রধান জীবাত্মার বুদ্ধি-পরিমাণ অনুসারে অণুত্ব নির্দ্দেশ সমর্থন ৩৩৬—৩৩৯
৩০শ সূত্র—
৩৯। আত্মার সহিত বুদ্ধি-সংযোগের চিরস্থায়িত্ব সমর্থন ৩৪০—৩৪১
৩১শ সূত্র—
৪০। চিরন্তন বুদ্ধিসংযোগের সাময়িক অভিব্যক্তিতে বাল্যাদি অবস্থার দৃষ্টান্ত ৩৪১—৩৪২
৩২শ সূত্র—
৪১। বিপক্ষে জ্ঞানোৎপত্তির ব্যভিচার প্রদর্শন ৩৪৪—৩৪৫
৩৩শ সূত্র—
৪২। জীবের কর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদন ৩৪৫—৩৪৬
৩৪শ সূত্র—
৪৩। স্বপ্নদৃষ্টান্তে কর্ত্তৃত্বসমর্থন ৩৪৬—৩৪৭
৩৫শ সূত্র—
৪৪। ইন্দ্রিয় পরিচালনা দ্বারা জীব কর্ত্তৃত্বসমর্থন ৩৪৭—০
৩৬শ সূত্র—
৪৫। জীবকর্ত্তৃত্বে শাস্ত্র-প্রমাণ প্রদর্শন ৩৪৭—৩৪৯
৩৭শ সূত্র—
৪৬। জীবকর্ত্তৃত্বে হিতাকরণাদি-দোষ-খণ্ডন ৩৪৯—৩৫০
৩৮শ সূত্র—
৪৭। বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব খণ্ডন ৩৫০—৩৫১
৩৯শ সূত্র—
৪৮। আত্মকর্ত্তৃত্বের অভাবে সমাধির অনুপপত্তি কথন ৩৫১—০
৪০শ সূত্র—
৪৯। আত্মার ঔপাধিক কর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদন এবং তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ৩৫১—৩৫৬
৫০। আত্মার স্বাভাবিক কর্ত্তৃত্বপক্ষে দোষপ্রদর্শন ৩৫৭—৩৬১
৪১শ সূত্র—
৫১। জীবের ঈশ্বরাধীন কর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদন ৩৬১—৩৬৪
৪২শ সূত্র—
৫২। জীবের স্বকৃত কর্ম্মানুসারে ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রেরণানির্দ্দেশ ৩৬৪—৩৬৬

৪৩শ সূত্র—

৫৩। জীবের ঈশ্বরাংশত্ব প্রতিপাদন এবং 'দাশ-কিতবাদি' শ্রুতির উল্লেখ ৩৬৭—৩৬৯

৪৪শ সূত্র—

৫৪। মন্ত্রোক্ত বর্ণনা দ্বারা অবচ্ছেদবাদ সমর্থন ৩৭০—৩৭১

৪৫শ সূত্র—

৫৫। স্মৃতিবাক্য দ্বারা জীবের ব্রহ্মাংশত্ব সমর্থন ৩৭১—০

৪৬শ সূত্র—

৫৬। অংশভূত জীবের পাপপুণ্যে পরমেশ্বরের সংস্পর্শাশঙ্কা ও প্রতিবিম্ব-দৃষ্টান্তে তাহার খণ্ডন ৩৭১—৩৭৫

৪৭শ সূত্র—

৫৭। পরমেশ্বরের নির্লেপত্ব বোধক স্মৃতিবাক্য উদাহরণ ৩৭৫—৩৭৬

৪৮শ সূত্র—

৫৮। একাত্মবাদে ভেদাভাবে বিধিনিষেধের অনুপপত্তিশঙ্কা ৩৭৬—৩৭৭

৫৯। দেহভেদে অনুজ্ঞা (বিধি) ও নিষেধের সার্থকতা-সমর্থন ৩৭৭—৩৮০

৪৯শ সূত্র—

৬০। একাত্মবাদে কর্ম্ম ও তৎফলের ব্যতিকর বা সাঙ্কর্য্যশঙ্কা ও সমাধান ৩৮১—৩৮২

৫০শ সূত্র—(প্রতিবিম্ববাদ)

৬১। জলসূর্য্যাদি দৃষ্টান্তে জীবের ব্রহ্মপ্রতিবিম্বভাব প্রদর্শন ২৯২—৩৮৩

৬২। কর্ম্মফলভোগের অব্যবস্থাশঙ্কাখণ্ডন ও বহু-আত্মবাদীর পক্ষে অব্যবস্থাদোষ প্রদর্শন ৩৮৩—৩৮৪

৫১শৎ সূত্র—

৬৩। বহু-আত্মবাদীর পক্ষে অদৃষ্ট দ্বারা ভোগব্যবস্থায় অনুপপত্তি প্রদর্শন ৩৮৫—৩৮৬

৫২শৎ সূত্র—

৬৪। স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞাসম্বন্ধে অব্যবস্থা সমর্থন ৩৮৬—

৫৩শৎ সূত্র—

৬৫। ব্যাপক আত্মার পক্ষে দেহভেদেও ভোগব্যবস্থায় অনুপপত্তি-প্রদর্শন ৩৮৭—৩৯০

চতুর্থ পাদ।

১ম সূত্র—(প্রাণোৎপত্তি বিচার)

১। প্রাণসংজ্ঞক ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি প্রতিপাদন ৩৯১—৩৯২

২। সূত্রস্থ 'তথা' পদের আনর্থক্যশঙ্কা ও তাহার সমাধান ৩৯২—৩৯৪

২য় সূত্র—
৩। প্রাণোৎপত্তি শ্রুতির গৌণার্থত্বাশঙ্কা নিরসন ৩৯৪—৩৯৭
৩য় সূত্র-
৪। শ্রুতি দ্বারা প্রাণোৎপত্তি সমর্থন ৩৯৭—৩৯৮
৪র্থ সূত্র—
৫। বাক্ প্রাণ ও মনের উৎপত্তি দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি সমর্থন ৩৯৯—৪০০
৫ম সূত্র—
৬। শ্রুতি অনুসারে ইন্দ্রিয়ের সপ্তত্বাশঙ্কা ৪০০—৪০২
৬ষ্ঠ সূত্র—
৭। ইন্দ্রিয়ের একাদশত্ব সংখ্যা নির্দ্ধারণ ৪০২—৪০৫
৮। ৫ম ও ষষ্ঠ সূত্রের প্রকারান্তরে অর্থ নির্দ্দেশ ৩০৫—৪০৮
৭ম সূত্র—
৯। ইন্দ্রিয়গণের অণুত্ব নির্দ্ধারণ ৪০৯—৪১০
৮ম সূত্র—
১০। মুখ্য প্রাণেরও উৎপত্তি সমর্থন ৪১০—৪১২
৯ম সূত্র—
১১। প্রাণের বায়ু-বিকারত্ব ও ইন্দ্রিয়ব্যাপারত্বপক্ষেরসমর্থন ৪১৩—৪১৪
১২। পঞ্জরচালন স্থায়ের অনুপপত্তি প্রদর্শন ৩৭৪—৪১৬
১০ম সূত্র—
১৩। চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দৃষ্টান্তে প্রাণের পরাধীনত্ব প্রতিপাদন ৪১৬—৪১৭
১১শ সূত্র—
১৪। প্রাণের অনিন্দ্রিয়ত্বনিবন্ধন বিষয়হীনত্ব সমর্থন ৪১৮—৪২০
১২শ সূত্র—
১৫। মুখ্য প্রাণের পাঁচ প্রকার বিভাগ প্রদর্শন ৪২০—০
১৩শ সূত্র—
১৬। মুখ্যপ্রাণের অণুত্ব কথন ৪২১—০
১৪শ সূত্র—
১৭। প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের দেবতানির্দ্দেশ ৪২২—৪২৪
১৫শ সূত্র—
১৮। জীবের সহিত ইন্দ্রিয়গণের স্বস্বামিভাব সম্বন্ধ ও জীবের ভোক্তৃত্ব সমর্থন ৪২৫—৪২৬
১৬শ সূত্র—
১৯। জীবের ভোক্তৃত্ব ও নিত্যত্ব প্রতিপাদন ৪২৬—৪২৭

১৭শ সূত্র—
২০। মুখ্যপ্রাণ ব্যতীত অপর একাদশ প্রাণের ইন্দ্রিয়সংজ্ঞা প্রতিপাদন ৪২৮—৪৩০
১৮শ সূত্র—
২১। মুখ্য প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের প্রভেদনির্দ্দেশ ৪৩১—
১৯শ সূত্র—
২২। মুখ্যপ্রাণে ও ইন্দ্রিয়ে বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন ৪৩২—৪৩৩
২০শ সূত্র—
২৩। নামরূপ-সৃষ্টিতে জীবের কর্ত্তৃত্ব শঙ্কা ৪৩৩—৪৩৫
২৪। সৃষ্টিতে পরমেশ্বরের কর্ত্তৃত্ব স্থাপন এবং সে সম্বন্ধে প্রমাণ প্রদর্শন ৪৩৫—৪৩৮
২১শ সূত্র—
২৫। শরীরগত মাংসাদি ধাতুর পার্থিবত্বাদি নিরূপণ ৪৩৮—৪৩৯
২২শ সূত্র—
২৬। পঞ্চীকৃত ভূতগণের অংশাধিক্য অনুসারে বিশেষ বিশেষ নামে ব্যবহার কথন ৪৪০—৪৪১

দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচীপত্র সমাপ্ত ॥

বেদান্তদর্শনম্

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রথমঃ পাদঃ।

স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ॥ ২।১।১ ॥ *

প্রথমেঽধ্যায়ে সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বরো জগত উৎপত্তিকারণং—মৃৎসুবর্ণাদয় ইব ঘটরুচকাদীনাম্, উৎপন্নস্য জগতো নিয়ন্তৃত্বেন স্থিতিকারণং—মায়াবীব মায়ায়াঃ, প্রসারিতস্য জগতঃ

বৃত্ত-বর্ত্তিষ্যমাণয়োঃ সমন্বয়-বিরোধপরিহারলক্ষণয়োঃ সঙ্গতিপ্রদর্শনায় সুখগ্রহণায় চৈতয়োঃ সংক্ষেপতস্তাৎপর্য্যার্থমাহ—"প্রথমেঽধ্যায়ে" ইতি। অনপেক্ষবেদান্তবাক্যস্বরসসিদ্ধসমন্বয়লক্ষণস্য বিরোধ-তৎপরিহারাভ্যামাক্ষেপসমাধানকরণাদনেন

প্রথম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে,—প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্ম জগতের কারণ। ঘটাদি-উৎপত্তির প্রতি মৃত্তিকাদি যেরূপ কারণ, ব্রহ্মও জগদুৎপত্তির প্রতি সেইরূপই কারণ। অপিচ, তিনি চতুর্ব্বিধ জীবের নিয়ন্তৃরূপে স্থিতিকারণ, এবং তাহাতেই সে সকল বিলীন হয় বলিয়া তিনি লয়েরও কারণ, (আধার

---

* ব্রহ্মৈব জগতঃ কারণমিতি পূর্ব্বত্র প্রতিপাদিতম্। তত্র স্মৃত্যনবকাশদোষঃ—স্মৃতীনাং কপিলাদিকৃতানাং অনবকাশঃ নির্ব্বিষয়তয়া আনর্থক্যং, তস্য প্রসঙ্গঃ প্রাপ্তির্ভবতীতি নাশঙ্কিতব্যম্। হেতুমাহ—অন্যেতি। তর্হি অন্যস্মৃতীনাং মন্বাদিপ্রণীতানাং অনবকাশদোষঃ স্যাৎ।

ইদমত্র তাৎপর্য্যম্—সাংখ্যস্মৃতিষু প্রধানং প্রতিপাদ্যতে, ন ধর্ম্মঃ, মন্বাদিস্মৃতিষু তু ধর্ম্মঃ প্রতিপাদ্যতে, ন প্রধানম্। তত্রাঽন্যতরপ্রাধান্যাঙ্গীকারেঽন্যতরাপ্রাধান্যং স্যাদিতি। যথা সাংখ্যস্মৃতিবিরোধাৎ ব্রহ্মবাদস্ত্যাজ্য ইতি ত্বয়োচ্যতে, তথা স্মৃত্যন্তরবিরোধাৎ প্রধানবাদোঽপি ত্যজ্যতাম্-ইতি ময়োচ্যতে। অতএব 'যত্রোভয়োঃ সমো দোষঃ পরিহারশ্চ যঃ সমঃ। নৈকঃ পর্য্যনুযোজ্যঃ স্যাৎ তাদৃগর্থবিচারণে।' ইতি ন্যায়াৎ ন পূর্ব্বপক্ষাবসরঃ। বস্তুতস্তু "শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী" ইত্যনুশাসনাৎ শ্রৌতে বিরোধে স্মৃত্যপ্রামাণ্যস্যাকিঞ্চিৎকরত্বাৎ প্রোক্তঃ পূর্ব্বপক্ষো ন যুক্ত ইতি ভাবঃ।

ব্রহ্মকারণবাদ স্বীকার করিলে প্রধানকারণবাদী সাংখ্যস্মৃতির অনবকাশ বা আনর্থক্য দোষ হয়, এ আপত্তি করিতে পার না; কারণ, সাংখ্যস্মৃতির প্রাধান্য স্বীকার করিলেও অপর স্মৃতির (মন্বাদি স্মৃতির) অনবকাশদোষ ঘটে। অতএব স্মৃতির অনবকাশ ব্রহ্মকারণবাদের-বাধক হইতে পারে না।

পুনঃ স্বাত্মন্যেবোপসংহারকারণম্—অবনিরিব চতুর্ব্বিধস্য ভূত-গ্রামস্য। স এব চ সর্ব্বেষাং ন আত্মেত্যেতদ্বেদান্তবাক্যসমন্বয়প্রতিপাদনেন প্রতিপাদিতম্, প্রধানাদিবাদাশ্চাশব্দত্বেন নিরাকৃতাঃ। ইদানীং স্বপক্ষে স্মৃতি-ন্যায়বিরোধপরিহারঃ, প্রধানাদিবাদানাঞ্চ ন্যায়াভাসোপবৃংহিতত্বং, প্রতিবেদান্তঞ্চ সৃষ্ট্যাদিপ্রক্রিয়ায়া অবিগীতত্বমিত্যস্যার্থজাতস্য প্রতিপাদনায় দ্বিতীয়োঽধ্যায় আরভ্যতে।

তত্র প্রথমং তাবৎ স্মৃতিবিরোধমুপন্যস্য পরিহরতি। যদুক্তং—ব্রহ্মৈব সর্ব্বজ্ঞং জগতঃ কারণমিতি, তদযুক্তম্। কুতঃ? স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ। স্মৃতিশ্চ তন্ত্রাখ্যা পরমর্ষিপ্রণীতা শিষ্টপরিগৃহীতা, অন্যাশ্চ তদনুসারিণ্যঃ স্মৃতয় এবং সত্যনবকাশাঃ প্রসজ্যেরন্। তাসু হ্যচেতনং প্রধানং স্বতন্ত্রং জগতঃ কারণমুপনিবধ্যতে। মন্বাদিস্মৃতয়স্তাবচ্চোদনালক্ষণেনাগ্নিহোত্রাদিনা

লক্ষণেনাস্তি বিষয়-বিষয়িভাবঃ সম্বন্ধঃ। পূর্ব্বলক্ষণার্থো হি বিষয়ঃ, তদ্গোচরত্বাদাক্ষেপসমাধানয়োঃ, এষ চ বিষয়ীতি।

তদেবমধ্যায়মবতার্য্য তদবয়বমধিকরণমবতারয়তি—"তত্র প্রথমং তাবৎ"ইতি। তন্ত্র্যতে ব্যুৎপাদ্যতে মোক্ষসাধনমনেনেতি তন্ত্রং, তদেবাখ্যা যস্যাঃ, সা স্মৃতিঃ তন্ত্রাখ্যা, পরমর্ষিণা কপিলেনাদিবিদুষা প্রণীতা। অন্যাশ্চাসুরিপঞ্চশিখাদিপ্রণীতাঃ স্মৃতয়স্তদনুসারিণ্যঃ। ন খল্বমূষাং স্মৃতীনাং মন্বাদিস্মৃতিবদন্যোঽবকাশঃ শক্যো

বা আশ্রয়), অর্থাৎ তিনি সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। ব্রহ্মই আমাদের আত্মা, এবং সাংখ্যোক্ত প্রধান অবৈদিক, ইহাও ঐ অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে। সম্প্রতি এই দ্বিতীয়াধ্যায়ে 'ব্রহ্ম-কারণবাদ যে, স্মৃতি-যুক্তিবিরুদ্ধ নহে' এবং 'প্রধানবাদীর যুক্তি যে, প্রকৃত যুক্তি নহে—যুক্ত্যাভাস', তাহা এবং বেদান্তোক্ত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া যে, পরস্পর অবিরোধী অর্থাৎ এইরূপই বটে, এই সকল কথা বলা হইবে।

[তত্র...প্রসঙ্গাৎ] তন্মধ্যে প্রথমে স্মৃতিবিরোধ উল্লেখপূর্ব্বক তাহার পরিহার বলা যাইতেছে। সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম জগৎকারণ, এ কথা অযুক্ত। কারণ, ব্রহ্ম-কারণবাদ স্বীকার করিতে গেলে স্মৃত্যনবকাশ (স্মৃতির অপ্রামাণ্য দোষ) উপস্থিত হয়। [স্মৃতিশ্চ...ব্যাখ্যাতব্যা] কপিলের তন্ত্রনাম্নী * স্মৃতি শিষ্টগণের মান্য; সুতরাং

* তন্ত্র=ষষ্টিতন্ত্র। সাংখ্যশাস্ত্রের অপর নাম ষষ্টিতন্ত্র। শিষ্ট=ঋষি। অনেক ঋষি কপিলমতাবলম্বী ছিলেন বা কপিলের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মজাতেনাপেক্ষিতমর্থং সমর্পয়ন্ত্যঃ সাবকাশা ভবন্তি,—অস্য বর্ণস্যাস্মিন্ কালেঽনেন বিধানেনোপনয়নমীদৃশশ্চাচার ইত্থং বেদাধ্যয়নমিত্থং সমাবর্ত্তনমিত্থং সহধর্ম্মচারিণীসংযোগ ইতি; তথা পুরুষার্থাংশ্চতুর্ব্বর্ণাশ্রমধর্ম্মান্ নানাবিধান্ বিদধতি। নৈবং কাপিলাদিস্মৃতীনামনুষ্ঠেয়ে বিষয়েঽবকাশোঽস্তি। মোক্ষসাধনমেব হি সম্যগ্দর্শনমধিকৃত্য তাঃ প্রণীতাঃ। যদি তত্রাপ্যনবকাশাঃ স্যুঃ, আনর্থক্যমেবাসাং প্রসজ্যেত। তস্মাৎ তদবিরোধেন বেদান্তা ব্যাখ্যাতব্যাঃ।

কথং পুনঃ ঈক্ষত্যাদিভ্যো হেতুভ্যো ব্রহ্মৈব সর্ব্বজ্ঞং জগতঃ

বদিতুম্—ঋতে মোক্ষসাধনপ্রকাশনাৎ। তদপি চেন্নাভিদধ্যুরনবকাশাঃ সত্যোঽপ্রমাণং প্রসজ্যেরন্। তস্মাত্তদবিরোধেন কথঞ্চিদ্বেদান্তা ব্যাখ্যাতব্যাঃ।

পূর্ব্বপক্ষমাক্ষিপতি "কথং পুনরীক্ষত্যাদিভ্যঃ" ইতি। প্রসাধিতং খলু ধর্ম্ম-

---

তাহা প্রমাণ। পঞ্চশিখ প্রভৃতি কতিপয় ঋষির স্মৃতিও কপিলস্মৃতির অনুমত। ব্রহ্মকারণবাদ স্বীকার করিলে ঐ সকল স্মৃতির স্থল থাকে না; সুতরাং সে সকলের অনবকাশ বা আনর্থক্য ঘটে। মনু প্রভৃতিকৃত স্মৃতির প্রতিপাদ্য অন্যপ্রকার; সুতরাং সে সকল স্মৃতির অনবকাশ নাই, অর্থাৎ সে সকলের আনর্থক্য হয় না। সাংখ্যস্মৃতি স্বতন্ত্র অচেতন প্রধানকে জগৎকারণ বলেন, অচেতন প্রধানই সাংখ্যস্মৃতির প্রতিপাদ্য, আর মন্বাদিস্মৃতির প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম। মনুপ্রভৃতি ঋষি প্রবর্ত্তকবাক্যানুমেয় (বিধিবাক্যবোধিত বা বেদবাক্যানুমেয়) ধর্ম্মসমূহের, অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি যাগের এবং তদপেক্ষিত অন্যান্য অনুষ্ঠেয়ের উপদেশ করিয়াছেন। অমুক বর্ণ অমুক সময়ে অমুক প্রকারে উপনীত হইবেন, অমুক বর্ণের অমুক আচার, অমুক প্রকারে বেদাধ্যয়ন ও অমুক প্রকারে সমাবর্ত্তন (অধ্যয়ন কালীন ব্রহ্মচর্য্যব্রতের উদ্‌যাপনপদ্ধতি) করিবেন এবং অমুক বিধানে দার গ্রহণ করিবেন, এইরূপ এইরূপ বিষয়ের উপদেশ করিয়াছেন। চতুর্ব্বিধ আশ্রম, সে সকল আশ্রমের বিবিধ ধর্ম্ম ও পুরুষার্থ, সমস্তই উপদেশ করিয়াছেন। কপিলাদির স্মৃতিতে ঐ সকল কথা নাই। কপিলাদি ঋষি মোক্ষসাধন তত্ত্বজ্ঞান উদ্দেশে স্মৃতিগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এতাদৃশী স্মৃতি যদি বিষয়শূন্য বা স্থলশূন্য হয়, তাহা হইলে অবশ্যই সে সকল স্মৃতি নিরর্থক ও অপ্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে। (অভ্রান্ত কপিল ঋষির প্রণীত স্মৃতি অর্থশূন্য—অপ্রমাণ, এ কথা কাহারও স্বীকার্য্য নহে)। অতএব, স্মৃতির প্রামাণ্য-রক্ষার্থ স্মৃতি-অনুসারেই বেদান্ত-বাক্যের ব্যাখ্যা করা উচিত। • [কথং...প্রণেতৃত্বম্] ভাল কথা, স্মৃতির স্থল বা স্বার্থকতা থাকে না বলিলে, তৎপ্রসঙ্গে অন্য পূর্ব্বপক্ষও করিতে পারা যায়। "তিনি ঈক্ষণ

কারণমিত্যবধারিতঃ শ্রুত্যর্থঃ স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গেন পুনরাক্ষিপ্যতে ? ভবেদয়মনাক্ষেপঃ স্বতন্ত্রপ্রজ্ঞানাম্, পরতন্ত্রপ্রজ্ঞাস্তু প্রায়েণ জনাঃ স্বাতন্ত্র্যেণ শ্রুত্যর্থমবধারয়িতুমশক্নুবন্তঃ প্রখ্যাতপ্রণেতৃকাসু স্মৃতিষবলম্বেরন্, তদ্বলেন চ শ্রুত্যর্থং প্রতিপিৎসেরন্, অস্মৎকৃতে চ ব্যাখ্যানে ন বিশ্বস্যুর্ব্বহুমানাৎ স্মৃতীনাং প্রণেতৃষু। কপিলপ্রভৃতীনাঞ্চার্ষং জ্ঞানমপ্রতিহতং স্মর্য্যতে, শ্রুতিশ্চ ভবতি—"ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্ব্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ" ইতি।

মীমাংসায়াং "বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদসতি হ্যনুমানম্"ইত্যত্র যথা :শ্রুতিবিরুদ্ধানাং স্মৃতীনাং দুর্ব্বলতয়ানপেক্ষণীয়ত্বং। তস্মান্ন দুর্ব্বলানুরোধেন বলীয়সীনাং শ্রুতীনাং যুক্তমুপবর্ণনম্ অপি তু স্বতঃসিদ্ধপ্রমাণভাবাঃ শ্রুতয়ো দুর্ব্বলাঃ স্মৃতীর্ব্বাধন্ত এবেতি যুক্তম্। পূর্ব্বপক্ষী সমাধত্তে "ভবেদয়ম্" ইতি। প্রসাধিতোঽপ্যর্থঃ শ্রদ্ধাজড়ান্ প্রতি পুনঃ প্রসাধ্যত ইত্যর্থঃ। আপাততঃ সমাধানমুক্ত্বা পরমসমাধানমাহ পূর্ব্বপক্ষী "কপিলপ্রভৃতীনাং চার্ষম্"ইতি। অয়মস্যাভিসন্ধিঃ—ব্রহ্ম হি শাস্ত্রস্য কারণমুক্তং 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ"ইতি। তেনৈব বেদরাশির্ব্রহ্মপ্রভবঃ সন্নাজ্ঞানসিদ্ধানাবরণভূতার্থমাত্রগোচর-তদ্বুদ্ধিপূর্ব্বকো যথা, তথা কপিলাদীনামপি শ্রুতিস্মৃতিপ্রথিতাজানসিদ্ধভাবানাং স্মৃতয়োঽনাবরণসর্ব্ববিষয়-তদ্বুদ্ধিপ্রভবা ইতি ন শ্রুতিভ্যোঽমূষামস্তি কশ্চিদ্বিশেষঃ। ন চৈতাঃ স্ফুটতরং প্রধানাদিপ্রতিপাদনপরাঃ

করিলেন—আলোচনা করিলেন" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা যখন সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরই জগতের কারণ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছেন, তখন আবার স্মৃতির অনবকাশ দোষ প্রদর্শনের অবকাশ কোথায় ? অর্থাৎ পুনরায় প্রধান কারণ বাদের কথা উঠিতেই পারে না হাঁ, যাহাঁরা স্বতন্ত্রপ্রজ্ঞ অর্থাৎ যাহাঁদের জ্ঞান অনাবৃত বা অব্যাহত—যাঁহারা স্বয়ং শ্রুত্যর্থ বিচার করিতে জানেন, তাহাদের নিকট এ সকল পূর্ব্বপক্ষ স্থান প্রাপ্ত হয় না সত্য, কিন্তু যাহাঁরা পরতন্ত্রপ্রজ্ঞ—যাহারা নিজজ্ঞানে শ্রুত্যর্থ জানিতে অক্ষম—যাহাঁদের জ্ঞান পরোপদেশ-সাপেক্ষ, তাঁহারা বিখ্যাত ঋষির প্রণীত গ্রন্থই অবলম্বন করেন, এবং তদনুসারেই শ্রুত্যর্থ নির্ণয় করিয়া থাকেন। স্মৃতিকার কপিল প্রভৃতি ঋষির সম্মানও অত্যধিক ; সুতরাং স্মৃতিকারগণের কথা নিতান্ত অবিশ্বাস্য নহে। পক্ষান্তরে আমাদের কথায়ই বা বিশ্বাস কি ? আমাদের ব্যাখ্যায় কেই বা বিশ্বাস স্থাপন করিবে ? [কপিল.. দিতি] কপিলাদি ঋষি অপ্রতিহত জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন, এ কথা স্মৃতিকারগণ বলিয়াছেন, এবং শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—"যে দেব প্রথম প্রসূত কপিলকে জন্মিবামাত্র ঋষি (মন্ত্রার্থ-দ্রষ্টা) ও জ্ঞানী করিয়াছেন, সেই পরমদেব ঈশ্বরকে জ্ঞানগোচর করিবে।" অতএব; তাদৃশ

তস্মান্নৈষাং মতমযথার্থং শক্যং সম্ভাবয়িতুম্, তর্কাবষ্টম্ভেন চ তেঽর্থং প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি, তস্মাদপি স্মৃতিবলেন বেদান্তা ব্যাখ্যেয়া ইতি পুনরাক্ষেপঃ। তস্য সমাধিঃ—নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাদিতি।

যদি স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গেনেশ্বরকারণবাদ আক্ষিপ্যেত, এবমপ্যন্যা ঈশ্বরকারণবাদিন্যঃ স্মৃতয়োঽনবকাশাঃ প্রসজ্যেরন্। তা উদাহরিষ্যামঃ। "যৎ তৎ সূক্ষ্মমবিজ্ঞেয়ম্" ইতি পরং ব্রহ্ম প্রকৃত্য "স হ্যন্তরাত্মা ভূতানাং ক্ষেত্রজ্ঞশ্চেতি কথ্যতে" ইতি চোক্ত্বা, "তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং ত্রিগুণং দ্বিজসত্তম" ইত্যাহ। তথান্যত্রাপি—"অব্যক্তং পুরুষে ব্রহ্মন্ নির্গুণে সম্প্রলীয়তে" ইত্যাহ।

শক্যস্তেঽন্যথয়িতুম্। তস্মাত্তদনুরোধেন কথঞ্চিচ্ছ্রুতয় এব নেতব্যাঃ। অপি চ, তর্কোঽপি কপিলাদিস্মৃতীরনুমন্যতে। তস্মাদপ্যেতদেব প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত আহ—"তস্য সমাধিঃ" ইতি।

যথা হি শ্রুতীনামবিগানং ব্রহ্মণি গতিসামান্যাৎ, নৈবং স্মৃতীনামবিগানমস্তি, প্রধানে তাসাং ভূয়সীনাং ব্রহ্মোপাদানত্বপ্রতিপাদনপরাণাং তত্র তত্র দর্শনাৎ।

ঋষির মত যে অযথার্থ, ইহা সম্ভাব্যই নহে। অপিচ, তাঁহাদের বাক্য আজ্ঞাবাক্য নহে, তাহাদের সমস্ত মত তর্কপরিষ্কৃত। এই সকল হেতুতে, স্মৃতি-অনুসারেই বেদান্তের ব্যাখ্যা করা উচিত, পুনর্ব্বার এতদ্রূপ পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত দেখিয়া তৎসমাধানার্থ বলিতেছেন—'স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গঃ'।

[যদি...ইতি] অর্থাৎ এক স্মৃতির অনবকাশ (স্থলাভাব বা বিষয়াভাব) দেখিয়া ঈশ্বরকারণবাদ অনঙ্গীকার করিতে গেলে ঈশ্বরকারণবাদিনী অন্য স্মৃতিরও অনবকাশ (বিষয়াভাবপ্রযুক্ত অপ্রামাণ্য) হইবেক। যে সকল স্মৃতি ঈশ্বরকারণবাদিনী, সে সকল স্মৃতি প্রদর্শিত হইতেছে। "সেই যে দুর্ব্বিজ্ঞেয় সূক্ষ্ম বস্তু"—স্মৃতি এইরূপে পরব্রহ্মের প্রস্তাব করিয়া, পশ্চাৎ "তিনি প্রাণিনিচয়ের অন্তরাত্মা; সুতরাং তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীব" এইরূপ উক্তি বা উপদেশ করতঃ বলিয়াছেন "হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, তাঁহা হইতে ত্রিগুণ অব্যক্ত (প্রধান) উৎপন্ন হইয়াছে।" অন্যত্রও ঐরূপ কথা আছে। যথা "হে ব্রহ্মন্, সেই অব্যক্ত গুণাতীত পুরুষে (পরমেশ্বরে লয় প্রাপ্ত হয়।" "ঋষিগণ, এই সংক্ষিপ্ত উপদেশটী শুন—পুরাতন নারায়ণই এ সমুদয় অর্থাৎ সর্ব্বময়, তিনিই সৃষ্টিকালে সৃষ্টি করেন, এবং সংহারকালে এ সকল আত্মসাৎ করেন।" পুরাণ শাস্ত্র এইরূপে ঈশ্বরকেই জগৎকারণ বলিয়াছেন। এ কথা ভগবদ্গীতাতেও আছে। যথা—"আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ।" আপস্তম্ব মুনি পরমাত্মার প্রস্তাব প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "তাঁহা

"অতশ্চ সঙ্ক্ষেপমিমং শৃণুধ্বং
নারায়ণঃ সর্ব্বমিদং পুরাণঃ।
স সর্গকালে চ করোতি সর্গং
সংহারকালে চ তদত্তি ভূয়ঃ॥"

ইতি পুরাণে, ভগবদ্গীতাসু চ—

"অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা" ইতি।

পরমাত্মানমেব চ প্রকৃত্যাপস্তম্বঃ পঠতি, "তস্মাৎ কায়াঃ প্রভবন্তি সর্ব্বে, স মূলং শাশ্বতিকঃ স নিত্যঃ" ইতি।

এবমনেকশঃ স্মৃতিষ্বপীশ্বরঃ কারণত্বেনোপাদানত্বেন চ প্রকাশ্যতে। স্মৃতিবলেন প্রত্যবতিষ্ঠমানস্য স্মৃতিবলেনৈবোত্তরং প্রবক্ষ্যামি,—ইত্যতোঽয়মন্যস্মৃত্যনবকাশদোষোপন্যাসঃ। দর্শিতন্তু শ্রুতীনামীশ্বরকারণবাদং প্রতি তাৎপর্য্যম্। বিপ্রতিপত্তৌ চ স্মৃতীনামবশ্যকর্ত্তব্যেঽন্যতরপরিগ্রহেঽন্যতরস্য পরিত্যাগে চ শ্রুত্যনুসারিণ্যঃ স্মৃতয়ঃ প্রমাণম্, নপেক্ষ্যা ইতরাঃ। তদুক্তং প্রমাণলক্ষণে, "বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদসতি হ্যনুমানম্" ইতি।

তস্মাদবিগানাচ্ছৌত এবার্থ আস্থেয়ো ন তু স্মার্ত্তঃ, বিগানাদিতি। তৎ কিমিদানীং পরস্পরবিগানাৎ সর্ব্বা এব স্মৃতয়োঽবহেয়াঃ? ইত্যত আহ—"বিপ্রতিপত্তৌ চ স্মৃতীনাম্" ইতি।

হইতে চতুর্ব্বিধ জীবদেহ জন্মে, তিনি এ সমস্তের মূল, তিনিই শাশ্বত ও নিত্য।" [এবং ..ভাবাৎ] ঈশ্বরই যে, জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, তাহা এরূপ ঐরূপ বহু স্মৃতিতে প্রকাশিত আছে। যাহারা কেবল স্মৃতিবল অবলম্বন করিয়া প্রত্যবস্থান করেন—পূর্ব্বপক্ষ করেন, তাঁহাদিগকে স্মৃতিবল দেখাইয়া প্রত্যুত্তর দেওয়াই উচিত, এই অভিপ্রায়েই সূত্রকার স্মৃত্যন্তরের অনবকাশ দোষ দেখাইয়াছেন। ফল, ঈশ্বরকারণতা পক্ষেই যে, সমস্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। যে স্থলে দুই বা ততোঽধিক স্মৃতির মধ্যে পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হয়, সে স্থলে অবশ্যই একটী ত্যাজ্য ও অন্যটী গ্রাহ্য হইয়া থাকে। কোনটী ত্যাজ্য, আর কোনটী গ্রাহ্য, ইহার মীমাংসা এই যে, যাহা শ্রুতির অনুগামিনী, তাহাই গ্রাহ্য, অন্য সকল স্মৃতি অগ্রাহ্য। এই কথা জৈমিনি মুনিও মীমাংসাদর্শনের প্রমাণবিচার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন। যথা—"যে স্থলে শ্রুতির সহিত স্মৃতির বিরোধ ঘটে, সে স্থলে স্মৃতির প্রামাণ্য অনপেক্ষ অর্থাৎ অগ্রাহ্য। হেতু এই যে, বিরোধের অভাব স্থলেই শ্রুতি অপেক্ষা দুর্ব্বল অনুমান অর্থাৎ স্মৃতি পরিগৃহীত

ন চাতীন্দ্রিয়ানর্থান্ শ্রুতিমন্তরেণ কশ্চিদুপলভত ইতি শক্যং সম্ভাবয়িতুম্, নিমিত্তাভাবাৎ। শক্যং কপিলাদীনাং সিদ্ধানাম-প্রতিহতজ্ঞানত্বাদিতি চেৎ, ন, সিদ্ধেরপি সাপেক্ষত্বাৎ। ধর্ম্মা-নুষ্ঠানাপেক্ষা হি সিদ্ধিঃ, স চ ধর্ম্মশ্চোদনালক্ষণঃ, ততশ্চ পূর্ব্ব-সিদ্ধায়াশ্চোদনায়া অর্থো ন পশ্চিমসিদ্ধ-পুরুষবচনবশেনাতি-শঙ্কিতুং শক্যতে। সিদ্ধব্যপাশ্রয়কল্পনায়ামপি—বহুত্বাৎ সিদ্ধানাং প্রদর্শিতেন প্রকারেণ. স্মৃতিবিপ্রতিপত্তৌ সত্যাং ন শ্রুতি-ব্যপাশ্রয়াদন্যৎ নির্ণয়কারণমস্তি। পরতন্ত্রপ্রজ্ঞস্যাপি নাকস্মাৎ স্মৃতিবিশেষবিষয়ঃ পক্ষপাতো যুক্তঃ। কস্যচিৎ কচিত্তু পক্ষপাতে সতি পুরুষমতিবৈশ্বরূপ্যেণ তত্ত্বাব্যবস্থানপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাত্তস্যাপি

"ন চাতীন্দ্রিয়ানর্থান্" ইতি অর্ব্বাগ্‌দৃগভিপ্রায়ম্। শঙ্কতে—"শক্যং কপিলা-দীনাম্" ইতি। নিরাকরোতি "ন, সিদ্ধেরপি"ইতি। ন তাবৎ কপিলাদয় ঈশ্বরবদাজানসিদ্ধাঃ, কিন্তু বিনিশ্চিতবেদপ্রামাণ্যানাং তেষাং তদর্থানুষ্ঠানবতাং প্রাচি ভবেঽস্মিন্ জন্মনি সিদ্ধিরত এবাজানসিদ্ধা উচ্যন্তে। যদমুষ্মিন্ জন্মনি ন তৈঃ সিদ্ধ্যুপায়ো ঽনুষ্ঠিতঃ, প্রাগ্‌ভবীয়বেদার্থানুষ্ঠানলব্ধজন্মত্বাৎ তৎসিদ্ধীনাম্। তথা চাবধৃতবেদপ্রামাণ্যানাং তদ্বিরুদ্ধার্থাভিধানং তদপবাধিতমপ্রমাণমেব। অপ্রমাণেন চ ন বেদার্থোঽ তশঙ্কিতুং যুক্তঃ, প্রমাণসিদ্ধত্বাত্তস্য। তদেবং বেদবিরোধে সিদ্ধ-বচনপ্রমাণমুক্ত্বা সিদ্ধানামপি পরস্পরবিরোধে তদ্বচনাদনাশ্বাস ইতি পূর্ব্বোক্তং স্মারয়তি—"সিদ্ধব্যপাশ্রয়কল্পনায়ামপি"ইতি। শ্রদ্ধাজড়ান্ বোধয়তি—"পরতন্ত্র-প্রজ্ঞস্যাপি" ইতি।

হইতে পারে, বিরোধ স্থলে নহে।" [নচ…সংগ্রহনীয়া] শ্রুতি পরিত্যাগ করিয়া কস্মিন্ কালেও কেহ অতীন্দ্রিয়ার্থ (যাহা চক্ষুরাদির অগোচর, তাহা)" জানিতে পারেন না। একমাত্র শ্রুতিই অতীন্দ্রিয়ার্থজ্ঞানের কারণ। তদভাবে অতীন্দ্রিয়ার্থ জ্ঞান হইতেই পারে না। কপিলাদি ঋষিগণ সিদ্ধ, তাঁহাদের জ্ঞান অনাবৃত অর্থাৎ অজ্ঞানাবরণরহিত—অপ্রতিহত; অতএব তাঁহারা বেদনিরপেক্ষ হইয়া অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব জানিতেন, এ কথাও বলিতে পার না। কারণ, সিদ্ধিও ধর্ম্মসাপেক্ষ। ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত সিদ্ধি হয় না। ধর্ম্ম বেদমূলক। প্রথমে বেদজ্ঞান, পরে তদর্থের অনুষ্ঠান, তৎপরে সিদ্ধি, সুতরাং পরভবিক সিদ্ধপুরুষের কথায় পূর্ব্বসিদ্ধ বেদার্থের অন্যথা করা অন্যায্য। সিদ্ধপুরুষ অনেক, তাঁহাদের স্মৃতিও অনেক; সুতরাং সিদ্ধ পুরুষগণের ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতি পরস্পর বিরুদ্ধবাদিনী হইলে শ্রুতির আশ্রয় ব্যতীত সে সকলের বিরোধভঞ্জন বা অর্থনির্ণয় হইতেই পারে না। [পর…গ্রহণীয়া] যাহাদের জ্ঞান পরায়ত্ত অর্থাৎ গুরুর ও শাস্ত্রের অধীন—তাঁহারা যে সহসা (বলপূর্ব্বক) স্মৃতি-

স্মৃতিবিপ্রতিপত্ত্যুপন্যাসেন শ্রুত্যনুসারানন্নুসারবিবেচনেন চ সন্মার্গে প্রজ্ঞা সংগ্রহণীয়া।

যা তু শ্রুতিঃ কপিলস্য জ্ঞানাতিশয়ং প্রদর্শয়ন্তী প্রদর্শিতা, ন তয়া শ্রুতিবিরুদ্ধমপি কাপিলং মতং শ্রদ্ধাতুং শক্যম্, কপিলমিতি শব্দসামান্যমাত্রত্বাৎ *, অন্যস্য চ কপিলস্য সগরপুত্রাণাং প্রতপ্তুর্ব্বাসুদেবনাম্নঃ স্মরণাৎ। অন্যার্থদর্শনস্য চ প্রাপ্তি-রহিতস্যাসাধকত্বাৎ। ভবতি চান্যা মনোর্ম্মাহাত্ম্যং প্রখ্যাপয়ন্তী শ্রুতিঃ, "যদ্বৈ কিঞ্চ মনুরবদৎ, তদ্ভেষজম্" ইতি। মনুনা চ—

নন্বু শ্রুতিশ্চেৎ কপিলাদীনামনাবরণ-ভুতার্থগোচরজ্ঞানাতিশয়ং বোধয়তি, কথং তেষাং বচনমপ্রমাণম্, তদপ্রামাণ্যে শ্রুতেরপ্যপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গাদিত্যত আহ— "যা তু শ্রুতিঃ"ইতি। ন তাবৎ সিদ্ধানাং পরস্পরবিরুদ্ধানি বচাংসি প্রমাণং ভবিতুমর্হন্তি, ন চ বিকল্পো বস্তুনি, সিদ্ধে তদনুপপত্তেঃ। অনুষ্ঠানমনাগতোৎ-পাদ্যং বিকল্প্যতে, ন সিদ্ধম্। তস্য ব্যবস্থানাৎ। তস্মাৎ শ্রুতিসামান্যমাত্রেণ ভ্রমঃ সাংখ্যপ্রণেতা কপিলঃ শ্রৌত ইতি। স্যাদেতৎ, কপিল এব শ্রৌতঃ, নান্যে মন্বাদয়ঃ। ততশ্চ তেষাং স্মৃতি কপিলস্মৃতিবিরুদ্ধা অবহেয়েত্যত আহ—"ভবতি

বিশেষের লিখিত পদার্থে পক্ষপাতী হন—ইহা অত্যন্ত অন্যায়। কোনও বিষয়ে পক্ষপাতী হওয়া ভাল নহে। পক্ষপাতী হইলে তত্ত্বব্যবস্থা হয় না। যেহেতু মানব-বুদ্ধি বিচিত্র, সকলে সমান বুঝে না, সেই হেতু স্মৃতিবিরোধস্থলে কোন্ স্মৃতি শ্রুত্যনুসারিণী আর কোন্ স্মৃতি শ্রুতিবিরোধিনী—তাহা পরিদর্শন (আলোচনা) পূর্ব্বক বুদ্ধিকে সৎপথগামিনী করা উচিত।

[যাতু...গম্যতে] বিশেষতঃ যে শ্রুতিটী কপিলমাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছেন,—কেবল সেই শ্রুতিটী দেখিয়াই কপিল-মতের উপর শ্রদ্ধাস্থাপন করা উচিত হয় না। কারণ, কপিল শব্দটী ব্যক্তিবিশেষের বোধক নহে। (কপিল অনেক, তন্মধ্যে কোন কপিল সাংখ্য শাস্ত্র বলিয়াছেন, এবং কোন্ কপিল বা শ্রুতিকর্তৃক প্রশংসিত হইয়াছেন, তাহারই বা স্থিরতা কি?) শ্রুতি কপিলের অপ্রতিহত জ্ঞান বর্ণনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু স্মৃতি শাস্ত্রে সগরসন্তাননাশক বাসুদেব-নামক অন্য কপিলেরও স্মরণ করিয়াছেন। সাংখ্যবক্তা কপিল ভেদজ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন, পরন্তু তাহা অবৈধ, অর্থাৎ বেদানুমোদিত নহে; সে জন্য তাহা অপ্রমাণ বা অগ্রাহ্য। এক শ্রুতি যেমন কপিলকে অতিশয়জ্ঞানী বলিয়াছেন, তেমনি, অন্য শ্রুতি আবার মনুরও-মাহাত্ম্য বিস্তার করিয়াছেন। যথা—"মনু যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ভেষজ অর্থাৎ সংসারব্যাধির মহৌষধ।" এই মনু

* শ্রুতিসামান্যমাত্রত্বাৎ-ইতি কচিৎ পাঠঃ।

"সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি॥"

ইতি সর্ব্বাত্মত্বদর্শনং প্রশংসতা কাপিলং মতং নিন্দ্যত ইতি গম্যতে। কপিলো হি ন সর্ব্বাত্মত্বদর্শনমনুমন্যতে, আত্মভেদাভ্যুপগমাৎ। মহাভারতেঽপি চ—

"বহবঃ পুরুষা ব্রহ্মন্ উতাহো এক এব তু,"
ইতি বিচার্য্য—
"বহবঃ পুরুষা রাজন্ সাঙ্খ্যযোগবিচারিণাম্"
ইতি পরপক্ষমুপন্যস্য তদ্ব্যুদাসেন—
"বহূনাং পুরুষাণাং হি যথৈকা যোনিরুচ্যতে।
তথা তং পুরুষং বিশ্বমাখ্যাস্যামি গুণাধিকম্॥"
ইত্যুপক্রম্য—
"মমান্তরাত্মা তব চ যে চান্যে দেহিসংজ্ঞিতাঃ।
সর্ব্বেষাং সাক্ষিভূতোঽসৌ ন গ্রাহ্যঃ কেনচিৎ কচিৎ॥

চাত্মা মনোঃ"ইতি। তস্যাশ্চাগমান্তরসম্বাদমাহ—"মহাভারতেঽপি চ" ইতি। ন কেবলং মনোঃ স্মৃতিঃ স্মৃত্যন্তরসম্বাদিনী শ্রুতিসম্বাদিন্যপীত্যাহ—"শ্রুতিশ্চ" ইতি। উপসংহরতি "অতঃ" ইতি। স্যাদেতৎ। ভবতু বেদবিরুদ্ধং কাপিলং বচঃ, তথাপি দ্বয়োরপি পুরুষবুদ্ধি প্রভবতয়া কো বিনিগমনায়াং হেতুঃ—যতো বেদাবিরোধি কাপিলং বচো নাদবণীয়ম্? ইত্যত আহ "বেদস্য হি নিরপেক্ষম্ ইতি।

অয়মভিসন্ধিঃ।—সত্যং শাস্ত্রযোনিরীশ্বরঃ,তথাপ্যস্য ন শাস্ত্রক্রিয়ায়ামস্তি স্বাতন্ত্র্যং কপিলাদীনামিব। স হি ভগবান্ যাদৃশং পূর্ব্বস্মিন্ সর্গে চকার শাস্ত্রং, তদনুসারেণাস্মিন্নপি সর্গে প্রণীতবান্। এবং পূর্ব্বতরানুসারেণ পূর্ব্বস্মিন্, পূর্ব্বতমানুসারেণ চ পূর্ব্বতর ইত্যনাদিরয়ং শাস্ত্রেশ্বরয়োঃ কার্য্যকারণভাবঃ। তেনেশ্বরস্য ন

সার্ব্বাত্ম্য-জ্ঞানের প্রশংসা করিয়াছেন। তাহা দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মনু সার্ব্বাত্ম্যজ্ঞানের প্রশংসা উপলক্ষ্যে কপিল মতের নিন্দা করিয়াছেন। যথা—"যে উপাসক সমানরূপে আপনাকে সমস্ত ভূতে, এবং সমস্ত ভূতকেও আপনাতে সন্দর্শন করে, সেই আত্মজ্ঞানী উপাসক স্বর্গরাজ্য (মোক্ষ) প্রাপ্ত হন।" [কপিলো ...নির্দ্ধারিতা] কপিল আত্মভেদ অর্থাৎ নানা আত্মা স্বীকার করেন। কিন্তু একাত্মবাদ মহাভারতে নির্ণীত হইয়াছে। মহাভারত "হে ব্রাহ্মণ, পুরুষ (আত্মা) এক কি বহু?" এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন পূর্ব্বক "সাংখ্যের ও যোগের মতে পুরুষ বহু" এইরূপে পরকীয় পক্ষের উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ তাহার খণ্ডনার্থ "বহু পুরুষের (পুরুষাকার শরীরের) উৎপত্তি স্থান যদ্রূপ, একতদ্রূপ, আমি সেই গুণাতীত বিরাট্‌পুরুষের কথা তোমাকে বলিতেছি।" এইরূপে প্রস্তাবারম্ভ করতঃ

বিশ্বমূর্দ্ধা বিশ্বভুজো বিশ্বপাদাক্ষিনাসিকঃ।
একশ্চরতি ভূতেষু স্বৈরচারী যথাসুখম্ ॥"
ইতি সর্ব্বাত্মতৈব নির্দ্ধারিতা। শ্রুতিশ্চ সর্ব্বাত্মতায়াং
ভবতি—
"যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥"
ইত্যেবম্বিধা।

অতশ্চাত্মভেদকল্পনয়াপি কাপিলস্য তন্ত্রস্য বেদবিরুদ্ধত্বং বেদানুসারিমনুবচনবিরুদ্ধত্বঞ্চ, ন কেবলং স্বতন্ত্র-প্রকৃতিপরিকল্পনয়ৈবেতি সিদ্ধম্। বেদস্য হি নিরপেক্ষং স্বার্থে প্রামাণ্যং রবেরিব রূপবিষয়ে, পুরুষবচসান্তু মূলান্তরাপেক্ষং বক্তৃস্মৃতি-

শাস্ত্রার্থজ্ঞানপূর্ব্বা শাস্ত্রক্রিয়া, যেনাস্য কপিলাদিবৎ স্বাতন্ত্র্যং ভবেৎ। শাস্ত্রার্থজ্ঞানং চাস্য স্বয়মাবির্ভবদপি ন শাস্ত্রকারণতামুপৈতি, তয়োরপ্যপর্য্যায়েণাবির্ভাবাৎ। শাস্ত্রঞ্চ স্বতো বোধকতয়া পুরুষস্বাতন্ত্র্যাভাবেন নিরস্তসমস্তদোষাশঙ্কং সদনপেক্ষং সাক্ষাদেব স্বার্থে প্রমাণম্; কপিলাদিবচাংসি তু স্বতন্ত্রকপিলাদি-প্রণেতৃকাণি তদর্থস্মৃতিপূর্ব্বকাণি, তদর্থস্মৃতয়শ্চ তদর্থানুভবপূর্ব্বাঃ। তস্মাত্তাসামর্থ-প্রত্যয়াজ্ঞ-

বলিয়াছেন—ইনিই আমার আত্মা, তোমার আত্মা, তোমার আত্মা ও অন্যের আত্মা। ইনি সমস্ত আত্মার (সমস্ত দেহের অথবা সমস্ত জীবের) সাক্ষী অর্থাৎ সাক্ষাৎ দ্রষ্টা। ইনি কুত্রাপি কাহারও আপাতজ্ঞানের গোচর হন না। ইনিই বিশ্বমস্তক, বিশ্ববাহু, বিশ্বপাদ, বিশ্বনেত্র ও বিশ্বনাসিক।* ইনি এক (অদ্বিতীয়), স্বাধীনপ্রকাশ স্বেচ্ছাবিহারী ও সকল ভূতে বিরাজমান।" এই ভারতীয় বাক্যে একাত্মবাদই নির্ণীত ও নানাত্মবাদ নিষিদ্ধ হইয়াছে। [শ্রুতিশ্চ...বিধা] শ্রুতিতেও স্পষ্ট একাত্মবাদ কথিত আছে। যথা—"যে-কালে সমস্ত ভূত জ্ঞানীর আত্মা হইয়া যায়, সে-কালে সেই একত্বদর্শীর শোকই বা কি! মোহই বা কি!" ইত্যাদি।

[অতঃ ..দোষঃ] কেবল প্রধান বলিয়াছেন বলিয়াই নহে, নানা জীব বলাতেও কপিলের স্মৃতি বেদবিরুদ্ধ এবং বেদানুযায়ি শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। অপিচ, বেদের প্রামাণ্য নিরপেক্ষ, অর্থাৎ বেদ স্বতঃপ্রমাণ, কিন্তু পুরুষবাক্য মূলসাপেক্ষ অর্থাৎ পরতঃপ্রমাণ। পরতঃপ্রমাণ বলিয়াই তাহার (স্মৃতি) স্বার্থেবোধ বা প্রামাণ্য

* বিশ্বমস্তক—সমুদয় মস্তকই তাঁহার মস্তক, অর্থাৎ যাবৎ জীবদেহ—সমস্তই তাহার দেহ। এইরূপে বিশ্ববাহু প্রভৃতি শব্দেরও ব্যাখ্যা করিবেন।

ব্যবহিতঞ্চেতি বিপ্রকর্ষঃ। তস্মাদ্বেদবিরুদ্ধে বিষয়ে স্মৃত্যনবকাশপ্রসঙ্গো ন দোষঃ ॥ ২ । ১ । ১ ॥

কুতশ্চ স্মৃত্যনবকাশপ্রসঙ্গো ন দোষঃ ?

ইতরেষাঞ্চানুপলব্ধেঃ ॥ ২ । ১ । ২ ॥ *

প্রধানাদিতরাণি যানি প্রধানপরিণামত্বেন স্মৃতৌ কল্পিতানি—মহদাদীনি, ন তানি বেদে লোকে বোপলভ্যন্তে। ভূতেন্দ্রিয়াণি তাবৎ লোকবেদপ্রসিদ্ধত্বাৎ শক্যন্তে স্মর্তুম্। অ-লোকবেদপ্রসিদ্ধত্বাত্তু মহদাদীনাং ষষ্ঠস্যেবেন্দ্রিয়ার্থস্য ন স্মৃতিরবকল্পতে।

প্রমাণ্যবিনিশ্চয়ায় যাবৎ স্মৃত্যনুভবৌ কল্প্যেতে, তাবৎ স্বতঃসিদ্ধপ্রমাণভাবয়াহনপেক্ষৈব শ্রুত্যা স্বার্থো বিনিশ্চায়িত ইতি শীঘ্রতরপ্রবৃত্তয়া শ্রুত্যা স্মৃত্যর্থো বাধ্যত ইতি যুক্তম্ ॥ ২ । ১ । ১ ॥

প্রধানস্য তাবৎ ক্বচিদ্বেদপ্রদেশে বাক্যাভাসানি দৃশ্যন্তে, তদ্বিকারাণাস্তু মহদাদীনাং তান্যপি ন সন্তি। ন চ ভূতেন্দ্রিয়াদিবন্মহদাদয়ো লোকসিদ্ধাঃ।

বিপ্রকৃষ্ট অর্থাৎ দূরাবস্থিত কথার অভিসন্ধি এই যে, (স্মৃতি প্রথমে শ্রুতির অনুমান করায়, পরে অর্থ ও প্রামাণ্যবোধ জন্মায়)। যেহেতু স্মৃতি দূরাবস্থিত—শ্রুতির দ্বারা জ্ঞানের ও প্রামাণ্যের জনক—সেই হেতু বেদবিরুদ্ধ বিষয়ে স্মৃত্যনবকাশপ্রসঙ্গ দোষাবহ নহে ॥ ২ । ১ । ১ ॥

বেদবিরুদ্ধ বিষয়ে স্মৃত্যনবকাশ, প্রসঙ্গ (স্মৃতির আনর্থক্য) যে, দোষ নহে, তৎপ্রতি অন্যহেতুও আছে।—

সাংখ্যস্মৃতিতে যে, প্রধানের পর পরিণামাত্মক মহত্তত্ত্বের ও অহংতত্ত্বের উল্লেখ আছে, সেগুলি কিন্তু লোকে বা বেদে কুত্রাপি উপলব্ধি হয় না। ভূত ও ইন্দ্রিয়বর্গ লোক ও বেদ উভয়প্রসিদ্ধ ; সুতরাং সেগুলির স্মরণ অযোগ্য নহে। কিন্তু প্রকৃতির পরিণাম মহৎ ও অহঙ্কার—যাহা সাখ্যস্মৃতির কল্পিত, তাহাত লোকে ও বেদে উভয়ত্রই অপ্রসিদ্ধ। যেহেতু অপ্রসিদ্ধ, সেই হেতুই তাহা স্মরণের অযোগ্য। যেমন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ও ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ার্থ অপ্রসিদ্ধ তেমন সাংখ্যপরিভাষিত মহত্তত্ত্ব এবং অহংতত্ত্বও অপ্রসিদ্ধ। (অভিপ্রায় এই যে, মহদাদির ন্যায় প্রধানেরও অপ্রামাণ্য অবিসংবাদিত)।

---

* ইতরেষাং মহদাদীনামপি অনুপলব্ধেঃ লোকে বেদে চাদর্শনাৎ সাংখ্যস্মৃত্যনবকাশপ্রসঙ্গো ন দোষায়েতি পুরণীয়ম্। মহদাদিবৎ প্রধানেঽপি প্রামাণ্যং নাস্তীতি ভাবঃ।

সাংখ্য যে পরিণামী মহত্তত্ত্বের ও অহঙ্কার তত্ত্বের স্মরণ করিয়াছেন, তাহা অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না। তাহা লোক ও বেদ সর্ব্বত্রই অপ্রসিদ্ধ। যখন অপ্রসিদ্ধ মহত্তত্ত্বের সঙ্গে প্রধান প্রভৃতি পরিপঠিত হইয়াছে,—তখন অবশ্য তাহার যে, অপ্রামাণ্য, ইহা স্থিরতর সিদ্ধান্ত ॥২।১।২॥

যদপি ক্বচিৎ তৎপরমিব শ্রবণমবভাসতে, তদপ্যতৎপরং ব্যাখ্যাতং "আনুমানিকমপ্যেকেষাম্" ইত্যত্র। কার্য্যস্মৃতের-প্রামাণ্যাৎ কারণস্মৃতেরপ্যপ্রামাণ্যং যুক্তমিত্যভিপ্রায়ঃ। তস্মাদপি ন স্মৃত্যনবকাশপ্রসঙ্গো দোষঃ। তর্কাবষ্টম্ভস্তু "ন বিলক্ষণত্বাৎ" ইত্যারভ্যোন্মথিষ্যতি ॥ ২। ১। ২ ॥

এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ॥ ২। ১। ৩ ॥ *

এতেন সাঙ্খ্যস্মৃতিপ্রত্যাখ্যানেন 'যোগস্মৃতিরপি প্রত্যা-খ্যাতা দ্রষ্টব্যে'ত্যতিদিশতি। তত্রাপি শ্রুতিবিরোধেন প্রধানং

তস্মাদাত্যন্তিকাৎ প্রমাণান্তরাসম্বাদাৎ, প্রমাণমূলত্বাচ্চ স্মৃতেঃ মূলাভাবাদভাবঃ—বন্ধ্যায়া ইব দৌহিত্রস্মৃতেঃ। ন চার্বজ্ঞানমত্র মূলমুপপদ্যত ইতি যুক্তম্। তস্মান্ন কাপিলস্মৃতেঃ প্রধানোপাদানত্বং জগত ইতি সিদ্ধম্॥ ২। ১। ২॥

নানেন যোগশাস্ত্রস্য হৈরণ্যগর্ভ-পাতঞ্জলাদেঃ সর্ব্বথা প্রামাণ্যং নিরাক্রিয়তে, কিন্তু জগদুপাদান-স্বতন্ত্রপ্রধান-তদ্বিকারমহদহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্রগোচরং প্রামাণ্যং নাস্তী-ত্যুচ্যতে। নূ চৈতাবতৈষামপ্রামাণ্যং ভবিতুমর্হতি। যৎপরাণি হি তানি, তত্রা-প্রামাণ্যেহপ্রামাণ্যমশ্নুবীরন্। ন চৈতানি প্রধানাদিসদ্ভাবপরাণি, কিন্তু যোগ-স্বরূপ-তৎসাধন-তদবান্তরফলবিভূতি-তৎপরমফলকৈবল্যব্যুৎপাদনপরাণি। তচ্চ কিঞ্চি-ন্নিমিত্তীকৃত্য ব্যুৎপাদ্যমিতি প্রধানং সবিকারং নিমিত্তীকৃতং—পুরাণেষ্বিব সর্গপ্রতি-সর্গবংশমন্বন্তরবংশানুচরিতং তৎপ্রতিপাদনপরেষু, ন তু তদ্বিবক্ষিতম্। অন্যপরা-দপি চান্যনিমিত্তত্বং প্রতীয়মানমভ্যুপেয়েত, যদি ন মানান্তরেণ বিরুধ্যেত। অস্তি তু

[যদপি...ষ্যতি] যদিও কোন কোন শ্রুতিতে মহৎ-শব্দের শ্রবণ আছে সত্য, কিন্তু থাকিলেও তাহা সাংখ্যোক্ত মহতের বোধক নহে। সে সকলের তাৎপর্য্য ও অর্থ "আনুমানিকং" ইত্যাদি সূত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। যখন কার্য্যস্মৃতি (কার্য্য = মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারতত্ত্ব) অপ্রমাণ তখন কারণস্মৃতিও (কারণ = প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি, তদ্বোধক স্মৃতিও) অপ্রমাণ, ইহাই এতৎসূত্রের অভিপ্রেত অর্থ। সাংখ্যস্মৃতির কূটতর্ক (প্রধানব্যবস্থাপিকা যুক্তি) "ন বিলক্ষণত্বাৎ" ইত্যাদি সূত্রে বিশেষভাবে খণ্ডিত হইবে॥ ২। ১। ২॥

সাংখ্যস্মৃতির প্রত্যাখ্যানে যোগস্মৃতিও প্রত্যাখ্যাতা হইয়াছে। যোগস্মৃতি-

---

* এতেন সন্নিহিতোক্তেন, সাংখ্যস্মৃতিনিরাসন্যায়কলাপেন যোগঃ যোগস্মৃতিরপি প্রত্যুক্তঃ প্রতিষিদ্ধো ভবতীতি যোজনা। বস্তুতস্তু পাতঞ্জলাদের্ন সর্ব্বথাঽপ্রামাণ্যং, কিন্তু জগদুপাদান-স্বতন্ত্রপ্রধান-তদ্বিকারমহদাদিষু। তত্র যোগস্বরূপতৎসাধনতদবান্তরফলাদি, ব্যুৎপাদ্যং, তচ্চ কিঞ্চিন্নিমিত্তীকৃত্যেতি প্রধানাদি নিমিত্তীকৃতং পুরাণেষ্বিব বংশমন্বন্তরাদীতি তাৎপর্য্যমুন্নেয়ম্।—

যে সকল যুক্তিতে সাংখ্যস্মৃতির অপ্রামাণ্য নির্দ্ধারিত হইল, সেই সকল যুক্তিতেই যোগস্মৃতিরও অপ্রামাণ্য নির্দ্ধারিত হইবেক। যোগ যে, জগৎকারণ প্রধান ও প্রধানোৎপন্ন মহত্তত্ত্বের কথা বলিয়াছেন, তাহা কেবল উপলক্ষ মাত্র, সে অংশে তাহার তাৎপর্য্য নাই।

স্বতন্ত্রমেব কারণং মহদাদীনি চ কার্য্যাণি অ-লোকবেদপ্রসিদ্ধানি কল্প্যন্তে।

নন্বেবং সতি সমানন্যায়ত্বাৎ পূর্ব্বেণৈবৈতদ্গতং, কিমর্থং পুনরতিদিশ্যতে। অস্ত্যত্রাভ্যধিকা শঙ্কা,—সম্যগ্দর্শনাভ্যুপায়ো হি যোগো বেদে বিহিতঃ—

"শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইতি।

"ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরম্"

ইত্যাদিনা চাসনাদিকল্পনাপুরঃসরং বহুপ্রপঞ্চং যোগবিধানং শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি দৃশ্যতে। লিঙ্গানি চ বৈদিকানি যোগ-বিষয়াণি সহস্রশ উপলভ্যন্তে।—

"তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্" ইতি,

"বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কৃৎস্নম্"

বেদান্তশ্রুতিভিরস্য বিরোধ ইত্যুক্তম্। তস্মাৎ প্রমাণভূতাদপি যোগশাস্ত্রান্ন প্রধানাদিসিদ্ধিঃ। অতএব যোগশাস্ত্রং ব্যুৎপাদয়িতাহ স্ম ভগবান্ বার্ষগণ্যঃ—

"গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি।
যত্তু দৃষ্টিপথপ্রাপ্তং তন্মায়ৈব সুতুচ্ছকম্॥" ইতি।

যোগং ব্যুৎপিপাদয়িষতা নিমিত্তমাত্রেণেহ গুণা উক্তাঃ, ন তু ভাবতঃ,তেষা-মতাত্ত্বিকত্বাদিত্যর্থঃ। অ-লোকসিদ্ধানামপি প্রধানাদীনামনাদিপূর্ব্বপক্ষন্যায়া-ভাসোৎপ্রেক্ষিতানামনুবাদ্যত্বমুপপন্নম্। তদনেনাভিসন্ধিনাহ—"এতেন সাংখ্য-স্মৃতিপ্রত্যাখ্যানেন যোগস্মৃতিরপি" প্রধাদাদিবিষয়তয়া "প্রত্যাখ্যাতা দ্রষ্টব্যা" ইতি।

অধিকরণান্তরারম্ভমাক্ষিপতি "নন্বেবং সতি সমানন্যায়ত্বাৎ" ইতি। সমাধত্তে "অস্ত্যত্রাভ্যধিকা শঙ্কা"। মা নাম সাংখ্যশাস্ত্রাৎ প্রধানসত্তা বিজ্ঞায়ি, যোগ-

---

প্রত্যাখ্যানের প্রয়োজন এই যে, যোগস্মৃতিতেও লোকও বেদ উভ-য় বিরুদ্ধ প্রধানের ও প্রধানোৎপন্ন মহত্তত্ত্বপ্রভৃতির উপদেশ আছে। [নন্বেবং... মাদীনি] যদি বল, যুক্তিসাম্যপ্রযুক্ত যোগস্মৃতি স্বতঃই নিরস্ত হইবে, তজ্জন্য অতিদেশ সূত্র কেন? (অতিদেশ = অমুক'কে অমুকের মত করিবে, এরূপ বলা)। আমরা বলি, অতিদেশের প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন এই যে, বেদ যোগকে আত্মতত্ত্বজ্ঞানের উপায় বলিয়াছেন। যথা—"সাধক আত্মদর্শনার্থ শ্রবণ মনন, নিদিধাসন করিবেন।" (নিদিধ্যাসন = যোগ)। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও "শরীরকে ত্র্যুন্নত অর্থাৎ বক্ষঃ, গ্রীবা, মস্তক, এই ত্রিস্থান উচ্চ ও সমান রাখিয়া—" ইত্যাদি ক্রমে যোগাসনের ও অন্যান্য যোগাঙ্গের উপদেশ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন, বেদমধ্যে "মুনিরা নিশ্চলা ইন্দ্রিয়ধারণাকে যোগ বলেন।" "এই বিদ্যা ও সমুদয় যোগবিধান" এইরূপ অনেক যোগবোধক

ইতি চৈবমাদীনি। যোগশাস্ত্রেঽপি, "অথ তত্ত্বদর্শনাভ্যুপায়ো যোগঃ" ইতি সম্যগ্দর্শনাভ্যুপায়ত্বেনৈব যোগোঽঙ্গীক্রিয়তে। অতঃ সম্প্রতিপন্নার্থৈকদেশত্বাদষ্টকাদিস্মৃতিবদ্ যোগস্মৃতিরপ্যনপবদনীয়া ভবিষ্যতীতীয়মভ্যধিকাশঙ্কা অতিদেশেন নিবর্ত্ত্যতে, অর্থৈকদেশ-সম্প্রতিপত্তাবপ্যর্থৈকদেশবিপ্রতিপত্তেঃ পূর্ব্বোক্তায়া দর্শনাৎ।

শাস্ত্রাত্তু প্রধানাদিসত্তা বিজ্ঞাপয়িষ্যতে। বহুলং হি যোগশাস্ত্রাণাং বেদেন সহ সম্বাদো দৃশ্যতে। উপনিষদুপায়স্য চ তত্ত্বজ্ঞানস্য যোগাপেক্ষাস্তি। ন জাতু যোগশাস্ত্রবিহিতং যমনিয়মাদি বহিরঙ্গমুপায়মপহায়ান্তরঙ্গঞ্চ ধারণাদিকমন্তরেণৌপনিষদাত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার উদেতুমর্হতি। তস্মাদৌপনিষদেন তত্ত্বজ্ঞানেনাপেক্ষণাৎ সম্বাদবাহুল্যাচ্চ বেদেন অষ্টকাদিস্মৃতিবদ্যোগস্মৃতিঃ প্রধানাদিপ্রতীতের্ন শাব্দত্বম্। ন চ তদপ্রমাণং প্রধানাদৌ, প্রমাণঞ্চ যমাদাবিতি যুক্তম্। তত্রাপ্রামাণ্যেঽন্যত্রাপ্যনাশ্বাসাৎ। যথাহুঃ—

"প্রসরং ন লভন্তে হি যাবৎ ক্বচন মর্কটাঃ।
নাভিদ্রবন্তি তে তাবৎ পিশাচা বা স্বগোচরে॥" ইতি।

সেয়ং লব্ধপ্রসরা প্রধানাদৌ যোগাপ্রমাণতা-পিশাচী সর্ব্বত্রৈব দুর্ব্বারা ভবেদিতি অস্যাঃ প্রসরং নিষেধতা প্রধানাদ্যভ্যুপেয়মিতি নাশব্দং প্রধানমিতি শঙ্কার্থঃ। সা "ইয়মভ্যধিকাশঙ্কাতিদেশেন নিবর্ত্ত্যতে"। নিবৃত্তিহেতুমাহ "অর্থৈকদেশ-সম্প্রতিপত্তাবপি" ইতি। যদি প্রধানাদিসত্তাপরং যোগশাস্ত্রং ভবেৎ ভবেৎ প্রত্যক্ষ-বেদান্তশ্রুতিবিরোধেনাপ্রমাণম্। তথা চ তদ্বিহিতেষু যমাদিষ্বপ্যনাশ্বাসঃ স্যাৎ। তস্মান্ন প্রধানাদিপরং তৎ, কিন্তু তন্নিমিত্তীকৃত্য যোগব্যুৎপাদনপরমিত্যুক্তম্। ন চাবিষয়েঽপ্রামাণ্যং বিষয়েঽপি প্রামাণ্যমুপহন্তি। ন হি চক্ষু রসাদাবপ্রমাণং রূপেঽপ্যপ্রমাণং ভবিতুমর্হতি। তস্মাদ্বেদান্তশ্রুতিবিরোধাৎ প্রধানাদিরস্তাবিষয়ো ন ত্বপ্রামাণ্যমিতি পরমার্থঃ।

কথা আছে। [যোগ...গম্যত ইতি] যোগ তত্ত্বজ্ঞানের উপায়, এ কথা যোগশাস্ত্রেও আছে। যেহেতু যোগস্মৃতির একাংশ প্রামাণিক, বাদিপ্রতিবাদী উভয়ের সম্মত, সেই হেতু অষ্টকাদি-স্মৃতির * ন্যায় যোগস্মৃতিও অত্যাজ্য অর্থাৎ অনিন্দনীয়। সাংখ্য অপেক্ষা যোগস্মৃতিতে এই অধিক আশঙ্কা—এ আশঙ্কা উক্ত অতিদেশ বাক্যের দ্বারা নিবৃত্ত হইবে। কারণ, উহার একাংশে বেদের সম্মতি থাকিলেও অপরাংশ বেদবিরুদ্ধ: (ফলিতার্থ এই যে, প্রধান বেদবিরুদ্ধ বলিয়া অপ্রামাণিক)।

---

* অষ্টকা—শ্রাদ্ধবিশেষ। অষ্টকাস্মৃতি—তদ্বোধিকা স্মৃতি। অষ্টকাবাক্য বেদে দৃষ্ট হয় না। না হইলেও বেদে উহার বিরুদ্ধ কথা নাই। বিরুদ্ধ কথা নাই বলিয়া ঐ অষ্টকাস্মৃতির মূল (শ্রুতি) অনুমিত হয়; সুতরাং তাহা প্রামাণিক বলিয়া গণ্যও হয়।

সতীম্বপ্যধ্যাত্মবিষয়াসু বহ্বীষু স্মৃতিষু, সাঙ্খ্য-যোগস্মৃত্যোরেব নিরাকরণায় যত্নঃ কৃতঃ। সাঙ্খ্য-যোগৌ হি পরমপুরুষার্থ-সাধনত্বেন লোকে প্রখ্যাতৌ, শিষ্টৈশ্চ পরিগৃহীতৌ, লিঙ্গেন চ শ্রৌতেনোপবৃংহিতৌ—

"তৎ কারণং সাঙ্খ্যযোগাভিপন্নং,

"জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ" ইতি।

নিরাকরণন্তু ন সাংখ্যজ্ঞানেন বেদনিরপেক্ষেণ যোগমার্গেণ বা নিঃশ্রেয়সমধিগম্যত ইতি। শ্রুতির্হি বৈদিকাদাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞানাদন্যন্নিঃশ্রেয়সসাধনং বারয়তি—

"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" ইতি। দ্বৈতিনো হি তে সাংখ্যা যোগাশ্চ নাত্মৈকত্বদর্শিনঃ।

যত্তু দর্শনমুক্তং—"তৎ কারণং সাংখ্য-যোগাভিপন্নম্" ইতি,

স্যাদেতৎ। অধ্যাত্মবিষয়াঃ সন্তি সহস্রং স্মৃতয়ো বৌদ্ধার্হতকাপালিকাদীনাং, তা অপি কস্মান্ন নিরাক্রিয়ন্ত ইত্যত আহ।—"সতীষপি"ইতি। তাসু খলু বহুলং বেদার্থবিসম্বাদিনীষু শিষ্টানাদৃতাসু কৈশ্চিদেব তু পুরুষাপসদৈঃ পশুপ্রায়ৈর্ম্লেচ্ছাদিভিঃ পরিগৃহীতাসু বেদমূলত্বাশঙ্কৈব নাস্তীতি ন নিরাকৃতাঃ। তদ্বিপরীতাস্তু সাংখ্যযোগস্মৃতয় ইতি তাঃ প্রধানাদিপরতয়া ব্যুদস্যন্ত ইত্যর্থঃ। "ন সাংখ্যজ্ঞানেন বেদনিরপেক্ষেণ" ইতি। প্রধানাদিবিষয়েণেত্যর্থঃ। দ্বৈতিনো হি তে সাংখ্যা যোগাশ্চ" যে প্রধানাদিপরতয়া তচ্ছাস্ত্রং ব্যাচক্ষত ইত্যর্থঃ।

অধ্যাত্মবিদ্যাবিষয়িণী বহু স্মৃতি থাকিলেও সূত্রকার যে, কেবল সাংখ্যস্মৃতির ও যোগস্মৃতিরই নিরাসার্থ যত্ন করিয়াছেন, তাহার কারণ এই :—সাংখ্য ও যোগ এই দুই স্মৃতিই পরমপুরুষার্থ-সাধক বলিয়া বিখ্যাত, শিষ্টগৃহীত ও বেদবাক্যের দ্বারা পরিপুষ্ট। (পরিপুষ্ট = বেদমধ্যে উক্ত উভয়ের প্রতিপাদ্য বস্তুর পোষক কথা থাকা) অভিপ্রেতার্থ এই যে, ঐ দুই স্মৃতি শ্রেষ্ঠ; সুতরাং তন্নিরাকারণে অন্যান্য স্মৃতিও নিরস্ত হইতে পারে। নিরাকরণের প্রয়োজন এই যে, বেদনিরপেক্ষ (অবৈদিক) সাংখ্যজ্ঞানে ও অবৈদিক যোগে মোক্ষলাভ হয় না। [শ্রুতির্হি ...দর্শিনঃ] শ্রুতি বলিয়াছেন, বৈদিক একাত্মবিজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন জ্ঞানে ও অন্য কোন পথে মোক্ষ হয় না। যথা—"লোক তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যু অতিক্রম করে, মুক্ত হয়, মোক্ষের অন্য পথ নাই।" সাংখ্যেরা ও যোগীরা দ্বৈতদর্শী, একাত্মদর্শী নহে। দ্বৈতদর্শীর মোক্ষ হয় না; সুতরাং সাংখ্যজ্ঞানে মোক্ষ হয় না।

[যত্তু...গম্যতে] বাদী যে দর্শনের কথা বলেন—"জীব সাংখ্য ও যোগ

বৈদিকমেব তত্র জ্ঞানং ধ্যানঞ্চ সাংখ্য-যোগশব্দাভ্যামভিলপ্যেতে, প্রত্যাসত্তেরিত্যবগন্তব্যম্। যেন ত্বংশেন ন বিরুধ্যেতে, তেনেষ্টমেব সংখ্যযোগস্মৃত্যোঃ সাবকাশত্বম্। তদ্‌যথা—"অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ" ইত্যেবমাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধমেব পুরুষস্য বিশুদ্ধত্বং নির্গুণ-পুরুষনিরূপণেন সাংখ্যৈরভ্যুপগম্যতে। তথা চ যোগৈরপি, "অথ পরিব্রাট্ বিবর্ণবাসা মুণ্ডোঽপরিগ্রহঃ" ইত্যেবমাদিশ্রুতি-প্রসিদ্ধমেব নিবৃত্তিনিষ্ঠত্বং প্রব্রজ্যাদ্যুপদেশেনানুগম্যতে। এতেন সর্ব্বাণি তর্কস্মরণানি প্রতিবক্তব্যানি। তান্যপি তর্কোপপত্তিভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানায়োপকুর্ব্বন্তীতি চেৎ, উপকুর্ব্বন্তু নাম, তত্ত্বজ্ঞানন্তু বেদান্তবাক্যেভ্য এব ভবতি। "নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তং," "তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" ইত্যেবমাদিশ্রুতিভ্যঃ ॥২।১।৩॥

সংখ্যা সম্যগ্‌বুদ্ধির্বৈদিকী, তয়া বর্ত্তন্ত ইতি সাংখ্যাঃ। এবং যোগো ধ্যানম্। উপায়োপেয়য়োরভেদবিবক্ষয়া; চিত্তবৃত্তিনিরোধো হি যোগঃ, তস্যোপায়ো ধ্যানং—প্রত্যয়ৈকতানতা। এতচ্চোপলক্ষণম্। অন্যেঽপি যমনিয়মাদয়ো বাহ্যা আন্তরাশ্চ ধারণাদয়ো যোগোপায়া দ্রষ্টব্যাঃ। এতেনাভ্যুপগতবেদপ্রামাণ্যানাং কণভক্ষাক্ষচরণাদীনাং সর্ব্বাণি তর্কস্মরণানীতি যোজনা। সুগমমন্যৎ ॥ ২ । ১ । ৩ ॥

এতদুভয়ের দ্বারা জগৎকারণ দেবকে জানিলে পাশবিমুক্ত হয়।" তাহা বেদান্তের অনভিমত নহে। কেন-না 'সাংখ্য' শব্দের অর্থ জ্ঞান ও যোগ'শব্দের অর্থ ধ্যান। (ব্রহ্ম জ্ঞান-ধ্যান-লভ্য এ দর্শন বেদান্তবহির্ভূত নহে)। অতএব, যে যে অংশ বেদবিরুদ্ধ নহে, সাংখ্যের ও যোগের সেই সেই অংশ অস্মদ্দর্শনেরও ইষ্ট; সুতরাং সাবকাশ অর্থাৎ প্রামাণিক। এ স্থলে দুই একটী অবিরুদ্ধ অংশ দেখান যাইতেছে।—সাংখ্যের নিরূপণে পুরুষ নির্গুণ "এই পুরুষ অসঙ্গ" ইত্যাদি শ্রুতির অনুরূপ। যোগস্মৃতি শমদমাদি প্রসঙ্গে নিবৃত্তিনিষ্ঠতার উপদেশ করিয়াছেন, সে উপদেশ "অনন্তর কাষায়পরিধায়ী:মুণ্ডিতমুণ্ড পরিগ্রহত্যাগী পরিব্রাট্ (সন্ন্যাসী) হইবেক।" ইত্যাদি শ্রুতির অনুগামী। [এতেন…শ্রুতিভ্যঃ] প্রদর্শিত প্রণালীতে অন্যান্য তর্কস্মৃতিরও প্রতিবাদ (খণ্ডন) করিবে। যদি বল, তর্ক ও উপপত্তি* তত্ত্বজ্ঞানের সহায়, সুতরাং তর্কের প্রত্যাখ্যান অন্যায্য; সে সম্বন্ধে আমরা বলি, তর্ক তত্ত্বজ্ঞানের সহায় হয় হউক, পরন্তু তত্ত্বজ্ঞানের উদয় বেদান্তবাক্যের দ্বারাই হইয়া থাকে, অন্য কিছুতে নহে। শ্রুতিও ঐ কথা বলিয়াছেন। যথা—"যে বেদজ্ঞ নহে, সে সেই বৃহৎ বস্তুকে (ব্রহ্মকে) জানিতে পারে না।" "আমি সেই কেবল উপনিষদ্বেদ্য পুরুষকে জানিতে ইচ্ছুক।" ইত্যাদি ॥ ২ । ১ । ৩ ॥

---

* তর্ক=অনুমান। উপপত্তি=অনুমানের অনুকূল যুক্তি।

ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বঞ্চ শব্দাৎ ॥২।১।৪॥*

ব্রহ্মাস্য জগতো নিমিত্তকারণং প্রকৃতিশ্চ,—ইত্যস্য পক্ষস্যাক্ষেপঃ স্মৃতিনিমিত্তঃ পরিহৃতঃ, তর্কনিমিত্ত ইদানীমাক্ষেপঃ পরিহ্রিয়তে। কুতঃ পুনরস্মিন্নবধারিতে আগমার্থে তর্কনিমিত্তস্যাক্ষেপস্যাবকাশঃ?—ননু ধর্ম্ম ইব ব্রহ্মণ্যপ্যনপেক্ষ আগমো ভবিতুমর্হতি? ভবেদয়মবষ্টম্ভো যদি প্রমাণান্তরানবগাহ্য আগমমাত্রপ্রমেয়োঽয়মর্থঃ স্যাদ্—অনুষ্ঠেয়রূপ ইব ধর্ম্মঃ, পরি-

অবান্তরসঙ্গতিমাহ—"ব্রহ্মাস্য জগতো নিমিত্তকারণং প্রকৃতিশ্চেত্যস্য পক্ষস্য" ইতি। চোদয়তি—"কুতঃ পুনঃ" ইতি। সমানবিষয়ত্বে হি বিরোধো ভবেৎ। ন চৈহাস্তি সমানবিষয়তা। ধর্ম্মবদ্‌ব্রহ্মণোঽপি মানান্তরাবিষয়তয়াহতর্ক্যত্বেনানপেক্ষাম্নায়ৈকগোচরত্বাদিত্যর্থঃ। সমাধত্তে—"ভবেদয়ম্" ইতি।

"মানান্তরস্যাবিষয়ঃ সিদ্ধবস্ত্ববগাহিনঃ।
ধর্ম্মোঽস্ত কার্য্যরূপত্বাদ্‌ব্রহ্ম সিদ্ধস্ত গোচরঃ॥"

ব্রহ্মই জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদান কারণ, এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে স্মৃতিঘটিত যে, আপত্তি হইয়াছিল, তাহা পরিহৃত হইয়াছে। এক্ষণে তর্কঘটিত আপত্তি পরিহৃত হইবে। যথা—যদি বল, শাস্ত্রার্থ নিশ্চিত হইলে তাহাতে তর্কের প্রসর (গতি বা প্রয়োজন) থাকে না, না থাকিবার কারণ এই যে, ব্রহ্ম ধর্ম্মের ন্যায় অনন্যসাপেক্ষ অর্থাৎ কেবলমাত্র শাস্ত্রসাপেক্ষ। যাহা যাহা শাস্ত্রমাত্রসাপেক্ষ, তাহা তাহাই শাস্ত্রের দ্বারা নির্ণীত হয়, অনুমানাদির দ্বারা নহে; সুতরাং শাস্ত্র-নিশ্চিত পদার্থ অনুমানের অবিষয়। ইহার প্রত্যুত্তর—ব্রহ্ম যদি ধর্ম্মের ন্যায় কেবলমাত্রশাস্ত্র প্রমাণের বিষয় হইতেন, তাহা হইলে অবশ্যই ঐ অবষ্টম্ভ (পূর্ব্বপক্ষ) হইতে পারিত। ধর্ম্ম-পদার্থ অনুষ্ঠেয় অর্থাৎ অনুষ্ঠান-সাধ্য, কিন্তু ব্রহ্ম অনুষ্ঠান-নিরপেক্ষ, অনুষ্ঠান-সাধ্য নহেন। ব্রহ্ম সিদ্ধ বস্তু। যাহা সিদ্ধ—যাহা পরিনিষ্পন্ন—অবশ্যই তাহাতে অন্য প্রমাণের প্রসর আছে। পৃথিবী পদার্থ পরিনিষ্পন্ন—তাহা যেমন বহুপ্রমাণের বিষয়—সেইরূপ পরিনিষ্পন্ন ব্রহ্মও অনেক প্রমাণের বিষয় হওয়া উচিত, অর্থাৎ তর্ক

* "প্রকৃত্যা সহ সারূপ্যং বিকারাণামবস্থিতম্। জগদ্‌ব্রহ্মসরূপঞ্চ নেতি নো তস্য বিক্রিয়া॥ বিশুদ্ধং চেতনং ব্রহ্ম জগজ্জড়মশুদ্ধিভাক্। তেন প্রধানসারূপ্যাৎ প্রধানস্যৈব বিক্রিয়া।" ইতি সাংখ্যপক্ষমবলম্ব্য পূর্ব্বপক্ষয়তি। অস্য কার্য্যভূতস্য জগতঃ বিলক্ষণত্বাৎ ব্রহ্মবৈরূপ্যাৎ ন প্রকৃতির্ব্রহ্মেতি শেষঃ। তথাত্বং ব্রহ্মবৈলক্ষণ্যং শব্দাৎ শাস্ত্রাৎ অধ্যবসীয় ইতি ন হেত্বসিদ্ধিঃ।—

ব্রহ্ম চেতন ও শুদ্ধ, কিন্তু জগৎ অচেতন ও অশুদ্ধ; সুতরাং সমলক্ষণ নহে। স্থাপন করিয়াছ যে, ব্রহ্মই জগৎকার্য্যের প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান কারণ, কিন্তু তাহা অসঙ্গত। নিয়ম এই যে, যে যাহার প্রকৃতি বা উপাদান, সে তাহার সমলক্ষণ। জগৎ যখন ব্রহ্ম-লক্ষণাক্রান্ত নহে, প্রত্যুত ব্রহ্মবিলক্ষণ, তখন ব্রহ্ম ইহার প্রকৃতি, ইহা কদাচ নহে। জগৎ যে, ব্রহ্ম-বিলক্ষণ, তাহা শাস্ত্রের দ্বারাই জানা যায়।

নিষ্পন্নরূপস্তু ব্রহ্মাবগম্যতে। পরিনিষ্পন্নে চ বস্তুনি প্রমাণান্তরাণামস্ত্যবকাশো যথা পৃথিব্যাদিষু। যথা চ শ্রুতীনাং পরস্পরবিরোধে সত্যেকবশেনেতরা নীয়ন্তে, এবং প্রমাণান্তরবিরোধেঽপি তদ্বশেনৈব শ্রুতির্নীয়তে। দৃষ্টসাধর্ম্ম্যেণ চাদৃষ্টমর্থং সমর্পয়ন্তী যুক্তিরনুভবস্য সন্নিকৃষ্যতে, বিপ্রকৃষ্যতে তু শ্রুতিরৈতিহ্যমাত্রেণ স্বার্থাভিধানাৎ। অনুভবাবসানঞ্চ ব্রহ্মবিজ্ঞানমবিদ্যায়া নিবর্ত্তকং মোক্ষসাধনঞ্চ দৃষ্টফলতয়েষ্যতে। শ্রুতিরপি "শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ" ইতি শ্রবণব্যতিরেকেণ মননং বিদধতী তর্কমপ্যত্রাদর্ত্তব্যং দর্শয়তি। অতস্তর্কনিমিত্তঃ পুনরাক্ষেপঃ ক্রিয়তে,—ন বিলক্ষণত্বাদস্যেতি।

যদুক্তং—চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ প্রকৃতিরিতি, তন্নোপপদ্যতে।

তস্মাৎ সমানবিষয়ত্বাদস্ত্যত্র তর্কস্যাবকাশঃ। নন্বস্তু বিরোধস্তথাপি তর্কাদরে কো হেতুরিত্যত আহ—"যথা চ শ্রুতীনাং" ইতি। সাবকাশা বহ্ব্যোঽপি শ্রুতয়োঽনবকাশৈকশ্রুতিবিরোধে তদনুগুণতয়া যথা নীয়ন্তে, এবমনবকাশৈকতর্কবিরোধে তদনুগুণতয়া বহ্ব্যোঽপি শ্রুতয়ো গুণকল্পনাদিভির্ব্ব্যাখ্যানমর্হন্তীত্যর্থঃ। অপি চ, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারো বিরোধিতয়াঽনাদিমবিদ্যাং নিবর্ত্তয়ন্ দৃষ্টেনৈব রূপেণ মোক্ষসাধনমিষ্যতে। তত্র ব্রহ্মসাক্ষাৎকারস্য মোক্ষসাধনতয়া প্রধানস্যানুমানং দৃষ্টসাধর্ম্ম্যেণাদৃষ্টবিষয়ং বিষয়তোঽন্তরঙ্গং, বহিরঙ্গং ত্বত্যন্তপরোক্ষগোচরং শাব্দং জ্ঞানম্। তেন প্রধানপ্রত্যাসত্ত্যাপ্যনুমানমেব বলীয় ইত্যাহ—"দৃষ্টসাধর্ম্ম্যেণ চ" ইতি। অপি চ, শ্রুত্যাপি ব্রহ্মণি তর্ক আদৃত ইত্যাহ—"শ্রুতিরপি" ইতি।

সোঽয়ং ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বাক্ষেপঃ পুনস্তর্কেণ প্রস্তূয়তে—

"প্রকৃত্যা সহ সারূপ্যং বিকারাণামবস্থিতম্।
জগদ্ ব্রহ্মসরূপঞ্চ নেতি নো তস্য বিক্রিয়া॥
বিশুদ্ধং চেতনং ব্রহ্ম জগজ্জড়মশুদ্ধিভাক্।
তেন প্রধানসারূপ্যাৎ প্রধানস্যৈব বিক্রিয়া॥"

তাহাতে অবশ্যই স্থান প্রাপ্ত হইবেক। [যথা চ...প্রকৃত্যাঃ] যেমন শ্রুতির সহিত শ্রুতির বিরোধ দেখিলে বিরোধভঞ্জনার্থ সমস্ত শ্রুতিকে এক শ্রুতির অনুগামী করিয়া লওয়া হয়, তেমনি, প্রমাণান্তরের সহিত বিরোধ হইলেও শ্রুতিসমূহকে প্রমাণান্তরের অনুগামী করিতে পার। দৃষ্টানুসারিণী যুক্তি দৃষ্টসাধর্ম্ম্য অর্থাৎ দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া অদৃষ্ট বস্তু সমর্থন করে, অদৃশ্য পদার্থেরও বোধ জন্মায়; সুতরাং তাহা অনুভবের যত সন্নিকট, শ্রুতি তত সন্নিকট নহে। শ্রুতি ঐতিহ্য রূপে (ইতিহাস রূপে) স্বার্থ সমর্পণ করেন বলিয়া যুক্তি অপেক্ষা দুর্ব্বল উপায়। ব্রহ্মবিজ্ঞানের

কস্মাদ্বিলক্ষণত্বাদস্য বিকারস্য প্রকৃত্যা। ইদং হি ব্রহ্মকার্য্যত্বেনাভিপ্রেয়মাণং জগদ্‌ব্রহ্মবিলক্ষণমচেতনমশুদ্ধঞ্চ দৃশ্যতে। ব্রহ্ম চ জগদ্বিলক্ষণং চেতনং শুদ্ধঞ্চ শ্রূয়তে। ন চ বিলক্ষণত্বে প্রকৃতিবিকারভাবো দৃষ্টঃ। ন হি রুচকাদয়ো বিকারা মৃৎপ্রকৃতিকা ভবন্তি, শরাবাদয়ো বা সুবর্ণপ্রকৃতিকাঃ। মৃদৈব তু মৃদন্বিতা বিকারাঃ ক্রিয়ন্তে, সুবর্ণেন সুবর্ণান্বিতাঃ, তথেদমপি জগদচেতনং সুখদুঃখমোহান্বিতং সদচেতনস্যৈব সুখদুঃখমোহাত্মকস্য কারণস্য কার্য্যং ভবিতুমর্হতি, ন বিলক্ষণস্য ব্রহ্মণঃ। ব্রহ্মবিলক্ষণত্বঞ্চাস্য জগতোঽশুদ্ধ্যচেতনত্বদর্শনাদবগন্তব্যম্। অশুদ্ধং হীদং জগৎ,

---

তথাহি—এক এব স্ত্রীকায়ঃ সুখদুঃখমোহাত্মকতয়া পত্যুশ্চ সপত্নীনাঞ্চ চৈত্রস্য চ স্ত্রৈণস্য তামবিন্দতোঽপর্য্যায়ঃ সুখদুঃখবিষাদানাধত্তে। স্ত্রিয়া চ সর্ব্বে ভাবা ব্যাখ্যাতাঃ। তস্মাৎ সুখদুঃখমোহাত্মতয়া চ স্বর্গনরকোচ্চাবচপ্রপঞ্চতয়া চ জগদশুদ্ধমচেতনঞ্চ। ব্রহ্ম তু চেতনং বিশুদ্ধঞ্চ নিরতিশয়ত্বাৎ। তস্মাৎ প্রধানস্যাশুদ্ধস্যাচেতনস্য বিকারো জগৎ—ন তু ব্রহ্মণ ইতি যুক্তম্। যে তু চেতনব্রহ্মবিকারতয়া জগচ্চৈতন্যমাহুস্তান্ প্রত্যাহ—"অচেতনঞ্চেদং জগৎ" ইতি।

চরম সীমা হইতেছে ব্রহ্মানুভব, তাহাই অজ্ঞানবিনাশরূপ মুক্তির কারণ। ব্রহ্মবিজ্ঞানের ফল ব্রহ্মানুভব; সুতরাং তাহা প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎকাররূপ; সেই জন্যই শ্রুতি শ্রবণের পর মননের বিধান করিয়া তর্কেরও আদর্ত্তব্যতা দেখাইয়াছেন। (মনন—তর্ক সহকৃত অনুমান)। তর্কের প্রতি শ্রুতির আদর দেখিয়া সূত্রকার ব্যাস তর্কঘটিত অবষ্টম্ভ (পূর্ব্বপক্ষ) দেখাইতেছেন।

ইতঃপূর্ব্বে স্থির করিয়াছ বা বলিয়াছ যে, ব্রহ্মই জগতের প্রকৃতি (উপাদান কারণ, কিন্তু তাহা অনুপপন্ন (যুক্তিসহ নহে)। কারণ, জগৎকার্য্যের প্রকৃতিরূপে-কল্পিত) ব্রহ্ম ইহার অননুরূপ অর্থাৎ ইহার সদৃশ নহে, প্রত্যুত বিসদৃশ। ইদং,...গন্তব্যম্] বেদান্তশাস্ত্র জগৎকে ব্রহ্মজন্য মনে করেন—বলেন, কিন্তু ইহাতে ব্রহ্ম-বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইতেছে। জগৎ অচেতন ও অশুদ্ধ, কিন্তু ব্রহ্ম চেতন ও শুদ্ধ। সালক্ষণ্য ব্যতীত (সমানে অসমানে) প্রকৃতিবিকৃতিভাব হয় না। যেমন বলয় ও মৃত্তিকা শরাব এবং সুবর্ণ, এ সকলের মধ্যে প্রকৃতি-বিকৃতিভাব হয় না। যেমন বলয় ও মৃত্তিকা, শরাব ও সুবর্ণ, এসকলের মধ্যে প্রকৃতিবিকৃতিভাব নাই, তেমনি অচেতন ও অশুদ্ধ জগতের সহিত চেতন ও শুদ্ধ ব্রহ্মের প্রকৃতিবিকৃতিভাব নাই। অতএব সুখ দুঃখ মোহান্বিত অচেতন জগৎ জগল্লক্ষণবর্জ্জিত চেতন ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন নহে, এইরূপ অবধারণ করাই উচিত। জগৎ যে ব্রহ্মলক্ষণবর্জ্জিত, তাহা জাড্য ও অবিশুদ্ধি দৃষ্টে জানা যায়। [অশুদ্ধং...কুরুতঃ] জগৎ সুখ দুঃখ মোহের

সুখদুঃখমোহাত্মকতয়া প্রীতি-পরিতাপ-বিষাদাদিহেতুত্বাৎ স্বর্গনরকাদ্যুচ্চাবচপ্রপঞ্চত্বাচ্চ। অচেতনং চেদং জগৎ, চেতনং প্রতি কার্য্যকারণভাবেনোপকরণভাবোপগমাৎ। ন হি সাম্যে সত্যুপকার্য্যোপকারকভাবো ভবতি। ন হি প্রদীপৌ পরস্পরস্যোপকুরুতঃ।

নন্বু চেতনমপি কার্য্যকরণং স্বামিভৃত্যন্যায়েন ভোক্তুরুপকরিষ্যতি, ন, স্বামিভৃত্যয়োরপ্যচেতনাংশস্যৈব চেতনং প্রত্যুপকারকত্বাৎ। যো হ্যেকস্য চেতনস্য পরিগ্রহো বুদ্ধ্যাদিরচেতনভাগঃ, স এবান্যস্য চেতনস্যোপকরোতি, ন তু স্বয়মেব চেতনশ্চেতনান্তরস্যোপকরোত্যপকরোতি বা। নিরতিশয়া হ্যকর্ত্তারশ্চেতনা ইতি সাঙ্খ্যা মন্যন্তে। তস্মাদচেতনং কার্য্যকরণম্। ন চ কাষ্ঠলোষ্ট্রাদীনাং চেতনত্বে কিঞ্চিৎ প্রমাণমস্তি। প্রসিদ্ধশ্চায়ং

ব্যভিচারং চোদয়তি—"নন্ব চেতনমপি"ইতি। পরিহরতি—"ন স্বামিভৃত্যয়োরপি"ইতি। নন্বু মা নাম সাক্ষাচ্চেতনশ্চেতনান্তরস্যোপকার্ষীৎ, তৎকার্য্যকরণবুদ্ধ্যাদিনিয়োগদ্বারেণ তুপকরিষ্যতীত্যত আহ—"নিরতিশয়া হ্যকর্ত্তারশ্চেতনাঃ" ইতি।

ও প্রীতিপরিতাপ প্রভৃতির নিদান এবং স্বর্গ নরকাদি উচ্চ নীচ গতির আশ্রয়; সুতরাং ইহা অশুদ্ধ। দেখা যায়, চেতনে অচেতনে পরস্পর উপকার্য্য-উপকারক ভাব হয়, কিন্তু চেতনে চেতনে কিংবা অচেতনে অচেতনে হয় না। সমান স্বভাব অথচ পরস্পর উপকার্য্য-উপকারক, ইহা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

[নন্বু…করণম্] যদি বল, প্রভু ও ভৃত্যের দৃষ্টান্তে চেতনে চেতনে উপকার্য্য-উপকারকভাব থাকা স্বীকার করিব, (প্রভুও চেতন, ভৃত্যও চেতন, অথচ পরস্পর পরস্পরের উপকার্য্য ও উপকারক), এ কথা বলিলে আমরা বলিব, ঐ দৃষ্টান্ত সমদৃষ্টান্ত নহে। উক্ত স্থলেও অচেতনাংশ উপকারক। প্রভু ও ভৃত্য এ দুয়ের বুদ্ধি প্রভৃতি অচেতনাংশই অন্যতর চেতনের উপকার করে। স্বয়ং চেতন উপকার বা অপকার কিছুই করে না। সাংখ্যও মানিয়া থাকেন, চেতনের (পুরুষের) কোনরূপ অতিশয় (তারতম্য) নাই। অতএব, কার্য্য ও করণ সমস্তই অচেতন, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। [নচ…প্রকৃতিকম্] অপিচ, কাষ্ঠলোষ্ট্রাদিতে চৈতন্য থাকার প্রমাণ নাই এবং চেতন-অচেতন এই দুই প্রকার বিভাগ ও সর্ব্ববিদিত। সমস্ত জগৎ চেতন হইলে সর্ব্ববিদিত বিভাগের উচ্ছেদ হইবে। প্রদর্শিত কারণে

চেতনাচেতনবিভাগো লোকে। তস্মাদ্‌ব্রহ্মবিলক্ষণত্বান্নেদং জগৎ তৎপ্রকৃতিকম্।

যোঽপি কশ্চিদাচক্ষীত—শ্রুত্বা জগতশ্চেতনপ্রকৃতিকতাং তদ্বলেনৈব সমস্তং জগচ্চেতনমবগমিষ্যামি, প্রকৃতিরূপস্য বিকারেঽন্বয়দর্শনাৎ, অবিভাবনন্তু চৈতন্যস্য পরিণামবিশেষাদ্ভবিষ্যতি। যথা স্পষ্টচৈতন্যানামপ্যাত্মনাং স্বাপমূর্চ্ছাদ্যবস্থাসু চৈতন্যং ন বিভাব্যতে, এবং কাষ্ঠলোষ্ট্রাদীনামপি চৈতন্যং ন বিভাবয়িষ্যতে। এতস্মাদেব চ বিভাবিতত্বাবিভাবিতত্বকৃতাৎ বিশেষাদ্‌রূপাদিভাবাভাবাভ্যাঞ্চ কার্য্যকরণানামাত্মনাঞ্চ চেতনত্বাবিশেষেঽপি গুণপ্রধানভাবো ন বিরোৎস্যতে। যথা চ পার্থিবত্বাবিশেষেঽপি মাংসসূপৌদনাদীনাং প্রত্যাত্মবর্তিনো বিশেষাৎ

উপজনাপায়বদ্ধর্ম্মযোগোঽতিশয়ঃ, তদভাবো নিরতিশয়ত্বম্। অতএব নির্ব্যাপারত্বাদকর্ত্তারঃ। তস্মাত্তেষাং বুদ্ধ্যাদিপ্রয়োক্তৃত্বমপি নাস্তীত্যর্থঃ।

চোদকো হ্যনুশয়বীজমুদ্‌ঘাটয়তি "যোঽপী"তি। অভ্যুপেত্যাপাততঃ সমাধান-

---

ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ব্রহ্মলক্ষণ না থাকাতে জগৎ ব্রহ্মপ্রকৃতিক (ব্রহ্মপ্রভব) নহে।

[যোঽপি...ভবিষ্যতি] এ স্থলে কেহ কেহ শ্রুতিতে জগতের চেতনপ্রকৃতিকতা শ্রবণ করিয়া, সমস্ত জগৎকেই চেতন বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, প্রকৃতির স্বভাব বিকৃতিতে অনুগত থাকা নিয়ম; সুতরাং চেতনপ্রসূত জগৎকেও চেতন বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। তবে যে, আমরা কাষ্ঠ লোষ্ট্র প্রভৃতিকে অচেতন বলিয়ামনে করি, চৈতন্যের অব্যক্ততাই তাহার কারণ। অভিব্যঞ্জক বিকারের বা পরিণামের তারতম্য থাকাতেই চৈতন্যস্ফূর্ত্তির অল্পাধিক্য হয়, সেই অল্পাধিক্য লইয়াই চেতন অচেতন ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়, অর্থাৎ চৈতন্যের অভিব্যক্তি বা বিকাশ দেখিলেই আমরা চেতন বলি. তাহা না দেখিলেই অচেতন বলি। আত্মা বিস্পষ্টচেতন হইলেও মূর্চ্ছাদি কালে তাহার চৈতন্য অভিভূত হয়, সেই কারণে লোকে বলে 'অচেতন হইয়াছে।' অতএব, চেতন অচেতন ব্যবস্থা অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তিঘটিত। (অভিব্যক্তচৈতন্যকে চেতন বলা হয়, আর অব্যক্তচৈতন্যকে অচেতন বলা হয়। কাষ্ঠাদি পদার্থ চেতন হইলেও উহার চৈতন্য অব্যক্ত. সুতরাং তাহা লোকব্যবহারে অচেতন)। সমস্ত বিকার চেতন হইলেও ব্যক্তাব্যক্ততারূপ প্রভেদ থাকায় উপকার্য্য-উপকারকভাবের বাধা হয় না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। যেমন মাংস, সূপ ও অন্ন প্রভৃতি দ্রব্য মৃৎপ্রকৃতিক হইলেও প্রত্যেকনিষ্ঠ বিশেষ বা ভেদক ধর্ম্ম থাকায় পরস্পর পরস্পরের উপকার্য্য ও

পরস্পরোপকারিত্বং ভবতি, এবমিহাপি ভবিষ্যতি। প্রবিভাগ-প্রসিদ্ধিরপ্যত এব ন বিরোৎস্যত ইতি। তেনাপি কথঞ্চিচ্চেতনত্বা-চেতনত্বলক্ষণং বিলক্ষণত্বং পরিহ্রিয়েত, শুদ্ধ্যশুদ্ধিত্বলক্ষণন্তু বিলক্ষণত্বং নৈব পরিহ্রিয়তে। ন চৈতদপি বিলক্ষণত্বং পরিহর্ত্তুং শক্যত ইত্যাহ—তথাত্বঞ্চ শব্দাদিতি।

অনবগম্যমানমেব হীদং লোকে সমস্তস্য বস্তুনশ্চেতনত্বং চেতনপ্রকৃতিকত্বশ্রবণাচ্ছব্দশরণতয়া কেবলয়োৎপ্রেক্ষ্যতে, তচ্চ শব্দেনৈব বিরুধ্যতে, যতঃ শব্দাদপি তথাত্বমবগম্যতে। তথাত্ব-মিতি প্রকৃতিবিলক্ষণত্বং কথয়তি। শব্দ এব "বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানং চ" ইতি কস্যচিদ্বিভাগস্যাচেতনতাং শ্রাবয়ন্ চেতনাদ্‌ব্রহ্মণো বিলক্ষণমচেতনং জগচ্ছ্রাবয়তি ॥ ২। ১। ৪ ॥

নন্নু চেতনত্বমপি ক্বচিদচেতনত্বাভিমতানাং ভূতেন্দ্রিয়াণাং

মাহ—"তেনাপি কথঞ্চিৎ"ইতি। পরমসমাধানন্তু সূত্রাবয়বেন বক্তুং তমেবাব-তারয়তি—"ন চৈতদপি বিলক্ষণত্বম্"ইতি।

সূত্রাবয়বাভিসন্ধিমাহ—"অনবগম্যমানমেব হীদম্" ইতি। শব্দার্থাৎ খলু চেতনপ্রকৃতিত্বাচ্চৈতন্যং পৃথিব্যাদীনামবগম্যমানমুপোদ্বলিতং মানান্তরেণ সাক্ষাচ্ছ্রূয়মাণমপ্যচৈতন্যমন্যথয়েৎ। মানান্তরাভাবে স্বার্থোঽর্থঃ শ্রুত্যর্থেনাপবদনীয়ঃ, ন তু তদ্বলেন শ্রুত্যর্থোঽন্যথয়িতব্য ইত্যর্থঃ। সূত্রান্তরমবতারয়িতুং চোদয়তি—"নন্নু চেতনত্বমপি ক্বচিৎ"ইতি। ন পৃথিব্যাদীনাং চৈতন্যমার্থমেব, কিন্তু ভূয়সীনাং শ্রুতীনাং সাক্ষাদেবার্থ ইত্যর্থঃ ॥ ২। ১। ৪।

উপকারক হইতে দেখা যায়, প্রদর্শিত স্থলেও সেইরূপেই উপকার্য্য-উপকারকভাব গৃহীত হইবেক। [প্রবিভাগ...বয়তি] প্রসিদ্ধ চেতনাচেতন বিভাগও ঐ প্রণালীতেই অবিরুদ্ধ হয়; সুতরাং ঐরূপ ব্যবস্থায় চেতনাচেতনঘটিত বৈলক্ষণ্যের পরিহার অবশ্যই হইতে পারে সত্য, কিন্তু জগৎ অশুদ্ধ, ব্রহ্ম শুদ্ধ, এ বৈলক্ষণ্যত ঐ ব্যবস্থায় নিবারিত হয় না; কাযেই তন্নিবারণার্থ 'তথাত্বঞ্চ শব্দাৎ' অংশ বলা হইয়াছে।

তাহার অর্থ এই যে, সমস্ত বস্তুই যে চেতন, এ তত্ত্ব শ্রুতিবাধিত। শ্রুতি কোন কোন বিভাগের অচেতনতা উপদেশ করিয়া জগৎকে ব্রহ্মবিলক্ষণ ও অচেতন বলিয়াছেন। ২। ১। ৪ ॥

[নন্নু...পঠতি] যদি বল, শ্রুতি কোন কোন স্থলে অচেতন বলিয়া অর্থাৎ জড়

শ্রূয়তে, যথা "মৃদব্রবীদাপোঽব্রুবন্"ইতি, "তত্তেজ ঐক্ষত, তা আপ ঐক্ষন্ত" ইতি চৈবমাদ্যা ভূতবিষয়া চেতনত্বশ্রুতিঃ, ইন্দ্রিয়বিষয়াপি, "তে হেমে প্রাণা অহংশ্রেয়সে বিবদমানা ব্রহ্ম জগ্মুঃ" ইতি, "তে হ বাচমূচুস্ত্বন্ন উদ্গায়" ইতি চৈবমাদ্যেতি। অত উত্তরং পঠতি—

অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্ ॥ ২।১।৫ ॥ *

তু-শব্দ আশঙ্কামপনুদতি। ন খলু মৃদব্রবীদিত্যেবঞ্জাতীয়কয়া শ্রুত্যা ভূতেন্দ্রিয়াণাং চেতনত্বমাশঙ্কনীয়ম্, যতোঽভিমানিব্যপদেশ এষঃ। মৃদাদ্যভিমানিন্যো বাগাদ্যভিমানিন্যশ্চ চেতনা দেবতা বদন-

সূত্রমবতারয়তি—"অত উত্তরং পঠতি।"

বিভজতে "তু-শব্দঃ" ইতি। নৈতাঃ শ্রুতয়ঃ সাক্ষান্মৃদাদীনাং বাগাদীনাঞ্চ চৈতন্যমাহুঃ, অপি তু তদধিষ্ঠাত্রীণাং দেবতানাং চিদাত্মনাম্। তেনৈতচ্ছ্রুতিবলেন ন মৃদাদীনাং বাগাদীনাঞ্চ চৈতন্যমাশঙ্কনীয়মিতি। কস্মাৎ পুনরেতদেব-

বলিয়া বিখ্যাত, এরূপ ভূতনিচয়কে ও ইন্দ্রিয়সমূহকে চেতন বলিয়াছেন, যথা— সেই "মৃত্তিকা বলিয়াছিল।" "জল বলিয়াছিল" "তেজ আলোচনা করিল" সেই সকল "জল আলোচনা করিল" ইত্যাদি। এই সকল শ্রুতি ভূতসমূহকে চেতন বলিয়াছেন। এইরূপ, ইন্দ্রিয়চৈতন্যবাদিনী শ্রুতিও আছে। যথা—"সেই সকল প্রাণ (ইন্দ্রিয়) আপন আপন শ্রেষ্ঠতারক্ষার্থ বিবাদ করিল, পরে ব্রহ্মার নিকট গমন করিল।" "তাহারা বাক্‌কে বলিল, তুমি আমাদের নিমিত্ত সাম গান কর।" ইত্যাদি। (ইহাতে সালক্ষণ্যই সিদ্ধ হয়, বৈলক্ষণ্য হয় না,) সূত্রকার সাংখ্যবাদীর পক্ষ হইয়া এতদ্বিধ আপত্তির সমাধানার্থ বলিতেছেন।—

সূত্রস্থ 'তু' শব্দ পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কার নিবর্ত্তক। অর্থাৎ 'মৃত্তিকা বলিয়াছিল।' ইত্যাদিবিধ শ্রুতি দেখিয়া ভূতের ও ইন্দ্রিয়ের চেতনত্ব শঙ্কা করিও না। কারণ, ঐ ব্যপদেশ (উল্লেখ) দেবতাপর। মৃত্তিকাদির ও বাগাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চেতন; সেইজন্য তাঁহারাই সেই সেই শ্রুতিতে 'বলিয়াছিল' 'বিবাদ করিল'

* তু-শব্দঃ শঙ্কানিরাসার্থঃ। মৃদব্রবীৎ ইত্যাদৌ তদভিমানিন্য দেবতা এব ব্যপদিশ্যন্তে, ন ভূতমাত্রমিন্দ্রিয়মাত্রং বা। যতঃ শ্রুতয় এব তত্র তত্র দেবতাদিশব্দেন তান্ বিশিংষন্তি। অনুগতাশ্চ তাঃ সর্ব্বত্র মন্ত্রার্থবাদেতিহাসপুরাণাদৌ।

"মৃত্তিকা বলিল, জল বলিল, এই সকল দেখিয়া ভূতাদির চেতনত্ব নিশ্চয় করিতে পারি না। কারণ, ঐ সকল বাক্যে অধিষ্ঠাত্রী দেবতারই কথন হইয়াছে। কৌষীতকি-ব্রাহ্মণ (বেদের শাখা বিশেষ) দেবতা শব্দের দ্বারা ঐ সকল ভূতকে বিশেষিত করিয়াছেন, এবং ঐ সকল দেবতা পুরাণাদিতেও প্রসিদ্ধ আছেন।

সংবদনাদিষু চেতনোচিতেষু ব্যবহারেষু, ব্যপদিশ্যন্তে, ন ভূতেন্দ্রিয়মাত্রম্। কস্মাৎ ? বিশেষানুগতিভ্যাম্। বিশেষো হি ভোক্তৃণাং ভূতেন্দ্রিয়াণাঞ্চ চেতনাচেতনপ্রবিভাগলক্ষণঃ প্রাগভিহিতঃ। সর্ব্বচেতনতায়াং চাসৌ নোপপদ্যতে।

অপি চ, কৌষীতকিনঃ প্রাণসম্বাদে করণমাত্রাশঙ্কাবিনিবৃত্তয়েঽধিষ্ঠাতৃ-চেতনপরিগ্রহায় দেবতাশব্দেন বিশিংষন্তি—"এতা হ বৈ দেবতা অহংশ্রেয়সে বিবদমানাঃ" ইতি (কৌ॰ ২। ১৪), "তা বা এতাঃ সর্ব্বা দেবতাঃ প্রাণে নিঃশ্রেয়সং বিদিত্বা" ইতি চ। অনুগতাশ্চ সর্ব্বত্রাভিমানিন্যশ্চেতনা দেবতা মন্ত্রার্থবাদেতিহাস-পুরাণাদিভ্যোঽবগম্যন্তে। "অগ্নির্ব্বাগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ"

মিত্যত আহ—"বিশেষানুগতিভ্যাম্"। তত্র বিশেষং ব্যাচষ্টে "বিশেষো হি" ইতি। ভোক্তৃণামুপকার্য্যত্বাৎ ভূতেন্দ্রিয়াণাঞ্চোপকারকত্বাৎ, সাম্যে চ তদনুপপত্তেঃ সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধেশ্চ, "বিজ্ঞানঞ্চাভবৎ" ইতি শ্রুতেশ্চ বিশেষশ্চেতনাচেতনলক্ষণঃ প্রাগুক্তঃ, স নোপপদ্যতে।

দেবতাশব্দকৃতো বাত্র বিশেষো বিশেষশব্দেনোচ্যত ইত্যাহ। "অপি চ কৌষীতকিনঃ প্রাণসম্বাদে" ইতি। অনুগতিং ব্যাচষ্টে—"অনুগতাশ্চ" ইতি। সর্ব্বত্র ভূতেন্দ্রিয়াদিষনুগতা দেবতা অভিমানিনীরূপদিশন্তি মন্ত্রাদয়ঃ। অপি চ, ভূয়স্যঃ শ্রুতয়ঃ—"অগ্নির্ব্বাগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ," "বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ,"

ইত্যাদিবিধ চেতনযোগ্য ব্যবহার বিষয়ে কথিত হইয়াছেন। কেবল ভূত কিংবা কেবল ইন্দ্রিয় ঐ সকল ব্যবহার করে নাই, তত্তদভিমানিনী দেবতারাই ঐ সকল করিয়াছেন। এ সিদ্ধান্ত বিশেষ ও অনুগতি—এতদুভয়ের দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। [বিশেষোহি...ইতি চ] ভোক্তা (জীব) চেতন-বিভাগভুক্ত, আর ভূত ও ইন্দ্রিয় অচেতনবিভাগভুক্ত, এই বিশেষ পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং এ বিশেষ (নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা) সর্ব্বচেতনতাপক্ষে অনুপপন্ন হয়।

অপিচ, কৌষীতকি-ব্রাহ্মণোক্ত দেবতা-বিশেষণও সর্ব্বচেতনতাপক্ষের নিবারক। বিবদমান প্রাণসমূহ যে, কেবলই ইন্দ্রিয় নহে ; সে বিবাদ যে চেতন-ঘটিত, তাহাই দেখাইবার জন্য কৌষীতকি-ব্রাহ্মণ দেবতা-বিশেষণ দিয়াছেন। (দেবতাবিশেষণে বিশেষিত করাতেই বুঝা গিয়াছে যে, ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী চেতন দেবতারাই ঐরূপ বিবাদ করিয়াছিল)। বিবাদ যথা—"আপন আপন শ্রেষ্ঠতা সমর্থনের জন্য বিবদমান এই সকল দেবতা—" "পূর্ব্বোক্ত দেবতা সকল প্রাণের শ্রেষ্ঠতা জানিয়া" ইত্যাদি। [অনুগতাশ্চ...দ্রষ্টব্যন্তি] মন্ত্র, অর্থবাদ, পুরাণ, ইতিহাস, সর্ব্বত্রই অভিমানিনী চেতন-দেবতার অনুগতি দেখা যায়।

ইত্যেবমাদিকা চ শ্রুতিঃ করণেষ্বনুগ্রাহিকাং দেবতা-মনুগতাং দর্শয়তি। প্রাণসম্বাদবাক্যশেষে চ, "তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিং পিতরমেত্যোচুঃ" ইতি শ্রেষ্ঠত্বনির্দ্ধারণায় প্রজাপতিগমনং তদ্বচনাচ্চৈকৈকোৎক্রমণেনান্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং প্রাণ-শ্রৈষ্ঠ্যপ্রতিপত্তিঃ, তস্মৈ বলিহরণম্—ইতি চৈবঞ্জাতীয়কো-ঽস্মদাদিষ্বিব ব্যবহারোঽনুগম্যমানোঽভিমানিব্যপদেশং দ্রঢ়য়তি। "তত্তেজ ঐক্ষত" ইত্যপি পরস্যা এব দেবতায়া অধিষ্ঠাত্র্যাঃ স্ববিকারেষ্বনুগতায়া ইয়মীক্ষা ব্যপদিশ্যত ইতি দ্রষ্টব্যম্। তস্মাদ্বিলক্ষণমেবেদং ব্রহ্মণো জগৎ, বিলক্ষণত্বাচ্চ ন ব্রহ্ম-প্রকৃতিকমিত্যাক্ষিপ্তে প্রতিবিধত্তে—॥২।১।৫॥

"আদিত্যশ্চক্ষুর্ভূত্বাঽক্ষিণী প্রাবিশৎ" ইত্যাদয় ইন্দ্রিয়বিশেষগতা দেবতা দর্শয়ন্তি। দেবতাশ্চ ক্ষেত্রজ্ঞভেদাশ্চেতনাঃ। তস্মান্নেন্দ্রিয়াদীনাং চৈতন্যং রূপত ইতি। অপি চ, প্রাণসম্বাদবাক্যশেষে প্রাণানামস্মদাদিশরীরাণামিব ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতানাং ব্যবহারং দর্শয়ন্ প্রাণানাং ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠানেন চৈতন্যং দ্রঢ়য়তীত্যাহ—"প্রাণসম্বাদ-বাক্যশেষে চ" ইতি। "তত্তেজ ঐক্ষতেত্যপি" ইতি যদ্যপি প্রথমেঽধ্যায়ে ভাক্তত্বেন বর্ণিতং, তথাপি মুখ্যত্বমপি কথঞ্চিন্নেতুং শক্যমিতি দ্রষ্টব্যম্। পূর্ব্ব-পক্ষমুপসংহরতি—"তস্মাৎ" ইতি। ২। ১। ৫ ॥

অর্থাৎ সর্ব্বত্রই চেতন-ব্যবহার দৃষ্ট হয়। সে সকল কথা জড়ের কথা নহে, সমস্তই চেতনের কথা। যথা—"অগ্নি বাগিন্দ্রিয় হইয়া মুখে প্রবিষ্ট হইলেন" ইত্যাদি। প্রদর্শিত শ্রুতিসমূহ ঐরূপ ঐরূপ বাক্যে ইহাই দেখাইয়াছেন যে, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই এক একটী অনুগত (অনুগ্রাহিকা) দেবতা আছেন। প্রাণ-সম্বাদের শেষেও দেখা যায়, প্রাণ সকলের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তাহা জানিবার জন্য সমুদায় প্রাণই প্রজাপতির নিকট গমন করিল। প্রজাপতির উপদেশে একে একে উৎক্রান্ত হইল, পরে মুখ্য-প্রাণের শ্রেষ্ঠতা জানিয়া অন্যান্য প্রাণ তাহার (জীবন-নির্ব্বাহক প্রাণের) পূজা করিতে প্রস্তুত হইল। যেমন আমাদের ব্যবহার, ঠিক্ সেইরূপ ব্যবহারই বর্ণিত হওয়ায় স্থির হইতেছে যে, ঐ ব্যপদেশ (উল্লেখ) অভিমানিনী দেবতার, কেবল ইন্দ্রিয়ের নহে। [তত্তেজ...বিধত্তে] "সেই তেজ ঈক্ষণ অর্থাৎ আলোচনা করিল" ইত্যাদি স্থলেও তেজঃপ্রভৃতিতে পরমাত্মার অধিষ্ঠান এবং সে ঈক্ষণ পরমাত্মারই ঈক্ষণ, এইরূপ বুঝিতে হইবেক। প্রদর্শিত যুক্তিতে পাওয়া যায়, জগতে ব্রহ্ম-লক্ষণ নাই এবং তাহা না থাকাতে ইহা ব্রহ্মপ্রভবও নহে। বাদীর এবম্বিধ আক্ষেপের (পূর্ব্বপক্ষের) সমাধান এইরূপ— ॥২।১।৫॥

দৃশ্যতে তু ॥ ২। ১। ৬ ॥ *

তু-শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। যত্তুক্তং বিলক্ষণত্বান্নেদং জগদ্ ব্রহ্মপ্রকৃতিকমিতি, নায়মেকান্তঃ। দৃশ্যতে হি. লোকে চেতনত্বেন প্রসিদ্ধেভ্যঃ পুরুষাদিভ্যো বিলক্ষণানাং কেশ-নখাদীনামুৎপত্তিঃ, অচেতনত্বেন প্রসিদ্ধেভ্যো গোময়াদিভ্যো বৃশ্চিকাদীনাম্। নম্বচেতনান্যেব পুরুষাদিশরীরাণ্যচেতনানাং কেশনখাদীনাং কারণানি, অচেতনান্যেব বৃশ্চিকাদিশরীরাণ্য-চেতনানাং গোময়াদীনাং কার্য্যাণীত্যুচ্যতে। এবমপি কিঞ্চিদ-চেতনং চেতনস্যায়তনভাবমুপগচ্ছতি, কিঞ্চিন্ন, ইত্যস্ত্যেব বৈলক্ষণ্যম্। মহাংশ্চায়ং পারিণামিকঃ স্বভাববিপ্রকর্ষঃ পুরুষাদীনাং কেশনখাদীনাঞ্চ রূপাদিভেদাৎ, তথা গোময়াদীনাং,

সূত্রকর্ত্তা উক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনার্থ তু-শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। জগৎ ব্রহ্মপ্রভব নহে, এ কথা বৈলক্ষণ্য দেখিয়া বলিতে পার না। যে যাহা হইতে জন্মে, সে যে অবশ্যই তাহার সলক্ষণ হইবে, এমন কোনও নিয়ম নাই। আমরা উহার ব্যভিচার (ব্যতিক্রম) দেখাইতে পারি। [দৃশ্যতে...দীনাম্] মনুষ্য চেতন বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু তৎপ্রভব কেশ নখাদি অচেতন। গোময় সর্ব্ববিদিত অচেতন, কিন্তু তৎপ্রভব বৃশ্চিকাদি চেতন। [নম্বচেতনান্যেব··· প্রলীয়েত] অচেতন দেহই অচেতন কেশ নখাদির এবং অচেতন গোময়ই অচেতন বৃশ্চিকাদিশরীরের উৎপত্তির কারণ, এরূপ বলিলেও স্বীকার করিতে হইতেছে যে, কোন কোন অচেতনই চেতনের আশ্রয় হয়, এবং কোন কোন অচেতন তাহা হয় না ; সুতরাং প্রদর্শিত প্রকারেও বৈলক্ষণ্য দোষ থাকিয়াই যায়, বৈলক্ষণ্যের নিবারণ হয় না। যদি প্রকৃতির সহিত বিকৃতির সম্পূর্ণ সাদৃশ্য থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চিত প্রকৃতি-বিকৃতিভাবেরই উচ্ছেদ হইত। মনুষ্যোৎপন্ন কেশাদির ও গোময়োৎপন্ন বৃশ্চিকাদির পারিণামিক স্বভাব এতদূর

* তু-শব্দেন চোদ্যং ব্যাবর্ত্ত্যতে। বিলক্ষণত্বান্নেদং জগৎ ব্রহ্মপ্রকৃতিকমিতি চোদ্যং ন কার্য্যম্ ;—যতো দৃশ্যতে চেতনাৎ পুরুষাৎ কেশনখাদীনাং, অচেতনাদপি গোময়াৎ বৃশ্চিকাদী-নামুৎপত্তিরিতি শেষঃ। বিলক্ষণত্বাদিত্যস্য হেতোরনৈকান্তিকতেতি ভাবঃ।

ব্রহ্ম চেতন, জগৎ অচেতন, এইরূপ বৈলক্ষণ্য থাকায় জগৎ ব্রহ্মপ্রভব নহে, এ আপত্তি হইতেই পারে না। কেন-না. চেতন চেতনেরই উৎপাদক, অচেতন অচেতনেরই জনক, ইহা ঐকান্তিক অর্থাৎ নিয়মিত বা অব্যভিচারী নিয়ম নহে। (ভাষ্যে দেখুন)।

বৃশ্চিকাদীনাঞ্চ। অত্যন্তসারূপ্যে চ প্রকৃতি-বিকারভাব এব প্রলীয়েত।

অথোচ্যেত, অস্তি কশ্চিৎ পার্থিবত্বাদিস্বভাবঃ পুরুষাদীনাং কেশনখাদিম্বনুবর্ত্তমানঃ—গোময়াদীনাঞ্চ বৃশ্চিকাদিম্বিতি, ব্রহ্মণোঽপি তর্হি সত্তালক্ষণঃ স্বভাব আকাশাদিম্বনুবর্ত্তমানো দৃশ্যতে। বিলক্ষণত্বেন চ কারণেন ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্বং জগতো দূষয়তা কিমশেষস্য ব্রহ্মস্বভাবস্যাননুবর্ত্তনং বিলক্ষণত্বমভিপ্রেয়তে? উত যস্য কস্যচিৎ? অথ চৈতন্যস্য? ইতি বক্তব্যম্। প্রথমে বিকল্পে সমস্তপ্রকৃতি-বিকারোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। নহ্যসত্যতিশয়ে প্রকৃতি-বিকারভাব ইতি ভবতি। দ্বিতীয়ে চাপ্রসিদ্ধত্বম্। দৃশ্যতে

সিদ্ধান্তসূত্রম্—

প্রকৃতিবিকারভাবহেতুং সারূপ্যং বিকল্প্য দূষয়তি—"অত্যন্তসারূপ্যে চ" ইতি। প্রকৃতিবিকারভাবাভাবহেতুং বৈলক্ষণ্যং বিকল্প্য দূষয়তি—"বিলক্ষণত্বেন চ কারণেন" ইতি। সর্ব্বস্বভাবাননুবর্ত্তনং প্রকৃতিবিকারভাবাবিরোধি, তদনুবর্ত্তনে তাদাত্ম্যেন প্রকৃতিবিকারভাবাভাবাৎ। মধ্যমস্ত্বসিদ্ধঃ। তৃতীয়স্তু নিদর্শনাভাবাদসাধারণ ইত্যর্থঃ। অথ জগদ্‌যোনিত্বয়াগমাদ্ব্রহ্মণোঽবগমাদাগমবাধিতবিষয়ত্বমনুমানস্য কস্মান্নোদ্ভাব্যতে? ইত্যত আহ—"আগমবিরোধস্তু" ইতি।

বিলক্ষণ যে, কেশনখাদি মনুষ্যোৎপন্ন এবং বৃশ্চিকাদি গোময়োৎপন্ন হইলেও, মনুষ্যের সহিত ও গোময়ের সহিত উহাদের অল্পমাত্রও সারূপ্য দৃষ্টিগোচর হয় না।

[অথো ..দৃশ্যতে] যদি বল, পুরুষের ও গোময়ের যে, পার্থিবত্বস্বভাব আছে, সেই স্বভাব কেশনখাদিতে ও বৃশ্চিক প্রভৃতিতে দৃষ্ট হয়; (সুতরাং তদনুসারে প্রকৃতিবিকৃতিভাবের অভাব হয় না)। ইহার প্রত্যুত্তরে আমরা বলি,—ব্রহ্মে সত্তানামক যে স্বভাব আছে, সেই স্বভাব তদুৎপন্ন আকাশাদি পদার্থেও অনুস্যূত আছে। তদনুসারেই ব্রহ্মের সহিত আকাশাদির প্রকৃতিবিকৃতিভাব সংরক্ষিত হইতে পারে। [বিলক্ষণ ..ত্বাৎ] যাঁহারা বৈলক্ষণ্য দেখিয়া জগতের ব্রহ্মপ্রকৃতিকতা অস্বীকার করেন, তাঁহারা বলুন, তাঁহাদের অভিপ্রায় কি? জগতে সমস্ত ব্রহ্মস্বভাবের অনুবর্ত্তন নাই বলিয়াই কি জগৎ ব্রহ্মবিলক্ষণ? এবং যেহেতু ব্রহ্মবিলক্ষণ, সেই হেতুই জগৎ ব্রহ্মপ্রভব নহে, ইহাই কি তাঁহাদের অভিপ্রায়? কিংবা কোনও একটী স্বভাবের অননুবর্ত্তনরূপ বৈলক্ষণ্য থাকায় ব্রহ্মপ্রভব নহে? অথবা চৈতন্য নাই বলিয়াই ইহা ব্রহ্মপ্রভব নহে? তন্মধ্যে প্রথম কল্পে অত্যন্ত সারূপ্য নিবন্ধন প্রকৃতিবিকৃতিভাবেরই উচ্ছেদ হইতে পারে। দ্বিতীয় কল্পে আপত্তির অসিদ্ধতা। কারণ, ব্রহ্মের যে সত্তালক্ষণ স্বভাব (অস্তিত্ব), তাহা

হি সত্তালক্ষণো ব্রহ্মস্বভাব আকাশাদিম্বনুবর্ত্তমান ইত্যুক্তম্। তৃতীয়ে চ দৃষ্টান্তাভাবঃ। কিং হি যচ্চৈতন্যেনানম্বিতং, তদব্রহ্মপ্রকৃতিকং 'দৃষ্টমিতি ব্রহ্মকারণবাদিনং প্রত্যুদাহ্রিয়েত। সমস্তস্যাস্য বস্তুজাতস্য ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্বাভ্যুপগমাৎ। আগমবিরোধস্তু প্রসিদ্ধ এব। চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং প্রকৃতিশ্চেত্যাগম-তাৎপর্য্যস্য প্রসাধিতত্বাৎ।

যত্তূক্তং—পরিনিষ্পন্নত্বাদ্ ব্রহ্মণি প্রমাণান্তরাণি সম্ভবেয়ুরিতি, তদপি মনোরথমাত্রম্। রূপাদ্যভাবাদ্ধি নায়মর্থঃ প্রত্যক্ষস্য গোচরঃ, লিঙ্গাদ্যভাবাচ্চ নানুমানাদীনাম্; আগমমাত্রসমধিগম্য এব ত্বয়মর্থো ধর্ম্মবৎ। তথা চ শ্রুতিঃ,—

"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া,
প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ"। ইতি
"কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ
ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব।"

ন চাস্মিন্নাগমৈকসমধিগমনীয়ে ব্রহ্মণি প্রমাণান্তরস্যাবকাশোঽস্তি, যেন তদুপাদায়াগম আক্ষিপ্যেতেত্যাশয়বানাহ—"যত্তূক্তং পরিনিষ্পন্নত্বাদ্‌ব্রহ্মণি" ইতি। যথা হি কার্য্যত্বাবিশেষেঽপ্যারোগ্যকামঃ পথ্যমশ্নীয়াৎ, স্বর্গকামঃ সিকতাং ভক্ষয়েদিত্যাদীনাং মানান্তরাপেক্ষতা, ন তু দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেতেত্যাদীনাং। তৎ কস্য হেতোঃ ? অস্য কার্য্যভেদস্য প্রমাণান্তরাগোচরত্বাৎ। এবং ভূতত্বাবিশেষেঽপি

আকাশ প্রভৃতি সমস্ত পদার্থেই আছে। তৃতীয় কল্পে দৃষ্টান্তের অভাব,—যাহা চৈতন্যযুক্ত নহে, তাহা ব্রহ্মপ্রভব নহে,—ইহার নিদর্শন বা দৃষ্টান্ত ব্রহ্মবাদীকে দেখাইতে পারিবে না। কেন না, ব্রহ্মবাদী তো সমুদায় জগৎকেই ব্রহ্মপ্রভব বলেন। (দৃষ্টান্তমাত্রই উভয়সম্মত হওয়া আবশ্যক। সেরূপ অর্থাৎ উভয়সম্মত না হইলে তাহা দৃষ্টান্তই হয় না)। যে কল্পই হউক, সকল কল্পই শাস্ত্রবিরুদ্ধ। শাস্ত্রবিরুদ্ধতা দোষ যে, পক্ষত্রয়েই আছে, তাহা "প্রকৃতিশ্চ" সূত্রে সাধিত হইয়াছে, দেখান হইয়াছে।

[যত্তূক্তং...জাতীয়কাঃ] বলিয়াছিলে যে, ব্রহ্ম যখন নিষ্পাদ্য বস্তু নহেন, কিন্তু নিত্যনিষ্পন্ন, তখন অবশ্যই তাঁহাতে অন্যান্য প্রমাণ (প্রত্যক্ষাদি) থাকিবেক। সে কথা মনোরথমাত্র, কথামাত্র। ফলতঃ তাহা অসম্ভব। কারণ, রূপাদি না থাকায় তিনি প্রত্যক্ষবহির্ভূত। অপিচ, লিঙ্গাদি (প্রত্যক্ষদৃষ্ট —অনুমাপক চিহ্ন) না থাকায় অনুমানাদির অবিষয়। ইহাতেই বুঝিতে হইবে, ধর্ম্মের ন্যায় ব্রহ্মও কেবলমাত্র শাস্ত্রগম্য। জগৎকারণ ব্রহ্ম যে, নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য —ঈশ্বরগণেরও দুর্ব্বোধ্য, শ্রুতি তাহা দুইটী মন্ত্রে বলিয়াছেন। যথা—

ইতি চৈতৌ মন্ত্রৌ সিদ্ধানামপীশ্বরাণাং দুর্ব্বোধতাং জগৎ-কারণস্য দর্শয়তঃ। স্মৃতিরপি ভবতি—

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥" ইতি,
"অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।" ইতি চ,
"ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥"
ইতি চৈবঞ্জাতীয়িকা।

যদপি শ্রবণব্যতিরেকেণ মননং বিদধচ্ছব্দ এব তর্ক-মপ্যাদর্ত্তব্যং দর্শয়তীত্যুক্তম্, নানেন মিষেণ শুষ্কতর্কস্যাত্রাত্ম-লাভঃ সম্ভবতি। শ্রুত্যনুগৃহীত এব হ্যত্র তর্কোঽনুভবাঙ্গত্বেনা-

পৃথিব্যাদীনাং মানান্তরগোচরত্বং, ন তু ভূতস্যাপি ব্রহ্মণঃ। তস্যাম্নায়ৈকগোচরস্যাতিপতিতসমস্তমানান্তরসীমতয়া স্মৃত্যাগমসিদ্ধত্বাদিত্যর্থঃ।

যদি স্মৃত্যাগমসিদ্ধং ব্রহ্মণস্তর্কাবিষয়ত্বং, কথং তর্হি শ্রবণাতিরিক্তমননবিধানমিত্যত আহ—"যদপি শ্রবণব্যতিরেকেণ" ইতি। তর্কো হি প্রমাণবিষয়বিবেচকতয়া তদিতিকর্ত্তব্যতাভূতস্তদাশ্রয়োঽসতি প্রমাণেঽনুগ্রাহ্যস্যাশ্রয়স্যাভাবাৎ শুষ্কতয়া

"হে প্রিয় নচিকেতা, এই মতি—এই ব্রহ্মজ্ঞান, কেবলমাত্র নিজ বুদ্ধিমতে নির্দ্ধারণ করিতে নাই, এবং কুতর্কদ্বারা বাধিতও করিতে নাই।" "ইহা অন্যকর্ত্তৃক অর্থাৎ বেদতত্ত্বজ্ঞ গুরুকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলেই ফলবতী হয়, অন্যথা বিফল হয়।" "যাঁহা হইতে এই বিচিত্র সৃষ্টি হইয়াছে, কে তাঁহাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানে? জানা দূরে থাকুক, তাঁহাকে বলে, বুঝাইয়া দেয়, এমন ব্যক্তিই বা কে আছে?" এ সকল কথা স্মৃতিতেও আছে। যথা—"যাহা চিন্তার অতীত, তাহা তর্কে আরোপিত হইবার অযোগ্য, অর্থাৎ তাহা তর্কের অপ্রাপ্য। যাঁহা প্রকৃতিরও অতীত, তাহা অচিন্ত্য,—অচিন্ত্যতাই সে বস্তুর লক্ষণ।" "এই জগৎকারণ (ব্রহ্ম) অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও বিকার-রহিত।" "কি দেবগণ, কি মহর্ষিগণ, কেহই আমার আদি (উৎপত্তি) জানেন না। (আদি নাই বলিয়াই তাহা জানেন না)। আমিই সমুদয় দেবতার ও ঋষির আদি অর্থাৎ উৎপত্তির কারণ।"

[যদপি...দর্শয়িত্যুক্তি] বলিয়াছিলে, শ্রুতি শ্রবণের পর মননের বিধান করায় তর্কের আদর্ত্তব্যতা দেখাইয়াছেন, তাহাতে আমরা বলি, তাই বলিয়া শুষ্ক তর্ক আদর্ত্তব্য (গ্রাহ্য) নহে। যে তর্ক শ্রুতির অনুগামী, অনুভবের সহায় বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই তর্কই গ্রাহ্য। শ্রুতি-সমর্পিত অর্থের অসম্ভাবনাদি দোষপরিহারার্থ অনুকূল

শ্রীয়তে—স্বপ্নান্ত-বুদ্ধান্তয়োরুভয়োরিতরেতরব্যভিচারাদাত্মনোঽন-ন্বাগতত্বং, সম্প্রসাদে চ প্রপঞ্চপরিত্যাগেন সদাত্মনা সম্পত্তে-র্নিষ্প্রপঞ্চসদাত্মত্বং, প্রপঞ্চস্য চ ব্রহ্মপ্রভবত্বাৎ কার্য্যকারণানন্য-ত্বন্যায়েন ব্রহ্মাব্যতিরেক ইত্যেবঞ্জাতীয়কঃ। "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" ইতি চ কেবলস্য তর্কস্য বিপ্রলম্ভকত্বং দর্শয়িষ্যতি।

যোঽপি চেতনকারণশ্রবণবলেনৈব সমস্তস্য জগতশ্চেতনতামুৎ-প্রেক্ষেত, তস্যাপি বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চেতি চেতনাচেতনবিভাগশ্রবণং বিভাবনাবিভাবনাভ্যাং চৈতন্যস্য শক্যত এব যোজয়িতুম্। পরস্যৈব তু ইদমপি বিভাগশ্রবণং ন যুজ্যতে। কথম্? পরম-কারণস্য হ্যত্র সমস্তজগদাত্মনা সমবস্থানং শ্রাব্যতে—"বিজ্ঞান-

নাদ্রিয়তে। যস্ত্বাগমপ্রমাণাশ্রয়স্তদ্বিষয়বিবেচকস্তদবিরোধী, স মন্তব্য ইতি বিধী-য়তে। "শ্রুত্যনুগৃহীতঃ" ইতি। শ্রুত্যা শ্রবণস্য পশ্চাদিতিকর্ত্তব্যতাত্বেন গৃহীতঃ। "অনুভবাঙ্গত্বেন" ইতি। যতো হি ভাব্যমানো ভাবনায়া বিষয়তয়াঽনুভূতো ভব-তীতি মননমনুভবাঙ্গম্। "আত্মনো ঽনন্বাগতত্বম্" ইতি। স্বপ্নাদ্যবস্থাভিরসম্পৃক্তত্বমুদাসীনত্বমিত্যর্থঃ।

অপি চ চেতনকারণবাদিভিঃ কারণসালক্ষণ্যেঽপি কার্য্যস্য কথঞ্চিচ্চৈতন্যাবি-র্ভাবানাবির্ভাবাভ্যাং বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চাভবদিতি জগৎকারণে যোজয়িতুং শক্যম্। অচেতনপ্রধানকারণবাদিনান্তু দুর্যোজমেতৎ। ন হ্যচেতনস্য জগৎকারণস্য বিজ্ঞান-রূপতা সম্ভবিনী।

তর্কের শরণ লওয়া কর্ত্তব্য বটে; কিন্তু স্বতন্ত্র তর্ক অবলম্বনে তত্ত্বনির্দ্ধারণ কর্ত্তব্য নহে। স্বপ্ন ও জাগ্রৎ এই দুই অবস্থা পরস্পরব্যভিচারিণী, আত্মা ঐ সকল অবস্থায় অনন্বিত (অস্পৃষ্ট)। সুষুপ্তিকালে প্রপঞ্চত্যাগ হয়, প্রপঞ্চাভাব হেতু তৎকালে আত্মা সৎ-সম্পন্ন, (স্বরূপ প্রাপ্ত বা সত্তামাত্রে প্রতিষ্ঠিত) হন, কারণ ও কার্য্য ভিন্ন নহে—এক; সুতরাং ব্রহ্ম ও ব্রহ্মপ্রভব প্রপঞ্চ ভিন্ন নহে—এক, এইরূপ এইরূপ অনুকূল তর্ক (যুক্তি) গ্রহণীয়। শুষ্ক তর্ক (স্বাধীন বা শ্রুতিনিরপেক্ষ) প্রতারক; তদ্দ্বারা বস্তুনিশ্চয় হয় না, ইহা 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' সূত্রে প্রদর্শিত হইবেক।

[যোঽপি...ভবতি] কোন কোন বৈদান্তিক চেতনকারণবাদিনী শ্রুতির বলে সমস্ত জগৎকে চেতন বলেন এবং "তিনি বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান (চেতন ও অচেতন) উভয়রূপী হইয়াছেন" এই শ্রুত্যুক্ত বিভাগকে অভিব্যক্তি-অনভিব্যক্তি ঘটিত করিয়া সামঞ্জস্য করেন। (অর্থাৎ যাহাতে চৈতন্যের অভিব্যক্তি, তাহা

ঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চাভবৎ ইতি। তত্র যথা চেতনস্যাচেতনভাবো নোপপদ্যতে বিলক্ষণত্বাৎ, এবমচেতনস্যাপি চেতনভাবো নোপপদ্যতে। প্রত্যুক্তত্বাত্তু বিলক্ষণত্বস্য যথাশ্রুত্যৈব চেতনং কারণং গ্রহীতব্যং ভবতি ॥ ২। ১। ৬॥

অসদিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ॥ ২। ১। ৭॥*

যদি চেতনং শুদ্ধং শব্দাদিহীনঞ্চ ব্রহ্ম তদ্বিপরীতস্যাচেতনস্যাশুদ্ধস্য শব্দাদিমতশ্চ কার্য্যস্য কারণমিষ্যেত, অসৎ তর্হি কার্য্যং প্রাগুৎপত্তেরিতি প্রসজ্যেত, অনিষ্টঞ্চৈতৎ সৎকার্য্যবাদিনস্তবেতি চেৎ ; নৈষ দোষঃ। প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ। প্রতিষেধমাত্রং হীদম্, নাস্য প্রতিষেধ্যমস্তি। নহ্যয়ং প্রতিষেধঃ প্রাগুৎপত্তেঃ

চেতনস্য জগৎকারণস্য সুষুপ্ত্যাদ্যবস্থাস্বিব সতোঽপি চৈতন্যস্যানাবির্ভাবতয়া শক্যমেব কথঞ্চিদবিজ্ঞানাত্মত্বং যোজয়িতুমিত্যাহ—"যোঽপি চেতনকারণশ্রবণবলেন" ইতি। পরস্যৈব ত্বচেতনপ্রধানকারণবাদিনঃ সাঙ্খ্যস্য ন যুজ্যেত। "প্রত্যুক্তত্বাত্তু বৈলক্ষণ্যস্য" ইতি। বৈলক্ষণ্যে কার্য্যকারণভাবো নাস্তীত্যভ্যুপেত্যেদমুক্তম্। পরমার্থতস্তু নাস্মাভিরেতদভ্যুপেয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ২। ১। ৬ ॥

ন কারণাৎ কার্য্যমভিন্নম্, অভেদে কার্য্যত্বানুপপত্তেঃ। কারণবৎ স্বাত্মনি বৃত্তিবিরোধাৎ শুদ্ধ্যশুদ্ধ্যাদিবিরুদ্ধধর্ম্মসংসর্গাচ্চ। অথ চিদাত্মনঃ কারণস্য জগতঃ

চেতন, আর অবশিষ্ট সকল অচেতন, এইরূপে সমাধান করেন)। এ বিভাগ প্রধানবাদীর পক্ষে কোনও প্রকারেই সমঞ্জস হয় না, কিন্তু পরব্রহ্মে ঐরূপ বিভাগ সঙ্গত হইতেও পারে। বাদী কিপ্রকারে পরম কারণ ব্রহ্মের জগদ্রূপে অবস্থিতি "তিনি চেতন ও অচেতন হইলেন" এবম্প্রকার উপদেশের অর্থ সঙ্গতি করিবে? চেতনের অচেতন হওয়া যেরূপ অসঙ্গত, অচেতনের চেতন হওয়াও সেইরূপই অযুক্ত। এতাবতা ইহাই বলা হইল যে, বৈলক্ষণ্য দৃষ্টে জগতের ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্ব নিবারণ করা অসম্ভব। এ কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। সিদ্ধান্ত এই যে, একমাত্র শ্রুতি প্রমাণের বলেই চেতন কারণ গৃহীত হইবেক, তাহাতে তর্কের প্রসর (স্থান) হইবে না ॥২।১।৬॥

যদি শুদ্ধ, চেতন ও শব্দাদিবিহীন ব্রহ্মকে অশুদ্ধ, অচেতন ও শব্দাদিযুক্ত কার্য্যের (জগতের) কারণ বলিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে অবশ্যই

* চেতনকারণবাদাঙ্গীকারে কার্য্যম্ অসৎ—উৎপত্তেঃ প্রাক্ কার্য্যস্যাসত্ত্বং চেৎ যদি মন্যসে, তন্ন মন্তব্যম্। হেতুমাহ প্রতীতি। প্রতিষেধমাত্রং হি তৎ। তত্র অসদিতি সত্ত্বপ্রতিষেধো নিরর্থক ইতি তদ্বাক্যস্য বৈফল্যম্। মিথ্যাত্বাৎ কার্য্যস্য কালত্রয়েঽপি কারণাত্মনা সত্ত্বমবিরুদ্ধমিত্যভিসন্ধিঃ।

সত্ত্বং কার্য্যস্য প্রতিষেদ্ধুং শক্নোতি। কথম্? যথৈব হীদানীমপীদং কার্য্যং কারণাত্মনা সৎ, এবং প্রাগুৎপত্তেরপীতি গম্যতে। নহীদানীমপীদং কার্য্যং কারণাত্মানমন্তরেণ স্বতন্ত্রমেবাস্তি, "সর্ব্বং তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ" ইত্যাদিশ্রবণাৎ। কারণাত্মনা তু সত্ত্বং কার্য্যস্য প্রাগুৎপত্তেরবিশিষ্টম্।

নন্থ শব্দাদিহীনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণম্। বাঢ়ম্, ন তু শব্দাদিমৎ কার্য্যং কারণাত্মনা হীনং প্রাগুৎপত্তেরিদানীঞ্চাস্তীতি। তেন

কার্য্যাভেদঃ, তথাচেদং জগৎ কার্য্যং সত্ত্বেঽপি চিদাত্মনঃ কারণস্য প্রাগুৎপত্তের্নাস্তি, নাস্তি চেদসদুৎপন্নত ইতি সৎকার্য্যবাদব্যাকোপ ইত্যাহ—"যদি চেতনং শুদ্ধম্" ইতি। পরিহরতি—"নৈষ দোষঃ" ইতি। কুতঃ, "প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ"। বিভজতে "প্রতিষেধমাত্রং হীদম্" ইতি। প্রতিপাদয়িষ্যতি হি "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" ইত্যত্র। যথা কার্য্যং স্বরূপেণ সদসত্ত্বাভ্যাং ন নির্ব্বচনীয়ং, অপি তু কারণরূপেণ শক্যং সত্ত্বেন নির্ব্বক্তুমিতি। এবঞ্চ কারণসত্ত্বৈব কার্য্যস্য সত্তা, ন ততোঽন্যেতি। কথং তদুৎপত্তেঃ প্রাক্, সতি কারণে ভবত্যসৎ। স্বরূপেণ তূৎপত্তেঃ প্রাগুৎপন্নস্য

অঙ্গীকার করিতে হইবে যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য থাকে না। সম্পূর্ণ অভিনব উৎপন্ন হয়। এই আপত্তির প্রত্যাপত্তির জন্য বলা হইল, ঐ দোষ দোষ নহে, অর্থাৎ চেতনকারণবাদ স্বীকার করিলেও আমাদের কার্য্যাসত্ত্ব স্বীকার করিতে হয় না। 'অসৎ=সৎ নহে' এ নিষেধ কেবল বাক্যতঃ নিষেধ। নিষেধ্য না থাকায় উহা বাস্তব নিষেধ নহে। স্থিতিকালে এই সকল কার্য্য যেমন কারণরূপে সৎ (বিদ্যমান), তেমনি, উৎপত্তির পূর্ব্বেও ইহারা কারণরূপে সৎ অর্থাৎ অস্তিত্বভাগী। অতএব, কার্য্যের কারণরূপে থাকা কোনও কালে নিষিদ্ধ হইবার নহে। এখনও এই কার্য্য (জগৎ) কারণরূপ ব্যতীত অন্য কোনও পৃথক্ রূপে নাই। বস্তুতঃ শ্রুতিও জগৎকে কারণরূপে না জানাকেই নিন্দা করিয়াছেন। যথা—"যে ব্যক্তি এ সমুদয়কে আত্মাতিরিক্ত দেখে, এ সমুদয় তাহাকে পরাভূত করে। এক্ষণেও উৎপত্তির পূর্ব্বে, উভয় কালেই ইহার কার্য্যরূপিণী সত্তা সমান। সে পক্ষে কোনরূপ ইতরবিশেষ নাই।

ভাল কথা, জগতের কারণভূত ব্রহ্ম ত শব্দাদিবিহীন নির্গুণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন? হাঁ, সে কথা সত্য, কিন্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে ও পরে শব্দাদিবিশিষ্ট কার্য্য

রূপাদিবিহীন চেতন ব্রহ্মকে রূপাদিবিশিষ্ট অচেতন (জড়) জগতের কারণ বলিলে সৃষ্টির পূর্ব্বে ইহা (জগৎ) ছিল না, এরূপ বলা হয় না। কেন-না, নিষেধের নিষেধ্য না থাকায় 'অসৎ—ছিল না,' এ নিষেধ নিরর্থক। অভিপ্রায় এই যে, জন্মমাত্রই মিথ্যা; সুতরাং তাহার কারণরূপের অস্তিত্ব ত্রৈকালিক, অর্থাৎ সকল কালেই সেরূপ অস্তিত্ব আছে ও থাকিবে।

ন শক্যতে বক্তুং প্রাগুৎপত্তেরসৎ কার্য্যমিতি। বিস্তরেণ চৈতৎ-কার্য্যকারণানন্যত্ববাদে বক্ষ্যামঃ ॥ ২।৯।৭ ॥

অপীতৌ তদ্বৎপ্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্ ॥ ২।১।৮ ॥*

অত্রাহ,—যদি স্থৌল্য-সাবয়বত্বাচেতনত্ব-পরিচ্ছিন্নত্বাশুদ্ধ্যাদি-ধর্ম্মকং কার্য্যং ব্রহ্মকারণকমভ্যুপগম্যেত, তদাপীতৌ প্রলয়ে প্রতিসংসৃজ্যমানং কার্য্যং কারণেঽবিভাগমাপদ্যমানং কারণ-মাত্মীয়েন ধর্ম্মেণ দূষয়েদিত্যপীতৌ কারণস্যাপি ব্রহ্মণঃ কার্য্য-স্যেবাশুদ্ধ্যাদিরূপতাপ্রসঙ্গাৎ সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্ম জগতঃ কারণ-মিত্যসমঞ্জসমিদমৌপনিষদং দর্শনম্। অপি চ, সমস্তস্য বিভাগস্যাবিভাগপ্রাপ্তেঃ পুনরুৎপত্তৌ নিয়মকারণাভাবাৎ

ধ্বস্তস্য বা সদসত্ত্বাভ্যামনির্ব্বাচ্যস্য ন সতো ঽসতো বোৎপত্তিরিতি নির্ব্বিষয়ঃ সৎ-কার্য্যবাদপ্রতিষেধ ইত্যর্থঃ ॥ ২।১।৭ ॥

অসামঞ্জস্যং বিভজতে "অত্রাহ" চোদকঃ, "যদি স্থৌল্যে"তি। যথা হি রুচকাদিষু হিঙ্গুসৈন্ধবাদীনামবিভাগলক্ষণো লয়ঃ স্বগতরসাদিভির্যথং রূষয়ত্যেবং ব্রহ্মণি বিশুদ্ধাদিধর্ম্মণি জগল্লীয়মানমবিভাগং গচ্ছৎ ব্রহ্ম স্বধর্ম্মেণ রূষয়েন্ন চান্যথা লয়ো লোকসিদ্ধ ইতি ভাবঃ।

কল্পান্তরেণাসামঞ্জস্যমাহ "অপি চ সমস্তস্য" ইতি। ন হি সমুদ্রস্য ফেনোর্ম্মিবুদ্বু-

---

(জগৎ) কারণরূপের দ্বারা পরিত্যক্ত নহে। (যেহেতু কার্য্য মিথ্যা ; সেই হেতু কারণ বস্তু সকল কালেই সত্য)। সেই জন্যই বাদীর 'উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ' এ আপত্তি অসঙ্গত আপত্তি। এ কথা আমরা কার্য্যকারণের অভেদ প্রতিপাদন স্থলে বিস্তৃত রূপে বলিব।

এ স্থলে কেহ কেহ বলিবেন—এই স্থূল, সাবয়ব, অচেতন, পরিচ্ছিন্ন ও অশুদ্ধ কার্য্য (জগৎ) যদি ব্রহ্মপ্রভবই হয়, তাহা হইলে, অবশ্যই ইহা

* অপীতৌ প্রলয়ে তদ্বৎ কার্য্যবৎ কারণস্যাপি অশুদ্ধ্যাদিপ্রসঙ্গাৎ অসমঞ্জসং অসামঞ্জস্যং ভবতীতি শেষং। শঙ্কাসূত্রমেতৎ। বিস্তরস্তু ভাষ্যে।

ব্রহ্মকারণবাদ স্বীকার করিতে গেলে অন্য এক আশঙ্কা উপস্থিত হয়। যথা—কার্য্যমাত্রেই প্রলয়কালে কারণে লয়প্রাপ্ত হয় (অবিভক্ত বা এক হইয়া যায়), সুতরাং কারণে কার্য্যগত দোষের সংক্রামণ সম্ভাবিত হওয়ায় বহু অসামঞ্জস্য (কার্য্যের দোষ কারণে ঘটনা) হইতে পারে।

ভোক্তৃভোগ্যাদিবিভাগেনোৎপত্তিন প্রাপ্নোতীত্যসমঞ্জসম্। অপি চ, ভোক্তৃণাং পরেণ ব্রহ্মণাঽবিভাগং গতানাং কর্ম্মাদি-নিমিত্ত-প্রলয়েঽপি পুনরুৎপত্তাবভ্যুপগম্যমানায়াং মুক্তানামপি পুনরুৎপত্তিপ্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্। অথেদং জগদপীতাবপি বিভক্তমেব পরেণ ব্রহ্মণাবতিষ্ঠেত, এবমপ্যপীতিরেব ন সম্ভবতি, কারণাব্যতিরিক্তঞ্চ কার্য্যং ন সম্ভবতীত্যসমঞ্জসমেবেতি ॥ ২। ১। ৮॥

অত্রোচ্যতে—

ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ ॥ ২। ১। ৯॥ *

নৈবাস্মদীয়ে দর্শনে কিঞ্চিদসামঞ্জস্যমস্তি। যত্তাবদভিহিতং—

দাদিপরিণামে বা রজ্জ্বাং সর্পধারাদিবিভ্রমে বা নিয়মো দৃষ্টঃ। সমুদ্রো হি কদাচিৎ ফেনোর্ম্মিরূপেণ পরিণমতে, কদাচিদ্বুদ্বুদাদিনা। রজ্জ্বাং হি কশ্চিৎ সর্প ইতি বিপর্য্যস্যতি, কশ্চিদ্ধারেতি। ন চ ক্রমনিয়মঃ। সোঽয়মত্র ভোগ্যাদিবিভাগ-নিয়মঃ ক্রমনিয়মশ্চাসমঞ্জস ইতি। কল্পান্তরেণাসামঞ্জস্যমাহ—"অপি চ ভোক্তৃণাং" ইতি। কল্পান্তরং শঙ্কাপূর্ব্বমাহ "অথেদম্" ইতি ॥ ২। ১। ৮॥

সিদ্ধান্তসূত্রম্—

নাবিভাগমাত্রং লয়ঃ, অপি তু কারণে কার্য্যস্যাবিভাগঃ, তত্র চ তদ্ধর্ম্মানন্বয়ে

প্রলয়কালে কারণব্রহ্মে অবিভাগ প্রাপ্ত হইবেক, লীন বা এক হইয়া যাইবেক। তাহা হইলে নিশ্চিতই উহা সেই কারণকে স্বীয় অশুদ্ধ্যাদি দোষে দূষিত করিবেক। লবণ যেমন জলকে দূষিত করে, সেইরূপ। ফলিতার্থ এই যে, কার্য্য যেমন অশুদ্ধ, তেমনি প্রলয়কালে কারণও অশুদ্ধ হন। ইহা স্বীকার করিলে, সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম জগৎকারণ, এই ঔপনিষদ দর্শন (সিদ্ধান্ত) অসমঞ্জস হইবে। অন্য অসামঞ্জস্য এই যে, এই সমস্ত বিভাগ প্রলয়ে বিলুপ্ত হইলে বিভাগনিয়ামক (কারণবিশেষ কোন কিছু থাকিবেক না, তাহা না থাকিলে বিভাগক্রমে পুনরুৎপত্তিও হইতে পারিবে না। তৃতীয় অসামঞ্জস্য এই যে, ভোক্তৃগণ (জীবসমূহ) পরমাত্মার সহিত অবিভক্ত হই-বেক, এবং পুনরুৎপত্তিকালে মুক্তাত্মারও পুনরুদ্ভব প্রসক্ত হইবেক। যদি বল, জগৎ পরমাত্মার সহিত বিভক্তভাবেই অবস্থান করিবেক ; না—অদ্বৈতবাদী তাহাও বলিতে পারিবেন না। বিভক্ত থাকিলে আবার প্রলয় কি ? প্রলয় অসম্ভব এবং ঔপনিষদ দর্শন যে, কার্য্যকারণের অব্যতিরেক বলেন, তাহাও অসম্ভব হয়। এই জন্যই বলিতেছি, উপনিষদ্দর্শন সমস্তই অসমঞ্জস ॥ ২।১।৮॥

সূত্রকার এই সকল অসামঞ্জস্যের সমাধানে বলিতেছেন—

* যদুক্তং দূষণং, অপীতৌ জগৎ স্বকারণং দূষয়েদিতি, তন্ন। কুতঃ? দৃষ্টান্তভাবাৎ। সন্তিহি দৃষ্টান্তাঃ—লীয়মানং কার্য্যং ন কারণং স্বধর্ম্মসংসৃষ্টং করোতীত্যত্র।

বাদী যে সকল দোষের কথা বলেন, সে সকল দোষ দোষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। লয়প্রাপ্ত কার্য্য যে, কারণকে স্বধর্ম্মবিশিষ্ট করে না, ইহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

কারণমপিগচ্ছৎ কার্য্যং কারণমাত্মীয়েন ধর্ম্মেণ দূষয়েদিতি, তদদূষণম্। কস্মাৎ? দৃষ্টান্তভাবাৎ। সন্তি হি দৃষ্টান্তাঃ— যথা কারণমপিগচ্ছৎ কার্য্যং কারণমাত্মীয়েন ধর্ম্মেণ ন দূষয়তি। তদ্যথা—শরাবাদয়ো মৃৎপ্রকৃতিকা বিকারা বিভাগাবস্থায়ামুচ্চাবচ-মধ্যমপ্রভেদাঃ সন্তঃ পুনঃ প্রকৃতিমপিগচ্ছন্তো ন তামাত্মীয়েন ধর্ম্মেণ সংসৃজন্তি। রুচকাদয়শ্চ সুবর্ণবিকারা অপীতৌ ন সুবর্ণমাত্মীয়েন ধর্ম্মেণ সংসৃজন্তি। পৃথিবীবিকারশ্চতুর্ব্বিধো ভূতগ্রামো ন পৃথিবীমপীতাবাত্মীয়েন ধর্ম্মেণ সংসৃজতি। ত্বৎপক্ষস্য তু ন কশ্চিৎ দৃষ্টান্তোঽস্তি। অপীতিরেব হি ন সম্ভবেৎ, যদি কারণে কার্য্যং স্বধর্ম্মেণৈবাবতিষ্ঠেত।

অনন্যত্বেঽপি কার্য্যকারণয়োঃ, কার্য্যস্য কারণাত্মত্বং, ন তু কারণস্য কার্য্যাত্মত্বং, "আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" ইতি বক্ষ্যামঃ।

সন্তি সহস্রং দৃষ্টান্তাঃ। তব তু কারণে কার্য্যস্য লয়ে কার্য্যধর্ম্মরূষণে ন দৃষ্টান্তলবো-ঽপ্যস্তীত্যর্থঃ।

স্যাদেতৎ, যদি কার্য্যস্যাবিভাগঃ কারণে, কথং কার্য্যধর্ম্মারূষণং কারণস্যেত্যত আহ "অনন্যত্বেঽপি" ইতি। যথা রজতস্যারোপিতস্য পারমার্থিকং রূপং শুক্তিঃ, ন চ

বেদান্তদর্শনে অল্পমাত্রও অসামঞ্জস্য নাই। দৃষ্টান্ত থাকায় "লয়প্রাপ্ত জগৎকারণকে স্বীয় দোষে দূষিত করে" এ দোষ দোষ নহে। লয়প্রাপ্ত কার্য্য কারণকে স্বীয় ধর্ম্মে দূষিত করে না, এ বিষয়ে শত শত দৃষ্টান্ত আছে। যেমন মৃত্তিকাদিপ্রভব ঘটাদি বস্তু বিভাগাবস্থায় (কার্য্যাবস্থায়) নানাপ্রভেদযুক্ত থাকিলেও অবিভাগাবস্থায় অর্থাৎ লয়াবস্থায় কারণকে (মৃত্তিকাকে) স্বীয় ধর্ম্মে সংসৃষ্ট করে না, যেমন সুবর্ণপ্রভব রুচকাদি (অলঙ্কার) লয়কালে সুবর্ণকে স্বকীয় ধর্ম্মবিশিষ্ট করে না, যেমন পৃথিবীবিকার চতুর্ব্বিধ দেহ পৃথিবীতে লয়প্রাপ্তি-কালে স্বধর্ম্মমিশ্রিত করে না, সেইরূপ, জগৎও লয়কালে স্ব স্ব কারণকে (ব্রহ্মকে) স্বীয় ধর্ম্মদ্বারা বিশেষিত করে না। [তৎ…বক্ষ্যামঃ] অস্মৎপক্ষে এইরূপ এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে, কিন্তু ত্বৎপক্ষে দৃষ্টান্ত নাই। মধুর জল লবণের কারণ নহে, সুতরাং তাহা অদৃষ্টান্ত)। আরও দেখ, কারণে যে কার্য্য থাকে, তাহা স্বধর্ম্ম-(জলাহরণাদি ধর্ম্মযুক্ত) বিশিষ্ট নহে। কার্য্য যদি কারণে স্বধর্ম্মসমেত প্রবেশ করিত, তাহা হইলে তাহার লয়ই হইত না। (কার্য্যমাত্রই কারণে শক্তিরূপে লুক্কায়িত থাকে, কিন্তু কার্য্যরূপে থাকে না, তাই তাহার 'লয়' আখ্যা হয়। কার্য্যরূপে থাকিলে 'লয়' শব্দার্থ অসম্ভব হইয়া পড়ে)।

যদিও কার্য্য ও কারণএক বা অভিন্ন পদার্থ, তথাপি, কার্য্যই কারণাত্মক, কারণ কার্য্যাত্মক নহে। এ কথা "আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" সূত্রে বলা হইবেক।

অত্যল্পঞ্চেদমুচ্যতে—কার্য্যমপীতাবাত্মীয়েন ধর্ম্মেণ কারণং সংসৃজে-দিতি। স্থিতাবপি হি সমানোঽয়ং প্রসঙ্গঃ, কার্য্যকারণয়োরনন্যত্বা-ভ্যুপগমাৎ। "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা", "আত্মৈবেদং সর্ব্বং", "ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ", "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যেব-মাদ্যাভির্হি শ্রুতিভিরবিশেষেণ ত্রিষপি কালেষু কার্য্যস্য কারণা-দনন্যত্বং শ্রাব্যতে। তত্র যঃ পরিহারঃ—কার্য্যস্য তদ্ধর্ম্মাণাঞ্চা-বিদ্যাধ্যারোপিতত্বাৎ, ন তৈঃ কারণং সংসৃজ্যত ইতি, অপীতাবপি স সমানঃ। অস্তি চায়মপরো দৃষ্টান্তঃ, যথা স্বয়ং প্রসারিতয়া মায়য়া মায়াবী ত্রিষপি কালেষু ন সংস্পৃশ্যতে, অবস্তুত্বাৎ, এবং পরমাত্মাপি সংসারমায়য়া ন সংস্পৃশ্যত ইতি। যথা চ স্বপ্নদৃগেকঃ স্বপ্নদর্শন-মায়য়া ন সংস্পৃশ্যতে, প্রবোধসম্প্রসাদয়োরনন্বাগতত্বাৎ, এবমবস্থা-

---

শুক্তে রজতম্, এবমিদমপীত্যর্থঃ। অপি চ, স্থিত্যুৎপত্তিপ্রলয়কালেষু ত্রিষপি কার্য্যস্য কারণাদভেদমভিদধতী শ্রুতিরনতিশঙ্কনীয়া। সর্ব্বৈরেব বেদবাদিভিস্তত্র স্থিত্যুৎ-পত্ত্যোর্যঃ পরিহারঃ, স প্রলয়েঽপি সমানঃ—কার্য্যস্যাবিদ্যাসমারোপিতত্বং নাম। তস্মান্নাপীতিমাত্রমনুযোজ্যমিত্যাহ "অত্যল্পঞ্চেদমুচ্যতে" ইতি। "অস্তি চায়মপরো দৃষ্টান্তঃ" "যথা স্বপ্নদৃগেকঃ" ইতি। লৌকিকঃ পুরুষঃ। "এবমবস্থাত্রয়সাক্ষ্যেকঃ" ইতি। অবস্থাত্রয়মুৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়াঃ।

[অত্যল্প...সমানঃ] "কার্য্য লয়াবস্থায় কারণকে স্বধর্ম্ম সংসৃষ্ট করে না কেন?" ঐ আপত্তি অতি অকিঞ্চিৎকর অর্থাৎ তুচ্ছ। (অভিপ্রায় এই যে, ঐ আপত্তি তোমার আমার উভয় পক্ষেই সমান। আমরাও স্থিতিকালের জন্য ঐ দোষ উল্লেখ করিতে পারি।) কার্য্য ও কারণ ভিন্ন নহে, এক, ইহা স্বীকৃত থাকায় লয় ও স্থিতি উভয় অবস্থাতেই কারণে কার্য্যধর্ম্মের প্রবেশাশঙ্কা আছে। "এ সমস্তই আত্মা" "আত্মাই এ সমুদয়" "এ সমস্তই ব্রহ্ম" এই সকল শ্রুতি সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, তিন কালেই কার্য্য-কারণের অভেদ উপদেশ করিয়াছেন। তুমি স্থিতি ও লয়কালের আশঙ্কা যেরূপে পরিহার করিবে, আমি লয়কালের আশঙ্কাও সেইরূপেই নিবারণ করিব। স্থিতিকালের আশঙ্কা এইরূপে পরিহৃত হইয়া থাকে, যথা—যেহেতু কার্য্য ও কার্য্যের ধর্ম্ম অবিদ্যাকল্পিত, সেই হেতু কার্য্য বা কার্য্যধর্ম্ম দ্বারা কারণ সংসৃষ্ট (কলুষিত) হয় না। (যাহা মিথ্যা; কিরূপে তাহা সত্যকে স্পর্শ করিবে?) ইহার দ্বারা যদি স্থিতিকালের আশঙ্কা পরিহৃত হয়, তাহা হইলে লয়কালের আশঙ্কাও উহার দ্বারাই পরিহৃত হইবেক। দোষ সমান হইলে তাহার পরিহারও সমানই হয়। [অস্তি...ভাবনেতি] এতদ্ভিন্ন অন্য দৃষ্টান্তও আছে। যেমন মায়াবী (ঐন্দ্রজালিক) কোন কালেই স্বপ্রসারিত মায়ায় স্পৃষ্ট হয় না, তেমনি,

ত্রয়সাক্ষ্যেকোঽব্যভিচার্য্যবস্থাত্রয়েণ ব্যভিচারিণা ন সংস্পৃশ্যতে। মায়ামাত্রং হ্যেতৎ পরমাত্মনোঽবস্থাত্রয়াত্মনাবভাসনং—রজ্জ্বা ইব সর্পাদিভাবেনেতি। অত্রোক্তং বেদান্তার্থসম্প্রদায়বিদ্ভিরাচার্য্যৈঃ—

"অনাদিমায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে।
অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা॥" ইতি।

তত্র যদুক্তম্—অপীতৌ কারণস্যাপি কার্য্যস্যেব স্থৌল্যাদি-দোষপ্রসঙ্গ ইতি, তদযুক্তম্।

যৎ পুনরেতদুক্তং—সমস্তস্য বিভাগস্যাবিভাগপ্রাপ্তেঃ পুনর্ব্বি-ভাগেনোৎপত্তৌ নিয়মকারণং নোপপদ্যত ইতি, অয়মপ্যদোষো দৃষ্টান্তভাবাদেব। যথা হি সুষুপ্তিসমাধ্যাদাবপি সত্যাং স্বাভাবি-ক্যামবিভাগপ্রাপ্তৌ মিথ্যাজ্ঞানস্যানপোদিতত্বাৎ পূর্ব্ববৎ পুনঃ প্রবোধে বিভাগো ভবতি, এবমিহাপি ভবিষ্যতি। শ্রুতিশ্চাত্র ভবতি—"ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি

কল্পান্তরেণাসামঞ্জস্যে কল্পান্তরেণ দৃষ্টান্তভাবং পরিহারমাহ "যৎপুনরেতদুক্তং" ইতি। অবিদ্যাশক্তেনিয়তত্বাদুৎপত্তিনিয়ম ইত্যর্থঃ। "এতেন" ইতি। মিথ্যা-

---

পরমাত্মাও সংসার-মায়ায় স্পৃষ্ট হন না। না হইবার কারণ এই যে, মায়ামাত্রই অবস্তু (মিথ্যা)। যেমন স্বপ্নদর্শী স্বাপ্নিক মায়ায় লিপ্ত হয় না, না হওয়ার, নিদর্শন জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি অবস্থা, তেমনি, অবস্থাত্রয়দর্শী এক অব্যভিচারী চিদাত্মা অবস্থাগত অবাস্তব ধর্ম্মে লিপ্ত হন না। আত্মাতে যে জাগ্রৎ-আদি অবস্থা প্রতীত হয়, তাহা মায়িক, অর্থাৎ রজ্জুতে সর্প-প্রতীতির ন্যায় মিথ্যা। [অত্রোক্তং... ভবিষ্যতি] বেদান্ততত্ত্বজ্ঞ সম্প্রদায়বিৎ প্রাচীন আচার্য্যগণও এ কথা বলিয়াছেন। যথা—"অনাদি মায়া নিদ্রায় নিদ্রিত জীব যখন প্রবুদ্ধ হয়, মায়ানিদ্রা ত্যাগ করে, তখন, জন্মাদি-অবস্থারহিত আত্মাদ্বৈত বুঝিতে পারে বা অনুভব করে।" অতএব, তুমি যে বলিয়াছিলে, কার্য্য স্বীয় কারণে প্রবেশ করিলে কারণকে স্থূল না করে কেন? তাহা নিতান্ত অযৌক্তিক। (কার্য্য সকল মিথ্যা বলিয়াই তাহার লয়োদয়ে কারণের বৃদ্ধি হ্রাস হয় না।)

আরও এক দোষ দেখাইয়াছিলে যে, এই সকল বিভাগ অবিভক্ত বা এক হইলে পুনরুৎপত্তিকালে বিভাগনিয়ামকের অভাব হইবেক, কিন্তু আমরা বলি, তাহাও দোষ নহে। কেন-না, অবিভাগপ্রাপ্ত হইলেও পুনর্ব্বিভাগী হওয়ার দৃষ্টান্ত আছে। সুষুপ্তি-সমাধি-কালে এ সকলই অবিভক্ত হয়, এক হইয়া যায়, আবার প্রবোধ কালে ও ব্যুত্থানকালে পুনরায় বিভক্ত হয়। [শ্রুতিশ্চাত্র...মাস্তে]

সম্পদ্যামহে” ইতি, “ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্‌যদ্ভবন্তি, তত্তদা ভবন্তি” ইতি। যথা হি অসম্বিভাগেঽপি পরমাত্মনি মিথ্যাজ্ঞানপ্রতিবদ্ধো বিভাগব্যবহারঃ স্বপ্নবদব্যাহতঃ স্থিতৌ দৃশ্যতে, এবমপীতাবপি মিথ্যাজ্ঞানপ্রতিবদ্ধৈব বিভাগশক্তিরনুমাস্যতে। এতেন মুক্তানাং পুনরুৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ প্রত্যুক্তঃ, সম্যগ্‌জ্ঞানেন মিথ্যাজ্ঞানস্যাপোদিতত্বাৎ। যঃ পুনরয়মন্তেঽপরো বিকল্প উৎপ্রেক্ষিতঃ—অথেদং জগদপীতাবপি বিভক্তমেব পরেণ ব্রহ্মণাবতিষ্ঠেতেতি, সোঽপ্যনভ্যুপগমাদেব প্রতিষিদ্ধঃ। তস্মাৎ সমঞ্জসমিদমৌপনিষদং দর্শনম্ ॥ ২। ১। ৯ ॥

জ্ঞানবিভাগশক্তিপ্রতিনিয়মেন মুক্তানাং পুনরুৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ প্রত্যুক্তঃ, কারণাভাবে কার্য্যাভাবস্য প্রতিনিয়মাৎ, তত্ত্বজ্ঞানেন চ সশক্তিনো মিথ্যাজ্ঞানস্য সমূলঘাতং নিহতত্বাদিতি ॥ ২। ১। ৯ ॥

এ কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—“সুষুপ্তিকালে এই সকল প্রজা (প্রাণী) সৎসম্পন্ন হয়, অথচ তাহারা জানে না যে, আমরা সৎসম্পন্ন হইয়াছি।* জাগ্রৎকাল আসিলে পুনর্ব্বার ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃক, বরাহ, কীট, পতঙ্গ ও দংশ প্রভৃতি পূর্ব্বতন বিভাগানুসারে পুনরুদ্ভূত হয়।” সুপ্তিকালে সমস্ত কার্য্য পরমাত্মায় অবিভাগপ্রাপ্ত হয়, অথচ অজ্ঞান-সহায় বিভাগশক্তি বিদ্যমান থাকে। এতদ্দৃষ্টান্তে লয়কালেও বিভাগকারণ অজ্ঞানের অস্তিত্ব অনুমান করিবে। (সেই সেই অজ্ঞানসংস্কারই পুনরুৎপত্তিকালে বিভাগের নিয়মন করে)। [এতেন...দর্শনম্] পুনঃ সৃষ্টিতে মুক্তাত্মারও পুনরুৎপত্তি হইতে পারে, এ আপত্তিও প্রদর্শিত যুক্তিতে নিরস্ত হইতেছে। সম্যক্‌জ্ঞানে মিথ্যাজ্ঞানের বাধ হয়, এ কথা পূর্ব্বেও অনেকবার বলা হইয়াছে। (অজ্ঞানের বাধ হয় বলিয়াই মুক্তাত্মার পুনরুৎপত্তি হয় না)। সর্ব্বশেষে আর একটী কথা বলিয়াছিলে যে, প্রলয়কালেও জগৎ বিভক্তরূপে পরমাত্মায় অবস্থান করে, সে কথা অগ্রাহ্য। বিচারের উপসংহার এই যে, প্রদর্শিতপ্রকারে ঔপনিষদ দর্শন (উপনিষদের জ্ঞান) সমঞ্জসই বটে, অসমঞ্জস নহে ॥ ২।১।৯ ॥

* সৎসম্পন্ন—অদ্বয় ব্রহ্ম প্রাপ্ত।

স্বপক্ষদোষাচ্চ ॥ ২ । ১ । ১০ ॥ *

স্বপক্ষে চৈতে প্রতিবাদিনঃ সাধারণা দোষা প্রাদুঃষ্যুঃ। কথমিতি ? উচ্যতে—যত্তাবদভিহিতং বিলক্ষণত্বান্নেদং জগদ্‌ব্রহ্মপ্রকৃতিকমিতি, প্রধানপ্রকৃতিকতায়ামপি সমানমেতৎ, শব্দাদিহীনাৎ প্রধানাচ্ছব্দাদিমতো জগত উৎপত্ত্যভ্যুপগমাৎ। অতএব চ বিলক্ষণকার্য্যোৎপত্ত্যভ্যুপগমাৎ সমানঃ প্রাগুৎপত্তেরসৎকার্য্যবাদপ্রসঙ্গঃ। তথাঽপীতৌ কার্য্যস্য কারণাবিভাগাভ্যুপগমাৎ তদ্বৎপ্রসঙ্গোঽপি সমানঃ। তথা মৃদিতসর্ব্ববিশেষেষু বিকারেষ্বপীতাববিভাগাত্মতাং গতেষ্বিদমস্য পুরুষস্যোপাদানমিদমস্যেতি প্রাক্ প্রলয়াৎ প্রতি পুরুষং যে নিয়তা ভেদাঃ, ন তে তথৈব পুনরুৎ-

---

কার্য্যকারণয়োর্ব্বৈলক্ষণ্যং তাবৎ সমানমেবোভয়োঃ পক্ষয়োঃ। প্রাগুৎপত্তেরসৎকার্য্যবাদপ্রসঙ্গোঽপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গশ্চ প্রধানোপাদানপক্ষ এব, নাস্মৎপক্ষ ইতি

সাংখ্য যে সকল দোষ প্রদর্শন করেন, সে সকল দোষ উভয়পক্ষেই সমান, অর্থাৎ সে সকল দোষ তাঁহার নিজপক্ষেও আছে। সাংখ্য যে বলেন, জগৎ ব্রহ্মবিলক্ষণ বলিয়া ব্রহ্মপ্রভব নহে, সাংখ্য তাহা বলিতে পারেন না। কারণ, ঐ বৈলক্ষণ্য তাঁহার প্রধান কারণবাদেও আছে। প্রধানবাদী সাংখ্যও শব্দাদিবিহীন প্রধান হইতে শব্দাদিমান্ জগতের উৎপত্তি স্বীকার করেন। কার্য্যেতে কারণের এই বৈলক্ষণ্য থাকা স্বীকার করাতেই সাংখ্যের নিজপক্ষ পরপক্ষের সহিত সমান হইতেছে, অর্থাৎ যে দোষ পরপক্ষে—তাঁহার নিজপক্ষেও সেই দোষই আছে। অধিকন্তু সাংখ্যপক্ষে অসৎকার্য্যবাদের আপত্তি হইতে পারে। অভিপ্রায় এই যে, সাংখ্যের সিদ্ধান্তে কার্য্যমাত্রেই সৎ কিন্তু কার্য্যে কারণের বৈলক্ষণ্য স্বীকার করায় সে সিদ্ধান্ত থাকিতেছে না। সাংখ্যও প্রলয়কালে কারণে (প্রকৃতিতে) কার্য্যের (জগতের) অবিভাগ (এক হইয়া যাওয়া) স্বীকার করেন, সুতরাং তাঁহার নিজপক্ষেও পূর্ব্বোক্ত) দোষসমূহ (কার্য্যের রূপাদি কারণে প্রবেশ করা প্রভৃতি) অবশ্যই আশ্রয় করিবে। প্রলয়ের পূর্ব্বে যে, প্রত্যেক আত্মার জন্য ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট বিভাগ থাকে, অর্থাৎ ভোগ-নিয়ামক বিভিন্ন ভোগ্য থাকে—অমুক আত্মার অমুক কর্ম্ম, অমুক ফল, অমুক অমুক আত্মার অভোগ্য, ইত্যাদি প্রকার নিয়মিত বিভাগ থাকে। প্রলয়কালে সে সমস্ত বিভাগ বিনষ্ট ব এক হইয়া যায়, সুতরাং

---

* সাংখ্যপক্ষেঽপি তদ্দোষাণাং সত্ত্বাদিত্যর্থঃ। যে দোষাঃ সাংখ্যৈঃ প্রদর্শিতাঃ, তে দোষাঃ সাংখ্যপক্ষেঽপি সন্তীতি তন্নিরাসপ্রয়াসো নাস্মাভিঃ কার্য্য ইত্যভিপ্রায়ঃ।

ঐ সকল দোষ সাংখ্য মতেও আছে। সাংখ্য যে রীতিতে ঐ সকল দোষের উদ্ধার করিবেন, আমরাও সেই রীতিতেই করিব। তজ্জন্য পৃথক্ প্রয়াস স্বীকার করিতে হইবে না।

পত্তৌ নিয়ন্তুং শক্যন্তে, কারণাভাবাৎ। বিনৈব চ কারণেন নিয়মেঽভ্যুপগম্যমানে কারণাভাবসামান্যাৎ মুক্তানামপি পুনর্ব্বন্ধপ্রসঙ্গঃ। অথ কেচিদ্ভেদা অপীতাববিভাগমাপদ্যন্তে, কেচিন্নেতি চেৎ, যে নাপদ্যন্তে, তেষাং প্রধানকার্য্যত্বং ন প্রাপ্নোতীত্যেবমেতে দোষাঃ সাধারণত্বাৎ নান্যতরস্মিন্ পক্ষে চোদয়িতব্যা ভবন্তীত্যদোষতামেবৈষাং দ্রঢ়য়তি, অবশ্যাশ্রয়িতব্যত্বাৎ ॥ ২। ১। ১০ ॥

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ ॥ ২। ১। ১১ ॥ *

ইতশ্চ নাগমগম্যেঽর্থে কেবলেন তর্কেণ প্রত্যবস্থাতব্যম্, যস্মান্নিরাগমাঃ পুরুষোৎপ্রেক্ষামাত্রনিবন্ধনাস্তর্কা অপ্রতিষ্ঠিতাঃ

যদ্যপ্যুপরিষ্টাৎ প্রতিপাদয়িষ্যামঃ, তথাপি গুড়জিহ্বিকয়া সমানত্বাপাদনমিদানীমিতি মন্তব্যম্-ইদমস্য পুরুষস্য সুখদুঃখোপাদানং ক্লেশকর্ম্মাশয়াদি, ইদমস্যেতি। সুগমমন্যৎ ॥ ২। ১। ১০ ॥

কেবলাগমগম্যেঽর্থে স্বতন্ত্রতর্কাবিষয়ে। ন সাংখ্যাদিবৎ সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যমাত্রেণ

কারণাভাবপ্রযুক্ত পুনরুৎপত্তি কালে আর সে সকল বা সেরূপ নিয়মিত বিভাগ ঘটিতে বা হইতে পারে না। নিয়ামক কারণের অভাব কালেও যদি নিয়মের অস্তিত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলে, মুক্ত পুরুষেরও পুনর্ব্বন্ধন স্বীকার করিতে হইবেক। কারণ, মুক্তপুরুষেও পূর্ব্বোক্ত সংসারনিয়ামক কারণের অভাব আছে। [অথ...তব্যত্বাৎ] কোন কোন ভেদ (সংঘাতবিশেষ) প্রকৃতিতে লীন হয়, আর কোন কোন ভেদ সেরূপ হয় না, এরূপ বলিলেও দোষ হইবেক। দোষ এই যে, যেগুলি প্রকৃতিলীন হইবে না, সেগুলিকে আর প্রাকৃতিক বলিতে পারিবে না। (সে পক্ষে, পুরুষ ব্যতীত সমস্তই প্রাকৃতিক, এ সিদ্ধান্তের ব্যাঘাত ঘটে)। এইরূপে, প্রদর্শিত দোষনিচয় উভয়পক্ষেই সমান জানিবে। যেহেতু দোষ সমান, সেই হেতুই কোন পক্ষই উক্ত দোষের অবতারণা করিতে পারেন না, এবং পারেন না বলিয়াই তাহা অদোষ অর্থাৎ দোষ নহে। (যে দোষ উভয় পক্ষের স্বীকার্য্য, সে দোষ উত্থাপনযোগ্যই নহে) ॥ ২।১।১০॥

যে বস্তু শাস্ত্রগম্য, কেবল তর্কমাত্র অবলম্বন করিয়া সে বস্তুর বিরুদ্ধে উত্থম করিতে নাই। কারণ এই যে, পুরুষ শাস্ত্রাবলম্বন ব্যতীত বুদ্ধিমাত্রের সাহায্যে যে

---

* তর্কস্য উহস্য অপ্রতিষ্ঠানাৎ অনবস্থিতত্বাৎ অপি শাস্ত্রগম্যে বস্তুনি নাদর্ত্তব্যস্তর্ক ইতি পূরণীয়ম্। হেত্বসিদ্ধিমাশঙ্ক্যাহ অন্যথেতি। চেৎ যদি তর্কস্য অন্যথা প্রকারান্তরত্বং প্রতিষ্ঠিতত্বমিতি যাবৎ, অনুমেয়ং অনুমানার্হং, এবমপি তথাপি অবিমোক্ষঃ, তস্য প্রসঙ্গঃ প্রসক্তির্ভবে-

সম্ভবন্তি, উৎপ্রেক্ষায়া নিরঙ্কুশত্বাৎ। তথা হি—কৈশ্চিদভিযুক্তৈর্যত্নেনোৎপ্রেক্ষিতাস্তর্কা অভিযুক্ততরৈরন্যৈরাভাস্যমানা দৃশ্যন্তে, তৈরপ্যুৎপ্রেক্ষিতাস্তদন্যৈরাভাস্যন্ত ইতি ন প্রতিষ্ঠিতত্বং তর্কাণাং শক্যং সমাশ্রয়িতুম্; পুরুষমতি-বৈশ্বরূপ্যাৎ। অথ কস্যচিৎ প্রসিদ্ধমাহাত্ম্যস্য কপিলস্যান্যস্য বা সম্মতস্তর্কঃ প্রতিষ্ঠিত ইত্যাশ্রীয়েত, এবমপি অপ্রতিষ্ঠিতত্বমেব। প্রসিদ্ধমাহাত্ম্যাভিমতা-

---

তর্কঃ প্রবর্ত্তনীয়ঃ, যেন প্রধানাদিসিদ্ধির্ভবেৎ। শুষ্কতর্কো হি স ভবত্যপ্রতিষ্ঠানাৎ। তদুক্তম্—

"যত্নেনানুমিতোঽপ্যর্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ।
অভিযুক্ততরৈরন্যৈরন্যথৈবোপপাদ্যতে॥" ইতি।

নচু মহাপুরুষপরিগৃহীতত্বেন কস্যচিৎ তর্কস্য প্রতিষ্ঠা, মহাপুরুষাণামেব তার্কিকাণাং মিথো বিপ্রতিপত্তেরিতি সূত্রেণ শঙ্কতে "অন্যথানুমেয়মিতি চেৎ"।

তদ্বিভজতে—"অন্যথা বয়মনুমাস্যামহে" ইতি। নানুমানাভাসব্যভিচারেণানুমানব্যভিচারঃ শঙ্কনীয়ঃ, প্রত্যক্ষাদিষ্বপি তদাভাসব্যভিচারেণ তৎপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ স্বাভাবিকপ্রতিবন্ধবল্লিঙ্গানুসরণে নিপুণেনানুমাত্রা ভবিতব্যং। তর্কশ্চাপ্রত্যূহৎ

সকল তর্কের কল্পনা করে, উদ্ভাবন করে, সে সকল তর্ক প্রতিষ্ঠিত হইবার (স্থিরতর থাকিবার) সম্ভাবনা নাই। কেন-না, কল্পনার কোন অঙ্কুশ (নিয়ামক) নাই। যে লোক যে-পরিমাণ বুঝে, সে লোক সেই পরিমাণই কল্পনা করে। [তথাহি... বৈশ্বরূপ্যাৎ] অনুসন্ধান কর, দেখিতে পাইবে, এক পণ্ডিত অতি যত্নে একটী তর্ক উদ্ভাবিত করিলেন, অন্য পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ তাহার মিথ্যাত্ব (ভুল) দেখাইলেন। আবার তদপেক্ষা অধিক পণ্ডিত সে তর্ককেও মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করেন বা তাহার ভুল দেখান। মানববুদ্ধি বিচিত্র, নানাপ্রকার, সেই কারণে প্রতিষ্ঠিত তর্কও অসম্ভব হয়। যেহেতু মানববুদ্ধি অনবস্থিত অর্থাৎ একপ্রকার নহে, সেই হেতু তৎপ্রভব তর্কও অনবস্থিত অর্থাৎ একরূপ হয় না। যেহেতু তর্ক অপ্রতিষ্ঠাদোষদূষিত, অর্থাৎ স্থিরতর (অব্যভিচারী) তর্ক হয় না, সেই হেতুই তর্ক অবিশ্বাস্য। তর্কের প্রতি বিশ্বাস করিয়া শাস্ত্রার্থনির্ণয় করা অন্যায্য। [অথ.. দর্শনাৎ] খ্যাতনামা কপিল ঋষি সর্ব্বজ্ঞ, তৎকারণে কপিলের উদ্ভাবিত তর্ক প্রতিষ্ঠিত (অকাট্য), এরূপ

দিতি শেষঃ। তর্কো'খ জ্ঞানাৎ মুক্ত্যযোগাৎ তর্কেণ বেদান্তসমন্বয়বাধো ন যুক্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ। অথবা তত্রাপি প্রদর্শিত তর্কদোষস্য অনিবারণং ভবতীতি তাৎপর্য্যম্।

‡ তর্ক কখনও প্রতিষ্ঠিত হয় না অর্থাৎ স্থির থাকে না, সুতরাং তর্কে অপ্রতিষ্ঠা দোষ আছে। যেহেতু অপ্রতিষ্ঠা দোষ আছে, সেই হেতু শাস্ত্রগম্য বস্তুতে তর্কের আদর করা অন্যায্য। যদি বল, অনুমানের বলে এমন তর্ক গ্রহণ করিব—যাহা প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ স্থির—বিচলিত হইবার নহে, একথা বলিলেও তর্কের মোচন নাই (তর্কের দ্বারা তর্কের অপ্রতিষ্ঠা দোষ নিবারিত হয় না) অথবা তর্কপ্রভব জ্ঞানে মুক্তি হয় না, এ আপত্তি পুনরুপস্থিত হইবেক।

নামপি তীর্থকরাণাং কপিলকণভুক্‌প্রভৃতীনাং পরস্পরং বিপ্রতিপত্তিদর্শনাৎ।

অথোচ্যেত, অন্যথা বয়মনুমাস্যামহে যথা নাপ্রতিষ্ঠাদোষো ভবিষ্যতি, ন হি প্রতিষ্ঠিতস্তর্ক এব নাস্তীতি শক্যতে বক্তুং, এতদপি হি তর্কানামপ্রতিষ্ঠিতত্বং তর্কেণৈব প্রতিষ্ঠাপ্যতে, কেষাঞ্চিৎ তর্কাণামপ্রতিষ্ঠিতত্বদর্শনেনান্যেষামপি তজ্জাতীয়কাণাং তর্কাণামপ্রতিষ্ঠিতত্বকল্পনাৎ। সর্ব্বতর্কাপ্রতিষ্ঠায়াঞ্চ সর্ব্বলোকব্যবহারোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। অতীতবর্ত্তমানাধ্বসাম্যেন হ্যনাগতেঽপ্য-

প্রধানং সেৎস্যতীতি ভাবঃ। অপি চ, যেন তর্কেণ তর্কানামপ্রতিষ্ঠামাহ, স এব তর্কঃ প্রতিষ্ঠিতোঽভ্যুপেয়ঃ, তদপ্রতিষ্ঠায়ামিতরাপ্রতিষ্ঠানাভাবাদিত্যাহ—"ন হি প্রতিষ্ঠিতস্তর্ক এব" ইতি। অপি চ, তর্কাপ্রতিষ্ঠায়াং সকললোকযাত্রোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। ন চ শ্রুত্যর্থাভাসনিরাকরণেন তদর্থতত্ত্ববিনিশ্চয় ইত্যাহ "সর্ব্বতর্কাপ্রতিষ্ঠায়াঞ্চ" ইতি। অপি চ, বিচারাত্মকস্তর্কস্তর্কিতপূর্ব্বপক্ষপরিত্যাগেন তর্কিতং রাদ্ধান্তমনু-

বলিলে বলিব যে, তাহাও অপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ ঐ কথাটীও তর্কেই অনুরূপ হইয়া যায়। (কপিল সর্ব্বজ্ঞ, গোতম অসর্ব্বজ্ঞ, এ বিষয়ে প্রমাণ কি ?)। কপিল, কণাদ, গোতম, ইহাঁরা সকলেই খ্যাতনামা—সকলেরই মাহাত্ম্য সর্ব্ববিদিত, অথচ তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর যথেষ্ট মতবৈপরীত্য দেখা যায়। (কপিলের মতের উপর কণাদের ও গোতমের আপত্তি এবং কণাদ-গোতমের মতের উপর কপিলের আপত্তি দৃষ্ট হয়)।

[অথো...প্রতিষ্ঠাপ্যতে] যদি বল, আমরা এমন একটী তর্কের অবতারণা করিব * (অনুমান খাটাইয়া এমন একটী তর্ক বাছিয়া লইব), যাহার অপ্রতিষ্ঠা দোষ হয় না। তোমরা কিছু এমন কথা বলিতে পারিবে না যে, একটীও প্রতিষ্ঠিত তর্ক নাই। একটী না একটী তর্ক প্রতিষ্ঠিত আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিবে।† (সেই তর্কের দ্বারা আমরা প্রধানসিদ্ধি করিব, তথাপি ব্রহ্মকারণবাদ মানিব না)। এ কথার প্রত্যুত্তর (প্রতিবাদ) এই যে, তাহা হইলে তোমরাও তর্কের দ্বারাই তর্কের প্রতিষ্ঠিতত্ব (স্থিরতা) স্থাপিত করিলে। ‡ [কেষাঞ্চিৎ... ক্রিয়তে] তবে এরূপ বলিতে পার যে, কোন কোন তর্ককে অপ্রতিষ্ঠিত দেখিয়া

* আমরা এরূপ তর্ক করিব বা অনুমান করিব, যাহাতে অপ্রতিষ্ঠা দোষ না ঘটে। এরূপ অনুমানও হইতে পারে। অভিপ্রায় এই যে, সকল তর্ক সত্য না হউক, ব্যাপ্তি-পক্ষধর্ম্মতাসম্পন্ন তর্ক (অনুমানরূপ তর্ক) সত্য হইবেক।

† একটি তর্কের সত্যতা দৃষ্ট হইলে, তদ্দ্বারা অন্য তর্কেরও সত্যতা অনুমিত হইতে পারে।

‡ যেমন সুনিপুণ ব্যক্তিরও নিজস্কন্ধে আরোহণ করা, অসম্ভব, তেমনি, তর্কের দ্বারা তর্কের প্রতিষ্ঠা নিশ্চয় করাও অসম্ভব।

ধ্বনি সুখদুঃখ-প্রাপ্তিপরিহারায় প্রবর্ত্তমানো লোকো দৃশ্যতে। শ্রুত্যর্থবিপ্রতিপত্তৌ চার্থাভাসনিরাকরণেন সম্যগর্থনির্দ্ধারণং তর্কেণৈব বাক্যবৃত্তিনিরূপণরূপেণ ক্রিয়তে। মনুরপি চৈবমেব মন্যতে—

"প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্।
ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা॥" ইতি
"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥"

ইতি চ ব্রুবন্। অয়মেব চ তর্কস্যালঙ্কারো যদপ্রতিষ্ঠিতত্বং নাম। এবং হি সাবদ্য-তর্কপরিত্যাগেন নিরবদ্যস্তর্কঃ প্রতিপত্তব্যো ভবতি। নহি পূর্ব্বজো মূঢ় আসীদিত্যাত্মনাপি মূঢ়েন ভবিতব্যমিতি

জানাতি, সতি চৈষ পূর্ব্বপক্ষবিষয়ে তর্কে প্রতিষ্ঠারহিতে প্রবর্ত্ততে, তদভাবে বিচারাপ্রবৃত্তেঃ। তদিদমাহ "অয়মেব চ তর্কস্যালঙ্কারঃ" ইতি। তামিমামাশঙ্কাং

তর্কমাত্রেরই অপ্রতিষ্ঠিতত্ব কল্পনা করিতে গেলে ব্যবহারের উচ্ছেদের আপত্তি হইতে পারে। সকল তর্কই যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে লোকের প্রবৃত্তিনিবৃত্তি-ব্যবহার কি প্রকারে নির্ব্বাহ হইবে? লোকব্যবহারই বিলুপ্ত হইতে পারে। আমরা দেখিতেছি, প্রত্যেক লোক ভবিষ্যৎ সুখদুঃখের প্রাপ্তি-পরিহারের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টমান। সে চেষ্টা নিশ্চয়ই তর্কমূলক,* (তর্কের অন্য নাম কল্পনা বা বিচার)। তর্কের সত্যতা না থাকিলে সে সকল ব্যবহার থাকিত না, এতদিনে উচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। অপিচ, শ্রুত্যর্থের সন্দেহ হইলে পণ্ডিতেরা বাক্যার্থনিরূপণোপযোগী তর্কের দ্বারা তাহার তাৎপর্য্য নির্ণয় করেন। [মনু...নাম] এ কথা ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন, (তর্কের দ্বারা শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করিতে বলিয়াছেন)। যথা—"যাঁহারা ধর্ম্মশুদ্ধি ইচ্ছা করেন, তাঁহারা প্রত্যক্ষ, অনুমান (তর্ক) ও বিবিধ শাস্ত্র উত্তমরূপে অবগত হইবেন।" "যে পুরুষ বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক অবলম্বনপূর্ব্বক ঋষিজুষ্ট ধর্ম্মবিধি অনুসন্ধান করেন, সেই পুরুষই ধর্ম্মরহস্য অবগত হন।" অপ্রতিষ্ঠত্ব তর্কের শোভা,—দোষ নহে। [এবং...প্রসঙ্গঃ] যে তর্কে দোষ আছে, সে তর্ক ত্যাগ কর, ত্যাগ করিয়া নির্দ্দোষ তর্ক গ্রহণ কর। পূর্ব্বপুরুষ মূঢ় ছিলেন বলিয়া আমাকেও যে, মূঢ় হইতে

* যেমন অতীত ও বর্ত্তমান বিষয়ক প্রবৃত্তি, তেমনি অনাগতবিষয়ক প্রবৃত্তিও ঠিক তেমনই। লোক সকল অতীত ও বর্ত্তমান ভোজনে ক্ষুধার শান্তি হইতে দেখিয়া ভবিষ্যৎ ভোজনেও ক্ষুধা শান্তির কল্পনা করিয়া থাকে, এবং তদনুসারে আহারীয় বস্তু সংগ্রহ করে, ইত্যাদি।

কিঞ্চিদস্তি প্রমাণম্। তস্মান্ন তর্কাপ্রতিষ্ঠানং দোষ ইতি চেৎ, এবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ।

যদ্যপি ক্বচিদ্বিষয়ে তর্কস্য প্রতিষ্ঠিতত্বমুপলক্ষ্যতে, তথাপি প্রকৃতে তাবদ্বিষয়ে প্রসজ্যত এবাপ্রতিষ্ঠিতত্বদোষাদনির্মোক্ষস্তর্কস্য। নহীদমতিগম্ভীরং ভাবযাথাত্ম্যং মুক্তিনিবন্ধনমাগমমন্তরেণোৎপ্রেক্ষিতুমপি শক্যম্। রূপাদ্যভাবাদ্ধি নায়মর্থঃ প্রত্যক্ষস্য গোচরঃ, লিঙ্গাদ্যভাবাচ্চ নানুমানাদীনামিত্যবোচাম। অপি চ, সম্যগ্জ্ঞানান্মোক্ষ ইতি সর্ব্বেষাং মোক্ষবাদিনামভ্যুপগমঃ। তচ্চ সম্যক্জ্ঞানমেকরূপং, বস্তুতন্ত্রত্বাৎ। একরূপেণ হ্যবস্থিতো যোঽর্থঃ লোকে তদ্বিষয়ং জ্ঞানং সম্যক্ জ্ঞানমিত্যুচ্যতে, যথাগ্নিরুষ্ণ ইতি। তত্রৈবং সতি সম্যগ্জ্ঞানে পুরুষাণাং বিপ্রতিপত্তিরনুপপন্না।

সূত্রেণ পরিহরতি—"এবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ"। ন বয়মত্র তর্কমপ্রমাণয়ামঃ, কিন্তু জগৎকারণসত্ত্বে স্বাভাবিকপ্রতিবন্ধবন্ন লিঙ্গমস্তি।

যত্তু সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যমাত্রং, তদপ্রতিষ্ঠাদোষান্ন মুচ্যত ইতি। কল্পান্তরেণানির্মোক্ষপদার্থমাহ "অপি চ সম্যগ্জ্ঞানান্মোক্ষঃ" ইতি। ভূতার্থগোচরস্য হি সম্যগ্-

---

হইবে, এমন কোনও নিয়ম নাই। (অর্থাৎ এক তর্কের দোষে সমস্ত তর্কের দোষোদ্ঘোষণ অন্যায্য) এরূপ বলিলেও মোচন নাই।

[যদ্যপি...বোচাম] বিষয়বিশেষে প্রতিষ্ঠিত তর্ক থাকে থাকুক, কিন্তু প্রস্তাবিত বিষয়ে (জগৎকারণে) প্রতিষ্ঠিত তর্ক নাই। প্রস্তাবিত বিষয়ে তর্কের অস্থিরতা অবশ্য ঘটিবেক। (তর্ক তর্কাতীত বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত হয় না, সুতরাং তর্কের মোচন বা সমাপ্তি হয় না)। শাস্ত্রাবলম্বন ব্যতীত অত্যন্ত গম্ভীর, দুরবগাহ ভাবযাথাত্ম্য অর্থাৎ অদ্বয় এবং মুক্তির নিদান জগৎকারণের কল্পনা করিতেও পারিবে না। রূপ না থাকায় সে বস্তু প্রত্যক্ষের অবিষয়, লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক কোন ধর্ম্ম না থাকায় অনুমানেরও অতীত, এ কথা পূর্ব্বেও বারংবার বলা হইয়াছে। [অপি চ......ভবেৎ] আরও দেখ, * সম্যক্ জ্ঞানে মুক্তি হয়, এ কথা মোক্ষবাদিমাত্রেই স্বীকার করেন। সম্যক্ জ্ঞান একই প্রকার, নানাপ্রকার নহে, (আমার এক প্রকার, তোমার অন্য প্রকার, এরূপ জ্ঞান সম্যক্ জ্ঞান নহে)। কারণ, সম্যক্-জ্ঞান (যথার্থজ্ঞান) বস্তুর অধীন, মনুষ্যের অধীন নহে। একরূপাবস্থিত বস্তুই সত্য, তদ্বিষয়ক জ্ঞানই সত্য। যেমন অগ্নি উষ্ণ। অগ্নি যে উষ্ণ, এ জ্ঞান একরূপই অর্থাৎ সকল কালে ও সকল পুরুষেই সমান। অতএব, সম্যক্ জ্ঞানে মতামত থাকা যুক্তিবিরুদ্ধ। তর্ক মনুষ্য-বুদ্ধিপ্রভব;

---

* সূত্রের অবিমোক্ষপ্রসঙ্গ অংশের পৃথক্ ব্যাখ্যা দেখাইবার জন্য এ অংশ কথিত হইয়াছে।

তর্কজ্ঞানানান্ত অন্যোন্যবিরোধাৎ প্রসিদ্ধা বিপ্রতিপত্তিঃ। যদ্ধি কেনচিৎ তার্কিকেণ ইদমেব সম্যগ্ জ্ঞানমিতি প্রতিষ্ঠাপিতং, তদপরেণ ব্যুত্থাপ্যতে; তেনাপি প্রতিষ্ঠাপিতং ততোঽপরেণ ব্যুত্থাপ্যত-ইতি চ প্রসিদ্ধং লোকে। কথমেকরূপানবস্থিতবিষয়ং তর্কপ্রভবং সম্যক্ জ্ঞানং ভবেৎ। ন চ প্রধানবাদী তর্কবিদামুত্তম ইতি সর্ব্বৈস্তার্কিকৈঃ পরিগৃহীতঃ, যেন তদীয়ং মতং সম্যগ্ জ্ঞানমিতি প্রতিপদ্যেমহি। ন চ. শক্যন্তে অতীতানাগতবর্ত্তমানাস্তার্কিকা একস্মিন্ দেশে কালে চ সমাহর্ত্তুম্, যেন তন্মতিরেকরূপৈকার্থবিষয়া সম্যঙ্মতিরিতি স্যাৎ। বেদস্য তু নিত্যত্বে বিজ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বে চ সতি ব্যবস্থিতার্থবিষয়ত্বোপপত্তেঃ, তজ্জনিতস্য সম্যক্ত্বমতীতা-

জ্ঞানস্য ব্যবস্থিতবস্তুগোচরতয়া ব্যবস্থানং লোকে দৃষ্টং, যথা প্রত্যক্ষস্য। বৈদিকঞ্চেদং চেতনজগদুপাদানবিষয়ং বিজ্ঞানং বেদোত্থতর্কেতিকর্ত্তব্যতাকং বেদজনিতং ব্যবস্থিতম্ বেদানপেক্ষেণ তু তর্কেণ জগৎকারণভেদমবস্থাপয়তাং তার্কিকাণামন্যোন্যং

তজ্জন্য তাহা নানাজনের নানাপ্রকার হয়। বিরুদ্ধ তর্কজনিত জ্ঞান বিভিন্ন ও পরস্পর বিরুদ্ধও হয়, কিন্তু সম্যক্ জ্ঞান একই প্রকার। সম্যক্ জ্ঞান কস্মিন্কালেও বিভিন্ন হয় না। এক তার্কিক তর্কের বলে বলিলেন, ইহাই সম্যক্ জ্ঞান, আবার অন্য তার্কিক তাহার খণ্ডন করিয়া বলিলেন, না—উহা সম্যক্ জ্ঞান নহে। যাহা অস্থির, তর্কপ্রভব তাদৃশ জ্ঞান কিরূপে সম্যক্ হইতে পারে? [ন চ...পদ্যেমহি] কোথাও এমন দেখা যায় না যে, প্রধানবাদী সর্ব্বোত্তম তার্কিক বলিয়া প্রধানবাদীর উদ্ভাবিত তর্ক তার্কিকগণ গ্রহণ করিতে বাধ্য; অতএব প্রধানবাদীর জ্ঞানই সম্যক্ জ্ঞান। [ন চ...স্থিতম্] কতক তার্কিক গত, কতক বর্ত্তমান, কতক বা পরে হইবেক; সুতরাং সকল তার্কিক এক সময়ে ও একস্থানে মিলিত করা সম্ভবপর হয় না। সেই কারণে তাঁহাদের জ্ঞানও এক বিষয়ে একরূপ হয় না। (তাঁহাদের জ্ঞানও ভিন্ন, জ্ঞেয়বস্তুও ভিন্ন; সুতরাং সেরূপ ব্যভিচরিত জ্ঞান অসম্যক্ অর্থাৎ অযথার্থ)। যদি সকলের জ্ঞান সকল সময়ে সমানরূপে একবস্তু গ্রহণ করে, তাহা হইলেই সেই জ্ঞান সম্যক্ জ্ঞান আখ্যা প্রাপ্ত হয়। বেদ নিত্য, তাহা ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সকল কালেই সমভাবে বিদ্যমান ও জ্ঞানোৎপত্তির কারণ বলিয়া প্রসিদ্ধ, তৎপ্রভব বস্তুবিষয়ক জ্ঞানও সকল কালে ও সকল দেশে সমান বা একরূপ হয়; সুতরাং কোনও কালে কোনও তার্কিক সেই বেদজনিত জ্ঞানের সম্যক্তা (সত্যতা) অপহ্নব (লোপ) করিতে সমর্থ নহেন। এই কারণেই উপনিষদ্প্রভব জ্ঞানের সম্যক্তা, আর তর্কপ্রভব জ্ঞানের অসম্যক্তা সিদ্ধ হয়, এবং তর্কপ্রভব জ্ঞানের অসম্যক্তা

নাগতবর্ত্তমানৈঃ সর্ব্বৈরপি তার্কিকৈরপহ্নোতুমশক্যম্। অতঃ সিদ্ধমস্যৈবৌপনিষদস্য জ্ঞানস্য সম্যগ্‌জ্ঞানত্বং, অতোঽন্যত্র সম্যগ্‌জ্ঞানত্বানুপপত্তেঃ সংসারাবিমোক্ষ এব প্রসজ্যেত। অত আগমবশেনাগমানুসারি-তর্কবশেন চ চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং প্রকৃতিশ্চেতি স্থিতম্ ॥২।১।১১॥

এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ২ । ১ । ১২ ॥ *

বৈদিকস্য দর্শনস্য প্রত্যাসন্নত্বাদ্ গুরুতরতর্কবলোপেতত্বাদ্ বেদানুসারিভিশ্চ কৈশ্চিচ্ছিষ্টৈঃ কেনচিদংশেন পরিগৃহীতত্বাৎ প্রধানকারণবাদং তাবদ্ব্যপাশ্রিত্য যস্তর্কনিমিত্ত আক্ষেপো বেদান্তবাক্যেষু উদ্ভাবিতঃ, স পরিহৃতঃ, ইদানীমণ্বাদিবাদব্যপাশ্রয়েণাপি কৈশ্চিন্মন্দমতিভির্বেদান্তবাক্যেষু পুনস্তর্কনিমিত্ত আক্ষেপ

বিপ্রতিপত্তেস্তত্ত্বনির্দ্ধারণকারণাভাবাচ্চ ন ততস্তত্ত্বব্যবস্থা—ইতি ন ততঃ সম্যগ্‌জ্ঞানম্। অসম্যগ্‌জ্ঞানাচ্চ ন সংসারাদ্বিমোক্ষ ইত্যর্থঃ ॥ ২ । ১ । ১১ ॥

ন কার্য্যং কারণাদভিন্নম্, অভেদে কারণরূপবৎ কার্য্যত্বানুপপত্তেঃ, করোত্যর্থানুপপত্তেশ্চ। অভূতপ্রাদুর্ভাবনং হি তদর্থঃ। ন চাস্য কারণাত্মত্বে কিঞ্চিদভূতমস্তি, যদর্থময়ৎ পুরুষো যতেত। অভিব্যক্ত্যর্থমিতি চেৎ, ন, তস্যা অপি কারণাত্মত্বেন সত্ত্বাৎ, অসত্ত্বে বা অভিব্যঙ্গ্যস্যাপি তত্ত্বৎপ্রসঙ্গেন কারণাত্মত্বব্যাঘাতাৎ। ন হি তদেব

থাকায় তদ্দ্বারা সংস্কারমোচন হওয়া ও অসম্ভাবিত হয়। বিচারের উপসংহার এই যে, শাস্ত্রের ও শাস্ত্রানুসারী তর্কের দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হয় যে, চেতন ব্রহ্মই জগতের নিমিত্তকারণ ও প্রকৃতি (উপাদান) ॥ ২।১।১১ ॥

সাংখ্যের প্রধানকারণবাদ বৈদিক মতের অতি সন্নিহিত (প্রায় সমান)। সাংখ্যপক্ষে গুরুতর তর্কবলও আছে। বেদমতানুসারী কোন কোন ঋষি তন্মতের কোন কোন অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল দেখিয়া বেদান্তবাদের বিরুদ্ধে যে প্রধানবাদ-সমর্থক পূর্ব্বপক্ষসমূহ উদ্ভাবিত হইয়াছিল, সে সকল পূর্ব্বপক্ষ নিরস্ত হইয়াছে। কিন্তু এখনও অল্পমতি লোকেরা পরমাণুকারণবাদ প্রভৃতি উপলক্ষ্য করিয়া বেদান্তবাদের বিরুদ্ধে পুনরায় পূর্ব্বপক্ষ

---

* এতেন সন্নিহিতোক্তেন প্রধানকারণবাদনিরাকরণকারণেন শিষ্টাপরিগ্রহাঃ শিষ্টৈর্ম্মনুপ্রভৃতিভিরপরিগৃহীতাঃ পরমাণুকারণবাদপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্বেঽপি বাদা ব্যাখ্যাতাঃ—নিরাকৃতা বেদিতব্যা ইতি।

যে সকল কারণে প্রধানকারণবাদ নিরাকৃত হইল, সেই সকল কারণেই মনুপ্রভৃতি শিষ্টগণের অনভিপ্রেত অন্যান্য বাদসকলও নিরাকৃত হইয়াছে, ইহা বুঝিয়া লইবে, অর্থাৎ উহ্য করিয়া লইবে।

আশঙ্ক্যতে, ইত্যতঃ প্রধানমল্লনিবর্হণন্যায়েনাতিদিশতি—পরিগৃহ্যন্ত-ইতি পরিগ্রহাঃ; ন পরিগ্রহা অপরিগ্রহাঃ। শিষ্টানামপরিগ্রহাঃ শিষ্টাপরিগ্রহাঃ।

এতেন প্রকৃতেন প্রধানকারণবাদনিরাকরণকারণেন শিষ্টৈর্ম্মনু-ব্যাসপ্রভৃতিভিঃ কেনচিদংশেনাপ্যপরিগৃহীতা যেঽণ্বাদিকারণ-

---

তদানীমেবাস্তি নাস্তি চেতি যুজ্যতে। কিঞ্চেদং মণিমন্ত্রৌষধমিন্দ্রজালং কার্য্যেণ শিক্ষিতং, যদিদমজাতানিরুদ্ধাতিশয়মব্যবধানমবিদূরস্থানঞ্চ তস্যৈব তদবস্থেন্দ্রিয়স্য পুংসঃ কদাচিৎ প্রত্যক্ষং পরোক্ষঞ্চ, যেনাঽস্য কদাচিৎ প্রত্যক্ষমুপলম্ভনং, কদাচিদনু-মানং, কদাচিদাগমঃ। কার্য্যান্তরব্যবধিরস্য পারোক্ষ্যহেতুরিতি চেৎ, ন, কার্য্য-জাতস্য সদাতনত্বাৎ। অথাপি স্যাৎ, কার্য্যান্তরাণি পিণ্ডকপালশর্করাচূর্ণকণপ্রভৃতীনি কুম্ভং ব্যবদধতে, ততঃ কুম্ভস্য পারোক্ষ্যং কদাচিদিতি, তন্ন। তস্য কার্য্যজাতস্য কারণাত্মনঃ সদাতনত্বেন সর্ব্বদা ব্যবধানেন কুম্ভস্যাত্যন্তানুপলব্ধিপ্রসঙ্গাৎ। কাদা-চিৎকত্বে বা কার্য্যজাতস্য ন কারণাত্মত্বং, নিত্যত্বানিত্যত্বলক্ষণবিরুদ্ধধর্ম্মসংসর্গস্য ভেদকত্বাৎ। ভেদাভেদয়োশ্চ পরস্পরবিরোধেনৈকত্র সহাসম্ভব ইত্যুক্তম্। তস্মাৎ কারণাৎ কার্য্যমেকান্তত এব ভিন্নম্। ন চ বেদে গবাশ্ববৎ কার্য্যকারণভাবানুপ-পত্তিরিতি সাম্প্রতম্। অভেদেঽপি কারণরূপবত্তদনুপপত্তেরুক্তত্বাৎ। অত্যন্ত-ভেদে চ কুম্ভকুম্ভকারয়োর্নিমিত্তনৈমিত্তিকভাবস্য দর্শনাৎ। তস্মাদন্যত্বাবিশেষেঽপি সমবায়ভেদ এবোপাদানোপাদেয়ভাবনিয়মহেতুঃ। যস্যাভূত্বা ভবতঃ সমবায়স্তদুপা-দেয়ং, যত্র চ সমবায়স্তদুপাদানম্। উপাদানত্বঞ্চ কারণস্য কার্য্যাদল্পপরিমাণস্য দৃষ্টং, যথা তন্ত্বাদীনাং পটাদ্যুপাদানানাং পটাদিভ্যো ন্যূনপরিমাণত্বম্। চিদাত্মনস্তু পরম-মহত উপাদানান্নাত্যন্তাল্পপরিমাণমুপাদেয়ং ভবিতুমর্হতি। তস্মাদ্যত্রেদমল্পতার-তম্যং বিশ্রাম্যতি—যতো ন ক্ষোদীয়ঃ সম্ভবতি, তজ্জগতোমূলকারণং—পরমাণুঃ। ক্ষোদীয়োঽন্তরানন্ত্যে তু মেরু-রাজসর্ষপয়োস্তুল্যপরিমাণত্বপ্রসঙ্গোঽনন্তাবয়বত্বাদু-ভয়োঃ। তস্মাৎ পরমমহতো ব্রহ্মণ উপাদানাদভিন্নমুপাদেয়ং জগৎ কার্য্যমভিদধতী শ্রুতিঃ প্রতিষ্ঠিতপ্রামাণ্য-তর্কবিরোধাৎ সহস্রসম্বৎসর-সত্রগতসম্বৎসরশ্রুতিবৎ কথঞ্চি-জ্জঘন্যবৃত্ত্যা ব্যাখ্যেয়া-ইত্যধিকং শঙ্কমানং প্রতি সাংখ্যদূষণমতিদিশতি "এতেন" ইতি সূত্রেণ।

উত্থাপন করিতে পারেন। ইহা ভাবিয়া সূত্রকার ব্যাসদেব প্রধানমল্লনিপাতনন্যায়ে এই অতিদেশ-সূত্র বলিয়াছেন। "প্রদর্শিত * যুক্তিতেই শিষ্টগণের অস্বীকৃত পরমাণুকারণবাদপ্রভৃতিও নিরস্ত হইয়াছে, ইহা বিদিত হইবে।"

---

* যে ব্যক্তি প্রধান যোদ্ধা—যে অধিক বলবান্—দেখা যায় যোদ্ধৃগণ অগ্রে তাহাকেই নিপাতিত করে। সে নিপাতিত হইলে হীনবল মল্লসকল সহজেই নিপাতিত হয়, অথবা ভীত হইয়া পলায়ন করে। ইহাকেই প্রধান-মল্লনিবর্হণ ন্যায় বলে।

বাদাঃ, তেঽপি প্রতিষিদ্ধতয়া ব্যাখ্যাতা নিরাকৃতা বেদিতব্যাঃ, তুল্যত্বাৎ নিরাকরণকারণস্য নাত্র পুনরাশঙ্কিতব্যং কিঞ্চিদস্তি। তুল্যমত্রাপি পরমগম্ভীরস্য জগৎকারণস্য তর্কানবগাহ্যত্বং, তর্কস্য চাপ্রতিষ্ঠিতত্বম্, অন্যথানুমানেঽপ্যবিমোক্ষ আগমবিরোধশ্চ—ইত্যেবঞ্জাতীয়কং নিরাকরণকারণম্ ॥ ২। ১। ১২ ॥

ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ, স্যাল্লোকবৎ ॥ ২। ১। ১৩ ॥ *

অন্যথা পুনর্ব্রহ্মকারণবাদস্তর্কবলেনৈবাক্ষিপ্যতে। যদ্যপি শ্রুতিঃ প্রমাণং স্ববিষয়ে ভবতি, তথাপি প্রমাণান্তরেণ

অন্বয়ার্থঃ।—কারণাৎ কার্য্যস্য ভেদং তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্য ইত্যত্র নিষেৎস্যামঃ। অবিশ্বাসমারোপণেন চ কার্য্যস্য ন্যূনাধিকভাবমপ্যপ্রয়োজকত্বাদুপেক্ষিষ্যামহে। তেন বৈশেষিকাদ্যভিমতস্য তর্কস্য শুষ্কত্বেনাব্যবস্থিতেঃ সূত্রমিদং সাংখ্যদূষণমতিদিশতি। যত্র কথঞ্চিদ্বেদানুসারিণো মন্বাদিভিঃ শিষ্টৈঃ পরিগৃহীতস্য সাংখ্যতর্কস্যৈষা গতিঃ, তত্র পরমাণ্বাদিবাদস্যাত্যন্তবেদবাহ্যস্য মন্বাদ্যুপেক্ষিতস্য চ কৈব কথেতি। "কেনচিদংশেন" ইতি। সৃষ্ট্যাদয়ো হি ব্যুৎপাদ্যাঃ, তে চ কিঞ্চিৎসদসত্ত্বা পূর্ব্বপক্ষন্যায়োৎপ্রেক্ষিতমপ্যুদাহৃত্য ব্যুৎপাদ্যন্ত ইতি কেনচিদংশেনেত্যুক্তম্। সুগমমন্যৎ ॥ ২। ১। ১২ ॥

স্যাদেতৎ। অতিগম্ভীরজগৎকারণবিষয়ত্বং তর্কস্য নাস্তি, কেবলাগমগম্যমেতদিত্যুক্তং, তৎ কথং পুনস্তর্কনিমিত্ত আক্ষেপঃ? ইত্যত আহ—"যদ্যপি শ্রুতিঃ প্রমা-

---

যে সকল যুক্তিতে সাংখ্যের প্রধানকারণবাদ নিরস্ত হইল, সেই সকল যুক্তিতেই মনুপ্রভৃতি ঋষিগণের অগৃহীত পরমাণুকারণবাদ প্রভৃতিও নিরস্ত (খণ্ডিত) হইবেক। নিরাসের কারণ বা যুক্তি সর্ব্বত্রই সমান; সুতরাং সে পক্ষে কোনরূপ শঙ্কার কারণ নাই। জগৎকারণ নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য, তর্কের অতীত, তদ্বিষয়ক তর্ক অপ্রতিষ্ঠাদোষদুষ্ট। প্রতিষ্ঠিত তর্কের অনুমান করিলেও তর্কের বা সংসারের মোচন নাই এবং আগম-বিরোধ দোষও হয়, এই সকল কারণে প্রধানবাদ অগ্রাহ্য এবং ঐ সকল কারণে পরমাণুকারণবাদপ্রভৃতিও অগ্রাহ্য ॥ ১২।১।১২ ॥

তর্কবল আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মকারণবাদের বিরুদ্ধে অন্য প্রকার আপত্তি উত্থাপন করা হইতেছে। শ্রুতি স্বকীয় অর্থে প্রমাণ সত্য; কিন্তু যে স্থলে স্বকীয় অর্থ অন্যপ্রমাণবিরুদ্ধ হয়, সে স্থলে সে অর্থের ত্যাগ ও অন্য অর্থের (গৌণ অর্থের)

---

* ব্রহ্মকারণবাদাঙ্গীকারে ভোগ্যস্য ভোক্ত্রাপত্তির্ভোক্তুর্বা ভোগ্যত্বাপত্তিঃ—তয়োরনন্যত্বাশঙ্কা ভবতীতি যাবৎ। ততশ্চাবিভাগঃ প্রসিদ্ধস্য ভৌক্তৃভোগ্যবিভাগস্যাভাবো লোপঃ স্যাদিতি চেৎ—যদি কশ্চিৎ চোদয়েৎ, তং প্রতি ব্রূয়াৎ—স্যাৎ লোকবদিতি। অনন্যত্বেঽপি বিভাগব্যবস্থোপপদ্যতে, দৃষ্টান্তসদ্ভাবাদিত্যর্থঃ।

যিনি বলিবেন, ব্রহ্মকারণবাদে 'অমুক ভোক্তা অমুক ভোগ্য' এ ব্যবস্থার অভাব হইতে পারে;

বিষয়াপহারেঽন্যপরা ভবিতুমর্হতি। যথা মন্ত্রার্থবাদৌ। তর্কোঽপি হি স্ববিষয়াদন্যত্রাপ্রতিষ্ঠিতঃ স্যাৎ, যথা ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ। কিমতঃ—যদ্যেবম্? অত ইদমযুক্তং—যৎ প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধোঽর্থঃ শ্রুত্যা বাধ্যত ইতি। অত্রোচ্যতে, প্রসিদ্ধো হ্যয়ং ভোক্তৃভোগ্য-বিভাগো লোকে—ভোক্তা চেতনঃ শারীরঃ, ভোগ্যাঃ শব্দাদয়ো বিষয়া ইতি। যথা ভোক্তা দেবদত্তঃ, ভোজ্য ওদন ইতি। তস্য চ বিভাগস্যাভাবঃ প্রসজ্যেত। যদি ভোক্তাভোগ্যভাবমাপদ্যেত, ভোগ্যং বা ভোক্তৃভাবংমাপদ্যেত, তয়োশ্চেতরেতরভাবাপত্তিঃ পরমকারণাৎ ব্রহ্মণোঽনন্যত্বাৎ প্রসজ্যেত। ন চাস্য প্রসিদ্ধস্য বিভাগস্য বাধনং যুক্তম্।

যথা ত্বদ্যত্বে ভোক্তৃভোগ্যয়োর্ব্বিভাগো দৃষ্টঃ, তথাতীতানাগ-

ণম্" ইতি। প্রবৃত্তা হি শ্রুতিরনপেক্ষতয়া স্বতঃ প্রমাণত্বেন ন প্রমাণান্তরমপেক্ষতে, প্রবর্ত্তমানা পুনঃ স্ফুটতরপ্রতিষ্ঠিতপ্রামাণ্য-তর্কবিরোধেন মুখ্যার্থাৎ প্রচ্যাব্য জঘন্য-বৃত্তিতাং নীয়তে, যথা মন্ত্রার্থবাদাবিত্যর্থঃ। অতিরোহিতার্থং ভাষ্যম্।

"যথা ত্বদ্যত্বে" ইতি। যদ্যতীতানাগতয়োঃ সর্গয়োরেষ বিভাগো ন ভবেৎ, তত-

---

গ্রহণ করা হইয়া থাকে। যেমন মন্ত্র ও অর্থবাদ। (মন্ত্রের ও অর্থবাদের যথাশ্রুত অর্থ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণবিরুদ্ধ হয় বলিয়া অন্য অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে)। এ দিকে তর্ককেও স্বকীয় বিষয় ব্যতীত অন্য বিষয়ে অপ্রতিষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। যেমন ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে। (ধর্ম্মাধর্ম্মবিষয়ক তর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় না সত্য; কিন্তু জগদ্ভেদবিষয়ক তর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়)। এই দুই কারণে বলিতে পারি, শ্রুতির দ্বারা প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধ পদার্থের বাধা জন্মান যুক্তিবিরুদ্ধ। কোন্ পদার্থের বাধা? বলিতেছি। প্রসিদ্ধো...প্রসজ্যেত] ভোক্তা ও ভোগ্য, এই দুই প্রকার বিভাগ সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ। চেতন জীব ভোক্তা এবং শব্দাদি বিষয় ভোগ্য। যেমন দেবদত্ত ভোক্তা এবং অন্নাদি ভোগ্য। এই দুই প্রকার বিভাগের লোপ প্রসক্ত হইতেছে। অন্য আপত্তি এই যে, হয় ভোক্তা ভোগ্যভাব প্রাপ্ত হইবেক, না হয় ভোগ্যই ভোক্তৃভাব প্রাপ্ত হইবেক। কারণ এই যে, ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নাই। ভোক্তা ও ভোগ্য উভয়ই ব্রহ্মস্বরূপের অনতিরিক্ত বলিয়া পরস্পরের পরস্পরত্ব অর্থাৎ অভেদ আপনা হইতেই সিদ্ধ হয়, বিভাগ বা ভেদ থাকে না। [ন চাস্য...দিতি] যে বিভাগ প্রসিদ্ধ, সর্ব্ববিদিত, সে বিভাগের লোপ অযুক্ত।

অনুমান কর, এখন যেমন ভোক্তৃ-ভোগ্যবিভাগ দৃষ্ট হয়, পূর্ব্বেও এইরূপ

কারণ, তন্মতে যিনি ভোক্তা, তিনিই ভোগ্য, এইরূপ নিশ্চয় আছে—বলিলে, তাহাকে বলিবে, দেখাইবে, লোকমধ্যেও অভিন্ন পদার্থের ভেদ ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (ভাষ্য ব্যাখ্যা দেখুন।

·তয়োরপি কল্পয়িতব্যঃ। তস্মাৎ প্রসিদ্ধস্যাস্য ভোক্তৃভোগ্য-বিভাগস্যাভাবপ্রসঙ্গাদযুক্তমিদং ব্রহ্মকারণতাবধারণমিতি চেৎ কশ্চিচ্চোদয়েৎ, তং প্রতি ব্রূয়াৎ—স্যাল্লোকবদিতি।

উপপদ্যত এবায়মস্মৎপক্ষেঽপি বিভাগঃ, এবং লোকে দৃষ্টত্বাৎ। তথা হি—সমুদ্রাদুদকাত্মনোঽনন্যত্বেঽপি তদ্বিকারাণাং ফেণবীচী-তরঙ্গবুদ্বুদাদীনামিতরেতরবিভাগ ইতরেতরসংশ্লেষাদিলক্ষণশ্চৎ ব্যবহার উপলভ্যতে। ন চ সমুদ্রাদুদকাত্মনোঽনন্যত্বেঽপি তদ্বিকারাণাং ফেণতরঙ্গাদীনামিতরেতরভাবাপত্তির্ভবতি। ন চৈতেষামিতরেতরভাবানুপপত্তাবপি সমুদ্রাত্মনোঽনন্যত্বং ভবতি। এবমিহাপি। ন চ ভোক্তৃভোগ্যয়োরিতরেতরভাবাপত্তিঃ, ন চ পরস্মাদ্‌ব্রহ্মণোঽন্যত্বং ভবিষ্যতি। যদ্যপি ভোক্তা ন ব্রহ্মণো বিকারঃ, "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইতি স্রষ্টুরেবাবিকৃতস্য কার্য্যানুপ্রবেশেন ভোক্তৃত্বশ্রবণাৎ। তথাপি কার্য্যমনুপ্রবিষ্টস্যাস্তি কার্য্যোপাধিনিমিত্তো বিভাগঃ, আকাশস্যেব ঘটাদ্যুপাধিনিমিত্তঃ,

---

স্তদেবাদ্যতনস্য বিভাগস্য বাধকং স্যাৎ, স্বপ্নদর্শনস্যেব জাগ্রদ্দর্শনং, ন ত্বেতদস্তি। অবাধিতাদ্যতনদর্শনেন তয়োরপি তথাত্বানুমানাদিত্যর্থঃ। ইমাং শঙ্কামাপাত-

বিভাগ ছিল এবং পরেও থাকিবেক। অতএব, ভোক্তৃ-ভোগ্য বিভাগের অভাবাপত্তি হয় বলিয়া ব্রহ্মকারণবাদ অযুক্ত। যদি কেহ উপরোক্ত প্রকার আপত্তি করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বলিতে হইবেক, ঐ বিভাগ লোকানুসারী। অর্থাৎ লোকমধ্যেও একই বস্তুর বিবিধ ভেদ দৃষ্ট হয়। [উপ...ভবিষ্যতি] আমরা অদ্বয়বাদী, লৌকিক দৃষ্টান্ত থাকায় আমাদের মতেও ঐ বিভাগ উপপন্ন হয়। সমুদ্র জলাত্মক, জলবিকারসকল জলভিন্ন নহে, ভিন্ন না হইলেও, অভিন্ন বা এক হইলেও, ফেণ বুদ্বুদ, লহরী, তরঙ্গ প্রভৃতি বিভাগ দেখা যায়। যেমন ফেণতরঙ্গলহরী প্রভৃতিসকল জলাত্মক সমুদ্র হইতে ভিন্ন নহে বলিয়া তরঙ্গাদির ভেদপ্রসক্তি হয় না। যুক্তির দ্বারা উক্ত বিকারনিচয়ের ভেদ সিদ্ধ না হইলেও সে সকল যেমন সমুদ্রভিন্ন নহে, প্রস্তাবিত স্থলেও ঠিক্ সেইরূপই জানিবে। দৃষ্টান্তের ন্যায় দার্ষ্টান্তিক ভোক্তৃভোগ্যও ভেদভাবাপন্ন নহে, এবং ব্রহ্ম হইতেও ভিন্ন নহে। [যদ্যপি...ত্যুক্তম্] ভোক্তা (জীব] যদিও ব্রহ্মের বিকার নহে, কেন-না, শ্রুতিতে অবিকৃত ব্রহ্মেরই সৃষ্টপদার্থানুপ্রবেশ শুনা যায়, তথাপি, আকাশের দৃষ্টান্তে অনুপ্রবিষ্ট পদার্থের ঔপাধিক বিভাগ মাত্র স্বীকৃত আছে।

ইত্যতঃ পরমকারণাৎ ব্রহ্মণোঽনন্যত্বেঽপ্যুপপন্নো ভোক্তৃভোগ্যলক্ষণো বিভাগঃ সমুদ্রতরঙ্গাদিন্যায়েনেত্যুক্তম্ ॥ ২। ১। ১৩॥

তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ॥ ২। ১। ১৪॥ *

অভ্যুপগম্য চেমং ব্যবহারিকং ভোক্তৃভোগ্যলক্ষণং বিভাগং "স্যাল্লোকবৎ" ইতি পরিহারোঽভিহিতঃ, ন ত্বয়ং বিভাগঃ পরমার্থতোঽস্তি; যস্মাৎ তয়োঃ কার্য্যকারণয়োরনন্যত্বমবগম্যতে। কার্য্যমাকশাদিকং বহুপ্রপঞ্চং জগৎ, কারণং পরং ব্রহ্ম। তস্মাৎ

তোঽবিচারিতলোকসিদ্ধদৃষ্টান্তোপদর্শনমাত্রেণ নিরাকরোতি সূত্রকারঃ "স্যাল্লোকবৎ" ইতি ॥ ২। ১। ১৩॥

পরিহাররহস্যমাহ—পূর্ব্বস্মাদবিরোধাদস্য বিশেষাভিধানোপক্রমস্য বিভাগমাহ "অভ্যুপগম্য চেমং" ইতি। স্যাদেতৎ। যদি কারণাৎ পরমার্থভূতাদনন্যত্বমস্যাকাশাদেঃ প্রপঞ্চস্য কার্য্যস্য, কুতস্তর্হি ন বৈশেষিকাদ্যুক্তদোষপ্রপঞ্চাবতারঃ? ইত্যত আহ—"ব্যতিরেকেণাভাবঃ কার্য্যস্যাবগম্যতে" ইতি। ন খল্বনন্যত্বমিত্যভেদং

(যেমন ঘটাকাশ ও মঠাকাশ প্রভৃতি)। অতএব, পরম কারণ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন না হইলেও প্রদর্শিতপ্রকারে ভোক্তৃভোগ্য-বিভাগব্যবস্থার লোপ হয় না, প্রত্যুত তাহা স্থিরই থাকে॥ ২। ১। ১৩॥

ব্যবহারিক ভোক্তৃভোগ্যবিভাগ স্বীকার করিয়া বাদিকৃত পূর্ব্বপক্ষের প্রত্যুত্তর দেওয়া হইল সত্য, কিন্তু পরমার্থদর্শনে ঐ বিভাগই হয় নাই। কেন-না, শাস্ত্রতঃ ও যুক্তিতঃ কার্য্যকারণের ভেদ না থাকাই প্রতীত হয়। আকাশাদি বহু পদার্থান্বিত জগৎ কার্য্য ও পরব্রহ্ম কারণ। জগৎকার্য্য যে ব্রহ্ম-কারণ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন নহে, তাহা উপনিষদুক্ত আরম্ভণ বাক্যে ও একাত্মপ্রতিপাদক বাক্যে জানা গিয়াছে।

* তদনন্যত্বং তয়োঃ কার্য্যকারণয়োরভেদঃ—কারণব্যতিরেকেণ কার্য্যস্যাভাব ইতি যাবৎ, আরম্ভণশব্দাদিভ্যোঽবগম্যতে। "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" ইত্যারম্ভণশব্দঃ। আদিপদাৎ "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং" ইত্যাদিবিধনেকাত্মপ্রতিপাদকবাক্যজাতং গ্রাহ্যম্।

অমুক ভোক্তা, অমুক ভোগ্য, এ বিভাগ ব্যবহারিক, পারমার্থিক নহে। পারমার্থিক না হইলেও ব্যবহারিক বিভাগ মানিয়া লইয়া প্রত্যুত্তর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পরমার্থ পক্ষে ঐ বিভাগ—ঐ বিভাগ কেন, কোনও বিভাগই নাই। আরম্ভণবাক্যে ও একাত্মপ্রতিপাদক বাক্যে জানা যায়, কার্য্য ও কারণ এক, ভিন্ন নহে, অর্থাৎ কার্য্য সকল কারণের অনতিরিক্ত। ফলিতার্থ এই যে, কার্য্যমাত্রই কারণাতিরিক্ত নহে।

কারণাৎ পরমার্থতোঽনন্যত্বং ব্যতিরেকেণাভাবঃ কার্য্যস্যাবগম্যতে। কুতঃ ? আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।

আরম্ভণশব্দস্তাবদেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায় দৃষ্টান্তাপেক্ষায়ামুচ্যতে—"যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং, মৃত্তিকেত্যেব-সত্যম্" ইতি। এতদুক্তং ভবতি—একেন মৃৎপিণ্ডেন পরমার্থতো মৃদাত্মনা বিজ্ঞাতেন ঘট-শরাবোদঞ্চনাদিকং মৃদাত্মত্বাবিশেষাদ্বিজ্ঞাতং ভবেৎ। যতো বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং—বাচৈব কেবলমস্তীত্যারভ্যতে বিকারঃ—ঘটঃ শরাব উদঞ্চনঞ্চেতি, ন তু বস্তুবৃত্তেন বিকারো নাম কশ্চিদস্তি। নামধেয়-মাত্রং হ্যেতদনৃতং, মৃত্তিকেত্যেব সত্যমিতি। এষ ব্রহ্মণো দৃষ্টান্ত

ক্রমঃ, কিন্তু ভেদং ব্যাসেধামঃ। ততশ্চ নাভেদাশ্রয়দোষপ্রসঙ্গঃ, কিন্তভেদং ব্যাসে-ধদ্ভির্বৈশেষিকাদিভিরস্মাসু সাহায্যকমেবাচরিতং ভবতি।

ভেদনিষেধহেতুং ব্যাচষ্টে "আরম্ভণশব্দস্তাবৎ" ইতি। এবং হি ব্রহ্মজ্ঞানেন সর্ব্বং জগৎ তত্ত্বতো জ্ঞায়েত, যদি ব্রহ্মৈব তত্ত্বং জগতো ভবেৎ। যথা রজ্জ্বাং জ্ঞাতায়াং ভুজঙ্গতত্ত্বং জ্ঞাতং ভবতি। সা হি তস্য তত্ত্বম্। তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ জ্ঞানমতোঽন্যন্মিথ্যা-জ্ঞানমজ্ঞানমেব। অত্রৈব বৈদিকো দৃষ্টান্তঃ "যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন" ইতি। স্যাদেতৎ। মৃদি জ্ঞাতায়াং কথং মৃন্ময়ং ঘটাদি জ্ঞাতং ভবতি। ন হি তন্মৃদাত্মক-মিত্যুপপাদিতমধস্তাৎ, তস্মাত্তত্ত্বতো ভিন্নম্। ন চান্যস্মিন্ বিজ্ঞাতেঽন্যদ্বিজ্ঞাতং ভবতীত্যত আহ শ্রুতিঃ "বাচারম্ভণঃ বিকারো নামধেয়ম্" বাচয়া কেবলমারভ্যতে বিকারজাতং, ন তু তত্ত্বতোঽস্তি, যতো নামধেয়মাত্রমেতৎ। যথা পুরুষস্য

[আরম্ভণ...বতি]। আরম্ভণবাক্য কি, তাহা বলিতেছি। ছান্দোগ্য শ্রুতি একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার কথা বলিয়া দৃষ্টান্তপ্রদর্শনার্থ বলিয়াছেন—"হে সোম্য—শ্বেতকেতো, যেমন মৃত্তিকা জানিলে সমস্ত মৃন্ময় বস্তু জানা হয়। জানা হয় যে, মৃত্তিকাই সত্য; বাক্যসৃষ্ট বিকারসকল নাম ব্যতীত অন্য কিছু নহে।" এই বাক্যে বলা হইয়াছে, মৃত্তিকাই ঘটশরাবাদির পারমার্থিক রূপ। 'ঘট' 'শরাব' এ সকল কেবল নাম অর্থাৎ কথামাত্র; সুতরাং মৃত্তিকা জানিলে ঘটশরাবাদি সমস্ত মৃন্ময় বস্তুই জানা হয়। ঘট, শরাব, উদঞ্চন (জালা), এ সকল মৃত্তিকা ছাড়া নহে, মৃত্তিকাই উহাদের রূপ; সুতরাং মৃত্তিকাই সত্য; তদ্বিকারসকল মিথ্যা বা নামমাত্র (মৃত্তিকাই ঘটাদির পারমার্থিক রূপ। মৃত্তিকার অন্যসংস্থান কাল্পনিক)। [এব...দিনা] ব্রহ্মেও এই দৃষ্টান্ত দর্শিত হইয়াছে। এই শ্রৌত

আম্নাতঃ। তত্র শ্রুতাদ্বাচারম্ভণশব্দাৎ দার্ষ্টান্তিকেঽপি ব্রহ্ম-ব্যতিরেকেণ কার্য্যজাতস্যাভাব ইতি গম্যতে। পুনশ্চ তেজো-ঽবন্নানাং ব্রহ্মকার্য্যতামুক্ত্বা তেজোঽবন্নকার্য্যাণাং তেজোঽবন্ন-ব্যতিরেকেণাভাবং ব্রবীতি—"অপাগাদগ্নেরগ্নিত্বং, বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্" ইত্যাদিনা। "আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" ইত্যাদিশব্দাৎ "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং, তৎ সত্যং, স আত্মা, তত্ত্বমসি", "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং, "আত্মৈবেদং সর্ব্বং", "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যেব-মাদ্যপ্যাত্মৈকত্বপ্রতিপাদনপরং বচনজাতমুদাহর্ত্তব্যম্। ন চান্যথা একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং সম্পদ্যতে। তস্মাদ্ যথা ঘটকরকাদ্যা-কাশানাং মহাকাশাদনন্যত্বং, যথা চ মৃগতৃষ্ণিকোদকাদীনামূষরাদি-

চৈতন্যমিতি রাহোঃ শির ইতি চ বিকল্পমাত্রম্। যথাহুর্ব্বিকল্পবিদঃ 'শব্দজ্ঞানানু-পাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ' ইতি। তথা চাবস্তুতয়া ঽনৃতং বিকারজাতং, মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্। তস্মাদ্ঘটশরাবোদঞ্চনাদীনাং তত্ত্বং মৃদেব। তেন মৃদি জ্ঞাতায়াং তেষাং সর্ব্বেষামেব তত্ত্বং জ্ঞাতং ভবতি। তদিদমুক্তং "ন চান্যথৈকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং সম্পদ্যতে" ইতি। নিদর্শনান্তরদ্বয়ং দর্শয়ন্নুপসংহরতি "তস্মাদ্যথা ঘটকরকাদ্যা-কাশানাং" ইতি। যে হি দৃষ্টনষ্টস্বরূপাঃ ন তে বস্তুসন্তঃ, যথা মৃগতৃষ্ণিকোদকাদয়ঃ। তথা চ সর্ব্বং বিকারজাতং, তস্মাদবস্তুসৎ। তথাহি—যদস্তি তদস্ত্যেব, যথা চিদাত্মা। ন হ্যসৌ কদাচিৎ ক্বচিৎ কথঞ্চিন্নাস্তি, কিন্তু সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বথাস্ত্যেব, ন নাস্তি। ন চৈবং বিকারজাতং, তস্য কদাচিৎ কথঞ্চিৎ কুত্রচিদবস্থানাৎ। তথাহি

'আরম্ভণ' বাক্যে জানা যাইতেছে, মৃত্তিকার ও মৃত্তিকাকার্য্যের দৃষ্টান্তে কারণ-ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত কার্য্যভূত জগৎ নাই। অন্য শ্রুতিও তেজ, জল ও পৃথিবীকে ব্রহ্মোৎ-পন্ন বলিয়া অবশেষে সে সকল ব্যতিরিক্ত সে সকলের কার্য্যের (তৈজস প্রভৃতি পদার্থের) অভাব বলিয়াছেন। যথা—"অগ্নির অগ্নিত্ব চলিয়া যায়। বিকার সকল কেবল নাম, নাম সকল বাক্যসৃষ্ট। রূপত্রয় বা তন্মাত্ররূপতাই তাহাদের সত্য।" [আরম্ভণ...দ্রষ্টব্যম্] সূত্রে 'আদি' শব্দ থাকায় "এ সকল ব্রহ্মাত্মক" "তিনিই সত্য,—তিনিই আত্মা" "তিনিই তুমি" "আত্মাই এ সমুদয়" "এ সমুদয় ব্রহ্ম" "আত্মাই এ সমস্ত" "এই আত্মায় কোনরূপ নানাত্ব (ভেদ) নাই" এইরূপ এইরূপ আত্মাদ্বৈতবোধক বচনসমূহ উদাহরণার্থ গৃহীত হইবেক। ব্রহ্মই এ সমুদয়, ইহা অস্বীকার করিলে, একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ বা সম্পন্ন হইবে

ভ্যোঽনন্যত্বং দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্বাৎ, স্বরূপেণ ত্বনুপাখ্যত্বাৎ, এবমস্য ভোগ্যভোক্তৃত্বাদিপ্রপঞ্চজাতস্য ব্রহ্মব্যতিরেকেণাভাব ইতি দ্রষ্টব্যম্।

নন্বনেকাত্মকং ব্রহ্ম, যথা বৃক্ষোঽনেকশাখঃ, এবমনেকশক্তি-প্রবৃত্তিযুক্তং ব্রহ্ম, অত একত্বং নানাত্বঞ্চোভয়মপি সত্যমেব, যথা বৃক্ষ ইত্যেকত্বং, শাখা ইতি চ নানাত্বং, যথা চ সমুদ্রাত্ম-

---

সৎস্বভাবং চেদ্বিকারজাতং, কথং কদাচিদসৎ অসৎস্বভাবঞ্চেৎ কথং কদাচিৎ সৎ। সদসতোরেকত্ববিরোধাৎ। ন হি রূপং কদাচিৎ কচিৎ কথঞ্চিদ্বা গন্ধো ভবতি। অথ তস্য সদসত্ত্বে ধর্ম্মৌ, তে চ স্বকারণাধীনজন্মতয়া কদাচিদেব ভবতঃ, তৎ তর্হি বিকারজাতং দণ্ডায়মানং সদাতনমিতি ন বিকারঃ কস্যচিৎ। অথাসত্ত্বসময়ে তন্নাস্তি, কস্য তর্হি ধর্ম্মোঽসত্ত্বম্। ন হি ধর্ম্মিণ্যপ্রত্যুৎপন্নে তদ্ধর্ম্মোঽসত্ত্বং প্রত্যুৎ-পন্নমুপপদ্যতে। অথাস্য ন ধর্ম্মঃ কিন্ত্বর্থান্তরমসত্ত্বং, কিমায়াতং ভাবস্য। ন হি ঘটে জাতে পটস্য কিঞ্চিদ্ভবতি। অসত্ত্বং ভাববিরোধীতি চেৎ, ন। অকিঞ্চিৎ-করস্য তত্ত্বানুপপত্তেঃ, কিঞ্চিৎকরত্বে বা যত্রাপ্যসত্ত্বেন তদনুযোগসম্ভবাৎ। অথান্যা-সত্ত্বং নাম কিঞ্চিন্ন জায়তে, কিন্তু স এব ন ভবতি। যথাহুঃ—

'ন তস্য কিঞ্চিদ্ভবতি ন ভবত্যেব কেবলম্।' ইতি।

অথৈষ প্রসহ্যপ্রতিষেধো নিরুচ্যতাম্। কিং তৎস্বভাবো ভাবঃ? উত ভাব-স্বভাবঃ স ইতি। তত্র পূর্ব্বস্মিন্ কল্পে ভাবানাং তৎস্বভাবতয়া তুচ্ছতয়া জগৎ শূন্যং প্রসজ্যেত। তথা চ ভাবানুভবাভাবঃ। উত্তরস্মিংস্তু সর্ব্বভাবনিত্যতয়া নাভাবব্যবহারঃ স্যাৎ। কল্পনামাত্রনিমিত্তত্বেঽপি নিষেধস্য ভাবনিত্যতাপত্তি-স্তদবস্থৈব। তস্মাত্তিন্নমস্তি কারণাদ্বিকারজাতং, ন বস্তুসৎ। অতো বিকারজাতম-নির্ব্বচনীয়মনৃতম্। তদনেন প্রমাণেন সিদ্ধমনৃতত্বং বিকারজাতস্য, কারণস্য নির্ব্বাচ্যতয়া সত্ত্বং—মৃত্তিকেত্যেব সত্যমিত্যাদিনা প্রবন্ধেন দৃষ্টান্ততয়ানুবদতি শ্রুতিঃ। 'যত্র লৌকিকপরীক্ষকাণাং বুদ্ধিসাম্যং স দৃষ্টান্তঃ' ইতি চাক্ষপাদসূত্রং প্রমাণসিদ্ধো দৃষ্টান্ত ইত্যেতৎপরং, ন পুনর্লৌকিসিদ্ধত্বমত্র বিবক্ষিতম্। অন্যথা তেষাং পরমাণ্বাদির্ন দৃষ্টান্তঃ স্যাৎ। ন হি পরমাণ্বাদির্নৈসর্গিক-বৈনয়িক (বৈশেষি-কেতি পাঠান্তরম্) বুদ্ধ্যতিশয়রহিতানাং লৌকিকানাং সিদ্ধ ইতি।

সম্প্রত্যনেকান্তবাদিনমুত্থাপয়তি "নন্বনেকাত্মকং" ইতি। অনেকাভিঃ শক্তি-

---

না। অতএব, যেমন ঘটাকাশ প্রভৃতি মহাকাশ হইতে ভিন্ন নহে, মৃগতৃষ্ণিকা যেমন উষরভূমির অনতিরিক্ত, তেমনি, ভোক্তৃভোগ্যপ্রপঞ্চও ব্রহ্মের অনতিরিক্ত। অর্থাৎ পরমার্থদর্শনে অদ্বয় ব্রহ্মই আছেন, অন্য কিছুই নাই।

[নন্বনেকাত্মকং...ব্যস্তীতি] যদি বল, ব্রহ্ম অনেকাত্মক—বৃক্ষ যেমন বহুশাখান্বিত, ব্রহ্মও তেমনি বহুশক্তি-প্রবৃত্তিযুক্ত, সুতরাং ব্রহ্মের একত্ব ও নানাত্ব উভয়ই সত্য। বৃক্ষ যেমন বৃক্ষরূপে এক, কিন্তু শাখাপল্লবাদিরূপে নানা; সমুদ্র যেমন সমুদ্ররূপে

নৈকত্বং, ফেণতরঙ্গাদ্যাত্মনা নানাত্বং, যথা চ মৃদাত্মনৈকত্বং, ঘটশরাবাদ্যাত্মনা নানাত্বং, তত্র একত্বাংশেন জ্ঞানান্মোক্ষব্যবহারঃ সেৎস্যতি, নানাত্বাংশেন তু কর্ম্মকাণ্ডাশ্রয়ৌ লৌকিকবৈদিক-ব্যবহারৌ সেৎস্যত ইতি। এবঞ্চ মৃদাদিদৃষ্টান্তা অনুরূপা ভবিষ্য-ন্তীতি।

নৈবং স্যাৎ। মৃত্তিকেত্যেব সত্যমিতি প্রকৃতিমাত্রস্য দৃষ্টান্তে সত্যত্বাবধারণাৎ। বাচারম্ভণশব্দেন চ বিকারজাতস্যানৃতত্বাভি-ধানাৎ। দার্ষ্টান্তিকেঽপি "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং, তৎসত্যম্" ইতি চ পরমকারণস্যৈবৈকস্য সত্যত্বাবধারণাৎ। "স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" ইতি চ শারীরস্য ব্রহ্মভাবোপদেশাৎ।

ভির্যাঃ প্রবৃত্তয়ো নানাকার্য্যস্পৃষ্টয়ঃ, তদ্‌যুক্তং ব্রহ্মৈকং নানা চেতি। কিমতো যদ্যেব-মিত্যত আহ—"তত্রৈকত্বাংশেন" ইতি। যদি পুনরেকত্বমেব বস্তুসত্তবেৎ, ততো নানাত্বাভাবাদ্বৈদিকঃ কর্ম্মকাণ্ডাশ্রয়ো লৌকিকশ্চ ব্যবহারঃ সমস্ত এবোচ্ছিদ্যেত। ব্রহ্মগোচরাশ্চ শ্রবণমননাদয়ঃ সর্ব্বে দত্তজলাঞ্জলয়ঃ প্রসজ্যেরন্। এবঞ্চানেকাত্ম-কত্বে ব্রহ্মণো মৃদাদিদৃষ্টান্তা অনুরূপা ভবিষ্যন্তীতি। তমিমমনেকান্তবাদং দূষয়তি "নৈবং স্যাৎ" ইতি। ইদং তাবদত্র বক্তব্যং। মৃদাত্মনৈকত্বং, ঘটশরাবাদ্যাত্মনা নানাত্বমিতি বদতঃ কার্য্যকারণয়োঃ পরস্পরং কিমভেদোঽভিমতঃ? আহো ভেদঃ? উত ভেদাভেদাবিতি। তত্রাভেদ ঐকান্তিকে মৃদাত্মনেতি চ ঘটশরাবাদ্যাত্মনেতি চোল্লেখদ্বয়ং নিয়মশ্চ নোপপদ্যতে। ভেদে চোল্লেখদ্বয়নিয়মাবুপপন্নৌ, আত্মনেতি ত্বসমঞ্জসম্। ন হ্যন্যস্যান্য আত্মা ভবতি। ন চানেকাত্মবাদঃ। ভেদাভেদকল্পেতু উল্লেখদ্বয়ং ভবেদপি। নিয়মস্ত্বযুক্তঃ। নহি ধর্ম্মিণোঃ কার্য্যকারণয়োঃ সঙ্করে তদ্ধর্ম্মাবেকত্বনানাত্বে ন সঙ্কীর্য্যেতে ইতি সম্ভবতি। ততশ্চ মৃদাত্মনৈকত্বং যাবদ্ভবতি, তাবদ্ঘটশরাবাদ্যাত্মনাপি স্যাৎ। এবং ঘটশরাবাদ্যাত্মতা নানাত্বং যাবদ্ভবতি, তাবন্-

এক, কিন্তু ফেণ-তরঙ্গাদিরূপে নানা; মৃত্তিকা যেমন মৃত্তিকারূপে এক, আবার ঘটাদিরূপে নানা; এইরূপ ব্রহ্মও ব্রহ্মভাবে এক, কিন্তু জীবাদিভাবে নানা। এতন্মধ্যে একত্বাংশে মোক্ষব্যবহার ও নানাত্বাংশে লৌকিক বৈদিক ব্যবহার সিদ্ধ হইতে পারে। এ ব্যবস্থাতেও মৃত্তিকাদি দৃষ্টান্ত অনুরূপ হয় অর্থাৎ সঙ্গত হয়।

[নৈবং...ভাবম্] এ বিষয়ে আমরা বলি, তাহা হয় না। অর্থাৎ উক্ত ব্যবস্থাও অসঙ্গত। শ্রুতি দৃষ্টান্তবাক্যে মৃত্তিকাকে সত্য বলিয়া জানাইয়াছেন—প্রকৃতি কারণই সত্য, তদাশ্রিত কার্য্য সকল মিথ্যা। কার্য্যের মিথ্যাত্ব বাচারম্ভণ শব্দে ব্যক্ত হইয়াছে। দার্ষ্টান্তিক বাক্যেও (যাহার বোধার্থ দৃষ্টান্ত দেখান হয়, তাহা দার্ষ্টান্তিক। এখানে দার্ষ্টান্তিক—জগৎকারণ ব্রহ্ম)। অদ্বয় পরম কারণের

স্বয়ংপ্রসিদ্ধং হ্যেতচ্ছারীরস্য ব্রহ্মাত্মত্বমুপদিশ্যতে, ন যত্নান্তর-প্রসাধ্যম্। অতশ্চেদং শাস্ত্রীয়ং ব্রহ্মাত্মত্বমভ্যুপগম্যমানং স্বাভাবিকস্য শারীরাত্মত্বস্য বাধকং সম্পদ্যতে—রজ্জ্বাদিবুদ্ধয় ইব সর্পাদিবুদ্ধীনাম্। বাধিতে চ শারীরাত্মত্বে তদাশ্রয়ঃ সমস্তঃ স্বাভাবিকো ব্যবহারো বাধিতো ভবতি, যৎপ্রসিদ্ধয়ে নানাত্বাংশোঽ-পরো ব্রহ্মণঃ কল্প্যেত। দর্শয়তি চ "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদিনা ব্রহ্মাত্মত্বদর্শিনং প্রতি সমস্তস্য ক্রিয়াকারকফললক্ষণস্য ব্যবহারস্যাভাবম্।

মৃদাত্মনা নানাত্বং ভবেৎ। সোঽয়ং নিয়মঃ কার্য্যকারণয়োরৈকান্তিকং ভেদমুপ কল্পয়ত্যনির্ব্বচনীয়তাং বা কার্য্যস্য। পরাক্রান্তঞ্চাস্মাভিঃ প্রথমাধ্যায়ে তৎ। আস্তাং তাবৎ। তদেতদ্‌যুক্তিনিরাকৃতমনুবদন্তীং শ্রুতিমুদাহরন্তি।—"মৃত্তিকেত্যেব সত্যং" ইতি। স্যাদেতৎ। ন ব্রহ্মণো জীবভাবঃ কাল্পনিকঃ, কিন্তু ভাবিকঃ, অংশো হি সঃ, তস্য কর্ম্মসহিতেন জ্ঞানেন ব্রহ্মভাব আধীয়ত ইত্যত আহ। "স্বয়ং প্রসিদ্ধং হি" ইতি। স্বাভাবিকস্যানাদেরিতি। যদুক্তং নানাত্বাংশেন তু কর্ম্মকাণ্ডাশ্রয়ো লৌকিকশ্চ ব্যবহারঃ সেৎস্যতীতি, তত্রাহ।—"বাধিতে চ" ইতি। যাবদবাধং হি সর্ব্বোঽয়ং ব্যবহারঃ স্বপ্নদশায়ামিব তদুপদর্শিতপদার্থজাতব্যবহারঃ। স চ যথা জাগ্রদবস্থায়াং বাধকান্নিবর্ত্ততে, এবং তত্ত্বমস্যাদিবাক্যপরিভাবনাভ্যাসপরিপাকভুবা শারীরস্য ব্রহ্মাত্মভাবসাক্ষাৎকারেণ বাধকেন নিবর্ত্ততে। স্যাদেতৎ। 'যত্র ত্বস্য 'সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎ, কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদিনা মিথ্যাজ্ঞানাধীনে ব্যবহারঃ ক্রিয়া-কারকাদিলক্ষণঃ সম্যগ্‌জ্ঞানেনাপনীয়ত ইতি ন ব্রূতে,' কিন্ত্ববস্থাভেদাশ্রয়ো ব্যব-হারোঽবস্থান্তরপ্রাপ্তৌ নিবর্ত্ততে, যথা বালকস্য কামচারবাদভক্ষতোপনয়নপ্রাপ্তৌ নিবর্ত্ততে।

সত্যতাবধারণ ও জীবের ব্রহ্মতা উপদিষ্ট আছে। জীবের ব্রহ্মভাব জন্য নহে, অর্থাৎ উৎপাদ্য নহে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। এই শাস্ত্রীয় ব্রহ্মাত্মতা অনাদি জীব-ভাবের বাধা (লোপ) জন্মায়। সর্পবুদ্ধি রজ্জুবুদ্ধির যেরূপ বাধক, শাস্ত্রীয় ব্রহ্মাত্মজ্ঞানও সেইরূপ জীবভাব-জ্ঞানের বাধক। জীবভাব বিনষ্ট হইলেই তদাশ্রিত সমুদয় অনাদি ব্যবহার—যে সকল ব্যবহার স্থাপনার্থ ব্রহ্মের নানাত্ব কল্পনা করিতেছ, সেই সকল ব্যবহার বিলুপ্ত হইবে, কিছুই থাকিবে না। শ্রুতিও "যখন এ সমুদয় আত্মভূত হইবে, তখন কে কি দিয়া কি দেখিবে ?" এইরূপ এইরূপ বাক্যে ব্রহ্মাত্মদর্শীর লৌকিক ও বৈদিক নিখিল ব্যবহারের অভাব হওয়ার কথা বলিয়াছেন।

ন চায়ং ব্যবহারাভাবোঽবস্থাবিশেষনিবদ্ধোঽভিধীয়েত ইতি যুক্তং বক্তুম্। তত্ত্বমসীতি• ব্রহ্মাত্মভাবস্যানবস্থাবিশেষনিবন্ধনত্বাৎ। তস্করদৃষ্টান্তেন চানৃতাভিসন্ধস্য বন্ধনং, সত্যাভিসন্ধস্য মোক্ষং দর্শয়ন্নেকত্বমেবৈকং পারমার্থিকং দর্শয়তি, মিথ্যাজ্ঞানবিজৃম্ভিতঞ্চ নানাত্বম্। উভয়সত্যতায়াং হি কথং ব্যবহারগোচরোঽপি জন্তুরনৃতাভিসন্ধ ইত্যুচ্যতে। "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি, য ইহ নানেব পশ্যতি" ইতি চ ভেদদৃষ্টিমপবদন্নেতদেব দর্শয়তি। ন চাস্মিন্ দর্শনে জ্ঞানান্মোক্ষ ইত্যুপপদ্যতে। সম্যগ্‌জ্ঞানাপনোদ্যস্য কস্যচিন্মিথ্যাজ্ঞানস্য সংসারকারণত্বেনানভ্যুপগমাৎ। উভয়স্য সত্যতায়াং হি কথমেকত্বজ্ঞানেন নানাত্বজ্ঞানমপনুদ্যত ইত্যুচ্যতে।

ন চ তাবতাসৌ মিথ্যাজ্ঞাননিবন্ধনো, ভবতি এবমত্রাপীত্যত আহ—"ন চায়ং ব্যবহারাভাবঃ" ইতি। কুতঃ, "তত্ত্বমসীতি ব্রহ্মাত্মভাবস্য" ইতি। ন খল্বেতদ্বাক্যমবস্থাবিশেষবিনিয়তং ব্রহ্মাত্মভাবমাহ জীবস্য, অপি তু ন ভুজঙ্গো রজ্জুরিয়মিতিবৎ সদাতনং তমভিবদতি। অপি চ সত্যানৃতাভিধানেনাপ্যেতদেব যুক্তমিত্যাহ—"তস্করদৃষ্টান্তেন চ" ইতি। "ন চাস্মিন্ দর্শনে" ইতি। ন হি জাতু কণ্ঠস্য দণ্ডকমণ্ডলুকুণ্ডলশালিনঃ কুণ্ডলিজ্ঞানং দণ্ডবত্তাং কমণ্ডলুমত্তাং বাধতে। তৎ কস্য হেতোঃ। তেষাং কুণ্ডলাদীনাং তস্মিন্ ভাবিকত্বাৎ। তদ্বদিহাপি •ভাবিকগোচরেণৈকাত্ম্যজ্ঞানেন ন নানাত্বং ভাবিকমপবদনীয়ম্। ন হি জ্ঞানেন বস্ত্বপনীয়তে, অপি তু মিথ্যাজ্ঞানেনারোপিতমিত্যর্থঃ।

[ন চায়ং...নানাত্বম্] এমন বলিতে পারিবে না যে, ঐ ব্যবহারাভাব অবস্থাবিশেষজনিত। কেন-না 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যে দেখা যায়, ঐরূপ ব্যবহারাভাবই পারমার্থিক, অবস্থানিবন্ধন নহে। শ্রুতি তস্করের দৃষ্টান্ত দিয়া সত্যবাদীর মুক্তি ও মিথ্যাবাদীর বন্ধন উপদেশ করায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, একত্বই পারমার্থিক, আর নানা· কেবল মিথ্যাবিজৃম্ভিত। [উভয়...দর্শয়তি] একত্ব ও নানাত্ব উভয়ই সত্য হইলে, শ্রুতি ভেদদর্শীকে মিথ্যাভিসন্ধ বলিবেন কেন? শ্রুতি "যে লোক পরমাত্মায় নানাত্বদর্শন করে, সে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়" এতদ্বাক্যে ভেদদর্শনের নিন্দা করিয়াছেন; করিয়া একেরই সত্যতা দেখাইয়াছেন। [ন চাস্মিন্...ইত্যুচ্যতে] ভেদাভেদ মতে জ্ঞানের মুক্তিকারণতাও অনুপপন্ন হয়। হেতু এই যে, সম্যক্‌জ্ঞাননাশ্য মিথ্যাজ্ঞান যে, সংসারের (বন্ধনের) কারণ, ইহা তাঁহাদের অস্বীকার্য্য হয়। উভয়-সত্যবাদী বলিতে পারিবেন না যে, একত্বজ্ঞান নানাত্বজ্ঞানের নাশক। কেন-না, তাহাদের মতে নানাত্বও একত্বেরই মত সত্য।

নম্বেকত্বৈকান্তাভ্যুপগমে নানাত্বাভাবাৎ প্রত্যক্ষাদীনি লৌকিকানি প্রমাণানি ব্যাহন্যেরন্, নির্ব্বিষয়ত্বাৎ—স্থাণ্বাদিম্বিব পুরুষাদিজ্ঞানানি, তথা বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রমপি ভেদাপেক্ষত্বাৎ তদভাবে ব্যাহন্যেত, মোক্ষশাস্ত্রস্যাপি শিষ্য-শাসিত্রাদিভেদাপেক্ষত্বাৎ তদভাবে ব্যাঘাতঃ স্যাৎ। কথং চানৃতেন মোক্ষশাস্ত্রেণ প্রতিপাদিতস্যাত্মৈকত্বস্য সত্যত্বমুপপদ্যত ইতি।

অত্রোচ্যতে,—নৈষ দোষঃ। সর্ব্বব্যবহারাণামেব। প্রাগ্-ব্রহ্মাত্মতাবিজ্ঞানাৎ সত্যত্বোপপত্তেঃ স্বপ্নব্যবহারস্যেব প্রাক্

চোদয়তি।—"নম্বেকত্বৈকান্তাভ্যুপগমে" ইতি। অবাধিতানধিগতাসন্দিগ্ধবিজ্ঞানসাধনং প্রমাণমিতি প্রমাণসামান্যলক্ষণোপপত্ত্যা প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণতামর্মুবতে। একত্বৈকান্তাভ্যুপগমে তু তেষাং সর্ব্বেষাং ভেদবিষয়াণাং বাধিতত্বাদপ্রামাণ্যং প্রসজ্যেত। তথা বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রমপি ভাবনা-ভাব্য-ভাবক-করণেতিকর্ত্তব্যতাভেদাপেক্ষত্বাদ্ব্যাহন্যেত ; তথা চ নাস্তিক্যম্, একদেশাক্ষেপেণ চ সর্ব্ববেদাক্ষেপাদ্বেদান্তানামপ্যপ্রামাণ্যমিত্যভেদৈকান্তাভ্যুপগমহানিঃ। ন কেবলং বিধিনিষেধাক্ষেপেণাস্য মোক্ষশাস্ত্রস্যাক্ষেপঃ, স্বরূপেণাস্যাপি ভেদাপেক্ষত্বাদিত্যাহ— "মোক্ষশাস্ত্রস্যাপি" ইতি। অপি চাস্মিন্ দর্শনে বর্ণপদবাক্যপ্রকরণাদীনামলীকত্বাৎ তৎপ্রভবমদ্বৈতজ্ঞানমসমীচীনং ভবেৎ। ন খল্বলীকাৎ ধূমাদ্ধূমকেতনজ্ঞানং সমীচীনমিত্যাহ—"কথঞ্চানৃতেন মোক্ষশাস্ত্রেণ" ইতি।

পরিহরতি—"অত্রোচ্যতে" ইতি। যদ্যপি প্রত্যক্ষাদীনাং তাত্ত্বিকমবাধিতত্বং নাস্তি, যুক্ত্যাগমাভ্যাং বাধনাৎ, তথাপি ব্যবহারে বাধনাভাবাৎ সাম্ব্যবহারিকমবাধনম্। ন হি প্রত্যক্ষাদিভিরর্থং পরিচ্ছিদ্য প্রবর্ত্তমানো ব্যবহারে বিসম্বাদ্যতে

[নম্বেক...প্রবোধাৎ] বলিতে পার, আত্যন্তিক একত্ব স্বীকার করিতে গেলে নানাত্ব থাকে না, নানাত্বই মিথ্যা হইয়া যায়, নানাত্ব মিথ্যা হইলে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণও মিথ্যাবিষয়ক বলিয়া মিথ্যা হয়। স্থাণুতে (স্থাণু = মুড়োগাছ) মনুষ্যজ্ঞান যদ্রূপ, অসত্যে সত্যজ্ঞানও তদ্রূপ (মিথ্যা বা ভ্রম)। অপিচ, বিধি-নিষেধশাস্ত্র মাত্রই ভেদসাপেক্ষ, ভেদ না থাকিলে তাহারও ব্যাঘাত হয়। মোক্ষশাস্ত্রও ভেদসাপেক্ষ—গুরু শিষ্য প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্থ অবলম্বনে প্রবৃত্ত। ভেদ মিথ্যা হইলে সুতরাং মোক্ষশাস্ত্রও মিথ্যা হইবেক। যদি মোক্ষশাস্ত্রকেও মিথ্যা বল, তাহা হইলে তৎপ্রতিপাদিত একাত্মবাদের সত্যতাও অবশ্য অনুপপন্ন হইবে।

ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, একত্বের সত্যতা পক্ষে ঐ সকল দোষ বা আপত্তি হইতেই পারে না। কারণ, ব্রহ্মাত্মতাজ্ঞানের পূর্ব্বে সমস্ত ব্যবহারেরই সত্যতা (ব্যবহারিক সত্যতা) উপপন্ন হইতে পারে। প্রবোধের পূর্ব্বে স্বাপ্ন ব্যবহারের সত্যতা

প্রবোধাৎ। যাবদ্ধি ন সত্যাত্মৈকত্বপ্রতিপত্তিঃ, তাবৎ প্রমাণ-প্রমেয়ফললক্ষণেষু ব্যবহারেষ্বনৃতবুদ্ধির্ন কস্যচিদুৎপদ্যতে। বিকারানেব ত্বহং মমেত্যবিদ্যয়াত্মাত্মীয়ভাবেন সর্ব্বো জন্তুঃ প্রতি-পদ্যতে—স্বভাবিকীং ব্রহ্মাত্মতাং হিত্বা। তস্মাৎ প্রাগ্ব্রহ্মাত্মতা-প্রবোধাদুপপন্নঃ সর্ব্বো লৌকিকো বৈদিকশ্চ ব্যবহারঃ। যথা সুপ্তস্য প্রাকৃতস্য জনস্য স্বপ্ন উচ্চাবচান্ ভাবান্ পশ্যতো নিশ্চিত-মেব প্রত্যক্ষাভিমতং বিজ্ঞানং ভবতি—প্রাক্ প্রবোধাৎ। ন চ প্রত্যক্ষাভাসাভিপ্রায়স্তৎকালে ভবতি,—তদ্বৎ। কথং ত্বসত্যেন বেদান্তবাক্যেন সত্যস্য ব্রহ্মাত্মত্বস্য প্রতিপত্তিরুপপদ্যেত, নহি রজ্জুসর্পেণ দষ্টো ম্রিয়তে, নাপি মৃগতৃষ্ণিকাম্ভসা পানাবগাহনাদি

সাংসারিকঃ কশ্চিৎ। তস্মাদবাধনান্ন প্রমাণলক্ষণমতিপততি প্রত্যক্ষাদয় ইতি। "সত্যত্বোপপত্তেঃ" ইতি সত্যত্বাভিমানোপপত্তেরিতি। গ্রহণকবাক্যমেতদ্বি-ভজতে। "যাবদ্ধি ন সত্যাত্মৈকত্বপ্রতিপত্তিঃ" ইতি। বিকারানেব তু শরী-রাদীনহমিত্যাত্মভাবেন পুত্রপশ্বাদীন্মমেত্যাত্মীয়ভাবেনেতি যোজনা। "বৈদিকশ্চ" ইতি কর্ম্মকাণ্ডমোক্ষশাস্ত্রব্যবহারসমর্থনা। "স্বপ্নব্যবহারস্যেব" ইতি বিভজতে। "যথা সুপ্তস্য প্রাকৃতস্য" ইতি। কথঞ্চানৃতেন মোক্ষশাস্ত্রেণেতি যদুক্তং, তদনু-ভাষ্য দূষয়তি—"কথং ত্বসত্যেন" ইতি। শক্যমত্র বক্তুং, শ্রবণাদ্যুপায় আত্ম-সাক্ষাৎকারপর্য্যন্তো বেদান্তসমুত্থোঽপি জ্ঞাননিচয়োঽসত্যঃ, সোঽপি হি বৃত্তিরূপঃ কার্য্যতয়া নিরোধধর্ম্মা, যস্তু ব্রহ্মস্বভাবসাক্ষাৎকারঃ, অসৌ ন কার্য্যস্তৎস্বভাবত্বাৎ, তস্মাদচোদ্যমেতৎ 'কথমসত্যাৎ সত্যোৎপাদঃ' ইতি। যৎ খলু সত্যং, ন তদুৎ-

---

যদ্রূপ, ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের পূর্ব্বে লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারের সত্যতাও তদ্রূপ। [যাবদ্ধি......তদ্বৎ] যতকাল না একাত্মপ্রতিপত্তি (অদ্বয়াত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ-কার) হয়, তত কাল কোন প্রাণীরই প্রমাণ, প্রমেয়, ফল, এই সকলে ও অন্যান্য ব্যবহারিক বিষয়ে মিথ্যাবুদ্ধি জন্মে না। (ঐ সকলকে মিথ্যা বলিয়া জানে না)। সমস্ত জীব তাবৎপর্য্যন্ত আপনার ব্রহ্মভাব ভুলিয়া থাকিয়া অবিদ্যাকল্পিত বিকার সমূহকে 'আমি' 'আমার' বলিয়া জানে। অতএব, ব্রহ্মাত্মতাবোধের পূর্ব্বে লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারের অলোপ যুক্তিসিদ্ধ। যেমন প্রাকৃত জীব যতক্ষণ না প্রবুদ্ধ হয়, ততক্ষণ সে স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের মিথ্যাত্ব জানে না, সে-সকলকে সত্য বলিয়াই জানে, আত্মপ্রবোধের পূর্ব্বপর্য্যন্ত লৌকিক বৈদিক ব্যবহার সকলও তদ্রূপ জানিবে। [কথং...দর্শনাৎ] যদি বল, মিথ্যা বেদান্তবাক্যে সত্য ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান হওয়া কি প্রকারে উপপন্ন হয়? জীব রজ্জুসর্পের দংশনে মরে না এবং মৃগতৃষ্ণিকা জলে-পানাবগাহনাদি প্রয়োজনও নিষ্পন্ন করে না। ইহার

প্রয়োজনং ক্রিয়ত ইতি। নৈষ দোষঃ। শঙ্কাবিষাদিনিমিত্ত-মরণাদিকার্য্যোপলব্ধেঃ, স্বপ্নদর্শনাবস্থস্য চ সর্পদংশনোদক-স্নানাদিকার্য্যদর্শনাৎ। তৎকার্য্যমপ্যনৃতমেবেতি চেৎ ব্রূয়াৎ, তত্র ব্রূমঃ—

যদ্যপি স্বপ্নদর্শনাবস্থস্য সর্পদংশনোদকস্নানাদি কার্য্যমনৃতং,

পদ্যত ইতি কুতস্তস্যাসত্যাদুৎপাদঃ, যচ্চোৎপদ্যতে তৎসর্ব্বমসত্যমেব! সাব্যব-হারিকস্ত সত্যত্বং বৃত্তিরূপস্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকারস্যেব শ্রবণাদীনামপ্যভিন্নং, তস্মাদভ্যু-পেত্য বৃত্তিস্বরূপস্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকারস্য পরমার্থসত্যতাং ব্যভিচারোদ্ভাবনমিতি মন্তব্যম্। যদ্যপি সাব্যবহারিকস্য সত্যাদেব ভয়াৎ সত্যং মরণমুৎপদ্যতে, তথাপি ভয়হেতুরহিস্তজ্জ্ঞানং বাহসত্যং, ততো ভয়ং সত্যং জায়ত ইত্যসত্যাৎ সত্যস্যোৎ-পত্তিরুক্তা। যদ্যপি চাহিজ্ঞানমপি স্বরূপেণ সৎ, তথাপি ন তৎ জ্ঞানত্বেন ভয়হেতুঃ, অপি ত্বনির্ব্বাচ্যাহিরূষিতত্বেন। অন্যথা রজ্জুজ্ঞানাদপি ভয়প্রসঙ্গাৎ, জ্ঞানত্বেনা-বিশেষাৎ। তস্মাদনির্ব্বাচ্যাহিরূষিতং জ্ঞানমপ্যনির্ব্বাচ্যমিতি সিদ্ধমসত্যাদপি সত্যস্যোপজন ইতি। ন ব্রূমঃ সর্ব্বস্মাদসত্যাৎ সত্যস্যোপজনঃ, যতঃ সমারোপিত-ধূমভাবায়া ধূমমহিষ্যা বহ্নিজ্ঞানং সত্যং স্যাৎ। ন হি চক্ষুষো রূপজ্ঞানং সত্যমুপ-জায়তে, ইতি রসাদিজ্ঞানেনাপি ততঃ সত্যেন ভবিতব্যম্। যতো নিয়মো হি স তাদৃশঃ সত্যানাং, যতঃ কুতশ্চিদসত্যাৎ সত্যং, কুতশ্চিদসত্যং, যথা দীর্ঘত্বাদের্ব্বর্ণেষু সমারোপিতত্বাবিশেষেঽপ্যাজীনমিত্যতো জ্যানিবিরহমবগচ্ছন্তি সত্যম্,অজিনমিত্যতস্তু সমারোপিতদীর্ঘভাবাজ্জ্যানিবিরহমবগচ্ছন্তো ভবন্তি ভ্রান্তাঃ। ন চোভয়ত্র দীর্ঘ-সমারোপং প্রতি কশ্চিদস্তি ভেদঃ। তস্মাদুপপন্নমসত্যাদপি সত্যস্যোদয় ইতি। নিদর্শনান্তরমাহ—"স্বপ্নদর্শনাবস্থস্য" ইতি। যথা সাংসারিকো জাগ্রদ্‌ভুজঙ্গং দৃষ্ট্বা পলায়তে, ততশ্চ ন দংশবেদনামাপ্নোতি, পিপাসুঃ সলিলমালোক্য পাতুং প্রবর্ত্ততে, ততস্তদাসাদ্য পায়ম্পায়মাপ্যায়িতঃ সুখমনুভবতি, এবং স্বপ্নান্তিকেঽপি তদবস্থং সর্ব্বমিত্যসত্যাৎ কার্য্যসিদ্ধিঃ। শঙ্কতে। "তৎকার্য্যমপ্যনৃতমেব" ইতি। এবমপি নাসত্যাৎ সত্যস্য সিদ্ধিরুক্তেত্যর্থঃ।

পরিহরতি। "তত্র ব্রূমো, যদ্যপি স্বপ্নদর্শনাবস্থস্য" ইতি। লৌকিকো হি

প্রত্যুত্তরে আমরা বলি, বেদান্তবাক্য মিথ্যা হইলেও ঐ দোষ প্রদত্ত হইতে পারে না। রজ্জুসর্পদংশনেও ত্রাস শঙ্কাও বিষাদাদি মারক ক্রিয়া হইতে দেখা যায়, এবং সুপ্ত পুরুষও স্বপ্নকালে স্বপ্নদৃষ্ট জলে ও মৃগতৃষ্ণিকাজলে স্নানাদি কার্য্য করিয়া থাকে। [তৎকার্য্য...কশ্চিৎ] সে সকল ক্রিয়াও মিথ্যা, এ কথা বলিলে বলিব।

যদিও স্বপ্নদর্শনাবস্থায় সর্পদংশন ও জলাবগাহন প্রভৃতি মিথ্যা, তথাপি, সে সকলের জ্ঞান মিথ্যা নহে। মিথ্যা হইলে জাগ্রৎকালে তাহার অনুবৃত্তি হইত না।

তথাপি তদবগতিঃ সত্যমেব ফলং, প্রতিবুদ্ধস্যাপ্যবাধ্যমানত্বাৎ। নহি স্বপ্নাদুত্থিতঃ স্বপ্নদৃষ্টং সর্পদংশনোদকস্নানাদি কার্য্যং মিথ্যেতি মন্যমানস্তদবগতিমপি মিথ্যেতি মন্যতে কশ্চিৎ। এতেন স্বপ্নদৃশোঽবগত্যবাধনেন দেহমাত্রাত্মবাদো দূষিতো বেদিতব্যঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—

"যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি।
সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে॥" ইতি

অসত্যেন স্বপ্নদর্শনেন সত্যস্য ফলস্য সমৃদ্ধেঃ প্রাপ্তিং দর্শয়তি। তথা প্রত্যক্ষদর্শনেষু কেষুচিদরিষ্টেষু জাতেষু ন চিরমিব জীবিষ্য-

সুপ্তোত্থিতোঽবগম্যং বাধিতং মন্যতে, ন তদবগতিং, তেন যদ্যপি পরীক্ষকা অনির্ব্বাচ্যরূষিতামবগতিমনির্ব্বাচ্যাং নিশ্চিন্বন্তি, তথাপি লৌকিকাভিপ্রায়েণৈতদুক্তম্। অত্রান্তরে লোকায়তিকানাং মতমপাকরোতি—"এতেন স্বপ্নদৃশোঽবগত্যবাধনেন" ইতি। যদা খল্বয়ং চৈত্রস্তারক্ষবীং ব্যাত্তবিকটদংষ্ট্রাকরালবদনামুত্তব্ধবন্ধমন্মস্তকাবচুম্বি-লাঙ্গুলামতিরোষারুণস্তব্ধবিশালবৃত্তলোচনাং রোমাঞ্চসঞ্চয়োৎফুল্লভীষণাং স্ফটিকাচলভিত্তিপ্রতিপ্রতিবিম্বিতামভ্যমিত্রীণাং তনুমাস্থায় স্বপ্নে প্রতিবুদ্ধো মানুষীমাত্মনস্তনুং পশ্যতি, তদোভয়দেহানুগতমাত্মানং প্রতিসন্দধানো দেহাতিরিক্তমাত্মানং নিশ্চিনোতি, ন তু দেহমাত্রম্। তন্মাত্রত্বে দেহবৎ প্রতিসন্ধানাভাবপ্রসঙ্গাৎ। কথঞ্চৈতদুপপদ্যেত, যদি স্বপ্নদৃশোঽবগতিরবাধিতা স্যাৎ, তদ্বাধে তু প্রতিসন্ধানাভাব ইতি। অসত্যাচ্চ সত্যপ্রতীতিঃ শ্রুতিসিদ্ধাঽন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধা চ, ইত্যাহ—"তথা চ শ্রুতিঃ" ইতি। "তথাকারাদ্" ইতি। যদ্যপি রেখাস্বরূপং সত্যং, তথাপি তদ্ যথাসঙ্কেতমসত্যম্। ন হি সঙ্কেতয়িতারঃ সঙ্কেতয়ন্তীদৃশেন

স্বপ্নদর্শক পুরুষ স্বপ্নত্যাগের পর সর্পদংশনাদি কার্য্যকলাপকে মিথ্যা বলিয়া জানিলেও তদবগতি জ্ঞানকে মিথ্যা বলিয়া জানে না। (স্বপ্নে যে 'আমাকে সাপে কামড়াইয়াছে' ইত্যাকার জ্ঞান হইয়াছিল, সে জ্ঞানকে সে সত্য বলিয়াই জানে)। [এতেন…বেদিতব্য] স্বপ্নদ্রষ্টার স্বাপ্ন জ্ঞানের বাধ হয় না অর্থাৎ তাহা জাগ্রৎকালেও অনুবৃত্ত থাকে, এতদ্দ্বারা দেহাত্মবাদেও দোষ দেওয়া হইয়াছে, ইহা জানিতে হইবেক। [তথাচ—দর্শয়তি] শ্রুতিও বলিয়াছেন, স্বপ্নদর্শন অসত্য হইলেও তাহার সমৃদ্ধি-ফল সত্য। যথা—"কাম্য কর্ম্মকালে স্বপ্নে স্ত্রীমূর্ত্তি সন্দর্শন হইলে জানিতে হইবেক, তাদৃশ স্বপ্নের ফল কর্ম্ম-সমৃদ্ধি, অর্থাৎ স্বপ্নে স্ত্রীসন্দর্শন হইলে তাৎকালিক কাম্যকর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে ও উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইবে জানিবেক। [তথা…দর্শয়তি] শ্রুতি 'কোন এক অরিষ্ট (মরণের পূর্ব্বলক্ষণ)

তীতি বিদ্যাদিত্যুক্তং। "অথ যঃ স্বপ্নে পুরুষং কৃষ্ণং কৃষ্ণদন্তং পশ্যতি, স এনং হন্তি" ইত্যাদিনা তেনাসত্যেনৈব স্বপ্নদর্শনেন সত্যং মরণং সূচ্যতে ইতি দর্শয়তি। প্রসিদ্ধঞ্চেদং লোকেঽন্বয়-ব্যতিরেক-কুশলানাং—ঈদৃশেন স্বপ্নদর্শনেন সাধ্বাগমঃ সূচ্যতে, ঈদৃশেনাসাধ্বাগম ইতি। তথা অকারাদি-সত্যাক্ষরপ্রতিপত্তির্দৃষ্টা রেখানৃতাক্ষরপ্রতিপত্তেঃ।

অপি চ, অন্ত্যমিদং প্রমাণমাত্মৈকত্বস্য প্রতিপাদকং, নাতঃ পরং কিঞ্চিদাকাঙ্ক্ষ্যমস্তি। যথা হি লোকে যজেতেত্যুক্তে কিং কেন কথম্ ইত্যাকাঙ্ক্ষ্যতে, ন চৈবং তত্ত্বমসীত্যুক্তে কিঞ্চিদন্যদাকাঙ্ক্ষ্যমস্তি সর্ব্বাত্মৈকত্ববিষয়ত্বাদবগতেঃ। সতি হ্যন্যস্মিন্নবশিষ্যমাণেঽর্থে আকাঙ্ক্ষা স্যাৎ, ন ত্বাত্মৈকত্বব্যতি-

রেখাভেদেনায়ং বর্ণঃ প্রত্যেতব্যঃ, অপিতু ঈদৃশো রেখাভেদোঽকারঃ, ঈদৃশশ্চ ককার ইতি। তথা চাসমীচীনাৎ সঙ্কেতাৎ সমীচীনবর্ণাবগতিরিতি সিদ্ধম্।

যচ্চোক্তম্, একত্বাংশেন জ্ঞানমোক্ষব্যবহারঃ সেৎস্যতি, নানাত্বাংশেন তু কর্ম্মকাণ্ডাশ্রয়ো লৌকিকশ্চ ব্যবহারঃ সেৎস্যতীতি, তত্রাহ—"অপি চান্ত্যমিদং প্রমাণম্" ইতি। যদি খল্বেকত্বানেকত্বনিবন্ধনৌ ব্যবহারাবেকস্য পুংসোঽপর্য্যায়েণ সম্ভবতঃ, ততস্তদুর্ভয়মুভয়সম্ভাবঃ কল্প্যেত, ন ত্বেতদস্তি। ন হ্যেকত্বাবগতিনিবন্ধনঃ কশ্চিদস্তি ব্যবহারস্তদবগতেঃ সর্ব্বোত্তরত্বাৎ। তথাহি, তত্ত্বমসীত্যৈকাত্ম্যাবগতিঃ

প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইলে বুঝিতে হইবেক যে, অরিষ্টদর্শক শীঘ্রই মরিবে।' এইরূপ বলিয়া অবশেষে 'যে ব্যক্তি স্বপ্নে কৃষ্ণদন্ত ও কৃষ্ণবর্ণ বিকট পুরুষ দেখে, স্বপ্নদৃষ্ট সেই পুরুষ শীঘ্রই তাহাকে বিনাশ করে।' এইরূপ এইরূপ উক্তি করিয়া দেখাইয়াছেন যে, অসত্য স্বপ্নও সত্যমরণের সূচক (অনুমাপক) হয়। [প্রসিদ্ধি ...প্রতিপত্তেঃ] অমুক প্রকার স্বপ্ন দেখিলে অমঙ্গল হয়, এ সকল তথ্য অন্বয়-ব্যতিরেক-কুশল * লৌকিক পুরুষের মধ্যেও প্রসিদ্ধ আছে। অপিচ, মিথ্যা বা কল্পিত রেখাকার জ্ঞানের দ্বারা অকল্পিত অ-কারাদি সত্য অক্ষরের জ্ঞান হইতে দেখা যায়। এই সকল দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, বেদান্ত শাস্ত্র কল্পিত হইলেও তাহার অকল্পিত সত্যব্রহ্ম বুঝাইবার ক্ষমতা আছে।

[অপি...আকাঙ্ক্ষ্যেত] অন্য হেতু এই যে, এই একাত্মপ্রতিপাদক প্রমাণ (অর্থাৎ তত্ত্বমসি প্রভৃতি মহাবাক্যরূপ শাব্দ প্রমাণ) চরম প্রমাণ। ইহার পর কিঞ্চিন্মাত্রও আকাঙ্ক্ষিতব্য থাকে না; সুতরাং আশঙ্কাও থাকে না। 'যজ্ঞ করিবেক' ইত্যাদি ইত্যাদি বিধিবাক্যে যেমন কোন্ যজ্ঞ, কি দিয়া ও কি

* অমুক হইলে বা থাকিলে অমুক ফল হয়, না হইলে বা না থাকিলে হয় না, ইত্যাদি প্রকার পরীক্ষায় নিপুণ। পরীক্ষানিপুণেরা স্বপ্নের ফলাফল বিদিত আছেন।

রেকেণাবশিষ্যমাণোঽন্যোঽর্থোঽস্তি, য আকাঙ্ক্ষ্যেত। ন চেয়মবগতির্নোৎপদ্যত ইতি শক্যং বক্তুং, "তদ্ধাস্য বিজজ্ঞৌ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। অবগতিসাধনানাঞ্চ শ্রবণাদীনাং বেদানুবচনাদীনাঞ্চ বিধীয়মানত্বাৎ। ন চেয়মবগতিরনর্থিকা ভ্রান্তির্ব্বেতি শক্যং বক্তুং, অবিদ্যানিবৃত্তিফলদর্শনাৎ, বাধকজ্ঞানান্তরাভাবাচ্চ। প্রাক্ চাত্মৈকত্বাবগতেরব্যাহতঃ সর্ব্বঃ সত্যানৃতব্যবহারো লৌকিকো

সমস্তপ্রমাণ-তৎফল-তদ্ব্যবহারানপবাধমানৈবোদীয়তে, নৈতস্যাঃ পরস্তাৎ কিঞ্চিদনুকূলং প্রতিকূলং চাস্তি, যদপেক্ষ্যেত, যেন চেয়ং প্রতিক্ষিপ্যেত। তত্রানুকূলপ্রতিকূল নিবারণান্নাতঃ পরং কিঞ্চিদাকাঙ্ক্ষ্যমিতি। ন চেয়মবগতির্ভুলিক্ষীরপ্রায়েত্যাহ "ন চেয়ং" ইতি। স্যাদেতৎ। অস্ত্যা চেদিয়মবগতিঃ, নিষ্প্রয়োজনা তর্হি, তথা চ ন প্রেক্ষাবন্তিরুপাদীয়েত। প্রয়োজনবত্ত্বে বা নাস্ত্যা স্যাদিত্যত আহ—"ন চেয়মবগতিরনর্থিকা" কুতঃ, "অবিদ্যানিবৃত্তিফলদর্শনাৎ"। ন হীয়মুৎপন্না সতী পশ্চাদবিদ্যাং নিবর্ত্তয়তি, যেন নাস্ত্যা স্যাৎ, কিন্ত্ববিদ্যাবিরোধিস্বভাবতয়া তন্নিবৃত্ত্যাত্মোবোদয়তে। অবিদ্যানিবৃত্তিশ্চ ন তৎকার্য্যতয়া ফলং, অপি ত্বিষ্টতয়া, ইষ্টলক্ষণত্বাৎ ফলস্য,ইতি প্রতিকূলং পরাচীনং নিরাকর্ত্তুমাহ।—"ভ্রান্তির্ব্বা" ইতি। কুতঃ? "বাধকো" ইতি। স্যাদেতৎ। মা ভূদেকত্বনিবন্ধনো ব্যবহারোঽনেকত্বনিবন্ধনস্তস্তি। তদেব হি সকলামুহ্বহতি লোকযাত্রাম্। অতস্তৎসিদ্ধর্থমনেকত্বস্য কল্পনীয়ং তাত্ত্বিকত্বমিত্যত আহ। "প্রাক্ চ" ইতি ব্যবহারো হি বুদ্ধিপূর্ব্বকারিণাং বুদ্ধ্যোপপদ্যতে, ন ত্বস্যাস্তাত্ত্বিকত্বেন, ভ্রান্ত্যাপি তদুপপত্তেরিত্যাবেদিতম্। সত্যঞ্চ

প্রকারে:করিবে, এই সকলের অপেক্ষা থাকে, আকাঙ্ক্ষা থাকে, 'তত্ত্বমসি'—সেই অদ্বয় ব্রহ্ম তুমি—এ বাক্যে সেরূপ কোন আকাঙ্ক্ষাই থাকে না। আকাঙ্ক্ষিতব্য থাকে না বলিয়াই আকাঙ্ক্ষার অভাব হয়। আকাঙ্ক্ষিতব্য না থাকিবার কারণ এই যে, সর্ব্বাত্মভাব ঐ জ্ঞানের বিষয়। অর্থাৎ সমুদায়ই আত্মা (আমি) এই রূপে উক্ত জ্ঞানের উদয় হয়। আত্মাতিরিক্ত কিছু থাকিলে তদ্বিষয়ে আকাঙ্ক্ষাও থাকিত। তাহা থাকে না, সমস্তই আত্মরূপে প্রতীত হয়, সুতরাং সে জ্ঞান নিষ্প্রতীক্ষ, নিরাকাঙ্ক্ষ ও কেবল (এক)। [ন চেয়...মানত্বাৎ] অদ্বয়াত্মজ্ঞান হয় না, তাহাও বলিতে পারি না। কেন-না, পিতার উপদেশে শ্বেতকেতুর হইয়াছিল এবং অদ্বয়াত্মজ্ঞানের উপায়স্বরূপ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও বেদানুবচন প্রভৃতির বিধান দৃষ্ট হয়। [ন চেয়মবগতি...বোচাম] অদ্বয়াত্মজ্ঞান নিরর্থক, তাহার কোন ফল নাই, অথবা তাহা ভ্রমজ্ঞান, ইহা কোনও প্রকারে বলিতে পারিবে না। কেন-না, ঐ জ্ঞানে জীবের অবিদ্যানিবৃত্তি হইয়া থাকে; এবং ঐ জ্ঞানকে বিনাশ করে এমন জ্ঞানান্তরও নাই। যাবৎ না তাদৃশ অদ্বয়াত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাবৎ সত্য মিথ্যা লৌকিক বৈদিক সমুদায় ব্যবহারই থাকে, এই কথা

বৈদিকশ্চেত্যবোচাম। তস্মাদন্ত্যেন প্রমাণেন প্রতিপাদিতে আত্মৈকত্বে সমস্তস্য প্রাচীন-ভেদব্যবহারস্য বাধিতত্বাৎ নানেকাত্মক-ব্রহ্মকল্পনাবকাশোঽস্তি।

নন্বু মৃদাদিদৃষ্টান্তপ্রণয়নাৎ পরিণামবদ্ ব্রহ্ম শাস্ত্রস্যাভিমত-মিতি গম্যতে; পরিণামিনো হি মৃদাদয়োঽর্থা লোকে সমধিগতা ইতি। নেত্যুচ্যতে। "স বা এষ মহানজ, আত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্ম", "স এষ নেতি নেত্যাত্মা," অস্থূলমনণু" ইত্যাদ্যাভ্যঃ, সর্ব্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধ-শ্রুতিভ্যো ব্রহ্মণঃ কূটস্থত্বাবগমাৎ। ন হ্যেকস্য ব্রহ্মণঃ

তদবিসম্বাদাৎ, অনৃতঞ্চ বিচারাসহতয়াঽনির্ব্বাচ্যত্বাৎ। অন্ত্যস্যৈকাত্ম্যজ্ঞানস্যানপেক্ষ-তয়া বাধকত্বম্, অনেকত্বজ্ঞানস্য চ প্রতিযোগিগ্রহাপেক্ষয়া দুর্ব্বলত্বেন বাধ্যত্বং বদন্ প্রকৃতমুপসংহরতি। "তস্মাদন্ত্যেন প্রমাণেন" ইতি। স্যাদেতৎ। ন বয়মনেকত্ব-ব্যবহারসিদ্ধ্যর্থমনেকত্বস্য তাত্ত্বিকত্বং কল্পয়ামঃ, কিন্তু শ্রৌতমেবাস্য তাত্ত্বিকত্ব-মিতি। চোদয়তি—"নন্বু মৃদাদি" ইতি।

পরিহরতি "নেত্যুচ্যতে" ইতি। মৃদাদিদৃষ্টান্তেন হি কথঞ্চিৎ পরিণাম উন্নেয়ঃ, ন চ শক্য উন্নেতুমপি, মৃত্তিকেত্যেব সত্যমিতি কারণমাত্রসত্য-ত্বাবধারণেন কার্য্যস্যানৃতত্বপ্রতিপাদনাৎ। সাক্ষাৎকূটস্থনিত্যত্বপ্রদিপাদিকাস্তু সন্তি সহস্রশঃ শ্রুতয় ইতি ন পরিণামধর্ম্মতা ব্রহ্মণঃ। অথ কূটস্থস্যাপি পরিণামঃ কস্মান্ন ভবতীত্যত আহ।—"ন হ্যেকস্য" ইতি। শঙ্কতে—

পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। [তস্মাদন্ত্যেন...কাশোঽস্তি] অতএব, সর্ব্বশেষে সমুৎপন্ন তত্ত্বমস্যাদি প্রমাণ যখন সার্ব্বাত্ম্যবিজ্ঞান উৎপাদন করে, তখন, পূর্ব্বের সমস্ত ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়; সুতরাং তখন আর 'অনেকাত্মক ব্রহ্ম' এ কল্পনার স্থান থাকে না।

[নন্বু...গমাৎ] যদি বল, মৃত্তিকাদি দৃষ্টান্ত থাকায় পরিণামবাদই উক্ত শাস্ত্রের অভিমত; কেন না, দেখা যায়, দৃষ্টান্তগত মৃত্তিকা প্রভৃতি সমস্ত পদার্থই পরিণামী (দৃষ্টান্তানুসারে ব্রহ্মও পরিণামী অর্থাৎ এই বিচিত্র জগৎ ব্রহ্মেরই পরিণাম); এ বিষয়ে আমরা বলি তাহাও নহে। কেন-না, "সেই এই আত্মা মহান্ ও জন্মাদি-বিকারবর্জ্জিত।" "আত্মা অজর, অমর, নিত্যমুক্ত, ভয়রহিত ও ব্রহ্ম।" "তিনি ইহা নহেন, তাহা নহেন, অর্থাৎ সর্ব্বনিষেধের সীমা।" "আত্মা স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন—" ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মের কূটস্থ নিত্যতা (নির্ব্বি-কারতা) দর্শিত হইয়াছে। [ন হ্যেকস্য...বোচাম,] এক ব্রহ্মের পরিণামিত্ব

পরিণামধর্ম্মত্বং তদ্রহিতত্বঞ্চ শক্যং প্রতিপত্তুম্। স্থিতিগতিবৎ স্যাদিতি চেৎ, ন, কূটস্থস্যেতি বিশেষণাৎ। নহি কূটস্থস্য ব্রহ্মণঃ স্থিতিগতিবদনেকধর্ম্মাশ্রয়ত্বং সম্ভবতি। কূটস্থং নিত্যঞ্চ ব্রহ্ম সর্ব্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধাদিত্যবোচাম। ন চ যথা ব্রহ্মণ আত্মৈকত্বদর্শনং মোক্ষসাধনং, এবং জগদাকারপরিণামিত্ব-দর্শনমপি স্বতন্ত্রমেব কস্মৈচিৎ ফলায়াভিপ্রেয়েত, প্রমাণাভাবাৎ। কূটস্থব্রহ্মাত্মত্ববিজ্ঞানাদেব হি ফলং দর্শয়তি শাস্ত্রং, "স এষ নেতি নেত্যাত্মা" ইত্যুপক্রম্য "অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি" ইত্যেব-জাতীয়কম্। তত্রৈতৎ সিদ্ধং ভবতি,—ব্রহ্মপ্রকরণে সর্ব্বধর্ম্ম-

"স্থিতিগতিবৎ" ইতি। যথৈকবাণাশ্রয়ে গতি-নিবৃত্তী, এবমেকস্মিন্ ব্রহ্মণি পরিণামশ্চ তদভাবশ্চ—কৌটস্থ্যং ভবিষ্যত ইতি। নিরাকরোতি—"ন, কূটস্থস্যেতি বিশেষণাৎ" ইতি। কূটস্থনিত্যতা হি সদাতনী স্বভাবাদপ্রচ্যুতিঃ, সা কথং প্রচ্যুত্যা ন বিরুধ্যতে। ন চ ধর্ম্মিণো ব্যতিরিচ্যতে ধর্ম্মঃ, যেন তদুপজননাপায়েঽপি ধর্ম্মী কূটস্থঃ স্যাৎ। ভেদ ঐকান্তিকে গবাশ্ববদ্ধর্ম্মধর্ম্মিভাবাভাবাৎ। বাণাদয়স্তু পরিণামিনঃ স্থিত্যা গত্যা চ পরিণমন্ত ইতি। অপি চ, স্বাধ্যায়াধ্যয়ন-বিধ্যাপাদিতার্থবত্তস্য বেদরাশেরেকেনাপি বর্ণেনানর্থকেন ন ভবিতব্যং, কিং পুনরিয়তা জগতো ব্রহ্মযোনিত্বপ্রতিপাদকেন বাক্যসন্দর্ভেণ। তত্র ফলবদ্‌ব্রহ্মদর্শনসমাম্নান-সন্নিধাবফলং জগদ্‌যোনিত্বং সমাম্নায়মানং তদর্থং সৎ তদুপায়তয়াঽবতিষ্ঠতে, নার্থান্তরার্থমিত্যাহ—"ন চ যথা ব্রহ্মণঃ" ইতি। অতো ন পরিণামপরত্বমস্যেত্যর্থঃ।

ও অপরিণামিত্ব উভয়ধর্ম্ম প্রতিপাদন করিতে পারিবে না। (বুঝাইতে পারিবে না। হেতু এই যে, পরিণামিত্ব ও অপরিণামিত্ব, এই দুইটী ধর্ম্ম পরস্পর বিরোধী। এক স্থলে বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় থাকিতে পারে না)। যদি বল, স্থিতিগতির দৃষ্টান্তে বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ হইবে। (গতিনিবৃত্তির নাম স্থিতি। এক ব্যক্তিতে কালভেদে গতি ও গতিনিবৃত্তি বিরুদ্ধ হইলেও উভয় ধর্ম্মই থাকিতে দেখিয়াছ, তদ্দৃষ্টান্তে ব্রহ্মেও অবচ্ছেদকভেদে উক্ত উভয় ধর্ম্ম থাকিবে), বস্তুতঃ তাহাও থাকিবে না, বলিতেও পারিবে না। [illegible]বণ এই যে, ব্রহ্ম কূটস্থ। যেহেতু ব্রহ্ম কূটস্থস্বভাব, সেই হেতুই তাহাতে অনেক ধর্ম্ম আশ্রয় করিতে পারে না। এ কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। [ন চ...জাতীয়কম্] যেহেতু প্রমাণ নাই, সেই হেতু এমন কথাও বলিতে পারিবে না যে, যেমন ব্রহ্মসম্বন্ধে একাত্মতাজ্ঞান মুক্তির কারণ, তেমনি, জগদাকারপরিণতির জ্ঞানও অন্য ফলের কারণ। শাস্ত্র কেবল কূটস্থ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানেরই ফল দেখাইয়াছেন। শ্রুতি—"সেই আত্মা এরূপ নহে, সেরূপও নহে, অর্থাৎ সর্ব্ববিকারাতীত" এইরূপ উপক্রমের পর বলিয়াছেন, "হে জনক, তুমি অভয়পদ (মোক্ষ) পাইয়াছ।" এই শাস্ত্রে কূটস্থাত্মবিজ্ঞানে মোক্ষ হওয়া কথিত হইয়াছে। [তত্রৈতৎ⋯কল্প্যত ইতি] প্রদর্শিত শাস্ত্রের দ্বারা

বিশেষরহিতব্রহ্মদর্শনাদেব ফলসিদ্ধৌ সত্যাং যৎ তত্রাফলং শ্রূয়তে ব্রহ্মণো জগদাকারপরিণামিত্বাদি, তদ্‌ব্রহ্মদর্শনোপায়ত্বেনৈব বিনিযুজ্যতে "ফলবৎসন্নিধাবফলং তদঙ্গম্" ইতিবৎ, ন তু স্বতন্ত্রফলায় কল্প্যত ইতি। ন হি পরিণামবত্ত্ববিজ্ঞানাৎ পরিণামবত্ত্বমাত্মনঃ ফলং স্যাদিতি বক্তুং যুক্তম্, কূটস্থনিত্যত্বান্মোক্ষস্য।

নমু কূটস্থব্রহ্মবাদিন একত্বৈকান্ত্যাৎ ঈশিত্রীশিতব্যাভাবে ঈশ্বরকারণপ্রতিজ্ঞাবিরোধ ইতি চেৎ, ন, অবিদ্যাত্মক-নামরূপবীজব্যাকরণাপেক্ষত্বাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বস্য। "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদিবাক্যেভ্যো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেরীশ্বরাজ্জগদুৎপত্তি-স্থিতি-লয়াঃ, নাচেতনাৎ প্রধানাদন্যস্মাদ্বেত্যেষোঽর্থঃ প্রতিজ্ঞাতো "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইতি। সা

তদনন্যত্বমিত্যস্য সূত্রস্য প্রতিজ্ঞাবিরোধং শ্রুতিবিরোধঞ্চ চোদয়তি। "কূটস্থব্রহ্মবাদিনঃ" ইতি। পরিহরতি "নাবিদ্যাত্মক" ইতি। নাম চ রূপঞ্চ তে এব বীজং, তস্য ব্যাকরণং কার্য্যপ্রপঞ্চস্তদপেক্ষত্বাদৈশ্বর্য্যস্য।

এইরূপ সিদ্ধান্ত লব্ধ হইতেছে যে, ব্রহ্মপ্রকরণে সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবিজ্ঞানের মোক্ষফল ও তৎপ্রকরণে ব্রহ্মের জগদ্রূপে পরিণতি হওয়ার বর্ণনা নিস্ফল। অর্থাৎ পরিণামজ্ঞানের স্বতন্ত্র কোন ফল নাই, তাহা কেবল তাদৃশ ব্রহ্মদর্শনের অঙ্গ বা উপায় মাত্র। ফলবৎ কর্ম্মের সন্নিধানে ফলবিবর্জ্জিত কর্ম্ম থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, সে সকল কর্ম্ম ফলবৎকর্ম্মের অঙ্গ বা সহায়। অর্থাৎ তাহাদের পৃথক্ ফলজনকতা নাই। কর্ম্মশাস্ত্রোক্ত এই সিদ্ধান্ত ব্রহ্মশাস্ত্রেও গৃহীত হইবেক। [ন হি···মোক্ষস্য] মোক্ষ যখন কূটস্থ নিত্য; তখন আর বলিতে পার না যে, পরিণামিত্ববিজ্ঞানে আমার পরিণামিত্ব ফল হইতে পারে। অর্থাৎ সমস্ত জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম, এইরূপ জ্ঞানে আমার আত্মাও ব্রহ্মভাবে পরিণত হয়, এরূপ নিশ্চয় করা অযুক্ত।

[নমু...শ্রুতিভ্যশ্চ] যদি বল, কূটস্থ ব্রহ্মবাদীদিগের মতে একত্বই ঐকান্তিক, তাঁহাদের মতে এক বৈ দুই নাই; সুতরাং নিয়ম্য ও নিয়ন্তা এ দুএর কিছুই নাই। নিয়ম্য নিয়ন্তা না থাকায় "ঈশ্বরই জগৎকারণ" এ প্রতিজ্ঞাও থাকে না, বিভগ্ন হয়। আমরা বলি, ঐ পূর্ব্বপক্ষ করিতে পার না। কারণ, সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বকর্তৃত্বধর্ম্ম অবিদ্যক নামরূপাত্মক বীজের বিকাশ-সাপেক্ষ অর্থাৎ কল্পিত দ্বৈতঘটিত। সেই এই আত্মা হইতে আকাশের সম্ভূতি অর্থাৎ বিকাশ হইয়াছে।" এইরূপ এইরূপ সৃষ্টিবাক্যের দ্বারা জানা যায়, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বর হইতেই জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় হয়। অচেতন প্রধান অথবা কেবল

প্রতিজ্ঞা তদবস্থৈব ন তদ্বিরুদ্ধোঽর্থঃ পুনরিহোচ্যতে। কথং নোচ্যতে—অত্যন্তমাত্মন একত্বমদ্বিতীয়ত্বঞ্চ ব্রুবতা। শৃণু, যথা নোচ্যতে। সর্ব্বজ্ঞস্যেশ্বরস্যাত্মভূতে ইবাবিদ্যাকল্পিতে নামরূপে তত্ত্বান্যত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয়ে সংসারপ্রপঞ্চবীজভূতে সর্ব্বজ্ঞস্যেশ্বরস্য মায়া শক্তিঃ প্রকৃতিরিতি চ শ্রুতিস্মৃত্যোরভিলপ্যেতে, তাভ্যামন্যঃ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ, "আকাশো বৈ নামনামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা, তে যদন্তরা তদ্‌ব্রহ্ম" ইতি শ্রুতেঃ। "নামরূপে ব্যাকরবাণি," "সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরো নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে," "একং বীজং বহুধা যঃ করোতি" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ।

এবমবিদ্যাকৃত-নামরূপোপাধ্যনুরোধীশ্বরো ভবতি—ব্যোমেব ঘটকরকাদ্যুপাধ্যনুরোধি। স চ স্বাত্মভূতানেব ঘটাকাশস্থা-

এতদুক্তং ভবতি। ন তাত্ত্বিকমৈশ্বর্য্যং সর্ব্বজ্ঞত্বঞ্চ ব্রহ্মণঃ, কিং ত্ববিদ্যোপা-

পরমাণু প্রভৃতি হইতে এ সকল হয় না। এ কথা বা এ তত্ত্ব "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রে প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে। যে প্রতিজ্ঞা ঐ ঈশ্বরকারণপ্রতিজ্ঞাসূত্রে কৃত হইয়াছে, সে প্রতিজ্ঞা এখানে ঠিকই আছে, কিছুমাত্র বিভগ্ন হয় নাই, একটীও তদ্বিরুদ্ধ কথা বলা হয় নাই। কেন হয় নাই?—যখন আত্যন্তিক একত্ব বা অদ্বিতীয়ত্ব বলা হইতেছে, তখন কি প্রকারে সে প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইবে? ইহার প্রত্যুত্তর শুন। অবিদ্যাকল্পিত নামরূপ—যাহা সত্যের অথবা মিথ্যার দ্বারা নির্ব্বচনীয় নহে—যাহাকে অস্তিনাস্তি কোনও প্রকারে নির্দ্দেশ করা যায় না, তাহা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের প্রায় আত্মভূত। সেই কল্পিত অথচ ঈশ্বরাশ্রিত অনির্ব্বাচ্য মিলিত পদার্থদ্বয় শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে মায়া, শক্তি ও প্রকৃতি নামে কথিত হইয়াছে। ঈশ্বর সেই দুই পদার্থ হইতে ভিন্ন। এ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ যথা—"আকাশই (ব্রহ্ম) নামরূপের নির্ব্বাহক। যিনি নামরূপ হইতে ভিন্ন, অথচ নামরূপের নির্ব্বাহক, তিনিই ব্রহ্ম।" "ব্রহ্ম আলোচনা করিলেন, আমি নামরূপের বিকাশ করিব।" "সেই ধীর (ব্রহ্ম) সমুদায় রূপের কল্পনা করিয়া এবং সে সকলের নাম-প্রদানপূর্ব্বক সে সকল নাম উচ্চারণ করতঃ বিদ্যমান আছেন।" "যিনি এক বীজকে বহুপ্রকার করিয়াছেন।" ইত্যাদি।

[এব…বস্তুতে] ঈশ্বর সেই অবিদ্যক নামরূপ উপাধির দ্বারা উপহিত। আকাশ যেমন ঘটাদি উপাধি দ্বারা উপহিত, সেইরূপ। ঈশ্বর আপনার আত্মভূত ঘটাকাশাদিস্থানীয় অবিদ্যাকর্ত্তৃক প্রত্যুপস্থাপিত নামরূপের দ্বারা নির্ম্মিত কার্য্য-

নীয়ানবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিত-নামরূপকৃতকার্য্যকরণসঙ্ঘাতানুরোধিনো জীবাখ্যান্ বিজ্ঞানাত্মনঃ প্রতীষ্টে ব্যবহারবিষয়ে। তদেবমবিদ্যাত্মকোপাধি-পরিচ্ছেদাপেক্ষমেবেশ্বরস্যেশ্বরত্বং সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বশক্তিত্বঞ্চ, ন পরমার্থতো বিদ্যয়াপাস্তসর্ব্বোপাধিস্বরূপে আত্মনীশিত্রীশিতব্যসর্ব্বজ্ঞত্বাদিব্যবহার উপপদ্যতে। তথা চোক্তম্—"যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি, নান্যদ্বিজানাতি, স ভূমা" ইতি, "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ," ইত্যাদি চ। এবং পরমার্থাবস্থায়াং সর্ব্বব্যবহারাভাবং বদন্তি বেদান্তাঃ। তথেশ্বরগীতাস্বপি—

"ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥" ইতি

করণসংঘাতরূপ (কার্য্য = দেহ, করণ = ইন্দ্রিয়। সংঘাত ঐ সমুদায়ের মেলন বা সমষ্টি) উপাধিতে অনুরক্ত জীবনামক বিজ্ঞানাত্মাদিগকে নিয়মিত ব্যবহারে পরিচালিত করিতেছেন। কথিত প্রকার আবিদ্যক উপাধির পরিচ্ছেদ (ভেদ) অনুসারেই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিত্ব, কিন্তু পরমার্থদর্শনে তিনি এক, অদ্বয়। তত্ত্বজ্ঞানে সেই উপাধির বিগম হয়; সুতরাং পরমার্থদর্শনে পরমাত্মার নিয়ম্যনিয়ামকতা ও সর্ব্বজ্ঞতা কোনরূপ ভেদ বা ভেদমূলক ব্যবহার থাকে না, এবং থাকা উপপন্নও হয় না।* [তথাচোক্তং...বেদান্তাঃ] শ্রুতি সকল বলিয়াছেন, "জীব যখন অন্য কিছু দেখে না, শুনে না, জানে না, সে অবস্থাই ভূমা অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ।" "যখন এ সকলই তাহার (জ্ঞানীর) আত্মা হয়, আত্মাতিরিক্ত দর্শন হয় না, অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পভ্রম-বিনিবৃত্তির ন্যায় আত্মাতে সমুৎপন্ন জগৎভ্রম তিরোহিত হয়, তখন আর কে কি দিয়া কোন বস্তু দেখিবে ?" বেদান্তশাস্ত্র এইরূপে পরমার্থাবস্থায় ব্যবহার-বিলোপের কথা বলিয়াছেন। [তথে...প্রদর্শ্যতে] ঈশ্বর-গীতাতেও পরমার্থাবস্থায় নিয়ন্তৃত্ব ও নিয়ম্যত্ব (নিয়ন্তা ঈশ্বর, জীব নিয়ম্য) নাই, এরূপ কথিত হইয়াছে। যথা—"প্রভু জীবের সম্বন্ধে কর্ত্তৃত্ব কর্ম্মত্ব কিছুই সৃষ্টি করেন না। কর্ম্মের ফলভোগও প্রয়োগ করেন না। স্বভাবই (প্রকৃতি) প্রবর্ত্তমান হয় অর্থাৎ প্রকৃতিই সমস্ত করে। বিভু পরমাত্মা কাহার সুকৃত বা দুষ্কৃত গ্রহণ করেন না। জ্ঞান

---

* ভাবার্থ এই যে, অবিদ্যা-উপাধির দ্বারা পরিকল্পিত ভেদ থাকাতেই বিম্বস্থানীয় ঈশ্বরত্ব এবং প্রতিবিম্বস্থানীয় জীবসমূহের নিয়ম্যত্ব হয়। বিম্বস্থানীয় ঈশ্বর স্বকীয় উপাধির অন্তর্গত সমুদায় জীবকে পালনাদি করেন।

পরমার্থাবস্থায়ামীশিত্রীশিতব্যাদিব্যবহারাভাবঃ প্রদর্শ্যতে। ব্যবহারাবস্থায়াস্তুক্তঃ শ্রুতাবপীশ্বরাদিব্যবহারঃ—"এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্ব্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়" ইতি। তথেশ্বরগীতাস্বপি—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥" ইতি

সূত্রকারোঽপি পরমার্থাভিপ্রায়েণ তদনন্যত্বমিত্যাহ, ব্যবহারাভিপ্রায়েণ তু "স্যাল্লোকবৎ" ইতি মহাসমুদ্রাদিস্থানীয়তাং ব্রহ্মণঃ কথয়তি, অপ্রত্যাখ্যায়ৈব কার্য্যপ্রপঞ্চং পরিণামপ্রক্রিয়াঞ্চাশ্রয়তি, সগুণোপাসনেষূপযুজ্যত ইতি॥ ২। ১। ১৪॥

ভাবে চোপলব্ধেঃ॥ ২। ১। ১৫॥ *

ইতশ্চ কারণাদনন্যত্বং কার্য্যস্য, যৎ কারণং ভাব এব

ধিকম্ ইতি তদাশ্রয়ং প্রাতিজ্ঞাসূত্রং, তদাশ্রয়ঞ্চ তদনন্যত্বসূত্রং, তেনাবিরোধঃ। সুগমমন্যৎ॥ ২। ১। ১৪॥

কারণস্য ভাবঃ সত্তা চোপলম্ভশ্চ তস্মিন্ কার্য্যস্যোপলব্ধের্ভাবাচ্চ। এতদুক্তং

অর্থাৎ চিদ্বপুঃ আত্মা অজ্ঞানে আবৃত থাকে, তাই জীবগণ মুগ্ধ হয়।" [ব্যব... মিত্যাহ] যত দিন ব্যবহারাবস্থা থাকে, পারমার্থিক অবস্থা না আইসে, ততদিনই জীবের ব্যবহার থাকে। শ্রুতিও ঐ ব্যবহারকালেই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব বর্ণন করিয়াছেন। যথা—"ইনিই সমুদায়ের ঈশ্বর, ইনিই ভূতগ্রামের অধিপতি (অধিষ্ঠাতা), ইনিই ভূতসংঘের পালক, "এবং ইনিই এই সেতুর ন্যায় লোকের বিধারক—নিয়মপরিপাটীর মর্য্যাদাস্বরূপ (সীমাস্বরূপ)।" ঈশ্বরগীতাতেও এইরূপ আছে। যথা—"হে অর্জ্জুন, ঈশ্বর সমুদায় ভূতের হৃদয়দেশে (বুদ্ধিবৃত্তিতে) আছেন এবং মায়ার দ্বারা যন্ত্রারূঢ় (যন্ত্র = দেহ) ভূতদিগকে ঘুরাইতেছেন (ভ্রমযুক্ত করিতেছেন)।" সূত্রকার ব্যাসও পরমার্থ অভিপ্রায়েই অভেদ বলিয়াছেন, ব্যবহার অভিপ্রায়ে বলেন নাই। [ব্যব...যুজ্যত ইতি] ব্যবহার অভিপ্রায়ে লোকবৎ অর্থাৎ লৌকিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শনার্থ পরব্রহ্মকে মহাসমুদ্রতুল্য বলিয়াছেন, এবং সগুণ উপাসনার উপযোগী বলিয়া কার্য্যপ্রপঞ্চের (জগতের) প্রত্যাখ্যান (নিষেধ) না করিয়াই তাহার পরিণামপ্রণালী বর্ণন করিয়াছেন॥ ২। ১। ১৪॥

কার্য্য যে কারণ হইতে ভিন্ন নহে—অভিন্ন, তৎপ্রতি অন্যহেতু হেতু এই যে,

---

* কারণস্য ভাবে সত্ত্বে উপলব্ধৌ চ কার্য্যস্য সত্ত্বাৎ উপলব্ধেশ্চ কার্য্যস্য অনন্যত্বমিতি সূত্রার্থঃ।

গত্যাদিবৎ। ক্রিয়া চ নাম স্যাৎ, অকর্ত্তৃকা চ,—ইতি বিপ্রতিষিধ্যেত। ঘটস্য চোৎপত্তিরুচ্যমানা ন ঘটকর্ত্তৃকা, কিং তর্হি? অন্যকর্ত্তৃকেতি কল্প্যা স্যাৎ। তথা কপালাদীনামপ্যুৎপত্তিরুচ্যমানাঽন্যকর্ত্তৃকৈব কল্প্যেত। তথা চ সতি ঘট উৎপদ্যতে ইত্যুক্তে কুলালাদীনি কারণান্যুৎপদ্যন্ত ইত্যুক্তং স্যাৎ। ন চ লোকে ঘটোৎপত্তিরিত্যুক্তে কুলালাদীনামপ্যুৎপদ্যমানতা প্রতীয়তে, উৎপন্নতাপ্রতীতেশ্চ।

অথ স্বকারণসত্ত্বসম্বন্ধ এবোৎপত্তিরাত্মলাভশ্চ কার্য্যস্যেতি চেৎ, কথমলব্ধাত্মকং সম্বধ্যেতেতি বক্তব্যম্। সতোর্হি দ্বয়োঃ সম্বন্ধঃ সম্ভবতি, ন সদসতোরসতোর্ব্বা, অভাবস্য চ নিরুপাখ্যত্বাৎ

পদ্যতে—ঘটো ভবতীতি প্রয়োগঃ, ইত্যত আহ—"ঘটস্য চোৎপত্তিরুচ্যমানা" ইতি। উৎপাদনা হি সিদ্ধানাং কপালকুলালাদীনাং ব্যাপারো নোৎপত্তিঃ। ন চোৎপাদনৈবোৎপত্তিঃ, প্রযোজ্যপ্রযোজকব্যাপারয়োর্ভেদাৎ, অভেদে বা টমুৎপাদয়তীতিবৎ ঘটমুৎপদ্যত ইত্যপি প্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ করোতিকারয়ত্যোরিব ঘটগোচবয়োর্ভৃত্যস্বামিসমবেতয়োরুৎপত্ত্যুৎপাদনয়োরধিষ্ঠানভেদোঽভ্যুপেতব্যঃ। তত্র কপালকুলালাদীনাং সিদ্ধানামুৎপাদনাধিষ্ঠানানাং নোৎপত্ত্যধিষ্ঠানত্বমস্তীতি পারিশেষ্যাৎ ঘট এব সাধ্য উৎপত্তেরধিষ্ঠানমেষিতব্যঃ। ন চাঽসাবসন্নধিষ্ঠানং ভবিতুমর্হতীতি সত্ত্বমস্যাভ্যুপেয়ম্। এবঞ্চ ঘটো ভবতীতি ঘটব্যাপারস্য ধাতুপাত্তত্বাৎ তত্রাস্য কর্ত্তৃত্বমুপপদ্যতে, তণ্ডুলানামিব সতাং বিক্লিত্তৌ বিক্লিদ্যন্তি তণ্ডুলা ইতি।

শঙ্কতে—"অথ স্বকারণসত্তাসম্বন্ধ এবোৎপত্তিঃ" ইতি। এতদুক্তং ভবতি—নোৎপত্তির্নাম কশ্চিদ্‌ব্যাপারঃ, যেনাসিদ্ধস্য কথমত্র কর্ত্তৃত্বমিত্যনুযুজ্যেত, কিন্তু স্বকারণসমবায়ঃ স্বসত্তাসমবায়ো বা। স চাসতোঽপ্যবিরুদ্ধ ইতি সোঽপ্যসতোঽনুপপন্ন ইত্যাহ—"কথমলব্ধাত্মকং" ইতি। অপি চ, প্রাগুৎপত্তেরসত্ত্বং কার্য্যস্যেতি কার্য্যাভাবস্য ভাবেন মর্য্যাদাকরণমনুপপন্নমিত্যাহ—"অভাবস্য চ" ইতি। স্যাদে-

প্রভৃতি কারণ উৎপন্ন হইতেছে, এরূপ কখনও বলা যায় না। কেন-না, ঘটোৎপত্তি শব্দে কুলালাদির উৎপত্তি প্রতীত হয় না, পরন্তু উহাদের উৎপন্নতাই প্রতীত হয়।

[অথ···ভবিষ্যতীতি] কারণ দ্রব্যে কার্য্যের সত্তাসম্বন্ধ হইলেই কার্য্যের উৎপত্তি ও আত্মলাভ (স্বরূপনিষ্পত্তি) হয়, এ কথা বলিলেও আমরা জিজ্ঞাসা করিব যে, যাহার কোন স্বরূপ নাই, কি প্রকারে তাহার সম্বন্ধ ঘটনা হইবে? বিদ্যমান পদার্থদ্বয়েরই পরস্পর সম্বন্ধ সম্ভব হয়, বিদ্যমানে ও অবিদ্যমানে, অথবা দুইটী অবিদ্যমানে পরাপবসম্বন্ধ সম্ভব হয় না। অভাব পদার্থ মিথ্যা বা তুচ্ছ, সুতরাং তাহার "উৎপত্তি

প্রাগুৎপত্তেরিতি মর্য্যাদাকরণমনুপপন্নম্। সতাং হি লোকে ক্ষেত্রগৃহাদীনাং মর্য্যাদা দৃষ্টা, নাভাবস্য। ন হি বন্ধ্যাপুত্রো রাজা বভূব প্রাক্ পূর্ণবর্ম্মণোঽভিষেকাদিত্যেবঞ্জাতীয়কেন মর্য্যাদাকরণেন নিরুপাখ্যো বন্ধ্যাপুত্রো রাজা বভূব ভবতি ভবিষ্যতি ইতি বা বিশেষ্যতে। যদি চ বন্ধ্যাপুত্রঃ কারকব্যাপারাদূর্দ্ধমভবিষ্যৎ, তত ইদমপি উপাপৎস্যত—কার্য্যাভাবোঽপি কারকব্যাপারাদূর্দ্ধং ভবিষ্যতীতি। বয়ন্তু পশ্যামো বন্ধ্যাপুত্রস্য কার্য্যাভাবস্য চাভাবত্বাবিশেষাৎ, যথা বন্ধ্যাপুত্রঃ কারকব্যাপারাদূর্দ্ধং ন ভবিষ্যতি, এবং কার্য্যাভাবোঽপি কারকব্যাপারাদূর্দ্ধং ন ভবিষ্যতীতি।

নন্বেবং সতি কারকব্যাপারোঽনর্থকঃ প্রসজ্যেত, যথৈব হি প্রাক্‌সিদ্ধত্বাৎ কারণস্য স্বরূপসিদ্ধয়ে ন কশ্চিদ্ব্যাপ্রিয়তে, এবং প্রাক্‌সিদ্ধত্বাৎ তদনন্যত্বাচ্চ কার্য্যস্বরূপপ্রসিদ্ধয়েঽপি ন কশ্চিদ্ব্যাপ্রিয়েত, ব্যাপ্রিয়তে চ। অতঃ কারকব্যাপারার্থবত্ত্বায় মন্যামহে

তৎ, অত্যন্তাভাবস্য বন্ধ্যাসুতস্য মাভূন্মর্য্যাদা, অনুপাখ্যো হি সঃ, ঘটপ্রাগভাবস্য তু ভবিষ্যতা ঘটেনোপাখ্যেয়স্যাঽস্তি মর্য্যাদেত্যত আহ।—"যদি চ বন্ধ্যাপুত্রঃ কারকব্যাপারাৎ" ইতি। উক্তমেতদধস্তাৎ—যথা ন জাতু ঘটঃ পটো ভবত্যেবমসদপি সন্ন ভবতীতি। তস্মান্মৃৎপিণ্ডে ঘটস্যাসত্ত্বেঽত্যন্তাসত্ত্বমেবেতি।

"অত্রাসৎকার্য্যবাদী চোদয়তি "নন্বেবং সতি" ইতি। প্রাক্ প্রসিদ্ধমপি কার্য্যং কদাচিৎ কারণেন যোজয়িতুং ব্যাপারোঽর্থবান্ ভবেদিত্যত আহ—"তদনন্যত্বাচ্চ"

কিম্বা পূর্ব্বে" এরূপ মর্য্যাদা প্রদান (সীমা কারণ) হইতে পারে না। অপিচ, যাহা সৎ—যাহা আছে— তাহাকেই সীমা দেওয়া যাইতে পারে। গৃহাদি সৎ, সে জন্য, গৃহাদিরই সীমা হয়, অসৎ বা অভাবের সীমা হয় না। রাজা পূর্ণবর্ম্মার অভিষেকের পূর্ব্বে বন্ধ্যাপুত্র রাজা হইয়াছিল, এ বাক্য যেমন নিরর্থক, উক্ত বাক্যও সেইরূপ। কারক-ব্যাপারের পরে যদি বন্ধ্যাপুত্র হয় বা থাকে, তাহা হইলে কার্য্যাভাবও কারকব্যাপারের পরে হইতে বা থাকিতে পারে। আমরা দেখিতেছি, কারকব্যাপারের পশ্চাৎ বন্ধ্যাপুত্রও অসৎ, কার্য্যাভাবও অসৎ।

[নন্বেবং ..ভাণি] যদি বল, সৎকার্য্য পক্ষে কারক-ব্যাপারের আনর্থক্য হয়, অর্থাৎ যাহা থাকে, কর্ত্তা তাহার আর কি করিবে? যেমন পূর্ব্বসিদ্ধ কারণের স্বরূপনিষ্পত্তির জন্য কোনও ব্যক্তি যত্নবান্ হয় না, (যাহা আছে, সুতরাং তাহা

প্রাগুৎপত্তেরভাবঃ কার্য্যস্যেতি। নৈষ দোষঃ। যতঃ কার্য্যাকারেণ কারণং ব্যবস্থাপয়তঃ কারকব্যাপারস্যার্থবত্ত্বমুপপদ্যতে। কার্য্যাকারোঽপি কারণস্যাত্মভূত এব, অনাত্মভূতস্যানারভ্যত্বাদিত্যভাণি। ন চ বিশেষদর্শনমাত্রেণ বস্ত্বন্যত্বং ভবতি। ন হি দেবদত্তঃ সঙ্কোচিতহস্তপাদঃ প্রসারিতহস্তপাদশ্চ বিশেষেণ দৃশ্যমানোঽপি বস্ত্বন্যত্বং গচ্ছতি, স এবেতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। তথা প্রতিদিনমনেকসংস্থানানামপি পিত্রাদীনাং ন বস্ত্বন্যত্বং ভবতি, মম পিতা মম মাতা মম ভ্রাতা ইতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। জন্মোচ্ছেদানন্তরিতত্বাৎ তত্র তত্র যুক্তং, নান্যত্রেতি চেৎ, ন, ক্ষীরাদীনামপি দধ্যাদ্যাকারসংস্থানস্য প্রত্যক্ষত্বাৎ। অদৃশ্য-

---

ইতি। পরিহরতি।—"নৈষ দোষঃ" ইতি। উক্তমেতৎ, যথা ভুজঙ্গতত্ত্বং ন রজ্জোর্ভিদ্যতে, রজ্জুরেব হি তৎ, কাল্পনিকস্ত ভেদঃ, এবং বস্তুতঃ কার্য্যতত্ত্বং ন কারণাদ্‌ভিদ্যতে, কারণস্বরূপমেব হি তৎ, অনির্ব্বাচ্যস্ত কার্য্যরূপং, ভিন্নমিবাভিন্নমিব চাবভাসত ইতি। তদিদমুক্তং "বস্ত্বন্যত্বং" ইতি। বস্তুতঃ পরমার্থতোঽন্যত্বং ন

করিতে হয় না), তেমনি, কার্য্যের জন্য যত্নবান্ না হওয়াই উচিত। কার্য্য যদি থাকে, তবে কিসের জন্য যত্ন? কারকের (দণ্ডচক্রাদির) আয়োজনই বা কেন? তাহাতে ব্যাপার প্রয়োগই বা কেন? অতএব, কারক-ব্যাপারের সার্থক্যসিদ্ধির জন্যই মানা উচিত যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য থাকে না, পরে উৎপন্ন হয়। (যেহেতু থাকে না, সেই হেতুই তাহা করিতে হয়)। এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এই যে, কার্য্য দ্রব্য থাকিলেও কারকের আয়োজন ও সে সকলে ক্রিয়াপ্রয়োগ ব্যর্থ বা নিষ্ফল নহে। কার্য্য থাকে বটে; কিন্তু কার্য্যাকারে থাকে না। কার্য্যাকারে থাকে না বলিয়াই তাহার কার্য্যাকারতা-সম্পাদনার্থ কারকব্যাপারের প্রয়োজন হয়। কারক-ব্যাপার কার্য্যাকার প্রাপ্ত করায়, সুতরাং তাহা সার্থক, অনর্থক নহে। সেই কার্য্যাকার কারণের স্বরূপসন্নিবিষ্ট। যাহা যাহার স্বরূপ সন্নিবিষ্ট-নহে—তাহা তাহার আরভ্যও (জন্যও) নহে, এ কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। [ন চ... জ্ঞানাৎ] আকার গত বিশেষ থাকিলেই যে বস্তু ভিন্ন হয়, তাহা হয় না। মনুষ্য এক সময়ে সঙ্কুচিত-হস্তপাদ ও অন্য সময়ে প্রসারিত-হস্তপাদ, এই দ্বিবিধ আকারে পরিদৃষ্ট হইলেও মনুষ্য একই। পূর্ব্বের সঙ্কুচিত হস্তপাদ মনুষ্যই ইদানীং প্রসারিত-হস্তপাদ হইয়া যাইতেছে, ইহা প্রত্যভিজ্ঞাপ্রমাণসিদ্ধ। প্রতিদিনই পিতা প্রভৃতি বিভিন্নাকারে দৃষ্ট হন, তাই বলিয়া তাঁহারা কি নিত্য নূতন হন? ভিন্নাকারদর্শন কালেও আমার পিতা আমার মাতা আমার ভ্রাতা এবম্বিধ জ্ঞান হইয়া থাকে। [জন্ম...সংজ্ঞা] দিন দিন পিত্রাদিদেহের পরিবর্ত্তন হয় সত্য; কিন্তু জন্ম ও

মানানামপি বটধানাদীনাং সমানজাতীয়াবয়বান্তরোপচিতানামঙ্কুরাদিভাবেন দর্শনগোচরতাপত্তৌ জন্মসংজ্ঞা, তেষামেবাবয়বানাং অপচয়বশাদদর্শনতাপত্তাবুচ্ছেদসংজ্ঞা। তত্রেদৃক্-জন্মোচ্ছেদান্তরিতত্বেন চেদসতঃ সত্ত্বাপত্তিঃ সতশ্চাসত্ত্বাপত্তিঃ, তথা সতি গর্ভবাসিন উত্তানশায়িনশ্চ ভেদপ্রসঙ্গঃ। তথা বাল্যযৌবনস্থাবিরেষ্বপি ভেদপ্রসঙ্গঃ, পিত্রাদিব্যবহারলোপপ্রসঙ্গশ্চ। এতেন ক্ষণভঙ্গবাদঃ প্রতিবদিতব্যঃ।

যস্য পুনঃ প্রাগুৎপত্তেরসৎ কার্য্যং, তস্য নির্ব্বিষয়ঃ কারকব্যাপারঃ স্যাৎ, অভাবস্য বিষয়ত্বানুপপত্তেঃ। আকাশস্য

বিশেষদর্শনমাত্রান্তবর্তি। সাম্ব্যবহারিকে তু কথঞ্চিত্তত্ত্বান্তত্বে ভবত এবেত্যর্থঃ। অনয়ৈব হি দিশা এষ সন্দর্ভো যোজ্যঃ।

অসৎকার্য্যবাদিনং প্রতি দূষণান্তরমাহ—"যস্য পুনঃ" ইতি। কার্য্যস্তু কারণাদ-

---

উচ্ছেদ হয় না। যেহেতু জন্ম ও উচ্ছেদ হয় না, সেই হেতুই পিত্রাদিশরীর অভিন্ন। দুগ্ধ প্রভৃতিতে উচ্ছেদ ও দধি প্রভৃতিতে জন্ম দৃষ্ট হয়, সুতরাং উক্ত উভয় বস্তু ভিন্ন, (জন্ম ও বিনাশ এই দুই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আগমন থাকায় কার্য্যকারণেরও ভিন্নতাই সিদ্ধ হয়, (অভেদ অসিদ্ধ), এ কথাও বলিবার যোগ্য নহে। কেন-না, দুগ্ধই দধির আকারে এবং মৃত্তিকাই ঘটের আকারে প্রত্যক্ষ হয়, সুতরাং তাহাতে উচ্ছেদ ও জন্ম উভয়ই অসিদ্ধ। বটবৃক্ষ বটবীজে সূক্ষ্মতানিবন্ধন অদৃশ্য থাকে, পরে সজাতীয় অবয়বের (পরমাণুর) প্রবেশ দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন তাহা অঙ্কুরাদিরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। তদ্রূপে দৃষ্টিগোচর হওয়ার নাম জন্ম এবং অবয়বের ক্ষয় বশতঃ যখন তাহা দৃষ্টিপথের অতীত হয়, তখন তাহা উচ্ছেদ ও বিনাশ আখ্যা ধারণ করে। [তত্রেদৃক্...প্রসঙ্গশ্চ] যদি তদ্রূপ জন্মের ও বিনাশের আবরণ দৃষ্টে (অবয়বের বৃদ্ধি ও হ্রাস দেখিয়া) বস্তুর ভিন্নতা অবধারণ কর, অনুমান কর, এবং তদনুসারে অসতের উৎপত্তি ও সতের বিনাশ স্বীকার কর, তাহা হইলে গর্ভবাসীর ও উত্তানশায়ীরও ভিন্নতা স্বীকার করা উচিত। যে গর্ভবাস করিয়াছিল, সে ইদানীং উত্তানশায়ী, ইহা বলিতে পার না)। অপিচ, বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য এ সকল অবস্থাতেও ব্যক্তির ভিন্নতা স্বীকার করিতে হয়, করিলে পিত্রাদি-ব্যবহার লোপ প্রাপ্ত হয়। (যৌবনে যাহাকে পিতা বলিয়াছ, বার্দ্ধক্যে তাহাকে পিতা বলিতে পার না)। [এতেন...তব্য] এই বিচারের দ্বারা বা এই সকল অসৎকার্য্যবাদনিরাসক যুক্তির দ্বারা ক্ষণিকবাদেরও প্রতিবাদ করা হইল বুঝিতে হইবে।

[যস্য...কল্পায়তুম্] উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য থাকে না, কোন আকারে থাকে না, এতন্মতে কারক-ব্যাপারের নৈষ্ফল্য জানিবে। কারণ, অভাব (যাহা নাই, তাহা) কাহারও বিষয় হয় না। অযোগ্য বিষয়ে কোনও কারক কৃতকার্য্য

হননপ্রয়োজন-খড়্গাদ্যনেকায়ুধপ্রযুক্তিবৎ। সমবায়িকারণবিষয়ঃ কারকব্যাপারঃ স্যাদিতি চেৎ, ন, অন্যবিষয়েণ কারক-ব্যাপারেণান্যনিষ্পত্তেরতিপ্রসঙ্গাৎ। সমবায়িকারণস্যৈবাত্মাতিশয়ঃ কার্য্যমিতি চেৎ, তর্হি সৎকার্য্যতাপত্তিঃ। তস্মাৎ ক্ষীরাদীন্যেব দ্রব্যাণি দধ্যাদিভাবেনাবতিষ্ঠমানানি কার্য্যাখ্যাং লভন্ত ইতি ন কারণাদন্যৎ কার্য্যং বর্ষশতেনাপি শক্যং কল্পয়িতুম্। তথা চ মূলকারণমেবান্ত্যাৎ কার্য্যাৎ তেন তেন কার্য্যাকারেণ নটবৎ সর্ব্বব্যবহারাস্পদত্বং প্রতিপদ্যতে। এবং যুক্তেঃ কার্য্যস্য প্রাগুৎপত্তেঃ সত্ত্বমনন্যত্বঞ্চ কারণাদবগম্যতে, শব্দান্তরাচ্চৈতদবগম্যতে।

পূর্ব্বসূত্রেঽসদ্ব্যপদেশিনঃ শব্দস্যোদাহৃতত্বাৎ, ততোঽন্যঃ সদ্ব্যপদেশী শব্দঃ শব্দান্তরম্। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ"

ভেদে সবিষয়ত্বং কারকব্যাপারস্য স্যান্নান্যথেত্যর্থঃ। "মূলকারণং" ব্রহ্ম

হয় না। শত শত খড়্গাদি অস্ত্র প্রয়োগ করিলেও আকাশের ছেদ ভেদ সংঘটন হয় না। কারক সকল সমবায়ী কারণকে বিষয় করে, সমবায়ী কারণেই ব্যাপৃত থাকে, এ কথাও বলিবার অযোগ্য। কারণ, একের ব্যাপারে অন্যের উৎপত্তি অসম্ভব। সম্ভব বলিলে অতিব্যাপ্তি দোষ হইবে। দণ্ডচক্রাদি কারক মৃত্তিকায় ব্যাপৃত (ব্যাপার = কার্য্যজনক ক্রিয়াবিশেষ) হইলে কখনও কি সুবর্ণের উৎপত্তি হয় ? তাহা হয় না। কার্য্যকে সমবায়ী কারণের আতিশয্যবিশেষও (অতিশয় = রূপান্তর-শক্তিও) বলিতে পারিবে না। বলিলে সৎকার্য্যবাদ স্বীকৃত হইবেক। সেই জন্যই বলি, দুগ্ধাদি দ্রব্য দধ্যাদিভাবে অবস্থিত হইলে তাহা কার্য্যনাম প্রাপ্ত হয় এবং শতবর্ষ ব্যাপিয়া চেষ্টা করিলেও কার্য্যের কারণাতিরিক্ততা প্রতিপাদন করিতে পারিবে না। [তথাচ...গম্যতে] প্রবর্ত্তিত বিচারে এই ফল ফলিতেছে যে, এক মূলকারণই চরম কার্য্য পর্য্যন্ত সেই সেই কার্য্যের আকারে নটের ন্যায় সমুদয় ব্যবহারের আস্পদ হইতেছে। প্রদর্শিত যুক্তিতে উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অস্তিত্ব ও কারণাভিন্নত্ব সিদ্ধ হয় অর্থাৎ জানা যায়। যেমন যুক্তির দ্বারা জানা যায়, তেমনি, শব্দান্তরের দ্বারাও জানা যায়।

[পূর্ব্ব...ধারয়তি] পূর্ব্ব সূত্রে যে অসতের উল্লেখী শব্দের উদাহরণ গৃহীত হইয়াছে, তদ্বিপরীত সৎ-শব্দই শব্দান্তর। শ্রুতিতে সৎ-শব্দের উল্লেখ থাকাতেও উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অস্তিত্ব ও কারণাভিন্নত্ব জানা যায়। যথা—"হে সোম্য,

"একমেবাদ্বিতীয়ং" ইত্যাদি "তদ্ধৈক আহুঃ, অসদেবেদমগ্র-আসীৎ" ইতি চাসৎপক্ষমুপক্ষিপ্য কথমসতঃ সজ্জায়েতেত্যাক্ষিপ্য "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যবধারয়তি। তত্রেদং-শব্দ-বাচ্যস্য কার্য্যস্য প্রাগুৎপত্তেঃ সচ্ছব্দবাচ্যেন কারণেন সামানাধিকরণ্যস্য শ্রূয়মানত্বাৎ সত্ত্বানন্যত্বে প্রসিধ্যতঃ। যদি তু প্রাগুৎপত্তেরসৎ কার্য্যং স্যাৎ, পশ্চাচ্চোৎপদ্যমানং কারণে সমবেয়াৎ, তদাহন্যৎ কারণাৎ স্যাৎ। তত্র "যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি" ইতীয়ং প্রতিজ্ঞা পীড্যেত। সত্ত্বানন্যত্বাবগতেস্ত্বিয়ং প্রতিজ্ঞা সমর্থ্যতে ॥ ২। ১। ১৮ ॥

পটবচ্চ ॥ ২। ১। ১৯ ॥ *

যথা চ সংবেষ্টিতঃ পটো ন ব্যক্তং গৃহ্যতে—কিময়ং পটঃ ?

শব্দান্তরাচ্চেতি সূত্রাবয়বমবতার্য্য ব্যাচষ্টে।—"এবং যুক্তেঃ কার্য্যস্য" ইতি। অতিরোহিতার্থম্ ॥ ২। ১। ১৮ ॥

[রত্নপ্রভা] কার্য্যমুপাদানাদ্ভিন্নং তদুপলব্ধাবপ্যনুপলভ্যমানত্বাৎ ততোহধিক-

---

এ সকল অগ্রে সৎ-ই ছিল। তাহা এক ও দ্বিতীয়রহিত অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারভেদ-শূন্য" ইত্যাদি। শ্রুতি "কেহ কেহ বলেন, এ সকল অগ্রে অসৎ ছিল" এইরূপে অসদ্বাদকে পূর্ব্বপক্ষভুক্ত করিয়া পশ্চাৎ "কি প্রকারে অসৎ হইতে সতের আবির্ভাব হইতে পারে ?" এবম্প্রকারে তাহার প্রতিবাদ করতঃ পরে "সৎ-ই ছিল" এইরূপ অবধারণ করিয়াছেন। [তত্রেদং — সমর্থ্যতে] প্রোক্ত শ্রুতিতে ইদং-শব্দবোধ্য জগৎকার্য্যের সহিত সৎশব্দ-বোধ্য ব্রহ্ম কারণের সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ অভেদ অভিহিত হওয়ায় কার্য্যের সত্ত্ব ও কারণাভিন্নত্ব প্রতীত হয়। উৎপত্তির পূর্ব্বে থাকে না, কারকব্যাপারে অভিনব উৎপন্ন হয়, কারণে সমবেত হয়, (অভেদ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হয়। এরূপ বলিতে গেলে কার্য্যকারণের ভেদ স্বীকার করিতে হয়। তাহাতে কারণ জ্ঞানে কার্য্যের জ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার প্রতিজ্ঞা থাকে না, ভঙ্গ হইয়া যায়। কিন্তু কার্য্য থাকে—কারণাকারে থাকে ; সুতরাং তাহা কারণাতিরিক্ত নহে, এরূপ হইলে ঐ প্রতিজ্ঞা সংরক্ষিত হয়, কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না ॥২।১।১৮॥

সম্বেষ্টিত (গুটান) বস্ত্র স্পষ্টরূপে জ্ঞানগোচর হয় না, বস্ত্র—কি অন্য দ্রব্য, তাহা

---

* সম্বেষ্টিতপট-প্রসারিতপট-দৃষ্টান্তেন কার্য্যং কারণাদভিন্নমিতি সূত্রার্থঃ।

সম্বেষ্টিত ও প্রসারিত বস্ত্রের দৃষ্টান্তে বুঝা যায় যে, কার্য্যসকল কারণাতিরিক্ত নহে। (ভাষ্য ব্যাখ্যা দেখ।)

কিংবান্যৎ দ্রব্যম্ ? ইতি, স এব প্রসারিতঃ—যৎ সংবেষ্টিতং দ্রব্যং, স পট এবেতি প্রসারণেনাভিব্যক্তো গৃহ্যতে, যথা চ সংবেষ্টনসময়ে পট ইতি গৃহ্যমাণোঽপি ন বিশিষ্টায়ামবিস্তারো গৃহ্যতে, স এব প্রসারণসময়ে বিশিষ্টায়ামবিস্তারো গৃহ্যতে, ন সংবেষ্টিতরূপাদয়ং ভিন্নঃ পট ইতি, এবং তন্ত্বাদিকারণাবস্থং পটাদিকমস্পষ্টং সৎ তুরীবেমকুবিন্দাদি কারকব্যাপারাভিব্যক্তং স্পষ্টং গৃহ্যতে। অতঃ সংবেষ্টিতপট-প্রসারিতপটন্যায়েনৈবানন্যৎ কারণাৎ কার্য্যমিত্যর্থঃ ॥ ২। ১। ১৯ ॥ *

যথা চ প্রাণাদি ॥ ২। ১। ২০ ॥ *

যথা চ লোকে প্রাণাপানাদিষু প্রাণভেদেষু প্রাণায়ামেন নিরুদ্ধেষু কারণমাত্ররূপেণ বর্ত্তমানেষু জীবনমাত্রং কার্য্যং

পরিমাণত্বাচ্চ মশকাদিব শশক ইত্যত্র ব্যভিচারার্থং সূত্রম্—পটবচ্চেতি। দ্বিতীয়হেতোর্ব্যভিচারং স্ফুটয়তি—যথা চ সম্বেষ্টনেতি। আয়ামো দৈর্ঘ্যম্। (ইতি রত্নপ্রভা) ॥ ২। ১। ১৯ ॥

বুঝা যায় না। কিন্তু তাহাই প্রসারিত হইলে স্পষ্ট বুঝা যায়, বস্ত্র বলিয়া প্রতীত হয়। অপিচ, সম্বেষ্টিত বস্তুকে বস্ত্র বলিয়া জানিলেও তাহার দৈর্ঘ্যবিস্তারাদি অজ্ঞাত থাকে, কিন্তু প্রসারিত হইবার পর তাহা আর অজ্ঞাত থাকে না। এ স্থলে সম্বেষ্টিত পট ও প্রসারিত পট ভিন্ন বস্তু নহে, একই। এইরূপ, সূত্রাবস্থ বা কারণাবস্থ বস্ত্রাদি'ও বিস্পষ্ট বুঝা যায় না, বস্ত্রাদিরূপে জ্ঞানগোচর হয় না, কিন্তু যখন তাহা তুরী, বেমা ও তন্তুবায় প্রভৃতির ব্যাপারে বিস্পষ্ট ভাব প্রাপ্ত হয়, তখন বিস্পষ্ট বুঝায়, অর্থাৎ তখন তাহাতে বস্ত্রজ্ঞান জন্মে। এতদ্দৃষ্টান্তে নিশ্চয় হয় যে, কার্য্য মাত্রই কারণ হইতে ভিন্ন বা পৃথক্ বস্তু নহে। সূতা ও কাপড় একই জিনিশ ॥ ২। ১। ১৯ ॥

লোকমধ্যেও দেখা যায়, প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান—এই পঞ্চপ্রাণ প্রাণায়ামের দ্বারা রুদ্ধ হইলে তাহা মাত্র কারণরূপে অবস্থান করে এবং কেবল জীবন-কার্য্য মাত্র (বেঁচে থাকা) নির্ব্বাহ করে, দেহের আকুঞ্চন ও প্রসারণ কিছুই

* যথা লোকে বৃত্তিভেদেন পঞ্চধা বিভক্তেষু প্রাণাদিষু প্রাণায়ামেন নিরুদ্ধেষু কেবলং কারণাত্মনা স্বরূপমাত্র মবশিষ্যতে, নতু ব্যাপার বিভাগঃ, তথা প্রকৃতে ঽপি বোদ্ধব্যমিত্যর্থঃ।

প্রাণায়ামের দ্বারা প্রাণ অপান সমান উদান ও ব্যান এতন্নামক বৃত্তিপঞ্চক রুদ্ধ হইলে ঐ সকল কেবলমাত্র কারণভাবে বিদ্যমান থাকে। এতদ্দৃষ্টে যেমন মূল প্রাণের সহিত কার্য্যভূত প্রাণাদির অভেদ অঙ্গীকৃত হয়, অন্যান্য কার্য্যও সেইরূপ জানিবে। (বিস্তৃত বিবরণ ভাষ্য ব্যাখ্যায় দেখ)।

নির্ব্বর্ত্ত্যতে নাকুঞ্চনপ্রসারণাদিকং কার্য্যান্তরং, তেষ্বেব প্রাণ-ভেদেষু পুনঃ প্রবৃত্তেষু জীবনাদধিকমাকুঞ্চন-প্রসারণাদিকমপি কার্য্যান্তরং নির্ব্বর্ত্ত্যতে। ন চ প্রাণভেদানাং প্রভেদবতঃ প্রাণাদন্যত্বং সমীরণস্বভাবাবিশেষাৎ। এবং কার্য্যস্য কারণা-দনন্যত্বম্। অতশ্চ কৃৎস্নস্য জগতো ব্রহ্মকার্য্যত্বাৎ তদনন্য-ত্বাচ্চ সিদ্ধৈষা শ্রৌতী প্রতিজ্ঞা "যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্য-মতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্" ইতি ॥ ২। ১। ২০ ॥

ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষ-প্রসক্তিঃ ॥ ২। ১। ২১ ॥ *

অন্যথা পুনশ্চেতনকারণবাদ আক্ষিপ্যতে। চেতনাদ্ধি জগৎপ্রক্রিয়ায়ামাশ্রীয়মাণায়াং হিতাকরণাদয়ো দোষাঃ প্রস-জ্যন্তে। কুতঃ ? ইতরব্যপদেশাৎ। ইতরস্য শারীরস্য ব্রহ্মা-

পটবচ্চ। যথাচ প্রাণাদি—ইতি চ সূত্রে নিগদব্যাখ্যাতেন ভাষ্যেণ ব্যাখ্যাতে॥ ২। ১। ১৯-২০ ॥

যদ্যপি শারীরাৎ পরমাত্মনো ভেদমাহুঃ শ্রুতয়ঃ, তথাপ্যভেদমপি দর্শয়ন্তি শ্রুতয়ো

করে না। সময়ান্তরে আবার ঐ সকল প্রাণই বৃত্তিমান্ হইয়া জীবনাতিরিক্ত আকুঞ্চনাদি কার্য্যও নির্ব্বাহ করে। উক্ত প্রাণপঞ্চক যে মুখ্য প্রাণের প্রভেদ মাত্র, সেই মূল প্রাণ হইতে উক্ত প্রাণপঞ্চকের ভিন্নতা নাই; সকলগুলিই বায়ুস্বভাব, সুতরাং সকলগুলিই বস্তুতঃ এক অর্থাৎ অভিন্ন। কার্য্য যে কারণ ভিন্ন নহে, তাহা এই প্রাণদৃষ্টান্তেও নিশ্চয় হয়। যে হেতু সমস্ত জগৎ ব্রহ্মকার্য্য ও ব্রহ্মাভিন্ন, সেই হেতুই শ্রুত্যুক্ত একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান উপপন্ন হয়, কাজেই সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞাও সিদ্ধ হয় ॥২।১।২০॥

চেতন ব্রহ্মই জগতের কারণ, এই মতের বিরুদ্ধে অন্য একটী আপত্তি উত্থাপিত হইতেছে। চেতন ব্রহ্ম হইতে জগৎসৃষ্টি হওয়ার প্রণালীতে হিতাকরণাদি দোষ আসিয়া পড়ে। কেন-না, শ্রুতি ইতরভাব অর্থাৎ জীবের ব্রহ্মাত্মতা উপদেশ

* পূর্ব্বপক্ষসূত্রমেতৎ। চেতনকারণবাদে হিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তির্ভবতি। কস্মাৎ? ইতরব্যপদেশাৎ—ইতরস্য জীবস্য ব্রহ্মত্বকথনাৎ, অথবা ইতরস্য ব্রহ্মণো জীবত্বাভিধানাৎ। হিতাকরণং অহিতকরণঞ্চ। ব্রহ্ম যদি জীবো ভবেৎ, তদা স্বানিষ্টং নরকাদিকং কস্মাৎ কথং বা জনয়েৎ ? নৈব জনয়েদিতি ভাবঃ।

ব্রহ্মকারণবাদ স্বীকার করিতে গেলে, ব্রহ্মের জীবভাবপ্রাপ্তি-বোধক শ্রুতি থাকায় নিজেই নিজের বন্ধন সৃষ্টি করায় যে দোষ; সেই দোষ হইবে।

ত্মত্বং ব্যপদিশতি শ্রুতিঃ, "স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" ইতি প্রতিবোধনাৎ। যদ্বা, ইতরস্য চ ব্রহ্মণঃ শারীরাত্মত্বং ব্যপদিশতি, "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইতি স্রষ্টুরেবাবিকৃতস্য ব্রহ্মণঃ কার্য্যানুপ্রবেশেন শারীরাত্মত্বদর্শনাৎ। "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি" ইতি চ পরা দেবতা জীবমাত্মশব্দেন ব্যপদিশন্তী ন ব্রহ্মণো ভিন্নঃ শারীর ইতি দর্শয়তি। তস্মাদ্ যদ্ব্রহ্মণঃ স্রষ্টৃত্বং, তচ্ছারীরস্যৈবেতি। অতশ্চ স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা সন্ হিতমেবাত্মনঃ সৌমনস্যকরং কুর্য্যাৎ, নাহিতং জন্মমরণজরারোগাদ্যনেকানর্থজালম্।

নহি কশ্চিদপরতন্ত্রো বন্ধনাগারমাত্মনঃ কৃত্বানুপ্রবিশতি।

বক্তব্যঃ। ন চ ভেদাভেদাবেকত্র সমবেতৌ, বিরোধাৎ। ন চ ভেদস্তাত্ত্বিক ইত্যুক্তম্। তস্মাৎ পরমাত্মনঃ সর্ব্বজ্ঞান্ন শারীরস্তত্ত্বতো ভিদ্যতে। স এব ত্ববিদ্যোপধানভেদাদ্ঘটকরকাদ্যাকাশবদ্ভেদেন প্রথতে। উপহিতঞ্চাস্য রূপং শারীরম্। তেন যা নাম জীবাঃ পরমাত্মতামাত্মনোঽনুভূবন, পরমাত্মা তু তানাত্মনোঽভিন্নাননুভবতি, অনমুভবে সার্ব্বজ্ঞ্যব্যাঘাতঃ। তথা চায়ং জীবান্ বধ্নন্নাত্মানমেব বধ্নীয়াৎ।

করিয়াছেন (ব্রহ্মকেই জীব বলিয়াছেন)। যথা—"হে শ্বেতকেতো, তাহাই আত্মা এবং তাহাই তুমি।" অথবা ইতর-শব্দে জীব-ভিন্ন অর্থাৎ ব্রহ্ম। শ্রুতি তাঁহার জীব হওয়া বলিয়াছেন। যথা—"ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিয়া সৃষ্ট পদার্থে প্রবিষ্ট হইলেন।" এই শ্রুতিতে দেখা যায়, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মই অবিকৃতভাবে সৃষ্ট পদার্থে প্রবিষ্ট আছেন; সুতরাং ব্রহ্মই জীব। [অনেন...দর্শয়তি] "সেই দেবতা আলোচনা করিলেন, আমি জীবাত্মারূপে প্রবিষ্ট হইয়া নাম-রূপের বিকাশ করিব।" এতৎশ্রুত্যুক্ত পরা দেবতা জীবকে আত্মশব্দে বিশেষিত করিয়া ইহাই দেখাইয়াছেন যে, জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। [তস্মাদ্...কৃতমিতি] অতএব ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব তুল্য কথা। যদি তাহাই হয়, তবে ইহাও হইবে যে, যে স্বতন্ত্র কর্ত্তা হয়, সে অবশ্যই আপনার হিতকর কার্য্য করে। যাহাতে আপনার অহিত হয়, তাহা করে না। অহিতকর কার্য্য করে না। ব্রহ্মই যদি জীব হইয়া থাকেন ও সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে যাহাতে জন্ম, মরণ, জরা, রোগ, শোক প্রভৃতি বহুল অনর্থ আছে, তাহা করিবেন কেন? (জীব হইয়া, সৃষ্টি করিয়া, নরকাদি যন্ত্রণা ভোগ করিবেন কেন)?

যে ব্যক্তি পরতন্ত্র নহে, স্বাধীন, সে-কি কখনও কারাগার প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে

ন চ স্বয়মত্যন্তনির্ম্মলঃ সন্নত্যন্তমলিনং দেহমাত্মত্বেনোপেয়াৎ। কৃতমপি কথঞ্চিৎ যৎ দুঃখকরং, তদিচ্ছয়া জহ্যাৎ, সুখকরঞ্চোপাদদীত। স্মরেচ্চ—ময়েদং জগদ্বিম্বং বিচিত্রং বিরচিতমিতি, সর্ব্বো হি লোকঃ স্পষ্টং কার্য্যং কৃত্বা স্মরতি—ময়েদং কৃতমিতি। যথা চ মায়াবী স্বয়ং প্রসারিতাং মায়ামিচ্ছয়ানায়াসেনৈবোপসংহরতি, এবং শারীরোঽপি ইমাং সৃষ্টিং উপসংহরেৎ। স্বকীয়মপি তাবৎ শরীরং শারীরো ন শক্নোত্যনায়াসেনোপসংহর্তুম্। এবং হিতক্রিয়াদ্যদর্শনাদন্যায্যা চেতনাৎ জগৎপ্রক্রিয়েতি মন্যতে ॥ ২। ১। ২১ ॥

অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ ॥ ২। ১। ২২ ॥ *

তুশব্দঃ পূর্ব্বপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। যৎ সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি

তত্রেদমুক্তং "ন হি কশ্চিদপরতন্ত্রো বন্ধনাগারমাত্মনঃ কৃত্বানুপ্রবিশতি" ইত্যাদি। তস্মান্ন চেতনকারণং জগদিতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ ॥ ২। ১। ২১ ॥

সত্যময়ং পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ যথা জীবান্ বস্তুত আত্মনোঽভিন্নান্ পশ্যতি,

প্রবিষ্ট হয়? অত্যন্ত নির্ম্মল ব্রহ্ম কি কারণে মলিন দেহকে আত্মভাবে গ্রহণ করিবেন? যদিও করিয়াছেন, তথাপি, যাহা দুঃখময়, তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্যাগ করিতে এবং যাহা সুখকর তাহা গ্রহণ করিতে না পাবেন কেন? অপিচ, যখন যে যাহা করে, সে তাহা স্মরণ করিতেও পারে। প্রত্যেক লোককেই কার্য্য করিবার পর স্বকৃত কার্য্য "আমি ইহা করিয়াছি" এইরূপে স্মরণ করিতে দেখা যায়। অতএব জীবভাবাপন্ন ব্রহ্মেরও ইহা স্মরণ করা উচিত হয়, অর্থাৎ মনে পড়া উচিত যে, আমিই এই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি! [যথা চ...মন্যতে] যেমন মায়াবী (ঐন্দ্রজালিক বা বাজিকর) স্বপ্রারিত (নিজের উদ্ভাবিত) মায়াকে স্বেচ্ছাক্রমে ও বিনা ক্লেশে উপসংহার করে, জীবভাবাপন্ন ব্রহ্ম স্বকৃত সৃষ্টিকে এবং শরীরকেও সেরূপ স্বেচ্ছাক্রমে ও অক্লেশে উপসংহার করিতে না পারেন কেন? অতএব, অহিতকার্য্য দেখা যায় বলিয়া নিশ্চিত হইতেছে যে, চেতন ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা নহে। (স্বতন্ত্র চেতন ব্রহ্ম এ সকল উৎপাদন করিলে অবশ্যই ইহাকে আত্মহিতোপযোগী করিতেন। তাহা যখন করেন নাই, তখন ব্রহ্ম-কারণক জগৎ-প্রক্রিয়া অঙ্গীকার করা অবশ্যই অগ্রাহ্য।) ॥ ২। ১। ২১ ॥

তু-শব্দের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষের অর্থাৎ হিতাকরণাদি দোষ হওয়ার আপত্তি নিরস্ত

* তু-শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষনিরাসার্থঃ। ভেদনির্দ্দেশাৎ ভিন্নতয়া ব্রহ্মণোঽভিধানাৎ জীবাদধিকং ব্রহ্ম। ততো ন পূর্ব্বোক্তপূর্ব্বপক্ষাবসর ইত্যর্থঃ।

ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং শারীরাদধিকমন্যৎ, তদ্বয়ং জগতঃ স্রষ্টৃ ব্রূমঃ। ন তস্মিন্ হিতাকরণাদয়ো দোষাঃ প্রসজ্যন্তে। নহি তস্য হিতং কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমস্ত্যহিতং বা পরিহর্ত্তব্যং, নিত্যমুক্তত্বাৎ। ন চ তস্য জ্ঞানপ্রতিবন্ধঃ শক্তিপ্রতিবন্ধো বা কচিদপ্যস্তি, সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ সর্ব্বশক্তিত্বাচ্চ। শারীরস্ত্বনেবস্বিধঃ। তস্মিন্ প্রসজ্যন্তে হিতাকরণাদয়ো দোষাঃ। ন তু তং বয়ং জগতঃ স্রষ্টারং ব্রূমঃ। কুত এতৎ? ভেদনির্দ্দেশাৎ। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ," "সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ", "সতা সোম্য, তদা সম্পন্নো ভবতি," "শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেনাত্মনান্বারূঢ়ঃ" ইত্যেবঞ্জাতীয়কঃ কর্ত্তৃকর্ম্মাদিভেদনির্দ্দেশো জীবাদধিকং ব্রহ্ম দর্শয়তি।

পশ্যত্যেবং ন ভাবত এষাং সুখদুঃখাদিবেদনাসঙ্গোঽস্তি। অবিদ্যাবশাৎ ত্বেষাং তদ্বদভিমান ইতি। তথা চ তেষাং সুখদুঃখাদিবেদনায়ামপ্যহমুদাসীনঃ, ইতি ন

করা হইতেছে। ব্রহ্ম নিত্য-শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-স্বভাব, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি, তিনি জীব হইতে অধিক; সুতরাং ভিন্ন। তাঁহাকেই আমরা জগতের স্রষ্টা বলি, জীবকে স্রষ্টা বলি না। ব্রহ্মে হিতাকরণাদি দোষের প্রসক্তিই নাই। ব্রহ্ম নিত্যমুক্ত; সুতরাং তাঁহার হিত বা অহিত কোন প্রকার কর্ত্তব্য নাই। তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি, সে-কারণে তাঁহার জ্ঞানপ্রতিবন্ধক ও শক্তিপ্রতিবন্ধক কিছু নাই। জীব অনেবম্বিধ অর্থাৎ সেরূপ নহে। (জীবেরই হিতাহিত, কর্ত্তব্য জ্ঞান, জ্ঞানপ্রতিবন্ধক ও শক্তিপ্রতিবন্ধক আছে,) জীবের স্রষ্টৃত্বপক্ষে ঐ সকল আছে সত্য; কিন্তু আমরা জীবকে স্রষ্টা বলি না। শ্রুতিতে ভেদনির্দ্দেশ থাকাতেই বলি না। [আত্মা···দর্শয়তি] "হে মৈত্রেয়ি, আত্মাই দ্রষ্টব্য, আত্মাই শ্রোতব্য, আত্মাই নিদিধ্যাসিতব্য অর্থাৎ শ্রবণাদির দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার করাই কর্ত্তব্য।" "তিনিই অন্বেষণীয় এবং তিনিই বিচারণীয়।" "হে সোম্য, সেই কালে আত্মা সৎসম্পন্ন হন।" "জীবাত্মা প্রাজ্ঞ আত্মায় অন্বারূঢ়—" ইত্যাদিবিধ শ্রুতিতে যে কর্ত্তৃ-কর্ম্মাদি ভিন্নতার উল্লেখ আছে, সেই উল্লেখের দ্বারাই ব্রহ্মের জীবাধিকতা দর্শিত হই-

---

শ্রুতি ব্রহ্মকে জীবভিন্ন বলিয়াছেন, সুতরাং তিনি জীব হইতে অধিক। যে হেতু ব্রহ্ম জীবাধিক— সেই হেতু ঐ সকল দোষ (হিতাকরণাদি দোষ) হয় না। আমরা যদি জীবকেই স্রষ্টা বলিতাম, তাহা হইলে অবশ্যই ঐ সকল দোষ হইত। কিন্তু আমরা ব্রহ্মকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলি। ব্রহ্ম জীব হইতে ভিন্ন। জীবে কাল্পনিক ধর্ম্ম আছে, ব্রহ্মে তাহা নাই; সেই জন্যই ব্রহ্মবাদে হিতাকরণ দোষ হয় না।

নন্বভেদনির্দ্দেশোঽপি দর্শিতঃ "তত্ত্বমসি" ইত্যেবঞ্জাতীয়কঃ, কথং ভেদাভেদৌ বিরুদ্ধৌ সম্ভবেয়াতাম্। নৈষ দোষঃ। আকাশঘটাকাশন্যায়েনোভয়সম্ভবস্য তত্র তত্র প্রতিষ্ঠাপিতত্বাৎ।

অপি চ, যদা তত্ত্বমসীত্যেবঞ্জাতীয়কেনাভেদনির্দ্দেশেনাভেদঃ প্রতিবোধিতো ভবতি, অপগতং ভবতি তদা জীবস্য সংসারিত্বং ব্রহ্মণশ্চ স্রষ্টৃত্বম্। সমস্তস্য মিথ্যাজ্ঞানবিজৃম্ভিতস্য ভেদব্যবহারস্য সম্যক্‌জ্ঞানেন বাধিতত্বাৎ। তত্র কুত এব সৃষ্টিঃ কুতো বা হিতাকরণাদয়ো দোষাঃ? অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিত-নামরূপকৃত-কার্য্যকরণসঙ্ঘাতোপাধ্যবিবেককৃতা হি ভ্রান্তিঃ, হিতাহিতকরণাদিলক্ষণঃ সংসারো ন তু পরমার্থতোঽস্তীত্যসকৃদবোচাম, জন্মমরণচ্ছেদনভেদনাদ্যভিমানবৎ। অবাধিতে তু

তেষাং বন্ধনাগারনিবেশেঽপ্যস্তি ক্ষতিঃ কাচিন্মমেতি ন হিতাকরণাদিদোষাপত্তিরিতি রাদ্ধান্তঃ।

তদিদমুক্তম্।—"অপি চ যদা তত্ত্বমসি" ইতি। অপি চেতি চঃ পূর্ব্বোপপত্তিসাহিত্যং দ্যোতয়তি, নোপপত্ত্যন্তরতাম্॥ ২। ১। ২২॥

য়াছে। [নন্বভেদ...তত্ত্বাৎ] বলিতে পার, ভেদ উপদেশের ন্যায় অভেদ উপদেশও আছে, যথা—"তিনিই তুমি" ইত্যাদি। অতএব ভেদাভেদ উভয় কি প্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে? এ বিষয়ে আমরা বলি, ভেদাভেদ উভয়বিধ নির্দ্দেশে দোষ হয় না। আকাশের ও ঘটাকাশের দৃষ্টান্তে উক্ত উভয় অসম্ভব নহে, প্রত্যুত সম্ভব, ইহা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিপাদিত হইয়াছে। (আকাশের বাস্তব ভেদ নাই, কিন্তু ঘটাদি-উপাধিকৃত কাল্পনিক ভেদ আছে)।

[অপি চ...দোষাঃ] আরও দেখ, যখন "তত্ত্বমসি—তিনিই তুমি" এইরূপ এইরূপ উপদেশের দ্বারা অভেদ বা একত্ব জ্ঞানগোচর হয়, তখন জীবের সংসারিত্ব ও ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তৃত্ব উভয়ই পরিত্যক্ত হয়, অর্থাৎ থাকে না। কারণ এই যে, যে কিছু ভেদব্যবহার—সমস্তই মিথ্যাজ্ঞানবিজৃম্ভিত (ভ্রম)। সেই কারণে সম্যক্ জ্ঞান তাহাকে নষ্ট করে। অতএব, পরমার্থদর্শনে সৃষ্টিই বা কোথায়? অহিতকরণাদি দোষই বা কোথায়? অর্থাৎ পারমার্থিক সৃষ্টিও নাই, দোষও নাই। [অবিদ্যা...মানবৎ] অবিদ্যাজনিত অব্যক্ত নামরূপ, তজ্জনিত কার্য্য-করণ-সঙ্ঘাত (দেহেন্দ্রিয়ের মেলন), সেই সংঘাতই উপাধি, এই উপাধি থাকাতেই হিত, অহিত, করা, না করা, এতদ্রূপ সংসারভ্রম জন্মিতেছে বা জন্মিয়াছে।' সংসার যে ভ্রমরচিত তাহা অনেকবার বলিয়াছি, বুঝাইয়াও দিয়াছি। জন্ম, মরণ, ছেদন, ভেদন, এ সকল অভিমান যদ্রূপ, সংসারও তদ্রূপ অর্থাৎ পরমার্থ-সৎ

ভেদব্যবহারে "সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" ইত্যেবঞ্জাতীয়-ভেদনির্দ্দেশেনাবগম্যমানং ব্রহ্মণোঽধিকত্বং হিতাকরণাদিদোষ-প্রসক্তিং নিরুণদ্ধি ॥ ২। ১।২২ ॥

অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ ॥ ২। ১। ২৩॥ *

যথা চ লোকে পৃথিবীত্বসামান্যান্বিতানামপ্যশ্মনাং কেচিন্মহার্হা মণয়ো বজ্রবৈদুর্য্যাদয়ঃ, অন্যে মধ্যমবীর্য্যাঃ সূর্য্যকান্তাদয়ঃ, অন্যে প্রহীণাঃ শ্ব-বায়সপ্রক্ষেপণার্হাঃ পাষাণাঃ—ইত্যনেক-বিধং বৈচিত্র্যং দৃশ্যতে। যথা চৈকপৃথিবীব্যপাশ্রয়াণামপি বীজানাং বহুবিধং পত্রপুষ্পফলগন্ধরসাদিবৈচিত্র্যং চন্দনকিম্পাকাদিষূপলভ্যতে। যথা চৈকস্যাপ্যন্নরসস্য লোহিতাদীনি কেশলোমাদীনি চ বিচিত্রাণি কার্য্যাণি ভবন্তি, এবমেকস্যাপি ব্রহ্মণো জীবপ্রাজ্ঞপৃথক্ত্বং কার্য্যবৈচিত্র্যঞ্চোপপদ্যত ইত্যত

স্যাদেতৎ। যদি ব্রহ্মবিবর্ত্তো জগৎ, হন্ত সর্ব্বস্যৈব জীববচ্চৈতন্যপ্রসঙ্গ ইত্যত আহ—অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ]।

অতিরোহিতার্থেন ভাষ্যেণ ব্যাখ্যাতম্ ॥ ২। ১। ২৩॥

নহে। [অবা...নিরুণদ্ধি] জ্ঞানের পরে স্রষ্টৃত্বাদি ধর্ম্মের বাধ হয় সত্য, কিন্তু তাহা জ্ঞানের পূর্ব্বে অবাধিত থাকে। জ্ঞানের পূর্ব্বে যে ভেদব্যবহার অবাধিত থাকে, শ্রুতি সেই অবাধিত ব্যবহারের অনুবাদ করিয়া "তিনিই জীবের অন্বেষণীয়, তিনিই বিচারণীয়" (বিচার দ্বারা সাক্ষাৎকরণীয়)" ইত্যাদি প্রকার ভেদ (জীব-ব্রহ্মের ভিন্নতা) উপদেশ করিয়াছেন। সেই উপদেশের দ্বারাই ব্রহ্মের অধিকত্ব (জীব ভিন্নতা) অনুভূত হয়, হইয়া অহিতকরণাদি দোষপ্রসক্তির অবরোধ করে, অর্থাৎ উক্ত আশঙ্কা হইতে দেয় না অথবা নিবৃত্তি করায় ॥ ২। ১। ২২ ॥

পৃথিবীর বিকার প্রস্তর। সকল প্রস্তরেই পৃথিবীত্ব আছে, অথচ কোন প্রস্তর মহামূল্য ও মহাগুণ, কোন প্রস্তর মধ্যমগুণ, কোন প্রস্তর বা কেবল লোষ্ট্রকার্য্য-কারী। একই বীজ পৃথিবীতে উপ্ত হয়, অথচ তাহার পত্র পুষ্প ফল ও রসাদি নানা-প্রকার হইতে দেখা যায়। আরও দেখ, একই অন্নরসের রক্তাদি ও লোমাদি পরিণাম হইতে দেখা যায়। এতদ্ দৃষ্টান্তে একই ব্রহ্মের জীব-প্রাজ্ঞভেদ ও অন্যান্য বৈচিত্র্য

* প্রস্তরাদিদৃষ্টান্তেনৈকস্য বৈচিত্র্যোপপত্তেঃ প্রাগুক্তদোষানুপপত্তিরেব স্যাদিতি সূত্রার্থঃ।

প্রস্তরাদিব দৃষ্টান্তে একের বৈচিত্র্য অর্থাৎ বহুপ্রকারতা সিদ্ধ হয়; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দোষ স্থান প্রাপ্ত হয় না।

স্তদনুপপত্তিঃ, পরপরিকল্পিতদোষানুপপত্তিরিত্যর্থঃ। শ্রুতেশ্চ প্রামাণ্যাদ্বিকারস্য বাচারম্ভণমাত্রত্বাৎ স্বপ্নদৃশ্যভাব-বৈচিত্র্যবচ্চেত্যভ্যুচ্চয়ঃ ॥ ২। ১। ২৩ ॥

উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন, ক্ষীরবদ্ধি ॥২।১।২৪॥*

চেতনং ব্রহ্মৈকমদ্বিতীয়ং জগতঃ কারণমিতি যদুক্তং, তন্নোপপদ্যতে। কস্মাৎ? উপসংহারদর্শনাৎ। ইহ হি লোকে কুলালাদয়ো ঘটপটাদীনাং কর্ত্তারো মৃদ্দণ্ডচক্রসূত্রাদ্যনেককারকোপসংহারেণ সংগৃহীতসাধনাঃ সন্তস্তত্তৎ কার্য্যং কুর্ব্বাণা দৃশ্যন্তে। ব্রহ্ম চাসহায়ং তবাভিপ্রেতম্। তস্য সাধনান্তরানুপসংগ্রহে সতি কথং স্রষ্টৃত্বমুপপদ্যেত। তস্মান্ন ব্রহ্ম জগৎকারণমিতি চেৎ,

ব্রহ্ম খল্বেকমদ্বিতীয়তয়া পরানপেক্ষং ক্রমেণোৎপদ্যমানস্য জগতো বিবিধবিচিত্ররূপস্যোপাদানমুপেয়তে, তদনুপপন্নম্। নহ্যেকরূপাৎ কার্য্যভেদো ভবিতুমর্হতি, তস্যাকস্মিকত্বপ্রসঙ্গাৎ। কারণভেদো হি কার্য্যভেদহেতুঃ। ক্ষীরবীজাদিভেদাদ্দধ্যঙ্কুরাদিকার্য্যভেদদর্শনাৎ। ন চাক্রমাৎ কারণাৎ কার্য্যক্রমো যুজ্যতে, সমর্থস্য ক্ষেপাযোগাৎ। দ্বিতীয়তয়া চ ক্রমবত্তৎসহকারিসমবধানানুপপত্তেঃ। তদিদমুক্তং "ইহ হি লোক" ইতি। একৈকং মৃদাদি কারকং, তেষান্তু সামগ্র্যং সাধনম্,

উপপন্ন হইতে পারে। অতএব, তাঁহাতে পরকল্পিত দোষের অনুপপত্তি আছেই, অর্থাৎ বেদান্তসিদ্ধান্তে পরকল্পিত দোষ আদৌ স্থানপ্রাপ্ত হয় না। শ্রুতি স্বতঃপ্রমাণ, তাহাতে কথিত আছে যে, বিকার সকল কথামাত্র, সুতরাং সে সকলের স্বপ্নদৃষ্টপদার্থের ন্যায় বিচিত্রতা সুসম্ভব ॥ ২। ১। ২৩ ॥

[আপত্তি]—এক অদ্বয় চেতন ব্রহ্ম জগৎস্রষ্টা, এ কথা অনুপপন্ন। অর্থাৎ দৃষ্টান্তবিরুদ্ধ। লোক মধ্যে, উপসংহার অর্থাৎ কারণকূটসংগ্রহপূর্ব্বক কর্ত্তৃত্ব করিতে দেখা যায়, একের কর্ত্তৃত্ব দেখা যায় না। কুলাল প্রভৃতি ঘটাদি কার্য্যের কর্ত্তা, তাহারা মৃত্তিকা, দণ্ড, চক্র, সূত্র প্রভৃতি অনেক উপকরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক সেই সেই কার্য্য করে, বিনা উপকরণে কিছুই করিতে পারে না। তোমার মতে ব্রহ্ম একক, অসহায়, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। যদি অন্য কিছু না থাকিল, তবে উপকরণ থাকিল না; সুতরাং একক ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বও মিথ্যা হইল। এই জন্যই বলি, ব্রহ্ম জগতের কর্ত্তা নহেন। এ বিষয়ে (এ আপত্তিতে) আমরা বলি, ব্রহ্ম এক হইলেও তাঁহাতে উক্ত দোষ আশ্রয় করে না। কেন-না, দুগ্ধাদির

* উপসংহারদর্শনাৎ কার্য্যনিষ্পাদকসামগ্রীসংগ্রহদর্শনান্নাসহায়ং ব্রহ্ম জগৎকারণমিতি ন বক্তব্যম্। হি যস্মাৎ ক্ষীরবৎ ক্ষীরাদিদৃষ্টান্তেন অসহায়স্যাপি দ্রব্যস্বভাববিশেষাত্তদুপপদ্যত এব।

দুগ্ধ অথবা জল যেমন বাহ্য সাধন অপেক্ষা করে না, অথচ দধি ও হিমানীরূপে পরিণত হয়, তেমনি অদ্বয় ব্রহ্মও সাধনান্তর সংগ্রহ ব্যতীত জগৎ সৃষ্টি করেন।

নৈষ দোষঃ। যতঃ ক্ষীরবৎ দ্রব্যস্বভাববিশেষাদুপপদ্যতে। যথা হি লোকে ক্ষীরং জলং বা স্বয়মেব দধি-হিমভাবেন পরিণমতেঽন-পেক্ষ্য বাহ্যং সাধনং, তথেহাপি ভবিষ্যতি।

ননু ক্ষীরাদ্যপি দধ্যাদিভাবেন পরিণমমানমপেক্ষত এব বাহ্যং সাধনং ঔষ্ণ্যাদিকং, কথমুচ্যতে ক্ষীরবদ্ধীতি। নৈষ দোষঃ। স্বয়মপি হি ক্ষীরং যাঞ্চ যাবন্তীঞ্চ পরিণামমাত্রামনুভবত্যেব, ত্বার্য্যতে ত্বৌষ্ণ্যাদিনা দধিভাবায়। যদি চ স্বয়ং দধিভাবশীলতা ন স্যাৎ, নৈবৌষ্ণ্যাদিনাপি বলাদ্ দধিভাবমাপদ্যেত। নহি বায়ুরাকাশো বৌষ্ণ্যাদিনা বলাদ্ দধিভাবমাপদ্যতে। সাধনসম্পত্ত্যাচ তস্য পূর্ণতা সম্পদ্যতে। পরিপূর্ণশক্তিকন্তু ব্রহ্ম ন তস্যান্যেন কেনচিৎ পূর্ণতা সম্পাদয়িতব্যা। শ্রুতিশ্চ তত্র ভবতি—

ততোহি কার্য্যং ভবত্যেব, তস্মান্নাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম জগদুপাদানমিতি প্রাপ্ত উচ্যতে—"ক্ষীরবদ্ধি"

ইদং তাবদ্ভবান্ পৃষ্টো ব্যাচষ্টাং—কিং তাত্ত্বিকমস্য রূপমপেক্ষ্যেদমুচ্যতে ? উত্‌নাদিনামরূপবীজসহিতং কাল্পনিকং সার্ব্বজ্ঞ্যং সর্ব্বশক্তিত্বম্। তত্র পূর্ব্বস্মিন্ কল্পে কিং নাম ততোঽদ্বিতীয়াদসহায়াদুপজায়েত। ন হি তস্য শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্য বস্তুসৎ

দৃষ্টান্তে একত্বের বহুভাবিত্ব উপপন্ন হয়। [যথা হি...ভবিষ্যতি] দুগ্ধ ও জল দধিরূপে ও হিমানীরূপে পরিণত হয়, তাহাতে দ্রব্যান্তরের সাহায্যের অপেক্ষা নাই। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, ব্রহ্ম হইতেও বিবিধ সৃষ্টি হয়, অথচ তাহাতে সাধনান্তর সদ্ভাবের অপেক্ষা নাই।

[ননু...পদ্যতে] যদি বল, দুগ্ধ যে দধি হয়, তাহা বাহ্য সাধনের সাহায্যেই হয়। তাহাতে উষ্মার ও আতঞ্চনের (দম্বল—দধিবীজ) সাহায্য আছে। অতএব দুগ্ধের দৃষ্টান্ত ত্বৎপক্ষের সমর্থক নহে। এ কথার প্রত্যুত্তরে আমরা বলি, দধি-ভাবের প্রতি উষ্মাদির সাহায্য দৃষ্ট হইলেও দোষ হয় না। দুগ্ধ নিজেই দধি হয়, উষ্মাদি তাহার শীঘ্রতামাত্র জন্মায়। দুগ্ধ নিজে দধিস্বভাব না হইলে উষ্মাদি কি তাহাকে বলপূর্ব্বক দধি করিতে পারে ? উষ্মা ও আতঞ্চন কি বায়ুকে ও আকাশকে দধি করিতে পারে ? তাহা কখনই পারে না। সাধন বা উপকরণ বস্তুর পূর্ণতা সম্পাদন ভিন্ন অন্য কিছু করে না। [সাধন...উপপদ্যতে] ব্রহ্ম পূর্ণ-শক্তিক, সে কারণে তাঁহার শক্তিপূরণের জন্য অন্য কিছুর কল্পনা করিতে হয় না। এ কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—"তাঁহার কার্য্য (শরীর) নাই, করণও

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥" ইতি।

তস্মাদেকস্যাপি ব্রহ্মণো বিচিত্রশক্তিযোগাৎ ক্ষীরাদিবদ্‌-বিচিত্রপরিণাম উপপদ্যতে॥ ২। ১। ২৪॥

দেবাদিবদপি লোকে॥ ২। ১। ২৫॥ *

স্যাদেতৎ, উপপদ্যতে ক্ষীরাদীনামচেতনানামনপেক্ষ্যাপি বাহ্যং সাধনং দধ্যাদিভাবঃ, দৃষ্টত্বাৎ। চেতনাঃ পুনঃ কুলালাদয়শ্চ সাধনসামগ্রীমপেক্ষ্যৈব তস্মৈ তস্মৈ কার্য্যায় প্রবর্ত্তমানা দৃশ্যন্তে।

কার্য্যমস্তি। তথা চ শ্রুতিঃ "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে" ইতি। উত্তরস্মিংস্তু কল্পে যদি কুলালাদিবদত্যন্তব্যতিরিক্তসহকারিকারণাভাবাদনুপাদানত্বং সাধ্যতে, ততঃ ক্ষীরাদিভির্ব্যভিচারঃ। তেঽপি হি বাহ্যাতঞ্চনাদি-কারণানপেক্ষা এব কাল-পরিবাসবশেন স্বত এব পরিণামান্তরমাসাদয়ন্তি। অথান্তরকারণানপেক্ষত্বং হেতুঃ ক্রিয়তে, তদসিদ্ধম্, নির্ব্বাচ্যানামরূপবীজসহায়ত্বাৎ। তথা চ শ্রুতিঃ—"মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্ধি মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।" ইতি। কার্য্যক্রমেণ তৎপরিপাকোঽপি ক্রমবানুন্নেয়ঃ। একস্মাদপি চ বিচিত্রশক্তেঃ কারণাদনেককার্য্যোৎপাদো দৃশ্যতে। যথৈকস্মাদ্বহ্নের্দাহপাকৌ, একস্মাদ্বা কর্ম্মণঃ সংযোগবিভাগসংস্কারাঃ॥২।১।২৪॥

(ইন্দ্রিয়ও) নাই। তাঁহার সমান বা অধিকও দেখা যায় না। শ্রুতিতে তাঁহার পূর্ণবিচিত্রশক্তি এবং স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি থাকা কথিত আছে।" যেহেতু তিনি পূর্ণশক্তিক, সেই হেতু এক হইলেও তাঁহাতে বিচিত্রশক্তি থাকা (দুগ্ধাদির দৃষ্টান্তে বিচিত্র পরিণাম) উপপন্ন হইয়া থাকে॥ ২। ১। ২৪॥

[আপত্তি] দুগ্ধ ও ব্রহ্ম সমস্বভাব নহে। দুগ্ধ অচেতন, তাহাকে তুমি বিনা বাহ্যসাধনসাহায্যে দধি হইতে দেখিয়াছ। কুম্ভকার চেতন, তাহাকে তুমি বিনা সাধনে কার্য্য করিতে দেখ নাই, প্রত্যুত তাহাকে উপকরণ লইয়াই ঘটাদি-কার্য্য করিতে দেখিয়াছ। তবে তুমি কি দেখিয়া বা কি প্রকারে বলিলে, চেতন ব্রহ্ম একক জগৎকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন? কোনও একক চেতনকে ত বিনা উপকরণে কার্য্য করিতে দেখ নাই। [উত্তর] এ বিষয়ে আমরা বলি, আমরা

* চেতনমপি ব্রহ্ম অনপেক্ষ্যৈব বাহ্যং সাধনং দেবাদিদৃষ্টান্তেন স্বত এব জগৎ স্রক্ষ্যতীতি ন কশ্চিদ্দোষ ইতি সূত্রাক্ষরার্থঃ।

চেতন ব্রহ্ম একক বা অসহায় হইলেও দেবতাদির দৃষ্টান্তে বিনা সাধনে সৃষ্টি করিতে পারেন, সে বিষয়ে অত্যল্প দোষও উদ্ভাবিত করিতে পার না।

কথং ব্রহ্ম চেতনং সদসহায়ং প্রবর্ত্তেতেতি ? দেবাদিবদিতি ক্রমঃ। যথা হি লোকে দেবাঃ পিতর ঋষয় ইত্যেবমাদয়ো মহাপ্রভাবাশ্চেতনা অপি সন্তোঽনপেক্ষ্যৈব কিঞ্চিদ্বাহ্যং সাধনমৈশ্বর্য্যবিশেষযোগাদভিধ্যানমাত্রেণ স্বত এব বহূনি নানাসংস্থানানি শরীরাণি প্রাসাদাদীনি রথাদীনি চ নির্ম্মিমাণা উপলভ্যন্তে, মন্ত্রার্থবাদেতিহাসপুরাণ-প্রামাণ্যাৎ, তন্তুনাভশ্চ স্বত এব তন্তূন্ সৃজতি, বলাকা চান্তরেণৈব শুক্রং গর্ভং ধত্তে, পদ্মিনী চানপেক্ষ্য কিঞ্চিৎ প্রস্থানসাধনং সরোঽন্তরাৎ সরোঽন্তরং প্রতিষ্ঠতে, এবং চেতনমপি ব্রহ্মানপেক্ষ্য বাহ্যং সাধনং স্বত এব জগৎ স্রক্ষ্যতি। স যদি ব্রূয়াদ্, য এতে দেবাদয়ো ব্রহ্মণো দৃষ্টান্তা উপাত্তাঃ, তে দার্ষ্টান্তিকেন ব্রহ্মণা সমানস্বভাবা ন ভবন্তি। শরীরমেব হ্যচেতনং দেবাদীনাং শরীরান্তরাদিবিভূত্যুৎপাদেনোপাদানং, ন তু চেতন আত্মা। তন্তুনাভস্য চ ক্ষুদ্রতরজন্তুভক্ষণাল্লালা কঠিনতামাপদ্যমানা তন্তুর্ভবতি।

যদি তু চেতনত্বে সতীতি বিশেষণান্ন ক্ষীরাদিভির্ব্যভিচারঃ, দৃষ্টা হি কুলালাদয়ো বাহ্যমৃদাদ্যপেক্ষাশ্চেতনঞ্চ ব্রহ্মেতি। তত্রেদমুপতিষ্ঠতে—

দেবতাদিব দৃষ্টান্তে ঐ সিদ্ধান্ত করিতেছি। [যথা হি...প্রামাণ্যাৎ] দেবতা, পিতৃ, ঋষি ইহাঁরা যেমন মহাপ্রভাব ও চেতন, অথচ বিনা উপকরণে কেবলমাত্র স্বমহিমাবলে অভিধ্যান (সংকল্প) মাত্রে বহুবিধ শরীর, বিচিত্র অট্টালিকা ও রথাদি নির্ম্মাণ করেন, এ তত্ত্ব মন্ত্র, অর্থবাদ, ইতিহাস ও পুরাণাদির প্রামাণ্যে নিশ্চিত হয়, সেইরূপ, ব্রহ্মও বিনা সাধনে কেবল স্বমহিমাবলে জগৎসৃষ্টি করিয়া থাকেন। [তন্তু...স্রক্ষ্যতি] তন্তুনাভ (মাকড়শা) একাকীই সূত্র সৃষ্টি করে, বকীসকল বিনা রেতঃপাতে (সঙ্গমে) গর্ভধারণ করে, পদ্মিনী এক সরোবর হইতে অন্য সরোবরে গমন করে, অথচ গমনের উপকরণ গ্রহণ করে না। এতদ্দৃষ্টান্তে জানা যায়, চেতন ব্রহ্ম বিনা বহিঃসাধনেও জগৎসৃষ্টি করিতে পারেন। [স যদি... দিতি) বাদী যদি বলেন, প্রদর্শিত দেবাদি-দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিক ব্রহ্মের সহিত সমান নহে, অসমান ; কেন-না, দেবাদির শরীর আছে—তাঁহারা অচেতন—অচেতন দেহই তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য (ক্ষমতাদিবিশেষ) উৎপাদনের সহায়। তন্তুনাভসকল ক্ষুদ্র জীব ভক্ষণ করে, তাহাতে তাহাদের লালাস্রাব হয়, সেই লালা কাঠিন্য প্রাপ্ত হইয়া সূত্রাকার ধারণ করে। মেঘগর্জ্জন শ্রবণে বকীর গর্ভ হয়। পদ্মিনীও—বৃক্ষে লতার ন্যায় চেতন জীবকর্ত্তৃক সরোবর হইতে সরোবর প্রাপিত হয়। চেতন-

বলাকা চ স্তনয়িত্নুরবশ্রবণাদ্‌গর্ভং ধত্তে। পদ্মিনী চ চেতনপ্রযুক্তা সত্যচেতনেনৈব শরীরেণ সরোহন্তরাৎ সরোহন্তরমুপসর্পতি—বল্লীব বৃক্ষং, ন তু স্বয়মেবাচেতনা সরোহন্তরোপসর্পণে ব্যাপ্রিয়তে। তস্মান্নৈতে ব্রহ্মণো দৃষ্টান্তা ইতি।

তং প্রতি ব্রূয়াৎ, নায়ং দোষঃ। কুলালাদিদৃষ্টান্তবৈলক্ষণ্যমাত্রস্য বিবক্ষিতত্বাদিতি। যথা হি কুলালাদীনাং দেবাদীনাঞ্চ সমানে চেতনত্বে কুলালাদয়ঃ কার্য্যারম্ভে বাহ্যং সাধনমপেক্ষন্তে, ন দেবাদয়ঃ, তথা ব্রহ্ম চেতনমপি ন বাহ্যং সাধনমপেক্ষিষ্যত ইত্যেতাবদ্ বয়ং দেবাদ্যুদাহরণেন বিবক্ষামঃ। তস্মাৎ যথৈকস্য সামর্থ্যং দৃষ্টং, তথা সর্ব্বেষামেব ভবিতুমর্হতীতি নাস্ত্যেকান্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২। ১। ২৫ ॥

কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্ব-শব্দকোপো বা॥ ২। ১। ২৬॥ *

চেতনমেকমদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ক্ষীরাদিবদ্দেবাদিবচ্চানপেক্ষিতবাহ্য-

লোক্যতেঽনেনেতি লোকঃ শব্দ এব, তস্মিন্ ॥ ২। ১। ২৫ ॥

নন্বু ন ব্রহ্মণস্তত্ত্বতঃ পরিণামঃ, যেন কাৎস্ন্য-ভাগবিকল্পেনাক্ষিপ্যেত। অবিদ্যা-

সম্বন্ধ ব্যতীত অচেতন পদ্মিনী সরোবর হইতে প্রস্থান করিতে অসমর্থ। অতএব, ঐ সকল উদাহরণ ব্রহ্মের দৃষ্টান্ত হইতে পারে না।

বাদীর এই আপত্তির প্রত্যাপত্তি এই যে, ঐ সকল দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইলেও, বিষম দৃষ্টান্ত হইবে না। কেন না, কেবলমাত্র কুলালের সহিত দেবতার বৈলক্ষণ্য দেখানই উক্ত দৃষ্টান্তের অভিপ্রেত। (দৃষ্টান্ত সর্ব্বাংশে সমান হয় না, হইবার প্রয়োজনও নাই।' একাংশে সমান হইলেই তাহা দৃষ্টান্ত হইতে পারে। 'পদ্মের ন্যায় মুখ' বলিলে কি মুখ ও পদ্ম সর্ব্বাংশে সমান বুঝিবে ?)। যথাহি...প্রায়ঃ] কুলালও চেতন, দেবতাও চেতন, সে অংশে সমান হইলেও কুলাল বাহ্য সাধন সংগ্রহ ব্যতীত কার্য্য করিতে পারে না, কিন্তু দেবতা বিনা বাহ্যসাধনেও কার্য্য করিতে পারেন, এই অংশেই দৃষ্টান্ত। ব্রহ্ম চেতন হইলেও তাঁহার কার্য্যে বাহ্যসাধনের অপেক্ষা নাই, এইমাত্র দেবতাদি দৃষ্টান্তের বিবক্ষিত। ফলিতার্থ এই যে, একের যে সামর্থ্য দেখা যায়, সেই সামর্থ্য যে সকলেরই হইবেক বা থাকিবেক, এমন কোন নিয়ম নাই। (অধিকও হয়, অল্পও হয়) ॥ ২। ১। ২৬ ॥

চেতন ও দ্বিতীয়রহিত এক ব্রহ্মই দুগ্ধাদির ও দেবতাপ্রভৃতির দৃষ্টান্তে বিনা

* পুনঃ পূর্ব্বপক্ষসূত্রম্। চেতনং ব্রহ্ম জগৎকারণমিত্যস্মিন্ পক্ষে কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ—নিরবয়বত্বাৎ ব্রহ্মণঃ কৃৎস্নস্য সমুদায়স্য জগদ্রূপেণ পরিণামঃ প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ, তেন চ ব্রহ্মাভাবপ্রসঙ্গশ্চ স্যাৎ। পক্ষান্তরে নিরবয়বত্ববোধকশব্দানাং কোপো ব্যাকুলতেতি সূত্রার্থঃ।

সাধনং স্বয়ং পরিণমমানং জগতঃ কারণমিতি স্থিতম্, শাস্ত্রার্থপরিশুদ্ধয়ে তু পুনরাক্ষিপতি—কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ কৃৎস্নস্যাস্য ব্রহ্মণঃ কার্য্যরূপেণ পরিণামঃ প্রাপ্নোতি, নিরবয়বত্বাৎ। যদি ব্রহ্ম পৃথিব্যাদিবৎ সাবয়বমভবিষ্যৎ,ততোঽস্যৈকদেশঃ পর্য্যণংস্যত, একদেশশ্চাবাস্থাস্যত। নিরবয়বন্তু ব্রহ্ম শ্রুতিভ্যোঽবগম্যতে—

"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।

দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ॥"

"ইদং মহদ্ভূতমনন্তমপারম্" "বিজ্ঞানঘন এব", "স এষ নেতি নেত্যাত্মা" "অস্থূলমনণু" ইত্যাদ্যাভ্যঃ সর্ব্ববিশেষপ্রতিষেধয়িত্রীভ্যঃ।

ততশ্চৈকদেশপরিণামাসম্ভবাৎ কৃৎস্নপরিণামপ্রসক্তৌ সত্যাং

কল্পিতেন তু নামরূপলক্ষণেন রূপভেদেন ব্যাকৃতাব্যাকৃতাত্মনা তত্ত্বান্যত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয়েন পরিণামাদিব্যবহারাস্পদত্বং ব্রহ্ম প্রতিপদ্যতে। ন চ কল্পিতং রূপং বস্তু স্পৃশতি। ন হি চন্দ্রমসি তৈমিরিকস্য দ্বিত্বকল্পনা চন্দ্রমসো দ্বিত্বমাবহতি। তদনুপপত্ত্যা বা চন্দ্রমসোঽনুপপত্তিঃ। তস্মাদবাস্তবপরিণামকল্পনানুপপদ্যমানাপি

বাহ্য সাধনে জগদাকারে ভাসমান বা পরিণত হন। এই সিদ্ধান্ত অকাট্য হইলেও পুনর্ব্বার শাস্ত্রার্থ সংশোধনের নিমিত্ত পূর্ব্বপক্ষ উদ্ভাবিত হইতেছে। যেহেতু ব্রহ্ম নিরবয়ব, সেই হেতু পাওয়া যায়, সম্পূর্ণ ব্রহ্মই কার্য্যরূপে অর্থাৎ জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন। [যদি...ত্রীভ্যঃ] ব্রহ্ম যদি পৃথিব্যাদির ন্যায় সাবয়ব হইতেন, তাহা হইলে বুঝা যাইত, ব্রহ্মের একাংশে জগৎ হইয়াছে ; অবশিষ্টাংশ অবিকৃত আছে। ব্রহ্ম যে সাবয়ব নহেন, নিরবয়ব, তাহা শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায়। শ্রুতি যথা—"ব্রহ্ম নিষ্কল অর্থাৎ নিরবয়ব, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, অনিন্দনীয় ও নিরঞ্জন অর্থাৎ নির্লেপ।" "সেই দিব্য পুরুষ (পূর্ণ আত্মা) অমূর্ত্ত (মূর্ত্তিরহিত বা নিরবয়ব), জন্মাদিবর্জ্জিত এবং তিনিই বাহিরে ও অন্তরে পরিপূর্ণ বা বিদ্যমান।" "এই মহদ্ভূত অনন্ত, অপার, কেবল বিজ্ঞান।" "সেই ইনি ইহা নহেন, তাহা নহেন। তিনি অস্তি (সৎ) এতদ্রূপে জ্ঞেয়।" "আত্মা স্থূল নহে, সূক্ষ্মও নহে" ইত্যাদি।

[ততশ্চ..,ক্ষিপতি] যেহেতু ব্রহ্মের অংশ নাই, সেই-হেতু আংশিক পরিণামও

ব্রহ্ম জগৎকারণ, জগতের উপাদান, এ সিদ্ধান্তে কৃৎস্নপ্রসক্তিদোষ অর্থাৎ নিরবয়বত্বহেতু ব্রহ্মের সর্ব্বাংশে জগৎ হওয়ার যে দোষ, সেই দোষ হয়। সে দোষ খণ্ডনার্থ সাবয়ব বলিলে নিরবয়বত্ববোধক শব্দের আনর্থক্য ও ব্রহ্মের অনিত্যতা এই দুই দোষ হইবে।

মূলোচ্ছেদঃ প্রসজ্যেত। দ্রষ্টব্যত্বোপদেশানর্থক্যঞ্চাপন্নম্, অযত্নদৃষ্টত্বাৎ কার্য্যস্য, তদ্ব্যতিরিক্তস্য চ ব্রহ্মণোঽভাবাৎ। অজত্বাদিশব্দব্যাকোপশ্চ। অথৈতদ্দোষপরিজিহীর্ষয়া সাবয়বমেব ব্রহ্মাভ্যুপগম্যেত, তথাপি যে নিরবয়বত্বস্য প্রতিপাদকাঃ শব্দা উদাহৃতাঃ, তে প্রকুপ্যেয়ুঃ। সাবয়বত্বে চানিত্যত্বপ্রসঙ্গ ইতি সর্ব্বথায়ং পক্ষো ন ঘটয়িতুং শক্যত ইত্যাক্ষিপতি ॥ ২। ১। ২৬ ॥

শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥ ২। ১। ২৭ ॥ *

তু-শব্দেনাক্ষেপং পরিহরতি। ন খল্বস্মৎপক্ষে কশ্চিদপি দোষোঽস্তি। ন তাবৎ কৃৎস্নপ্রসক্তিরস্তি। কুতঃ ? শ্রুতেঃ। যথৈব

ন পরমার্থসতো ব্রহ্মণোঽনুপপত্তিমাবহতি। তস্মাৎ পূর্ব্বপক্ষাভাবাদনারভ্যমিদমধিকরণমিত্যত আহ "চেতনমেকং" ইতি ॥ ২১।২৬ ॥ °

যদ্যপি শ্রুতিশতাদৈকান্তিকাদ্বৈতপ্রতিপাদনপরাৎ পরিণামো বস্তুতো নিষিদ্ধঃ,

অসম্ভব। কাযেই মানিতে হইবে, ব্রহ্মই জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন। কিন্তু সমুদায় পরিণাম স্বীকার করিলে মূল থাকে না। (মূল=ব্রহ্ম। ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব নষ্ট হইয়া জগৎ হইয়াছে, ইহাই পাওয়া যায়। যদি মূল না থাকিল অর্থাৎ ব্রহ্ম না থাকিল, তবে "তাঁহাকে দেখিবেক, জানিবেক" এ সকল উপদেশও ব্যর্থ হয়। কেন-না, কার্য্যমাত্রই অযত্নদৃশ্য, অর্থাৎ জগৎ দর্শনের জন্য যত্নের প্রয়োজন হয় না। আবার ইহাও প্রতীত হয়, তদতিরিক্ত ব্রহ্ম নাই। (জগৎ-ই ব্রহ্ম)। ব্রহ্মের ঐরূপ পারিণামিক জন্মবিনাশ স্বীকার পক্ষে 'অজর' 'অমর' এ সকল শব্দের ব্যাকোপ (অর্থ-ব্যাঘাত) হইবেক। যদি এই সকল দোষেয় পরিহারার্থ ব্রহ্মকে সাবয়ব বল, তাহা হইলে নিরবয়বত্বপ্রতিপাদক শব্দের অর্থহানি হইবেক। অপিচ, সাবয়ব-পক্ষে ব্রহ্মের নশ্বরতা আপত্তি হইবেক। কোন প্রকারেই সাবয়বত্বপক্ষ সমর্থন করিতে পারিবে না ॥ ২। ১। ২৬ ॥

পূর্ব্বপক্ষ নিরাসের জন্য সূত্রে তু-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, আমাদের (বেদান্তবাদীর) পক্ষে উল্লিখিত দোষের কোনও দোষ হয় না। কৃৎস্নপ্রসক্তি দোষ ত হয়েই না। অবয়ব না থাকায় সমুদয় ব্রহ্মই জগদাকারে

* তু-শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষপরিহারার্থঃ। কৃৎস্নপ্রসক্তিরিতি পূর্ব্বপক্ষো ন ভবতীত্যর্থঃ। কুতঃ ? শ্রুতেঃ। বিকারব্যতিরেকেণ হি ব্রহ্মণোঽবস্থানং শ্রূয়ত ইতি যাবৎ। শব্দমূলত্বাৎ শব্দপ্রমাণকত্বাচ্চ-ব্রহ্মণঃ কৃৎস্নপ্রসক্তিদোষাভাবঃ। শব্দো হি উভয়মপি ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদয়তি অকৃৎস্নপ্রসক্তিং নিরবয়বতাঞ্চেতি সূত্রার্থঃ।

ঐ পূর্ব্বপক্ষ হইতেই পারে না। কেন-না, শ্রুতি ব্রহ্ম হইতে জগদুৎপত্তি ও জগদ্ব্যতিরেকে ব্রহ্মের অবস্থান বলিয়াছেন। আরও দেখ, ব্রহ্ম শব্দপ্রমাণের প্রমেয়। তদনুসারে শব্দানুরূপ প্রতিপত্তিই হইবে। শব্দ বলিয়াছেন, বুঝাইয়া দিয়াছেন, ব্রহ্মের একাংশে জগৎ অথচ ব্রহ্ম নিরবয়ব।

হি ব্রহ্মণো জগদুৎপত্তিঃ শ্রূয়তে, এবং বিকারব্যতিরেকেণাপি ব্রহ্মণোঽবস্থানং শ্রূয়তে। প্রকৃতিবিকারয়োর্ভেদেন ব্যপদেশাৎ। "সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" ইতি,

"তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ।

পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।" ইতি চৈবঞ্জাতীয়কাৎ। তথা হৃদয়ায়তনত্ববচনাৎ, সৎসম্পত্তিবচনাচ্চ। যদি চ কৃৎস্নং ব্রহ্ম কার্য্যভাবেনোপযুক্তং স্যাৎ "সতা সোম্য, তদা সম্পন্নো ভবতি" ইতি সুষুপ্তিগতং বিশেষণমনুপপন্নং স্যাৎ, বিকৃতেন ব্রহ্মণা নিত্যং সম্পন্নত্বাৎ, অবিকৃতস্য চ ব্রহ্মণোঽভাবাৎ। তথেন্দ্রিয়গোচরত্বপ্রতিষেধাৎ ব্রহ্মণঃ, বিকারস্য চেন্দ্রিয়গোচরত্বোপপত্তেঃ। তস্মাদস্ত্যবিকৃতং ব্রহ্ম। ন চ নির-

তথাপি ক্ষীরাদিদেবতাদিদৃষ্টান্তেন পুনস্তদ্বাস্তবত্বপ্রসঙ্গং পূর্ব্বপক্ষোপপত্ত্যা সর্ব্বথায়ং পক্ষো ন ঘটয়িতুং শক্যত ইত্যপবাদ্য—"শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ। আত্মনি চৈবং

পরিণত হইয়াছে, সুতরাং এক্ষণে জগৎ-ই আছে, ব্রহ্ম নাই, এ দোষ বা এ আপত্তিও অস্মৎপক্ষে স্থানপ্রাপ্ত হয় না। কেন-না শ্রুতি ব্রহ্ম হইতে জগদুৎপত্তি এবং জগদ্ব্যতিরেকে তাঁহার অবস্থান উভয়ই বলিয়াছেন। শ্রুতি প্রকৃতিকে ও বিকৃতিকে পৃথক্‌রূপে উল্লেখ ও ব্রহ্মের একাংশে জগতের অবস্থান উপদেশ করাতেই উক্ত উভয় কথা বলা হইয়াছে। যথা—"সেই এই দেবতা আলোচনা করিলেন, এই তিন দেবাত্মক আমি জীবাত্মরূপে এতদন্তপ্রবিষ্ট হইয়া নামরূপের বিকাশ করিব।" "যাহা বলা হইল—সমস্তই ব্রহ্মপুরুষের মহিমা, পরন্তু ব্রহ্মপুরুষ ঐ সমুদয় হইতে জ্যেষ্ঠ বা অধিক। এই সমস্ত ভূত তাঁহার এক পাদ, অপর তিন পাদ মুক্ত ও স্বর্গে অবস্থিত।" "তাঁহার স্থান হৃদয় (বুদ্ধি) এবং তিনি সৎসম্পন্ন হন", এ কথাতেও অবিকৃত ব্রহ্মের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। অবিকৃত ব্রহ্ম না থাকিলে সুষুপ্তিকালের "হে সোম্য, জীব যখন সৎসম্পন্ন (ব্রহ্মপ্রাপ্ত) হয়" এ বিশেষণ নিরর্থক হয়; কারণ, বিকৃত ব্রহ্মের প্রাপ্তি নিত্য, আগন্তুক বা নৈমিত্তিক নহে, অর্থাৎ সুষুপ্তিরূপ নিমিত্তের দ্বারা নহে। অবিকৃত ব্রহ্ম না থাকাতেই উহা স্বীকার্য্য। আরও দেখ, বিকার বা জগৎ ইন্দ্রিয়গম্য, কিন্তু শ্রুতি বলেন, ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়ের অগোচর। এ সকল কারণে স্বীকার করিতে হইবেক যে, অবিকৃত ব্রহ্ম নিশ্চয়ই আছেন। [ন চ...তাঞ্চ] শ্রুতিবোধ্য নিরবয়বত্বের স্বীকার থাকাতে নিরবয়বত্বপ্রতিপাদক শব্দের অর্থহানি হয় না। ব্রহ্ম শব্দমূলক অর্থাৎ শব্দপ্রমাণক।

বয়বত্বশব্দব্যাকোপোঽস্তি, শ্রূয়মাণত্বাদেব নিরবয়বত্বস্যাপ্যভ্যুপগম্যমানত্বাৎ। শব্দমূলঞ্চ ব্রহ্ম শব্দপ্রমাণকং নেন্দ্রিয়াদিপ্রমাণকং, তদ্‌যথাশব্দমভ্যুপগন্তব্যম্। শব্দশ্চোভয়মপি ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদয়ত্যকৃৎস্নপ্রসক্তিং নিরবয়বতাঞ্চ। লৌকিকানামপি মণিমন্ত্রৌষধিপ্রভৃতীনাং দেশকালনিমিত্তবৈচিত্র্যবশাচ্ছক্তয়ো বিরুদ্ধানেককার্য্যবিষয়া দৃশ্যন্তে, তা অপি তাবন্নোপদেশমন্তরেণ কেবলেন তর্কেণাবগন্তুং শক্যন্তে—অস্য বস্তুন এতাবত্য এতৎসহায়া এতদ্বিষয়া এতৎপ্রয়োজনাশ্চ শক্তয় ইতি, কিমুতাচিন্ত্যপ্রভাবস্য ব্রহ্মণো-রূপং বিনা শব্দেন নিরূপ্যেত। তথাহুঃ পৌরাণিকাঃ—

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥" ইতি।

তস্মাচ্ছব্দমূল এবাতীন্দ্রিয়ার্থযাথাত্ম্যাধিগমঃ।

বিচিত্রাশ্চ হি" ইতি সূত্রাভ্যাং বিবর্ত্তদৃঢ়ীকরণেনৈকান্তিকাদ্বয়লক্ষণঃ শ্রুত্যর্থঃ পরিশোধ্যত ইত্যর্থঃ। "তস্মাদস্ত্যবিকৃতং ব্রহ্ম" তত্ত্বতঃ।

প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণক নহেন। (প্রত্যক্ষের, অনুমানের ও উপমানের দ্বারা ব্রহ্ম-জ্ঞান হয় না, কেবলমাত্র শব্দের দ্বারাই হয়। সেই কারণে ব্রহ্মের স্বরূপ যথাশব্দ অর্থাৎ শব্দানুরূপ, (শব্দ অর্থাৎ শ্রুতি।) শ্রুতি ব্রহ্মের নিরবয়বতা ও একাংশে জগতের অবস্থান প্রতিপন্ন করিয়াছেন। [লৌকিকানা...নিরূপ্যেত] লোক-মধ্যেও দেখা যায়, মণি, মন্ত্র ও ঔষধ প্রভৃতির শক্তি বিবিধ দেশকালাদিনিমিত্ত-বশতঃ বিচিত্র ও বহু বিরুদ্ধ কার্য্য উৎপাদন করিয়া থাকে। সে সকল শক্তি-তত্ত্বও উপদেশ ব্যতীত কেবল তর্কের সাহায্যে জানা যায় না। অমুক বস্তুর এই শক্তি, অমুকসহায়, অমুক বিষয়, অমুক প্রয়োজন, এ সকল যখন বিনা উপদেশে কেবল তর্কেজানা যায় না, তখন অচিন্ত্যশক্তি ব্রহ্মের স্বরূপ যে, বিনা শব্দে জানা যাইবে না, ইহা বলাই বাহুল্য। (যখন প্রত্যক্ষদৃষ্ট পদার্থেরই শক্তি অচিন্ত্য, তখন শব্দ-বোধ্য বা শাস্ত্রগম্য অচিন্ত্যপ্রভাব ব্রহ্মের স্বরূপ যে, অচিন্ত্য—তর্কের অবিষয়, তাহা বলাই বাহুল্য। ফলিতার্থ এই যে, ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণলভ্য নিরবয়বত্ব ও দ্বিধাভাব তর্কের দ্বারা বাধনীয় নহে)। [তথাহুঃ...গমঃ] এ কথা পৌরাণিকগণ বলিয়াছেন। যথা—"যে বস্তু অচিন্ত্য—চিন্তার অগোচর, সে বস্তুকে তর্কারূঢ় করিবে না। যাহা প্রকৃতিরও পরে, তাহাই অচিন্ত্য।" (প্রকৃতি=প্রত্যক্ষদৃষ্ট পদার্থের স্বভাব। পর=তদ্ভিলক্ষণ অর্থাৎ কেবল উপদেশের গোচর। লক্ষণ=স্বরূপ)। এইজন্যই বলিতেছি, অতীন্দ্রিয় বস্তুর স্বরূপাববোধ শব্দমূলক, কিন্তু প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণমূলক নহে।

নন্থ শব্দেনাপি ন শক্যতে বিরুদ্ধোঽর্থঃ প্রত্যায়য়িতুং, নিরবয়বঞ্চ ব্রহ্ম পরিণমতে,—ন চ কৃৎস্নমিতি। যদি নিরবয়বং ব্রহ্ম স্যাৎ, নৈব পরিণমেত, কৃৎস্নমেব বা পরিণমেত। অথ কেনচিৎ রূপেণ পরিণমেত, কেনচিৎ রূপেণাবতিষ্ঠেতেতি, রূপভেদকল্পনাৎ সাবয়বমেব প্রসজ্যেত। ক্রিয়াবিষয়ে হি "অতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্লাতি নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্লাতি" ইত্যেবঞ্জাতীয়কায়াং বিরোধপ্রতীতাবপি বিকল্পাশ্রয়ণং বিরোধপরিহারকারণং ভবতি, পুরুষতন্ত্রত্বাদনুষ্ঠানস্য। ইহ তু বিকল্পাশ্রয়ণেনাপি ন বিরোধপরিহারঃ সম্ভবতি, অ-পুরুষতন্ত্রত্বাদ্বস্তুনঃ। তস্মাদ্দুর্ঘটমেতদিতি।

নৈষ দোষঃ। অবিদ্যাকল্পিতরূপভেদাভ্যুপগমাৎ। ন হ্যবিদ্যাকল্পিতেন রূপভেদেন সাবয়বং বস্তু সম্পদ্যতে। ন হি

"নন্থ শব্দেনাপি" ইতি চোদ্যমবিদ্যাকল্পিতত্বোদ্ঘাটনায়। ন হি নিরবয়বত্ব-সাবয়বত্বাভ্যাং বিধান্তরমস্ত্যেকনিষেধস্যেতরবিধাননান্তরীয়কত্বাৎ। তেন প্রকা-

[নন্থ...ভ্যুপগম্যৎ] যদি বল, শব্দও (শাস্ত্রও) কখনই বিরুদ্ধ অর্থ বুঝাইতে পারে না,—ব্রহ্ম নিরবয়ব, অথচ তাঁহার একাংশে পরিণাম হয়—এ অর্থ বিরুদ্ধ, কারণ, ব্রহ্ম যদি নিরবয়বই হন, তাহা হইলে বলিতেই হইবে, তাহার পরিণাম হয় না। যদি হয়, ত সমস্তই হয়। এক আকারে পরিণত হন, আর অন্য আকারে স্বরূপে অবস্থান করেন, এরূপ বলিলে স্বরূপের ভেদ ও সাবয়বত্ব অঙ্গীকার করিতে হইবে। বিকল্প আশ্রয় করিলে ক্রিয়াবিষয়ক বিরোধের পরিহার হইতে পারে; কিন্তু বস্তুবিরোধের পরিহার হইতে পারে না। "অতিরাত্র যাগে ষোড়শি-পাত্র লইবেক, অতিরাত্র যাগে ষোড়শি-পাত্র লইবেক না" এই বিরুদ্ধ বাক্যের বিরোধ পরিহারার্থ বিকল্প গৃহীত হয়। কারণ, বিকল্পব্যবস্থাই তদ্বিধ স্থলে বিরোধ পরিহারের উপায়। গ্রহণ করা ও না করা উভয়ই কর্তৃপুরুষের অধীন। কর্তা ইচ্ছা করিলে ষোড়শিপাত্র গ্রহণ করিতেও পারেন, ত্যাগ করিতেও পারেন, সুতরাং তদনুযায়ী বিকল্প ব্যবস্থাও হইতে পারে। কিন্তু বস্তুবিজ্ঞানস্থলে বিকল্পব্যবস্থা হইতেই পারে না। (জ্ঞানকর্তা কি ইচ্ছাপূর্ব্বক অশ্বকে মহিষ বলিয়া জ্ঞান করিতে পারে? তাহা কখনই পারে না)। সেই জন্যই বলিতেছি, বিরুদ্ধপ্রতীতি স্থলে শব্দের প্রামাণ্য অত্যন্ত দুর্ঘট।

এ বিষয়ে আমরা বলি, দুর্ঘটত্ব দোষ হয় না। কারণ, আমরা কল্পিত ভেদেরই স্বীকার করিয়া থাকি। পারমার্থিক ভেদ স্বীকার করি না। (কল্পিত ভেদ দোষাবহ নহে)। [ন হি...কুর্য্যতি] অনেক লোকে যে, নেত্র গত তিমিরদোষে

তিমিরোপহতনয়নেনানেক ইব চন্দ্রমা দৃশ্যমানোঽনেক এব ভবতি। অবিদ্যাকল্পিতেন চ নামরূপলক্ষণেন রূপভেদেন ব্যাকৃতাব্যাকৃতাত্মকেন তত্ত্বান্যত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয়েন ব্রহ্ম পরিণামাদি-সর্ব্বব্যবহারাস্পদত্বং প্রতিপদ্যতে, পারমার্থিকেন চ রূপেণ সর্ব্বব্যবহারাতীতমপরিণতমবতিষ্ঠতে। বাচারম্ভণমাত্রত্বাচ্চাবিদ্যাকল্পিতস্য নামরূপভেদস্য ন নিরবয়বত্বং ব্রহ্মণঃ কুপ্যতি। ন চেয়ং পরিণামশ্রুতিঃ পরিণামপ্রতিপাদনার্থা, তৎপ্রতিপত্তৌ ফলানবগমাৎ। সর্ব্বব্যবহারহীনব্রহ্মাত্মভাবপ্রতিপাদনার্থা ত্বেষা, তৎপ্রতিপত্তৌ ফলাবগমাৎ। 'স এষ নেতি নেত্যাত্মা' ইত্যুপক্রম্যাহ "অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি" ইতি। তস্মাদস্মৎপক্ষে ন কশ্চিদপি দোষপ্রসঙ্গোঽস্তি ॥ ২। ১। ২৭ ॥

রান্তরাভাবান্নিরবয়বত্বসাবয়বত্বয়োশ্চ প্রকারয়োরনুপপত্তেঃ গ্রাবপ্লবণাদ্যর্থবাদবদপ্রমাণং শব্দঃ স্যাদিতি চোদ্যার্থঃ। পরিহারঃ সুগমঃ ॥ ২। ১। ২৭ ॥ ১

দ্বিচন্দ্র ত্রিচন্দ্র দেখে, তাই বলিয়া চন্দ্র কি দ্বিতীয় তৃতীয় হন? নামরূপমূলক রূপভেদ মিথ্যাজ্ঞানকল্পিত এবং তাহা ব্যাকৃত অব্যাকৃত উভয়াত্মক। সত্য মিথ্যা কোনও এক নির্দ্দিষ্টরূপে নিরূপণীয় নহে। তদ্রূপ তুচ্ছ ও অনির্ব্বাচ্য কল্পিত ভেদের দ্বারা ব্রহ্ম পরিণামী ও সর্ব্বব্যবহারের আস্পদ হইতেছে সত্য; কিন্তু পারমার্থিকরূপে তিনি সর্ব্বব্যবহারের অতীত ও অপরিণতই আছেন। কল্পিত নামরূপাদি যখন মিথ্যা, কেবল কথা মাত্র, তখন কি জন্য তাঁহার নিরবয়বত্ব-বোধক শব্দের ব্যাকোপ (ব্যাঘাত) হইবেক? [ন চেয়ং...প্রসঙ্গোঽস্তি] যেহেতু পরিণামজ্ঞান নিষ্ফল, পরিণামজ্ঞানের ফল নাই, সেই-হেতু পরিণামশ্রুতি পরিণাম-তাৎপর্য্যে অভিহিত নহে। সর্ব্বব্যবহার-পরিহীন ব্রহ্মাত্মভাব প্রতিপন্ন করাই সে সকল শ্রুতির অভিপ্রেত। কেন-না, তাদৃশ ব্রহ্মাত্মতা জ্ঞানের অক্ষয়-ফল (মোক্ষ) শ্রুত আছে। শ্রুতি "আত্মা ইহা নহে, তাহা নহে" ইত্যাদি প্রকার নিষেধের পর নিষেধ্য সীমা প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিয়াছেন" "হে জনক, তুমি এখন অভয় পদ পাইলে।" অতএব, আমাদের, পক্ষে (বেদান্তবাদীর পক্ষে) কোনও দোষ হয় না ॥ ২। ১। ২৭ ॥

আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥ ২ । ১ । ২৮ ॥ *

অপি চ, নৈবাত্র বিবদিতব্যং,—কথমেকস্মিন্ ব্রহ্মণি স্বরূপানুপমর্দ্দেনৈবানেকাকারা সৃষ্টিঃ স্যাদিতি, যতঃ আত্মন্যপি একস্মিন্ স্বপ্নদৃশি স্বরূপানুপমর্দ্দেনৈবানেকাকারা সৃষ্টিঃ পঠ্যতে—"ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্ত্যথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে" ইত্যাদিনা। লোকেঽপি দেবাদিষু মায়াব্যাদিষু চ স্বরূপানুপমর্দ্দেনৈব বিচিত্রা হস্ত্যশ্বাদিসৃষ্টয়ো দৃশ্যন্তে, তথৈকস্মিন্নপি ব্রহ্মণি স্বরূপানুপমর্দ্দেনৈবানেকাকারা সৃষ্টির্ভবিষ্যতীতি ॥ ২ । ১ । ২৮ ॥

স্বপক্ষদোষাচ্চ ॥ ২ । ১ । ২৯ ॥ *

পরেষামপ্যেষ সমানঃ স্বপক্ষদোষঃ। প্রধানবাদিনোঽপি হি—

অনেন স্ফুটিতো মায়াবাদঃ। স্বপ্নদৃগাত্মা হি মনস্যেব স্বরূপানুপমর্দ্দেন রথাদীন্ সৃজতি ॥ ২ । ১ । ২৮ ॥

ব্রহ্ম এক, অসহায়, তাঁহাতে অনেকাকার সৃষ্টি হয়, অথচ তাঁহার স্বরূপ বিনষ্ট হয় না, ইহা কেন হয় ? কি প্রকারে হয় ? ইহা লইয়া বিবাদ করিও না। স্বপ্নদ্রষ্টা আত্মা এক, স্বপ্নকালে তাঁহাতেও অনেকাকার সৃষ্টি হয়, অথচ আত্মার স্বরূপ অপ্রচ্যুতই থাকে। স্বাপ্নিক বিচিত্র সৃষ্টি শ্রুতিতেও পঠিত হইয়াছে। যথা—"সেখানে (স্বপ্নস্থানে) রথ নাই, রথবাহী অশ্বও নাই, পথও নাই। স্বপ্নদ্রষ্টাই রথ, অশ্ব ও পথ সৃজন করেন" ইত্যাদি। লোকমধ্যেও দেবতা ঐন্দ্রজালিক (বাজীকর) প্রভৃতিতে দেখা যায় যে, তাঁহাদের স্বরূপের উপমর্দ্দন (বিনাশ) হয় না, অথচ হস্তীপ্রভৃতির সৃষ্টি হইয়া থাকে। (মায়াবীরা মায়ার দ্বারা আপনাতে হস্ত্যাদির সৃষ্টি করেন, অথচ তাঁহারা যেমন তেমনই থাকেন)। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি; অদ্বয় ব্রহ্মেও বিবিধাকার সৃষ্টি হয়, অথচ ব্রহ্মের স্বরূপ যেমন তেমনই থাকে ॥ ২ । ১ । ২৮ ॥

প্রোক্ত স্বপক্ষ-দোষ সাংখ্যবাদীর সহিত সমান। প্রধানবাদীরাও নিরবয়ব,

---

* আত্মনি চ আত্মন্যপি একস্মিন্ বিচিত্রা অনেকাকারা সৃষ্টির্দৃশ্যতে পঠ্যতে চ শ্রুতৌ।

স্বরূপের হান হয় না, অথচ ব্রহ্মে অনেকাকার সৃষ্টি হয়, এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত আছে। আত্মা এক, স্বপ্নকালে তাহার স্বরূপ যথাযথ থাকে, অথচ তাহাতে বিচিত্র সৃষ্টি (স্বাপ্নিক সৃষ্টি) হইতে দেখা যায় এবং তাহা শ্রুতিতেও কথিত আছে।

* সাংখ্যপক্ষেঽপি কৃৎস্নপ্রসক্ত্যাদি দোষোঽস্তি, তস্মাৎ সাংখ্যৈস্তে দোষা অস্মাসু নোদ্ভাবনীয়া ইতি সূত্রার্থঃ।

বাদী যে সকল দোষ উদ্ভাবন করিয়াছেন, সে সকল দোষ তাঁহার নিজ পক্ষেও আছে। যাহা নিজ পক্ষে থাকে, তাহা পরপক্ষে প্রসঞ্জিত করা অন্যায্য।

নিরবয়বমপরিচ্ছিন্নং শব্দাদিহীনং প্রধানং সাবয়বস্য পরিচ্ছিন্নস্য শব্দাদিমতঃ কার্য্যস্য কারণমিতি স্বপক্ষঃ, তত্রাপি কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বাৎ প্রধানস্য প্রাপ্নোতি, নিরবয়বত্বাভ্যুপগমকোপো বা। ননু নৈব তৈর্নিরবয়বং প্রধানমভ্যুপগম্যতে, সত্ত্বরজস্তমাংসি হি ত্রয়ো গুণাঃ, তেষাং সাম্যাবস্থা প্রধানং, তৈরেবাবয়বৈস্তৎ সাবয়বমিতি। নৈবঞ্জাতীয়কেন সাবয়বত্বেন প্রকৃতো দোষঃ পরিহর্ত্তুং পার্য্যতে, যতঃ সত্ত্বরজস্তমসামপ্যেকৈকস্য সমানং নিরবয়বত্বং, একৈককমেব চেতরদ্বয়ানুগৃহীতং সজাতীয়স্য প্রপঞ্চস্যোপাদানমিতি সমানত্বাৎ স্বপক্ষদোষপ্রসঙ্গস্য। তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ সাবয়বত্বমেবেতি চেৎ, এবমপ্যনিত্যত্বাদিদোষপ্রসঙ্গঃ। অথ শক্তয় এব কার্য্যবৈচিত্র্যসূচিতা অবয়বা ইত্যভিপ্রায়ঃ, তাস্ত ব্রহ্মবাদিনোঽপ্যবিশিষ্টাঃ। তথা, অণুবাদিনোঽপ্যণুরণ্বন্তরেণ সংযুজ্যমানো নিরবয়বত্বাদ্ যদি কার্ৎস্ন্যেন সংযুজ্যেত,

চোদয়তি।—"ননু নৈব" ইতি। পরিহরতি।—"নৈবঞ্জাতীয়কেন" ইতি। যদ্যপি সমুদায়ঃ সাবয়বস্তথাপি প্রত্যেকং সত্ত্বাদয়ো নিরবয়বাঃ। ন হ্যস্তি সম্ভবঃ সত্ত্বমাত্রং পরিণমতে, ন রজস্তমসী ইতি। সর্ব্বেষাং সত্ত্বপরিণামাভ্যুপগমাৎ। প্রত্যেকং চানবয়বানাং কৃৎস্নপরিণামে মূলোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। একদেশপরিণামে বা সাবয়বত্বমনিষ্টং প্রসজ্যেত। "তথাণুবাদিনোঽপি" ইতি। বৈশেষিকাণাং হ্যণুভ্যাং সংযুজ্য দ্ব্যণুকমেকমারভ্যতে, তৈস্ত্রিভির্দ্ব্যণুকৈস্ত্র্যণুকমেকমারভ্যত ইতি প্রক্রিয়া। তত্র দ্বয়োরণ্বোরনবয়বয়োঃ সংযোগস্তাবৎ ব্যাপ্নুয়াৎ, ব্যাপ্নুবন্ বা তত্র ন বর্ত্তেত। ন হ্যস্তি সম্ভবঃ স এব তদানীং তত্র বর্ত্ততে ন বর্ত্ততে চেতি। তথা চোপর্য্যধঃ-

অপরিচ্ছিন্ন (সর্ব্বব্যাপী) ও শব্দাদিহীন প্রধানকে সাবয়ব, পরিচ্ছিন্ন ও শব্দাদিযুক্ত জগৎকার্য্যের কারণ বলেন, তাহাই তাঁহাদের পক্ষ, সে পক্ষেও নিরবয়বত্বনিবন্ধন কৃৎস্নপ্রসক্তি, পক্ষান্তরে প্রধানের সাবয়বত্ব ও নিরবয়বত্ব প্রতিপাদক শব্দের ব্যর্থতা সম্ভাবিত হয়। [ননু…প্রসঙ্গস্য] যদি বল, সাংখ্য প্রধানকে নিরবয়ব বলেন না, সাংখ্য সত্ত্ব রজঃ তমঃ, এই তিন গুণের সমান অবস্থাকে প্রধান বলেন, সেই সকল গুণই অবয়ব, সুতরাং প্রধান সাবয়ব। এ বিষয়ে আমরা বলি, ঐরূপ সাবয়বত্বের দ্বারা প্রদর্শিত দোষের পরিহার হয় না। যেহেতু, তাঁহাদের মতে সত্ত্ব রজঃ তমঃ, ইহারা প্রত্যেকেই সমান ভাবে নিরবয়ব এবং অন্য গুণদ্বয়ের সাহিত্যে সজাতীয় প্রপঞ্চের (বিস্তারের) উপাদান (কারণ) হয়। [তর্কা…দোষঃ] তর্ক প্রতিষ্ঠিত নহে, তর্কের দ্বারা তত্ত্বনির্ণয় হয় না, ইহা ভাবিয়া তর্ক পরিত্যাগপূর্ব্বক শাস্ত্রীয় সাবয়বত্ব গ্রহণ করিলেও অনিত্যত্বদোষাদি সংঘটিত হইবেক। যদি কার্য্যের বিচিত্রতা (অনেকাকারতা) দেখিয়া সত্ত্বাদিনিষ্ঠ শক্তিপুঞ্জের অনুমান কর, করিয়া তদনুরূপ সাবয়বত্ব অঙ্গীকার কর,

ততঃ প্রথিমানুপপত্তেরণুমাত্রত্বপ্রসঙ্গঃ। অথৈকদেশেন সংযুজ্যেত, তথাপি নিরবয়বত্বাভ্যুপগমকোপ ইতি স্বপক্ষেঽপি সমান এষ দোষঃ। সমানত্বাচ্চ নান্যতরস্মিন্নেব পক্ষ উপক্ষেপ্তব্যো ভবতি। পরিহৃতস্তু ব্রহ্মবাদিনা স্বপক্ষদোষঃ ॥২।১।২৯॥

সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ ॥ ২। ১। ৩০ ॥ *

একস্যাপি ব্রহ্মণো বিচিত্রশক্তিযোগাদুপপদ্যতে বিচিত্রো বিকারপ্রপঞ্চ ইত্যুক্তম্। তৎ পুনঃ কথমুপগম্যতে বিচিত্রশক্তিযুক্তং পরং ব্রহ্মেতি, তদুচ্যতে—সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ। সর্ব্বশক্তিযুক্তা চ পরা দেবতেত্যবগন্তব্যং, কুতঃ, তদ্দর্শনাৎ। তথা হি দর্শয়তি শ্রুতিঃ সর্ব্বশক্তিযোগং পরস্যা দেবতায়াঃ

পার্শ্বস্থাঃ যদ্যপি পরমাণবঃ সমানদেশা ইতি প্রথিমানুপপত্তেরণুমাত্রঃ পিণ্ডঃ প্রসজ্যেত। অব্যাপনে বা ষড়বয়বঃ পরমাণুঃ স্যাদিত্যনবয়বত্বব্যাকোপঃ। অশক্যঞ্চ সাবয়বত্বমুপেতুং, তথা সত্যনন্তাবয়বত্বেন সুমেরু-রাজসর্ষপয়োঃ সমানপরিমাণত্বপ্রসঙ্গঃ। তস্মাৎ সমানো দোষঃ। আপাতমাত্রেণ সাম্যমুক্তং, পরমার্থতস্তু ভাবিকং পরিণামং বা কার্য্যকারণভাবং বেচ্ছতামেব দুর্ব্বারো দোষঃ, ন পুনরস্মাকং মায়াবাদিনামিত্যাহ—"পরিহৃতস্ত্বি" ইতি ॥ ২। ১। ২৯ ॥

বিচিত্রশক্তিত্বমুক্তং ব্রহ্মণস্তত্র শ্রুত্যুপন্যাসপরং সূত্রম্ ॥ ২। ১। ৩০ ॥

তাহা হইলে সেরূপ সাবয়বত্ব ব্রহ্মবাদীর পক্ষেও ইষ্ট এবং সঙ্গত। ব্রহ্মবাদীরাও মায়াশক্তির দ্বারা ব্রহ্মের সাবয়বত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। অপিচ, পরমাণুবাদেও স্বপক্ষ দোষ আছে। পরমাণুও নিরবয়ব, সুতরাং এক পরমাণু অপর পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হইতে গেলে নিরবয়বত্ব-নিবন্ধন কৃৎস্ন সংযোগই হইবেক। কৃৎস্ন সংযোগ হইলে প্রথিমা (স্থূলতা) হইবে না। একদেশে সংযোগ (পাশাপাশি সংযোগ) হয় বলিতে গেলেও, পরমাণু নিরবয়ব এ কথা ব্যর্থ হইবেক। অতএব অণুবাদীর পক্ষেও প্রদত্ত দোষ সমান। যেহেতু সমান দোষ—সেই হেতু কেহ কাহারও পক্ষে উক্ত দোষ প্রসঞ্জিত করিতে পারেন না। ব্রহ্মবাদী স্বপক্ষদোষের পরিহার করিয়াছেন ॥ ২। ১। ২৯ ॥

বলা হইল, বিচিত্রশক্তি ব্রহ্ম হইতে বিচিত্র বিকারপ্রপঞ্চ (জগৎ) উৎপন্ন হওয়া অযুক্ত নহে। কিন্তু পরব্রহ্ম যে বিচিত্র শক্তিসম্পন্ন, তাহা কিসে জানিলে? এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরার্থ বলা হইল, "সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ"। অর্থাৎ সেই পরদেবতা যে, সর্ব্বশক্তিযুক্ত, ইহা অবগত হও। কেন-না, প্রমাণভূত শ্রুতি

* সর্ব্বোপেতা সর্ব্বশক্তিসম্পন্না সা পর দেবতা ইত্যাহম্। কুতঃ? তদ্দর্শনাৎ সর্ব্বশক্তিযুক্তত্বদর্শনাৎ, পরদেবতায়াঃ সর্ব্বশক্তিমত্বং শ্রুত্যা দর্শিতমিত্যর্থঃ।

শ্রুতি পরব্রহ্মে বিচিত্র শক্তির সদ্ভাব দেখাইয়াছেন। বিচিত্রশক্তি থাকাতেই তাঁহাতে এই বিচিত্র সৃষ্টি উপপন্ন হয়।

"সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তো-হবাক্যনাদরঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ", "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ", "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি, সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" ইত্যেবংজাতীয়কা ॥ ২। ১। ৩০ ॥

বিকরণত্বান্নেতি চেত্তদুক্তম্ ॥ ২। ১। ৩১ ॥ *

স্যাদেতৎ, বিকরণাং পরাং দেবতাং শাস্তি শাস্ত্রং—"অচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনাঃ" ইত্যেবংজাতীয়কম্। কথং সা সর্ব্বশক্তিযুক্তাপি সতী কার্য্যায় প্রভবেৎ? দেবাদয়ো হি চেতনাঃ সর্ব্বশক্তিযুক্তা অপি সন্ত আধ্যাত্মিককার্য্যকরণসম্পন্না এব তস্মৈ তস্মৈ কার্য্যায় প্রভবন্তো বিজ্ঞায়ন্তে। কথঞ্চ "নেতি নেতি" ইতি

এতদাক্ষেপসমাধানপরং সূত্রম্ [বিকরণত্বাদিত্যাদি]।

কুলালাদিভ্যস্তাবদ্বাহ্যকরণাপেক্ষেভ্যো দেবাদীনাং বাহ্যানপেক্ষাণামারম্ভককরণাপেক্ষসৃষ্টীনাং প্রমাণেন দৃষ্টো যথা বিশেষো নাপহ্নোতুং শক্যঃ। যথা তু জাগ্রৎসৃষ্টের্ব্বাহ্যকরণাপেক্ষায়াস্তদনপেক্ষান্তরকরণমাত্রসাধ্যা দৃষ্টা স্বপ্নে রথাদিসৃষ্টিরশক্যা-

---

তাহাই দেখাইয়াছেন। পরদেবতা যে, সর্ব্বশক্তিসম্পন্না, ইহা "তিনি সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সর্ব্বব্যাপী বাগিন্দ্রিয়বর্জ্জিত, নিষ্কাম, আপ্তকাম, সত্যসঙ্কল্প" "যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ" "হে গার্গি, এই অক্ষরের শাসন হেতু চন্দ্র সূর্য্য বিধৃত আছে" ইত্যাদি শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে ॥ ২। ১। ৩০ ॥

শাস্ত্র বলেন, পরদেবতা নিরিন্দ্রিয়। যথা—"তিনি অচক্ষু, অশ্রোত্র, অবাক্ ও অমনাঃ।" অতএব, সর্ব্বশক্তিযুক্ত হইলেও তিনি কি প্রকারে সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন? দেবতা সকল চেতন, তাঁহারা আধ্যাত্মিক কার্য্যকরণসম্পন্ন (তাঁহাদের দেহ ও ইন্দ্রিয় আছে), তৎকারণে তাঁহারা সর্ব্বশক্তিযুক্ত হইয়া সেই সেই কার্য্য করিতে পারেন, কিন্তু পরদেবতা ব্রহ্মের দেহ নাই, ইন্দ্রিয়ও নাই, অধিক কি—তাঁহার কোনও ধর্ম্মই নাই, প্রত্যুত সর্ব্বপ্রকার বিশেষ তাঁহাতে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। তবে কি প্রকারে তাঁহাতে সর্ব্বশক্তি থাকা সম্ভব হয়? এ আপত্তির প্রত্যাপত্তি করিতে যে কিছু বলা আবশ্যক, সে সমস্তই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পরব্রহ্ম অত্যন্ত গম্ভীর, কেবলমাত্র শ্রুতিগম্য, তর্কগম্য নহেন।

---

* করণমিন্দ্রিয়ম্। বিকরণত্বাৎ নিরিন্দ্রিয়ত্বাৎ সর্ব্বশক্তিযুক্তাপি সা পরা দেবতা ন কার্য্যায় প্রভবেদিতি চেৎ—যদি পূর্ব্বপক্ষয়সি, তত্র বক্তব্যং তৎ উক্তং পূর্ব্বত্রে ইতি সূত্রার্থঃ।

পরদেবতা নিরিন্দ্রিয়, সুতরাং তাঁহাতে সর্ব্বশক্তি থাকা অসম্ভব। সম্ভব হইলেও তিনি দেহেন্দ্রিয়াদির অভাবে সৃষ্টি করিতে পারেন না। এই পূর্ব্বপক্ষের বা আপত্তির প্রত্যাপত্তি পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

প্রতিষিদ্ধসর্ব্ববিশেষায়া দেবতায়াঃ সর্ব্বশক্তিযোগঃ সম্ভবেদিতি চেৎ ; যদত্র বক্তব্যং, তৎ পুরস্তাদেবোক্তম্। শ্রুত্যবগাহ্যমেবেদমতিগম্ভীরং পরং ব্রহ্ম, ন তর্কাবগাহ্যম্। ন চ যথৈকস্য সামর্থ্যং দৃষ্টং, তথান্যস্যাপি সামর্থ্যেন ভবিতব্যমিতি নিয়মোঽস্তীতি প্রতিষিদ্ধসর্ব্ববিশেষস্যাপি ব্রহ্মণঃ সর্ব্বশক্তিযোগঃ সম্ভবতীত্যেতদপ্যবিদ্যাকল্পিতরূপভেদোপন্যাসেনোক্তমেব। তথা চ শাস্ত্রং—

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।"

ইত্যকরণস্যাপি ব্রহ্মণঃ সর্ব্বসামর্থ্যযোগং দর্শয়তি ॥২।১।৩১॥

ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ ॥ ২ । ১ । ৩২ ॥ *

অন্যথা পুনশ্চেতনকর্ত্তৃকত্বং জগত আক্ষিপতি। ন খলু চেতনঃ

পর্য্যাপ্তুম্, এবং সর্ব্বশক্তেঃ পরস্যা দেবতায়া আন্তরকরণানপেক্ষায়া জগৎসর্জ্জনং শ্রূয়মাণং ন সামান্যতো দৃষ্টমাত্রেণাপহ্নবমর্হতীতি ॥ ২ । ১ । ৩১ ॥

ন তাবদুন্মত্তবদস্য মতিবিভ্রমাজ্জগৎপ্রক্রিয়া, ভ্রান্তস্য সর্ব্বজ্ঞত্বানুপপত্তেঃ।

অপিচ, এক ব্যক্তিতে যে শক্তি দেখা যায়, অন্য ব্যক্তিতেও অবিকল সেই শক্তি অবস্থান করিবেক. থাকিবেক, এমন কোন নিয়ম নাই। (একের শক্তি দেখিয়া অপরের শক্তি অনুমান করিলে তাহা ব্যভিচারী হইতেও পারে)। অতএব, কোনও প্রকার বিশেষ অর্থাৎ বাস্তব ভেদ (দ্বৈত) না থাকিলেও পরব্রহ্মে সর্ব্বশক্তিযোগ অসম্ভব হয় না, এ কথা আমরা অবিদ্যাকল্পিত রূপভেদ স্বীকার প্রসঙ্গে বলিয়াছি। এ বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণও আছে। যথা—"তিনি হস্তপদরহিত অথচ গমন ও গ্রহণ করিতে সমর্থ। তাঁহার চক্ষু নাই, কর্ণও নাই, অথচ তিনি দেখেন ও শুনেন।" শ্রুতি এইরূপ ইন্দ্রিয়শূন্য পরব্রহ্মের সর্ব্বসামর্থ্যযোগ (থাকা) দেখাইয়াছেন ॥ ২ । ১ । ৩১ ॥

চেতন ব্রহ্ম জগৎ কর্ত্তা, এ সিদ্ধান্তের বিপক্ষে অন্য প্রকার আপত্তি উত্থাপিত হইতেছে। চেতন পরমাত্মা এ জগৎ রচনা করেন নাই। কারণ এই

* ন জগদ্বিরচিতবৎ ব্রহ্ম। কুতঃ ? প্রয়োজনবত্ত্বাৎ। প্রবৃত্তিহি প্রয়োজনবুদ্ধিপূর্ব্বিকা। ব্রহ্ম তু নিত্য পরিতৃপ্তম্। অত এতৎ কেনচিৎ প্রয়োজনবতা পুরুষেন সৃষ্টং, ন তু ব্রহ্মণা, তস্য নিত্যতৃপ্তত্বেন প্রয়োজনবুদ্ধেরভাবাদিতি যোজনা।

ব্রহ্ম আপ্তকাম, সৃষ্টিতে তাঁহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, এতদনুসারে অনুমান করা যায়, ব্রহ্ম ইহা সৃজন করেন নাই। (পূর্ব্বপক্ষ সূত্র)।

পরমাত্মেদং জগদ্বিম্বং বিরচয়িতুর্হতি। কুতঃ ? প্রয়োজনবত্ত্বাৎ প্রবৃত্তীনাম্। চেতনো হি লোকে বুদ্ধিপূর্ব্বকারী পুরুষঃ প্রবর্ত্তমানো ন মন্দোপক্রমামপি তাবৎ প্রবৃত্তিমাত্মপ্রয়োজনানুপযোগিনীমারভমাণো দৃষ্টঃ, কিমুত গুরুতরসংরম্ভাম্। ভবতি চ লোকপ্রসিদ্ধ্যনুবাদিনী শ্রুতিঃ "ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি" ইতি।

গুরুতরসংরম্ভা চেয়ং প্রবৃত্তির্যদুচ্চাবচপ্রপঞ্চং জগদ্বিম্বং বিরচয়িতব্যম্। যদীয়মপি প্রবৃত্তিশ্চেতনস্য পরমাত্মন আত্মপ্রয়োজনোপযোগিনী পরিকল্প্যেত, পরিতৃপ্তত্বং পরমাত্মনঃ শ্রূয়মাণং বাধ্যেত। প্রয়োজনাভাবে বা প্রবৃত্ত্যভাবোঽপি স্যাৎ। অথ চেতনোঽপি সন্ উন্মত্তো বুদ্ধ্যপরাধাদন্তরেণৈবাত্মপ্রয়োজনং প্রবর্ত্তমানো দৃষ্টঃ, তথা পরমাত্মাপি প্রবর্ত্তিষ্যত ইত্যুচ্যেত,

---

তস্মাৎ প্রেক্ষাবতাঽনেন জগৎ কর্ত্তব্যম্। প্রেক্ষাবতশ্চ প্রবৃত্তিঃ স্বপরহিতাহিতপ্রাপ্তিপরিহারপ্রয়োজনা সতী নাপ্রয়োজনাঽল্পায়াসাপি সম্ভবতি, কিং পুনরপরিমেয়ানেকবিধোচ্চাবচপ্রপঞ্চজগদ্বিভ্রমবিরচনা মহাপ্রয়াসা।

অতএব লীলাপি পরাস্তা। অল্পায়াসসাধ্যা হি সা। ন চেয়মপ্যপ্রয়োজনা, তস্যা অপি সুখপ্রয়োজনবত্ত্বাৎ, তাদর্থ্যেন বা প্রবৃত্তৌ তদভাবে কৃতার্থত্বানুপপত্তেঃ, পরেষাং চোপকার্য্যাণামভাবেন তদুপকারায়া অপি প্রবৃত্তেরযোগাৎ। তস্মাৎ

যে, প্রবৃত্তিমাত্রই সপ্রয়োজন্। (বিনা প্রয়োজনে কেহ কিছু করে না)। লোক মধ্যে দেখা যায়, বুদ্ধিপূর্ব্বকারী চেতন পুরুষই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। যে চেষ্টা নিতান্ত স্বল্প, প্রয়োজনের অনুপযোগী হইলে সে চেষ্টাতেও প্রবৃত্তি হয় না, গুরুতর বা বহুব্যাপার কার্য্যের ত কথাই নাই। এ বিষয়ে লোকপ্রসিদ্ধির অনুবাদিনী শ্রুতিও আছে। যথা—"হে মৈত্রেয়ি, সকলের কামনায় (সুখের জন্য) এ সকল প্রিয় নহে; আত্ম-কামনাতেই (আত্ম-সুখের জন্যই) এ সকল প্রিয় (ভালবাসার আশ্রয়) হয়।"

উচ্চাবচ অর্থাৎ ছোট বড় ও নানাবিধ জগৎপ্রপঞ্চের রচনা করা অল্পপ্রবৃত্তির বা অল্পচেষ্টার (অথবা ইচ্ছার) কার্য্য নহে। [যদীয়...রিতি] যদি এই সৃষ্টিপ্রবৃত্তিতে চেতন পরমাত্মার প্রয়োজন থাকা অনুমান কর, তাহা হইলে শ্রুতিতে যে, শুনা যায় পরমাত্মা নিত্যতৃপ্ত, সে শ্রবণ বাধিত (মিথ্যা) হইবে। এদিকে আবার প্রয়োজন ব্যতীত কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় না, ইহাও দেখিতে ও মানিতে হইবেক। যদিও উন্মত্ত চেতনকে বুদ্ধিদোষ-বশতঃ বিনা প্রয়োজনে প্রবৃত্ত হইতে বা কার্য্য করিতে দেখিয়াছ, দেখিয়া পরমাত্মার প্রবৃত্তিকেও তত্তুল্য বলিতে

তথা সতি সর্ব্বজ্ঞত্বং পরমাত্মনঃ শ্রূয়মাণং বাধ্যেত। তস্মাদশ্লিষ্টা চেতনাৎ সৃষ্টিরিতি ॥ ২। ১। ৩২ ॥

লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ ॥ ২। ১। ৩৩ ॥ *

তু-শব্দেনাক্ষেপং পরিহরতি। যথা লোকে কস্যচিদাপ্তৈষণস্য রাজ্ঞো রাজামাত্যস্য বা ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমনভিসন্ধায় কেবলং লীলারূপাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ক্রীড়াবিহারেষু ভবন্তি। যথা চোচ্ছ্বাসপ্রশ্বাসাদয়োঽনভিসন্ধায় বাহ্যং কিঞ্চিৎ প্রয়োজনান্তরং স্বভাবাদেব ভবন্তি, এবমীশ্বরস্যাপ্যনপেক্ষ্য

প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তিঃ প্রয়োজনবত্তয়া ব্যাপ্তা তদভাবেঽনুপপন্না ব্রহ্মোপাদানতাং জগতঃ প্রতিক্ষিপতীতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে— ॥ ২। ১। ৩২ ॥

ভবেদেতদেবং, যদি প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তিঃ প্রয়োজনবত্তয়া ব্যাপ্তা ভবেৎ, ততন্নিবৃত্তৌ নিবর্ত্তেত—শিংশপাত্বমিব বৃক্ষতানিবৃত্তৌ, ন ত্বেতদস্তি। প্রেক্ষাবতামননুসংহিতপ্রয়োজনানামপি যাদৃচ্ছিকীষু ক্রিয়াসু প্রবৃত্তিদর্শনাৎ। অন্যথা 'ন কুর্ব্বীত বৃথা চেষ্টাং' ইতি ধর্ম্মসূত্রকৃতাং প্রতিষেধো নির্ব্বিষয়ঃ প্রসজ্যেত। ন চোন্মত্তান্ প্রত্যেতৎ সূত্রমর্থবৎ। তেষাং তদর্থবোধতদনুষ্ঠানানুপপত্তেঃ। অপি চাদৃষ্টহেতুকোৎপত্তিকী শ্বাসপ্রশ্বাসলক্ষণা প্রেক্ষাবতাং ক্রিয়া প্রয়োজনানুসন্ধানমন্তরেণ দৃষ্টা। ন চাস্যাং চেতনস্যাপি চৈতন্যমনুপযোগি সম্প্র-

---

ইচ্ছা করিতেছ, তাহা হইলে তাঁহার সম্বন্ধে শ্রূয়মাণ (শ্রুত্যুক্ত) সর্ব্বজ্ঞতা থাকিবেক না, স্থান প্রাপ্ত হইবেক না। এই সকল কারণেই বলিতেছি, চেতন পরমাত্মা হইতে জগৎ সৃষ্টি হওয়া নিতান্ত অসম্ভব ॥ ২। ১। ৩২ ॥

সূত্রস্থ তু-শব্দ আপত্তি পরিহারের দ্যোতক। অর্থাৎ ঐ সকল আপত্তি এই প্রণালীতে নিরস্ত (তাড়িত) হয়। যেমন লোকমধ্যে কোন এক প্রাপ্তকাম রাজার অথবা রাজ-অমাত্যের (যাহার কিছুমাত্র অভাব নাই, সমস্তই আছে, তাহার) বিনা প্রয়োজনে কেবলমাত্র লীলারূপ প্রবৃত্তি (চেষ্টা) হইতে দেখা যায়, অথবা যেমন শ্বাস প্রশ্বাস প্রভৃতিকে বিনা প্রয়োজনে বা বিনা উদ্দেশে কেবলমাত্র স্বভাবের বশে লীলারূপে অর্থাৎ অনায়াসে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়, সেইরূপ, ঈশ্বরের প্রবৃত্তিও বিনা উদ্দেশে বা বিনা প্রয়োজনে কেবলমাত্র স্বভাবের বশে নিষ্পন্ন হইতে পারে। লীলায় যৎকিঞ্চিৎ উল্লাসাদি

---

* আক্ষেপপরিহারায় তু-শব্দঃ। লোকবৎ লৌকিকদৃষ্টান্তেন লীলাকৈবল্যং লীলাকেবলত্বং জগদ্রচনায়া ইতি জগদ্রচনায়া লীলারূপত্বে প্রোক্তাক্ষেপো ন যুজ্যত ইত্যর্থঃ

এই জগদ্রচনা ঈশ্বরের লীলাস্বরূপ। বিনা প্রয়োজনে লীলাপ্রবৃত্তি দেখা যায়, সুতরাং ঐ সকল পূর্ব্বপক্ষ (ঈশ্বরের জগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধীয় পূর্ব্বপক্ষ) স্থান প্রাপ্ত হয় না।

কিঞ্চিৎ প্রয়োজনান্তরং স্বভাবাদেব কেবলং লীলারূপা প্রবৃত্তির্ভবিষ্যতি। ন হীশ্বরস্য প্রয়োজনান্তরং নিরূপ্যমাণং ন্যায়তঃ শ্রুতিতো বা সম্ভবতি। ন চ স্বভাবঃ পর্য্যনুযোক্তুং শক্যতে। যদ্যপ্যস্মাকমিয়ং জগদ্বিম্বিরচনা গুরুতরসংরম্ভেবাভাতি, তথাপি পরমেশ্বরস্য লীলৈব কেবলেয়ং অপরিমিতশক্তিত্বাৎ।

যদি নাম লোকে লীলাস্বপি কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মং প্রয়োজনং উৎপ্রেক্ষ্যেত, তথাপি নৈবাত্র কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমুৎপ্রেক্ষিতুং

সাদেহপি ভাবাদিতি যুক্তং প্রাজ্ঞস্যাপি চৈতন্যাপ্রচ্যুতেঃ, অন্যথা মৃতশরীরেহপি শ্বাসপ্রশ্বাসপ্রবৃত্তিপ্রসঙ্গাৎ। যথা চ স্বার্থপরার্থসম্পদাসাদিতসমস্তকামানাং কৃতকৃত্যতয়াহনাকুলমনসামকামানামেব লীলামাত্রাৎ সত্যপ্যনুনিষ্পাদিনি প্রয়োজনে নৈব তদুদ্দেশেন প্রবৃত্তিঃ, এবং ব্রহ্মণোহপি জগৎসর্জ্জনে প্রবৃত্তির্নানুপপন্না। দৃষ্টঞ্চ যদল্পবলবীর্য্যবুদ্ধীনামশক্যমতিদুষ্করং বা, তদন্যেষামনল্পবলবীর্য্যবুদ্ধীনাং সুশকমীষৎকরং বা। ন হি বানরৈর্ম্মাকৃতিপ্রভৃতিভির্নগৈর্নবন্ধো নীরনিধিরগাধো মহাসত্ত্বানাম্। ন চৈষ পার্থেন শিলীমুখৈর্ন বদ্ধঃ, ন চায়ং ন পীতঃ সংক্ষিপ্য চুলুকেন হেলয়েব কলশযোনিনা মহামুনিনা। ন চাস্যাপি ন দৃশ্যন্তে লীলামাত্রবিনির্ম্মিতানি মহাপ্রাসাদপ্রমদবনানি শ্রীমন্নগনরেন্দ্রাণামন্যেষাং মনসাপি দুষ্করাণি নরেশ্বরাণাম্। তস্মাদুপপন্নং যদৃচ্ছয়া বা স্বভাবাদ্বা লীলয়া বা জগৎসর্জ্জনং ভগবতো মহেশ্বরস্যেতি।

অপি চ নেয়ং পারমার্থিকী সৃষ্টির্যেনানুযুজ্যেত প্রয়োজনম্, অপি ত্বনাদ্যবিদ্যানিবন্ধনা। অবিদ্যা চ স্বভাবত এব কার্য্যোন্মুখী ন প্রয়োজনমপেক্ষতে। ন হি দ্বিচন্দ্রালাতচক্রগন্ধর্ব্বনগরাদিবিভ্রমাঃ সমুদ্দিষ্টপ্রয়োজনা ভবন্তি। ন চ তৎকার্য্যা

প্রয়োজন আছে সত্য ; কিন্তু শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগে কিছুমাত্র উদ্দেশ্য অথবা অভিসন্ধি নাই। কোনও বুদ্ধিমান্ অমুক হউক বা হইবেক, ভাবিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ করেন না। তাহা স্বভাববশে আপনা হইতেই নিষ্পন্ন হয়। সেইরূপ, ঈশ্বরের যে কাল-কর্ম্ম-সচিব মায়াশক্তি আছে, সেই মায়াশক্তিই তাঁহার স্বভাব। সেই স্বভাবের বশেই সৃষ্টি হয়, কেহ তাহা নিবারণ করিতে সক্ষম নহে। [ন হীশ্বরস্য·· প্রবর্ত্তব্যম্] জগৎসৃষ্টিতে যে পরমাত্মার কোনরূপ উদ্দেশ্য, অভিসন্ধি অথবা প্রয়োজন আছে, তাহা নাই। শ্রুতি ও যুক্তি, দু-এর কোনওটীর দ্বারাই প্রয়োজনসদ্ভাব নিরূপিত হয় না। তিনি সৃষ্টি করেন কেন? চুপ্ করিয়া না থাকেন কেন? এ অনুযোগ (প্রশ্ন) করিতে পার না। স্বভাবরূপ কারণ থাকিলে তাহার কার্য্য নিতান্ত অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। আমরা মনে করিতেছি, জগদ্রচনা অতি গুরুতর কার্য্য, কিন্তু পরমেশ্বরের নিকট ইহা গুরুতর নহে—কিছুই নহে। তিনি অপরিমিতশক্তি, তাঁহার নিকট ইহা লীলাই, অন্য কিছু নহে।

যদিও লৌকিক লীলায় কিছু না কিছু প্রয়োজনের অস্তিত্ব উহ্য করিতে পা৺

শক্যতে, আপ্তকামশ্রুতেঃ। নাপ্যপ্রবৃত্তিরুন্মত্তপ্রবৃত্তির্বা, সৃষ্টিশ্রুতেঃ সার্ব্বজ্ঞ্যশ্রুতেশ্চ। ন চেয়ং পরমার্থবিষয়া সৃষ্টিশ্রুতিঃ, অবিদ্যাকল্পিতনামরূপব্যবহারগোচরত্বাৎ ব্রহ্মাত্মভাবপ্রতিপাদনপরত্বাচ্চেত্যেতদপি নৈব প্রস্মর্ত্তব্যম্ ॥ ২। ১। ৩৩ ॥

বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ, তথা হি দর্শয়তি ॥ ২। ১। ৩৪ ॥ *

পুনশ্চ জগজ্জন্মাদিহেতুত্বমীশ্বরস্যাক্ষিপ্যতে স্থূণা-নিখনন-

বিস্ময়ভয়কম্পাদয়ঃ স্বোৎপত্তৌ প্রয়োজনমপেক্ষন্তে। সা চ চৈতন্যচ্ছুরিতা জগদুৎপাদহেতুরিতি চেতনো জগদ্‌যোনিরাখ্যায়ত ইত্যাহ।—"ন চেয়ং পরমার্থবিষয়া" ইতি। অপি চ, ন ব্রহ্ম জগৎকারণমপি তত্তয়া বিবক্ষন্ত্যাগমাঃ, অপিতু জগতি ব্রহ্মাত্মভাবম্। তথা চ সৃষ্টেরবিবক্ষায়াং তদাশ্রয়ো দোষো নির্ব্বিষয় এবেত্যাশয়েনাহ।—"ব্রহ্মাত্মভাবে" ইতি ॥ ২। ১। ৩৩ ॥

অতিরোহিতোঽত্র পূর্ব্বঃ পক্ষঃ।

উত্তরন্তূচ্যতে। উচ্চাবচমধ্যমসুখদুঃখভেদবৎপ্রাণভৃৎপ্রপঞ্চঞ্চ সুখদুঃখকারণং

কিন্তু ঈশ্বরের জগদ্রচনারূপ লীলায় অত্যল্প প্রয়োজনও উহ্য করিতে পারিবে না। কেন-না, তিনি আপ্তকাম, পূর্ণ বা নিত্যতৃপ্ত। তিনি করেন নাই, অথবা তাঁহার এ প্রবৃত্তি উন্মাদের প্রবৃত্তির ন্যায়, ইহাও বলিতে পার না। শ্রুতি বলিয়াছেন, তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি সর্ব্বজ্ঞ—সমস্তই জ্ঞানপূর্ব্বক করেন। ইহাও মনে করিও না যে, সৃষ্টি-শ্রুতি সকল পরমার্থবিষয়িণী, অর্থাৎ শ্রুতি যে সৃষ্টি বলিয়াছেন, সে সৃষ্টি সত্য সৃষ্টি। অবিদ্যার দ্বারাই নামরূপ ব্যবহার যোগ্য কল্পনা প্রাদুর্ভূত হওয়াকে সৃষ্টি বলে, সুতরাং তাহা অপরমার্থ। অপিচ, ব্রহ্মাত্মভাব প্রতিপন্ন করাই সৃষ্টিবাক্য-সমূহের উদ্দেশ্য, ইহা যেন বিস্মৃত হইও না ॥ ২। ১। ৩৩ ॥

ঈশ্বর সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের কারণ, এ বিষয়ে অন্য আপত্তি উত্থাপিত হইতেছে। নাবিকেরা যেমন স্থূণাকে (স্থূণা=খোঁটা বা লগা) একবার উঠায়,

* বিষমস্য ভাবো বৈষম্যং উত্তমাধমাদিভাবেন সর্জ্জনমিত্যর্থঃ। নির্ঘৃণস্য ভাবো নৈর্ঘৃণ্যং ভ্রষ্টৃত্বমিতিক্রূরত্বমিতি যাবৎ। এতৌ দোষৌ নেশ্বরস্য সাপেক্ষত্বাৎ। অপেক্ষা সাহায্যং, তৎসহিতত্বাৎ। ন হি নিরপেক্ষঃ কেবল ঈশ্বরো বিষমাং সৃষ্টিং নির্ম্মিমীতে দুঃখযোগাদীংশ্চ বিদধাতি, কিন্তু ধর্ম্মাধর্ম্মাবপেক্ষ্য নির্ম্মিমীতে বিদধাতি চ। শ্রুতিরপি তথা দর্শয়তি বোধয়তি।

কেহ অত্যন্ত সুখী, কেহ বা অত্যন্ত দুঃখী, এরূপ বিষম সৃষ্টি দেখিয়া সে দোষ ঈশ্বরে আরোপ করিতে পার না। দুঃখের সৃষ্টি ও জগতের সংহার দেখিয়া তাঁহাকে নির্ঘৃণ অর্থাৎ নির্দ্দয় বলিতেও পার না। কারণ এই যে, ঐ সকল অবস্থাভেদ নিমিত্তান্তর যোগেই হয়। শ্রুতিও ঐরূপ বলিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন।

ন্যায়েন—প্রতিজ্ঞাতস্যার্থস্য দৃঢ়ীকরণায়। নেশ্বরো জগতঃ কারণমুপপদ্যতে, কুতঃ ? বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যপ্রসঙ্গাৎ। কাংশ্চিদত্যন্তসুখভাজঃ করোতি দেবাদীন্, কাংশ্চিদত্যন্তদুঃখভাজঃ করোতি পশ্বাদীন্, কাংশ্চিন্মধ্যমভোগভাজো মনুষ্যাদীন্—ইত্যেবং বিষমাং সৃষ্টিং নির্ম্মিমাণস্যেশ্বরস্য পৃথগ্জনস্যেব রাগদ্বেষোপপত্তেঃ শ্রুতি-স্মৃত্যবধারিত-স্বচ্ছত্বাদীশ্বরস্বভাববিলোপঃ প্রসজ্যেত। তথা খলজনৈরপি জুগুপ্সিতং নির্ঘৃণত্বমতিক্রূরত্বং দুঃখযোগবিধানাৎ সর্ব্বপ্রজোপসংহরণাচ্চ প্রসজ্যেত। তস্মাদ্বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যপ্রসঙ্গান্নেশ্বরঃ কারণমিত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ,—

সুধাবিষাদি চানেকবিধং বিরচয়তঃ প্রাণভৃত্স্বোপাত্ত-পাপপুণ্যকর্ম্মাতিশয়সহায়স্যাংত্রভবতঃ পরমেশ্বরস্য ন বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে প্রসজ্যেতে। ন হি সভ্য-সভায়াং নিযুক্তো যুক্তবাদিনং যুক্তবাগসীতি চাযুক্তবাদিনমযুক্তবাগসীতি ব্রুবাণঃ সভাপতির্ব্বা যুক্তবাদিনমনুগৃহ্নন্নযুক্তবাদিনঞ্চ নিগৃহ্নন্নুরক্তো দ্বিষ্টো বা ভবতি,অপি তু মধ্যস্থ ইতি বীতরাগদ্বেষ ইতি চাখ্যায়তে। তদ্বদীশ্বরঃ পুণ্যকর্ম্মাণমনুগৃহ্নন্নপুণ্যকর্ম্মাণঞ্চ নিগৃহ্নন্মধ্যস্থ এব নাঽমধ্যস্থঃ। এবং হ্যসাবমধ্যস্থঃ স্যাদ্, যদ্যকল্যাণকারিণমনুগৃহ্ণীয়াৎ, কল্যাণকারিণঞ্চ নিগৃহ্ণীয়াৎ,ন ত্বেতদস্তি। তস্মান্ন বৈষম্যদোষঃ; অত এব ন নৈর্ঘৃণ্যমপি সংহরতঃ সমস্তান্ প্রাণভৃতঃ। স হি প্রাণভৃৎকর্ম্মাশয়ানাং বৃত্তিনিরোধসময়স্তমতিলঙ্ঘয়ন্নয়মযুক্তকারী স্যাৎ। ন চ কর্ম্মাপেক্ষায়ামীশ্বরস্যৈশ্বর্য্য-ব্যাঘাতঃ। ন হি সেবাদিকর্ম্মভেদাপেক্ষঃ ফলভেদপ্রদঃ প্রভুরপ্রভুর্ভবতি। ন চ "এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং, যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে,এস এবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং, যমধোনিনীষতে" ইতি শ্রুতেরীশ্বর এব দ্বেষপক্ষপাতাভ্যাং সাধ্বসাধুনী

আবার প্রোথিত করে, সেইরূপ করাতে তাহা দৃঢ় হইয়া যায়, শাস্ত্রকারেরাও তেমনি পুনঃপুনঃ আপত্তি ও পুনঃপুনঃ খণ্ডন করিয়া প্রতিজ্ঞাত তত্ত্বকে সুদৃঢ় করিয়া থাকেন। ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কারণ, এ কথা অযুক্ত। ঈশ্বরকে সৃষ্টির ও প্রলয়ের কারণ বলিলে তাঁহাতে বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য, এই দুই প্রকার দোষ আশ্রয় করিবেক। তিনি দেবতা প্রভৃতিকে অত্যন্ত সুখী, পশু প্রভৃতিকে অত্যন্ত দুঃখী, এবং মনুষ্য প্রভৃতিকে মধ্যাবস্থ করায় অবশ্যই বিষম (অসমান) কার্য্য করিয়াছেন। এরূপ বিষম সৃষ্টি করাতে তাঁহার পামর মনুষ্যের ন্যায় রাগদ্বেষাদি থাকা অনুমিত হয়। (পামরেরা রাগবশতঃ কাহার ভাল করে, আবার দ্বেষবশতঃ মন্দও করে, কষ্ট দেয়)। অপিচ, শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে যে তাঁহার নির্ম্মলস্বভাব বর্ণিত আছে, বিষম-সৃষ্টি করাতে সে স্বভাবের অভাবপ্রসক্তি হয়। দুঃখ বিধান করাতে ও প্রজা সংহার করাতে তাঁহাকে খল মনুষ্যের ন্যায় নির্দ্দয় বলাও যাইতে পারে। অতএব, বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য এই দুই প্রকার দোষ হয় বলিয়া বলিতে হয়, ঈশ্বর এ জগতের কারণ নহে।

বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে নেশ্বরস্য প্রসজ্যেতে, কস্মাৎ ? সাপেক্ষত্বাৎ। যদি হি নিরপেক্ষঃ কেবল ঈশ্বরো বিষমাং সৃষ্টিং নির্ম্মিমীতে, স্যাতামেতৌ দোষৌ—বৈষম্যং নৈর্ঘৃণ্যঞ্চ; ন তু নিরপেক্ষস্য নির্ম্মাতৃত্বমস্তি। সাপেক্ষো হীশ্বরো বিষমাং সৃষ্টিং নির্ম্মিমীতে। কিমপেক্ষত ইতি চেৎ, ধর্ম্মাধর্ম্মাবপেক্ষত ইতি বদামঃ। অতঃ সৃজ্যমানপ্রাণিধর্ম্মাপেক্ষা বিষমা সৃষ্টিরিতি নায়মীশ্বরস্যাপরাধঃ। ঈশ্বরস্তু পর্জ্জন্যবৎ দ্রষ্টব্যঃ। যথা হি পর্জ্জন্যো ব্রীহিযবাদিসৃষ্টৌ সাধারণং কারণং ভবতি, ব্রীহিযবাদিবৈষম্যে তু তত্তদ্বীজগতান্যেবাসাধারণানি সামর্থ্যানি কারণানি ভবন্তি, এবমীশ্বরো দেবমনুষ্যাদিসৃষ্টৌ সাধারণং কারণং ভবতি, দেবমনুষ্যাদিবৈষম্যে তু তত্তজ্জীবগতান্যেবাসাধারণানি কর্ম্মাণি কারণানি ভবন্তি।

কর্ম্মণী কারয়িত্বা স্বর্গং নরকং বা লোকং নয়তি। তস্মাদ্বৈষম্যদোষপ্রসঙ্গান্নেশ্বরঃ কারণমিতি বাচ্যম্। বিরোধাৎ। যস্মাৎ কর্ম্ম: কারয়িতেশ্বরঃ প্রাণিনঃ সুখদুঃখিনঃ সৃজতীতি শ্রুতেরবগম্যতে, তস্মান্ন সৃজতীতি বিরুদ্ধমভিধীয়তে। ন চ, বৈষম্যমাত্রমত্রাক্রমঃ, ন ত্বীশ্বরকারণত্বং ব্যাসেধাম ইতি ব্যক্তব্যম্। কিমতো যদ্যেবম্, তস্মাদীশ্বরস্য সবাসনক্লেশাপরামর্শমভিবদন্তীনাং ভূয়সীনাং শ্রুতীনামনুগ্রহায়োন্নিনীষতেহধোনিনীষত ইত্যেতদপি তজ্জাতীয়পূর্ব্বকর্ম্মাভ্যাসবশাৎ-প্রাণিন ইত্যেবং নেয়ম্। যথাহুঃ—

এই পূর্ব্বপক্ষের প্রত্যুত্তরে আমরা বলিতেছি—[বৈষম্য...বদামঃ] ঈশ্বরে ঐ দুই দোষ আশ্রয় করে না। কেন-না, তিনি সাপেক্ষ। অর্থাৎ এরূপ বিষম সৃষ্টি অন্য নিমিত্ত বশতই হয়; কাজেই ঈশ্বরের প্রতি দোষারোপ করিতে পার না। কেবল ঈশ্বর যদি বিষম সৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহার বৈষম্যাদি দোষ হইত। কেবল ঈশ্বর সৃষ্টি করেন না, তৎসঙ্গে নিমিত্তান্তরেরও সহযোগ আছে। অর্থাৎ ঈশ্বর নিমিত্তান্তরপ্রযুক্ত হইয়াই এরূপ বিষম সৃষ্টি করেন। যদি বল, নিমিত্ত কি ? আমরা বলি, জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মই নিমিত্ত। [অতঃ...দৃষ্যতি] সৃজ্যমান জীবের যে ধর্ম্মাধর্ম্ম সঞ্চিত থাকে, সেই ধর্ম্মাধর্ম্মই সৃষ্টিবৈষম্যের কারণ; সুতরাং ঈশ্বর সে বিষয়ে অনপরাধী। ঈশ্বর মেঘের ন্যায় সাধারণ কারণ মাত্র। মেঘ যেমন যবাদিশস্যোৎপত্তির প্রতি সাধারণ কারণ, আর বীজাদির শক্তিবিশেষ যেমন সে সকলের বৈষম্যের (ছোট বড়, ভাল মন্দ প্রভৃতির) অসাধারণ কারণ, সেইরূপ, ঈশ্বরও দেব মনুষ্যাদি সৃষ্টির সাধারণ কারণ, এবং কর্ম্মফল (শুভাশুভ অদৃষ্ট সমূহ) তাহাদের বৈষম্যের অসাধারণ কারণ। তদ্রূপ

এবমীশ্বরঃ সাপেক্ষত্বান্ন বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাভ্যাং দুষ্যতি। কথং পুনরবগম্যতে সাপেক্ষ ঈশ্বরো নীচমধ্যমোত্তমং সংসারং নির্ম্মিমীত-ইতি। তথা হি দর্শয়তি শ্রুতিঃ, "এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং, যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে, এষ উ হ্যেবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং, যমধো নিনীষতে" ইতি। "পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন" ইতি চ। স্মৃতিরপি প্রাণিকর্ম্মবিশেষাপেক্ষমেবে-শ্বরস্যানুগ্রহীতৃত্বং নিগ্রহীতৃত্বঞ্চ দর্শয়তি—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" ইত্যেবঞ্জাতীয়কা ॥ ২। ১। ৩৪ ॥

ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ ॥ ৩৫ ॥ *

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" ইতি প্রাক্

"জন্ম জন্ম যদভ্যস্তং দানমধ্যয়নং তপঃ।
তেনৈবাভ্যাসযোগেন তচ্চৈবাভ্যসতে নরঃ॥"

ইত্যভ্যুপেত্য চ সৃষ্টেস্তাত্ত্বিকত্বমিদমুক্তমনির্ব্বাচ্যা তু সৃষ্টিরিতি ন প্রষ্টব্যমত্রাপি। তথা চ মায়াকারস্যেবাঙ্গসাকল্যবৈকল্যভেদেন বিচিত্রান্ প্রাণিনো দর্শয়তো ন বৈষম্যদোষঃ সহসা সংহরতো বা ন নৈর্ঘৃণ্যম্,এব-মস্যাপি ভগবতো বিবিধবিচিত্রপ্রপঞ্চমনির্ব্বাচ্যং বিশ্বং দর্শয়তঃ সংহরতশ্চ স্বভাবাদ্বা লীলয়া বা ন কশ্চিদ্দোষ ইতি স্থিতে শঙ্কাপরিহারপরং সূত্রম ॥২।১।৩৪॥

সাপেক্ষতা থাকাতে, ঈশ্বর বৈষম্যাদিদোষে দূষিত হন না। (কোনও কারণ নাই অথচ অসমান কার্য্য করিলেন, এরূপ হইলে অবশ্যই দোষ হইত)। [কথং...জাতীয়কা] কিসে জানিলে, ঈশ্বর কর্ম্মানুযায়ী সৃষ্টি করেন? শ্রুতিই বলিয়াছেন, ঈশ্বর কর্ম্মানুযায়ী সৃষ্টি করেন। যথা—"ঈশ্বর যাহাকে এ লোক হইতে উচ্চ লোকে লইবার ইচ্ছা করেন, তাহাকে সৎকর্ম্ম করান, আর যাহাকে এ লোক হইতে অধঃপতিত করিবার ইচ্ছা করেন, তাহাকে অসৎ কর্ম্ম করান।" "পুণ্যকর্ম্মে উত্তমতা লাভ হয়, পাপ কর্ম্মে অধমত্বপ্রাপ্তি হয়।" স্মৃতিও বলিয়াছেন, জীব কর্ম্মানুসারে ঈশ্বরের অনুগ্রহভাজন ও কর্ম্মানুসারে নিগ্রহের পাত্র হয়। যথা—"আমাকে যে যে-রূপে ভজনা করে, আমি তাহাকে সেই রূপেই প্রাপ্ত হই।" ইত্যাদি ॥ ২। ১। ৩৪ ॥

"হে সোম্য, সৃষ্টির পূর্ব্বে সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগতভেদশূন্য এক সৎ

---

* শরীরাদিবিভাগাপেক্ষং কর্ম্ম। তচ্চ সৃষ্টেঃ প্রাক্ শ্রুত্যা বিভাগাভাবনির্দ্ধারণাৎ নাসীদিতি গম্যত ইতি মা ভাণ্যতাম্। কুতঃ? অনাদিত্বাৎ সংসারস্য। সংসারো নাদিমান্। অতো নোক্তদোষাবতারসম্ভবঃ।

সৃষ্টেরবিভাগাবধারণান্নাস্তি কর্ম্ম, যদপেক্ষা বিষমা সৃষ্টিঃ স্যাৎ। সৃষ্ট্যুত্তরকালং হি শরীরাদিবিভাগাপেক্ষং কর্ম্ম, কর্ম্মাপেক্ষশ্চ শরীরাদিবিভাগঃ—ইতীতরেতরাশ্রয়ত্বং প্রসজ্যেত। অতো বিভাগাদূর্দ্ধং কর্ম্মাপেক্ষ ঈশ্বরঃ প্রবর্ত্ততাং নাম, প্রাক্ তু বিভাগাদ্বৈচিত্র্যনিমিত্তস্য কর্ম্মণোঽভাবাৎ তুল্যৈবাদ্যা সৃষ্টিঃ প্রাপ্নোতীতি চেৎ, নৈষ দোষঃ, অনাদিত্বাৎ সংসারস্য। ভবেদেষ দোষঃ, যদ্যাদিমানয়ং সংসারঃ স্যাৎ। অনাদৌ তু সংসারে বীজাঙ্কুরবদ্ধেতুহেতুমদ্ভাবেন কর্ম্মণঃ সর্গ-বৈষম্যস্য চ প্রবৃত্তির্ন বিরুধ্যতে ॥ ২। ১। ৩৫ ॥

কথং পুনরবগম্যতে অনাদিরেষ সংসার ইতি, অত উত্তরং পঠতি—

শঙ্কোত্তরে অতিরোহিতার্থেন ভাষ্যগ্রন্থেন ব্যাখ্যাতে। অনাদিত্বাদিতি সিদ্ধবদুক্তং, তৎসাধনার্থং সূত্রম্ ॥ ২। ১। ৩৫ ॥

ছিল।" ইত্যাদি শ্রুতিতে সৃষ্টির পূর্ব্বে অবিভাগ (একরূপ বা ভেদরাহিত্য) নিশ্চিত থাকায় তৎকালে বিষম-সৃষ্টির প্রযোজক কর্ম্ম ছিল না, ইহা স্বীকার করিতে হইবেক। সৃষ্টির পরে শরীরাদি বিভাগ হইলে কর্ম্ম হয় এবং কর্ম্ম হইতে শরীরাদি বিভাগ হয়, এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষও প্রসক্ত হয়। (বিনা শরীরাদি বিভাগে কর্ম্ম হয় না, আবার বিনা কর্ম্মে শরীরাদি বিভাগও নিষ্পন্ন হয় না, সুতরাং কর্ম্মানুযায়ী সৃষ্টি, এ কথা অপ্রমাণ)। অতএব, ঈশ্বর বিভাগের পর অর্থাৎ সৃষ্টির পরে কর্ম্মানুযায়ী ফল দেন দিউন, কিন্তু বিভাগের পূর্ব্বে কর্ম্ম না থাকায় অবশ্যই সমান সৃষ্টি হইবেক, তাহা না হওয়ায় বৈষম্যাদি দোষ আসিতে পারে। যদি এরূপ বল, তাহা হইলে আমরা বলিব, সংসারের অনাদিত্ব বিধায় ঐ দোষ বা ঐ আপত্তি হইতে পারে না। সংসারের যদি আদি থাকিত, প্রাথম্য থাকিত, তাহা হইলে অবশ্য প্রদর্শিত দোষ হইত। যেহেতু সংসারের আদি নাই, প্রথম নাই, বীজাঙ্কুরের ন্যায় অনাদি, সেই হেতু বীজাঙ্কুরের ন্যায় কর্ম্মের সহিত সৃষ্টিবৈষম্যেরও হেতুহেতুমদ্ভাব আছে। ফলিতার্থ, সৃষ্টিবৈষম্য যে কর্ম্মনিমিত্তক, ইহা বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত নহে ॥ ২। ১। ৩৫ ॥

* সৃষ্টির পূর্ব্বে কোনও বিভাগ ছিল না, কেবলমাত্র এক ও একরূপ কারণ ছিল, এরূপ নিশ্চয় থাকায় বৈষম্যকারক কর্ম্ম ছিল না, এরূপ বলিতে পার না। কারণ এই যে, সংসার যখন অনাদি, তখন ঐ আপত্তি হইতেই পারে না।

উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ ॥ ২ । ১ । ৩৬ ॥*

উপপদ্যতে চ সংসারস্যানাদিত্বম্ । আদিমত্ত্বে হি সংসারস্যাকস্মাদুদ্ভূতেম্মুক্তানামপি পুনঃ সংসারোদ্ভূতিপ্রসঙ্গঃ, অকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গশ্চ । সুখদুঃখাদিবৈষম্যস্য নির্নিমিত্তত্বাৎ । ন চেশ্বরো বৈষম্যহেতুরিত্যুক্তম্ । ন চাবিদ্যা কেবলা বৈষম্যস্য কারণং, একরূপত্বাৎ । রাগাদিক্লেশবাসনাক্ষিপ্তকর্ম্মাপেক্ষা ত্ববিদ্যা বৈষম্যকরী স্যাৎ । ন চ কর্ম্মান্তরেণ শরীরং সম্ভবতি, ন চ

অকৃতে কর্ম্মণি পুণ্যে পাপে বা তৎফলং ভোক্তারমধ্যাগচ্ছেৎ । তথা চ বিধিনিষেধশাস্ত্রমনর্থকং ভবেৎ, প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যভাবাদিতি । মোক্ষশাস্ত্রস্য চোক্তমানর্থক্যম্ । ন চাবিদ্যা কেবলেতি নয়াভিপ্রায়ম্ । বিক্ষেপলক্ষণাবিদ্যাসংস্কারস্ত কার্য্যত্বাৎ স্বোৎপত্তৌ পূর্ব্বং বিক্ষেপমপেক্ষতে । বিক্ষেপশ্চ মিথ্যাপ্রত্যয়ো মোহাপরনামা পুণ্যাপুণ্যপ্রবৃত্তিহেতুভূত-রাগদ্বেষনিদানম্ । স চ রাগাদিভিঃ সহিতঃ স্বকার্য্যৈর্ন শরীরং সুখদুঃখভোগায়তনমন্তরেণ সম্ভবতি । ন চ রাগদ্বেষাবন্তরেণ কর্ম্ম । ন চ ভোগসহিতং মোহমন্তরেণ রাগদ্বেষৌ । ন চ পূর্ব্বশরীরমন্তরেণ মোহাদিরিতি পূর্ব্বপূর্ব্বশরীরাপেক্ষো মোহাদিরেবং পূর্ব্বপূর্ব্বমোহাদ্যপেক্ষং পূর্ব্বপূর্ব্বশরীরমিত্যনাদিতৈবাত্র ভগবতী চিত্তমনাকুলয়তি । তদেতদাহ—"রাগাদিক্লেশবাসনাক্ষিপ্তকর্ম্মাপেক্ষা ত্ববিদ্যা বৈষম্যকরী স্যাৎ" ইতি । রাগদ্বেষমোহা রাগাদয়স্ত এব হি পুরুষং সংসারদুঃখমনুভাব্য ক্লেশয়ন্তীতি ক্লেশাঃ,

---

পাছে কেহ বলেন, সংসার অনাদি, ইহা কিসে জানিলে? তাহাদিগকে প্রত্যুত্তর দিবার জন্য সূত্র বলিতেছেন—

সংসারের অনাদিত্ব যুক্তিসিদ্ধ এবং শ্রুতি-স্মৃতি উভয়সিদ্ধ । সংসারকে আদিমান্ বলিতে গেলে আকস্মিক উৎপত্তি, মুক্ত জীবের পুনঃসংসার প্রাপ্তি, অকৃতাভ্যাগম ও কৃতনাশ (কিছু না করিয়া ফলভোগ ও করিয়াও অভোগ) এই সকল দোষ স্বীকার করিতে হইবে । অপিচ, বিনা নিমিত্তে সুখদুঃখের বৈষম্য হওয়া মানিতে হইবে! (এ সকল মানা বা স্বীকার করা অসঙ্গত । কেন-না, আকস্মিক-সৃষ্টিপক্ষে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই ব্যর্থ হয়) । ঈশ্বর বৈষম্যের কারণ নহেন, তাহা বলা হইয়াছে এবং প্রতিপাদন করাও হইয়াছে । [ন চাবিদ্যা...ভবতি] একরূপতা নিবন্ধন কেবল অবিদ্যাও বৈষম্যের হেতু নহে । রাগ দ্বেষ ও মোহরূপ ক্লেশের বাসনানামক সংস্কার হইতে যে কর্ম্ম জন্মে, সেই কর্ম্মই অবিদ্যার সাচিব্য (সহায়তা) প্রাপ্ত হইয়া

---

* সংসারস্যানাদিত্বং যুক্ত্যা সিধ্যতি শ্রুতৌ স্মৃতৌ চোপলভ্যত ইতি যোজনা ।
সংসারের অনাদিত্ব যুক্তিসিদ্ধ এবং তাহা শ্রুতি স্মৃতি উভয়ত্রই কথিত আছে ।

শরীরমন্তরেণ কর্ম্ম সম্ভবতীতীতরেতরাশ্রয়দোষপ্রসঙ্গঃ। অনাদিত্বে তু বীজাঙ্কুরন্যায়েনোপপত্তের্ন কশ্চিদ্দোষো ভবতি।

উপলভ্যতে চ সংসারস্যানাদিত্বং শ্রুতিস্মৃত্যোঃ। শ্রুতৌ তাবৎ—"অনেন জীবেনাত্মনা" ইতি সর্গপ্রমুখে শারীরমাত্মানং জীবশব্দেন প্রাণধারণনিমিত্তেনাভিলপন্ননাদিঃ সংসার ইতি দর্শয়তি। আদিমত্ত্বে তু ততঃ প্রাগনবধারিতঃ প্রাণঃ, স কথং প্রাণধারণনিমিত্তেন জীবশব্দেন সর্গপ্রমুখেঽভিলপ্যেত। ন চ ধারয়িষ্যতীত্যতোঽভিলপ্যেত। অনাগতাদ্ধি সম্বন্ধাদতীতঃ সম্বন্ধো বলীয়ান্ ভবতি, অভিনিষ্পন্নত্বাৎ। "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" ইতি চ মন্ত্রবর্ণঃ পূর্ব্বকল্পসদ্ভাবং দর্শয়তি।

তেষাং বাসনাঃ কর্ম্মপ্রবৃত্ত্যনুগুণাস্তাভিরাক্ষিপ্তানি প্রবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি, তদপেক্ষা লয়লক্ষণা বিদ্যা।

স্যাদেতৎ। ভবিষ্যতাঽপি ব্যপদেশো দৃষ্টঃ, যথা "পুরোডাশকপালেন তুষানুপবয়তি"ইত্যত আহ —"ন চ ধারয়িষ্যতীত্যত"ইতি। তদেবমনাদিত্বে সিদ্ধে "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" ইতি প্রাক্ সৃষ্টেরবিভাগাবধারণং

সৃষ্টিবৈষম্যকারী হয়। (এতাবতা বলা হইল যে, অবিদ্যাসহচর ক্লেশের ও তদাক্ষিপ্ত কর্ম্মের অনাদি প্রবাহ আছে)। সংসারের সাদিত্ব পক্ষে, বিনা কর্ম্মে শরীর হয় না, আবার বিনা শরীরেও কর্ম্ম হয় না, এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে। কিন্তু অনাদি পক্ষে বীজাঙ্কুরের দৃষ্টান্তে উক্ত ঘটনা দোষ বলিয়া গণনীয় হয় না।

[উপলভ্যতে...নিষ্পন্নত্বাৎ] সংসারের অনাদিত্ব শ্রুতিতেও দেখা যায়, স্মৃতিতেও দেখা যায়। শ্রুতিতে যথা—"আমি এই জীবাত্মরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া—" ইত্যাদি। এই শ্রুতি সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় শরীরস্থ আত্মাকে প্রাণধারণার্থক জীব-শব্দে বিশেষিত করিয়া ইহাই দেখাইয়াছেন যে, সংসারের প্রথম নাই, সংসার অনাদি। ইহার আদি থাকিলে কিরূপে সৃষ্টিমুখে (সৃষ্টির প্রথমে) প্রাণধারণবাচক জীব-শব্দের অভিলাপ (উচ্চারণ) সঙ্গত হইতে পারে? প্রাণ ধারণ করিবেন, এইরূপ ভবিষ্যৎ প্রাণধারণ কে লক্ষ্য করিয়া জীব-শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, এরূপ বলাও সঙ্গত নহে। কেন-না, ভবিষ্যৎসম্বন্ধ অপেক্ষা ভূতসম্বন্ধের বলবত্তা অধিক। (হইয়াছে ও হইবে, এই দুএর মধ্যে যাহা হইয়াছে, তাহাই প্রবল)। [সূর্য্যা...স্থাপিতম্] "বিধাতা পূর্ব্বকল্পানুরূপ চন্দ্রসূর্য্যের সৃষ্টি করিলেন" এই মন্ত্র পূর্ব্বকল্প থাকা দেখাইয়াছেন। স্মৃতিও

স্মৃতাবপ্যনাদিত্বং সংসারস্যোপলভ্যতে—"ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা" ইতি। পুরাণে চাতীতানাগতানাঞ্চ কল্পানাং ন পরিমাণমস্তীতি স্থাপিতম্ ॥২।১।৩৬॥

সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥ ২ । ১ । ৩৭ ॥ *

চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং প্রকৃতিশ্চেত্যস্মিন্নবধারিতে বেদার্থে পরৈরুপক্ষিপ্তান্ বিলক্ষণত্বাদীন্ দোষান্ পর্য্যহার্ষীদাচার্য্যঃ। ইদানীং পরপক্ষপ্রতিষেধপ্রধানং প্রকরণ প্রারিপ্সমাণঃ স্বপক্ষপরিগ্রহপ্রধানং প্রকরণমুপসংহরতি।—যস্মাদস্মিন্ ব্রহ্মণি কারণে পরিগৃহ্যমাণে প্রদর্শিতেন প্রকারেণ সর্ব্বে কারণধর্ম্মা

১

সমুদাচরদ্রূপরাগাদিনিষেধপরং ন পুনরেতান্ প্রসুপ্তানপ্যপাকরোতীতি সর্ব্বমবদাতম্॥ ২ । ১ । ৩৬ ॥

অত্র সর্ব্বজ্ঞমিতি দৃশ্যতে। সর্ব্বস্য চেতনাধিষ্ঠিতস্যৈব লোকে প্রবৃত্তিরিতি লোকানুসারো দর্শিতঃ। "সর্ব্বশক্তি" ইতি সর্ব্বস্য জগত উপাদানকারণং

সংসারকে অনাদি বলিয়াছেন। যথা—"এ সৃষ্টিতে ইঁহার (ব্রহ্মের) রূপ, অন্ত (সীমা), আদি (প্রথম) ও প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আস্পদ উপলব্ধ হয় না।" পুরাণেও খ্যাপিত হইয়াছে যে, অতীত ও অনাগত কল্পের পরিমাণ বা ইয়ত্তা নাই ॥ ২ । ১ । ৩৬ ॥

চেতন ব্রহ্ম জগতের উভয়বিধ কারণ (নিমিত্ত ও উপাদান), এই সুনিশ্চিত বেদান্তার্থের প্রতি ঐরূপ অর্থ নিশ্চিত থাকিলেও বাদিগণ যে দোষার্পণ করেন, আচার্য্য (ব্যাস) সে সকল দোষ পরিহার করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি পরপক্ষনিষেধপ্রধান প্রকরণ আরম্ভ করিবেন বলিয়া স্বপক্ষসংশোধনপ্রধান প্রকরণের উপসংহার (সমাপ্তি) করিতেছেন। যেহেতু চেতন ব্রহ্মকে জগৎকারণরূপে গ্রহণ করিলে, তাঁহাতে প্রদর্শিতপ্রকারে সমুদায় কারণধর্ম্ম (সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিতা ও মহামায়াবিত্ব প্রভৃতি) উপপন্ন হয়, সেই হেতু এই ঔপনিষদ দর্শন (উপনিষৎ-

* সর্ব্বে ধর্ম্মা সর্ব্বধর্ম্মাস্তেষামুপপত্তির্যুক্তত্বং, তস্মাৎ অপি। যে যে ধর্ম্মাঃ কারণে প্রসিদ্ধাঃ, তে সর্ব্বে ব্রহ্মণ্যপি কারণে যুজ্যন্ত ইতি ব্রহ্মকারণবাদ এব সাধীয়ান্।

যাহা কিছু কারণধর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ, তৎসমস্তই ব্রহ্মকারণে সঙ্গত হয়; সুতরাং ব্রহ্মকারণবাদী বেদান্তের মত নির্দ্দোষ।

উপপদ্যন্তে—সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি মহামায়ঞ্চ তদ্‌ব্রহ্ম ইতি, তস্মা-দনতিশঙ্কনীয়মিদমৌপনিষদং দর্শনমিতি ॥ ২ । ১ । ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীকমীমাংসাভাষ্যে শ্রীমদ্‌গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-শ্রীশঙ্করভগবৎপাদকৃতৌ দ্বিতীয়স্যাধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ॥২।১॥

নিমিত্তকারণং চেত্যুপপাদিতম্। "মহামায়ম্" ইতি সর্ব্বানুপপত্তিশঙ্কা পরাস্তা। তস্মাজ্জগৎকারণং ব্রহ্মেতি সিদ্ধম্ ॥২।১।৩৭॥

ইতি শ্রীমদ্বাচস্পতিমিশ্রবিরচিতে ভাষ্যবিভাগে ভামত্যাং দ্বিতীয়স্যাধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ॥২।১॥

প্রদর্শিত জ্ঞান) সর্ব্বপ্রকার অশঙ্কার অতীত। অর্থাৎ এ দর্শনে অল্পমাত্রও শঙ্কা বা পূর্ব্বপক্ষ স্থানপ্রাপ্ত হয় না ॥ ২ । ১ । ৩৭ ॥

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্ ॥ ২। ২। ১ ॥ *

যদ্যপীদং বেদান্তবাক্যানামৈদম্পর্য্যং নিরূপয়িতুং শাস্ত্রং প্রবৃত্তং, ন তর্কশাস্ত্রবৎ কেবলাভির্যুক্তিভিঃ কঞ্চিৎ সিদ্ধান্তং সাধয়িতুং দূষয়িতুং বা প্রবৃত্তং, তথাপি বেদান্তবাক্যানি ব্যাচক্ষাণৈঃ সম্যগ্দর্শনপ্রতিপক্ষভূতানি সাঙ্খ্যাদিদর্শনানি নিরাকরণীয়ানীতি

স্যাদেতৎ। ইহ হি পাদে স্বতন্ত্রা বেদানপেক্ষাঃ প্রধানাদিসিদ্ধিবিষয়াঃ সাংখ্যাদিযুক্তয়ো নিরাকরিষ্যন্তে, তদযুক্তমশাস্ত্রাঙ্গত্বাৎ। ন হীদং শাস্ত্রমুচ্ছৃঙ্খলতর্কশাস্ত্রবৎ প্রবৃত্তম্, অপি তু বেদান্তবাক্যানি ব্রহ্মপরাণীতি পূর্ব্বপক্ষোত্তরপক্ষাভ্যাং বিনিশ্চেতুম্। তত্র কঃ প্রসঙ্গঃ শুষ্কতর্কবৎ স্বতন্ত্রযুক্তিনিরাকরণস্যেত্যত আহ— "যদ্যপীদং বেদান্তবাক্যানাম্" ইতি। ন হি বেদান্তবাক্যানি নির্ণেতব্যানীতি নির্ণীয়ন্তে, কিন্তু মোক্ষমাণানাং তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদনায়। যথা চ বেদান্তবাক্যেভ্যো জগদুপাদানং ব্রহ্মাবগম্যতে, এবং সাংখ্যাদ্যনুমানেভ্যঃ প্রধানাদ্যচেতনং জগদুপাদানমবগম্যতে। ন চৈতদেব চেতনোপাদানমচেতনোপাদনঞ্চেতি সমুচ্চেতুং শক্যং, বিরোধাৎ; ন চ ব্যবস্থিতে বস্তুনি বিকল্পো যুজ্যতে। ন চাগমবাধিতবিষয়তয়ানুমানমেব নোদীয়ত ইতি সাম্প্রতম্। সর্ব্বজ্ঞপ্রণীততয়া সাংখ্যাদ্যাগমস্য বেদাগমতুল্যত্বাৎ তদুদ্ভাবিতস্যানুমানস্য প্রতিকৃতিসিংহতুল্যতয়াঽবাধ্যত্বাৎ।

যদিও এই শাস্ত্র (মীমাংসা শাস্ত্র) বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য্য নির্ণয়ে প্রবৃত্ত, তর্কশাস্ত্রের ন্যায় কেবল যুক্তি মাত্র অবলম্বনে কোন কিছু নির্ণয় করিতে ও কোন কিছুর দোষ দেখাইতে প্রবৃত্ত নহে, তথাপি, বেদান্ত বাক্যের ব্যাখ্যা করিতে গেলে তৎপ্রতিপাদ্য সম্যক্‌জ্ঞানের প্রতিপক্ষ সাংখ্যাদিদর্শনের মত খণ্ডন করা আবশ্যক হয়, এবং সেই কারণেই এই দ্বিতীয় পাদের আরম্ভ। বেদান্তার্থনিরূপণের প্রয়োজন তত্ত্বজ্ঞান, তাহা ইতঃপূর্ব্বে বেদান্তার্থনিরূপণপূর্ব্বক

* চেতনানধিষ্ঠিতজড়প্রকৃতিকারণপক্ষে জগতঃ সুখদুঃখপ্রাপ্তিপরিহারাদিযোগ্যো বিশিষ্টো বিন্যাসো রচনা, তস্যা অনুপপত্তিরসিদ্ধিঃ স্যাদিত্যচেতনস্য জগৎকারণস্যানুমানং ন ভবতীতি যোজনা।

যেহেতু চেতনের প্রেরণা ব্যতীত এরূপ বিচিত্র ও সুশৃঙ্খল জগৎ রচনা করা অচেতন প্রধানের পক্ষে অপ্রসিদ্ধ বা অসম্ভব, সেই হেতু জগৎ কার্য্য দেখিয়া অচেতন প্রধানের অনুমানও অসিদ্ধ অর্থাৎ সিদ্ধ হয় না।

তদর্থঃ পরঃ পাদঃ প্রবর্ত্ততে। বেদান্তার্থনির্ণয়স্য চ সম্যগ্দর্শনার্থত্বাৎ তন্নির্ণয়েন স্বপক্ষস্থাপনং প্রথমং কৃতং, তদ্ধ্যভ্যর্হিতং পরপক্ষপ্রত্যাখ্যানাদিতি।

নন্বু মুমুক্ষূণাং মোক্ষসাধনত্বেন সম্যগ্দর্শননিরূপণায় স্বপক্ষস্থাপনমেব কেবলং কর্ত্তুং যুক্তং, কিং পরপক্ষনিরাকরণেন পরবিদ্বেষকারণেন। বাঢ়মেবম্, তথাপি মহাজনপরিগৃহীতানি মহান্তি সাঙ্খ্যাদিতন্ত্রাণি সম্যগ্দর্শনাপদেশেন প্রবৃত্তান্যুপলভ্য—ভবেৎ কেষাঞ্চিন্মন্দমতীনামেতান্যপি সম্যগ্দর্শনায়োপাদেয়ানীত্যপেক্ষা। তথা যুক্তিগাঢ়ত্বসম্ভবেন সর্ব্বজ্ঞভাষিতত্বাচ্চ শ্রদ্ধা চ তেম্বিত্যতস্তদসারতোপপাদনায় প্রযত্যতে। নন্বু "ঈক্ষতের্নাশব্দং॥" [অং০

তস্মাত্তদ্বিরোধান্ন ব্রহ্মণি সমন্বয়োবেদান্তানাং সিধ্যতীতি ন ততস্তত্ত্বজ্ঞানং সেদ্ধুমর্হতি। ন চ তত্ত্বজ্ঞানাদৃতে মোক্ষ ইতি স্বতন্ত্রাণামপ্যনুমানামাভাসীকরণমিহ শাস্ত্রেহসঙ্গতমেবেতি। যদ্যেবং, ততঃ পরকীয়ানুমাননিরাস এব কস্মাৎ প্রথমং ন কৃত ইত্যত আহ।—"বেদান্তার্থনির্ণয়স্য চ" ইতি।

নন্বু বীতরাগকথায়াং তত্ত্বনির্ণয়মাত্রমুপযুজ্যতে, ন পুনঃ পরপক্ষাধিক্ষেপঃ; স হি সরাগতামাবহতীতি চোদয়তি।—"নন্বু মুমুক্ষূণাম্" ইতি। পরিহরতি।—"বাঢ়মেবং, তথাপি" ইতি। তত্ত্বনির্ণয়াবসানা বীতরাগকথা। ন চ পরপক্ষদূষণমন্তরেণ তত্ত্বনির্ণয়ঃ শক্যঃ কর্ত্তুমিতি তত্ত্বনির্ণয়ায় বীতরাগেণাপি পরপক্ষো

ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। পরপক্ষ খণ্ডনের দ্বারা তাহার পোষকতা (পুষ্টি সাধন) হইতে পারে, এই অভিপ্রায়ে এই পরপক্ষখণ্ডনাত্মক দ্বিতীয় পাদ আরম্ভ করা যাইতেছে।

[নন্বু...প্রযত্যতে] যদি বল, মুক্তির কারণ বলিয়া তত্ত্বজ্ঞানের নিরূপণ, তত্ত্বজ্ঞান এবং নিরূপণের জন্য স্বপক্ষস্থাপন, কেবল এই দুইটী মাত্র কার্য্য করাই উচিত, তাহাতে পরবিদ্বেষাত্মক পরমত খণ্ডন করার প্রয়োজন কি? আমরা বলি, প্রয়োজন আছে। সে সকল মতের অসারতা দেখানই প্রয়োজন। সাংখ্যাদি শাস্ত্রেরও মহত্ত্ব আছে, দেখিবামাত্র আপাত জ্ঞানে বোধ হয় যে, ঐ সকল শাস্ত্রও যখন মহাজন-পরিগৃহীত (ঋষিগণসম্মত), তত্ত্বজ্ঞান ব্যুৎপাদনার্থ প্রবৃত্ত। অবিচক্ষণ লোক সহসা মনে করিতে পারে—তত্ত্বজ্ঞান-শিক্ষার নিমিত্ত সাংখ্যাদি শাস্ত্রই গ্রহনীয়। বিশেষতঃ সর্ব্বজ্ঞ কপিলের কথিত ও যুক্তিপরিপূর্ণ বলিয়া সাংখ্য শাস্ত্রের প্রতি লোকের অবিচারিত শ্রদ্ধা হইতে পারে। কাজেই মুমুক্ষুদিগের হিতের জন্য সে সকল শাস্ত্রের অসারতা দেখান ও তৎপক্ষে যত্ন করা বিধেয়। [নন্বু...বিশেষঃ] তবে এই বলিতে পার যে, পূর্ব্বোক্ত সাংখ্যাদি-মতের খণ্ডন

১। পা° ১। সূ° ৫]। "কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা ॥" [অ° ১। পা° ১। সূ° ১৮]। "এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতাঃ ॥" [অ° ১। পা° ৪। সূ° ২৮] ইতি চ পূর্ব্বত্রাপি সাঙ্খ্যাদিপক্ষপ্রতিষেধঃ কৃতঃ, কিং পুনঃ কৃতকরণেনেতি। তদুচ্যতে। সাঙ্খ্যাদয়ঃ স্বপক্ষস্থাপনায় বেদান্তবাক্যান্যপ্যুদাহৃত্য স্বপক্ষানুগুণ্যেনৈব যোজয়ন্তো ব্যাচক্ষতে। তেষাং যদ্ব্যাখ্যানং, তদ্ব্যাখ্যানাভাসং ন সম্যগ্ব্যাখ্যানমিত্যেতাবৎ পূর্ব্বত্র কৃতম্, ইহ তু বাক্যনিরপেক্ষঃ স্বতন্ত্রস্তদ্যুক্তিপ্রতিষেধঃ ক্রিয়তইত্যেষ বিশেষঃ।

তত্র সাঙ্খ্যা মন্যন্তে—যথা ঘটশরাবাদয়ো ভেদা মৃদাত্মতয়ান্বীয়মানা মৃদাত্মকসামান্যপূর্ব্বকা লোকে দৃষ্টাঃ, তথা সর্ব্ব এব বাহ্যাধ্যাত্মিকা ভেদাঃ সুখদুঃখমোহাত্মতয়ান্বীয়মানাঃ সুখদুঃখমোহাত্মকসামান্যপূর্ব্বকা ভবিতুমর্হন্তি। যত্তৎ সুখদুঃখমোহাত্মকং

দূষ্যতে, ন তু পরপক্ষতয়া ইতি ন বীতরাগকথাত্বব্যাহতিরিত্যর্থঃ। পুনরুক্ততাং পরিচোদ্য সমাধত্তে।—"নন্বীক্ষতেঃ" ইতি।

"তত্র সাংখ্যাঃ" ইতি। যানি হি যেন রূপেণাস্থৌল্যাদ্ চ সৌক্ষ্ম্যাৎ সমন্বীয়ন্তে, তানি তৎকারণানি। যথা ঘটাদয়ো রুচকাদয়শ্চাস্থৌল্যাদা চ সৌক্ষ্ম্যান্মৃৎসুবর্ণান্বিতাস্তৎকারণাঃ। তথা চেদং বাহ্যমাধ্যাত্মিকঞ্চ ভাবজাতং সুখদুঃখমোহাত্মনান্বিতমুপলভ্যতে, তস্মাত্তদপি সুখদুঃখমোহাত্মসামান্যকারণকং ভবিতুমর্হতি। তত্র জগৎকারণস্য যেয়ং সুখাত্মতা, তৎ সত্ত্বং, যা চ দুঃখাত্মতা, তদ্রজঃ, যা চ মোহাত্মতা, তত্তম ইতি ত্রৈগুণ্যকারণসিদ্ধিঃ। তথা হি প্রত্যেকং ভাবাস্ত্রৈগুণ্যবন্তোঽনুভূয়ন্তে। যথা মৈত্রদারেষু পদ্মাবত্যাং মৈত্রস্য সুখং, তৎ কস্য হেতোঃ? তং প্রতি সত্ত্বগুণ-

---

করা হইয়াছে, এখানে আবার তাহা কেন? ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, সাংখ্যাদি শাস্ত্র যে, নিজপক্ষ স্থাপনার্থ বেদান্তবাক্য সকল উল্লেখপূর্ব্বক সে সকল কে আপন মতের অনুরূপ করিয়া লইয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই, পূর্ব্বেত এতাবন্মাত্র বলা হইয়াছে, ও দেখান হইয়াছে। এই দ্বিতীয় পাদে তাঁহাদের বেদ বাক্যনিরপেক্ষ যে সকল স্বতন্ত্র যুক্তি আছে, সে সকল যুক্তির খণ্ডন করা হইবেক। বিশেষ এই যে, পূর্ব্বে তাঁহাদের যুক্তিখণ্ডন প্রধানরূপে করা হয় নাই, এই পাদে তাহা করা হইবেক।

[তত্র...মিমতে] তন্মধ্যে সাংখ্যের সিদ্ধান্তে এই যে, যেমন ঘটাদি মৃণ্ময় পদার্থে মৃত্তিকারূপের অন্বয় থাকায় মৃত্তিকাজাতি সে সকলের কারণ, তেমনি, যে কিছু বাহ্য ও আন্তরিকভাব (পদার্থ) আছে, সে সমস্তই সুখ দুঃখ মোহরূপে অন্বিত

সামান্যং, তৎ ত্রিগুণং প্রধানং মৃদ্বদচেতনং চেতনস্য পুরুষস্যার্থং সাধয়িতুং প্রবৃত্তং স্বভাবভেদেনৈব বিচিত্রেণ বিকারাত্মনা প্রবর্ত্তত ইতি। তথা পরিমাণাদিভিরপি লিঙ্গৈস্তদেব প্রধানমনুমিমতে।

তত্র বদামঃ, যদি দৃষ্টান্তবলেনৈবৈতন্নিরূপ্যেতে, নাচেতনং লোকে চেতনানধিষ্ঠিতং স্বতন্ত্রং কিঞ্চিদ্বিশিষ্টপুরুষার্থনির্ব্বর্ত্তন-সমর্থান্ বিকারান্ বিরচয়ৎ দৃষ্টম্। গেহপ্রাসাদ-শয়নাসনবিহার-ভূম্যাদয়ো হি লোকে প্রজ্ঞাবদ্ভিঃ শিল্পিভির্যথাকালং সুখদুঃখ-প্রাপ্তিপরিহারযোগ্যা রচিতা দৃশ্যন্তে, তথেদং জগদখিলং

সমুদ্ভবাৎ। তৎসপত্নীনাঞ্চ দুঃখং, তৎ কস্য হেতোস্তাঃ প্রত্যস্যা রজোগুণসমুদ্ভবাৎ। চৈত্রস্য তু স্ত্রৈণস্য তামবিন্দতো মোহো বিষাদঃ, তৎ কস্য হেতোস্তং প্রত্যস্যাস্তমোগুণ-সমুদ্ভবাৎ। পদ্মাবত্যা চ সর্ব্বে ভাবা ব্যাখ্যাতাঃ। তস্মাৎ সর্ব্বং সুখদুঃখ-মোহান্বিতং জগত্তৎকারণং গম্যতে। তচ্চ ত্রিগুণং প্রধানং—প্রধীয়তে ক্রিয়তে-ঽনেন জগদিতি, প্রধীয়তে নিধীয়তে ঽস্মিন্ প্রলয়সময়ে জগদিতি বা প্রধানং। তচ্চ মৃৎসুবর্ণবদচেতনং চেতনস্য পুরুষস্য ভোগাপবর্গলক্ষণমর্থং সাধয়িতুং স্বভাবত এব প্রবর্ত্ততে, ন তু কেনচিৎ প্রবর্ত্ত্যতে। তথা হ্যাহুঃ "পুরুষার্থ এব হেতুর্ন কেনচিৎ কার্য্যতে করণম্" ইতি। পরিমাণাদিভিরিত্যাদিগ্রহণেন "শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ কারণকার্য্যবিভাগাদবিভাগাদ্বৈশ্বরূপ্যস্য" ইত্যব্যক্তসিদ্ধিহেতবো গৃহ্যন্তে। এতাংশ্চোপরিষ্টাদ্ব্যাখ্যায় নিরাকরিষ্যত ইতি।

তদেতৎ প্রধানানুমানং দূষয়তি।—"তত্র বদামঃ" ইতি। যদি তাবদচেতনং প্রধানমনধিষ্ঠিতং চেতনেন প্রবর্ত্ততে স্বভাবত এবেতি সাধ্যতে, তদযুক্তং, সমন্বয়াদের্হেতোশ্চেতনানধিষ্ঠিতত্ববিরুদ্ধচেতনাধিষ্ঠিতত্বেন মৃৎসুবর্ণাদৌ দৃষ্টান্ত-ধর্ম্মিণি ব্যাপ্তেরুপলব্ধের্ব্বিরুদ্ধত্বাৎ। নহি মৃৎসুবর্ণদার্ব্বাদয়ঃ কুলাল-হেমকার-রথ-

থাকায় সুখদুঃখমোহাত্মক কোন এক সামান্য পদার্থ সে সকলের কারণ। সুখ-দুঃখ মোহাত্মক সেই সামান্য পদার্থটী ত্রিগুণ ও মৃত্তিকাদির ন্যায় অচেতন। চেতন পুরুষের (আত্মার) প্রয়োজন সাধনার্থ তাহা স্বনিষ্ঠ বিচিত্রস্বভাবপ্রভাবে বিবিধাকার বিকারে পরিণত হয়। পরিমাণ প্রভৃতি হেতুর দ্বারাও তাহার (প্রধানের) অনুমান হইয়া থাকে।

[তত্র বদামঃ...দৃষ্টত্বাৎ] এই মতের উপরে আমরা বলি, সাংখ্য কেবল মাত্র দৃষ্টান্ত-বল অবলম্বন করিয়া ঐরূপ জগৎকারণ নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন সত্য; কিন্তু তিনি চেতনকর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত কোনও অচেতনকে বিশিষ্ট পুরুষার্থনির্ব্বাহক বিকার (বস্তুভেদ) রচনা করিতে দেখেন নাই। (অর্থাৎ) অচেতন কারণ পক্ষে দৃষ্টান্ত নাই)। গৃহ, অট্টালিকা, শয্যা, আসন ও

পৃথিব্যাদি নানাকর্ম্মফলোপভোগযোগ্যং বাহ্যমাধ্যাত্মিকঞ্চ শরীরাদি নানাজাত্যন্বিতং প্রতিনিয়তাবয়ববিন্যাসমনেককর্ম্মফলানুভবাধিষ্ঠানং দৃশ্যমানং প্রজ্ঞাবদ্ভিঃ সম্ভাবিততমৈঃ শিল্পিভির্ম্মনসাপ্যালোচয়িতুমশক্যং সৎ কথমচেতনং প্রধানং রচয়েৎ, লোষ্ট্রপাষাণাদিষ্বদৃষ্টত্বাৎ। মৃদাদিষ্বপি কুম্ভকারাদ্যধিষ্ঠিতেষু বিশিষ্টাকারা রচনা দৃশ্যতে, তদ্বৎ প্রধানস্যাপি চেতনান্তরাধিষ্ঠিতত্বপ্রসঙ্গঃ।

ন চ মৃদাদ্যুপাদানস্বরূপব্যপাশ্রয়েণৈব ধর্ম্মেণ মূলকারণমবধারণীয়ং, ন বাহ্য-কুম্ভকারাদিব্যপাশ্রয়েণেতি কিঞ্চিৎ নিয়ামকমস্তি।

কারাদিভিরনধিষ্ঠিতাঃ কুম্ভ-রুচক-রথাদ্যুপাদদতে। তস্মাৎ কৃতকত্বমিব নিত্যত্বসাধনায় প্রযুক্তং সাধ্যবিরুদ্ধেন ব্যাপ্তং বিরুদ্ধম্, এবং সমন্বয়াদি চেতনানধিষ্ঠিতত্বে সাধ্য ইতি রচনানুপপত্তেরিতি দর্শিতম্। যদ্যুচ্যেত, দৃষ্টান্তধর্ম্মিণ্যচেতনং তাবদুপাদানং দৃষ্টং, তত্র যদ্যপি তচ্চেতনপ্রবৃত্তমপি দৃশ্যতে, তথাপি তৎপ্রযুক্তত্বং হেতোরপ্রয়োজকং বহিরঙ্গত্বাৎ, অন্তরঙ্গং ত্বচৈতন্যমাত্রমুপাদানানুগতং হেতোঃ প্রযোজকম্। যথাহুঃ—"ব্যাপ্তেশ্চ দৃশ্যমানায়াঃ কশ্চিদ্ধর্ম্মঃ প্রযোজকঃ" ইতি।

তত্রাহ।—"ন চ মৃদাদি" ইতি। স্বভাবপ্রতিবদ্ধং হি ব্যাপ্যং ব্যাপকমবগময়তি। স চ স্বভাবপ্রতিবন্ধঃ শঙ্কিতসমারোপিতোপাধিনিরাসে সতি নিশ্চীয়তে। তন্নিশ্চয়শ্চান্বয়ব্যতিরেকয়োরায়ত্তে। তৌ চান্বয়ব্যতিরেকৌ ন তথোপাদানাচৈতন্যে, যথা চেতনপ্রবৃত্তত্বেঽতি পরিস্ফুটৌ। তদলমত্রান্তরঙ্গত্বেনেতি ভাবঃ। এবমপি চেতনপ্রযুক্তত্বং নাভ্যুপেয়েত, যদি প্রমাণান্তরবিরোধো ভবেৎ, প্রত্যুত

ক্রীড়াভূমি প্রভৃতি যে কিছু সুখদুঃখের প্রাপ্তি ও পরিহারযোগ্য বস্তুভেদ—সমস্তই বুদ্ধিমান্ শিল্পীর দ্বারা বিরচিত হইতে দেখা যায়, কিন্তু কেবল পাষাণাদি অচেতনকর্ত্তৃক সে সকল রচিত হইতে দেখা যায় না। লোষ্ট্রপাষাণাদি অচেতন পদার্থ যখন চেতনের প্রেরণা ব্যতীত অল্পমাত্রও বিশিষ্ট রচনা করিতে পারে না, তখন, অচেতন প্রধান কিরূপে এই পৃথিব্যাদি লোক—এতন্মধ্যবর্ত্তী কর্ম্মফলভোগযোগ্য নানা স্থান, বাহ্য ও আধ্যাত্মিক শরীরাদি, মানুষাদি জাতি এবং অসাধারণরূপে বিন্যস্ত ও রচনাপারিপাট্যযুক্ত নানা কর্ম্মফল অনুভব করিবার উপযুক্ত বুদ্ধিমান্ শিল্পীরও দুর্ব্বোধ্য—কল্পনারও অতীত—এই অদ্ভুত জগৎ রচনা করিবে? [মৃদা...ভবতি] এ সম্বন্ধে এই মাত্র দেখা যায় যে, মৃত্তিকাদি দ্রব্য কুম্ভকারাদি কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া বিবিধাকারে বিরচিত হয়। তদ্দৃষ্টান্তে প্রধানেরও কোন এক চেতন অধিষ্ঠাতা আছে, এইরূপই অনুমান হইতে পারে।

এমন কোন নিয়ামক নাই যে তদ্দ্বারা মূল কারণে মৃত্তিকাদি উপাদানস্বরূপের অতিরিক্ত ধর্ম্ম থাকা স্বীকার করা যাইতে পারে এবং কুম্ভকারাদির ন্যায় অধিষ্ঠাতাকে পরিহার করা যাইতে পারে। (অর্থাৎ মূল প্রকৃতিতে অচেতনত্ব ধর্ম্ম আছে, তাহাতে অন্যসাপেক্ষতা ধর্ম্ম নাই। মৃত্তিকা কুম্ভকারকর্ত্তৃক প্রযুক্ত

ন চৈবং সতি কিঞ্চিদ্বিরুধ্যতে, প্রত্যুত শ্রুতিরনুগৃহ্যতে, চেতন-কারণত্বসমর্পণাৎ। অতো রচনানুপপত্তেশ্চ হেতোর্নাচেতনং জগৎকারণমনুমাতব্যং ভবতি। অন্বয়াদ্যনুপপত্তেশ্চেতি চ-শব্দেন হেতোরসিদ্ধিং সমুচ্চিনোতি। ন হি বাহ্যাধ্যাত্মিকানাং ভেদানাং সুখদুঃখমোহাত্মকতয়ান্বয় উপপদ্যতে, সুখাদীনামান্তরত্বপ্রতীতেঃ শব্দাদীনাঞ্চাতদ্রূপত্বপ্রতীতেঃ, তন্নিমিত্তত্বপ্রতীতেশ্চ। শব্দাদ্য-বিশেষেপি চ ভাবনাবিশেষাৎ সুখাদিবিশেষোপলব্ধেঃ।

শ্রুতিরনুগুণতরাত্রেত্যাহ।—"ন চৈবং সতি" ইতি। চকারেণ সুখদুঃখাদিসমন্বয়লক্ষণস্য হেতোরসিদ্ধত্বং সমুচ্চিনোতীত্যাহ।—"অন্বয়াদ্যনুপপত্তেশ্চ" ইতি। আন্তরাঃ খল্বমী সুখদুঃখমোহবিষাদা বাহ্যেভ্যশ্চন্দনাদিভ্যোঽতিবিচ্ছিন্নপ্রত্যয়-প্রবেদনীয়েভ্যো ব্যতিরিক্তা অধ্যক্ষমীক্ষ্যন্তে। যদি পুনরেত এব সুখদুঃখাদি-স্বভাবা ভবেয়ুঃ, ততঃ 'স্বরূপত্বাদ্ধেমন্তেঽপি চন্দনঃ সুখঃ স্যাৎ।' ন হি চন্দনঃ কদাচিদচন্দনঃ। তথা নিদাঘেঽপি কুঙ্কুমপঙ্কঃ সুখো ভবেৎ। ন হ্যসৌ কদাচিদকুঙ্কুমপঙ্ক ইতি। এবং কণ্টকঃ ক্রমেলকস্য সুখ ইতি মনুষ্যাদীনামপি প্রাণভৃতাং সুখঃ স্যাৎ। ন হ্যসৌ কাংশ্চিৎ প্রত্যেব কণ্টক ইতি। তস্মাদ-সুখাদিস্বভাবা অপি চন্দনকুঙ্কুমাদয়ো জাতিকালাবস্থাদ্যপেক্ষয়া সুখদুঃখাদি-হেতবঃ, ন তু স্বয়ং সুখাদিস্বভাবা ইতি রমণীয়ম্। তস্মাৎ সুখাদিরূপসমন্বয়ো ভাবানামসিদ্ধ ইতি নানেন তদ্রূপং কারণমব্যক্তমুন্নীয়ত ইতি। তদিদমুক্তং "শব্দাদ্যবিশেষেঽপি চ ভাবনাবিশেষাৎ" ইতি। ভাবনা বাসনা সংস্কারস্তদ্বিশেষাৎ। করভজন্মসমবর্ত্তকং হি কর্ম্ম করভোচিতামেব ভাবনামভিব্যনক্তি, যথাস্মৈ কটকা এব রোচন্তে। এবমন্যত্রাপি দ্রষ্টব্যম্।

হইয়া ঘটাদি আকারে পরিণত হয়, কিন্তু মূল প্রকৃতি যে, সেরূপ নিয়মের অধীন নহে, এমন কথা বলিতে পারিবে না)। অচেতন মাত্রেই চেতনাধিষ্ঠিত, এরূপ হইলে কিছুমাত্র দোষ হয় না, প্রত্যুত চেতন-কারণ-সমর্পণ করায় শ্রুতির আনুকূল্যই করা হয়। অতএব, অচেতন-কারণ পক্ষে বিচিত্র জগদ্রচনা উপপন্ন না হওয়ায় অচেতন প্রধানই জগৎ কারণ, এ অনুমান হইতেই পারে না। [অন্বয়া··· বিশেষাৎ] সূত্রস্থ চ-শব্দের দ্বারা সাংখ্যোক্ত অন্বয়াদি হেতুর অসিদ্ধতা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। বাহ্য ও আধ্যাত্মিক যে কিছু বিকার—সমস্তই সুখদুঃখমোহাত্মক—সমস্ত বিকারেই সুখদুঃখাদির অন্বয় আছে,—এ প্রতিজ্ঞা উপপন্ন হয় না। কেন-না, সুখ দুঃখ মোহ, এ সকল অন্তরস্থ বলিয়াই প্রতীত হয় এবং শব্দাদি পদার্থ বাহ্য বলিয়াই অনুভূত হয়। (বাহ্যবস্তুতে সুখ দুঃখাদি নাই)। একই শব্দ, একই স্পর্শ, একই রূপ, কেবল ভাবনার পার্থক্য অনুসারে কাহারও দুঃখ, কাহারও বা কিছুতে সুখ হইয়া থাকে। (ইহাতেও বুঝা যায়, বিষয় সুখাদ্যাত্মক নহে)।

তথা পরিমিতানাং ভেদানাং মূলাঙ্কুরাদীনাং সংসর্গপূর্ব্বকত্বং দৃষ্ট্বা বাহ্যাধ্যাত্মিকানাং ভেদানাং পরিমিতত্বাৎ সংসর্গপূর্ব্বকত্বমনুমিমানস্য সত্ত্বরজস্তমসামপি সংসর্গপূর্ব্বকত্বপ্রসঙ্গঃ, পরিমিতত্বাবিশেষাৎ। কার্য্যকারণভাবস্তু প্রেক্ষাপূর্ব্বনির্ম্মিতানাং শয়নাসনাদীনাং দৃষ্ট ইতি ন কার্য্যকারণভাবাৎ বাহ্যাধ্যাত্মিকানাং ভেদানামচেতনপূর্ব্বকত্বং শক্যং কল্পয়িতুম্ ॥ ২ । ২ । ১ ॥

পরিমাণাদিতি সাংখ্যীয়ং হেতুমুপন্যস্যতি। "তথা পরিমিতানাং ভেদানাম্" ইতি। সংসর্গপূর্ব্বকত্বে হি সংসর্গস্যৈকস্মিন্নদ্বয়েঽসম্ভবান্নানাত্বৈকার্থসমবেতস্য নানাকারণানি সংসৃষ্টানি কল্পনীয়ানি, তানি চ সত্ত্বরজস্তমাংস্যেবেতি ভাবঃ। তদেতৎ পরিমিতত্বং সাংখ্যীয়বাহ্বান্তালোচনেনানৈকান্তিকমিতি দূষয়তি।— "সত্ত্বরজস্তমসাম্" ইতি। যদি তাবৎ পরিমিতত্বমিয়ত্তা, সা নভসোঽপি নাস্তীত্যব্যাপকো হেতুঃ পরিমাণাদিতি। অথ ন যোজনাদিমিতত্বং পরিমাণমিয়ত্তাং নভসো ক্রমঃ, কিং স্বব্যাপিতাং, অব্যাপি চ নভস্তন্মাত্রাদেঃ। ন হি কার্য্যং কারণব্যাপি, কিন্তু কারণং কার্য্যব্যাপীতি পরিমিতং নভঃ, তন্মাত্রাণ্যব্যাপিত্বাৎ। হন্ত সত্ত্বরজস্তমাংস্যপি ন পরস্পরং ব্যাপ্নুবন্তি। ন চ তত্ত্বান্তরপূর্ব্বকত্বমেতেষামিতি ব্যভিচারঃ। ন হি যথা তৈঃ কার্য্যজাতমাবিষ্টমেবং তানি পরস্পরং বিশন্তি, মিথঃ কার্য্যকারণভাবাভাবাৎ। পরস্পরসংসর্গস্থাবেশশ্চিতিশক্তৌ নাস্তি। ন হি চিতিশক্তিঃ কূটস্থনিত্যা তৈঃ সংসৃজ্যতে। ততশ্চ তদব্যাপকা গুণা ইতি পরিমিতাঃ। এবং চিতিশক্তিরপি গুণৈরসংসৃষ্টেতি সাপি পরিমিতেত্যনৈকান্তিকত্বং পরিমিতত্বস্য হেতোরিতি। তথা কার্য্যকারণবিভাগোঽপি সমন্বয়বদ্বিরুদ্ধ ইত্যাহ— "কার্য্যকারণভাবস্তু" ইতি ॥ ২ । ২ । ১ ॥

যাঁহারা পরিমিত অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন পরিমাণ যুক্ত অঙ্কুরাদি বিকারের সংসর্গপূর্ব্বক উৎপত্তি দেখিয়া * পরিমিতত্ব হেতুর দ্বারা বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক বিকারের (জন্য পদার্থের) সংসর্গপূর্ব্বকত্ব অনুমান করেন, তাঁহাদের মতে সত্ত্বরজস্তমোগুণেরও সংসর্গপূর্ব্বকত্ব প্রসক্ত হইবে। কারণ, উক্ত গুণত্রয়েরও পরিমিতত্ব ধর্ম্ম আছে। [কার্য্য…কল্পয়িতুম্] বুদ্ধিপূর্ব্বক বিরচিত যান, আসন, শয্যা প্রভৃতিতে কার্য্যকারণভাব দৃষ্ট হয়, এ নিমিত্ত, কার্য্যকারণভাব গ্রহণপূর্ব্বক বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক ভেদের (ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের) অচেতনপূর্ব্বকত্ব অর্থাৎ অচেতনকারণনির্ম্মিতত্ব অনুমান করিতে পার না ॥ ২ । ২ । ১ ॥

---

* ঘট কপালকপালিকাসংসর্গ-জন্য। অঙ্কুর, বীজভূমিজলাদিসংসর্গ-জন্য। সংসর্গ, সংযোগাদি সম্বন্ধ।

প্রবৃত্তেশ্চ ॥ ২ । ২ । ২ ॥*

আস্তাং তাবদিয়ং রচনা, তৎসিদ্ধ্যর্থা যা প্রবৃত্তিঃ সাম্যাবস্থানাৎ প্রচ্যুতিঃ সত্ত্বরজস্তমসামঙ্গাঙ্গিভাবরূপাপত্তির্বিশিষ্টকার্য্যাভিমুখপ্রবৃত্তিতা, সাপি নাচেতনস্য প্রধানস্য স্বতন্ত্রস্যোপপদ্যতে, মৃদাদিষ্বদর্শনাৎ রথাদিষু চ। ন হি মৃদাদয়ো রথাদয়ো বা স্বয়মচেতনাঃ সন্তশ্চেতনৈঃ কুলালাদিভিরশ্বাদিভির্ব্বা অনধিষ্ঠিতা বিশিষ্টকার্য্যাভিমুখপ্রবৃত্তয়ো দৃশ্যন্তে। দৃষ্টাচ্চাদৃষ্টসিদ্ধিঃ। অতঃ

ন কেবলং রচনাভেদা ন চেতনাধিষ্ঠানমন্তরেণ ভবন্তি, অপি তু সাম্যাবস্থায়াঃ প্রচ্যুতির্বৈষম্যম্। তথা চ যদ্যদুৎ বলীয়স্তদঙ্গি অভিভূতঞ্চ তদনুগুণতয়া স্থিতমঙ্গম্। এবং হি গুণপ্রধানভাবে সত্যস্য মহাদাদৌ কার্য্যে যা প্রবৃত্তিঃ, সাপি চেতনাধিষ্ঠানমেব গময়তি। ন হি চেতনাধিষ্ঠানমন্তরেণ মৃৎপিণ্ডে প্রধানেঽঙ্গভাবেন চক্রদণ্ডসলিলসূত্রাদয়োঽবতিষ্ঠন্তে। তস্মাৎ প্রবৃত্তেরপি চেতনাধিষ্ঠানসিদ্ধিরিতি শঙ্কিতঃ প্রবৃত্তেশ্চেত্যয়মপি হেতুঃ সাংখ্যীয়ো বিরুদ্ধ এবেত্যুক্তং বক্রোক্ত্যা। অত্র সাংখ্যশ্চোদয়তি।—"নন্বু চেতনস্যাপি প্রবৃত্তিঃ" ইতি। অয়মভিপ্রায়ঃ—ত্বয়া কিলৌপনিষদেনাস্মদ্ধেতূন্ দূষয়িত্বা কেবলস্য চেতনস্যৈবান্যনিরপেক্ষস্য জগদুপাদানত্বং নিমিত্তত্বঞ্চ সমর্থনীয়ম্। তদযুক্তম্। কেবলস্য চেতনস্য প্রবৃত্তের্দৃষ্টান্তধর্ম্মিণ্যনুপলব্ধেরিতি।

রচনা দূরে থাকুক, রচনাসিদ্ধির জন্য যে প্রবৃত্তি—অনুকূল চেষ্টা, তাহাও অচেতন প্রধানের পক্ষে স্বাধীনভাবে হওয়ার সম্ভাবনা নাই। বিশিষ্ট বিন্যাসের নাম রচনা এবং তৎসাধক ক্রিয়াবিশেষের (চেতনের পক্ষে ইচ্ছাসম্বলিত যত্নের) নাম প্রবৃত্তি। সৃষ্টির উদ্দেশে প্রধানের প্রবৃত্তি কি-না সাম্যাবস্থার ভঙ্গ। সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের পরস্পর পরস্পরের অঙ্গাঙ্গিভাব প্রাপ্তি। তদনন্তর কোন এক বিশিষ্টাকার কার্য্যে উন্মুখ হওয়া। এরূপ প্রবৃত্তি চেতনানধিষ্ঠিত অচেতন প্রধানের পক্ষে হইতেই পারে না। হেতু এই যে, মৃত্তিকার ও রথাদি অচেতনের তাদৃশী বিশিষ্ট প্রবৃত্তি দেখা যায় নাই। [ন হি...ভবতি] মৃত্তিকাই হউক, আর রথাদিই হউক, কুম্ভকারের ও রথবাহকের অধিষ্ঠান ব্যতীত আপনা হইতে কেহ কখনও মৃত্তিকাকে ও রথকে বিশিষ্ট কার্য্যাভিমুখ হইতে দেখে নাই। দৃষ্টান্ত থাকিলেই তদ্দ্বারা অদৃষ্টের জ্ঞান হইতে পারে সত্য; কিন্তু এ বিষয়ে দৃষ্টান্তই নাই। যেহেতু অনুমান-সমর্থক দৃষ্টান্ত নাই, সেই হেতু অচেতনের প্রবৃত্তি

---

* চ-কারেণ অনুপপত্তিপদমনুবজ্য সূত্রং যোজ্যম্। স্বতন্ত্রমচেতনং জগৎকারণত্বেন নানুমাতব্যং, তস্য সৃষ্ট্যর্থং প্রবৃত্তেরনুপপত্তেরিতি সূত্রার্থঃ।—

অচেতন কারণ পক্ষে প্রবৃত্তির অনুপপত্তি আছে। কার্য্যোন্মুখ হওয়াকে প্রবৃত্তি বলে, তাহা স্বতন্ত্ররূপে অচেতনের সম্বন্ধে অসম্ভব।

প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেরপি হেতোর্নাচেতনং জগৎকারণমনুমাতব্যং ভবতি।

নমু চেতনস্যাপি প্রবৃত্তিঃ কেবলস্য ন দৃষ্টা; সত্যমেতৎ,তথাপি, চেতনসংযুক্তস্য রথাদেরচেতনস্য প্রবৃত্তির্দৃষ্টা, ন ত্বচেতনসংযুক্তস্য চেতনস্য প্রবৃত্তির্দৃষ্টা। কিং পুনরত্র যুক্তম্ ?—যস্মিন্ প্রবৃত্তির্দৃষ্টা, তস্য সেতি, উত যৎসংযুক্তস্য দৃষ্টা, তস্যৈব সেতি ? নমু যস্মিন্ দৃশ্যতে প্রবৃত্তিস্তস্যৈব সেতি যুক্তম্, উভয়োঃ প্রত্যক্ষত্বাৎ। ন তু প্রবৃত্ত্যাশ্রয়ত্বেন কেবলশ্চেতনো রথাদিবৎ প্রত্যক্ষঃ। প্রবৃত্ত্যাশ্রয়দেহাদিসংযুক্তস্যৈব তু চেতনস্য সদ্ভাবসিদ্ধিঃ, কেবলা-

ঔপনিষদস্তু, চেতনহেতুকাং তাবদেষ সাংখ্যঃ প্রবৃত্তিমভ্যুপগচ্ছতু, পশ্চাৎ স্বপক্ষমত এব সমাধাস্যামীত্যভিসন্ধিমানাহ।—"সত্যমেতৎ। ন কেবলস্য চেতনস্য প্রবৃত্তির্দৃষ্টা" ইতি। সাংখ্য আহ।—"ন ত্বচেতনসংযুক্তস্য" ইতি। তু-শব্দ ঔপনিষদপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। অচেতনাশ্রয়ৈব সর্ব্বা প্রবৃত্তির্দৃশ্যতে, ন তু চেতনাশ্রয়া কাচিদপি। তস্মাৎ ন চেতনস্য জগৎসর্জ্জনে প্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ। অত্রোপনিষদো গূঢ়াভিসন্ধিঃ প্রশ্নপূর্ব্বকং বিমৃশতি।—"কিং পুনরত্র" ইতি। অত্রান্তরে সাংখ্যো ব্রূতে। "নমু যস্মিন্" ইতি। ন তাবচ্চেতনঃ প্রবৃত্ত্যাশ্রয়তয়া তৎপ্রযোজকতয়া বা প্রত্যক্ষমীক্ষ্যতে, কেবলং প্রবৃত্তিস্তদাশ্রয়শ্চাচেতনো দেহরথাদিঃ প্রত্যক্ষেণ প্রতীয়তে, তত্রাচেতনস্য প্রবৃত্তিস্তন্নিমিত্তৈব ন তু চেতননিমিত্তা। সদ্ভাবমাত্রন্তু তত্র চেতনস্য গম্যতে, রথাদিবৈলক্ষণ্যাজ্জীবদ্দেহস্য। ন চ সদ্ভাবমাত্রেণ কারণত্বসিদ্ধিঃ। মা ভূদাকাশ উৎপত্তিমতাং ঘটাদীনাং নিমিত্তকারণম্, অস্তি হি সর্ব্বত্রেতি। দেহাতি-

অনমুমেয়। যেহেতু অচেতনের বিশিষ্টকার্য্য প্রবৃত্তির অনুমান দুর্ঘট, সেই হেতুই অচেতন জগৎকারণের অনুমানও দুর্ঘট।

[সত্যমেতৎ...রীতি] যদিও কেবল চেতনের প্রবৃত্তি দেখা যায় না; তথাপি, চেতনসংযুক্ত রথাদি অচেতনের প্রবৃত্তি দেখা যায়, কিন্তু অচেতনসংযুক্ত চেতনের প্রবৃত্তি দেখা যায় না। যদি জিজ্ঞাসা কর, যে আধারে প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয় সেই আধারে প্রবৃত্তি? অথবা যাহার সংযোগে আধার বিশেষ প্রবৃত্ত হয়, তাহারই প্রবৃত্তি? কাহার প্রবৃত্তি? কাহার প্রবৃত্তি যুক্তিসিদ্ধ? ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, যাহাতে প্রবৃত্তির দর্শন হয় দৃষ্ট তাহারই প্রবৃত্তি, ইহাই যুক্তিসিদ্ধ। কেন-না, ঐরূপ হইলে উভয়েরই প্রত্যক্ষের পক্ষে সংরক্ষিত হয়। শুদ্ধ চেতন প্রবৃত্তির আশ্রয়, কিন্তু তাহা রথাদির ন্যায় প্রত্যক্ষ নহে। আরও দেখ; প্রবৃত্তিযুক্ত দেহেই চৈতন্যের অস্তিত্ব অনুভূত হয়, মৃত দেহে হয় না; সুতরাং কেবল অচেতন রথাদি, জীবদেহ

চেতনরথাদি-বৈলক্ষণ্যং জীবদ্দেহস্য দৃষ্টমিতি। অতএব চ প্রত্যক্ষে দেহে সতি চৈতন্যস্য দর্শনাৎ, অসতি চাদর্শনাৎ, দেহস্যৈব চৈতন্যমপীতি লোকায়তিকাঃ প্রতিপন্নাঃ। তস্মাদচেতনস্যৈব প্রবৃত্তিরিতি।

তদভিধীয়তে;—ন ব্রূমো যস্মিন্নচেতনে প্রবৃত্তির্দৃশ্যতে, ন তস্য সেতি, ভবতু তস্যৈব সা। সাপি চেতনাদ্ভবতীতি ব্রূমঃ। তদ্ভাবে ভাবাৎ, তদভাবে চাভাবাৎ। যথা কাষ্ঠাদিব্যপাশ্রয়াপি দাহপ্রকাশাদিলক্ষণা বিক্রিয়াঽনুপলভ্যমানাপি চ কেবলে জ্বলনে জ্বলনাদেব ভবতি, তৎসংযোগে দর্শনাৎ, তদ্বিয়োগে চাদর্শনাৎ, তদ্বৎ। লোকায়তিকানামপি চেতন এব দেহোঽচেতনানাং

রিক্তে সত্যপি চেতনে তস্য ন প্রবৃত্তিং প্রতি নিমিত্তভাবোঽস্তীত্যুক্তম্। যতশ্চাস্য ন প্রবৃত্তিহেতুভাবোঽস্তি অতএব প্রত্যক্ষে দেহে সতি প্রবৃত্তিদর্শনাদসতি চাদর্শনাদ্দেহস্যৈব চৈতন্যং লোকায়তিকাঃ প্রতিপন্নাঃ। তথাচ ন চিদাত্মনিমিত্তা প্রবৃত্তিরিতি সিদ্ধম্। তস্মান্ন রচনায়াঃ প্রবৃত্তের্বা চিদাত্মকারণত্বসিদ্ধির্জ্জগত ইতি।

ঔপনিষদঃ পরিহরতি—"তদভিধীয়তে। ন ব্রূমঃ" ইতি। ন তাবৎ প্রত্যক্ষানুমানাগমসিদ্ধঃ শারীরো বা পরমাত্মা বা অস্মাভিরিদানীং সাধনীয়ঃ। কেবলমস্য প্রবৃত্তিং প্রতি কারণত্বং বক্তব্যম্। তত্র মৃতশরীরে বা রথাদৌ বা অনধিষ্ঠিতে চেতনেন প্রবৃত্তেরদর্শনাৎ তদ্বিপর্য্যয়ে চ প্রবৃত্তিদর্শনাদন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং চেতনহেতুকত্বং প্রবৃত্তের্নিশ্চীয়তে, ন তু চেতনসদ্ভাবমাত্রেণ, যেনাতিপ্রসঙ্গো ভবেৎ। ভূতচৈতনিকানামপি চেতনাধিষ্ঠানাদচেতনানাং প্রবৃত্তিরিত্যত্রাবিবাদ ইত্যাহ।—"লোকায়তিকানামপি" ইতি।

হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ। সেই কারণেই প্রবৃত্তিযুক্ত দেহের জ্ঞানে চৈতন্য সদ্ভাবের জ্ঞান হয়, তদভাবে চৈতন্যের অভাব অনুভূত হয়। এই অভিপ্রায়েই নাস্তিকেরা দেহেরই চৈতন্য স্বীকার করে। এই সকল যুক্তিতে স্থির হয়, জানা যায় যে, অচেতনের প্রবৃত্ত হয়, শুদ্ধ চেতনের প্রবৃত্তি নাই।

[তদভি...প্রবর্ত্তকত্বম্] সাংখ্যের এবম্বিধ মত খণ্ডনার্থ ইহা বলা হইল অর্থাৎ সূত্র বলা হইল। অর্থ এই যে, অচেতনে যে, প্রবৃত্তি দেখা যায়, সে প্রবৃত্তি যে, অচেতনের নহে, এমন কথা আমরা বলি না। সে প্রবৃত্তি তাহারই; কিন্তু তাহা চেতন হইতেই হয়। অর্থাৎ চেতনই তৎপ্রবৃত্তির কারণ। চেতনকে কারণ বলিবার হেতু এই যে, চৈতন্য থাকিলেই প্রবৃত্তি (দেহের) থাকে, না থাকিলে থাকে না। কাষ্ঠের আশ্রয় ব্যতীত দাহাদি আগ্নেয় বিকার অনুভূত হয় না সত্য; কিন্তু অগ্নিসংযোগ ব্যতীত আগ্নেয় দাহাদি

রথাদীনাং প্রবর্ত্তকো দৃষ্ট ইত্যবিপ্রতিষিদ্ধং চেতনস্য প্রবর্ত্তকত্বম্।

ননু তব দেহাদিসংযুক্তস্যাপ্যাত্মনো বিজ্ঞানস্বরূপমাত্র-ব্যতিরেকেণ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেরনুপপন্নং প্রবর্ত্তকত্বমিতি চেৎ, ন, অয়স্কান্তবদ্ রূপাদিবচ্চ প্রবৃত্তিরহিতস্যাপি প্রবর্ত্তকত্বোপপত্তেঃ। যথা অয়স্কান্তো মণিঃ স্বয়ং প্রবৃত্তিরহিতোঽপ্যয়সঃ প্রবর্ত্তকো ভবতি, যথা চ রূপাদয়ো বিষয়াঃ স্বয়ং প্রবৃত্তিরহিতা অপি চক্ষুরাদীনাং প্রবর্ত্তকা ভবন্তি, এবং প্রবৃত্তিরহিতোঽপীশ্বরঃ সর্ব্বগতঃ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিশ্চ সন্ সর্ব্বং প্রবর্ত্তয়েদিত্যুপপন্নম্। একত্বাৎ প্রবর্ত্ত্যাভাবে প্রবর্ত্তকত্বানুপপত্তিরিতি চেৎ,

স্যাদেতৎ। দেহঃ স্বয়ং চেতনঃ করচরণাদিমান্ স্বব্যাপারেণ প্রবর্ত্তয়তীতি যুক্তং, ন তু তদতিরিক্তঃ কূটস্থনিত্যশ্চেতনো ব্যাপাররহিতো জ্ঞানৈকস্বভাবঃ প্রবৃত্ত্যভাবাৎ প্রবর্ত্তকো যুক্ত ইতি চোদয়তি।—"নহু তব" ইতি। পরিহরতি।—"নায়স্কান্তবদ্রূপাদিবচ্চ" ইতি। "যথা চ রূপাদয়ঃ" ইতি। সাংখ্যানাং হি স্বদেশস্থা রূপাদয় ইন্দ্রিয়ং বিকুর্ব্বতে, তেন তদিন্দ্রিয়মর্থং প্রাপ্তমর্থাকারেণ পরিণমত ইতি স্থিতিঃ। সম্প্রতি চোদকঃ স্বাভিপ্রায়মাবিষ্করোতি।—"একত্বাৎ" ইতি। যেষামচেতনং চেতনঞ্চাস্তি, তেষামেতদ্যুজ্যতে বক্তুং—চেতনাধিষ্ঠিতমচেতনং প্রবর্ত্তিত-

---

বিকারও দৃষ্ট নাই, ইহাও সত্য। অগ্নিসংযোগেই কাষ্ঠে দাহাদি বিকার দৃষ্ট হওয়ায় তদ্দৃষ্টান্তে চেতনেরই প্রবর্ত্তকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। চার্ব্বাক্ যে স্বপক্ষ সাধনার্থ রথাদির প্রবৃত্তি দেখান, তাহাতেও চেতন দেহের কারণতা আছে। (চেতনযোগে দেহের প্রবৃত্তি, তৎসংযোগে রথাদির প্রবৃত্তি, ইহাই দেখা যায়, কেবল রথের প্রবৃত্তি দেখা যায় না)। অতএব, চেতনের প্রবর্ত্তকতা কাহারও মতে বিরুদ্ধ নহে। [নহু...পন্নম্] যদি বল, আত্মা দেহাদিতে সংযুক্ত সত্য; কিন্তু তাঁহার নিজের প্রবৃত্তি নাই, (কেবল বিজ্ঞানের আবার প্রবৃত্তি কি?) প্রবৃত্তি নাই বলিয়া তাঁহার প্রবর্ত্তকতাও নাই। (যে প্রবর্ত্তক, সে স্বয়ংপ্রবৃত্তিমান্, ইহাই দৃষ্ট হয়, যেমন অশ্ব। ঘনবিজ্ঞান আত্মা প্রবৃত্তিবিহীন, সে কারণ, তিনি প্রবর্ত্তক নহেন)। ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, অয়স্কান্তমণির ও রূপাদির দৃষ্টান্তে প্রবৃত্তিহীনেরও প্রবর্ত্তকতা সিদ্ধ হয়। অয়স্কান্তমণি নিজে প্রবৃত্তিরহিত অথচ অন্যের প্রবর্ত্তক। রূপাদি বিষয়ের প্রবৃত্তি নাই অথচ তাহারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তক। সর্ব্বগত, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি ঈশ্বর যে, সমুদয় জগতের প্রবর্ত্তক, ইহা উক্ত দৃষ্টান্তে উপপন্ন হইতে পারে। [একত্বাৎ...কারণত্বে] এক আত্মাই আছেন, অন্য

ন, অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিত-নামরূপমায়াবেশবশেনাসকৃৎ প্রত্যুক্তত্বাৎ। তস্মাৎ সম্ভবতি প্রবৃত্তিঃ সর্ব্বজ্ঞকারণত্বে, ন ত্বচেতন-কারণত্বে ॥ ২। ২। ২ ॥

পয়োঽম্বুবচ্চেৎ, তত্রাপি ॥ ২। ২। ৩ ॥ *

স্যাদেতৎ। যথা ক্ষীরমচেতনং স্বভাবেনৈব বৎস-বিবৃদ্ধয়ে প্রবর্ত্ততে, যথা চ জলমচেতনং স্বভাবেনৈব লোকোপকারায় স্যন্দতে, এবং প্রধানমপ্যচেতনং স্বভাবেনৈব পুরুষার্থসিদ্ধয়ে

ইতি। যথা যোগানামীশ্বরবাদিনাম্। যেষান্তু চেতনাতিরিক্তং নাস্ত্যদ্বৈতবাদিনাং, তেষাং প্রবর্ত্ত্যাভাবে কং প্রতি প্রবর্ত্তকত্বং চেতনস্যেত্যর্থঃ। পরিহরতি—"নাবিদ্যা" ইতি। কারণভূতয়া লয়লক্ষণয়াঽবিদ্যয়া প্রাক্সর্গোপচিতেন চ বিক্ষেপসংস্কারেণ যৎ প্রত্যুপস্থাপিতং নামরূপং, তদেব মায়া, তদাবেশেনাস্য চোদ্যস্যাসকৃৎ প্রত্যুক্তত্বাৎ। এতদুক্তং ভবতি—নেয়ং সৃষ্টির্বস্তুসতী, যেনাদ্বৈতিনো বস্তুসতো দ্বিতীয়স্যাভাবাদনুযুজ্যেত। কাল্পনিক্যাস্তু স্রষ্টাবস্থি কাল্পনিকং দ্বিতীয়ং সহায়ং মায়াময়ম্। যথাহুঃ—

"সহায়াস্তাদৃশা এব যাদৃশী ভবিতব্যতা।" ইতি।

ন চৈবং ব্রহ্মোপাদানত্বব্যাঘাতঃ, ব্রহ্মণ এব মায়াবেশেনোপাদানত্বাৎ, তদধিষ্ঠানত্বাৎ জগদ্বিভ্রমস্য রজতবিভ্রমস্যেব শুক্তিকাধিষ্ঠানস্য শুক্তিকোপাদানত্বমিতি নিরবদ্যম্ ॥ ২। ২। ২ ॥

যথা পয়োঽম্বুনোশ্চেতনানধিষ্ঠিতয়োঃ স্বত এব প্রবৃত্তিরেবং প্রধানস্যাপীতি শঙ্কার্থঃ। তত্রাপি চেতনাধিষ্ঠিতত্বং সাধ্যম্। ন চ সাধ্যেনৈব ব্যভিচারঃ। তথা

কিছুই নাই, সুতরাং প্রবর্ত্তনীয় না থাকায় প্রবর্ত্তকতাই অনুপপন্ন, এ কথাও বলিতে পার না। কারণ, অবিদ্যাকল্পিত নামরূপাত্মিকা মায়ার আবেশ থাকাতে প্রবর্ত্তনীয়ের অভাব হয় না। অর্থাৎ অবিদ্যাকল্পিত প্রবর্ত্ত্য আছে, তদনুরূপ প্রবর্ত্তকও আছে। এই জন্যই বলি, সর্ব্বজ্ঞ কারণ পক্ষেই প্রবৃত্তির সম্ভব হয়, অচেতন-কারণ পক্ষে হয় না ॥ ২। ২। ২ ॥

দুগ্ধ অচেতন, তাহা যেমন নিজস্বভাবে বৎসমুখে ক্ষরিত হয়, এবং অচেতন জল যেমন স্বভাব বশতঃ লোকোপকারার্থ স্যন্দিত হয়, সেইরূপ, অচেতন প্রধানও স্বভাব বশতঃ পুরুষার্থ সাধনের নিমিত্ত প্রবৃত্ত হয়

* চেৎ যদি পয়োঽম্বুদৃষ্টান্তেন প্রধানস্য স্বতঃপ্রবৃত্তিং সাধয়িতুমিচ্ছসি, তত্রাপি তয়োরপি চেতনাধিষ্ঠিতয়োঃ সেতি বয়মনুমিমীমহে।

যেমন দুগ্ধ আপনা আপনি বৎসমুখে ক্ষরিত হয়, যেমন জল স্বভাববশে বৃষ্টিরূপে স্যন্দিত হয়, সেইরূপ প্রধানও পুরুষার্থসিদ্ধির উদ্দেশে আপনা আপনি প্রবৃত্ত হয়, এরূপ বলিলে আমরা বলিব, দেখাইব, প্রদর্শিত স্থলগুলিতেও চেতনের নিমিত্ততা আছে। দুগ্ধের প্রবর্ত্তন বৎসের অধীন, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। তদ্দৃষ্টান্তে জলেরও চেতনাধীন প্রবৃত্তি অনুমেয়।

প্রবর্ত্তিষ্যত ইতি। নৈতৎ সাধূচ্যতে। যতস্তত্রাপি পয়োঽম্বুনোশ্চেতনাধিষ্ঠিতয়োরেব প্রবৃত্তিরিত্যনুমিমীমহে। উভয়বাদিপ্রসিদ্ধে রথাদাবচেতনে কেবলে প্রবৃত্ত্যদর্শনাৎ। শাস্ত্রঞ্চ—"যোঽপ্সু তিষ্ঠন্নদ্ভ্যোঽন্তরো যোঽপোঽন্তরো যময়তি," "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি, প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে" ইত্যেবঞ্জাতীয়কং সমস্তস্য লোকপরিস্পন্দিতস্যেশ্বরাধিষ্ঠিততাং শ্রাবয়তি। তস্মাৎ সাধ্যপক্ষনিক্ষিপ্তত্বাৎ পয়োঽম্বুবদিত্যনুপন্যাসঃ।

চেতনায়াশ্চ ধেনোঃ স্নেহেনেচ্ছয়া পয়সঃ প্রবর্ত্তকত্বোপপত্তেঃ, বৎসচোষণেন চ পয়স আকৃষ্যমানত্বাৎ। ন চাম্বুনোঽপ্যত্যন্তমনপেক্ষা, নিম্নভূম্যাদ্যপেক্ষত্বাৎ স্যন্দনস্য। চেতনাপেক্ষত্বং তু সর্ব্বত্রোপদর্শিতম্। "উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি" [২১। সূ° ২৪] ইত্যত্র তু বাহ্যনিমিত্তনিরপেক্ষমপি স্বাশ্রয়ং

সত্যনুমানমাত্রোচ্ছেদপ্রসঙ্গাৎ সর্ব্বত্রাহস্য সুলভত্বাৎ। ন চাসাধ্যম্, অত্রাপি চেতনাধিষ্ঠানস্যাগমসিদ্ধত্বাৎ। ন চ সপক্ষেণ ব্যভিচার ইতি শঙ্কানিরাকরণস্যার্থঃ। সাধ্যপক্ষেত্যুপলক্ষণং সপক্ষনিক্ষিপ্তত্বাদিত্যপি দ্রষ্টব্যম্।

ননূপসংহারদর্শনাদিত্যত্রানপেক্ষস্য প্রবৃত্তির্দর্শিতা। ইহ তু সর্ব্বস্য চেতনাপেক্ষা প্রবৃত্তিঃ প্রতিপাদ্যত ইতি কৃতো ন বিরোধঃ ? ইত্যত আহ—"উপসংহার-

---

অর্থাৎ মহত্তত্ত্বাদিক্রমে পরিণত হয়। সাংখ্যের এই উক্তি সাধীয়সী নহে। কেন-না, উক্ত স্থলদ্বয়েও আমরা চেতনের অধিষ্ঠান থাকা অনুমান করিতে পারি। চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত রথাদি অচেতনের প্রবৃত্তি দেখা যায় না বলিয়াই উক্ত স্থলদ্বয়ে চেতনের অধিষ্ঠান থাকা অনুমিত হয়। [শাস্ত্রঞ্চ...মানত্বাৎ] "যিনি জল হইতে ভিন্ন ও জলে অবস্থান করেন, যিনি জলের অন্তরে থাকিয়া জলকে নিয়মিত করেন, হে গার্গি, এই অক্ষরের (ব্রহ্মের) শাসনাধীনে থাকিয়াই পূর্ব্ববাহিনী নদী সকল বহমান হইতেছে। এইরূপ শাস্ত্র সমুদায় লোক পরিস্পন্দনের ঈশ্বরপ্রযোজ্যতা বলিয়াছেন। অতএব, জলের দৃষ্টান্তটী সাধ্য মধ্যে নিক্ষিপ্ত অর্থাৎ জলের স্যন্দনেও চেতনাধিষ্ঠানের অনুমান হয়।

ধেনু চেতন, তাহার ইচ্ছা ও বৎসের প্রতি স্নেহ থাকাতে দুগ্ধের প্রবর্ত্তন হয়, সুতরাং তাহাও সাংখ্যপক্ষসমর্থক দৃষ্টান্ত নহে। বৎসের চোষণে ধেনুস্থ দুগ্ধ আকৃষ্ট হয়, তাহাতেও দুগ্ধের প্রবর্ত্তন সিদ্ধ হইতে পারে। [ন...ত্বাৎ] জলের প্রবর্ত্তনেও নিম্নভূমি প্রভৃতির অপেক্ষা দেখা যায়, এ নিমিত্ত জলও নিতান্ত নিরপেক্ষ নহে। অতএব, সমস্তই চেতনাপেক্ষ। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের

কার্য্যং ভবতীত্যেতল্লোকদৃষ্ট্যা নিদর্শিতং, শাস্ত্রদৃষ্ট্যা পুনঃ সর্ব্বত্রৈবেশ্বরাপেক্ষত্বমাপদ্যমানং ন পরাণুদ্যতে ॥ ২। ২। ৩॥

ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ॥২।২।৪॥*

সাঙ্খ্যানাং ত্রয়ো গুণাঃ সাম্যেনাবতিষ্ঠমানাঃ প্রধানম্। ন তু তদ্ব্যতিরেকেণ প্রধানস্য প্রবর্ত্তকং নিবর্ত্তকং বা কিঞ্চিদ্বাহ্যমপেক্ষ্যমবস্থিতমস্তি। পুরুষস্তূদাসীনো ন প্রবর্ত্তকো ন নিবর্ত্তক ইতি। অতোঽনপেক্ষং প্রধানম্, অনপেক্ষত্বাচ্চ কদা-

---

দর্শনাৎ" ইতি। স্থূলদর্শিলোকাভিপ্রায়ানুরোধেন তদুক্তং, ন তু পরমার্থত ইত্যর্থঃ॥ ২। ২। ৩॥

যদ্যপি সাংখ্যানামপি বিচিত্রকর্ম্মবাসনাবাসিতং প্রধানং সাম্যাবস্থায়ামপি, তথাপি ন কর্ম্মবাসনা সর্গস্থেশতে, কিন্তু প্রধানমেব স্বকার্য্যে প্রবর্ত্তমানমধর্ম্মপ্রতিবদ্ধং সন্ন সুখময়ীং সৃষ্টিং কর্ত্তুমুৎসহত ইতি ধর্ম্মেণাধর্ম্মপ্রতিবন্ধোঽপনীয়তে। এবমধর্ম্মেণ ধর্ম্মপ্রতিবন্ধোঽপনীয়তে। দুঃখময্যাং সৃষ্টৌ স্বয়মেব চ প্রধানমনপেক্ষ্য সৃষ্টৌ প্রবর্ত্ততে। যথাহুঃ—'নিমিত্তম প্রযোজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ" ইতি। ততশ্চ প্রতিবন্ধকাপনয়সাধনে ধর্ম্মাধর্ম্মবাসনে অপি সন্নিহিতে ইত্যাগন্তোরপেক্ষণীয়স্যাভাবাৎ সদৈব সাম্যেন পরিণমেত বৈষম্যেণ বা, ন ত্বয়ং কাদা-

---

২৪শ সূত্রে যে বিনা বাহ্য কারণেও স্বাশ্রয়নিষ্ঠ কার্য্য হওয়ার কথা বলা হইয়াছে, তাহা লৌকিক জ্ঞান অনুসারে। বস্তুতঃ সর্ব্বত্র বা সমুদায় কার্য্যই ঈশ্বরসাপেক্ষ॥ ২। ২। ৩॥

সাংখ্যবক্তা কপিল সত্ত্বাদি গুণের সাম্যাবস্থাকে প্রধান বলেন। ইঁহার মতে গুণত্রয় ব্যতীত অন্য কিছু নাই। তাহাকে কার্য্যপ্রবৃত্ত (সৃষ্ট্যুন্মুখ) ও কার্য্যনিবৃত্ত (প্রলয়োন্মুখ) করিয়া দেয়, এমনও কিছু নাই। পুরুষ আছেন সত্য; কিন্তু তিনি উদাসীন, নিষ্ক্রিয়, সেজন্য তিনি কাহারও প্রবর্ত্তক নহেন, নিবর্ত্তকও নহেন, সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, মানিতে হইবে, প্রধান অনপেক্ষ। প্রধান কাহারও অপেক্ষা করেন না—অথচ প্রবৃত্ত হন। যদি তাহাই সত্য হয়, তবে কখনও মহত্তত্ত্বাদিভাবে পরিণত হন, আবার কখনও হন না, (কখন সৃষ্টি ও কখন প্রলয়)

---

* কর্ম্ম পুরুষো বা প্রধানস্য প্রবর্ত্তক ইত্যাশঙ্ক্য প্রধানব্যতিরেকেণ কর্ম্মণোঽনবস্থানাৎ পুরুষস্য চোদাসীনত্বাৎ সৃষ্ট্যাদিকং প্রতি প্রধানস্যানপেক্ষত্বং, তস্মাৎ কদাচিৎ সৃষ্টিঃ কদাচিৎ প্রলয় ইত্যযুক্তমিত্যর্থঃ। কর্ম্মণোঽপি প্রধানাত্মকত্বাচেতনত্বাৎ পুরুষস্য সদাসত্ত্বাচ্চ ন তস্য কাদাচিৎকপ্রবৃত্তিনিয়ামকত্বমিতিভাবঃ।—

কর্ম্মও প্রধানের ক্রোড়স্থ, প্রধানের রূপবিশেষ, সে জন্য তাহার নিয়মিত প্রবর্ত্তকতা নাই। পুরুষ নিত্য সদাতন, সুতরাং তিনিও নিয়মিত প্রবৃত্তির কারণ নহেন। কর্ম্মাদির যদি নিয়ামকতা না থাকিল, তাহা হইলে কখনও সৃষ্টি, কখনও প্রলয়, এরূপ হয় কেন? উক্ত কারণে সাংখ্যমতে সৃষ্টি ও প্রলয় অসম্ভব হয়।

চিৎ প্রধানং মহদাদ্যাকারেণ পরিণমতে, কদাচিন্ন পরিণমত-ইত্যেতদযুক্তম্। ঈশ্বরস্য তু সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ সর্ব্বশক্তিমত্ত্বাৎ মহামায়ত্বাচ্চ প্রবৃত্ত্যপ্রবৃত্তী ন বিরুধ্যেতে ॥ ২। ২। ৪ ॥

অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ ॥ ২। ২। ৫ ॥ *

স্যাদেতৎ। যথা তৃণপল্লবোদকাদি নিমিত্তান্তরনিরপেক্ষং স্বভাবাদেব ক্ষীরাদ্যাকারেণ পরিণমতে, এবং প্রধানমপি মহদাদ্যাকারেণ পরিণংস্যত ইতি। কথং নিমিত্তান্তরনিরপেক্ষং তৃণাদীতি গম্যতে, নিমিত্তান্তরানুপলম্ভাৎ। যদি হি কিঞ্চিন্নিমিত্তান্তরমুপলভেমহি, ততো যথাকামং তেন তেন নিমিত্তেন তৃণাদ্যুপাদায় ক্ষীরং সম্পাদয়েমহি, ন তু সম্পাদয়ামহে।

চিৎকঃ পরিণামভেদ উপপদ্যতে। ঈশ্বরস্য তু মহামায়স্য চেতনস্য লীলয়া বা যদৃচ্ছয়া বা স্বভাববৈচিত্র্যাদ্বা কর্ম্মপরিপাকাপেক্ষস্য প্রবৃত্তিনিবৃত্তী উপপদ্যেতে এবেতি ॥ ২। ২। ৪ ॥

ধেন্বুপযুক্তং হি তৃণপল্লবাদি যথা স্বভাবত এব চেতনানপেক্ষং ক্ষীরভাবেন পরিণমতে, ন তু তত্র ধেনুচৈতন্যমপেক্ষতে উপযোগমাত্রে তদপেক্ষত্বাৎ, এবং প্রধানমপি স্বভাবত এব পরিণংস্যতে কৃতমত্র চেতনেনেতি শঙ্কার্থঃ।

ইহা অন্যায্য। কিন্তু ঈশ্বরবাদীর মতে ঐরূপ প্রবৃত্তি ও অপ্রবৃত্তি (কখন সৃষ্টি ও কখন প্রলয়) অন্যায্য নহে। হেতু এই যে, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি ও মায়াসহায় ॥ ২। ২। ৪ ॥

তৃণ, পল্লব, জল, এ সকল যেমন বিনা নিমিত্তান্তরের সাহায্যে আপন স্বভাবেই দুগ্ধাদি আকারে পরিণত হয়, সেইরূপ, প্রধানও আপন স্বভাবেই মহত্তত্ত্বাদি আকারে পরিণত হয়। তাহাতে অন্যের সাহায্য অপেক্ষা করে না। নিমিত্তান্তরের অপেক্ষা অর্থাৎ অন্য বস্তুর সাহায্য দৃষ্ট হয় না বা দেখা যায় না বলিয়াই ঐ সকল দুগ্ধজনক বস্তু নিমিত্তান্তর-নিরপেক্ষ। যদি উহাদের নিমিত্ত (সহকারী কারণ) থাকা উপলব্ধ বা জ্ঞানগোচর হইত, তাহা হইলে আমরা সেই সেই নিমিত্তের ও প্রণালীর অনুসরণ করতঃ তৃণাদি লইয়া দুগ্ধ প্রস্তুত করিতে পারি-

* প্রধানস্য স্বাভাবিকঃ পরিণাম ইতি যোজ্যম্। যথা তৃণাদি নিমিত্তান্তরনিরপেক্ষং স্বভাবাদেব ক্ষীরাদ্যাকারেণ পরিণমতে, এবং প্রধানমপি মহদাদ্যাকারেণেতি বক্তুং ন শক্যম্। যতো ধেনুশরীরসম্বন্ধাদন্যত্র ক্ষীরস্যাভাবাৎ তৃণাদেঃ ক্ষীরপরিণামাঽদর্শনাদিত্যর্থঃ।

যেমন তৃণাদি আপন স্বভাবে ক্ষীরাকার প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ প্রধানও মহত্তত্ত্বাদিরূপে পরিণত হয়, এ কথা বলিতে পার না। তৃণও ধেনুভুক্ত না হইলে দুগ্ধাকারে পরিণত হয় না। ধেনুভুক্ত ব্যতীত অন্য তৃণে ক্ষীরপরিণামের অভাব দৃষ্ট হয়।

তস্মাৎ যথা স্বাভাবিকস্তৃণাদেঃ পরিণামস্তথা প্রধানস্যাপি স্যাদিতি।

অত্রোচ্যতে। ভবেৎ তৃণাদিবৎ প্রধানস্য স্বাভাবিকঃ পরিণামঃ, যদি তৃণাদেরপি স্বাভাবিকঃ পরিণামোঽভ্যুপগম্যেত, ন ত্বভ্যুপগম্যতে, নিমিত্তান্তরোপলব্ধেঃ। কথং নিমিত্তান্তরোপলব্ধিঃ? অন্যত্রাভাবাৎ। ধেন্বৈব হ্যুপযুক্তং তৃণাদি ক্ষীরীভবতি, ন প্রহীণমনডুহাদ্যুপযুক্তং বা। যদি হি নির্নিমিত্তমেতৎ স্যাৎ ধেনুশরীরসম্বন্ধাদন্যত্রাপি তৃণাদি ক্ষীরীভবেৎ। ন চ যথাকামং মানুষৈর্ন শক্যং সম্পাদয়িতুমিত্যেতাবতা নির্নিমিত্তং ভবতি। ভবতি হি কিঞ্চিৎ কার্য্যং মানুষসম্পাদ্যং কিঞ্চিদ্দৈবসম্পাদ্যম্। মনুষ্যা অপি চ শক্নুবন্ত্যেব স্বোচিতেনোপায়েন তৃণাদ্যুপাদায় ক্ষীরং সম্পাদয়িতুম্। প্রভূতং হি ক্ষীরং কাময়মানাঃ প্রভূতং

ধেনূপযুক্তস্য তৃণাদেঃ ক্ষীরভাবে কিং নিমিত্তান্তরমাত্রং নিষিধ্যতে, উত চেতনম্। ন তাবন্নিমিত্তান্তরম্। ধেনুদেহস্থস্যৌদর্য্যস্য বহ্ন্যাদিভেদস্য নিমিত্তান্তরস্য সম্ভবাৎ। বুদ্ধিপূর্ব্বকারী তু তত্রাপি ঈশ্বর এব সর্ব্বজ্ঞঃ সম্ভবতীতি শঙ্কানিরাকরণস্যার্থঃ। তদিদমুক্তং "কিঞ্চিদ্দৈবসম্পাদ্যম্" ইতি ॥ ২। ২। ৫ ॥

তাম। যেহেতু তাহা পারি না, সেই হেতু স্বীকার করি, তৃণাদির তাদৃশ পরিণাম স্বাভাবিক। তদ্দৃষ্টান্তে প্রধানের পরিণামও স্বাভাবিক। [অত্রো... ভবেৎ] এই কথার উপরে আমাদের বক্তব্য এই যে, যদি তৃণাদির স্বতঃ পরিণাম প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে তদ্দৃষ্টান্তে প্রধানেরও স্বতঃপরিণাম প্রমাণিত হইতে পারে। আমরা দেখিতে পাই, তৃণাদির পরিণাম নিমিত্তান্তরের অধীন। ধেন্বাদি ব্যতীত অন্য আধারে তৃণাদির দুগ্ধপরিণামের অভাব দেখা যায়; সুতরাং অনুভূত হয়, প্রমাণীকৃত হয়, তৃণাদির পরিণামে নিমিত্তান্তর আছে। ধেনুকর্তৃক ভক্ষিত হইলেই তৃণাদি দুগ্ধপরিণাম প্রাপ্ত হয়, বৃষাদি ভক্ষিত হইলে হয় না। যদি নির্দ্দিষ্ট নিমিত্তের (কারণ বিশেষের) অপেক্ষা না থাকিত, তাহা হইলে তৃণাদি অবশ্যই ধেনু-শরীর-সম্বন্ধে ব্যতীত অন্য শরীরেরও দুগ্ধাকারে পরিণত হইত। [ন চ...পরিণামঃ] মানুষ আপন ইচ্ছায় দুগ্ধ উৎপাদন করিতে পারে না বলিয়াই যে, তাহার নিমিত্ত নাই বলিবে, স্বাভাবিক বলিবে, তাহা বলিতে পারিবে না। এমন অনেক কার্য্য, আছে যাহা মানুষ-সম্পাদ্য এবং এমনও অনেক কার্য্য আছে, যাহা দৈব-সম্পাদ্য। মনুষ্যেরাও উপযুক্ত উপায়ে তৃণাদি লইয়া দুগ্ধ উৎপাদন করিতে পারে। মনুষ্যেরা প্রচুর দুগ্ধ পাইবার ইচ্ছায় ধেনুকে প্রভূত ঘাস ভক্ষণ করায়,

ঘাসং ধেনুং চারয়ন্তি, ততশ্চ প্রভূতং ক্ষীরং লভন্তে। তস্মান্ন তৃণাদিবৎ স্বাভাবিকঃ প্রধানস্য পরিণামঃ ॥ ২। ২। ৫ ॥

অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ ॥ ২। ২। ৬ ॥ *

স্বাভাবিকী প্রধানস্য প্রবৃত্তির্ন ভবতীতি স্থাপিতম্। অথাপি নাম ভবতঃ শ্রদ্ধামনুরুধ্যমানাঃ স্বাভাবিকীমেব প্রধানস্য প্রবৃত্তিমভ্যুপগচ্ছেম, তথাপি দোষোঽনুষজ্যেতৈব। কুতঃ? অর্থাভাবাৎ। যদি তাবৎ স্বাভাবিকী প্রধানস্য প্রবৃত্তিঃ, ন কিঞ্চিদন্যদিহাপেক্ষতইত্যুচ্যতে, ততো যথৈব সহকারি কিঞ্চিন্নাপেক্ষতে, এবং প্রয়োজনমপি কিঞ্চিন্নাপেক্ষিষ্যত ইত্যতঃ প্রধানং পুরুষস্যার্থং সাধয়িতুং প্রবর্ত্তত ইতীয়ং প্রতিজ্ঞা হীয়েত। স যদি ব্রূয়াৎ—সহকার্য্যেব কেবলং নাপেক্ষতে,

---

পুরুষার্থাপেক্ষাভাবপ্রসঙ্গাৎ। তদিদমুক্তং "এবং প্রয়োজনমপি কিঞ্চিন্নাপেক্ষিষ্যতে" ইতি। অথবা পুরুষার্থাভাবাদিতি যোজ্যম্। তদিদমুক্তং "তথাপি প্রধানপ্রবৃত্তেঃ প্রয়োজনং বিবেক্তব্যম্" ইতি। ন কেবলং তাত্ত্বিকো ভোগোঽনাধেয়াতিশয়স্য কূটস্থনিত্যস্য পুরুষস্য ন সম্ভবতি, অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গশ্চ। যেন হি

তাহাতে তাহারা প্রচুর দুগ্ধ প্রাপ্ত হয়। এই জন্যই বলিতেছি, তৃণাদির পরিণাম প্রধানের স্বতঃপরিণামের দৃষ্টান্ত নহে ॥ ২। ২। ৫ ॥

প্রধানের স্বতঃপ্রবৃত্তি অসিদ্ধ, ইহা স্থাপিত হইলেও বাদীর শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস সমুৎপাদানের অনুরোধে আমরা না হয় তাহা অর্থাৎ স্বতঃপ্রবৃত্তি অঙ্গীকারই করিলাম, কিন্তু তাহা করিলেও দোষের পরিহার হইতেছে কৈ। তাহাতেও প্রয়োজনাভাবপ্রসঙ্গরূপ দোষ হইবে। [যদি...হীয়েত] প্রধান যদি আপনা আপনি প্রবৃত্ত হয়, অন্য কাহারও অপেক্ষা না করে, তাহা হইলে ইহাও মানিতে হইবেক যে, প্রধান যেমন সহকারীর প্রতীক্ষা করে না, তেমনি, কোনরূপ প্রয়োজনেরও প্রতীক্ষাও করে না—তাহার প্রবৃত্তি নিষ্প্রয়োজনা। কিন্তু নিষ্প্রয়োজনা প্রবৃত্তি মানিতে গেলে—সাংখ্যেরই "প্রধান বা প্রকৃতি পুরুষার্থ সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হয়, মহত্তত্ত্বাদিরূপে পরিণত হয়" এ প্রতিজ্ঞা থাকিবে না, হানি প্রাপ্ত হইবে। [স যদি...বেতি] সাংখ্য যদি এমন কথা বলেন যে, প্রধান

---

* অভ্যুপগমেঽপি প্রধানস্য স্বতঃপ্রবৃত্তিস্বীকারেঽপি অর্থাভাবাৎ পুরুষার্থতাপেক্ষাভাবপ্রসঙ্গাৎ পুরুষার্থা প্রবৃত্তিরিতি সাংখ্যানাং প্রতিজ্ঞা হীয়েতেতি যোজনা।

প্রধান আপন স্বভাবে মহত্তত্ত্বাদি আকারে পরিণত হয়, তাহাতে অন্য কিছুর নিমিত্ততা নাই, ইহা স্বীকার করিলেও সাংখ্যকার দোষ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন না। তাহাতেও প্রতিজ্ঞাহানি দোষ আছে। (ভাষ্যব্যাখ্যা দেখ)।

ন প্রয়োজনমপীতি, তথাপি প্রধানপ্রবৃত্তেঃ প্রয়োজনং বিবেক্তব্যং—ভোগো বা স্যাদপবর্গো বা, উভয়ং বেতি। ভোগশ্চেৎ, কীদৃশোঽনাধেয়াতিশয়স্য ভোগো ভবেৎ ? অনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গশ্চ। অপবর্গশ্চেৎ, প্রাগপি প্রবৃত্তেরপবর্গস্য সিদ্ধত্বাৎ প্রবৃত্তিরনর্থিকা স্যাৎ, শব্দাদ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গশ্চ। উভয়ার্থতাভ্যুপগমেঽপি ভোক্তব্যানাং প্রধানমাত্রাণামানন্ত্যাদনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গ এব। ন চৌৎসুক্যনিবৃত্ত্যর্থা প্রবৃত্তিঃ। ন হি প্রধানস্যাচেতনস্যৌৎ-

---

প্রয়োজনেন প্রধানং প্রবর্ত্তিতং, তদনেন কর্ত্তব্যম্। ভোগেন চৈতৎ প্রবর্ত্তিতমিতি তমেব কুর্য্যান্ন মোক্ষং, তেনাপ্রবর্ত্তিতত্বাদিত্যর্থঃ।

"অপবর্গশ্চেৎ প্রাগপি" ইতি। চিতেঃ সদা বিশুদ্ধত্বান্নৈতস্যাং জাতু কর্ম্মানুভববাসনাঃ সন্তি। প্রধানস্তু তাসামনাদীনামাধারঃ। তথা চ প্রধানপ্রবৃত্তেঃ প্রাক্ চিতির্মুক্তৈবেতি নাপবর্গার্থমপি তৎপ্রবৃত্তিরিতি। "শব্দাদ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গশ্চ।" তদর্থমপ্রবৃত্তত্বাৎ প্রধানস্য। "উভয়ার্থতাভ্যুপগমেঽপি" ইতি। ন তাবদপবর্গঃ সাধ্যঃ, তস্য প্রধানাপ্রবৃত্তিমাত্রেণ সিদ্ধত্বাৎ ভোগার্থন্তু প্রবর্ত্তেত। ভোগস্য চ সকৃচ্ছব্দাদ্যুপলব্ধিমাত্রাদেব সমাপ্তত্বান্ন তদর্থং পুনঃ প্রধানং প্রবর্ত্তেত—ইত্যযত্নসাধ্যো মোক্ষঃ স্যাৎ। নিঃশেষশব্দাদ্যুপভোগস্য চানন্ত্যেন সমাপ্তেরনুপপত্তেরনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ। কৃতভোগমপি প্রধানম্ আসত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতেঃ ক্রিয়াসমভিহারেণ ভোজয়তীতি-চেৎ, অথ পুরুষার্থায় প্রবৃত্তং কিমর্থং সত্ত্ব-পুরুষান্যথাখ্যাতিং করোতি। অপবর্গার্থমিতি চেৎ, হন্তায়ং সকৃচ্ছব্দাদ্যুপভোগেন কৃতপ্রয়োজনস্য প্রধানস্য নিবৃত্তিমাত্রাদেব সিধ্যতীতি কৃতং সত্ত্ব-পুরুষান্যতাখ্যাতিপ্রতীক্ষণেন। ন চাস্যাঃ স্বরূপতঃ পুরুষার্থত্বম্। তস্মাদুভয়ার্থমপি ন প্রধানস্য প্রবৃত্তিরুপপদ্যত ইতি সিদ্ধোঽর্থাভাবঃ। সুগমমিতরৎ।

অপর সহকারীর অপেক্ষা করে না সত্য, কিন্তু প্রয়োজনের অপেক্ষা করে, তাহা হইলে তাঁহাকে বিচারপূর্ব্বক সেই প্রয়োজন দেখাইতে হইবেক। প্রধান কোন্ প্রয়োজন সাধিতে প্রবৃত্ত হয় ?—ভোগ সাধিতে ?—না অপবর্গ (মোক্ষ) সাধিতে ? অথবা ভোগ ও অপবর্গ উভয় প্রয়োজন সাধিতে ? [ভোগশ্চেৎ...এব] যদি পুরুষকে ভোগ করানই প্রধানের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে অপবর্গের আশা ত্যাগ কর। বিশেষতঃ পুরুষের ভোগ, ইহা অসিদ্ধ। পুরুষ নিগুর্ণ নিক্রিয়, তাঁহাতে কোনরূপ অতিশয় (বিকার বিশেষ) আহিত হয় না, কাযেই তাঁহার ভোগ অসিদ্ধ। যদি অপবর্গ প্রয়োজন বল, তাহা হইলেও, তাহা ত প্রবৃত্তির পূর্ব্বেও ছিল, সুতরাং প্রধানের প্রবৃত্তি-সার্থক্য রহিত হইল।

অপিচ, অপবর্গপ্রয়োজনা প্রবৃত্তি হইলে, বন্ধজনক শব্দাদি অনুভব হইবে কেন ? ভোগাপবর্গ উভয় প্রয়োজন স্বীকার করিতে গেলে মুক্তি হয় না। কেন-না, ভোক্তব্য প্রাকৃতিক পদার্থের অন্ত না থাকায়, সীমা না থাকায়, কস্মিন্ কালেও মুক্তি হইতে পারে না। [ন চৌৎসুক্য...যুক্তম্] মাত্র ঔৎসুক্য নিবৃত্তিই

সুক্যং সম্ভবতি। ন চ পুরুষস্য নির্ম্মলস্য। দৃক্‌শক্তি-সর্গশক্তি-বৈয়র্থ্যভয়াচ্চেৎ প্রবৃত্তিঃ, তর্হি সর্গশক্ত্যনুচ্ছেদবৎ দৃক্‌শক্ত্যনুচ্ছেদাৎ সংসারানুচ্ছেদাদনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গ এব। তস্মাৎ প্রধানস্য পুরুষার্থা প্রবৃত্তিরিত্যেতদযুক্তম্ ॥ ২। ২। ৬॥

পুরুষাশ্মবদিতি চেৎ, তথাপি ॥ ২। ২। ৭॥ *

স্যাদেতৎ। যথা কশ্চিৎ পুরুষো দৃক্‌শক্তিসম্পন্নঃ প্রবৃত্তি-শক্তিবিহীনঃ পঙ্গুরপরং পুরুষং প্রবৃত্তিশক্তিসম্পন্নং দৃক্‌শক্তি-

শঙ্কতে—"দৃক্‌শক্তি" ইতি। পুরুষো হি দৃক্‌শক্তিঃ, সা চ দৃশ্যমন্তরেণানর্থিকা স্যাৎ। ন চ স্বাত্মন্যর্থবতী, স্বাত্মনি বৃত্তিবিরোধাৎ। প্রধানঞ্চ সর্গশক্তিঃ, সা চ সর্জ্জনীয়মন্তরেণানর্থিকা স্যাদিতি যৎ প্রধানেন শব্দাদি সৃজ্যতে, তদেব দৃক্‌শক্তের্দৃশ্যং ভবতীতি তদুভয়ার্থবত্তায় সর্জ্জনমিতি শঙ্কার্থঃ। নিরাকরোতি—"সর্গশক্ত্যনুচ্ছেদবৎ" ইতি। যথা হি প্রধানস্য সর্গশক্তিরেকং পুরুষং প্রতি চরিতার্থাপি পুরুষান্তরং প্রতি প্রবর্ত্ততেঽনুচ্ছেদাৎ, এবং দৃক্‌শক্তিরপি তং পুরুষং প্রত্যর্থবত্তায়ানুচ্ছেদাৎ সর্ব্বদা প্রবর্ত্তেত, ইত্যনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ। সকৃদ্দৃশ্যদর্শনেন বা চরিতার্থত্বে ন ভূয়ঃ প্রবর্ত্তেতেতি সর্ব্বেষামেকপদে নির্ম্মোক্ষঃ প্রসজ্যেতেতি সহসা সংসারঃ সমুচ্ছিদ্যেতেতি ॥ ২। ২। ৬॥

নৈব দোষাৎ প্রচ্যুতিরিতি শেষঃ। মাভূৎ পুরুষার্থস্য শক্ত্যর্থবত্বস্য বা প্রবর্ত্ত-

প্রয়োজন, এরূপ বলাও সঙ্গত নহে। প্রধান অচেতন—জড়, তাহার আবার ঔৎসুক্য কি? ইচ্ছাবিশেষের নাম ঔৎসুক্য, জড়ের তাহা অসম্ভব। পুরুষ নির্ম্মল, সুতরাং পুরুষের ঔৎসুক্যনিবারণ অসম্ভব। সৃষ্টি না হইলে পুরুষের দৃক্‌শক্তি ও প্রধানের সৃষ্টিশক্তি ব্যর্থ হইবে। সেই ভয়ে যদি বল, প্রধান উক্ত উভয় শক্তির সার্থক্য সম্পাদনার্থ প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে ইহাও বলা উচিত যে, সৃষ্টি-শক্তির ন্যায় দৃক্‌শক্তিরও অনুচ্ছেদ্যতা হেতু সংসারের নিত্যতা অক্ষত ও মুক্তি কথাটা মিথ্যা। (ফলিতার্থ এই যে, পুরুষ চিদ্রূপ বলিয়া দৃক্‌শক্তিসম্পন্ন, এদিকে প্রধান ত্রিগুণ বলিয়া সৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন। দৃশ্যসৃষ্টি ব্যতীত উক্ত উভয় শক্তির সার্থক্য থাকে না; দৃশ্য না থাকিলে দৃক্‌শক্তি থাকা বা না থাকা সমান। দর্শক না থাকিলে দর্শনশক্তিও থাকা না থাকা সমান। অতএব উক্ত উভয়শক্তির নৈরর্থক্য পরিহার উদ্দেশেই প্রধান স্বীয় শক্তি প্রকাশ করেন। যদি এই সিদ্ধান্তই সত্য হয়, তাহা হইলে ইহাও সত্য হইবে যে, শক্তি নিত্য বলিয়া সৃষ্টি নিত্য এবং সৃষ্টি নিত্য বলিয়া মুক্তিরও অভাব)। অতএব, প্রধানের পুরুষার্থা প্রবৃত্তি, এ কথা অযুক্ত—যুক্তিসিদ্ধ নহে ॥ ২। ২। ৬॥

এক পুরুষ দৃক্‌শক্তিসম্পন্ন কিন্তু প্রবৃত্তিশক্তিবিহীন (পঙ্গু)। অন্য এক পুরুষ

* পুরুষবৎ অশ্মবচ্চেতি বিগ্রাহম্। অন্ধ-পঙ্গুপুরুষদৃষ্টান্তেন, যথা বা অয়স্কান্তপাষাণ-দৃষ্টান্তেন যদি প্রবৃত্তিঃ কল্প্যতে, তথাপি নৈব দোষান্নির্ম্মোক্ষোঽস্তীতি শেষঃ ।।অ ভুপেত্যহান

বিহীনমন্ধমধিষ্ঠায় প্রবর্ত্তয়তি, যথা বা অয়স্কান্তোঽশ্মা স্বয়মপ্রবর্ত্তমানোঽপ্যয়ঃ প্রবর্ত্তয়তি, এবং পুরুষঃ প্রধানং প্রবর্ত্তয়িষ্যতীতি দৃষ্টান্তপ্রত্যয়েন পুনঃ প্রত্যবস্থানম্।

অত্রোচ্যতে—তথাপি নৈব দোষান্নির্ম্মোক্ষোঽস্তি। অভ্যুপেতহানং তাবদ্দোষ আপততি, প্রধানস্য স্বতন্ত্রস্য প্রবৃত্ত্যভ্যুপগমাৎ, পুরুষস্য চ প্রবর্ত্তকত্বানভ্যুপগমাৎ। কথঞ্চোদাসীনঃ পুরুষঃ প্রধানং প্রবর্ত্তয়েৎ। পঙ্গুরপি হ্যন্ধং পুরুষং বাগাদিভিঃ প্রবর্ত্তয়তি, নৈবং পুরুষস্য কশ্চিৎ প্রবর্ত্তনব্যাপারোঽস্তি, নিষ্ক্রিয়ত্বাৎ নির্গুণত্বাচ্চ। নাপ্যয়স্কান্তবৎ সন্নিধিমাত্রেণ প্রবর্ত্তয়েৎ, সন্নিধিনিত্যত্বেন প্রবৃত্তিনিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ। অয়স্কান্তস্য

কত্বং, পুরুষ এব দৃক্শক্তিসম্পন্নঃ পঙ্গুরিব প্রবৃত্তিশক্তিসম্পন্নং প্রধানমন্ধমিব প্রবর্ত্তয়িষ্যতীতি শঙ্কা।

দোষাদনির্ম্মোক্ষমাহ—"অভ্যুপেতহানং তাবৎ" ইতি। ন কেবলমভ্যুপেত-

প্রবৃত্তিশক্তিসম্পন্ন (গতিশক্তিবিশিষ্ট) কিন্তু দৃক্শক্তিরহিত (অন্ধ)। প্রথমোক্ত পুরুষ যেমন অধিষ্ঠাতা হইয়া দ্বিতীয়োক্ত পুরুষকে প্রবর্ত্তিত করে, কিম্বা চুম্বক পাষাণ যেমন স্বয়ং অপ্রবর্ত্তমান থাকিয়াও লোহকে প্রবর্ত্তিত করে, সেইরূপ, পুরুষও (আত্মাও) প্রধানকে প্রবর্ত্তিত করিবে, দৃষ্টান্তবলে এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ পুনরুপস্থিত হইতে পারে।

তাহার প্রত্যুত্তর যে, সে পক্ষও নির্দ্দোষ নহে। [অভ্যুপেত…বদিতি] সে পক্ষে দোষ এই যে, প্রধানের স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীনপ্রবৃত্তি অঙ্গীকার করিতে হয়, অথচ পুরুষের প্রবর্ত্তকত্ব স্বীকার করা হয় না। অবশ্যই তাহা সাংখ্যের পক্ষে দোষ—স্বীকৃতহানি দোষ। বিবেচনা কর, উদাসীন পুরুষ কিরূপে প্রধানকে প্রেরণ করিবে? পঙ্গুর বাক্‌শক্তি প্রভৃতি আছে, তদ্দ্বারা সে পঙ্গুকে প্রেরণ করিতে পারে; কিন্তু পুরুষের এমন কোন প্রবর্ত্তক ব্যাপার নাই—যদ্দ্বারা পুরুষ প্রধানকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত (কার্য্যোন্মুখ) করিতে পারেন। পুরুষ নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। তিনি চুম্বকের ন্যায় কেবলমাত্র সন্নিধানবলে প্রধানকে প্রবর্ত্তিত করেন, এরূপ বলাও সঙ্গত নহে। তাঁহার সন্নিধান নিত্য—চিরকালই সমান—তদনুসারে প্রধানের প্রবৃত্তিও নিত্য ও সদা কাল সমান থাকা উচিত। (কখন সৃষ্টি, কখনও প্রলয়, এরূপ হওয়া অনুচিত)। দেখা যায়, চুম্বকের সন্নিধান অনিত্য। অর্থাৎ কদাচিৎ (কখন)। বিশেষতঃ তাহা পরিমার্জ্জন ও ঋজুভাবে স্থাপনাদি

তাবদ্দোষ আপততীতি যাবৎ।—

পঙ্গুর ও অন্ধের অথবা লৌহের ও চুম্বকের দৃষ্টান্তে প্রধানের প্রবৃত্তি অনুমান করিতে গেলেও নির্দ্দোষ অনুমান হইবেক না। (বিশদ ব্যাখ্যা ভাষ্যানুবাদে দেখ)।

ত্বনিত্যসন্নিধেরস্তি স্বব্যাপারঃ সন্নিধিঃ, পরিমার্জ্জনাদ্যপেক্ষা চাস্যাস্তীত্যনুপন্যাসঃ পুরুষাশ্মবদিতি। তথা প্রধানস্যাচৈতন্যাৎ পুরুষস্য চৌদাসীন্যাৎ তৃতীয়স্য চ তয়োঃ সম্বন্ধয়িতুরভাবাৎ সম্বন্ধানুপপত্তিঃ। যোগ্যতানিমিত্তে সম্বন্ধে যোগ্যতানুচ্ছেদাদনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ। পূর্ব্ববচ্চেহাপ্যর্থাভাবো বিকল্পয়িতব্যঃ। পরমাত্মনস্তু স্বরূপব্যপাশ্রয়মৌদাসীন্যং, মায়াব্যপাশ্রয়ঞ্চ প্রবর্ত্তকত্বমিত্যস্ত্যতিশয়ঃ ॥ ২। ২। ৭ ॥

অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ ॥ ২। ২। ৮ ॥ *

ইতশ্চ ন প্রধানস্য প্রবৃত্তিরবকল্পতে, যদ্ধি সত্ত্বরজস্তমসা-

হানম্। অযুক্তঞ্চৈতত্তদ্বদর্শনালোচনেনেত্যাহ—"কথং চোদাসীনঃ" ইতি। নিষ্ক্রিয়ত্বে সাধনং "নির্গুণত্বাৎ" ইতি। শেষমতিরোহিতার্থম্ ॥ ২। ২। ৭ ॥

অপেক্ষা করে। (চুম্বক পরিমার্জন অপেক্ষা করে অর্থাৎ মার্জ্জিত না হইলে তাহার আকর্ষণশক্তি প্রকাশ পায় না। সমসূত্রে স্থাপিত না হইলেও লৌহে তাহার ক্রিয়া হয় না)। এই সকল কারণে পুরুষ ও চুম্বক উভয়ই অনুপন্যসনীয় অর্থাৎ অযোগ্য দৃষ্টান্ত। [তথা…শয়ঃ] আরও দেখ, প্রধান অচেতন ও পুরুষ উদাসীন। সে কারণে উক্ত উভয়ের সম্বন্ধ হওয়া অসম্ভব। সম্বন্ধ ঘটনা করায়, এমন তৃতীয় পদার্থ সাংখ্যমতে নাই। যোগ্যতাই করায়; এরূপ বলিতে গেলে যোগ্যতার অনুচ্ছেদ বশতঃ মোক্ষের আশাই তিরোহিত হইবে। অর্থাৎ চিজ্জড়স্বরূপ যোগ্যতা নিত্য, তদনুসারে সংসারও নিত্য, কাযেই সংসারত্যাগরূপ মোক্ষ কস্মিন্‌কালেও হইবার সম্ভাবনা থাকে না। পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও প্রয়োজনাভাব দোষের উন্নয় (উত্থাপন) করিতে পার। (অর্থাৎ ইতঃপূর্ব্বে যেমন প্রধানের স্বাধীন প্রবৃত্তির ফল কি?—ভোগ? না অপবর্গ? না উভয়? এইরূপ পৃথক্ প্রশ্ন উত্থাপনপূর্ব্বক প্রত্যেক পক্ষেই দোষ প্রদর্শন করা হইয়াছে, সেইরূপ এখানেও অর্থাৎ পুরুষাধীন প্রবৃত্তির পক্ষেও ঐ সকল দোষ দেখান যাইতে পারে।) এ বিষয়ে বেদান্ত-সিদ্ধান্ত এই যে, পরমাত্মা স্বরূপতঃ উদাসীন—অপ্রবর্ত্তক, কিন্তু মায়ার প্রভাবে প্রবর্ত্তক হয়। সাংখ্যমতের উভয়সত্যতা বিরুদ্ধ—কিন্তু বেদান্তমতে মায়া কল্পিতের সঙ্গে অকল্পিতের অবিরোধ—কিছুমাত্র বিরোধ হয় না ॥২।২।৭॥

প্রধান যে, স্বয়ম্প্রবৃত্ত অর্থাৎ আপনা আপনি সৃষ্ট্যুন্মুখ হইতে পারে না, তদ্বিষয়ে অন্য হেতুও আছে। সে হেতু এই—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এতন্নামক

---

* অঙ্গিত্বং গুণানাং পরস্পরং অঙ্গাঙ্গিভাবস্তস্যানুপপত্তিরসিদ্ধত্বং, তস্মাৎ। অঙ্গাঙ্গিভাবানুপপত্তেঃ সৃষ্ট্যনুপপত্তিঃ স্যাদিতি ভাবঃ।

সাংখ্য বলেন, গুণ সকল পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে সৃষ্টি করে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, অঙ্গাঙ্গিভাব অর্থাৎ সাহায্যকারিত্ব ঘটনা হয় না। আবার অঙ্গাঙ্গিভাব ঘটনা না হইলেও সৃষ্টি হয় না। ফলিতার্থ এই যে, সাংখ্যমতের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া অগ্রাহ্য, সুতরাং তাহাতে অন্য একটা প্রবল দোষ আছে।

মন্যোন্যগুণপ্রধানভাবমুৎসৃজ্য সাম্যেন স্বরূপমাত্রেণাবস্থানং, সা প্রধানাবস্থা, তস্যামবস্থায়ামনপেক্ষস্বরূপাণাং স্বরূপপ্রণাশভয়াৎ পরস্পরং প্রত্যঙ্গাঙ্গিভাবানুপপত্তেঃ। বাহ্যস্য চ কস্যচিৎ ক্ষোভয়িতুরভাবাদ্ গুণবৈষম্যনিমিত্তো মহদাদ্যুৎপাদো ন স্যাৎ॥ ২। ২। ৮॥

অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ॥ ২। ২। ৯॥*

অথাপি স্যাৎ, অন্যথা বয়মনুমিমীমহে, যথা নায়মনন্তরো দোষঃ প্রসজ্যেত। ন হ্যনপেক্ষস্বভাবাঃ কূটস্থাশ্চাস্মাভিগুণা

যদি প্রধানাবস্থা কূটস্থনিত্যা, ততো ন তস্যাঃ প্রচ্যুতিরনিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ। যথাহুঃ—

"নিত্যং তমাহুর্ব্বিদ্বাংসো যৎস্বভাবো ন নশ্যতি" ইতি।

তদিদমুক্তং "স্বরূপপ্রণাশভয়াৎ" ইতি। অথ পরিণামিনিত্যা। যথাহুঃ— "যস্মিন্ বিক্রিয়মাণেঽপি যত্তত্ত্বং ন বিহন্যতে। তদপি নিত্যম্" ইতি। তত্রাহ— "বাহ্যস্যচ" ইতি। যৎ সাম্যাবস্থয়া সুচিরং পর্য্যণমৎ, কথং তদেবাসতি বিলক্ষণপ্রত্যয়োপনিপাতে বৈষম্যমুপৈতি। অনপেক্ষস্য স্বতো বাঽপি বৈষম্যেণ কদাচিৎ সাম্যং ভবেদিত্যর্থঃ।

গুণ যে পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাব (তারতম্য বা উপকার্য্য উপকারকভাব) ত্যাগ করিয়া সমান ও স্বরূপমাত্রে অবস্থিত থাকে—সাংখ্যের মতে তাহাই প্রধান (মূল প্রকৃতি)। এ অবস্থায় অনপেক্ষস্বরূপ সত্ত্বাদি গুণের অঙ্গ-প্রধানভাব অনুপপন্ন। অঙ্গপ্রধানভাব বা অঙ্গাঙ্গিভাব থাকিলে স্বরূপ অর্থাৎ সাম্যাবস্থা থাকিবে না, কাযেই অঙ্গাঙ্গিভাব অনুপপন্ন ও অস্বীকার্য্য। আবার চিরকাল প্রধানাবস্থা থাকাও সাংখ্যের অনভিমত। সাম্যাবস্থা ভঙ্গ না হইলেই বা কিরূপে সৃষ্টি হইবে? অথচ গুণের সাম্যাবস্থা ভঙ্গ করে, ভোগ জন্মায়, গুণাতিরিক্ত এমন কোন বস্তু সাংখ্যমতে নাই, অথচ তাহা না থাকিলে গুণবৈষম্যমূলক মহত্তত্ত্বাদির উৎপত্তি হইতেই পারে না। ২। ২। ৮॥

সাংখ্য যদি বলেন, আমরা অন্যপ্রকার অনুমান করিব, যাহাতে পূর্ব্বোক্ত দোষের (অঙ্গাঙ্গিভাবের অনুপপত্তিরূপ দোষের) প্রসঙ্গও হইবে না। বিবরণ

---

* গুণানাং পরস্পরমনপেক্ষস্বভাবত্বান্ন স্বতোবৈষম্যমিত্যুক্তং, তত্র হেত্বসিদ্ধিমাশঙ্ক্য পরিহরতি—অন্যথেতি। অন্যথানুমিতৌ সাপেক্ষত্বেন গুণানামনুমানাৎ কার্য্যানুসারেণ গুণস্বভাবাঙ্গীকারাদিতি যাবৎ, যদ্যপি ন পূর্ব্বসূত্রোক্তোদোষঃ প্রসজ্যতে, তথাপি প্রধানস্য জ্ঞশক্ত্যভাবাৎ জড়ত্বাদিত্যর্থঃ রচনানুপপত্ত্যাদয়ো দোষাস্তদবস্থা এব স্যুরিতি সূত্রার্থঃ।

উক্ত গুণত্রয়ের স্বভাব কার্য্যানুযায়ী, তাহারা সম্পূর্ণ অনপেক্ষস্বভাব নহে, এরূপ অনুমান করিলে পূর্ব্বসূত্রোক্ত দোষের পরিহার হয় সত্য ; কিন্তু জ্ঞানশক্তি না থাকায় প্রধানের দ্বারা এরূপ বিচিত্র ও সুশৃঙ্খল জগৎ রচিত হইতে পারে না অর্থাৎ হওয়া অসম্ভব, ইত্যাদি [ইত্যাদি দোষের পরিহার হয় না অর্থাৎ যেমন তেমনই থাকে।

অভ্যুপগম্যন্তে, প্রমাণাভাবাৎ। কার্য্যবশেন তু গুণানাং স্বভাবোঽভ্যুপগম্যতে। যথা যথা কার্য্যোৎপাদ উপপদ্যতে, তথা তথৈতেষাং স্বভাবোঽভ্যুপগন্তব্যঃ। চলং গুণবৃত্তমিতি চাস্ত্যভ্যুপগমঃ। তস্মাৎ সাম্যাবস্থায়ামপি বৈষম্যোপগমযোগ্যা এব গুণা অবতিষ্ঠন্ত ইতি।

এবমপি প্রধানস্য জ্ঞশক্তিবিয়োগাদ্ রচনানুপপত্ত্যাদয়ঃ পূর্ব্বোক্তা দোষাস্তদবস্থা এব। জ্ঞশক্তিমপি ত্বনুমিমানঃ প্রতিবাদিত্বান্নিবর্ত্তেত, চেতনমেকমনেকপ্রপঞ্চস্য জগত উপাদানমিতি ব্রহ্মবাদপ্রসঙ্গাৎ। বৈষম্যোপগমযোগ্যা অপি গুণাঃ সাম্যাবস্থায়াং নিমিত্তাভাবান্নৈব বৈষম্যং ভজেরন্, ভজমানা

"এবমপি প্রধানস্য" ইতি। অঙ্গিত্বানুপপত্তিলক্ষণো দোষস্তাবন্ন ভবদ্ভিঃ শক্যঃ পরিহর্ত্তুমিতি বক্ষ্যামঃ। অভ্যুপগম্যাপ্যস্যাদোষত্বমুচ্যত ইত্যর্থঃ। সম্প্রত্যঙ্গিত্বানুপপত্তিমুপপাদয়তি—"বৈষম্যোপগমযোগ্যা অপি" ইতি।

এই যে, গুণ সকল অনপেক্ষস্বভাব ও কূটস্থ, ইহা আমরা প্রমাণ না থাকায় স্বীকার করি না। সত্ত্বাদিগুণের স্বভাব কার্য্যানুযায়ী, ইহাই আমাদের স্বীকার্য্য। যেরূপ স্বভাবে কার্য্যোৎপত্তি সঙ্গত হয়, যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়, গুণ সকলের সেইরূপ স্বভাব অবশ্য স্বীকার্য্য। (অতএব, গুণ সকল সম্পূর্ণ অনপেক্ষস্বভাব নহে, যৎকিঞ্চিৎ সাপেক্ষতাও আছে)। গুণ সকল চলস্বভাব, কূটস্থ নহে, ইহাও আমরা স্বীকার করি। [তস্মাৎ...এব] অতএব, গুণ সকল সাম্যাবস্থাতেও বৈষম্য প্রাপ্তির যোগ্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ সাম্যাবস্থাতেও সত্ত্বাদিগুণের অসম (ছোট বড় বা তরতমভাব) হইবার যোগ্যতা (ক্ষমতাবিশেষ) থাকে।

[এব...দোষঃ] সাংখ্যের এই প্রত্যাপত্তিতে পূর্ব্বসূত্রোক্ত (অঙ্গিত্ব-অনুপত্তির) পরিহার হইতে পারে বটে; কিন্তু তন্নতীয় প্রধানের জ্ঞানশক্তি না থাকায় পূর্ব্বোক্ত রচনার অনুপপত্তি প্রভৃতি দোষ যেমন তেমনিই থাকে, অপনীত হয় না। কার্য্যের অনুরোধে জ্ঞানশক্তির কল্পনা বা অনুমান করিলে, সাংখ্যকে প্রতিবাদিত্বই ত্যাগ করিতে হইবে, এবং কোন এক চেতন এই জগৎপ্রপঞ্চের উপাদান, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। তাহা করিলেই ব্রহ্মবাদ স্বীকৃত হইবে। গুণ সকল সাম্যকালেও বৈষম্যযোগ্যতাপন্ন থাকে, এরূপ বলিলেও বিনা কারণে (নিমিত্তে) গুণসকলের সাম্যভঙ্গ হইতে পারে না বলিয়া বৈষম্য হওয়ার কথা বলিতে পারিবে না। নিমিত্ত বা কারণ না থাকিলেও বৈষম্য হয়, এরূপ বলিলে, সর্ব্বদা বৈষম্য না হয় কেন? বৈষম্য না থাকে কেন? ইত্যাদি প্রকার আপত্তি

বা নিমিত্তাভাবাবিশেষাৎ সর্ব্বদৈব বৈষম্যং ভজেরন্—ইতি প্রসজ্যত এবায়মনন্তরোঽপি দোষঃ ॥ ২। ২। ৯॥

বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ॥ ২। ২। ১০॥ *

পরস্পরবিরুদ্ধশ্চায়ং সাঙ্খ্যানামভ্যুপগমঃ—ক্বচিৎ সপ্তেন্দ্রিয়াণ্যনুক্রামন্তি, ক্বচিদেকাদশ। তথা ক্বচিন্মহতস্তন্মাত্রসর্গমুপদিশন্তি, ক্বচিদহঙ্করাৎ। তথা ক্বচিৎ ত্রীণ্যন্তঃকরণানি বর্ণয়ন্তি, ক্বচিদেকমিতি। প্রসিদ্ধ এব তু শ্রুত্যেশ্বরকারণবাদিন্যা বিরোধস্তদনুবর্ত্তিন্যা স্মৃত্যা। তস্মাদপ্যসমঞ্জসং সাঙ্খ্যানাং দর্শনমিতি।

অত্রাহ—নন্বৌপনিষদানামপ্যসমঞ্জসমেব দর্শনং, তপ্যতাপকয়োর্জ্জাত্যন্তরভাবানভ্যুপগমাৎ। একং হি ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মকং

"ক্বচিৎ সপ্তেন্দ্রিয়াণি" ইতি। তন্মাত্রমেব হি বুদ্ধীন্দ্রিয়মনেকরূপাদিগ্রহণসমর্থমেকম্। কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ। সপ্তমঞ্চ মন ইতি সপ্তেন্দ্রিয়াণি। "ক্বচিৎ ত্রীণ্যন্তঃকরণানি"। বুদ্ধিরহঙ্কারো মন ইতি। "ক্বচিদেকং," বুদ্ধিরিতি। শেষমতিরোহিতার্থম্।

অত্রাহ সাংখ্যঃ—"নন্বৌপনিষদানামপি" ইতি। তপ্যতাপকভাবস্তাবদেকস্মিন্নোপপদ্যতে। ন হি তপিরস্তিরিব কর্ত্তৃস্থভাবকঃ, কিন্তু পচিরিব কর্ম্মস্থভাবকঃ। পর-

হইবে। অতএব, ইহাও অনন্তরোক্ত অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রোক্ত অঙ্গাঙ্গভাবের অনুপপত্তি দোষ বলিয়া গণ্য ॥ ২। ২। ৯॥

সাংখ্যের পদার্থ পরস্পর বিরুদ্ধ। কোন আচার্য্য বলেন, সাত ইন্দ্রিয়, আবার অন্য আচার্য্য বলেন, একাদশ ইন্দ্রিয়। কোথাও মহত্তত্ত্ব হইতে তন্মাত্রের উৎপত্তি, কোথাও আবার অহঙ্কার হইতে তন্মাত্রের সৃষ্টি। এক পুস্তকে তিন অন্তঃকরণের উপদেশ দেখা যায়, আবার অন্য পুস্তকে এক অন্তঃকরণের বর্ণনা দেখা যায়। এইরূপে সাংখ্যীয় পদার্থসকল পরস্পর বিরুদ্ধ। এতদ্ভিন্ন, ঈশ্বরকারণবাদিনী শ্রুতির ও স্মৃতির সহিত সাংখ্যমতের সহিত যে বিরোধ, তাহা অতি বিস্পষ্ট। যেহেতু বিরুদ্ধ—সেই হেতুই সাংখ্যীয় দর্শন (মত) অসমঞ্জস অর্থাৎ ভ্রান্তভূত।

[অত্রাহ···স্যাৎ] সাংখ্য হয় ত বলিবেন, তোমার বেদান্তদর্শনও অসমঞ্জস। বেদান্তদর্শনে তপ্য-তাপকের জাত্যন্তর (ভেদ) স্বীকার নাই। তদ্দর্শনে একমাত্র

* বিপ্রতিষেধাৎ বিরোধাৎ হেতোঃ অসমঞ্জসং অযুক্তং সাংখ্যানাং দর্শনমিতি যোজনা।—শ্রুতিবিরুদ্ধ, স্মৃতিবিরুদ্ধ ও স্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া সাংখ্যের দর্শন (পদার্থবিষয়ক জ্ঞান) সমঞ্জস নহে।

সর্ব্বস্য প্রপঞ্চস্য কারণমভ্যুপগচ্ছতামেকস্যৈবাত্মনো। বিশেষৌ তপ্য-তাপকৌ ন জাত্যন্তরভূতাবিত্যভ্যুপগন্তব্যং স্যাৎ যদি চৈতৌ তপ্যতাপকাবেকস্যাত্মনো বিশেষৌ স্যাতাং, স তাভ্যাং তপ্যতাপকাভ্যাং ন নির্ম্মুচ্যেত, ইতি তাপোপশান্তয়ে সম্যগ্দর্শনমুপদিশৎ শাস্ত্রমনর্থকং স্যাৎ। ন হ্যৌষ্ণ্যপ্রকাশধর্ম্মকস্য প্রদীপস্য তদবস্থস্যৈব তাভ্যাং নির্ম্মোক্ষ উপপদ্যতে। যোঽপি জলবীচিতরঙ্গফেনাদ্যুপন্যাসঃ, তত্রাপি জলাত্মন একস্য বীচ্যাদয়ো বিশেষা আবির্ভাব-তিরোভাবরূপেণ নিত্যা এবেতি সমানো জলাত্মনো বীচ্যাদিভিরনির্ম্মোক্ষঃ।

সমবেতক্রিয়াফলশালি চ কর্ম্ম। তথা চ তপ্যেন কর্ম্মণা তাপকসমবেতক্রিয়াফলশালিনা তাপকাদন্যেন ভবিতব্যম্‌। অনন্যত্বে চৈত্রস্যেব গন্তঃ স্বসমবেতগমনক্রিয়াফল-নগরপ্রাপ্তিশালিনোঽপ্যকর্ম্মত্বপ্রসঙ্গাৎ। অন্যত্বে তু তপ্যস্য তাপকাচ্চৈত্রসমবেতগমনক্রিয়াফলভাজো গম্যস্যেব নগরস্য তপ্যত্বোপপত্তিঃ। তস্মাদভেদে তপ্যতাপকভাবো নোপপদ্যত ইতি। দূষণান্তরমাহ—"যদি চ" ইতি। ন হি স্বভাবাৎ ভাবো বিযোজয়িতুং শক্যত ইতি ভাবঃ। জলধেশ্চ বীচিতরঙ্গফেনাদয়ঃ স্বভাবাঃ সন্ত আবির্ভাবতিরোভাবধর্ম্মাণঃ, ন তু তৈর্জ্জলধিঃ কদাচিদপি মুচ্যতে।"

ব্রহ্মই আছেন সত্য, অন্য কিছু নাই। অথচ ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মক ও সর্ব্বপ্রপঞ্চের কারণ। যাহারা ব্রহ্মমাত্র স্বীকার করে এবং ব্রহ্মকেই সর্ব্বোপাদান বলে, তাহাদের মতে তপ্য ও তাপক পরস্পর পৃথক্‌-জাতীয় নহে, কিন্তু আত্মার এক প্রকার বিশেষ বা অবস্থামাত্র। [যদি...নির্ম্মোক্ষঃ] তপ্য-তাপক যদি আত্মার অবস্থা বিশেষই হয়, তাহা হইলে আত্মা কস্মিন্‌ কালেও ঐ দুই বিশেষ (ধর্ম্ম) হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে পারিবেন না, সুতরাং শাস্ত্র যে, তাপ-নিবৃত্তির উদ্দেশে সম্যক্‌ জ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন, তাহাও নিরর্থক হইবেক। প্রদীপ থাকিবেক অথচ তাহা অনুষ্ণ ও প্রকাশবর্জ্জিত হইবেক, ইহা অনুপপন্ন অর্থাৎ হয় না। বেদান্ত যে, জল, বীচি, তরঙ্গ ও ফেন প্রভৃতি দৃষ্টান্ত দেখান—তাহাও পর্য্যাপ্ত নহে। বীচি (ক্ষুদ্র লহরী), তরঙ্গ, ফেন, এ সকল জলেরই বিশেষ সত্য; পরন্তু তাহা আবির্ভাব-তিরোভাবশীল ও তদ্রূপে নিত্য। ঐ সকল বিশেষ সময়ে আবির্ভূত হয়, পরক্ষণে আবার তিরোভূত হয়, তৎপরে পুনরাবির্ভূত হয়, এবংক্রমে তাহা অপরিহার্য্য; সুতরাং নিত্য। জল যেমন লহরীপ্রভৃতি ধর্ম্মে নির্ম্মুক্ত হইতে পারে না, যাবৎ জল, তাবৎ ঐ সকল, সেইরূপ আত্মাও তপ্য-তাপকরূপ বিশেষ হইতে নির্ম্মুক্ত হয় না, যাবৎ আত্মা, তাবৎ তপ্যতাপকভাব, ইহাই জলবীচি-তরঙ্গাদির দৃষ্টান্তে প্রতিপাদিত হইতে পারে।

প্রসিদ্ধশ্চায়ং তপ্যতাপকয়োর্জ্জাত্যন্তরভাবো লোকে। তথা হি—অর্থী চার্থশ্চান্যোন্যভিন্নৌ লক্ষ্যেতে। যদ্যর্থিনঃ স্বতোঽন্যোঽর্থো ন স্যাৎ, যস্যার্থিনো যদ্বিষয়মর্থিত্বং, স তস্যার্থো নিত্যসিদ্ধ এবেতি তস্য তদ্বিষয়মর্থিত্বং ন স্যাৎ। যথা প্রকাশাত্মনঃ প্রদীপস্য প্রকাশাখ্যোঽর্থো নিত্যসিদ্ধ এবেতি ন তস্য তদ্বিষয়মর্থিত্বং ভবতি। অপ্রাপ্তে হ্যর্থেঽর্থিনোঽর্থিত্বং স্যাদিতি। তথার্থস্যাপ্যর্থত্বং ন স্যাৎ। যদি স্যাৎ, স্বার্থত্বমেব স্যাৎ, ন চৈতদস্তি। সম্বন্ধিশব্দৌ হ্যেতৌ—অর্থী চার্থশ্চেতি। দ্বয়োশ্চ সম্বন্ধিনোঃ সম্বন্ধঃ স্যান্নৈকস্যৈব। তস্মাদ্ভিন্নাবেতাবর্থার্থিনৌ, তথানর্থানর্থিনাবপি। অর্থিনোঽনুকূলোঽর্থঃ, প্রতিকূলোঽনর্থঃ, তাভ্যামেকঃ পর্য্যায়েণোভাভ্যাং সংবধ্যতে। তত্রার্থ-

---

নকেবলং কর্ম্মভাবাত্তপ্যস্ত তাপকাদন্যত্বম্, অপি ত্বনুভবসিদ্ধমেবেত্যাহ—"প্রসিদ্ধশ্চায়ং" ইতি। তথাহি—অর্থোঽপ্যুপার্জ্জনরক্ষণক্ষয়রাগবৃদ্ধিহিংসাদোষদর্শনাদনর্থঃ সন্নর্থিনং দুনোতি। তদর্থী তপ্যস্তাপকশ্চার্থঃ। তৌ চেমৌ লোকে প্রতীতভেদাবভেদে চ দূষণান্যুক্তানি। তৎ কথমেকস্মিন্নদ্বয়ে ভবিতুমর্হত ইত্যর্থঃ। তদেবমৌপনিষদং মতমসমঞ্জসমুক্ত্বা সাংখ্যঃ স্বপক্ষে তপ্যতাপকয়োর্ভেদে মোক্ষ-

---

[প্রসিদ্ধ...দস্তি] তপ্য ও তাপক এ দু'এর মধ্যে যে ভিন্নভাব আছে, তাহা লোকপ্রসিদ্ধ। ইহাও দেখা যায় যে, অর্থী ও অর্থ অত্যন্ত ভিন্ন, কদাপি এক বা অভিন্ন হয় না। অর্থ যদি অর্থী হইতে ভিন্ন না হইত, তাহা হইলে অর্থ অর্থীর অর্থনীয় (প্রার্থনার বিষয়) হইত না। স্বরূপসন্নিবিষ্ট থাকায় তাহা নিত্যসিদ্ধ অর্থাৎ তাহা অপ্রাপ্ত নহে, প্রাপ্তই আছে, সুতরাং তদ্বিষয়ক অর্থিতা অসিদ্ধ। প্রকাশনামক অর্থ প্রকাশাত্মক দীপের স্বরূপসন্নিবিষ্ট, তাহা তাহার অপ্রাপ্ত নহে —প্রাপ্তই আছে। প্রাপ্ত থাকায় তাহা তাহার নিত্যসিদ্ধ। সেই জন্যই দীপের প্রকাশবিষয়ক অর্থিতা হয় না। অর্থাৎ দীপ কখনও প্রকাশ লাভের ইচ্ছা করে না, প্রার্থনা করে না।) যাহা অপ্রাপ্ত থাকে, তাহাতেই অর্থীর (প্রার্থনা) জন্মে। অর্থ ও অর্থী এক হইলে, ভিন্ন না হইলে, অবশ্যই অর্থ ও অর্থী উভয়ই অসিদ্ধ হইবে। যাহা কামনার বিষয়—কাম্য, তাহাই অর্থ। যে কামনা করে, সে অর্থী। আপনি অর্থী ও আপনি অর্থ, ইহা অসম্ভব। [সম্বন্ধি...মোক্ষোপপত্তিরিতি] অপিচ, অর্থ ও অর্থী এই দুইটীই সম্বন্ধ-শব্দ। (সম্বন্ধ পরস্পরনিষ্ঠ। যাহার অর্থ, সে অর্থী এবং যাহা তাহার প্রয়োজনীয়, তাহা অর্থ।) সম্বন্ধমাত্রই দ্বিষ্ঠ। দুইটী বিভিন্ন পদার্থ ব্যতীত সম্বন্ধ হয় না। এ নিয়ম অনুসারেও অর্থ ও অর্থী পরস্পর বিভিন্ন পদার্থ হওয়া উচিত। অর্থ-অর্থীর ন্যায় অনর্থ-অনর্থীও পরস্পর বিভিন্ন,

স্যাত্মীয়ত্বাৎ ভূয়স্ত্বাচ্চানর্থস্যোভাবপ্যর্থানর্থাবনর্থ এবেতি তাপকঃ স উচ্যতে। তপ্যস্তু পুরুষঃ, য একঃ পর্য্যায়েণোভাভ্যাং সম্বধ্যত ইতি। তয়োস্তপ্যতাপকয়োরেকাত্মতায়াং মোক্ষানুপপত্তিঃ। জাত্যন্তরভাবে তু তৎসংযোগহেতুপরিহারাৎ স্যাদপি কদাচিন্মোক্ষোপপত্তিরিতি।

অত্রোচ্যতে,—নএকত্বাদেব তপ্য-তাপকভাবানুপপত্তেঃ।

মুপপাদয়তি—"জাত্যন্তরভাবে তু" ইতি। দৃগ্দর্শনশক্ত্যোঃ কিল সংযোগস্তাপনিদানম্। তস্য হেতুরবিবেকদর্শনসংস্কারোঽবিদ্যা। সা চ বিবেকখ্যাত্যা বিদ্যয়া বিরোধিন্যাঽবিনিবর্ত্ত্যতে। তন্নিবৃত্ত্যা তদ্ধেতুকঃ সংযোগো নিবর্ত্ততে, তন্নিবৃত্তৌ চ তৎকার্য্যস্তাপো নিবর্ত্ততে। তদুক্তং পঞ্চশিখাচার্য্যেণ—"তৎসংযোগহেতুবিবর্জ্জনাৎ স্যাদয়মাত্যন্তিকো দুঃখপ্রতীকারঃ" ইতি। অত্র চ ন সাক্ষাৎ পুরুষস্যাপরিণামিনো-বন্ধমোক্ষৌ, কিন্তু বুদ্ধিসত্ত্বস্যৈব চিতিচ্ছায়াপত্ত্যা লব্ধচৈতন্যস্য। তথাহীষ্টানিষ্টগুণস্বরূপাবধারণমবিভাগাপন্নমস্য ভোগো ভোক্তৃস্বরূপাবধারণমপবর্গস্তেন হি বুদ্ধিসত্ত্বমেবাপবৃজ্যতে, তথাপি যথা জয়ঃ পরাজয়ো বা যোধেষু বর্ত্তমানঃ প্রধান্যাৎ স্বামিনি ব্যপদিশ্যতে, এবং বন্ধমোক্ষৌ বুদ্ধিসত্ত্বে বর্ত্তমানৌ কথঞ্চিৎ পুরুষে ব্যপদিশ্যেতে। স হ্যবিভাগাপত্ত্যা তৎফলস্য ভোক্তেতি। তদেতদভিসন্ধায়াহ—স্যাদপি কদাচিন্মোক্ষোপপত্তিঃ" ইতি।

অত্রোচ্যতে। "নৈকত্বাদেব তপ্যতাপকভাবানুপপত্তেঃ"। যত একত্বে তপ্য-

---

এক নহে। যাহা অর্থীর অনুকূল, তাহা অর্থ এবং যাহা প্রতিকূল, তাহা অনর্থ। পর্য্যায়ক্রমে এই দুএরই সহিত একের সম্বন্ধ হইতে দেখা যায়। তন্মধ্যে অনর্থই অধিক, অর্থ অল্প। এ নিমিত্ত অর্থানর্থ উভয়ই অনর্থ বলিয়া গণ্য (বিবেকীর নিকট,) এবং অনর্থই তাপক (তাপ=দুঃখ। যে তাপ দেয়, তাহা তাপক)। পুরুষ তপ্য—যিনি পর্য্যায়ক্রমে উক্ত উভয়ের সহিত সম্বদ্ধ হন। (ফলিতার্থ এই যে, আত্মা তপ্য, তদ্ভিন্ন আর সমস্ত তাহার তাপক)। এখন বিবেচনা কর, তপ্য ও তাপক এক হইলে—অভিন্ন হইলে, যে তপ্য সে-ই তাপক, এরূপ হইলে, অবশ্যই মোক্ষপদার্থ মিথ্যা হইবে। কিন্তু যদি তপ্য ও তাপক পরস্পর ভিন্নজাতীয় হয়, তাহা হইলে নিশ্চিত কোন-না কোন কালে ও কোন-না কোন প্রকারে মোক্ষসিদ্ধি হইতে পারে। বুদ্ধি তপ্য, তাহার সহিত পুরুষের সংযোগ অর্থাৎ স্ব-স্বামিভাব সম্বন্ধ, তাদৃশ সম্বন্ধের হেতু অর্থাৎ মূল কারণ অনাদি অবিবেক, বিবেক তাহার পরিহারক। বিবেক হইলেই নিত্য মুক্ত আত্মার মোক্ষ সিদ্ধ হয়। আত্মাতে মোক্ষ- শব্দ উপচরিত।

[অত্রো ..সম্ভবেৎ] সাংখ্যের এই সকল কথার প্রত্যুত্তর দেওয়া যাইতেছে। সাংখ্য যে দেখাইলেন বা বলিলেন, বেদান্তমতে তপ্য-তাপকভাব অনুপপন্ন, তাহা

ভবেদেষ দোষঃ, যদ্যেকাত্মতায়াং তপ্য-তাপকাবন্যোন্যস্য বিষয়-বিষয়িভাবং প্রতিপদ্যেয়াতাম্, ন ত্বেতদস্তি, একত্বাদেব। ন হ্যগ্নিরেকঃ সন্ আত্মানং দহতি প্রকাশয়তি বা সত্যপ্যৌষ্ণ্য-প্রকাশাদিধর্ম্মভেদে পরিণামিত্বে চ, কিমু কূটস্থে ব্রহ্মণ্যেকস্মিন্ তপ্যতাপকভাবঃ সম্ভবেৎ। ক্ব পুনরয়ং তপ্যতাপকভাবঃ স্যাদিতি ? উচ্যতে—কিং ন পশ্যসি কর্ম্মভূতো জীবদ্দেহস্তপ্যঃ, তাপকঃ সবিতেতি।

নন্বু তপ্তির্নাম দুঃখং, সা চেতয়িতুর্নাচেতনস্য দেহস্য। যদি

তাপকভাবো নোপপদ্যতে একত্বাদেব, তস্মাৎ সাম্ব্যবহারিকভেদাশ্রয়স্তপ্যতাপক-ভাবোঽস্মাভিরভ্যুপেয়ঃ। তাপো হি সাম্ব্যবহারিক এব ন পারমার্থিক ইত্যসকৃদা-বেদিতম্। ভবেদেষ দোষো যদ্যেকাত্মতায়াং তপ্যতাপকাবন্যোন্যস্য বিষয়বিষয়ি-ভাবং প্রতিপদ্যেয়াতামিত্যস্মদভ্যুপগম ইতি শেষঃ। সাংখ্যোঽপি হি ভেদাশ্রয়ং তপ্যতাপকভাবং ব্রুবাণো ন পুরুষস্য তপিকর্ম্মতামাখ্যাতুমর্হতি। তস্যাপরিণামি-তয়া তপিক্রিয়াজনিতফলশালিত্বানুপপত্তেঃ। কেবলমনেন সত্ত্বং তপ্যমভ্যুপেয়ং, তাপকং চ রজঃ। দর্শিতবিষয়ত্বাত্তু বুদ্ধিসত্ত্বে তপ্যে তদবিভাগাপত্ত্যা পুরুষো-ঽপ্যনুতপ্যত ইব, ন তু তপ্যতেঽপরিণামিত্বাদিত্যুক্তম্। তদবিভাগাপত্তিশ্চাবিদ্যা। তথা চাবিদ্যাকৃতস্তপ্যতাপকভাবস্ত্বয়াঽভ্যুপেয়ঃ, সোঽয়মস্মাভিরুচ্যমানঃ কিমিতি ভবতঃ পরুষ ইবাভাতি। অপি চ, নিত্যত্বাভ্যুপগমাচ্চ তাপকস্যানির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ। শঙ্কতে—"তপ্যতাপকশক্ত্যোর্নিত্যত্বেঽপি" ইতি। সহাদর্শনেন নিমিত্তেন বর্ত্তত ইতি সনিমিত্তঃ সংযোগস্তদপেক্ষত্বাদিতি। নিরাকরোতি—"নাদর্শনস্য

সত্য ; পরন্তু তাহা দোষাবহ নহে। একাত্মবাদে তপ্য-তাপকভাব নাই। নাই বলিয়াই অনুপপন্ন ; সুতরাং অদোষ। তপ্য-তাপকভাবের অনুপপত্তি দোষ বলিয়া গণ্য হইত—যদি একাত্মভাবে তপ্য ও তাপক পরস্পর বিষয়বিষয়িভাব ভজনা করিত, কিন্তু তাহা করে না। একত্বই না করিবার কারণ। বহ্নি কখনও কি একক অর্থাৎ দাহ্যসম্পর্কবর্জ্জিত হইয়া আপনাকে দগ্ধ করিয়াছে ও প্রকাশ করি-য়াছে ? বহ্নির উষ্ণত্ব ও প্রকাশ প্রভৃতি নানা ধর্ম্ম আছে, পরিণামিত্বও আছে, সে যখন একক অবস্থায় আপনাকে প্রকাশ ও দগ্ধ করে না, তখন আর কূটস্থ একক (কেবল) ব্রহ্মে তপ্য-তপিকভাবের সম্ভাবনা কি ? [ক্ব...সবিতেতি] যদি কূটস্থ অদ্বয় ব্রহ্মে অদ্বয়তানিবন্ধন তপ্যতাপকভাব না থাকে, তবে তাহা কোথায় আছে ? বলিতেছি। তোমরা কি দেখিতেছ না যে, এই জীবদ্দেহ তপ্য ও ইহার তাপক হইতেছেন সূর্য্য ? [নন্বু···প্রসঙ্গাৎ] যদি বল, দুঃখের নাম তাপ, তাহা অচেতন দেহে থাকে না ও হয় না। দুঃখ যদি দেহগত হইত—তাহা হইলে তাহা দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গেই নাশপ্রাপ্ত হইত, তজ্জন্য উপায় অন্বেষণ আবশ্যক হইত না। ইহার

হি দেহস্যৈব তপ্তিঃ স্যাৎ, সা দেহনাশে স্বয়মেব নশ্যতীতি তন্নাশায় সাধনং নৈষিতব্যং স্যাদিতি। উচ্যতে,—দেহাভাবে হি কেবলস্য চেতনস্য তপ্তির্ন দৃষ্টা। ন চ ত্বয়াপি তপ্তির্নাম বিক্রিয়া চেতয়িতুঃ কেবলস্যেষ্যতে, নাপি দেহচেতনয়োঃ সংহতত্বম্, অশুদ্ধ্যাদিদোষপ্রসঙ্গাৎ। ন চ তপ্তেরেব তপ্তিমভ্যুপগচ্ছসীতি কথং তবাপি তপ্যতাপকভাবঃ। সত্ত্বং তপ্যং, তাপকং রজ ইতি চেৎ ; ন, তাভ্যাং চেতনস্য সংহতত্বানুপপত্তেঃ। সত্ত্বানুরোধিত্বাচ্চেতনোঽপি তপ্যত ইবেতি চেৎ, পরমার্থতস্তর্হি নৈব তপ্যত ইত্যাপততি, ইবশব্দপ্রয়োগাৎ। ন চেৎ তপ্যতে, নেবশব্দো দোষায়। ন হি ডুণ্ডুভঃ সর্প ইবেত্যেতাবতা সবিষো ভবতি, সর্পো বা ডুণ্ডুভ ইবেত্যেবতা নির্ব্বিষো ভবতি। অতশ্চাবিদ্যাকৃতোঽয়ং তপ্যতাপকভাবো ন পারমার্থিক ইত্যভ্যুপগন্তব্যমিতি। নৈবং সতি মমাপি কিঞ্চিদ্দূষ্যতি।

তমসঃ" ইতি। ন তাবৎ পুরুষস্য তপ্তিরিত্যুক্তম্। কেবলমিয়ং বুদ্ধিসত্ত্বস্য তাপক-রজোজনিতা। তস্য চ বুদ্ধিসত্ত্বস্য তামসবিপর্য্যাসাদাত্মনঃ পুরুষাদ্ভেদমপশ্যতঃ পুরুষস্তপ্যত ইত্যভিমানো ন তু পুরুষো বিপর্য্যাসতুষেণাপি যুজ্যতে। তস্য তু

প্রত্যুত্তর এই যে, দেহ না থাকিলে, কেবল চেতনের দুঃখ দেখা যায় না। সাংখ্যও কেবল চেতনের দুঃখনামক বিকার স্বীকার করেন না। আবার চেতনের ও দেহের সংহতত্ব (মিশ্রণ) অঙ্গীকার করেন না। [ন চ...দূষ্যতি] সাংখ্য চেতনের—দেহসংহত চেতনেরও দুঃখসম্বন্ধ মানেন না। অতএব তাঁহার মতেই বা কি প্রকারে তপ্যতাপকভাব উপপন্ন হইতে পারে? সত্ত্বগুণ তপ্য, রজোগুণ তাপক, সাংখ্য এ কথাও বলিতে পারেন না। কেন-না উক্ত উভয়ের সঙ্ঘাত অনুপপন্ন। যদি রজস্তমঃই তপ্যতাপক হয়, তাহাতে পুরুষের কি? পুরুষের তাপমোচনার্থ শাস্ত্রের আরম্ভ অবশ্যই ব্যর্থ হইবে। পুরুষ সত্ত্বরূপ তপ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া তাপযুক্তের ন্যায় হন, এরূপ বলিলে অবশ্য স্বীকার করা হইল যে, পুরুষ বস্তুতঃ তাপযুক্ত হন না—তাপযুক্তের মতন হন মাত্র। তাঁহার তাপ মিথ্যা। (মিথ্যা তাপ স্বীকার করিলেই বেদান্তপক্ষ স্বীকার করা হয়)। ফলতঃ, পুরুষ যদি সত্য সত্যই নির্দুঃখ হন, তবে "দুঃখিতের ন্যায়" বলায় দোষ হয় না। ঢোঁড়াকে সাপ বলিলে ঢোঁড়া বিষধর হয় না, সাপকে ঢোঁড়া বলিলেও সাপ নির্ব্বিষ হইবে না। তপ্য-তাপকভাব প্রোক্ত কারণে পারমার্থিক নহে, কিন্তু আবিদ্যক। সাংখ্যের তপ্য-তাপকভাব আবিদ্যক হইলে বেদান্তপক্ষে কিছুমাত্র দোষ হয় না, বরং ইষ্টসিদ্ধিই হয়।

অথ পারমার্থিকমেব চেতনস্য তপ্যত্বমভ্যুপগচ্ছসি, তবৈব সুতরামনির্মোক্ষঃ প্রসজ্যেত। নিত্যত্বাভ্যুপগমাচ্চ তাপকস্য। তপ্যতাপকশক্ত্যোর্নিত্যত্বেঽপি সনিমিত্তসংযোগাপেক্ষত্বাৎ তপ্তেঃ সংযোগনিমিত্তাদর্শননিবৃত্তাবাত্যন্তিকঃ সংযোগোপরমস্ততশ্চাত্যন্তিকো মোক্ষ উপপন্ন ইতি চেৎ, ন, অদর্শনস্য তমসো নিত্যত্বাভ্যুপগমাৎ। গুণানাঞ্চোদ্ভবাভিভবয়োরনিয়তত্বাদনিয়তঃ সংযোগনিমিত্তোপরম ইতি বিয়োগস্যাপ্যনিয়তত্বাৎ সাঙ্খ্যস্যৈবানির্মোক্ষোঽপরিহার্য্যঃ স্যাৎ।

ঔপনিষদস্য ত্বাত্মৈকত্বাভ্যুপগমাদেকস্য চ বিষয়বিষয়িভাবানুপপত্তেঃ, বিকারভেদস্য চ বাচারম্ভণমাত্রত্বশ্রবণাদনির্মোক্ষ-

বুদ্ধিসত্বস্য সাত্বিক্যা বিবেকখ্যাত্যা তামসীয়মবিবেকখ্যাতির্নিবর্ত্তনীয়া। ন চ সতি তমসি মূলে শক্যাঽত্যন্তমুচ্ছেত্তুম্। তথা চোচ্ছিন্নাপি ছিন্নবদরীবৎ পুনস্তমসোদ্ভূতেন সত্বমভিভূয় বিবেকখ্যাতিমপোহ্য শতশিখরাঽবিদ্যাবির্ভাব্যেতেতি বতেয়মপবর্গকথা তপস্বিনী দত্তজলাঞ্জলিঃ প্রসজ্যেত।

অস্মৎপক্ষে ত্বদোষ ইত্যাহ—"ঔপনিষদস্য তু" ইতি। যথা হি মুখমবদাতমপি মলিনাদর্শতলোপাধিকল্পিতপ্রতিবিম্বভেদং মলিনতামুপৈতি, ন চ তদ্বস্তুতোমলিনম্। ন চ বিম্বাৎ প্রতিবিম্বং বস্তুতো ভিদ্যতে, অথ তস্মিন্ প্রতিবিম্বে মলিনাদর্শোপ-

[অথ...গমাৎ] পুরুষের তাপ সত্য, ইহা স্বীকার করিলেও সাংখ্যমতে মোক্ষাভাব স্বীকৃত হইবেক। বিশেষতঃ সাংখ্য তাপককে নিত্য বলেন। (সত্যের বা নিত্যের নিবৃত্তি নাই। তাপ সত্য বা নিত্য হইলে তাহারও নিবৃত্তি হইবে না, সুতরাং মোক্ষও হইবে না)। সাংখ্য যদি বলেন, তপ্যশক্তি ও তাপকশক্তি নিত্য হইলেও তাপ পদার্থ সনিমিত্ত—সংযোগ-সাপেক্ষ, সংযোগের নিমিত্ত (কারণ) অদর্শন, তাহা নিবৃত্ত হইলে আত্যন্তিক সংযোগও নিবৃত্ত হয়, আত্যন্তিক ভাবে সংযোগ নিবৃত্ত হইলেই আত্যন্তিক মোক্ষ নিষ্পন্ন হয়। * সাংখ্যের এ অভিপ্রায়ও সদোষ। কেন-না, সাংখ্যমতে অদর্শন অর্থ—তমঃ, তাহাও নিত্য। [গুণানাং... ত্বাৎ] অপিচ, সত্বাদি গুণের উদ্ভব ও অভিভব অনিয়ত (নিয়মশূন্য), তৎকারণে সংযোগরূপ কারণের উপরমও অনিয়ত, এবং তাহার বিয়োগেরও কোন নিয়ম নাই, এই সকল কারণে সাংখ্যের মতে মোক্ষাভাব (মুক্তি না হওয়া) অপরিহার্য্য।

[ঔপ...জায়তে] বেদান্তমতে এক আত্মা স্বীকৃত থাকায়, একেরই বিষয়-বিষয়িভাব উপপন্ন না হওয়ায় এবং ভিন্ন ভিন্ন বিকারের (জন্যপদার্থের) নাম-মাত্রতা অসত্যতা শ্রুত থাকায় স্বপ্নেও মোক্ষাভাবের আশঙ্কা উপস্থিত হয় না। [ব্যব...ভঁবতি] কিন্তু ব্যবহার-কালের কথা অন্যবিধ। ব্যবহার-কালে প্রোক্ত তপ্য-

* সত্ব অথবা পুরুষ তপ্যশক্তি। রজঃ তাপক-শক্তি। সংযোগ স্বামিত্বরূপ সম্বন্ধ। নিমিত্ত কারণ। অদর্শন অবিবেক বা অজ্ঞান, তাহা তমোধর্ম্ম। আত্যন্তিক ভবিষ্যৎ-অনন্তকালিক।

শঙ্কা স্বপ্নেঽপি নোপজায়তে। ব্যবহারে তু যত্র যথা দৃষ্টস্তপ্য-তাপকভাবস্তত্র তথৈব স ইতি ন চোদয়িতব্যঃ পরিহর্ত্তব্যো বা ভবতি॥২।২।১০॥

প্রধানকারণবাদো নিরাকৃতঃ, পরমাণুকারণবাদ ইদানীং নিরাকর্ত্তব্যঃ। তত্রাদৌ তাবদ্ যোঽণুকারণবাদিনা ব্রহ্মবাদিনি

ধানান্মলিনতাপদং লভতে। তথা চাত্মনো মলিনং মুখং পশ্যন্ দেবদত্তস্তপ্যতে। যদা তূপাধ্যপনয়াদ্বিম্বমেব কল্পনাবশাৎ প্রতিবিম্বং তচ্চাবদাতমিতি তত্ত্বমবগচ্ছতি, তদাস্য তাপঃ প্রশাম্যতি ন চ মলিনং মে মুখমিতি। এবমবিদ্যোপধানকল্পিতাবচ্ছেদো জীবঃ পরমাত্মপ্রতিবিম্বকল্পঃ কল্পিতৈরেব শব্দাদিভিঃ সম্পর্কাত্তপ্যতে, ন তু তত্ত্বতঃ পরমাত্মনোঽস্তি তাপঃ। যদা তু তত্ত্বমসীতি বাক্যশ্রবণ-মনন-ধ্যানাভ্যাসপরিপাকপ্রকর্ষপর্য্যন্তজোঽস্য সাক্ষাৎকার উপজায়তে, তদা জীবঃ শুদ্ধবুদ্ধতত্ত্বস্বভাবমাত্মনোঽনুভবন্ নির্মৃষ্টনিখিলসবাসনক্লেশজালঃ কেবলঃ স্বস্থো ভবতি, ন চাস্য পুনঃ সংসারভয়মস্তি, তদ্ধেতোরবাস্তবত্বেন সমূলকাষং কষিতত্বাৎ। সাংখ্যস্য তু সতস্তমসোঽশক্যসমুচ্ছেদত্বাদিতি। তদিদমুক্তম্—বিকারভেদস্য চ বাচারম্ভণমাত্রত্বশ্রবণাৎ" ইতি ॥২।২।১০॥

"প্রধানকারণবাদ" ইতি। যথৈব প্রধানকারণবাদবিরোধ্যেবং পরমাণুকারণবাদোঽপ্যতঃ সোপি নিরাকর্ত্তব্যঃ। "এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ"ইত্যস্য প্রপঞ্চ আরভ্যতে। তত্র বৈশেষিকা ব্রহ্মকারণত্বং দূষয়াম্বভূবুঃ। চেতনং চেদাকাশাদীনামুপাদানং তদারব্ধমাকাশাদি চেতনং স্যাৎ। কারণগুণক্রমেণ হি কার্য্যে গুণারম্ভো দৃষ্টো যথা শুক্লৈস্তন্তুভিরারব্ধঃ পটঃ শুক্লো ন জাত্বসৌ কৃষ্ণো ভবতি, এবং চেতনেনারব্ধমাকাশাদি চেতনং ভবেন্ন ত্বচেতনম্। তস্মাদচেতনোপাদানমেব জগৎ, তচ্চাচেতনং পরমাণবঃ। সূক্ষ্মাৎ খলু স্থূলস্যোৎপত্তির্দৃশ্যতে, যথা তন্তুভিঃ পটস্তৈবমংশুভ্যস্তন্তূনাম্। এবমপকর্ষপর্য্যন্তং কারণদ্রব্যমতিসূক্ষ্মমনবয়বমবতিষ্ঠতে, তচ্চ পরমাণুস্তস্য তু সাবয়বত্বেঽভ্যুপগম্যমানেঽনন্তাবয়বত্বেন সুমেরু রাজসর্ষপয়োঃ সমানপরিমাণত্বপ্রসঙ্গ ইত্যুক্তম্। তত্র চ প্রথমং তাবদদৃষ্টবৎক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ পরমাণৌ কর্ম্ম, ততোঽসৌ পরমাণ্বন্তরেণ সংযুজ্য দ্ব্যণুকমারভতে। বহবস্তু পরমাণবঃ সংযুক্তা ন সহসা স্থূলমারভন্তে পরমাণুত্বে সতি বহুত্বাদ্ ঘটোপগৃহীতপরমাণুবৎ। যদি হি ঘটোপগৃহীতাঃ পরমাণবো ঘটমারভেরন্ ন ঘটে প্রবিভজ্যমানে

তাপক যে আধারে ও যে প্রকারে দৃষ্ট হয়, ভাসমান হয়, সেই আধারে তাহা সেই প্রকারেই থাকুক, তদ্বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষ ও প্রত্যুত্তর কিছুই কর্ত্তব্য নহে ॥২।২।১০॥

[প্রধান...ধীয়তে] সাংখ্যের প্রধানবাদ নিরাকৃত হইল, এক্ষণে পরমাণুকারণবাদ নিরাকৃত হইবে। পরমাণুকারণবাদী বৈশেষিক যে, ব্রহ্মকারণবাদে দোষার্পণ করেন, প্রথমতঃ সেই দোষের সমাধান (উদ্ধার) করা যাইতেছে।

দোষ উৎপ্রেক্ষ্যতে, স প্রতিসমাধীয়তে। তত্রায়ং বৈশেষিকাণামভ্যুপগমঃ।—কারণদ্রব্যসমবায়িনো গুণাঃ কার্য্যদ্রব্যে সমানজাতীয়ং গুণান্তরমারভন্তে, শুক্লেভ্যস্তন্তুভ্যঃ শুক্লস্য পটস্য প্রসবদর্শনাৎ তদ্বিপর্য্যয়াদর্শনাচ্চ। তস্মাচ্চেতনস্য ব্রহ্মণো জগৎকারণত্বেঽভ্যুপগম্যমানে কার্য্যেঽপি জগতি চৈতন্যং সমবেয়াৎ, তদদর্শনাত্তু ন চেতনং ব্রহ্ম জগৎকারণং ভবিতুমর্হতীতি। ইমমভ্যুপগমং তদীয়য়ৈব প্রক্রিয়য়া ব্যভিচারয়তি—

কপালশর্করাদ্যুপলভ্যেত, তেষামনারব্ধত্বাৎ ঘটস্যৈব তু তৈরারব্ধত্বাৎ। তথাসতি মুদ্গরপ্রহারাদ্ ঘটবিনাশে ন কিঞ্চিদুপলভ্যেত, তেষামনারব্ধত্বাৎ। তদবয়বানাং পরমাণূনামতীন্দ্রিয়ত্বাৎ। তস্মান্ন বহূনাং পরমাণূনাং দ্রব্যং প্রতি সমবায়িকারণত্বম্, অপি তু দ্বাবেব পরমাণূ দ্ব্যণুকমারভেতে। তস্য চাণুত্বং পরিমাণং পরমাণুপরিমাণাৎ পারিমাণ্ডল্যাদন্যদীশ্বরবুদ্ধিমপেক্ষ্যোৎপন্না দ্বিত্বসংখ্যা আরভতে। ন চ দ্ব্যণুকাভ্যাং দ্রব্যান্তারম্ভো বৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ। তদপি হি দ্ব্যণুকমেব ভবেন্ন তু মহৎ। কারণবহুত্বমহত্ত্বপ্রচয়বিশেষেভ্যো হি মহত্ত্বস্যোৎপত্তিঃ। ন চ দ্ব্যণুকয়োর্মহত্ত্বমস্তি, যতস্তাভ্যামারব্ধং মহত্ত্বেং। নাপি তয়োর্ব্বহুত্বং দ্বিত্বাদেব। ন চ প্রচয়ভেদস্তূলপিণ্ডানামিব তদবয়বানামনবয়বত্বেন প্রশিথিলাবয়বসংযোগভেদবিরহাৎ। তস্মাত্তেনাপি তৎকারণ-দ্ব্যণুকবদণুনৈব ভবিতব্যম্। তথা চ পুরুষোপভোগাতিশয়াভাবাদদৃষ্টনিমিত্তত্বাচ্চ বিশ্বনির্ম্মাণস্য তস্য ভোগার্থত্বাত্তৎকারণেন চ 'দ্ব্যণুকেন তন্নিষ্পত্তেঃ কৃতং দ্ব্যণুকাশ্রয়েণ দ্ব্যণুকান্তরেণেত্যারম্ভবৈরর্থ্যাদারম্ভার্থবত্ত্বায় বহুভিরেব দ্ব্যণুকৈস্ত্র্যণুকং চতুরণুকং পঞ্চাণুকং বা দ্রব্যং মহদ্দীর্ঘমারব্ধব্যম্। অস্তি হি তত্র ভোগভেদঃ, অস্তি চ বহুত্বসংখ্যেশ্বরবুদ্ধিমপেক্ষ্যোৎপন্না মহত্ত্বপরিমাণযোনিঃ। ত্র্যণুকাদিভিরারব্ধন্তু কার্য্যদ্রব্যং কারণবহুত্বাদ্বা কারণমহত্ত্বাদ্বা কারণপ্রচয়ভেদাদ্বা মহদ্ভবতীতি প্রক্রিয়া। তদেতয়ৈব প্রক্রিয়য়া কারণসমবায়িনো গুণাঃ কার্য্যদ্রব্যে সমানজাতীয়মেব গুণান্তরমারভন্ত ইতি দূষণমদূষণীক্রিয়তে ব্যভিচারাদিত্যাহ—

[তত্রায়ং...চারয়তি] বৈশেষিকেরা স্বীকার করেন, কারণ-দ্রব্যেসমবেত গুণই কার্য্যদ্রব্যে সজাতীয় অন্য গুণ জন্মায়। শুক্ল সূত্রে শুক্ল বস্ত্রেরই উৎপত্তি দেখা যায়, বিপরীত (কৃষ্ণ বস্ত্রের) উৎপত্তি দেখা যায় না। এতদ্দৃষ্টান্তে, চেতন ব্রহ্ম যদি জগৎকারণ হইতেন, তাহা হইলে অবশ্যই এই জগৎকার্য্যে চৈতন্য গুণ সমবেত থাকিত। যে হেতু জগতে চৈতন্যের দর্শন নাই, সেই হেতু ব্রহ্ম ইহার কারণও নহেন। বৈশেষিকের এই অভিপ্রায় যে অসাধু অর্থাৎ ব্যভিচরিত, তাহা বৈশেষিকেরই প্রক্রিয়া দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে।

মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ ॥২।২।১১॥ *

এষা তেষাং প্রক্রিয়া। পরমাণবঃ কিল কঞ্চিৎ কালমনারব্ধকার্য্যা যথাযোগং রূপাদিমন্তঃ পারিমাণ্ডল্যপরিমাণাস্তিষ্ঠন্তি। তে চ পশ্চাদদৃষ্টাদিপুরঃসরাঃ সংযোগসচিবাশ্চ সন্তো দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ কৃৎস্নং কার্য্যজাতমারভন্তে কারণগুণাশ্চ কার্য্যে গুণান্তরম্। যদা দ্বৌ পরমাণূ দ্ব্যণুকমারভেতে, তদা পরমাণুগতা রূপাদিগুণবিশেষাঃ শুক্লাদয়ো দ্ব্যণুকে শুক্লাদীনপরানারভন্তে। পরমাণুগুণবিশেষস্তু পারিমাণ্ডল্যং ন দ্ব্যণুকে

যথা মহদ্দ্রব্যং ত্র্যণুকাদি হ্রস্বাদ্দ্ব্যণুকাজ্জায়তে, ন তু মহত্ত্বগুণোপজননে দ্ব্যণুকগতং মহত্ত্বমপেক্ষ্যতে, তস্য হ্রস্বত্বাৎ। যথা বা তদেব ত্র্যণুকাদি দীর্ঘং হ্রস্বাদ্দ্ব্যণুকাজ্জায়তে, ন তু তদ্গতং দীর্ঘত্বমপেক্ষতে, তদভাবাৎ। বাশব্দশ্চার্থেঽনুক্তসমুচ্চয়ার্থঃ। যথা দ্ব্যণুকমণুহ্রস্বপরিমাণং পরিমণ্ডলাৎ পরমাণোরপরিমণ্ডলং জায়তে, এবং চেতনাদ্ব্রহ্মণোঽচেতনং জগন্নিষ্পদ্যত ইতি সূত্রযোজনা। ভাষ্যে "পরমাণুগুণবিশেষস্তু" ইতি। পারিমাণ্ডল্যগ্রহণমুপলক্ষণম্। ন দ্ব্যণুকেঽণুত্বমপি পরমাণু-

---

বৈশেষিকের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া এইরূপ—পরমাণুসকল কিছুকাল নিষ্ক্রিয় থাকে, কিছুকাল কার্য্য জন্মায় না। সে সময়ে তাহাদের রূপাদি ও পরিমাণ তাহাদেরই অনুরূপ থাকে। অভিপ্রায় এই যে, চারিজাতি অসংখ্য পরমাণু প্রলয়কালে নিশ্চল অবস্থায় থাকে, সৃষ্টিকালে তাহারা অদৃষ্টবান্ জীবাত্মার প্রভাববিশেষে সচল হয়, পরস্পরের সহিত তাহারা সংযুক্ত হইতে থাকে। পরে দ্ব্যণুক, ত্র্যণুকসঙ্গক্রমে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক কারণ-দ্রব্যই স্বসদৃশ অন্য গুণ জন্মায়। এই প্রণালীতেই সমুদায় জড় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। [যদা...বর্ণয়ন্তি] যে সময় দুইটী পরমাণু দ্ব্যণুক জন্মায়, সেই সময়েই পরমাণুনিষ্ঠ রূপাদি গুণবিশেষ—যাহা শুক্লাদি নামে পরিভাষিত, তাহাই কার্য্যদ্রব্যে অন্য শুক্লাদি গুণবিশেষ জন্মায়; কেবল পরমাণুনিষ্ঠ বিশেষ গুণ পারিমাণ্ডল্য (পরিমণ্ডল=পরমাণু। পরমাণুর পরিমাণ পরিমাণ্ডল্য ইহাও গুণ পদার্থ। এই পারিমাণ্ডল্য কিন্তু দ্ব্যণুকে অন্য

---

* যথা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাং দ্ব্যণুক-পরমাণুভ্যাং মহদ্দীর্ঘং ত্র্যণুকং অণু দ্ব্যণুকঞ্চ জায়তে, এবং চেতনাদচেতনং জায়ত ইতি যোজনা। হ্রস্বাৎ মহদ্দীর্ঘং পারিমণ্ডল্যাৎ অণ্বিতি বিভাগঃ। বিস্তরস্তু ভাষ্যে।

বৈশেষিক মতে পরমাণুর পরিমাণ যেমন দ্ব্যণুকে পরমাণুপরিমাণ জন্মায় না, প্রত্যুত হ্রস্বপরিমাণ জন্মায় এবং হ্রস্বপরিমাণ যেমন দীর্ঘ হ্রস্ব পরিমাণ জন্মায় না প্রত্যুত দীর্ঘ পরিমাণই জন্মায়, সেইরূপ, বেদান্তমতেও অচেতন ব্রহ্ম চেতন জগৎ না জন্মাইয়া অচেতন জগৎই জন্মায়। (ভাষ্যব্যাখ্যা দেখ)।

পারিমাণ্ডল্যমপরমারভতে। দ্ব্যণুকস্য পরিমাণান্তরযোগাভ্যুপগমাৎ। অণুত্বহ্রস্বত্বে হি অণুকবর্ত্তিনী পরিমাণে বর্ণয়ন্তি।

যদাপি দ্বে দ্ব্যণুকে চতুরণুকমারভেতে, তদাপি সমানং দ্ব্যণুকসমবায়িনাং শুক্লাদীনামারম্ভকত্বম্। অণুত্বহ্রস্বত্বে তু দ্ব্যণুকসমবায়িনী অপি নৈবারভেতে, চতুরণুকস্য মহত্ত্বদীর্ঘত্বপরিমাণযোগাভ্যুপগমাৎ। যদাপি বহবঃ পরমাণবো বহূনি বা দ্ব্যণুকানি দ্ব্যণুকসহিতো বা পরমাণুঃ কার্য্যমারভন্তে, তদাপি সমানৈষা যোজনা। তদেবং যথা পরমাণোঃ পরিমণ্ডলাৎ সতোঽণু হ্রস্বঞ্চ দ্ব্যণুকং জায়তে, মহদ্দীর্ঘঞ্চ ত্র্যণুকাদি, ন পরিমণ্ডলম্। যথা বা দ্ব্যণুকাদণোর্হ্রস্বাচ্চ সতো মহদ্দীর্ঘঞ্চ

বর্ত্তি পারিমাণ্ডল্যমারভতে। তস্য হি দ্বিত্বসংখ্যাযোনিত্বাদিত্যপি দ্রষ্টব্যম্। হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যামিতি সূত্রং গুণিপরং, ন গুণপরম্।

"যদাপি দ্বে দ্বে দ্ব্যণুকে" ইতি পঠিতব্যে প্রমাদাদেকং দ্বে-পদং ন পঠিতম্। এবং চতুরণুকম্ ইত্যাদ্যুপপদ্যতে, ইতরথা হি দ্ব্যণুকমেব তদপি স্যাৎ, ন তু মহদিত্যুক্তম্। অথ বা দ্বে ইতি দ্বিত্বো যথা দ্ব্যেকয়োর্দ্বিবচনৈকবচনে ইতি। অত্র হি দ্বিত্বৈকত্বয়োরিত্যর্থঃ। অন্যথা দ্ব্যেকেষ্বিতি স্যাৎ, সংখ্যেয়ানাং বহুত্বাৎ। তদেবং যোজনীয়ম্।—দ্ব্যণুকাধিকরণে যে দ্বিত্বে তে যদা চতুরণুকমারভেতে, সংখ্যেয়ানাং চতুর্ণাং দ্ব্যণুকানামারম্ভকত্বাৎ তত্তদ্গতে দ্বিত্বসংখ্যে অপি আরম্ভিকে

পারিমাণ্ডল্য জন্মায় না। বৈশেষিকেরা দ্ব্যণুকের পৃথক্ পরিমাণ স্বীকার করেন। তাহারা বলেন, দ্ব্যণুকের পরিমাণ অণু ও হ্রস্ব।

[যদাপি...গমাৎ] যখন দ্ব্যণুকদ্বয় অথবা চারিটী দ্ব্যণুক চতুরণুক জন্মায়, তখনও দ্ব্যণুকসমবেত শুক্লাদিগুণ (চতুরণুকে) অন্য শুক্লাদিগুণ জন্মায়, কিন্তু দ্ব্যণুকসমবেত অণু-হ্রস্ব-পরিমাণ নামক গুণটী চতুরণুকে অন্য অণুহ্রস্ব পরিমাণ জন্মায় না। বৈশেষিকেরা বলেন, স্বীকার করেন, চতুরণুকের পরিমাণ মহৎ-দীর্ঘ। [যদাপি...যোজনা] বহু পরমাণু, কখনও বহু দ্ব্যণুক, অথবা দ্ব্যণুকসহিত পরমাণু, যে কিছু জন্য দ্রব্যের আরম্ভক হউক না কেন—সর্ব্বত্র সমান প্রক্রিয়া বা সমান প্রণালী জানিবে। (কারণদ্রব্য স্থিত শুক্লাদি গুণ কার্য্যদ্রব্যীয় শুক্লাদিগুণের কারণ হয় সত্য, কিন্তু কারণদ্রব্যীয় পরিমাণ কার্য্যদ্রব্যীয় পরিমাণের কারণ হয় না। ঐ সকল কার্য্যদ্রব্যীয় পরিমাণ কারণদ্রব্যীয় সংখ্যা হইতে জন্মে, পরিমাণ হইতে জন্মে না)। [তদেবং...ছিন্নম্] অতএব, যেমন পরিমণ্ডল বা পরমাণু হইতে অণুহ্রস্ব দ্ব্যণুক জন্মে ও মহদ্দীর্ঘ ত্র্যণুকাদি জন্মে, পরিমণ্ডল অর্থাৎ পরমাণু জন্মে না, অথবা অণুহ্রস্ব দ্ব্যণুক হইতেও মহদ্দীর্ঘ ত্র্যণুক জন্মে, অণুহ্রস্ব জন্মে না, তেমনি, চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন জগৎ জন্মিবে, ইহাতে বৈশেষিকের কি ছিন্ন হয়? অর্থাৎ কিছুই ক্ষতি হয় না।

ত্র্যণুকং জায়তে, নাণু নোত হ্রস্বম্, এবং চেতনাদ্‌ব্রহ্মণোঽচেতনং জগজ্জনিষ্যত ইত্যভ্যুপগমে কিং তব চ্ছিন্নম্?

অথ মন্যসে, বিরোধিনা পরিমাণান্তরেণাক্রান্তং কার্য্যদ্রব্যং দ্ব্যণুকাদি—ইত্যতো নারম্ভকাণি কারণগতানি পারিমাণ্ডল্যাদীনীত্যভ্যুপগচ্ছামি, ন তু চেতনাবিরোধিনা গুণান্তরেণ জগত আক্রান্তত্বমস্তি, যেন কারণগতা চেতনা কার্য্যে চেতনান্তরং নারভেত। ন হ্যচেতনা নাম চেতনাবিরোধী কশ্চিদ্‌গুণোঽস্তি, চেতনাপ্রতিষেধমাত্রত্বাৎ। তস্মাৎ পারিমাণ্ডল্যাদিবৈষম্যাৎ প্রাপ্নোতি চেতনায়া আরম্ভকত্বমিতি। মৈবং মংস্থাঃ, যথা কারণে বিদ্যমানানামপি পারিমাণ্ডল্যাদীনামনারম্ভকত্বমেবং চৈতন্যস্যাপী-

ইত্যর্থঃ। এবং ব্যবস্থিতায়াং বৈশেষিকপ্রক্রিয়ায়াং তদ্‌দূষণস্য ব্যভিচার উক্তঃ। অথাব্যবস্থিতা, তথাপি তদবস্থো ব্যভিচার ইত্যাহ—"যদ্যপি বহবঃ পরমাণবঃ" ইতি। নাণু জায়তে, নো হ্রস্বং জায়ত ইতি যোজনা।

চোদয়তি—"অথ মন্যসে বিরোধিনা পরিমাণান্তরেণ" স্বকারণদ্বারেণাক্রান্তত্বাদিতি। পরিহরতি—"মৈবং মংস্থাঃ" ইতি। কারণগতা গুণা ন কার্য্যে সমানজাতীয়ং গুণান্তরমারভন্ত ইত্যেতাবতৈবেষ্টসিদ্ধৌ ন তদ্ধেত্বনুসরণে খেদনীয়ং মন ইত্যর্থঃ। অপি চ, সৎ পরিমাণান্তরমাক্রামতি চেৎ, উৎপত্তেশ্চ প্রাক্ পরিমাণান্তরমসদিতি কথমাক্রামেৎ। ন চ তৎকারণমাক্রামতি। পারিমাণ্ডল্যস্যাপি সমানজাতীয়স্য কারণস্যাক্রমণহেতোর্ভাবেন সমানবলতয়োভয়কার্য্যানুৎপাদপ্রসঙ্গাদিত্যাশয়বানাহ।

(পরমাণুনিষ্ঠ সমুদায় গুণ পরমাণুজাত পদার্থে সজাতীয় গুণ জন্মায়, কেবল পরিমাণ গুণ স্বসমান গুণ—পরিমাণ জন্মায় না, ইহাতে যদি দোষ না হয়, তবে ব্রহ্ম জগৎকার্য্যে চেতন গুণ জন্মায় না, ইহাতেও দোষ হইবে না)।

[অথ...সমানতাৎ] যদি মনে কর যে, দ্ব্যণুকাদি কার্য্যদ্রব্য ভিন্নজাতীয় বিরোধী পরিমাণে আক্রান্ত বলিয়া কারণগত (পরমাণুগত) পারিমাণ্ডল্য তাহার কারণ হয় না; জগৎ ভিন্নজাতীয় বিরোধী পরিমাণে আক্রান্ত, তাহা দ্ব্যণুকাদির ন্যায় চেতনবিরুদ্ধ গুণান্তরে আক্রান্ত নহে যে, কারণগত চৈতন্য জগৎকার্য্যে চেতনা জন্মাইবে না। অচেতন কি? না, চেতনার নিষেধ। (চৈতন্যের অভাব মাত্র)। তাহা গুণপদার্থ নহে। প্রোক্ত কারণে তাহা পারিমাণ্ডল্যের সহিত সমান হইতেও পারে না। যেহেতু সমান নহে—অসমান, সেই হেতু ব্রহ্মগত চেতনার আরম্ভকত্ব (জগতে স্বসমান অন্য চৈতন্যের জনকত্ব) অবশ্যই প্রাপ্ত হওয়া যায়।' বৈশেষিকের এ মতও সাধু নহে। কেন-না, পরিমণ্ডলে (পরমাণুতে) পারিমাণ্ডল্য (পরিমাণবিশেষ) বিদ্যমান থাকিলেও তাহা

ত্যস্যাংশস্য সমানত্বাৎ। ন চ পরিমাণান্তরাক্রান্তত্বং পারিমাণ্ডল্যাদীনামনারম্ভকত্বে কারণম্, প্রাক্ পরিমাণান্তরারম্ভাৎ পারিমাণ্ডল্যাদীনামারম্ভকত্বোপপত্তেঃ। আরব্ধমপি কার্য্যদ্রব্যং প্রাক্ গুণারম্ভাৎ ক্ষণমাত্রমগুণং তিষ্ঠতীত্যভ্যুপগমাৎ।

ন চ পরিমাণান্তরারম্ভে ব্যগ্রাণি পারিমাণ্ডল্যাদীনি, অতঃ স্বসমানজাতীয়ং পরিমাণান্তরং নারভন্তে, পরিমাণান্তরস্যান্যহেতুত্বোপগমাৎ। "কারণবহুত্বাৎ কারণমহত্ত্বাৎ প্রচয়বিশেষাচ্চ মহৎ॥" [বৈ০ অ০ ৭। আ০ ১। সূ০ ৯।] "তদ্বিপরীতমণ।" [বৈ০। ৭। ১। ১০]। "এতেন দীর্ঘত্বহ্রস্বত্বে ব্যাখ্যাতে॥" [বৈ০। ৭। ১। ১৭।] ইতি হি কাণভুজানি সূত্রাণি। ন চ

—"ন চ পরিমাণান্তরাক্রান্তত্বম্" ইতি। ন চ পরিমাণান্তরারম্ভে ব্যাপৃততা 'পারিমাণ্ডল্যাদীনাম্।

ন চ কারণবহুত্বাদীনাং সন্নিধানমসন্নিধানঞ্চ পারিমাণ্ডল্যস্যেত্যাহ—"ন চ পরিমাণান্তরারম্ভে" ইতি।

যেমন অনারম্ভক—পরিমাণান্তরের অজনক হয়, সেইরূপ, কারণ-ব্রহ্মগত চৈতন্যও কার্য্যভূত জগতে চৈতন্যান্তরের অজনক হয়। অতএব বিবক্ষিত অংশ সমান হওয়ায় প্রোক্ত দৃষ্টান্ত বিষম দৃষ্টান্ত নহে।

[ন চ...গমাৎ] অপিচ, দ্ব্যণুকাদি কার্য্য ভিন্নজাতীয় বিরোধী পরিমাণে আক্রান্ত বলিয়া সেই সেই পরিমাণ-(পারিমাণ্ডল্য-) কারণক নহে, এ কথাও অযুক্ত। কেন-না, বৈশেষিক স্বীকার করিয়া থাকেন যে, কার্য্যদ্রব্য উৎপন্ন হইয়া এক ক্ষণ পর্য্যন্ত গুণবর্জ্জিত থাকে, পরে তাহাতে গুণের জন্ম হয়। যদি তাহাই হয়, তবে দ্ব্যণুকাদি দ্রব্যে পরিমাণ-গুণ জন্মিবার পূর্ব্বে যে ক্ষণে তাহারা নির্গুণ থাকে, সেই ক্ষণে সেই পারিমাণ্ডল্য পরিমাণ অন্য পারিমাণ্ডল্য-পরিমাণের কারণ হইতে বাধা কি? সে সময়ে ত তাহাতে কোনরূপ বিরুদ্ধ পরিমাণ থাকে না। বৈশেষিক যখন অণু-হ্রস্ব পরিমাণোৎপত্তির প্রতি কারণান্তর (অন্য কারণ) থাকা স্বীকার করেন, তখন তিনি আর বলিতে পারিবেন না যে, পারিমাণ্ডল্যাদি অন্য পরিমাণ জন্মাইতে ব্যগ্র থাকে, তাই তাহারা স্বসমানজাতীয় পরিমাণ জন্মাইতে পারে না। [কারণ...সূত্রাণি] "কারণের (দ্ব্যণুকাদির) অনেকত্ব প্রযুক্ত, কারণের মহত্ত্বপ্রযুক্ত (স্থূলত্ব প্রযুক্ত) ও অবয়বসংযোগের শৈথিল্য প্রযুক্ত কার্য্যের মহত্ত্ব (বৃহত্ত্ব) উৎপন্ন হয়।" "অণু উহার বিপরীত, দ্ব্যণুকে-তাহা পরমাণুনিষ্ঠ দ্বিত্ব সংখ্যায় উৎপন্ন হয়।" এ সম্বন্ধে কণাদপ্রণীত অন্য একটী সূত্র এই—"দীর্ঘত্ব হ্রস্বত্বও ঐরূপ জানিবে"। (অভিপ্রায় এই যে, যাহা মহত্ত্বের অসমবায়ী কারণ—তাহাই দীর্ঘত্বের অসমবায়ী কারণ—তাহাই অণুত্বসহচর হ্রস্বত্বের অসমবায়ী কারণ। ফলিতার্থ এই যে, পারিমাণ্ডল্য ব্যর্থ অর্থাৎ অন্যথা

সন্নিধানবিশেষাৎ কুতশ্চিৎ কারণবহুত্বাদীন্যেবারভন্তে, ন পারিমাণ্ডল্যাদীনীত্যুচ্যেত, দ্রব্যান্তরে গুণান্তরে বারভ্যমাণে সর্ব্বেষামেব কারণগুণানাং স্বাশ্রয়সমবায়াবিশেষাৎ। তস্মাৎ স্বভাবাদেব পারিমাণ্ডল্যাদীনামনারম্ভকত্বম্। তথা চেতনায়া অপীতি দ্রষ্টব্যম্।

সংযোগাচ্চ দ্রব্যাদীনাং বিলক্ষণানামুৎপত্তিদর্শনাৎ সমানজাতীয়োৎপত্তিব্যভিচারঃ। দ্রব্যে প্রকৃতে গুণোদাহরণমযুক্তমিতি চেৎ, ন, দৃষ্টান্তেন বিলক্ষণারম্ভমাত্রস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। ন চ দ্রব্যস্য দ্রব্যমেবোদাহর্ত্তব্যং গুণস্য বা গুণ এবেতি কশ্চিন্নিয়মে হেতুরস্তি। সূত্রকারোঽপি ভবতাং দ্রব্যস্য গুণমুদাজহার— "প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষাণামপ্রত্যক্ষত্বাৎ সংযোগস্য, পঞ্চাত্মকত্বং ন বিদ্যতে॥" ইতি [বৈ০ অ০৪। আ০ ২। সূ০ ২]। যথা প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষয়োর্ভূম্যাকাশয়োঃ সমবয়ন্ সংযোগোঽপ্রত্যক্ষঃ,

ব্যভিচারান্তরমাহ—"সংযোগাচ্চ" ইতি। শঙ্কতে—"দ্রব্যে প্রকৃতে" ইতি। নিরাকরোতি—"ন দৃষ্টান্তেন" ইতি। ন চাস্মাকময়মনিয়মঃ, ভবতামপীত্যাহ— "সূত্রকারোঽপি" ইতি। সূত্রং ব্যাচষ্টে—"যথা প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষয়োঃ" ইতি। শেষমতিরোহিতার্থম্।

সিদ্ধ নহে।) [ন চ...চারঃ] যখন সমুদায় কারণ-গুণ স্বাশ্রয়-সমবায়ে অবিশেষ, ভেদবর্জ্জিত, তখন এমন কথা বলিতে পারিবে না যে, এক প্রকার বিশেষের নৈকট্য প্রযুক্তই পারিমাণ্ডল্যের আরম্ভ (জন্ম) হয় না। অপিচ, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, স্বভাবপ্রযুক্তই পারিমাণ্ডল্য গুণ জন্মে না। কারণভূত পরিমণ্ডল যেমন স্বভাবপ্রযুক্ত পারিমাণ্ডল্যের অজনক, সেইরূপ, ব্রহ্মচেতনাও স্বভাবপ্রযুক্তই, চেতনান্তরের অজনক। অপিচ, সংযোগের বলেও বিভিন্নাকার দ্রব্য জন্মিতে দেখা যায়। এই সকল কারণে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, সমানজাতীয় উৎপত্তি হওয়ার ব্যভিচার আছে। অর্থাৎ সমানজাতীয় উৎপত্তি নিয়মিত নহে, বিজাতীয়োৎপত্তিও হয়। [দ্রব্যে...মিতি] দ্রব্যের প্রস্তাবে গুণের দৃষ্টান্ত অন্যায্য, এ কথাও বলিতে পার না। কেন-না, উক্ত স্থলে বিজাতীয়োৎপত্তি দেখানই দৃষ্টান্ত দানের উদ্দেশ্য। দ্রব্যের প্রস্তাবে দ্রব্যই এবং গুণের প্রস্তাবে গুণই দৃষ্টান্ত হইবে, বিপরীত হইবে না, এমন কোন নিয়ম নাই, নিয়মের কারণও নাই। তোমাদের সূত্রকারও (বৈশেষিক দর্শনের সূত্রকার কণাদও) দ্রব্যের প্রস্তাবে গুণের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। যথা—"প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষঘটিত সংযোগের অপ্রত্য-

এবং প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষেষু পঞ্চসু সমবয়চ্ছরীরমপ্রত্যক্ষং স্যাৎ, প্রত্যক্ষন্তু শরীরম্। তস্মান্ন পাঞ্চভৌতিকমিতি। এতদুক্তং ভবতি—গুণশ্চ সংযোগঃ, দ্রব্যং শরীরম্। "দৃশ্যতে তু" ইত্যত্রাপি চ বিলক্ষণোৎপত্তিঃ প্রপঞ্চিতা। নন্বেবং সতি তেনৈব তদ্গতম্। নেতি ব্রুমঃ। তৎ সাঙ্খ্যং প্রত্যুক্তম্, এতত্তু বৈশেষিকং প্রতি। নন্বতিদেশোঽপি সমানন্যায়তয়া কৃতঃ "এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ" ইতি। সত্যমেতৎ, তস্যৈব ত্বয়ং বৈশেষিকপরীক্ষারম্ভে তৎপ্রক্রিয়ানুগতেন নিদর্শনেন প্রপঞ্চঃ কৃতঃ॥ ২। ২। ১১॥

উভয়থাপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ॥ ২। ২। ১২॥ *

ইদানীং পরমাণুকারণবাদং নিরাকরোতি। স চ বাদ

পরমাণূনামাদ্যস্য কর্ম্মণঃ কারণাভ্যুপগমে ঽনভ্যুপগমে বা ন কর্ম্ম, অতস্তদভাবঃ তস্য দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ সর্গস্যাভাবঃ। অথবা যদণুসমবায্যদৃষ্টমথবা ক্ষেত্রজ্ঞসমবায়ি, উভয়পি তস্যাচেতনস্য চেতনানধিষ্ঠিতস্যাপ্রবৃত্তেঃ কর্ম্মাভাবঃ, অতস্তদভাবঃ সর্গাভাবঃ। নিমিত্তকারণতামাত্রেণ ত্বীশ্বরস্যাধিষ্ঠাতৃত্বমুপরিষ্টান্নিরাকরিষ্যতে। অথবা সংযোগোৎপত্ত্যর্থং বিভাগোৎপত্ত্যর্থমুভয়থাপি ন কর্ম্মাতঃ সর্গহেতোঃ সংযোগস্যাভাবাৎ প্রলয়হেতোর্বিভাগস্যাভাবাৎ তদভাবঃ তয়োঃ সর্গপ্রলয়য়োরভাব ইত্যর্থঃ। তদেতৎ সূত্রং তাৎপর্য্যতো ব্যাচষ্টে—"ইদানীং পরমাণুকারণবাদম্" ইতি। নিরাকার্য্যস্বরূপমুপপত্তিসহিতমাহ—"স চ বাদঃ" ইতি। "স্বাসু-

---

ক্ষতা হেতু শরীরের পঞ্চাত্মকতা নাই।" ইহার অর্থ এই যে, যেমন প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষ ভূম্যাকাশের সংযোগ অপ্রত্যক্ষ হয়, তেমনি, প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষ ভূতপঞ্চকপ্রভব এই শরীরও অপ্রত্যক্ষ হইতে পারে, কিন্তু শরীর প্রত্যক্ষ। যেহেতু প্রত্যক্ষ—সেই হেতুই শরীর এক ভৌতিক, পাঞ্চভৌতিক নহে। প্রদর্শিত সূত্রে অনিয়মই উক্ত হইয়াছে। কেন-না, সংযোগ গুণ, আর শরীর দ্রব্য।

বেদান্তের "দৃশ্যতে তু" সূত্রেও বিজাতীয়োৎপত্তি প্রপঞ্চিত হইয়াছে। যদি বল, তাহাতেই গতার্থ হইয়াছে, আমরা বলি, তাহা হয় নাই। সে সূত্রে সাংখ্যের প্রতিবাদ, এ সূত্রে বৈশেষিকের প্রতিবাদ। "এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি" এ সূত্রে যে অন্যান্য প্রতিবাদের অতিদেশ দেখান হইয়াছে, ইহা তাহারই বিস্তার॥২।২।১১॥

এক্ষণে পরমাণুকারণবাদ নিরস্ত হইবে। পরমাণুবাদের উত্থান এইরূপ।—

---

* উভয়থাপি—পরমাণূনামাদ্যকর্ম্মণঃ কারণাঙ্গীকারে কারণানঙ্গীকারেঽপি, ন কর্ম্ম ক্রিয়া, সম্ভবিতু অতস্তদভাবঃ—দ্ব্যণুকাদিক্রমেণোৎপত্ত্যভাবঃ। অথবা যদণুসমবায্যদৃষ্টং যদি বাত্মসমবায়ি, উভয়থাপ্যচেতনস্য তস্য চেতনানধিষ্ঠিতস্যাপ্রবৃত্তেঃ কর্ম্মাভাবঃ, কর্ম্মাভাবাৎ সৃষ্ট্যভাবঃ। অথবা সংযোগোৎপত্ত্যর্থং বিভাগোৎপত্ত্যর্থঞ্চোভয়থাপি কর্ম্মাভাবঃ, কর্ম্মাভাবাৎ সৃষ্টিহেতুসংযোগস্য প্রলয়হেতুবিভাগস্য চাভাবস্তস্মাৎ তদভাবস্তয়োঃ সৃষ্টিপ্রলয়য়োরভাব ইতি সূত্রার্থঃ।

ইত্থং সমুত্তিষ্ঠতি। পটাদীনি হি লোকে সাবয়বানি দ্রব্যাণি স্বানুগতৈঃ সংযোগসচিবৈস্তন্ত্বাদিভির্দ্রব্যৈরারভ্যমাণানি দৃষ্টানি, তৎসামান্যেন যাবৎ কিঞ্চিৎ সাবয়বং, তৎ সর্ব্বং স্বানুগতৈরেব সংযোগসচিবৈস্তৈস্তৈর্দ্রব্যৈরারব্ধমিতি গম্যতে। স চায়মবয়বাবয়বিবিভাগো যতো নিবর্ত্ততে, সোঽপকর্ষপর্য্যন্তগতঃ পরমাণুঃ। সর্ব্বঞ্চেদং গিরিসমুদ্রাদিকং জগৎ সাবয়বং, সাবয়বত্বাদাদ্যন্তবৎ। ন চাকারণেন কার্য্যেণ ভবিতব্যমিত্যতঃ পরমাণবো জগতঃ কারণমিতি কণভুগভিপ্রায়ঃ। তানীমানি চত্বারি ভূতানি ভূম্যপ্তেজঃপবনাখ্যানি সাবয়বান্যুপলভ্য চতুর্ব্বিধাঃ পরমাণবঃ পরিকল্প্যন্তে। তেষাঞ্চাপকর্ষপর্য্যন্তগতত্বেন পরতো বিভাগাসম্ভবাদ্বিনশ্যতাং পৃথিব্যাদীনাং পরমাণুপর্য্যন্তো বিভাগো ভবতি,

গতৈঃ" স্বসম্বন্ধৈঃ। সম্বন্ধশ্চাধার্য্যাধারভাব ইহপ্রত্যয়হেতুঃ সমবায়ঃ। পঞ্চম-

লোক মধ্যে দেখা যায়, বস্ত্রাদি সাবয়ব দ্রব্য সংযোগসহায় সূত্রাদি দ্রব্যের দ্বারা জন্মে। তৎসাধারণ্যে ইহাও জানা যায় যে, যে-কিছু সাবয়ব—সমস্তই স্বানুগত-সংযোগসহকৃত সেই সেই দ্রব্যের দ্বারা জন্মিয়াছে। বস্ত্র অবয়বী, সূত্র তাহার অবয়ব। সূত্র অবয়বী, অংশু তাহার অবয়ব। অংশু অবয়বী, তদংশ তাহার অবয়ব। এরূপ অবয়ব-অবয়বি-বিভাগ যে স্থানে সমাপ্ত হয়—শেষ হয়, যাহার আর বিভাগ নাই, তাহাই ক্ষুদ্রতার চূড়ান্ত স্থান—এবং তাহারই নাম পরমাণু। [সর্ব্ব···প্রায়ঃ] গিরি-নদী-সমুদ্রাদিবিশিষ্ট এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সমস্তই সাবয়ব। যেহেতু সাবয়ব, সেই হেতু ইহার ও আদ্যন্ত আছে, উৎপত্তি ও প্রলয় উভয়ই আছে। কার্য্য (জন্যবস্তু) মাত্রেই সকারণ, বিনা কারণে কোনও কার্য্য হয় না। তাহাতেই জানা যায়, সিদ্ধ হয়, পরমাণুরাশিই জগতের কারণ। ইহা কণাদমুনির মত। [তানী···কালঃ] কণাদ আরও কল্পনা করেন, ক্ষিতি জল তেজ বায়ু—এই চারিটী ভূত সাবয়ব ; সুতরাং পরমাণু চতুর্ব্বিধ, (পার্থিব পরমাণু, জলীয় পরমাণু, তৈজস পরমাণু ও বায়বীয় পরমাণু)। এই পরমাণুতেই ক্ষুদ্রতাবিশ্রান্তির বা বিভাগনিবৃত্তির শেষ। অতঃপর বিভাগ নাই বা হয় না। সেই কারণেই বিনাশশীল পৃথিব্যাদির বিভাগের চরম সীমা পরমাণু। যে কালে এই পৃথিব্যাদি চরম বিভাগে বিভক্ত হয় অর্থাৎ পরমাণু হইয়া যায়, সেই কালের নাম প্রলয়। প্রলয়কালে চরম অবয়ব অনন্ত পরমাণুই থাকে, তাহার আর অবয়ব থাকে না।

পরমাণুপুঞ্জে যে প্রথম ক্রিয়া (চলন) হয়, তাহার কারণ থাকা অঙ্গীকার কর বা না কর, উভয় পক্ষেই কর্ম্মোৎপত্তি (প্রচলন বা পরিস্পন্দ) হওয়ার বাধ আছে। পরমাণুতে অথবা আত্মাতে অদৃষ্ট থাকে, তদ্বলে পরমাণুতে ক্রিয়া হয়, এ পক্ষেও প্রথম ক্রিয়া হওয়ার বাধা আছে এবং ক্রিয়ার অভাবে সৃষ্টির অভাবও প্রসক্ত হয়। পরমাণুর সংযোগ ও বিভাগ উভয়ই ক্রিয়ামূলক, পরন্তু তাহা (ক্রিয়া বা প্রচলন) হইবার সম্ভাবনা নাই। ক্রিয়ার অভাবে সংযোগ বিভাগের অভাব, সংযোগ বিভাগের অভাবে সৃষ্টি ও প্রলয়ের অভাব হইতে পারে। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

স প্রলয়কালঃ। ততঃ সর্গকালে চ বায়বীয়েষ্বণুষ্বদৃষ্টাপেক্ষং কর্ম্মোৎপদ্যতে। তৎ কর্ম্ম স্বাশ্রয়মণুমণ্বন্তরেণ সংযুনক্তি, ততো দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ বায়ুরুৎপদ্যতে। এবমগ্নিরেবমাপ এবং পৃথিব্যেবং শরীরং সেন্দ্রিয়মিত্যেবং সর্ব্বমিদং জগদণুভ্যঃ সম্ভবতি। অণুগতেভ্যশ্চ রূপাদিভ্যো দ্ব্যণুকাদিগতানি রূপাদীনি সম্ভবন্তি তন্তুপটন্যায়েনেতি কাণাদা মন্যন্তে।

তত্রেদমভিধীয়তে। বিভাগাবস্থানাং তাবদণূনাং সংযোগঃ কর্ম্মাপেক্ষোঽভ্যুপগন্তব্যঃ, কর্ম্মবতাং তন্ত্বাদীনাং সংযোগদর্শনাৎ। কর্ম্মণশ্চ কার্য্যত্বান্নিমিত্তং কিমপ্যভ্যুপগন্তব্যম্। অনভ্যুপগমে নিমিত্তাভাবাৎ নাণুষ্বাদ্যং কর্ম্ম স্যাৎ। অভ্যুপগমেঽপি যদি প্রযত্নোঽভিঘাতাদির্ব্বা দৃষ্টং কিমপি কর্ম্মণো নিমিত্তমভ্যুপ-

---

ভূতস্থানবয়বত্বাৎ তানীমানি চত্বারি ভূতানীতি। তত্র পরমাণুকারণবাদ ইদমভিধীয়তে সূত্রম্।

তত্র প্রথমাং ব্যাখ্যামাহ—"কর্ম্মবতাং" ইতি। অভিঘাতাদীত্যাদিগ্রহণেন

[ততঃ...মন্যন্তে] পরে যখন সৃষ্টিকাল আইসে, তখন, প্রাক্তন অদৃষ্ট বশে প্রথমতঃ বায়বীয় পরমাণুতে ক্রিয়া জন্মে। যে যে বায়বীয় পরমাণুতে ক্রিয়া জন্মে, সেই ক্রিয়া সেই সেই বায়বীয় পরমাণুকে পরস্পর সংযুক্ত করে, করিয়া (জুড়িয়া) বায়বীয় দ্ব্যণুক উৎপাদন করে। ক্রমে ত্র্যণুক ও চতুরণুক, এতৎক্রমেই বায়ু-নামক মহাভূত জন্মিয়াছে এবং ঐরূপ ক্রমেই অগ্নি, জল, পৃথিবী, সেন্দ্রিয় দেহ, অধিক কি, সমুদায় বিশ্ব জন্মিয়াছে। সমুদায় বিশ্বই অণু হইতে উৎপন্ন হয়। যে অণুতে যে যে রূপ ও রসাদি বিদ্যমান থাকে, সেই সেই রূপ ও রসাদি হইতেই দ্ব্যণুকরূপের ও দ্ব্যণুকরসাদির জন্ম হয়। যেমন শ্বেত সূতায় শ্বেত বস্ত্র হয়, তেমনি, কারণ-দ্রব্যের রূপাদি হইতেই কার্য্য-দ্রব্যের রূপাদি জন্মে। ইহা কণাদশিষ্যেরা মানিয়া থাকেন।

[তত্রেদমভি...স্যাৎ] কণাদশিষ্যদিগের এই মতের (স্বীকারের) উপর আমরা এইরূপ বলিতে চাহি। বিভাগাবস্থায় অবস্থিত পরমাণুনিচয়ের সংযোগের (প্রথম সংযোগের বা যোড় লাগার) ক্রিয়া-সাপেক্ষতা তোমাদের অবশ্য স্বীকার্য্য। কেন-না, তোমরা ক্রিয়ান্বিত সূত্রকেই সংযুক্ত হইতে দেখিয়াছ, নিষ্ক্রিয়ের সংযোগ দেখ নাই। ক্রিয়ার দ্বারা সংযোগ জন্মে, সুতরাং সংযোগের নিমিত্ত-কারণ হইতেছে ক্রিয়া। এ নিয়ম যদি অবশ্য স্বীকার্য্য হয়, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার্য্য হইবে যে, ক্রিয়া জন্যপদার্থ (অর্থাৎ জন্মে) বলিয়া তাহারও কোন নিমিত্ত (কারণ) আছে। নিমিত্ত অস্বীকার করিলেই বিনা কারণে কিছু হয় না, এতন্নিয়মানুরোধে পরমাণুতে আদ্যক্রিয়ার অভাব স্বীকার করিতে হইবে। যদি নিমিত্ত (কারণ) থাকা মান, তাহা হইলে তাহা কি?—প্রযত্ন? না অভিঘাত? না

গম্যেত, তস্যাসম্ভবাৎ নৈবাণ্বাদ্যং কর্ম্ম স্যাৎ। ন হি তস্যামবস্থায়ামাত্মগুণঃ প্রযত্নঃ সম্ভবতি, শরীরাভাবাৎ। শরীরপ্রতিষ্ঠে হি মনস্যাত্মনঃ সংযোগে সত্যাত্মগুণঃ প্রযত্নো জায়তে। এতেনাভিঘাতাদ্যপি দৃষ্টং নিমিত্তং প্রত্যাখ্যাতব্যম্। সর্গোত্তরকালং হি তৎ সর্ব্বং নাদ্যস্য কর্ম্মণো নিমিত্তং সম্ভবতি।

অথাদৃষ্টমাদ্যস্য কর্ম্মণো নিমিত্তমিত্যুচ্যেত, তৎ পুনরাত্মসমবায়ি বা স্যাদণুসমবায়ি বা। উভয়থাপি নাদৃষ্টনিমিত্তমণুষু কর্ম্মাবকল্পেত, অদৃষ্টস্যাচেতনত্বাৎ। ন হ্যচেতনং চেতনেনানধিষ্ঠিতং স্বতন্ত্রং প্রবর্ত্ততে প্রবর্ত্তয়তি বেতি সাংখ্যপরীক্ষায়ামভিহিতম্। আত্মনশ্চানুৎপন্নচৈতন্যস্য তস্যামবস্থায়ামচেতনত্বাৎ। আত্মসমবায়িত্বাভ্যুপগমাচ্চ নাদৃষ্টমণুষু কর্ম্মণো নিমিত্তং স্যাৎ,

---

নোদনসংস্কারগুরুত্বদ্রবত্বানি গৃহ্যন্তে। নোদনসংস্কারাবভিঘাতেন সমানযোগক্ষেমৌ, গুরুত্বদ্রবত্বে চ পরমাণুগতে সদাতনে ইতি কর্ম্মসাতত্যপ্রসঙ্গঃ।

দ্বিতীয়ং ব্যাখ্যানমাশঙ্কাপূর্ব্বমাহ—"অথাদৃষ্টম্" ধর্ম্মাধর্ম্মৌ, আদ্যস্য কর্ম্মণঃ"

? তাহা বলিতে হইবে। আমরা দেখিতেছি, সে সময়ে ঐ তিনেরই অসম্ভব। যেহেতু অসম্ভব, সেই হেতুই পরমাণুর প্রথম সংযোগ অসিদ্ধ। [ন হি... সম্ভবতি] শরীর না থাকায় সে সময়ে আত্মগুণ প্রযত্ন থাকে না। শরীরস্থ মনের সহিত আত্মার সংযোগ না হইলে আত্মায় প্রযত্ন গুণ জন্মে না। সে সময়ে প্রযত্নগুণ থাকে না, এই কথাতেই অভিঘাতাদি না থাকাও বলা হইয়াছে। প্রযত্ন ও অভিঘাত প্রভৃতি ক্রিয়োৎপত্তির কারণ হয় সত্য; কিন্তু তাহা সৃষ্টির পরে জন্মে। প্রথম ক্রিয়ার প্রতি সে সকলের কারণতা অসম্ভব। কেন-না, সে সময়ে ঐ সকল থাকে না।

[অথাদৃষ্ট...সম্বন্ধাৎ] যদি অদৃষ্টকেই আদ্যক্রিয়ার কারণ বল, তবে, অদৃষ্ট আত্মসমবায়ী হউক, আর পরমাণু-সমবায়ীই হউক, উভয় প্রকারের কোনও প্রকার অদৃষ্টই অণুতে আদ্যক্রিয়া উৎপাদন করিতে সমর্থ নহে। কেন-না, অদৃষ্ট অচেতন। যাহাতে চেতনের অধিষ্ঠান নাই, তাদৃশ কোনও অচেতন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয় না এবং কাহাকেও প্রবৃত্ত করায় না, ইহা সাংখ্যমত-পরীক্ষায় প্রতিপন্ন করা (দেখান) হইয়াছে। আত্মাতে চৈতন্যগুণ উৎপন্ন না হওয়ায় সে অবস্থায় আত্মা অচেতন থাকে। অদৃষ্ট পরমাত্মাতেই থাকে, অন্যত্র থাকে না, সুতরাং পরমাণুর সহিত সম্বন্ধ না থাকায় তাহা আণবিক ক্রিয়ার (পরমাণুর প্রচলনের) কারণ হইতে

অসম্বন্ধাৎ। অদৃষ্টবতা পুরুষেণাস্ত্যণূনাং সম্বন্ধ ইতি চেৎ, সম্বন্ধস্য সাতত্যাৎ প্রবৃত্তিসাতত্যপ্রসঙ্গঃ, নিয়ামকান্তরাভাবাৎ। তদেবং নিয়তস্য কস্যচিৎ কর্ম্মনিমিত্তস্যাভাবাৎ নাণুষ্বাদ্যং কর্ম্ম স্যাৎ। কর্ম্মাভাবাৎ তন্নিবন্ধনঃ সংযোগো ন স্যাৎ, সংযোগাভাবাচ্চ তন্নিবন্ধনং দ্ব্যণুকাদি কার্য্যজাতং ন স্যাৎ।

সংযোগশ্চাণোরণ্বন্তরেণ সর্ব্বাত্মনা বা স্যাদেকদেশেন বা। সর্ব্বাত্মনা চেদুপচয়ানুপপত্তেরণুমাত্রত্বপ্রসঙ্গো দৃষ্টবিপর্য্যয়প্রসঙ্গশ্চ; প্রদেশবতো দ্রব্যস্য প্রদেশবতা দ্রব্যান্তরেণ সংযোগস্য দৃষ্টত্বাৎ। একদেশেন চেৎ, সাবয়বত্বপ্রসঙ্গঃ। পরমাণূনাং কল্পিতাঃ

ইতি। "আত্মনশ্চ" ক্ষেত্রজ্ঞস্য "অনুৎপন্নচৈতন্যস্য" ইতি। অদৃষ্টবতা পুরুষেণ" ইতি। সংযুক্তসমবায়সম্বন্ধ ইত্যর্থঃ। সম্বন্ধস্য সাতত্যাৎ" ইতি। যদ্যপি পরমাণুক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ সংযোগঃ পরমাণুকর্ম্মজস্তথাপি তৎপ্রবাহস্য সাতত্যমিতি ভাবঃ।

সর্ব্বাত্মতা চেদুপচয়াভাবঃ। একদেশেন হি সংযোগে যাবণ্বোরেকদেশৌ নিরন্তরৌ, তাভ্যামন্যে একদেশাঃ সংযোগেনাব্যাপ্তা ইতি প্রথিমোপপদ্যতে। সর্ব্বাত্মনা তু নৈরন্তর্য্যে পরমাণাবেকস্মিন্ পরমাণ্বন্তরাণ্যপি সমাস্তীতি ন প্রথিমা স্যাদিত্যর্থঃ। শঙ্কতে। যদ্যপি নিষ্প্রদেশাঃ পরমাণবস্তথাপি সংযোগস্তয়োরব্যাপ্যবৃত্তিরেবংস্বভাবত্বাৎ। কৈষা বাচোযুক্তির্নিষ্প্রদেশং সংযোগো ন ব্যাপ্নোতীতি। এষৈব বাচোযুক্তিঃ, যদ্যথা প্রতীয়তে তত্তথাভ্যুপেয়ত ইতি। তামিমাং শঙ্কাং সূত্রারামাহ —"পরমাণূনাং কল্পিতাঃ" ইতি। ন হ্যস্তি সম্ভবো নিরবয়ব একস্তদৈব তেনৈব

পারে না। [অদৃষ্ট...ন স্যাৎ] অদৃষ্টাধার আত্মার সহিত তাহাদের সম্বন্ধ আছে। আত্মা সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং সম্বন্ধ আছে, এরূপ বলিলেও তোমাদের অভীষ্ট পূরণ হইবে না। সে সম্বন্ধ সততই আছে, সুতরাং সতত সৃষ্টি হওয়ার আপত্তি হইবে। প্রলয়কালে নিষ্ক্রিয় থাকে, সৃষ্টিকালে তাহাতে ক্রিয়ারম্ভ হয়, এ নিয়মের নিয়ামক (কারণ) নাই, অর্থাৎ দেখাইতে পারিবে না। অতএব, সৃষ্টিকালে পরমাণুতে যে আদ্যক্রিয়া হইবে, নিষ্ক্রিয় পরমাণু যে সক্রিয় হইবে, চলিতে থাকিবে, তৎপ্রতি কোনও নিমিত্ত (কারণ) নাই। নিমিত্ত না থাকিলে ক্রিয়া হইবে না, ক্রিয়া না হইলে (পরমাণুসকল সচল না হইলে) সংযোগ হইবে না, সংযোগ না হইলেও দ্ব্যণুকাদি জন্মিবে না।

[সংযোগ...নোৎপদ্যেত] অন্য আপত্তিও আছে। যথা—এক পরমাণু যে অন্য পরমাণুতে সংযুক্ত হয় (যোড়া লাগে), সে সংযোগ কি সার্ব্বাত্মিক? না আংশিক? অর্থাৎ পাশাপাশি যোড়ে? কি সর্ব্বাংশে ঐক্যপ্রাপ্ত হয়? সার্ব্বাত্মিক সংযোগ হইলে যে-পরমাণু, সেই পরমাণুই থাকে, উপচিত হইতে পারে

প্রদেশাঃ স্যুরিতি চেৎ, কল্পিতানামবস্তুত্বাদবস্ত্বেব সংযোগ ইতি বস্তুনঃ কার্য্যস্যাসমবায়িকারণং ন স্যাৎ। অসতি চাসমবায়িকারণে দ্ব্যণুকাদিকার্য্যদ্রব্যং নোৎপদ্যেত।

যথা চাদিসর্গে নিমিত্তাভাবাৎ সংযোগোৎপত্ত্যর্থং কর্ম্ম নাণূনাং সম্ভবতি, এবং মহাপ্রলয়েঽপি বিভাগোৎপত্ত্যর্থং কর্ম্ম নৈবাণূনাং সম্ভবেৎ। ন হি তত্রাপি কিঞ্চিন্নিয়তং তন্নিমিত্তং দৃষ্টমস্তি। অদৃষ্টমপি ভোগপ্রসিদ্ধ্যর্থং, ন প্রলয়প্রসিদ্ধ্যর্থমিত্যতো নিমিত্তাভাবান্ন স্যাদণূনাং সংযোগোৎপত্ত্যর্থং বিভাগোৎপত্ত্যর্থং বা কর্ম্ম। অতশ্চ সংযোগবিভাগাভাবাৎ তয়োঃ সর্গ-

সংযুক্তশ্চাসংযুক্তশ্চেতি, ভাবাভাবয়োরেকস্মিন্নদ্বয়ে বিরোধাৎ। অবিরোধে বা ন কচিদপি বিরোধোঽবকাশমাসাদয়েৎ। প্রতীতিস্তু প্রদেশকল্পনয়াপি কল্প্যতে। তদিদমুক্তং 'কল্পিতাঃ প্রদেশা' ইতি। তথা চ স্বদ্ধারেয়মিতি তামুদ্ধরতি—"কল্পিতানামবস্তুত্বাৎ" ইতি।

তৃতীয়াং ব্যাখ্যামাহ—"যথা চাদিসর্গে" ইতি। নম্বভিঘাতনোদনাদয়ঃ প্রলয়ারম্ভসময়ে কস্মাদ্বিভাগারম্ভককর্ম্মহেতবো ন সম্ভবন্ত্যত আহ—"ন হি তত্রাপি কিঞ্চিন্নিয়তম্" ইতি। সম্ভবন্ত্যভিঘাতাদয়ঃ কদাচিৎ কচিৎ, ন ত্বপর্য্যায়েণ, সর্ব্বস্মিন্নিয়মহেতোরভাবাদিত্যর্থঃ। "ন প্রলয়প্রসিদ্ধ্যর্থম্" ইতি। যদ্যপি শরীরা-

না। বড় বা স্থূল হইতে পারে না। আরও দেখ, এক সাংশ দ্রব্যের একাংশে অন্য সাংশদ্রব্যের একাংশ আশ্লিষ্ট হইলেই লোকে তাহাকে সংযোগ বলে। সর্ব্বত্রই ঐরূপ সংযোগ দেখা যায়। কিন্তু পরমাণুসংযোগে সে দর্শন অন্যথা হইতেছে। আংশিক (পাশাপাশি) সংযোগ স্বীকার করিতে গেলে পরমাণুর অংশ মানিতে হইবেক, মানিলে পরমাণু-লক্ষণ অপ্রসিদ্ধ বা অসম্ভব হইবেক। (যাহার অংশ বা বিভাগ নাই, তাহাই পরমাণু, এ লক্ষণ মিথ্যা হইবেক)। পরমাণুর বাস্তব অংশ না থাকিলেও কল্পিত অংশ আছে, এরূপ বলিলেও ফল পাইবে না। যাহা কল্পিত, তাহা বস্তু নহে। এতদনুসারে সংযোগও অবস্তু বা মিথ্যা হইল। অপিচ, যাহা বস্তু—তাহাই জন্যপদার্থের অসমবায়ী কারণ হয়। অবস্তু কখনও কাহারও অসমবায়ী কারণ হয় না। অতএব, অসমবায়ী কারণের অভাবেও দ্ব্যণুকাদির উৎপত্তি হইতে পারে না।

[যথা চাদি…বাদং] যেমন সৃষ্টিপ্রারম্ভে নিমিত্তাভাব বশতঃ পরমাণু-সংযোজক ক্রিয়া অসম্ভব, তেমনি, মহাপ্রলয়েও পরমাণুবিশ্লেষক ক্রিয়াও অসম্ভব। কেন-না, সে সময়েও কোন নিয়মিত নিমিত্ত থাকা দৃষ্ট অর্থাৎ প্রমাণিত হয় না। ধর্ম্মাধর্ম্মনামক অদৃষ্ট সুখদুঃখভোগেরই প্রযোজক, মহা-

প্রলয়য়োরভাবঃ প্রসজ্যেত। তস্মাদনুপপন্নোঽয়ং পরমাণু-কারণবাদঃ॥ ২। ২। ১২॥

সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ॥ ২।২।১৩॥*

সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ তদভাব ইতি প্রকৃতেনাণুকারণবাদ-নিরাকরণেন সম্বধ্যতে। দ্বাভ্যাঞ্চাণুভ্যাং দ্ব্যণুকমুৎপদ্যমান-মত্যন্তভিন্নমণুভ্যাগণুভ্যাঃ সমবৈতীত্যভ্যুপগম্যতে ভবতা। ন চৈবমভ্যুপগচ্ছতা শক্যতেঽণুকারণবাদঃ সমর্থয়িতুম্, কুতঃ? সাম্যাদনবস্থিতেঃ। যথৈব হ্যণুভ্যামত্যন্তভিন্নং সৎ দ্ব্যণুকং সমবায়-

দিপ্রলয়ারম্ভেঽপি দুঃখভোগস্তথাপ্যসৌ পৃথিব্যাদিপ্রলয়ে নাস্তীত্যভিপ্রেত্যেদমুদিতমিতি মন্তব্যম্॥ ২। ২। ১২॥

ব্যাচষ্টে—"সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ" ইতি। ন তাবৎ স্বতন্ত্রঃ সমবায়োঽত্যন্তং ভিন্নঃ সমবায়িভ্যাং সমবায়িনৌ ঘটয়িতুমর্হত্যতিপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাদনেন সমবায়ি-সম্বন্ধিনা সতা সমবায়িনৌ ঘটনীয়ৌ। তথা চ সমবায়স্য সম্বন্ধান্তরেণ সমবায়ি-সম্বন্ধেঽভ্যুপগম্যমানেঽনবস্থা। অথাসৌ সম্বন্ধিভ্যাং সম্বন্ধে ন সম্বন্ধান্তরমপেক্ষতে,

প্রলয়ের প্রযোজক নহে। প্রদর্শিত হেতুতেও তত্তৎকালে নিমিত্তের অভাবে, পরমাণুতে ক্রিয়ার অভাব, ক্রিয়ার অভাবে সংযোগ-বিয়োগের অভাব, সংযোগ-বিয়োগের অভাবে সৃষ্টিপ্রলয়ের অভাব, এইরূপ প্রসক্তি হইতে পারে এবং সেই হেতুতেই পরমাণুকারণবাদ অনুপপন্ন হয়—যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হয় না॥২।২।১২॥

"সমবায় স্বীকার করাতেও" এই কথার পর "পরমাণুকারণবাদ অসম্ভব" এইরূপ বলিতে হইবেক। যাহারা বলে, উৎপদ্যমান দ্ব্যণুক অত্যন্ত ভিন্ন, অথচ পরমাণুদ্বয়ে সমবেত হয়। তাঁহারা কোনও ক্রমে পরমাণুকারণবাদ রক্ষা (স্থাপন) করিতে পারেন না। কারণ এই যে, সমানতা প্রযুক্ত অনবস্থা দোষ আগমন করে। অনবস্থার শেষ পাওয়া যায় না; কাযেই তাহা উৎপত্তির ও জ্ঞপ্তির মূল-নাশক। [যথৈব...প্রসজ্যেত] পরমাণু এক পদার্থ, দ্ব্যণুক অন্য পদার্থ, এরূপ হইলেও সমবায় তদুভয়কে সম্বদ্ধ করায় অর্থাৎ পরমাণুদ্বয়ে দ্ব্যণুক, এতদ্রূপ প্রতীতি জন্মায়। দ্ব্যণুক যেমন পরমাণু ভিন্ন হইয়াও সমবায় দ্বারা সম্বদ্ধ হয়,

* অভ্যুপগমঃ স্বীকারঃ। সমবায়স্বীকারাদপ্যণুবাদস্যাযুক্তত্বমিতি যোজ্যম্। তত্র হেতুমাহ —সাম্যেতি। দ্ব্যণুকসমবায়ঃ পরমাণুভিন্নত্বসাম্যাৎ দ্ব্যণুকবৎ সমবায়স্যাপি সমবায়ান্তরমস্তীত্যন-বস্থিতিস্তস্মাৎ। অন্যৎ ভাষ্যে।

বৈশেষিক সমবায়-নামক পৃথক্ পদার্থ মানেন। তাহাতেও পরমাণুবাদ ভঙ্গ হয়। তাঁহাদের মতে দুই পরমাণু যুক্ত হইয়া (যুড়িয়া) দ্ব্যণুক হয়। এই দ্ব্যণুক পরমাণু হইতে অত্যন্ত ভিন্ন। কেবল সমবায়নামক সম্বন্ধের বলে দুই পরমাণুতে দ্ব্যণুক, এইরূপ প্রতীতি জন্মে। সমবায়কে ভিন্ন বলেন, অথচ তাহাকে ঐ নিয়মের অধীন বলেন না। আমরা দেখিতেছি, না বলিলেও দোষ, বলিলেও দোষ। না বলিলে স্বমত-ভঙ্গ দোষ, আর বলিলে অনবস্থা। কাযেই সমবায় মান্য করায় পরমাণুবাদ অসমঞ্জস। ভাষ্য ব্যাখ্যা দেখুন, সমস্তই বুঝিতে পারিবেন।

লক্ষণেন সম্বন্ধেন তাভ্যাং সম্বধ্যতে, এবং সমবায়োঽপি সমবায়িভ্যোঽত্যন্তভিন্নঃ সন্ সমবায়লক্ষণেনান্যেনৈব সম্বন্ধেন সমবায়িভিঃ সম্বধ্যেত, অত্যন্তভেদসাম্যাৎ। ততশ্চ তস্য তস্যান্যোঽন্যঃ সম্বন্ধঃ কল্পয়িতব্য ইত্যনবস্থৈব প্রসজ্যেত। নন্বিহ-প্রত্যয়গ্রাহ্যঃ সমবায়ো নিত্যসম্বদ্ধ এব সমবায়িভির্গৃহ্যতে—নাসম্বদ্ধঃ সম্বন্ধান্তরাপেক্ষো বা। ততশ্চ ন তস্যান্যঃ সম্বন্ধঃ কল্পয়িতব্যঃ, যেনানবস্থা প্রসজ্যেত। নেত্যুচ্যতে। সংযোগোঽপ্যেবং সতি সংযোগিভির্নিত্যসম্বদ্ধ এবেতি সমবায়বন্নান্যং সম্বন্ধমপেক্ষেত। অথার্থান্তরত্বাৎ সংযোগঃ সম্বন্ধান্তরমপেক্ষেত, সমবায়োঽপি তর্হ্যর্থান্তরত্বাৎ সম্বন্ধান্তরমপেক্ষেত।

সম্বন্ধিসম্বন্ধনপরমার্থত্বাৎ। তথা হি নাসৌ ভিন্নোঽপি সম্বন্ধিনিরপেক্ষো নিরূপ্যতে। ন চ তস্মিন্ সতি সম্বন্ধিনাবসম্বন্ধিনৌ ভবতঃ।

তস্মাৎ স্বভাবাদেব সমবায়ঃ সমবায়িনোর্ন সম্বন্ধান্তরেণেতি নানবস্থেতি চোদয়তি—"নন্বিহপ্রত্যয়গ্রাহ্যঃ" ইতি। পরিহরতি—"নেত্যুচ্যতে। সংযোগোঽপ্যেবম্" ইতি। তথাহি সংযোগোঽপি সম্বন্ধিসম্বন্ধনপরমার্থো ন চ ভিন্নোঽপি সংযোগিভ্যাং বিনা নিরূপ্যতে। ন চ তস্মিন্ সতি সংযোগিনাবসংযোগিনৌ ভবত ইতি তুল্যশ্চর্চ্চঃ। যদ্যুচ্যেত গুণঃ সংযোগঃ, ন চ দ্রব্যাসমন্বেতো গুণো ভবতি। ন চাস্য সমবায়ং বিনা সমবেতত্বম্।

অভিন্ন প্রত্যয়ের গোচর হয়, সেইরূপ, সমবায়ও সমবায়ি-দ্রব্য হইতে ভিন্ন, সুতরাং তাহাও অন্য সমবায় দ্বারা সমবেত হওয়া উচিত। ক্রমে সে সমবায়ও অন্য সমবায়ে এবং সে সমবায়ও অন্য সমবায়ে, এইরূপ অনন্ত সমবায় কল্পনায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রকৃত জ্ঞাতব্যের মূল নষ্ট করিবে ; সুতরাং অভীষ্টসিদ্ধি হইবে না।

[নন্বিহ···মপেক্ষতে] যদি এমন বল যে. সমবায় ইহপ্রত্যয়-বোধ্য অর্থাৎ তাহা "এই কপাল-কপালিকায় ঘট, এই সুতায় বস্ত্র" এবম্প্রকারে প্রতীত বা অনুভূত হয় ; সুতরাং তাহা নিত্যসম্বন্ধরূপ, তাহার জ্ঞানের জন্য সম্বন্ধান্তর থাকার কল্পনা করিতে হয় না, সে আপনার আশ্রয়দ্রব্যের দ্বারাই জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে, কাজেই অনবস্থা দোষ হইবে কেন ? অনন্ত সম্বন্ধের কল্পনা করিতে হইবে কেন ? আমরা বলি, তাহাও বলিতে পার না। ঐরূপ বলিলে ইহাও বলিতে হইবে যে, সংযোগও সমবায়ের ন্যায় স্বীয় আশ্রয়দ্রব্যের সহিত নিত্যসম্বদ্ধ, কোন সম্বন্ধের দ্বারা নহে। [অথার্থান্তর...বাদঃ] সংযোগ যদি পদার্থান্তরই হয়, আর তৎকারণে তাহা সম্বন্ধবিশেষের অপেক্ষা করে, তাহা হইলে ঐ কারণে (স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া) সমবায়ও সমবায়ান্তরের অপেক্ষা করিবে।

ন চ গুণত্বাৎ সংযোগঃ সম্বন্ধান্তরমপেক্ষতে, ন সমবায়োঽগুণত্বাদিতি যুজ্যতে বক্তুম্। অপেক্ষাকারণস্য তুল্যত্বাৎ, গুণপরিভাষায়াশ্চাতন্ত্রত্বাৎ। তস্মাদর্থান্তরং সমবায়মভ্যুপগচ্ছতঃ প্রসজ্যেতৈবানবস্থা। প্রসজ্যমানায়াঞ্চানবস্থায়ামেকাসিদ্ধৌ সর্ব্বাসিদ্ধের্দ্বাভ্যামণুভ্যাং দ্ব্যণুকং নৈবোৎপদ্যেত। তস্মাদপ্যনুপপন্নঃ পরমাণুকারণবাদঃ ॥ ২। ২। ১৩ ॥

তস্মাৎ সংযোগস্যাস্তি সমবায় ইতি শঙ্কামপাকরোতি।—"ন চ গুণত্বাৎ" ইতি। যত্তসমবায়েঽস্যাগুণত্বং ভবতি, কামং ভবতু, ন নঃ কাচিৎ ক্ষতিঃ। তদিদমুক্তং "গুণপরিভাষায়াশ্চ" ইতি। পরমার্থতস্তু দ্রব্যাশ্রয়ীত্যুক্তম্। তচ্চ বিনাপি সমবায়ং স্বরূপতঃ সংযোগস্যোপপদ্যত এব। ন চ কার্য্যত্বাৎ সমবায্যসমবায়িকারণাপেক্ষিতয়া সংযোগঃ সমবায়ীতি যুক্তম্, অসংযোগস্যাতথাত্বপ্রসঙ্গাৎ। অপি চ, সমবায়স্যাপি সম্বন্ধ্যধীনসদ্ভাবস্য সম্বন্ধিনশ্চৈকস্য দ্বয়োর্ব্বা বিনাশিত্বেন বিনাশিত্বাৎ কার্য্যত্বম্। ন হ্যস্তি সম্ভবঃ, গুণো বা গুণগুণিনৌ বা অবয়বী বাঽবয়বাবয়বিনৌ বা ন স্তোঽপি, অস্তি চ তয়োঃ সম্বন্ধ ইতি। তস্মাৎ কার্য্যঃ সমবায়ঃ। তথা চ যথৈষ নিমিত্তকারণমাত্রাধীনোৎপাদ এবং সংযোগোঽপি সমবায্যসমবায়িকারণে অপেক্ষতে, তথাপি সৈবানবস্থেতি। তস্মাৎ সমবায়বৎ সংযোগোঽপি ন সম্বন্ধান্তরমপেক্ষতে। যত্ত্যুচ্যেত, সম্বন্ধিনাবসৌ ঘটয়তি নাত্মানমপি সম্বন্ধিভ্যাং, তৎ কিমসাবসম্বদ্ধ এব সম্বন্ধিভ্যাম্, এবঞ্চেদত্যন্তভিন্নোঽসম্বদ্ধঃ কথং সম্বন্ধিনৌ সম্বন্ধয়েৎ। সম্বন্ধনে বা হিমবদ্বিন্ধ্যাবপি সম্বন্ধয়েৎ। তস্মাৎ সংযোগঃ সংযোগিনোঃ সমবায়েন সম্বদ্ধ ইতি বক্তব্যম্। তদেতৎ সমবায়স্যাপি সমবায়িসম্বন্ধে সমানমন্যত্রাভিনিবেশাৎ। তথা চানবস্থেতি ভাবঃ।

এমন বলিতে পারিবে না যে, সংযোগ গুণপদার্থ (এক প্রকার গুণ), সেই কারণে সে সম্বন্ধের অপেক্ষা করে; কিন্তু সমবায় অগুণ, গুণ নহে, সে নিজে সম্বন্ধরূপ ও স্বপ্রধান, তন্নিমিত্ত তাহা সম্বন্ধান্তরের অপেক্ষা করে না। কিন্তু যখন অপেক্ষার কারণ সমান, তখন অবশ্যই উহা সংযোগের ন্যায় সম্বন্ধান্তরের অপেক্ষা করিবে। * অপিচ, গুণ-পরিভাষার তন্ত্রতা (প্রাধান্য) নাই, অর্থাৎ তাহা একপ্রকার স্বরূপ সম্বন্ধেরই নাম, অন্য কিছু নহে. এরূপ বলিলেও বলিতে পার। অতএব, যাঁহারা সমবায়কে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের মতে অনবস্থা দোষ দুর্নিবার। অনবস্থা দোষ সমবায়সিদ্ধির ব্যাঘাত করে এবং সমবায়ের অসিদ্ধিতে পরমাণুদ্বয়ে দ্ব্যণুকের উৎপত্তি অসিদ্ধ হয়; কাজেই বলিতে হয়, পরমাণুকারণবাদ যুক্তিবহির্ভূত ॥ ২। ২। ১৩ ॥

---

* অপেক্ষার কারণ—সম্বন্ধিভিন্নত্ব। সম্বন্ধিভিন্নত্বরূপ কারণ সংযোগপক্ষে যেমন, সমবায় পক্ষেও তেমনি। সম্বন্ধ এক পদার্থ, তাহার বিষয় অন্য পদার্থ, এইরূপ ভিন্নতাই যদি সম্বন্ধান্তর থাকার কারণ হয়, তাহা হইলে সমবায়পক্ষেও ঐরূপ কারণ বা নিমিত্ত থাকা আবশ্যক হইবে ॥

নিত্যমেব চ ভাবাৎ ॥ ২ । ২ । ১৪ ॥ *

অপিচ, অণবঃ প্রবৃত্তিস্বভাবা বা, নিবৃত্তিস্বভাবা বা, উভয়স্বভাবা বা, অনুভয়স্বভাবা বাভ্যুপগম্যেরন্? গত্যন্তরাভাবাৎ চতুর্দ্ধাপি নোপপদ্যতে। প্রবৃত্তিস্বভাবত্বে নিত্যমেব প্রবৃত্তের্ভাবাৎ প্রলয়াভাবপ্রসঙ্গঃ। নিবৃত্তিস্বভাবত্বেঽপি নিত্যমেব নিবৃত্তের্ভাবাৎ সর্গাভাবপ্রসঙ্গঃ। উভয়স্বভাবত্বঞ্চ বিরোধাদসমঞ্জসম্। অনুভয়স্বভাবত্বে তু নিমিত্তবশাৎ প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যোরভ্যুপগম্যমানয়োরদৃষ্টাদের্নিমিত্তস্য নিত্যসন্নিধানান্নিত্যপ্রবৃত্তিপ্রসঙ্গঃ। অতন্ত্রত্বেঽপ্যদৃষ্টাদের্নিত্যাপ্রবৃত্তিপ্রসঙ্গঃ। তস্মাদপ্যনুপপন্নঃ পরমাণুকারণবাদঃ ॥ ২ । ২ । ১৪ ॥

প্রবৃত্তেরপ্রবৃত্তের্ব্বেতি শেষঃ। অতিরোহিতার্থমস্য ভাষ্যম্।

পরমাণুরাশি হয় প্রবৃত্তিস্বভাব, না হয় নিবৃত্তিস্বভাব, কিবা উভয়স্বভাব, অথবা অনুভয়স্বভাব (অর্থাৎ নিঃস্বভাব), এই চার প্রকারের এক প্রকার বৈশেষিককে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। কিন্তু ঐ চার প্রকারের কোনও প্রকারই উপপন্ন হয় না। প্রবৃত্তিস্বভাব হইলে (প্রবৃত্তি = সৃষ্টি কার্য্যে উন্মুখ) প্রলয় হইতে পারে না। নিবৃত্তিস্বভাব হইলে সৃষ্টি হইতে পারে না। একাধারে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি উভয়স্বভাব থাকিতেই পারে না। নিঃস্বভাব হইলে নৈমিত্তিক (নিমিত্ত বশতঃ) প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি ঘটিতে পারে সত্য; কিন্তু তন্মতের নিমিত্ত সকল (কাল, অদৃষ্ট ও ঈশ্বরেচ্ছা) নিত্য ও নিয়ত সন্নিহিত; সুতরাং সে পক্ষেও নিত্যপ্রবৃত্তির ও নিত্যনিবৃত্তির (প্রবৃত্তি = সৃষ্টি। নিবৃত্তি = প্রলয়) আপত্তি হইতে পারে। অদৃষ্টাদি নিমিত্ত-(কারণ)-নিচয়কে অস্বতন্ত্র অথবা অনিত্য বলিলেও নিত্য অপ্রবৃত্তির আপত্তি হইবেক। এই সকল কারণে বলিতে হয়, পরমাণুকারণবাদ সর্ব্বপ্রকারেই অনুপপন্ন ॥ ২ । ২ । ১৪ ॥

---

* প্রবৃত্তেরপ্রবৃত্তের্ব্বেতি যোজনীয়ম্। পরমাণূনাং প্রবৃত্তিস্বভাবত্বে নিত্যমেব প্রবৃত্তের্ভাবাৎ প্রলয়াভাবঃ, নিবৃত্তিস্বভাবত্বে তু নিত্যমেব নিবৃত্তের্ভাবাৎ সৃষ্ট্যভাবপ্রসঙ্গ ইতি পরমাণুকারণবাদোঽনুপপন্ন এবেতি সূত্রার্থঃ।

পরমাণু যদি প্রবৃত্তিস্বভাব, যদি বা নিবৃত্তিস্বভাব, অথবা অনুভয়স্বভাব হয়, সকল পক্ষেই সৃষ্টি ও প্রলয়ের ব্যাঘাত—আপত্তি হইবে। সৃষ্টিপ্রলয় অপ্রমাণিত হইবে, সুতরাং পরমাণুকারণবাদ অগ্রাহ্য।

রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়ো দর্শনাৎ ॥২।২।১৫॥*

সাবয়বানাং দ্রব্যাণামবয়বশো বিভজ্যমানানাং যতঃ পরো বিভাগো ন সম্ভবতি, তে চতুর্ব্বিধা রূপাদিমন্তঃ পরমাণবশ্চতুর্ব্বিধস্য রূপাদিমতো ভূতভৌতিকস্যারম্ভকা নিত্যাশ্চেতি যদ্বৈশেষিকা অভ্যুপগচ্ছন্তি, স তেষামভ্যুপগমো নিরালম্বন এব। যতো রূপাদিমত্ত্বাৎ পরমাণূনামণুত্ব-নিত্যত্ববিপর্য্যয়ঃ প্রসজ্যেত। পরমকারণাপেক্ষয়া স্থূলত্বমনিত্যত্বঞ্চ তেষামভিপ্রেতবিপরীতমাপদ্যেতেত্যর্থঃ। কুতঃ? দর্শনাৎ—এবং লোকে দৃষ্টত্বাৎ। যদ্ধি লোকে রূপাদিমদ্বস্তু, তৎ স্বকারণাপেক্ষয়া স্থূলমনিত্যঞ্চ দৃষ্টম্। তদ্‌যথা পটস্তন্তূনপেক্ষ্য স্থূলোঽনিত্যশ্চ ভবতি, তন্তবশ্চাং-

---

যৎ কিল ভূতভৌতিকানাং মূলকারণং, তদ্রূপাদিমান্ পরমাণুর্নিত্য ইতি ভবদ্ভিরভ্যুপেয়তে। তস্য চেদ্রূপাদিমত্ত্বমভ্যুপেয়েত, পরমাণুত্বনিত্যত্ববিরুদ্ধে স্থৌল্যানিত্যত্বে প্রসজ্যেয়াতাম্। সোঽয়ং প্রসঙ্গঃ। একধর্ম্মাভ্যুপগমে ধর্ম্মান্তরস্য নিয়তা প্রাপ্তির্হি প্রসঙ্গলক্ষণম্। তদনেন প্রসঙ্গেন জগৎকারণপ্রসিদ্ধয়ে প্রবৃত্তং সাধনং

সাবয়ব দ্রব্যের অবয়বসকল বিভক্ত করিতে করিতে যাহাতে বিভাগের শেষ হইবে, যাহাকে আর ভাগ করা যাইবে না, অথবা যে আর বিভক্ত হইবে না, তাহাই পরমাণু। পরমাণু চতুর্ব্বিধ এবং তাহাদের রূপরসাদি গুণ আছে। সেই রূপাদিমান্ পরমাণু নিত্য, এবং উহারাই ভূত ভৌতিক পদার্থের আরম্ভক (উৎপাদক)। বৈশেষিকদিগের এই কল্পনা বা এই অঙ্গীকার নিরালম্বন অর্থাৎ অযুক্ত। হেতু এই যে, রূপাদি আছে বলাতেই পরমাণুতে 'অণুত্ব ও নিত্যত্ব এই দুএর বৈপরীত্য পাওয়া যাইতেছে। অর্থাৎ বৈশেষিকের পরমাণু পরম কারণাপেক্ষা স্থূল অনিত্য, ইহাই উপলব্ধ হয়, কিন্তু তাহা তাঁহাদের অভিপ্রেত-বিপরীত। রূপাদি থাকিলে তাহাতে যে স্থূলত্ব ও অনিত্যত্ব থাকে, তাহা লোকমধ্যেও দৃষ্ট হয়। [যদি...প্রাপ্নুবন্তি] সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে, যে কিছু রূপাদিমদ্বস্তু—সমস্তই স্বকারণাপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য (নশ্বর)। বস্ত্র যেমন সূত্র-অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য, সূত্র আবার অংশু অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য। অংশুও অংশুতর অংশুতম অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য। বৈশেষিকের পরমাণুও রূপাদিমান্।

---

* রূপাদিমত্ত্বাৎ পরমাণূনাং রূপাদিমত্ত্বাভ্যুপগমাৎ বিপর্য্যয়োঽণুত্বনিত্যত্ববিপরীতস্থূলত্বানিত্যত্বে প্রাপ্নুতঃ। কুতঃ? দর্শনাৎ তথাদৃষ্টত্বাৎ লোকে।

পরমাণুর রূপাদি স্বীকার থাকাতেই পরমাণুর পরমাণুত্ব ও নিত্যত্ব বিদূরিত হইয়াছে। কেন না, লোকমধ্যে রূপাদিবিশিষ্টের স্থূলতা ও অনিত্যতাই দেখা যায়।

শূনপেক্ষ্য স্থূলা অনিত্যাশ্চ ভবন্তি, তথা চামী পরমাণবো রূপাদিমন্তস্তৈরভ্যুপগম্যন্তে, তস্মাত্তেঽপি কারণবন্তস্তদপেক্ষয়া স্থূলা অনিত্যাশ্চ প্রাপ্নুবন্তি।

যচ্চ নিত্যত্বে কারণং তৈরুক্তং "সদকারণবন্নিত্যম্" [বৈ০ অ০ ৪। আ০ ১। সূ০ ১] ইতি, তদপ্যেবং সত্যণুষু ন সম্ভবতি, উক্তেন প্রকারেণ কারণবত্ত্বোপপত্তেঃ। যদপি দ্বিতীয়ং কারণমুক্তং "অনিত্যমিতি চ বিশেষতঃ প্রতিষেধাভাবঃ।" [বৈ০ অ০ ৪। আ০ ১। সূ০ ৪] ইতি, তদপি নাবশ্যং পরমাণূনাং নিত্যত্বং সাধয়তি। অসতি হি যস্মিন্ কস্মিংশ্চিন্নিত্যে বস্তুনি নিত্যশব্দেন নঞঃ সমাসো নোপপদ্যতে, ন পুনঃ পরমাণুনিত্যত্ব-

---

রূপাদিমন্নিত্যপরমাণুসিদ্ধেঃ প্রচাব্য ব্রহ্মগোচরতাং নীয়তে। তদেতদ্বৈশেষিকাভ্যুপগমোপন্যাসপূর্ব্বকমাহ—"সাবয়বানাং দ্রব্যাণাম্" ইতি।

পরমাণুনিত্যত্বসাধনানি চ তেষামুপন্যস্য দূষয়তি—"যচ্চ নিত্যত্বে কারণম্" ইতি। "সৎ" ইতি প্রাগভাবাদ্ ব্যবচ্ছিনত্তি। "অকারণবৎ" ইতি ঘটাদেঃ। "যদপি দ্বিতীয়ম্" ইতি। লব্ধরূপং হি ক্বচিৎ কিঞ্চিদন্যত্র নিষিধ্যতে। তেনানিত্য-

---

যেহেতু রূপাদিমান্—সেই হেতু তাহার কারণ (মূল) আছে, এবং পরমাণু সেই কারণ অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য, ইহা বৈশেষিকের প্রক্রিয়াতেও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

[যচ্চ···ব্রহ্ম] বৈশেষিক বলেন, কারণ-পরিশূন্য ভাব পদার্থ (যাহা আছে, এতদ্রূপ প্রতীতির বিষয়, তাহা) নিত্য। বৈশেষিকের এ লক্ষণ—এ নিত্যত্বের লক্ষণ—অণুতে অসম্ভব—সম্ভব হয় না। কেন-না, প্রদর্শিত প্রকারে অণুরও কারণ থাকা সিদ্ধ (অনুমান দ্বারা) হয়। তিনি যে, নিত্যত্বের অন্য কারণ বলিয়াছেন, তাহা এই—অনিত্য কি? অনিত্য বিশেষপ্রতিষেধের অভাব। বিশেষ শব্দের অর্থ জন্য বস্তু; তাহার প্রতিষেধেয়অভাব। যাহা জন্য নহে, তাহাতে অনিত্য-শব্দের ব্যবহার হয় না। সেই ব্যবহার পরমাণুর নিত্যতার অন্যতম কারণ। অর্থাৎ অনিত্য-শব্দের দ্বারাই নিত্যতা সিদ্ধ হয়। পরে তাহা অন্যত্র অসম্ভব হওয়ায় পরমাণুতে (কালে এবং আকাশেও বটে) গিয়া স্থৈর্য্যপ্রাপ্ত হয়। বৈশেষিকদিগের এইযে, নিত্যত্বসাধক কারণ, এ কারণও নিঃসংশয়িতরূপে পরমাণুর নিত্যতা সাধিতে (সিদ্ধি করিতে) পারে না। কেন-না, 'অনিত্য' শব্দটী সপ্রতিযোগী অর্থাৎ অন্য সাপেক্ষ। যদি কোথাও নিত্যের প্রসিদ্ধি থাকে, তবেই তদপেক্ষা বা তৎপ্রতিযোগিতায় অনিত্য শব্দের ব্যবহার হইতে পারে। যদি নিত্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, এমন কোন বস্তু না থাকে, তাহা হইলে ন নিত্য=অনিত্য, এরূপ সমাস বা যোগশব্দ সঙ্গতই হয় না; সুতরাং বুঝিতে হইবে, একটী সর্ব্বপ্রসিদ্ধ সর্ব্বকারণ পরম ও প্রসিদ্ধ নিত্য আছে। সেই নিত্য পদার্থ পরমাণুরও

মেবাপেক্ষ্যতে। তচ্চান্ত্যেব নিত্যং পরমকারণং ব্রহ্ম। ন চ শব্দার্থব্যবহারমাত্রেণ কস্যচিদর্থস্য প্রসিদ্ধির্ভবতি। প্রমাণান্তরসিদ্ধয়োঃ শব্দার্থয়োর্ব্যবহারাবতারাৎ।

যদপি নিত্যত্বে তৃতীয়ং কারণমুক্তং "অবিদ্যা চ" [বৈ০ অ০ ৪। আ০ ১। সূ০ ৬] ইতি। তদ্ যদ্যেবং বিব্রীয়েত—সতাং পরিদৃশ্যমানকার্য্যাণাং কারণানাং প্রত্যক্ষেণাগ্রহণমবিদ্যেতি, ততো দ্ব্যণুকনিত্যতাপ্যাপদ্যেত। অথাদ্রব্যত্বে সতীতি বিশেষ্যেত, তথাপ্যকারণবত্ত্বমেব নিত্যতানিমিত্তমাপদ্যেত।

মিতি লৌকিকেন নিষেধেনান্যত্র নিত্যত্বসম্ভাবঃ কল্পনীয়ঃ, তে চান্তে পরমাণব ইতি। তন্ন। আত্মন্যপি নিত্যত্বোপপত্তেঃ। ব্যপদেশস্য চ প্রতীতিপূর্ব্বকস্য তদভাবে নির্ম্মলস্যাপি দর্শনাৎ। যথেহ বটে যক্ষ ইতি।

"যদপি নিত্যত্বে তৃতীয়ং কারণমবিদ্যেতি"। যদি সতাং পরমাণূনাং পরিদৃশ্যমানস্থূলকার্য্যাণাং প্রত্যক্ষেণ কারণাগ্রহণমবিদ্যা, তয়া নিত্যত্বম্, এবং সতি দ্ব্যণুকস্যাপি নিত্যত্বম্। অথাদ্রব্যত্বে সতীতি বিশেষ্যেত, তথা সতি ন দ্ব্যণুকে ব্যভিচারঃ, তস্যানেকদ্রব্যত্বেনাবিদ্যমানদ্রব্যত্বানুপপত্তেঃ। তথাপ্যকারণত্বমেব নিত্যতানিমিত্তমাপদ্যেত, যতো হ্যদ্রব্যত্বমবিদ্যমানকারণভূতদ্রব্যত্বমুচ্যতে। তথা চ পুনরুক্তমিত্যাহ—"তস্য চ" ইতি। অপি চাদ্রব্যত্বে সতি সত্ত্বাদিত্যত এবেষ্টার্থ-

কারণ, তাহার অন্য নাম ব্রহ্ম, পরমাণু সেই পরম কারণ ব্রহ্ম অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য, ইহা বৈশেষিকের প্রক্রিয়াতেও প্রমাণিত হয়। [ন চ...তারাৎ] কেবলমাত্র শব্দার্থব্যবহারের দ্বারা বস্তুসিদ্ধি হয় না। যে শব্দার্থ প্রমাণান্তরসিদ্ধ—সেই শব্দ ও শব্দার্থই ব্যবহারবিষয়ে স্থান পায়, ভ্রমমূলক শব্দার্থ ব্যবহারগোচরে স্থানপ্রাপ্ত হয় না।*

[যদপি...রুক্তং স্যাৎ] বৈশেষিক যে অণুনিত্যতা সাধনার্থ "অবিদ্যা চ" এই সূত্র বলিয়াছেন। তাহা তাঁহার মতে অণুনিত্যতার তৃতীয় কারণ। যদি অণুনিত্যতাসাধক উক্ত অবিদ্যা-শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা সম্মত হয় যে, দৃশ্যমান স্থূল কার্য্যের (জন্য দ্রব্যের) মূল কারণ প্রত্যক্ষের দ্বারা গৃহীত হয় না অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ, সেই কারণে তাহার নাম অবিদ্যা। সেই অবিদ্যা অণুনিত্যতার অন্যতম হেতু। প্রদর্শিত সূত্রের (অবিদ্যা চ সূত্রের) অর্থ কথিত প্রকার হইলে দ্ব্যণুকও নিত্য হইতে পারে। অথচ তন্মতে দ্ব্যণুক অনিত্য। হেতুবাক্যে যদি আরম্ভকদ্রব্যরহিত, এইরূপ বিশেষণ দেন, তাহা হইলে ও তাহার (সে বিশেষণের) বিশেষ্য ব্যর্থ হইবে, অর্থাৎ পূর্ব্বের সেই কথাই (অকারণবৎ—কারণপরিশূন্য এই

* একভাবে শশবিষাণ ও খ-পুষ্প প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার আছে, তাই বলিয়া তাহা বস্তুসদ্ভাবসাধক হইবে না।

তস্য চ প্রাগেবোক্তত্বাৎ "অবিদ্যা চ" ইতি পুনরুক্তং স্যাৎ। অথাপি কারণবিভাগাৎ কারণবিনাশাচ্চান্যস্য তৃতীয়স্য বিনাশহেতোরসম্ভবোঽবিদ্যা, সা পরমাণূনাং নিত্যত্বং খ্যাপয়তীতি ব্যাখ্যায়েত। নাবশ্যং বিনশ্যদ্বস্তু দ্বাভ্যামেব হেতুভ্যাং বিনষ্টুমর্হতীতি নিয়মোঽস্তি।

সংযোগসচিবে হি অনেকস্মিংশ্চ দ্রব্যে দ্রব্যান্তরস্যারম্ভকে-

সিদ্ধেরবিদ্যেতি ব্যর্থম্। অথাবিদ্যাপদেন দ্রব্যবিনাশকারণদ্বয়াবিদ্যমানত্বমুচ্যতে। দ্বিবিধো হি দ্রব্যনাশহেতুরবয়ববিনাশোঽবয়বব্যতিষঙ্গবিনাশশ্চ। তদুভয়ং পরমাণৌ নাস্তি, তস্মান্নিত্যঃ পরমাণুঃ। ন চ সুখাদিভির্ব্যভিচারস্তেষামদ্রব্যত্বাদিত্যাহ—"অথাপি" ইতি। নিরাকরোতি—"নাবশ্যম্" ইতি।

যদি হি সংযোগসচিবানি বহূনি দ্রব্যাণি দ্রব্যান্তরমারভেরন্নিতি প্রক্রিয়া সিধ্যেৎ, সিধ্যেদদ্রব্যদ্বয়মেব তদ্বিনাশকারণমিতি। ন ত্বেতদস্তি, দ্রব্যস্বরূপাপরিজ্ঞানাৎ। ন তাবৎ তন্ত্বাধারস্তন্দব্যাতরিক্তঃ পটো নামাস্তি, যঃ সংযোগসচিবৈস্তন্তুভিরারভ্যেতেত্যুক্তমধস্তাৎ। ষট্‌পদার্থাংশ্চ দূষয়িষ্যন্নগ্রে বক্ষ্যতি। কিন্তু কারণমেব বিশেষবদবস্থান্তরমাপদ্যমানং কার্য্যং, তচ্চ সামান্যাত্মকম্। তথা হি—মৃদ্বা সুবর্ণং বা সর্ব্বেষু ঘটরুচকাদিষনুগতং সামান্যমনুভূয়তে। ন চৈতে ঘটরুচকাদয়ো মৃৎসুবর্ণাভ্যাং ব্যতিরিচ্যন্ত ইত্যুক্তম্। অগ্রে চ বক্ষ্যামঃ। তস্মান্মৃৎসুবর্ণে এব তেন তেনাকারেণ পরিণমমানে ঘট ইতি চ রুচক ইতি চ কপালশর্করাকণমিতি চ শকলকণিকাচূর্ণমিতি চ ব্যাখ্যায়েতে। তত্রতত্রোপাদানয়োর্মৃৎসুবর্ণয়োঃ প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। ন তু ঘটাদয়ো বা কপালাদিষু রুচকাদয়ো বা শকলাদিষু চ শকলাদয়ো বা রুচকাদিষু প্রত্যভিজ্ঞায়ন্তে, যত্র কার্য্যকারণভাবো ভবেৎ। ন চ বিনশ্যন্তমেব ঘটক্ষণং প্রতীত্য কপালক্ষণোঽনুপাদান এবোৎপদ্যতে, তৎ কিমুপাদানপ্রত্যভিজ্ঞানেনেতি বক্তব্যম্। এতস্যা অপি বৈনাশিকপ্রক্রিয়ায়া উপরিষ্টান্নিরাকরিষ্যমাণত্বাৎ। তস্মাদুপজনাপায়ধর্ম্মাণো বিশেষাবস্থাঃ সামান্যস্যোপাদেয়াঃ, সামান্যাত্মা তূপাদানম্, এবং ব্যবস্থিতে যথা সুবর্ণদ্রব্যং কাঠিন্যা-

কথাই) বলা হইবে, সুতরাং 'অবিদ্যা চ' সূত্রের পুনরুক্তি করা বৃথা হইবে। [অথাপি...কারণবাদঃ] কর্ম্ম বিনাশের প্রতি কারণদ্রব্যের বিভাগ অথবা বিনাশ এই দুই কারণ ব্যতীত তৃতীয় কারণ থাকা পক্ষে যে অসম্ভাবনা আছে, সেই অসম্ভাবনার অন্য নাম অবিদ্যা। অবিদ্যা পরমাণুনিচয়ের নিত্যতা স্থাপন করিতে সমর্থ। * এরূপ ব্যাখ্যা করিলেও নিশ্চিতরূপে অণুনিত্যতা সিদ্ধ হইবে না। কারণ এই যে, বিনশ্বর বস্তু যে, ঐ দুই কারণেই নষ্ট হয়, অন্যপ্রকারে নষ্ট হয় না, এমন কোন নিয়ম নাই।

* ফলিতার্থ এই যে, পরম অণু; সুতরাং কোন কারণদ্রব্য হইতে জন্মে নাই, পরমাণুর অবয়ব বা অংশ নাই, সেই কারণে তাহার অবয়বের বিভাগ নাই, বিনাশও নাই, কাযেই তাহা নিত্য। অর্থাৎ অবিনাশী।

ত্বভ্যুপগম্যমানে এতদেবং স্যাৎ, যদা ত্বপাস্তবিশেষং সামান্যাত্মকং কারণং বিশেষবদবস্থান্তরমাপদ্যমানমারম্ভকমভ্যুপগম্যতে, তদা ঘৃতকাঠিন্যবিলয়নবন্মূর্ত্ত্যবস্থাবিলয়নেনাপি বিনাশ উপপদ্যতে। তস্মাৎ রূপাদিমত্ত্বাৎ স্যাদভিপ্রেতবিপর্য্যয়ঃ পরমাণূনাম্। তস্মাদপ্যনুপপন্নঃ পরমাণুকারণবাদঃ ॥ ২। ২। ১৫ ॥

উভয়থা চ দোষাৎ ॥ ২। ২। ১৬ ॥ *

গন্ধরসরূপস্পর্শগুণা স্থূলা পৃথিবী, রূপরসস্পর্শগুণাঃ সূক্ষ্মা-

বস্থামপহায় দ্রবাবস্থয়া পরিণতং, ন চ তত্রাবয়ববিভাগঃ সন্নপি দ্রবত্বে কারণং পরমাণূনাং, ভবন্মতে তদভাবেন দ্রবত্বানুপপত্তেঃ। তস্মাদ্ যথা পরমাণুদ্রব্যমগ্নিসংযোগাৎ কাঠিন্যমপহায় দ্রবত্বেন পরিণমতে, ন চ কাঠিন্যদ্রবত্বে পরমাণোরতিরিচ্যেতে, এবং মৃদ্বা সুবর্ণং বা সামান্যং পিণ্ডাবস্থামপহায় কুলালহেমকারাদিব্যাপারাদ্ ঘটরুচকাদ্যবস্থামাপদ্যতে, ন ত্ববয়বিনাশাত্তৎসংযোগবিনাশাদ্বা বিনষ্টুমর্হন্তি ঘটরুচকাদয়ঃ। ন হি কপালাদয়োঽস্যোপাদানং, তৎসংযোগো বাঽসমবায়িকারণম্, অপি তু সামান্যমুপাদানম্। তচ্চ নিত্যম্। ন চ তৎ সংযোগসচিবমেকত্বাৎ, সংযোগস্য দ্বিষ্ঠত্বেনৈকস্মিন্নভাবাৎ। তস্মাৎ সামান্যস্য পরমার্থসতোঽনির্ব্বাচ্যা বিশেষাবস্থাস্তদধিষ্ঠানা ভুজঙ্গাদয় ইব রজ্জ্বাদ্যুপাদানা উপজনাপায়ধর্ম্মাণ ইতি সাম্প্রতম্। প্রকৃতমুপসংহরতি—"তস্মাৎ" ইতি ॥ ২। ২। ১৫ ॥

অনুভূয়তে হি পৃথিবী গন্ধরূপরসস্পর্শাত্মিকা স্থূলা, আপো রসরূপস্পর্শাত্মিকাঃ

যদি আরম্ভ শব্দের "বহু অবয়ব সংযুক্ত হইয়া দ্রব্যান্তর জন্মায়", এইরূপ অর্থ হয়, তাহা হইলে ঐ নিয়মে বিনাশ-সিদ্ধি হইতে পাবে সত্য ; কিন্তু যদি বিশেষবর্জ্জিত সামান্যাত্মক কারণের বিশেষ অবস্থা উপস্থিত হওয়াকে আরম্ভ বলা যায়, তাহা হইলে অবশ্যই ঘৃতকাঠিন্যবিনাশের দৃষ্টান্তে ঘনীভূত অবস্থার বিনাশেও বিনাশ হওয়া সঙ্গত হইতে পারে। † অতএব পরমাণু সম্বন্ধে বৈশেষিকের যে গূঢ় অভিপ্রায় ছিল, সে অভিপ্রায় রূপাদি স্বীকার করাতেই বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। সেই জন্যই বলিয়াছি, পরমাণুকারণবাদ অযুক্ত—যুক্তিবহির্ভূত অর্থাৎ পরমাণুই যে পরম কারণ, তাহা নহে ॥ ২। ২। ১৫ ॥

পৃথিবী স্থূল এবং গন্ধ, রস, স্পর্শ, এই কয়েকটী গুণে অন্বিত। পৃথিবী অপেক্ষা

* উভয়থা পরমাণূনামুপচয়াপচয়গুণকত্বাঙ্গীকারে তদনঙ্গীকারে চ দোষাৎ দোষস্যাপরিহার্য্যত্বাৎ ন পরমাণুবাদঃ সাধীয়ান্।

উপচয়=স্থূল হওয়া। অপচয় ক্ষীণ হওয়া। পরমাণুর উপচয় অপচয় হওয়া স্বীকার থাকুক বা না থাকুক, উভয় প্রকারেই দোষ আছে। অর্থাৎ দোষের পরিহার হয় না। (ভাষ্য দেখ)।

† অবিদ্যা=অজ্ঞান=না জানা। অর্থাৎ নাশ-কারণ না জানাই নিত্যতার লক্ষণ। সূতার বিভাগে বস্ত্রের বিনাশ হইতে দেখা যায়। তাহাতে স্থির হয় যে, অবয়বের বিভাগ ও বিনাশ এই দুই পদার্থই বিনাশের কারণ। ঐ দুই কারণ নিরবয়ব পরমাণু হইতে দূরে অবস্থিত। সেই কারণে পরমাণু নিত্য অর্থাৎ অবিনাশী। কিন্তু যখন সংযুক্ত সূত্র ব্যতীত বস্ত্র-সত্তাব দৃষ্ট হয়

আপঃ, রূপস্পর্শগুণং সূক্ষ্মতরং তেজঃ, স্পর্শগুণঃ সূক্ষ্মতমো বায়ুরিত্যেবমেতানি চত্বারি ভূতান্যুপচিতাপচিতগুণানি স্থূল-সূক্ষ্মতারতম্যোপেতানি চ লোকে লক্ষ্যন্তে। তদ্বৎ পরমাণবোঽপ্যুপচিতাপচিতগুণাঃ কল্প্যেরন্ ন বা। উভয়থাপি চ দোষানুষঙ্গোঽপরিহার্য্য এব স্যাৎ।

সূক্ষ্মাঃ, রূপস্পর্শাত্মকং তেজঃ সূক্ষ্মতরং, স্পর্শাত্মকো বায়ুঃ সূক্ষ্মতমঃ। পুরাণেঽপি স্মর্য্যতে—

"আকাশং শব্দমাত্রন্তু স্পর্শমাত্রং সমাবিশৎ।
দ্বিগুণস্তু ততোবায়ুঃ শব্দস্পর্শাত্মকোঽভবৎ॥
রূপং তথৈবাবিশতঃ শব্দস্পর্শগুণাবুভৌ।
ত্রিগুণস্তু ততোবহ্নিঃ স শব্দস্পর্শবান্ ভবেৎ॥
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসমাত্রং সমাবিশৎ।
তস্মাচ্চতুর্গুণা আপো বিজ্ঞেয়াস্তু রসাত্মিকাঃ॥
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসশ্চেদগন্ধমাবিশৎ।
সংহতান্ গন্ধমাত্রেণ তানাচষ্টে মহীমিমাম্॥
তস্মাৎ পঞ্চগুণা ভূমিঃ স্থূলা ভূতেষু দৃশ্যতে।
শান্তা ঘোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ বিশেষাস্তেন তে স্মৃতাঃ॥
পরস্পরানুপ্রবেশাদ্ধারয়ন্তি পরস্পরম্।"

তেন গন্ধাদয়ঃ পরস্পরং সংহন্যমানাঃ পৃথিব্যাদয়ঃ। তথা চ যথা, যথা সংহন্যমানানামুপচয়স্তথাতথা সংহতস্য স্থৌল্যং, যথাযথাঽপচয়স্তথাতথা সৌক্ষ্ম্যতারতম্যম্। তদেবমনুভবাগমাভ্যামবস্থিতমর্থং বৈশেষিকৈরনিচ্ছদ্ভিরপ্যশক্যাপহ্নবমিত্যাহ—"গন্ধ" ইতি। অস্তু তাবচ্ছব্দঃ, বৈশেষিকৈস্তস্য পৃথিব্যাদিগুণত্বেনানভ্যুপগমাদিতি চত্বারি ভূতানি চতুস্ত্রিদ্ব্যেকগুণান্যুদাহৃতবান্। অনুভবাগমসিদ্ধমর্থমুক্ত্বা বিকল্প্য দূষয়তি—"তদ্বৎ"। স্থূলপৃথিব্যাদিবৎ। "পরমাণবোপি" ইতি। "উপচিতগুণানাং মূর্ত্ত্যুপচয়াৎ" উপচিতগুণানাং সংহন্যমানানাং

জল সূক্ষ্ম এবং তাহা রূপ-রস-স্পর্শ-গুণবিশিষ্ট। জল অপেক্ষা তেজ সূক্ষ্ম এবং তাহার গুণ রূপ ও স্পর্শ। বায়ু তদপেক্ষা সূক্ষ্ম, তাহার গুণ স্পর্শ। এইরূপে পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়কে উপচিতাপচিতগুণযুক্ত ও অল্পাধিক স্থূল-সূক্ষ্মবিশিষ্ট দেখা যায়। (উপচিত অধিক। অপচিত = কম। পৃথিবীর গুণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তৎকারণে তাহা অধিক স্থূল। পৃথিবী হইতে জলের গুণ অল্প, সেই কারণে তাহা পৃথিবী অপেক্ষা সূক্ষ্ম ইত্যাদি)। এই সকল ভূত যেমন উপচিতাপচিতগুণ, তোমাদের পরমাণু কি ঐরূপ উপচিতাপচিত গুণ সম্পন্ন? অর্থাৎ

না; তখন আরম্ভ বা উৎপত্তি সম্বন্ধে তোমার অভিপ্রায় অসিদ্ধ হইতেও পারে। অর্থাৎ পরিণাম পক্ষ দেখিলে কারণের বিশেষাবস্থাকেই আরম্ভ ও উৎপত্তি বলিতে বাধ্য হইবে এবং সে পক্ষে বিনাশের কারণ তৃতীয় প্রকার দেখিতে পাইবে।

কল্প্যমানে তাবদুপচিতাপচিতগুণত্বে, উপচিতগুণানাং মূর্ত্ত্যুপচয়াদপরমাণুত্বপ্রসঙ্গঃ। ন চান্তরেণাপি মূর্ত্ত্যুপচয়ং গুণোপচয়ো ভবতীতি উচ্যেত কার্য্যেষু ভূতেষু গুণোপচয়ে মূর্ত্ত্যুপচয়দর্শনাৎ। অকল্প্যমাণে তূপচিতাপচিতগুণত্বে পরমাণুত্ব-সাম্যপ্রসিদ্ধয়ে যদি তাবৎ সর্ব্ব একৈকগুণা এব কল্প্যেরন্, ততস্তেজসি স্পর্শস্যোপলব্ধির্ন স্যাৎ, অপ্সু রূপস্পর্শয়োঃ, পৃথিব্যাঞ্চ রসরূপস্পর্শানাং, কারণগুণপূর্ব্বকত্বাৎ কার্য্যগুণানাম্। অথ সর্ব্বে চতুর্গুণা এব কল্প্যেরন্, ততোঽপ্স্বপি গন্ধস্যোপলব্ধিঃ

সঙ্ঘাতোপচয়াৎ "অপরমাণুত্বপ্রসঙ্গঃ" স্থূলত্বাদিতি। যস্তু ব্রূতে ন গন্ধাদিসঙ্ঘাতঃ পরমাণুরপি তু গন্ধাদ্যাশ্রয়ো দ্রব্যম্।

ন চ গন্ধাদীনাং তদাশ্রয়াণামুপচয়েঽপি দ্রব্যস্যোপচয়োভবিতুমর্হত্যন্যত্বাদিতি, তং প্রত্যাহ—"ন চান্তরেণাপি মূর্ত্ত্যুপচয়ং" দ্রব্যস্বরূপোপচয়মিত্যর্থঃ। কুতঃ। "কার্য্যেষু ভূতেষু গুণোপচয়ে মূর্ত্ত্যুপচয়দর্শনাৎ"। ন তাবৎ পরমাণবোরূপতো-গৃহ্যন্তে কিন্তু কার্য্যদ্বারা। কার্য্যঞ্চ ন গন্ধাদিভ্যোভিন্নং যদা ন তদাধারতয়া গৃহ্যতেঽপি তু তদাত্মকতয়া। তথা চ তেষামুপচয়ে তদুপচিতং দৃষ্টমিতি পরমাণু-ভিরপি তৎকারণৈরেবং ভবিতব্যম্। তথা চাঽপরমাণুত্বং স্থূলত্বাদিত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ং বিকল্পং দূষয়তি—"অকল্প্যমানে তূপচিতাপচিতগুণত্ব" ইতি। "অথ সর্ব্বে চতুর্গুণা" ইতি। যদ্যপ্যস্মিন্ কল্পে সর্ব্বেষাং স্থৌল্যপ্রসঙ্গস্তথাপ্যতিস্ফুটতয়োপেক্ষ্য

পার্থিব-পরমাণু অধিকগুণ, জলীয়াদি-পরমাণু পর পর অল্পগুণ, তোমরা এইরূপ বল কি না? বল, বা না-ই বল, উভয় পক্ষেই দোষ আছে। সে দোষ অপরিহার্য্য।

[কল্প্য...দর্শনাৎ] পরমাণুতে গুণের উপচয় অপচয় (বৃদ্ধি হ্রাস) কল্পনা করিতে গেলে উপচিতগুণ পরমাণুর পরমাণুত্বই থাকে না। কেন-না, মূর্ত্তির উপচয় (বৃদ্ধি) ব্যতীত গুণের উপচয় হইতেই পারে না। জায়মান ভূতে গুণোপচয়ের সঙ্গে সঙ্গে মূর্ত্তিরও উপচয় দৃষ্ট হয়। (মূর্ত্তির উপচয় স্থৌল্য। পার্থিব পরমাণু জলীয়পরমাণু অপেক্ষা স্থূল। তৎপ্রতি কারণ, তাহাতে গুণের আধিক্য আছে। যে যত অধিকগুণ, সে তত স্থূল। যে যত অল্পগুণ, সে তত সূক্ষ্ম। এ নিয়মে পার্থিব পরমাণু গুণাধিক্য বশতঃ অধিক স্থূল; সুতরাং তাহা পরমাণু নহে, ইহাই ঘটিয়া উঠে।) [অকল্প্য...গুণানাম্] যদি পরমাণুর লক্ষণ অক্ষত রাখিবার ইচ্ছায় উপচিতাপচিতগুণ অঙ্গীকার না কর, যদি সমুদায় পরমাণু-জাতিতে এক গুণ থাকা স্বীকার কর, তাহা হইলে কারণনিষ্ঠ গুণ কার্য্য দ্রব্যের গুণ জন্মায়, এই নিয়ম অনুসারে তেজে স্পর্শগুণ, জলে রূপ ও স্পর্শ, পৃথিবীতে রূপ, রস, স্পর্শ, এ সকল প্রতীতির ভঙ্গ হইবে। অর্থাৎ ঐ সকলে ঐ সকল গুণের প্রতীতি হইতে পারিবে না। [অথ...বাদঃ] যদি এমন বল যে, চতুর্ব্বিধ

স্যাৎ, তেজসি গন্ধরসয়োর্ব্বায়ৌ চ গন্ধরূপরসানাম্। ন চৈবং দৃশ্যতে। তস্মাদপ্যনুপপন্নঃ পরমাণুকারণবাদঃ ॥ ২ । ২ । ১৬ ॥

অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা ॥ ২ । ২ । ১৭ ॥ *

প্রধানকারণবাদো বেদবিদ্ভিরপি কৈশ্চিন্মন্বাদিভিঃ সৎকার্য্যত্বাদ্যংশোপজীবনাভিপ্রায়েণোপনিবদ্ধঃ। অয়ন্তু পরমাণুকারণবাদো ন কৈশ্চিদপি শিষ্টৈঃ কেনচিদপ্যংশেন পরিগৃহীত ইতি অত্যন্তমেবানাদরণীয়ো বেদবাদিভিঃ। অপিচ, বৈশেষিকাস্তন্ত্রার্থভূতান্ ষট্ পদার্থান্ দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়াখ্যানত্যন্তভিন্নান্ ভিন্নলক্ষণানভ্যুপগচ্ছন্তি; যথা মনুষ্যোঽশ্বঃ শশ ইতি। তথাত্বঞ্চাভ্যুপগম্য তদ্বিরুদ্ধং দ্রব্যাধীনত্বং শেষাণাম-

---

দূষয়তি—"ততোঽপ্যপি" ইতি। বায়ো রূপবত্ত্বেন চাক্ষুষত্বপ্রসঙ্গ ইত্যপি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২ । ২ । ১৬ ॥

নিগদব্যাখ্যাতেন ভাষ্যেণ ব্যাখ্যাতম্। সম্প্রত্যুৎসূত্রং ভাষ্যকৃদ্বৈশেষিকতন্ত্রং দূষয়তি—"অপি চ বৈশেষিকা" ইতি। দ্রব্যাধীনত্বং দ্রব্যাধীননিরূপণত্বম্। ন হি যথা গবাশ্বমহিষমাতঙ্গাঃ পরস্পরানধীননিরূপণাঃ স্বতন্ত্রা নিরূপ্যন্তে

পরমাণু-জাতির প্রত্যেক জাতিতেই চার চার গুণ আছে, তাহা হইলে জলে গন্ধের, তেজে গন্ধের ও রসের, বায়ুতে গন্ধের, রূপের ও রসের উপলব্ধি না হয় কেন? তাহা বলিতে হইবেক। ঐ কারণেই বলিতে হয়, পরমাণুকারণবাদ অযুক্ত —যুক্তি-বহির্ভূত ॥ ২ । ২ । ১৬ ॥

মন্বাদি ঋষিগণ প্রধানকারণবাদের কোন কোন অংশ বৈদিক সৎকার্য্যবাদি অংশের উপজীবনার্থ গ্রহণও করিয়াছেন, কিন্তু পরমাণুকারণবাদের কোনও অংশই কোনও ঋষিকর্ত্তৃক গৃহীত হয় নাই। এ নিমিত্তও বেদবাদীর নিকট পরমাণুবাদ অত্যন্ত অনাদরণীয়। [অপিচ...ইতি] আরও দেখ, বৈশেষিকেরা স্বশাস্ত্রের প্রতিপাদ্যস্বরূপ দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়, এই ছয় পদার্থকে অত্যন্ত ভিন্ন বলেন, এবং সে সকলের লক্ষণও দেখান। ঐ ছয়টী পদার্থ মনুষ্য, অশ্ব ও শশ প্রভৃতির ন্যায় পরস্পর ভিন্ন ও ভিন্নলক্ষণাক্রান্ত। [তথাত্ব... গুণাদীনাম্] ঐরূপ স্বীকার সত্ত্বেও তাঁহারা যে, স্বীকৃতবিরুদ্ধ গুণাদি পঞ্চকের

---

* অপরিগ্রহাৎ মন্বাদিভিঃ শিষ্টৈরগৃহীতত্বাৎ পরমাণুকারণবাদে অত্যন্তমেবানপেক্ষাস্তি-বেদবাদিনাম্। বেদবাদিভিঃ স বাদ উপেক্ষণীয় ইত্যর্থঃ। চকারাৎ প্রস্তুতোঽর্থতশ্চাগ্রাহ্যত্ব মভিহিতম্।

কোনও ঋষি পরমাণুকারণবাদের কোনও অংশ গ্রহণ করেন নাই। অতএব, শিষ্টবহির্ভূত বলিয়া পরমাণুবাদ বেদবাদীর অগ্রাহ্য;—বিশেষ রূপে অনাদরণীয়।

ভ্যুপগচ্ছন্তি। তন্নোপপদ্যতে। কথম্? যথা হি লোকে শশকুশ-পলাশপ্রভৃতীনামত্যন্তভিন্নানাং সতাং নেতরেতরাধীনত্বং ভবতি, এবং দ্রব্যাদীনামপ্যত্যন্তভিন্নত্বান্নৈব দ্রব্যাধীনত্বং গুণাদীনাং ভবিতুমর্হতি, অথ চ ভবতি দ্রব্যাধীনত্বং গুণাদীনাম্। ততো দ্রব্যভাবে ভাবাৎ দ্রব্যাভাবে চাভাবাৎ দ্রব্যমেব সংস্থানাদি-ভেদাদনেকশব্দপ্রত্যয়ভাগ্ ভবতি, যথা দেবদত্ত এক এব সন্ অবস্থান্তরযোগাদনেকশব্দপ্রত্যয়ভাগ্ ভবতি, তদ্বৎ। তথা সতি সাঙ্খ্যসিদ্ধান্তপ্রসঙ্গঃ স্বসিদ্ধান্তবিরোধশ্চাপদ্যেয়াতাম্।

নন্বগ্নেরন্যস্যাপি ধূমস্যাগ্ন্যধীনত্বং দৃশ্যতে, সত্যং দৃশ্যতে, ভেদ-প্রতীতেস্তু তত্রাগ্নিধূময়োরন্যত্বং নিশ্চীয়তে, ইহ তু শুক্লঃ

বহ্ন্যাদ্যধীনোৎপত্তয়ো বা ধূমাদয়ো যথা বহ্ন্যাত্মনধীননিরূপণাঃ স্বতন্ত্রা নিরূপ্যন্তে, এবং গুণাদয়ো দ্রব্যাত্মনধীননিরূপণাঃ, অপি তু যদা যদা নিরূপ্যন্তে, তদা তদা তদাকারতয়ৈব প্রথন্তে, ন তু প্রথায়ামেষামস্তি স্বাতন্ত্র্যম্, তস্মান্নাতিরিচ্যন্তে দ্রব্যাৎ অপি তু দ্রব্যমেব সামান্যরূপং তথা তথা প্রথতইত্যর্থঃ।

দ্রব্যকার্যাত্বমাত্রং গুণাদীনাং দ্রব্যাধীনত্বমিতি মন্বানশ্চোদয়তি—"নন্বগ্নেরন্যস্যাপি" ইতি। পরিহরতি—"ভেদপ্রতীতেস্তু" ইতি। ন তদধীনোৎপার্দবতাং তদধীনত্বমাচক্ষ্মহে কিন্তু তদাকারতাম্। তথা চ ন ব্যভিচার ইত্যর্থঃ।

দ্রব্যাধীনতা স্বীকার করেন, তাহা কোনও ক্রমে উপপন্ন হয় না। অনুপপন্ন কেন? তাহা বিবেচনা কর। যেমন ধব, কুশ, পলাশ প্রভৃতি যে কিছু অত্যন্ত ভিন্ন সৎপদার্থ—সমস্তই পরস্পর স্বাধীন—কেহ কাহারও অধীন নহে অর্থাৎ সমস্তই স্বয়ং সিদ্ধ—কেহ কাহারও দ্বারা সিদ্ধ নহে; তেমনি, অত্যন্ত ভিন্ন দ্রব্যাদিও অত্যন্তভিন্নতাপ্রযুক্ত গুণাদিপঞ্চক দ্রব্যের অধীন, এ সিদ্ধান্ত হইতেই পারে না। অথচ তাঁহারা গুণাদি পঞ্চককে দ্রব্যের অধীন বলেন। [ততো…তদ্বৎ] দ্রব্য থাকিলেই গুণাদি থাকে, না থাকিলে থাকে না, এই কারণে বলা উচিত, মানা উচিত, দ্রব্যই সংস্থানাদি (আকারাদি) ভেদে ভিন্ন ভিন্ন শব্দের অভিধেয় ও জ্ঞেয় হইয়া থাকে। যেমন একই দেবদত্ত ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন নামের নামী হয়, সেইরূপ। [তথা…য়াতাম্] যদি তাহাই হয়, তবে, সাংখ্যসিদ্ধান্তের স্বীকার ও বৈশেষিকের নিজসিদ্ধান্তের বিরোধ বা হানি হইবে।

[নন্বগ্নে…শুক্লঃ] যদি বল, ধূম অগ্নি নহে, অগ্নি হইতে ভিন্ন, তাদৃশ ধূমের জ্ঞান অগ্নির অধীন, ইহা আমরা দেখিয়াছি। এতদুত্তরে আমরা বলি, দেখিয়াছ সত্য; কিন্তু ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হওয়ায় অগ্নিধূমের ভিন্নতা নিশ্চিত

কম্বলঃ, রোহিণী ধেনুঃ, নীলমুৎপলমিতি দ্রব্যস্যৈব তস্য তস্য তেন তেন বিশেষেণ প্রতীয়মানত্বান্নৈব দ্রব্যগুণয়োরগ্নিধূময়োরিব ভেদপ্রতীতিরস্তি। তস্মাদ্ দ্রব্যাত্মকতা গুণস্য। এতেন কর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং দ্রব্যাত্মকতা ব্যাখ্যাতা।

গুণাদীনাং দ্রব্যাধীনত্বং দ্রব্যগুণয়োরযুতসিদ্ধত্বাদিতি যদুচ্যেত, তৎ পুনরযুতসিদ্ধত্বমপৃথগ্‌দেশত্বং বা স্যাৎ, অপৃথক্‌কালত্বং বা, অপৃথক্‌স্বভাবত্বং বা ? সর্ব্বথাপি নোপপদ্যতে। অপৃথগ্‌দেশত্বে তাবৎ স্বাভ্যুপগমো বিরুধ্যতে। কথম্ ? তন্ত্বারব্ধো হি পটস্তন্তু-

---

খণ্ডতে—"গুণাদীনাং দ্রব্যাধীনত্বং দ্রব্যগুণয়োরযুতসিদ্ধত্বাদিতি যদুচ্যেত"। যত্র হি দ্বাবাকারিণৌ বিভিন্নাভ্যামাকারাভ্যামবগম্যেতে, তৌ সম্বন্ধাবসম্বদ্ধৌ বা বৈয়ধিকরণ্যেন প্রতিভাসেতে, যথেহ কুণ্ডে দধি, যথা বা গৌরশ্ব ইতি, ন তথা গুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়াঃ, তেষাং দ্রব্যাকারতয়াকারান্তরাযোগেন দ্রব্যাদাকারিণোঽন্যত্বেনাকারিতয়া ব্যবস্থানাভাবাৎ সেয়মযুতসিদ্ধিঃ:তথা চ সামানাধিকরণ্যেন প্রথেত্যর্থঃ। তামিমামযুতসিদ্ধিং বিকল্প্য দূষয়তি—"তৎপুনরযুতসিদ্ধত্বম্" ইতি।

তত্রাপৃথগ্দেশত্বং তদভ্যুপগমেন বিরুধ্যত ইত্যাহ—"অপৃথগ্দেশত্বে" ইতি। যদি তু সংযোগিনোঃ কার্য্যয়োঃ সম্বন্ধিভ্যামন্যদেশত্বং যুতসিদ্ধিস্ততোঽন্যাঽযুতসিদ্ধিঃ, নিত্যয়োস্তু সংযোগিনোর্দ্বয়োরন্যতরস্য বা পৃথগ্‌গতিমত্ত্বং যুতসিদ্ধিস্ততোঽন্যাঽযুতসিদ্ধিঃ, তথাকাশপরমাণ্বোঃ পরমাণ্বোশ্চ সংযুক্তয়োর্যুতসিদ্ধিঃ সিদ্ধা ভবতি। গুণগুণিনোশ্চ শৌক্ল্যপটয়োরযুতসিদ্ধিঃ সিদ্ধা ভবতি। ন হি তত্র শৌক্ল্যপটাভ্যাং

আছে। এখানে অর্থাৎ গুণপক্ষে সেরূপ প্রতীতি নাই। শুক্ল কম্বল, লোহিতা ধেনু, নীল উৎপল, ইত্যাদি স্থলে সেই সেই বিশেষণের দ্বারা দ্রব্যই প্রতীত হয়, দ্রব্য ও গুণের পৃথক্‌রূপে প্রতীতি হয় না, অগ্নির ও ধূমের পার্থক্য যেরূপ, দ্রব্যের ও গুণের সেরূপ পার্থক্য নাই, সুতরাং গুণ দ্রব্যেরই রূপবিশেষ। [এতেন...নোপপদ্যতে] যে যুক্তিতে গুণের দ্রব্যাত্মকতা প্রতিপাদিত হয়, সেই যুক্তিতেই কর্ম্মের, সামান্যের (জাতির), বিশেষের এবং সমবায়েরও দ্রব্যাত্মকতা সিদ্ধ হয়। যদি এমন কথা বল যে, অযুতসিদ্ধতার বলে (অযুতসিদ্ধ = অপৃথক্ রূপে উৎপন্ন) গুণের দ্রব্যাত্মকতা (দ্রব্যাধীনতা) প্রতীত হয়, অর্থাৎদ্রব্য ও গুণ এক বলিয়া অনুভূত হয়, তবে, তদুত্তর প্রদানার্থ আমরা তোমায়জিজ্ঞাসা করিব, তোমার অযুতসিদ্ধতা কথার অর্থ কি ? অপৃথক্‌দেশ ? না অপৃথক্ কাল ? অথবা অপৃথক্ স্বভাব ? কি হইলে অযুতসিদ্ধ হয় ? প্রোক্ত প্রকারত্রয়ের কোন প্রকারই উপপন্ন হইবে না। অতএব গুণসকল বস্তুতঃ দ্রব্যাত্মক, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। [অপৃথক্...বাধ্যতে] অপৃথক্‌দেশতাই অযুত-

দেশোঽভ্যুপগম্যতে, ন তু পটদেশঃ। পটস্য তু গুণাঃ শুক্লত্বাদয়ঃ পটদেশা অভ্যুপগম্যন্তে, ন তন্তুদেশাঃ। তথা চাহুঃ—"দ্রব্যাণি দ্রব্যান্তরমারভন্তে, গুণাশ্চ গুণান্তরম্।" [বৈ০ অ০ ১। আ০ ১। সূ০ ১০] ইতি। তন্তবো হি কারণদ্রব্যাণি কার্য্যদ্রব্যং পটমারভন্তে, তন্তুগতাশ্চ গুণাঃ শুক্লত্বাদয়ঃ কার্য্যদ্রব্যে পটে শুক্লত্বাদিগুণান্তরমারভন্ত ইতি হি তেঽভ্যুপগচ্ছন্তি। সোঽভ্যুপগমো দ্রব্যগুণয়োরপৃথগ্দেশত্বেঽভ্যুপগম্যমানে বাধ্যেত।

অথাপৃথক্কালত্বমযুতসিদ্ধত্বমুচ্যেত, সব্যদক্ষিণয়োরপি গো-বিষাণয়োর্যুতসিদ্ধত্বং প্রসজ্যেত। তথাঽপৃথক্স্বভাবত্বে ত্বযুত-

---

সম্বন্ধিভ্যামন্যদেশৌ শৌক্ল্যপটৌ, সত্যপি পটস্য তদন্যতন্তুদেশত্বে শৌক্ল্যস্য সম্বন্ধিপটদেশত্বাৎ। তন্ন। নিত্যয়োরাত্মাকাশয়োরজসংযোগ উভয়স্যাপি যুতসিদ্ধেরভাবাৎ। নহি তয়োঃ পৃথগাশ্রয়াশ্রিতত্বমনাশ্রয়ত্বাৎ। নাপি দ্বয়োরন্যতরস্য বা পৃথগ্গতিমত্ত্বমমূর্ত্তত্বেনোভয়োরপি নিষ্ক্রিয়ত্বাৎ। ন চাজসংযোগো নাস্তি, তস্যানুমানসিদ্ধত্বাৎ। তথাহ্যাকাশমাত্মসংযোগি মূর্ত্তদ্রব্যসম্বন্ধিত্বাৎ, ঘটাদিবদিত্যনুমানম্। পৃথগাশ্রয়াশ্রয়িত্বপৃথগ্গতিমত্ত্বলক্ষণযুতসিদ্ধেরন্যা ত্বযুতসিদ্ধির্যদ্যপি নাভ্যুপেতবিরোধমাবহতি, তথাপি ন সামানাধিকরণ্যপ্রথামুপপাদয়িতুমর্হতি। এবংলক্ষণেঽপি হি সমবায়ে গুণগুণিনোরভ্যুপগম্যমানে 'সম্বন্ধে' ইতি প্রত্যয়ঃ স্যাৎ, ন তাদাত্ম্যপ্রত্যয়ঃ। অস্য চোপপাদনায় সমবায় আস্থীয়তে ভবদ্ভিঃ। স চেদাস্থিতোঽপি ন প্রত্যয়মিমমুপপাদয়েৎ, কৃতং তৎকল্পনয়া। ন চ প্রত্যক্ষঃ সামানাধিকরণ্যপ্রত্যয়ঃ সমবায়গোচরস্তদ্বিরুদ্ধার্থত্বাৎ। তদ্গোচরত্বে হি পটে শুক্ল ইত্যেবমাকারঃ স্যাৎ, নতু পটঃ শুক্ল ইতি। নচ শুক্লপদস্য গুণবিশিষ্টগুণিপরত্বাদেবং প্রথেতি সাম্প্রতম্। ন হি শব্দবৃত্ত্যনুসারি প্রত্যক্ষম্। ন হ্যগ্নির্মাণবক ইত্যুপচরিতাগ্নিভাবো মাণবকঃ প্রত্যক্ষেণ দহনাত্মনা প্রথতে। ন চায়মভেদবিভ্রমঃ

সিদ্ধতা, এরূপ বলিতে গেলেও তাহা স্বমতবিরুদ্ধ হইবে। সূত্রের দেশই সূত্রারব্ধ বস্ত্রের দেশ বস্ত্রের স্বতন্ত্র দেশ নাই, (কেন-না, সূত্রেই বস্ত্রের অবস্থিতি),। বস্ত্রের দেশই বস্ত্রগত শুক্লাদি গুণের দেশ, সূত্রের দেশ নহে। সূত্রকার কণাদও ঐ অভিপ্রায়ই সূত্রদ্বারা গ্রথিত করিয়াছেন।—"দ্রব্য দ্রব্যান্তর জন্মায়, গুণ গুণান্তর জন্মায়।" কারণ-দ্রব্য সূত্র তাহা কার্য্যদ্রব্য বস্ত্রের আরম্ভ (উৎপত্তি) করে। আর সূত্রনিষ্ঠ শুক্লাদি গুণ, তাহা কার্য্যদ্রব্য বস্ত্রে স্বসজাতীয় শুক্লাদি গুণের আরম্ভ করে। এই প্রক্রিয়াই বৈশেষিকের অভিমত বা স্বীকৃত। এই অভ্যুপগম দ্রব্যগুণের অপৃথক্দেশতার (একদেশতার) বিরুদ্ধ; সুতরাং তাহাতে স্বীকারহানি দোষ ঘটে।

[অথাপৃথক্...পত্তেঃ] অপৃথক্কালত্বই অযুতসিদ্ধত্ব, এরূপ হইলে পশুর বামদক্ষিণ শৃঙ্গদ্বয়ের অযুতসিদ্ধতা মানিতে হইবেক, পরন্তু তাহা মানিতে পারিবে না।

সিদ্ধত্বে ন দ্রব্যগুণয়োরাত্মভেদঃ সম্ভবতি, তস্য তাদাত্ম্যেনৈব প্রতীয়মানত্বাৎ। যুতসিদ্ধয়োঃ সম্বন্ধঃ সংযোগঃ, অযুতসিদ্ধয়োস্তু সমবায় ইত্যয়মভ্যুপগমো মৃষৈব তেষাং, প্রাক্ সিদ্ধস্য কার্য্যাৎ কারণস্যাযুতসিদ্ধত্বানুপপত্তেঃ।

অথান্যতরাপেক্ষ এবায়মভ্যুপগমঃ স্যাৎ—অযুতসিদ্ধস্য কার্য্যস্য কারণেন সম্বন্ধঃ সমবায় ইতি, এবমপি প্রাগসিদ্ধস্যালব্ধাত্মকস্য কার্য্যস্য কারণেন সম্বন্ধো নোপপদ্যতে, দ্বয়ায়ত্তত্বাৎ সম্বন্ধস্য।

সমবায়নিবন্ধনো ভিন্নয়োরপীতি বাচ্যম্। গুণাদিসদ্ভাবে তদ্ভেদে প্রত্যক্ষানুভবাদন্যস্য প্রমাণস্যাভাবাৎ, তস্য চ ভ্রান্তত্বে সর্ব্বাভাবপ্রসঙ্গাৎ। তদাশ্রয়স্য তু ভেদসাধনস্য তদ্বিরুদ্ধতয়োত্থানাসম্ভবাৎ। তদিদমুক্তং "তস্য তাদাত্ম্যেনৈব প্রতীয়মানত্বাৎ" ইতি। অপি চাযুতসিদ্ধশব্দোঽপৃথগুৎপত্তৌ মুখ্যঃ, সা চ ভবন্মতে ন দ্রব্যগুণয়োরস্তি, দ্রব্যস্য প্রাক্ সিদ্ধের্গুণস্য চ পশ্চাদুৎপত্তেঃ। তস্মান্মিথ্যাবাদোঽয়মিত্যাহ—"যুতসিদ্ধয়োঃ" ইতি।

অথ ভবতু কারণস্য যুতসিদ্ধিঃ, কার্য্যস্য ত্বযুতসিদ্ধিঃ, কারণাতিরেকেণাভাবাদ্, ইত্যাশঙ্ক্যান্যথা দূষয়তি—"এবমপি" ইতি। সম্বন্ধিদ্বয়াধীনসদ্ভাবো হি সম্বন্ধো নাসত্যেকস্মিন্নপি সম্বন্ধিনি ভবিতুমর্হতি। ন চ সমবায়ো নিত্যঃ স্বতন্ত্র ইতি চোক্তমধস্তাৎ। ন চ কারণসমবায়াদনন্যা কার্য্যস্যোৎপত্তিরিতি শক্যং বক্তুম্। এবং হি সতি সমবায়স্য নিত্যত্বাভ্যুপগমাৎ কারণবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গঃ। উৎপত্তৌ চ সমবায়স্য সৈব কার্য্যস্যাস্তু কিং সমবায়েন। সিদ্ধয়োস্তু সম্বন্ধে যুতসিদ্ধিপ্রসঙ্গঃ। ন চান্যাঽযুতসিদ্ধিঃ সম্ভবতীত্যেতদুক্তম্। ততশ্চ যদুক্তং বৈশেষিকৈর্যুতসিদ্ধ্যভাবাৎ কার্য্যকারণয়োঃ সংযোগবিভাগৌ ন বিদ্যেতে ইতি, ইদং দুরুক্তং স্যাৎ, যুতসিদ্ধ্যভাবস্যৈবাভাবাৎ। এতেনাপ্রাপ্তিসংযোগৌ যুতসিদ্ধিরিত্যপি লক্ষণমনুপপন্নম্। মা ভূদপ্রাপ্তিঃ কার্য্যকারণয়োঃ, প্রাপ্তিস্তনয়োঃ সংযোগ এব

শৃঙ্গদ্বয় এককালপ্রভব হইলেও তাহা পৃথক্,—অপৃথক্প্রতীতির বিষয় নহে। যদি এমন হয় যে, অপৃথক্স্বভাবত্বই অযুতসিদ্ধত্ব, তাহা হইলে দ্রব্যের ও গুণের স্বরূপতঃ ভেদ (ভিন্নতা) অসম্ভব হইতে পারে। বস্তুতঃ তাহাকে (গুণকে) দ্রব্যের সহিত অভেদরূপে প্রতীয়মান হইতে দেখা যায়। (ফলিতার্থ এই যে, যুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয়ের পরস্পর সম্বন্ধের নাম সংযোগ ও অযুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয়ের পরস্পর সম্বন্ধের নাম সমবায়। তাঁহাদের এ সিদ্ধান্তও মিথ্যা। হেতু এই যে, উভয় পদার্থের অথবা অন্যতর পদার্থের মধ্যে অযুতসিদ্ধতা কাহার? তাহা অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, কার্য্যের পূর্ব্বে কারণের সিদ্ধতা থাকায় উভয়ের অযুতসিদ্ধতা পক্ষ আদৌ উপপন্ন হয় না।

[অথান্যতর...মপি] অপিচ, অন্যতরঘটিতপক্ষও সঙ্গত হয় না, অর্থাৎ কারণের সহিত অযুতসিদ্ধ কার্য্যের যে সম্বন্ধ—সে সম্বন্ধের নাম সমবায়, এইরূপ অন্যতর-ঘটিত অযুতসিদ্ধতা অঙ্গীকারেও অনিবার্য্য দোষ আছে। কারণ কৃসিদ্ধ, কিন্তু পৃথকার্য্য

সিদ্ধং ভূত্বা সম্বধ্যেত ইতি চেৎ, প্রাক্ কারণসম্বন্ধাৎ কার্য্যস্য সিদ্ধাবভ্যুপগম্যমানায়ামযুতসিদ্ধ্যভাবাৎ কার্য্যকারণয়োঃ সংযোগ-বিভাগৌ ন বিদ্যেতে, ইতীদমুক্তং দুরুক্তং স্যাৎ। যথা চোৎপন্ন-মাত্রস্যাক্রিয়স্য কার্য্যদ্রব্যস্য বিভুভিরাকাশাদিভির্দ্রব্যান্তরৈঃ সম্বন্ধঃ সংযোগ এবাভ্যুপগম্যতে, ন সমবায়ঃ, এবং কারণদ্রব্যে-ণাপি সম্বন্ধঃ সংযোগ এব স্যাৎ ন সমবায়ঃ।

কস্মান্ন ভবতি, তত্রান্যা অসংযোগত্বায়াহন্যা যুতসিদ্ধির্ব্বক্তব্যা। তথা চ সৈবোচ্যতাং, কিমনয়া পরস্পরাশ্রয়দোষগ্রস্তয়া। ন চান্যা সম্ভবতীত্যুক্তম্। যত্ত্বপ্যেতাপ্রাপ্তি-পূর্ব্বিকা প্রাপ্তিরন্যতরকর্ম্মজোভয়কর্ম্মজা বা সংযোগো, যথা স্থাণুশ্যেনয়োর্ম্মল্লয়োর্ব্বা, ন চ তন্তুপটয়োঃ সম্বন্ধস্তথা, উৎপন্নমাত্রস্যৈব পটস্য তন্তুসম্বন্ধাৎ। তস্মাৎ সমবায় এবায়মিত্যত আহ—"যথা চোৎপন্নমাত্রস্য" ইতি। সংযোগজোঽপি হি সংযোগো ভবদ্ভিরভ্যুপেয়তে, ন ক্রিয়াজ এবেত্যর্থঃ। ন চাপ্রাপ্তিপূর্ব্বিকৈব প্রাপ্তিঃ সংযোগঃ, আত্মাকাশসংযোগে নিত্যে তদভাবাৎ। কার্য্যস্য চোৎপন্নমাত্রস্যৈকস্মিন্ ক্ষণে কারণপ্রাপ্তিবিরহাচ্চেতি। অপি চ সম্বন্ধিরূপাতিরিক্তে সম্বন্ধে সিদ্ধে তদবান্তরভেদায় লক্ষণভেদো হনুশ্রীয়েত, স এব তু সম্বন্ধ্যতিরিক্তোঽসিদ্ধঃ। উক্তং হি পরস্তাদতিরিক্তঃ সম্বন্ধিভ্যাং সম্বন্ধোঽসম্বন্ধো ন সম্বন্ধিনৌ ঘট-য়িতুমীষ্টে, সম্বন্ধিসম্বন্ধে চানবস্থিতিঃ। তস্মাত্বপপত্ত্যনুভবাভ্যাং ন কার্য্যস্য কারণাদন্যত্বমপি তু কারণস্যৈবায়মনির্ব্বাচ্যঃ পরিমাণভেদ ইতি। তস্মাৎ কার্য্যস্য কারণাদনতিরেকাৎ কিং কেন সম্বদ্ধম্।

অপৃথক্‌সিদ্ধ, এ কথা সম্বন্ধ নির্ব্বাচনের যোগ্য নহে। যে ক্ষণে কার্য্য দ্রব্য অসিদ্ধছিল, অর্থাৎ স্বরূপলাভই করে নাই, সে ক্ষণে সে কিরূপে কারণের সহিত সম্বন্ধ হইবে? সম্বন্ধ যখন উভয়ের অধীন, তখন তাহা কিরূপে একের নিঃস্বরূপ অবস্থায় অর্থাৎ না থাকা অবস্থায় ঘটিতে পারে? প্রথম ক্ষণে সিদ্ধ হয় অর্থাৎ স্বরূপনিষ্পত্তি হয়, দ্বিতীয় ক্ষণে তাহা কারণ দ্রব্যের সহিত সম্বন্ধ হয়, এরূপ বলিলেও তাহা সংযোগই হইল, সমবায় হইল কৈ? নিষ্পন্ন পদার্থদ্বয়ের সম্বন্ধের নাম সংযোগ, এই সংযোগ সম্বন্ধই প্রকারান্তরে স্বীকৃত হইতেছে। সম্বন্ধ হওয়ার পূর্ব্বে কার্য্যদ্রব্যের নিষ্পন্নতা স্বীকার করিলেই অযুতসিদ্ধতার অভাব স্বীকার করিতে হইবে এবং করিলে বৈশেষিকের "যুতসিদ্ধ না থাকায় কার্য্য-কারণের সংযোগ বিভাগ নাই" এ উক্তিও দুরুক্তি হইবে। যদি বল, দ্রব্য উৎপত্তিক্ষণে নিষ্ক্রিয় থাকে, সে অবস্থায় সংযোগসম্বন্ধ ঘটে না, (সংযোগের কারণ ক্রিয়া, সুতরাং নিষ্ক্রিয় অবস্থাতে অপ্রাপ্তির প্রাপ্তিরূপ সংযোগ ঘটে না), এ বিষয়ে আমাদের প্রত্যুত্তর এই যে, কার্য্যদ্রব্যসকল উৎপত্তিক্ষণে নিষ্ক্রিয় থাকিলেও তোমাদের মতে যেরূপে আকাশাদি বিভু-দ্রব্যের সহিত তাহার সংযোগ সম্বন্ধ স্বীকৃত হয়, আমাদের মতে সেই রূপেই কারণ-দ্রব্যের সহিত কার্য্যের সংযোগ সম্বন্ধ হয়, সমবায়নামক পৃথক্ সম্বন্ধ হয় না।

নাপি সংযোগস্য সমবায়স্য বা সম্বন্ধস্য সম্বন্ধিব্যতিরেকেণাস্তিত্বে কিঞ্চিৎ প্রমাণমস্তি। সম্বন্ধিশব্দ-প্রত্যয়ব্যতিরেকেণ সংযোগ-সমবায়শব্দপ্রত্যয়দর্শনাৎ তয়োরস্তিত্বমিতি চেৎ, ন, একত্বেঽপি স্বরূপবাহ্যরূপাপেক্ষয়ানেকশব্দপ্রত্যয়দর্শনাৎ। যথৈকোঽপি সন্ দেবদত্তো লোকে স্বরূপং সম্বন্ধিরূপঞ্চাপেক্ষ্যানেকশব্দপ্রত্যয়ভাগ্ ভবতি—মনুষ্যো-ব্রাহ্মণঃ শ্রোত্রিয়ো বদান্যো বালো যুবা স্থবিরঃ পিতা পুত্রঃ পৌত্রো ভ্রাতা জামাতেতি। যথা চৈকাপি সতী রেখা স্থানান্যত্বেন নিবেশ্যমানা—একদশশতসহস্রাদিশব্দপ্রত্যয়ভেদমনুভবতি, তথা সম্বন্ধিনোরেব সম্বন্ধিশব্দ-

---

সংযোগস্য চ সংযোগিভ্যামনতিরেকাৎ কস্তয়োঃ সংযোগ ইত্যাহ—"নাপি সংযোগস্য" ইতি। বিচারাসহত্বেনানির্ব্বাচ্যতামস্য পরিভাবয়ন্নাশঙ্কতে।—"সম্বন্ধিশব্দপ্রত্যয়ব্যতিরেকেণ" ইতি। নিরাকরোতি—"নৈকত্বেঽপি স্বরূপবাহ্যরূপাপেক্ষয়" ইতি। তত্তদনির্ব্বচনীয়ানেকবিশেষাবস্থাভেদাপেক্ষয়ৈকস্মিন্নপি নানাবুদ্ধিব্যপদেশোপপত্তিরিতি। যথৈকো দেবদত্তঃ স্বগতবিশেষাপেক্ষয়া মনুষ্যো ব্রাহ্মণোঽবদাতঃ, স্বগতাবস্থাভেদাপেক্ষয়া বালো যুবা স্থবিরঃ, স্বক্রিয়াভেদাপেক্ষয়া শ্রোত্রিয়ঃ, পরাপেক্ষয়া তু পিতা পুত্রঃ পৌত্রো ভ্রাতা জামাতেতি। নিদর্শনান্তরমাহ—"যথা চৈকাপি সতী রেখা" ইতি। দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি—"তথা সম্বন্ধিনোঃ"

ফল কথা, সংযোগই বল, আর সমবায়ই বল, কোন সম্বন্ধই সম্বন্ধী হইতে পৃথক্ বা অতিরিক্ত পদার্থ নহে। সম্বন্ধীব্যতিরেকে সম্বন্ধের অস্তিত্ব পক্ষে কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। সম্বন্ধীর সত্তাতেই সম্বন্ধের সত্তা, সম্বন্ধের আর পৃথক্ সত্তা (অস্তিত্ব) নাই। [সম্বন্ধি...বস্তুন্তরস্য] যাহার সহিত সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধী। তাহার বোধক শব্দ ও জ্ঞান, আর এই দুই ব্যক্তিতে সংযোগের ও সমবায়ের বোধক শব্দ ও জ্ঞান পৃথক্ রূপে থাকিতে দেখা যায়; সুতরাং সংযোগের ও সমবায়ের পৃথগস্তিত্ব অবশ্যই আছে, এরূপ বলিতেও পারিবে না। কারণ এই যে, বস্তু এক হইলেও—অপৃথক্ হইলেও স্বরূপ ও বাহ্য রূপ (বাহ্য রূপ সম্বন্ধানুযায়ী রূপ, তদনুসারে তাহাতে নানা শব্দের ও নানা জ্ঞানের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। শব্দ ও জ্ঞান নানা হইলেই যে, বস্তু নানা হয়, তাহা হয় না। দেবদত্ত এক, কিন্তু তাঁহাকে স্বরূপ ও সম্বন্ধিরূপ অনুসারে মনুষ্য, ব্রাহ্মণ, শ্রোত্রিয়, বদান্য, বালক, যুবা, বৃদ্ধ, পিতা, পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা, জামাতা—ইত্যাদি ইত্যাদি নানা শব্দের ও নানা জ্ঞানের বিষয় হইতে দেখা যায়। রেখাও বস্তুতঃ এক; কিন্তু তাহা স্থান ও সন্নিবেশভেদ বশতঃ ১, ১০, ১০০, ১০০০ আদি বহুশব্দের ও জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। অতএব, সম্বন্ধী পদার্থসকল তদ্বোধক শব্দ-প্রত্যয় (প্রত্যয়=জ্ঞান) ব্যতীত অব্যতিরেকে সংযোগ-সমবায়-শব্দ-প্রত্যয়ের যোগ্য হয়, ব্যতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্বরূপে হয় না। অর্থাৎ উপলব্ধিলক্ষণপ্রাপ্ত পদার্থান্তরের অভাব অনুপলব্ধি-

প্রত্যয়ব্যতিরেকেণ সংযোগ-সমবায়শব্দপ্রত্যয়ার্হত্বং, ন ব্যতিরিক্তবস্তুস্তিত্বেন—ইত্যুপলব্ধিলক্ষণপ্রাপ্তস্যানুপলব্ধেরভাবো বস্তুস্তরস্য। নাপি সম্বন্ধিবিষয়ত্বে সম্বন্ধশব্দপ্রত্যয়য়োঃ সন্ততভাবপ্রসঙ্গঃ; স্বরূপবাহ্যরূপাপেক্ষয়েত্যুক্তোত্তরত্বাৎ।

তথাঽণ্বাত্মমনসামপ্রদেশত্বান্ন সংযোগঃ সম্ভবতি। প্রদেশবতো দ্রব্যস্য প্রদেশবতা দ্রব্যান্তরেণ সংযোগদর্শনাৎ। কল্পিতাঃ প্রদেশা অণ্বাত্মমনসাং ভবিষ্যন্তীতি চেৎ, ন, অবিদ্যমানার্থস্য কল্পনায়াং সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রসঙ্গাৎ। ইয়ানেবাবিদ্যমানো বিরুদ্ধো-

ইতি। অঙ্গুল্যোর্নৈরন্তর্য্যং সংযোগঃ, দধিকুণ্ডয়োরৌত্তরাধর্য্যং সংযোগঃ। কার্য্যকারণয়োস্তু তাদাত্ম্যেঽপ্যনির্ব্বাচ্যস্য কার্য্যস্য ভেদং বিবক্ষিত্বা সম্বন্ধিনোরিত্যুক্তম্। "নাপি সম্বন্ধিবিষয়ত্বে সম্বন্ধশব্দপ্রত্যয়য়োঃ" ইত্যেতদপ্যনির্ব্বাচ্যভেদাভিপ্রায়ম্।

অপি চ, অদৃষ্টবৎক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ পরমাণুমনসোশ্চাদ্যং কর্ম্ম ভবদ্ভিরিষ্যতে। অগ্নেরূর্দ্ধজ্বলনং, বায়োস্তির্য্যক্পবনম্, অণুমনসোশ্চাদ্যং কর্ম্মেত্যদৃষ্টকারিতানীতি বচনাৎ। ন চাণুমনসোরাত্মনাঽপ্রদেশেন সংযোগঃ সম্ভবতি। সম্ভবে চাণুমন-

বশতঃই নিশ্চিত হয়। (সমুদায় কথার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, পৃথক্ নাম ও জ্ঞানভেদ আছে, ইহা দেখিয়া তোমরা সংযোগকে ও সমবায়কে স্বতন্ত্র বল, কিন্তু তাহা ভ্রম। উক্ত উভয়ের স্বাতন্ত্র্য কোনও প্রমাণে উপলব্ধ হয় না।) অর্থাৎ তাহা সম্বন্ধিপদার্থের অতিরিক্ত নহে। যে হেতু সম্বন্ধিপদার্থ ছাড়িয়া উপলব্ধ হয়না, সেই হেতু তাহার নাস্তিত্বই নিশ্চিত হয়। অঙ্গুলিসংযোগ কি ? অঙ্গুলিসংযোগ অঙ্গুলিদ্বয়ের নৈরন্তর্য্য (অব্যবধানে স্থিতি) ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। (সমবায়ের ত কথাই নাই। সমবায় এ পর্য্যন্ত কাহারও অনুভবগোচরে আইসে নাই)। [নাপি... ত্তরত্বাৎ] সম্বন্ধবাচক শব্দ ও 'সম্বন্ধ' ইত্যাকার জ্ঞান সম্বন্ধীকেই বিষয় করে, তাই বলিয়া যে, তদুভয়ের সান্তত্য অর্থাৎ অবিচ্ছেদে বা নিরন্তরিতরূপে সম্বন্ধবুদ্ধি হওয়ার আপত্তি, তাহাও হইতে পারে না। কেন ? তাহা বলিয়াছি। স্বরূপ ও বাহ্যিক রূপ অনুসারেই ঐ প্রকার ব্যবহার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। (নৈরন্তর্য্য অবস্থায়অঙ্গুলিদ্বয়ের ও রূপ-রূপীর সম্বন্ধ প্রতীয়মান হয়, স্বতঃ প্রতীয়মান হয় না)।

[তথা...সম্ভবাচ্চ] আরও দেখ, পরমাণু, আত্মা ও মন, এ সকলের প্রদেশ নাই। (প্রদেশ অর্থ=অবয়ব বা অংশ), তাহা না থাকায় সংযোগসম্ভাবনাও নাই। প্রদেশবান্ দ্রব্যেতেই অন্য প্রদেশবান্ দ্রব্যের সংযোগ হইতে দেখা যায়। যদি এমন বল যে, প্রদেশ না থাকিলেও ঐ সকলের কল্পিত প্রদেশ স্বীকার করিব, ফলতঃ তাহাও অবক্তব্য। কেন-না, কল্পনা করিলেই যে, পদার্থসিদ্ধি হয়, তাহা হয় না। যদি হইত, তবে সমস্তই হইত, কিছুই অবশিষ্ট থাকিত না। বিরুদ্ধই হউক, আর অবিরুদ্ধই হউক, এতগুলি পদার্থ কল্পনীয়, তাহার অধিক কল্পনীয়

হবিরুদ্ধো বার্থঃ কল্পনীয়ঃ, নাতোঽধিক ইতি নিয়মে হেত্বভাবাৎ, কল্পনায়াশ্চ স্বায়ত্তত্বাৎ প্রভূতত্বসম্ভবাচ্চ। ন চ বৈশেষিকৈঃ কল্পিতেভ্যঃ ষড়্ভ্যঃ পদার্থেভ্যোঽন্যেঽধিকাঃ শতং সহস্রং বার্থা ন কল্পয়িতব্যা ইতি নিবারকো হেতুরস্তি। তস্মাদ্ যস্মৈ যস্মৈ যদ্যদ্রোচতে, তত্তৎ সিধ্যেৎ। কশ্চিৎ কৃপালুঃ প্রাণিনাং দুঃখবহুলঃ সংসার এব মাভূদিতি কল্পয়েৎ, অন্যো বা ব্যসনী মুক্তানামপি পুনরুৎপত্তিং কল্পয়েৎ, কস্তয়োর্নিবারকঃ স্যাৎ।

কিঞ্চান্যৎ, দ্বাভ্যাং পরমাণুভ্যাং নিরবয়বাভ্যাং সাবয়বস্য দ্ব্যণুকস্যাকাশেনেব সংশ্লেষানুপপত্তিঃ। ন হ্যাকাশস্য পৃথিব্যাদীনাঞ্চ জতু-কাষ্ঠবৎ সংশ্লেষোঽস্তি। কার্য্যকারণদ্রব্যয়োরাশ্রিতাশ্রয়ভাবোঽন্যথা নোপপদ্যতে—ইত্যবশ্যং কল্প্যঃ সমবায় ইতি চেৎ; ন, ইতরেতরাশ্রয়ত্বাৎ। কার্য্যকারণয়োর্হি ভেদসিদ্ধাবা-

---

সোরাত্মব্যাপিত্বাৎ পরমমহত্ত্বেনানণুত্বপ্রসঙ্গাৎ। ন চ প্রদেশবৃত্তিরনয়োরাত্মনা সংযোগঃ, অপ্রদেশত্বাদাত্মনঃ। কল্পনায়াশ্চ বস্তুতত্ত্বব্যবস্থাপনাসহত্বাদতিপ্রসঙ্গাদিত্যাহ—"তথাঽণ্বাত্মমনসাম্" ইতি।

কিঞ্চান্যৎ, দ্বাভ্যামণুভ্যাং কারণাভ্যাং সাবয়বস্য কার্য্যস্য দ্ব্যণুকস্যাকাশেনেব সংশ্লেষানুপপত্তিঃ। সংশ্লেষঃ সংগ্রহঃ, যত একসম্বন্ধান্তরাকর্ষো ভবতি, তস্যানুপপত্তিরিতি। অত এব সংযোগাদন্যঃ কার্য্যকারণদ্রব্যয়োরাশ্রয়াশ্রিতভাবোঽন্যথা

নহে, এমন কোন নিয়ম নাই এবং নিয়মের কারণও নাই। কল্পনা নিজের ইচ্ছাধীন, যত ইচ্ছা, ততই কল্পনা করিতে পার। [নচ...স্যাৎ] বৈশেষিক কেবল ছয়টী মাত্র পদার্থের কল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহার উপরে কেহ যে, আরও অধিক পদার্থের কল্পনা করিবে না—শত কিংবা সহস্র পদার্থের কল্পনা করিবেন না, অল্পমাত্রও তাহার নিবারক হেতু নাই। কল্পনা করিলেই যদি পদার্থ সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে যাহার যে যে পদার্থে রুচি, সে সেই সেই পদার্থের কল্পনা করুক, আর তৎক্ষণাৎ সে সমস্ত সিদ্ধ হউক। হয়ত কোনও দয়ালু কল্পনা করিবেন যে, জীবের দুঃখবহুল সংসারই না থাকুক, আবার ব্যসনী ভোগাসক্ত পুরুষ কল্পনা করিবেন যে, সব মানুষ মুক্ত হইলে আর সংসার থাকিবেক না, তাহাতে আমোদ কি? অতএব সংসার নিত্য বা সর্ব্বকাল বর্ত্তমান থাকুক। হয়ত অন্যে কল্পনা করিবেন, মুক্ত জীবও পুনঃ সংসারী হউক। এই সকল কল্পকদিগের নিবারণকর্ত্তা কে? কে নিবারণ করিবে?

[কিঞ্চান্য...গমাৎ] অন্য কথা এই যে, নিরবয়ব দুই পরমাণু সংশ্লিষ্ট হইয়া সাবয়ব দ্ব্যণুক জন্মাইতে পারে না। যাহারা নিরবয়ব, তাহাদের সংশ্লেষ আকাশের সংশ্লেষের ন্যায় অনুপপন্ন। কাষ্ঠে জতুসংশ্লেষের ন্যায়ও পৃথিব্যাদিতে আকাশের সংশ্লেষ হয় না; নিরবয়ব বলিয়াই হয় না। যদি বল, যেহেতু ঐরূপ বিনা

শ্রিতাশ্রয়ভাবসিদ্ধিঃ, আশ্রিতাশ্রয়ভাবসিদ্ধৌ চ তয়োর্ভেদসিদ্ধিঃ— কুণ্ড-বদরবদিতীতরেতরাশ্রয়তা স্যাৎ। ন হি কার্য্যকারণয়োর্ভেদ আশ্রিতাশ্রয়ভাবো বা বেদান্তবাদিভিরভ্যুপগম্যতে। কারণস্যৈব সংস্থানমাত্রং কার্য্যমিত্যভ্যুপগমাৎ।

কিঞ্চান্যৎ, পরমাণূনাং পরিচ্ছিন্নত্বাৎ যাবন্ত্যো দিশঃ ষড়ষ্টৌ দশ বা, তাবদ্ভিরবয়বৈঃ সাবয়বাস্তে স্যুঃ, সাবয়বত্বাদনিত্যাশ্চেতি নিত্যত্বনিরবয়বত্বাভ্যুপগমো বাধ্যেত। যাংস্ত্বং দিগ্‌ভেদভেদিনোঽবয়বান্ কল্পয়সি, ত এব মম পরমাণব ইতি চেৎ, ন, স্থূল-সূক্ষ্মতারতম্যক্রমেণ আ পরমকারণাদ্বিনাশোপপত্তেঃ। যথা পৃথিবী দ্ব্যণুকাদ্যপেক্ষয়া স্থূলতমা বস্তুভূতাপি বিনশ্যতি, ততঃ সূক্ষ্মং

নোপপন্নত ইত্যবশ্যং কল্পনীয়ঃ সমবায় ইতি চেৎ। নিরাকরোতি। "ন", কুতঃ। "ইতরেতরাশ্রয়ত্বাৎ"। তদ্বিভজতে—"কার্য্যকারণয়োর্হি" ইতি।

"কিঞ্চান্যৎ পরমাণূনাং" ইতি। যে হি পরিচ্ছিন্নাস্তে সাবয়বাঃ যথা ঘটাদয়ঃ। তথা চ পরমাণবস্তস্মাৎ সাবয়বা অনিত্যাঃ স্যুঃ। অপরিচ্ছিন্নত্বে চাকাশাদিবৎ পরমাণুত্বব্যাঘাতঃ। শঙ্কতে—"যাংস্ত্বম্" ইতি। নিরাকরোতি। "ন স্থূলে"তি। কিং সূক্ষ্মত্বাৎ পরমাণবো ন বিনশ্যন্ত্যথ নিরবয়বতযা। তত্র পূর্ব্বস্মিন্ কল্পে ইদমুক্তম্—"বস্তুভূতাপি" ইতি।

সমবায়ে কার্য্যকারণের আশ্রিতাশ্রয়ভাব উপপন্ন হয় না, সেই নিমিত্তই সমবায় সম্বন্ধ অবশ্যকল্পনীয়, তাহাও অন্যায্য। কেন না, তাহাতে ইতরেতরাশ্রয় দোষ (বাধক তর্ক) আছে। যথা—কার্য্য ও কারণ অত্যন্ত ভিন্ন, ইহা সিদ্ধ হইলে আশ্রিতাশ্রয়ভাব সিদ্ধ হয়, এবং আশ্রিতাশ্রয়ভাব সিদ্ধ হইলে কুণ্ড-বদরের ন্যায় কার্য্য ও কারণের ভিন্নতা সিদ্ধ হয়। (কুণ্ড আশ্রয়, বদর:আশ্রিত।) ঐরূপ হইলে ইতরেতাশ্রয় বলে। এই ইতরেতরাশ্রয় দোষ উৎপত্তির ও জ্ঞপ্তির প্রতিবন্ধক বা বাধাদায়ক বলিয়া দোষ)। সেই জন্যই বেদান্তবাদীরা কার্য্যকারণের ভেদ ও আশ্রিতাশ্রয়ভাব মানেন না এবং সেই জন্যই কারণ দ্রব্যের সংস্থান-(অবয়ব-বিন্যাস) বিশেষকেই কার্য্যনামে উল্লেখ করেন।

[কিঞ্চান্যৎ…ভবিষ্যতি] অপর কথা এই যে, পরমাণু যখন পরিচ্ছিন্ন পদার্থ, তখন তাহার ৬। ৮। ১০ যতগুলি দিক্ থাকুক, তাবৎ অবয়বের দ্বারা তাহা অবশ্য সাবয়ব এবং সাবয়ব হইলেই অনিত্য অর্থাৎ নশ্বর। অতএব, পরমাণুর নিত্যতা ও নিরবয়বতা পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ। যদি এমন বল যে, তোমরা যে সকলকে দিগ্‌ভেদভেদী অবয়ব (অংশ) বলিবে, সেই গুলিই আমাদের পরমাণু, তাহাও বলিতে পারিবে না। বলিতে গেলে স্থূলসূক্ষ্মের তরতম ভাব (অল্পাধিক্য) মানিতে হইবে, তাহাতে তাহা পরমকারণ অপেক্ষা বিনাশী, ইহাই উপপন্ন অর্থাৎ

সূক্ষ্মতরঞ্চ পৃথিব্যেকজাতীয়কং বিনশ্যতি, ততো দ্ব্যণুকং, তথা পরমাণবোঽপি পৃথিব্যেকজাতীয়কত্বাদ্বিনশ্যেয়ুঃ।

বিনশ্যন্তোঽপ্যবয়ববিভাগেনৈব বিনশ্যন্তীতি চেৎ, নায়ং দোষঃ, যতো ঘৃতকাঠিন্যবিলয়নবদপি বিনাশোপপত্তিমবোচাম। যথা হি ঘৃতসুবর্ণাদীনামবিভজ্যমানাবয়বানামপ্যগ্নিসংযোগাৎ দ্রবভাবাপত্ত্যা কাঠিন্যবিনাশো ভবতি, এবং পরমাণূনামপি পরমকারণভাবাপত্ত্যা মূর্ত্ত্যাদিবিনাশো ভবিষ্যতি। তথা কার্য্যারম্ভোঽপি নাবয়বসংযোগেনৈব কেবলেন ভবতি, ক্ষীরজলাদীনামন্তরেণাপ্যবয়বসংযোগান্তরং দধিহিমাদিকার্য্যারম্ভদর্শনাৎ। তদেবমসারতর-তর্কসন্দৃব্ধত্বাদীশ্বরকারণশ্রুতিবিরুদ্ধত্বাচ্ছ্রুতিপ্রবণৈশ্চ শিষ্টৈর্ম্ম-

---

ভবন্মতে উত্তরং কল্লমাশঙ্ক্য নিবাকরোতি "বিনশ্যন্তোঽপ্যবয়ববিভাগেন" ইতি। "যথা হি ঘৃতসুবর্ণাদীনামবিভজ্যমানাবয়বানামপি" ইতি। যথা হি পিষ্টপিণ্ডোঽবিনশ্যদবয়বসংযোগ এব প্রথতে, প্রথমানশ্চাশ্বশফাকারতাং নীয়মানঃ পুরোডাশতামাপদ্যতে। তত্র পিণ্ডো নশ্যতি, পুরোডাশশ্চোৎপদ্যতে। ন হি তত্র পিণ্ডাবয়বসংযোগা বিনশ্যন্তি, অপি তু সংযুক্তা এব সন্তঃ পরং প্রথনেন নুদ্যমানা অধিকদেশব্যাপকা ভবন্তি, এবমগ্নিসংযোগেন সুবর্ণদ্রব্যাবয়বাঃ সংযুক্তা এব সন্তো দ্রবীভাবমাপদ্যন্তে, ন তু মিথোবিভজ্যন্তে, তস্মাৎ যথাবয়বসংযোগবিনাশাবস্তরেণাপি সুবর্ণপিণ্ডো বিনশ্যতি, সংযোগান্তরোৎপাদমন্তরেণ চ সুবর্ণে দ্রব উপজায়তে, এব-

---

যুক্তিতে পাওয়া যাইবে। এই পৃথিবী দ্ব্যণুকাদি অপেক্ষা স্থূলতম, ইহা বস্তুসৎ হইলেও বিনাশী। এতদপেক্ষা সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর পৃথিবীও সমজাতীয়তা হেতু বিনাশপ্রাপ্ত হয়, এবং তৎপরে দ্ব্যণুকও বিনষ্ট হয়। পার্থিব দ্ব্যণুকের বিনাশের ন্যায় পার্থিব পরমাণুও সমজাতীয়তা হেতু বিনষ্ট হইতে পারে।

বলিতে পার যে, যাহারা বিনষ্ট হয়, তাহারা অবয়ববিভাগের পরই বিনষ্ট হয়, পরমাণুর অবয়ব না থাকায় বিভাগ হয় না; সুতরাং তাহার বিনাশও হয় না। এ সম্বন্ধে আমরা বলি, ঘৃতকাঠিন্যবিলয়ের ন্যায় তাহা বিনাবিভাগেও বিনষ্ট হইতে পারে। যেমন ঘৃতসংঘাত ও সুবর্ণ প্রভৃতি বিনা অবয়ব-বিভাগে অগ্নি-সংযোগবলে দ্রবভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পরমাণুপুঞ্জও পরম কারণভাব প্রাপ্ত হইয়া অমূর্ত্ত ও বিনষ্ট হইবে, তাহাতে বাধা হয় না। [তথা...দর্শনাৎ] আরও দেখ, কেবল অবয়ব-সংযোগ-দ্বারাই যে, কার্য্য জন্মে, তাহা নহে, অন্তরূপেও হইয়া থাকে। দুগ্ধ ও জল বিনা অবয়বান্তর-সংযোগে বর্ষোপল ও দধি জন্মাইয়া থাকে। [তদেব···বাক্যশেষঃ] অতএব, অসারতর্ককলুষিত বলিয়া শ্রুতিপ্রবণ মনু প্রভৃতি বিশিষ্ট ঋষিবৃন্দ পরমাণুবাদ স্বীকার করেন নাই, এবং ঐ কারণেই শ্রেয়ঃপ্রার্থী

স্বাদিভিরপরিগৃহীতত্বাদত্যন্তমেবানপেক্ষাস্মিন্ পরমাণুকারণবাদে কার্য্যার্য্যৈঃ শ্রেয়োঽর্থিভিরিতি বাক্যশেষঃ ॥ ২ । ২ । ১৭ ॥

সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ ॥২।২।১৮॥*

বৈশেষিকরাদ্ধান্তো দুর্যুক্তিযোগাদ্বেদবিরোধাচ্ছিষ্টাপরিগ্রহাচ্চ নাপেক্ষিতব্য ইত্যুক্তম্। সোঽর্দ্ধবৈনাশিক ইতি বৈনাশিকত্বসাম্যাৎ সর্ব্ববৈনাশিকরাদ্ধান্তো নিতরামনপেক্ষিতব্যঃ—ইতীদমিদানীমুপপাদয়ামঃ। স চ বহুপ্রকারঃ—প্রতিপত্তিভেদা-

মন্তরেণাপ্যবয়ধসংযোগবিনাশং পরমাণবো বিনঙ্ক্ষ্যন্ত্যন্যে চোৎপৎস্যন্ত ইতি সর্ব্বমবদাতম্ ॥ ২ । ২ । ১৭ ॥

অবান্তরসঙ্গতিমাহ—"বৈশেষিকরাদ্ধান্তঃ" ইতি। বৈশেষিকাঃ খল্বর্দ্ধবৈনাশিকাঃ। তে হি পরমাণ্বাকাশদিক্কালাত্মমনসাঞ্চ—সামান্যবিশেষসমবায়ানাঞ্চ গুণানাঞ্চ কেষাঞ্চিন্নিত্যত্বমভ্যুপেত্য শেষাণাং নিরন্বয়বিনাশমুপযন্তি। তেন তেঽর্দ্ধবৈনাশিকাঃ। এতেন তদুপন্যাসো বৈনাশিকত্বসাম্যেন সর্ব্ববৈনাশিকান্ স্মারয়তীতি তদনন্তরং বৈনাশিকমতনিরাকরণমিতি। অর্দ্ধবৈনাশিকানাং স্থিবভাববাদিনাং সমুদায়ারম্ভ উপপদ্যেতাপি, ক্ষণিকভাববাদিনাং ত্বসৌ দূরাপেত ইত্যুপপাদয়িষ্যামঃ। তেন নিতরামিত্যুক্তম্। তদিদং দূষণায় বৈনাশিকমতমুপন্যসিতুং তৎপ্রকারভেদানাহ—"স চ বহুপ্রকারঃ" ইতি। বাদিবৈচিত্র্যাৎ

আর্য্যগণ পরমাণুকারণবাদের প্রতি যৎপরোনাস্তি অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া থাকেন ॥ ২ । ২ । ১৭ ॥

বলা হইয়াছে যে, বৈশেষিকের সিদ্ধান্ত কুযুক্তিমূলক, বেদবিরুদ্ধ ও শিষ্টগণের অগ্রাহ্য বলিয়া পরিত্যাজ্য। বৈশেষিকগণ অর্দ্ধবৈনাশিক অর্থাৎ প্রায় বৌদ্ধেরই মত। বৌদ্ধও বৈনাশিক—বিনাশবাদী, বৈশেষিকও বৈনাশিক—বিনাশবাদী। বৈশেষিক অধিক পদার্থেরই বিনাশ স্বীকার করেন, কেবল কতিপয় পদার্থের অবিনাশ বলেন, কিন্তু বৌদ্ধ কোনও পদার্থের অবিনাশ (নিত্যতা) বলেন না; কাযেই বৌদ্ধের তুলনায় বৈশেষিক অর্দ্ধবৈনাশিক। যখন অর্দ্ধবৈনাশিকের মত অগ্রাহ্য, তখন সর্ব্ববৈনাশিকের মতও যে, অগ্রাহ্য, তাহা বলাই বাহুল্য। অধুনা তাহাই প্রতিপাদিত হইবে।

[স চ...মন্তস্তে] সর্ব্ববিনাশবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায় অনেক প্রকার। যদিও বুদ্ধ এক

* যোঽয়ং বাহ্যঃ পরমাণুহেতুকো ভূতভৌতিকসংঘাতরূপ আন্তরশ্চ স্কন্ধহেতুকঃ পঞ্চস্কন্ধীরূপঃ সমুদায়োঽভিপ্রেয়তে বৌদ্ধৈঃ তস্মিন্ উভয়হেতুকেঽপি সমুদায়ে তদপ্রাপ্তিঃ সমুদায়ত্বাপ্রাপ্তিঃ, তেষাং সংঘাতভাবানুপপত্তিঃ স্থাদিতি তন্মতমগ্রাহ্যমিতি সূত্রাক্ষরার্থঃ।

বৌদ্ধ যে বলেন, পরমাণুমূলক বহিঃপ্রপঞ্চ ও চিত্তমূলক অন্তঃপ্রপঞ্চ, এই দুএর সমুদায় (মেলন) সমস্ত ব্যবহারের নির্ব্বাহক, তাহা অনুপপন্ন। কারণ এই যে, তাঁহাদের মতে ঐ সকলের সমুদায় (মেলন) হইতেই পারে না। তাঁহারা ক্ষণিকবাদী, তাহাদের মতে পূর্ব্বক্ষণীয় পদার্থ পরক্ষণে থাকে না, সুতরাং সমুদায়ত্ব অর্থাৎ মেলন বা সংঘাত অনুপপন্ন হয়; সুতরাং তদীয় মত ভ্রান্তিমূলক।

দ্বিনেয়ভেদাদ্বা। তত্রৈতে ত্রয়ো বাদিনো ভবন্তি, কেচিৎ সর্ব্বাস্তিত্ববাদিনঃ, কেচিদ্বিজ্ঞানাস্তিত্বমাত্রবাদিনঃ, অন্যে পুনঃ সর্ব্বশূন্যত্ববাদিন ইতি।

তত্র যে সর্ব্বাস্তিত্ববাদিনো বাহ্যমান্তরঞ্চ বস্ত্বভ্যুপগচ্ছন্তি ভূতং ভৌতিকং চিত্তং চৈত্তঞ্চ, তাংস্তাবৎ প্রতিক্রমঃ। তত্র ভূতং পৃথিবীধাত্বাদয়ঃ, ভৌতিকং রূপাদয়শ্চক্ষুরাদয়শ্চ। চতুষ্টয়ে চ পৃথিব্যাদিপরমাণবঃ খরস্নেহোষ্ণেরণস্বভাবাঃ, তে পৃথিব্যাদিভাবেন

খলু কেচিৎ সর্ব্বাস্তিত্বমেব রাদ্ধান্তং প্রতিপন্নন্তে, কেচিজ্জ্ঞানমাত্রাস্তিত্বং, কেচিৎ সর্ব্বশূন্যতাম্। অথ তত্রভবতাং সর্ব্বজ্ঞানাং তত্ত্বপ্রতিপত্তিভেদো ন সম্ভবতি, তত্ত্বস্যৈকরূপ্যাদিত্যেতদপরিতোষেণাহ—"বিনেয়ভেদাদ্বা"। হীনমধ্যমোৎকৃষ্টধিয়ো হি শিষ্যা ভবন্তি। তত্র যে হীনমতয়ঃ, তে সর্ব্বাস্তিত্ববাদেন তদাশয়ানুরোধাৎ শূন্যতায়ামবতার্য্যন্তে। যে তু মধ্যমাস্তে জ্ঞানমাত্রাস্তিত্বেন শূন্যতায়ামবতার্য্যন্তে। যে তু প্রকৃষ্টমতয়ঃ, তেভ্যঃ সাক্ষাদেব শূন্যতাতত্ত্বং প্রতিপাদ্যতে। যথোক্তং বোধিচিত্তবিবরণে—

"দেশনা লোকনাথানাং সত্ত্বাশয়বশানুগাঃ।
ভিদ্যন্তে বহুধা লোক উপায়ৈর্ব্বহুভিঃ পুনঃ॥
গম্ভীরোত্তানভেদেন কচিচ্চোভয়লক্ষণা।
ভিন্নাপি দেশনাঽভিন্না শূন্যতাদ্বয়লক্ষণা॥" ইতি।

যদ্যপি বৈভাষিকসৌত্রান্তিকয়োরবান্তরমতভেদোঽস্তি, তথাপি সর্ব্বাস্তিতায়ামস্তি সম্প্রতিপত্তিরিত্যেকীকৃত্যোপন্যাসঃ। তথা চ ত্রিত্বমুপপন্নমিতি।

ব্যক্তি, তাঁহার মত ও উপদেশ একবিধ হওয়াই সম্ভব, তথাপি, তাঁহার শিষ্যগণের অবস্থাভেদে অথবা বুদ্ধিদোষে—বুঝিবার ত্রুটীতে তদীয় মত অনেক প্রকার হইয়া পড়িয়াছে। (বুদ্ধশিষ্যগণের মধ্যে বুদ্ধের উপদেশ যে যেমন বুঝিয়াছিল, সে সেইরূপ সিদ্ধান্তেরই গ্রন্থ করিয়াছিল)। তাহাদের মধ্যে তিনপ্রকার বাদী দেখা যায়। কেহ কেহ সর্ব্বাস্তিত্ববাদী, কোন সম্প্রদায় কেবল মাত্র বিজ্ঞানাস্তিত্ববাদী, আবার অন্য এক দল সর্ব্বশূন্যবাদী। যাহারা সর্ব্বাস্তিত্ববাদী, তাহারা বলে, সমস্তই আছে বা সত্য। ঘট পটাদি বাহ্য পদার্থও আছে, জ্ঞানাদি আন্তর পদার্থও আছে। বাহিরে ভূত ও ভৌতিক, অন্তরে চিত্ত ও চৈত্ত। (দ্বিতীয় দল বলেন, বাহিরে কিছুই নাই, সমস্তই অন্তরে।—অন্তরে বিজ্ঞান আছে, তাহাই বাহিরের বস্তুর ন্যায় প্রতীয়মান হয়। তৃতীয় দল বলেন, অন্তরের বিজ্ঞানও বস্তুসৎ নহে)।

প্রথমে প্রথমবাদের অর্থাৎ সর্ব্বাস্তিত্ববাদের প্রতিবাদ বলিতেছি। ইহারা মনে করে, পৃথিব্যাদি ভূত, রূপাদি ও রূপাদিগ্রাহক চক্ষুরাদি ভৌতিক। পার্থিব পরমাণু প্রভৃতি চার প্রকার পরমাণু (পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়) আছে।

সংহন্যন্ত ইতি মন্যন্তে। তথা রূপবিজ্ঞানবেদনাসংজ্ঞাসংস্কার-সংজ্ঞকাঃ পঞ্চ স্কন্ধাঃ, তেঽপ্যধ্যাত্মং সর্ব্বব্যবহারাস্পদভাবেন সংহন্যন্ত ইতি মন্যন্তে [সর্ব্বদর্শনসং ০ পৃ০ ২৪। পং ০ ১৪]। তত্রেদমভিধীয়তে। যোঽয়মুভয়হেতুক উভয়প্রকারঃ সমুদায়ঃ পরেষামভিপ্রেতোঽণুহেতুকশ্চ ভূতভৌতিকসংহতিরূপঃ স্কন্ধ-হেতুকশ্চ পঞ্চস্কন্ধীরূপঃ, তস্মিন্নুভয়হেতুকেঽপি সমুদায়েঽভি-

পৃথিবী খরস্বভাবা, আপঃ স্নেহস্বভাবাঃ, অগ্নিরুষ্ণস্বভাবঃ, বায়ুরীরণস্বভাবঃ, ঈরণং প্রেরণম্। ভূতভৌতিকান্যুক্ত্বা চিত্তচৈত্তিকানাহ—"তথারূপে" ইতি। রূপ্যন্তে এভিরিতি, রূপ্যন্ত ইতি চ ব্যুৎপত্ত্যা সবিষয়াণীন্দ্রিয়াণি রূপস্কন্ধঃ। যদ্যপি রূপ্যমাণাঃ পৃথিব্যাদয়ো বাহ্যাঃ, তথাপি কায়স্থত্বাদ্বা ইন্দ্রিয়সম্বন্ধাদ্বা ভবন্ত্যা-ধ্যাত্মিকাঃ। বিজ্ঞানস্কন্ধোঽহমিত্যাকারো রূপাদিবিষয় ইন্দ্রিয়াদিজন্যো যা প্রিয়াপ্রিয়ানুভয়বিষয়স্পর্শে সুখদুঃখ-তদ্রহিতবিশেষাবস্থা চিত্তস্য জায়তে, স বেদনাস্কন্ধঃ। সংজ্ঞাস্কন্ধঃ সবিকল্পপ্রত্যয়ঃ। সংজ্ঞা সংসর্গযোগ্যপ্রতিভাসঃ, যথা ডিত্থঃ কুণ্ডলী গৌরো ব্রাহ্মণো গচ্ছতীত্যেবঞ্জাতীয়কঃ। সংস্কারস্কন্ধো রাগাদয়ঃ ক্লেশা উপক্লেশাশ্চ মদমানাদয়ো ধর্ম্মাধর্ম্মৌ চেতি। তদেতেষাং সমুদায়ঃ পঞ্চ-স্কন্ধী। "তস্মিন্নুভয়হেতুকেঽপি" ইতি। বাহ্যে পৃথিব্যাদ্যণুহেতুকে ভূতভৌতিক-

সে সকল যথাক্রমে খর, স্নেহ, উষ্ণ ও চলনস্বভাবান্বিত। এই সকল পরমাণু পরস্পর সংঘাত প্রাপ্ত হইয়া পরিদৃশ্যমান পৃথিব্যাদি উৎপাদন করিয়াছে। অপিচ, রূপ (১) বিজ্ঞান (২) বেদনা (৩) সংজ্ঞা (৪) ও সংস্কার (৫) এই স্কন্ধপঞ্চক—পাঁচ বিভাগ। এ সকল অধ্যাত্ম অর্থাৎ আন্তর। * এ সকল সংহত হইয়া সমুদায় আন্তরব্যবহার নির্ব্বাহ করিতেছে। [তত্রেদ...পত্তেঃ] এই মতের খণ্ডনার্থ ১৮শ সূত্র বলা হইল। সূত্রবাক্যের অর্থ এইরূপ :—ঐ যে দ্বিপ্রকার সমুদয়—যাহা বৈনাশিকের অভিপ্রেত,—এক ভূত-ভৌতিক সংঘাত, অপর স্কন্ধমূলক পঞ্চস্কন্ধস্বরূপ † সংঘাত, এই দ্বিপ্রকার সংঘাতই অনুপপন্ন। সংঘাত-সিদ্ধি (একত্রিত, মিলিত) হওয়ার বাধা আছে। বাধা এই যে, তন্মতে সংঘাতজনক সমস্ত পদার্থই অচেতন। পরমাণুও অচেতন, স্কন্ধও অচেতন। ভোগ করে, শাসন করে, নিয়মন করে, এমন কোন স্থির চেতন তন্মতে নাই যে, তৎপ্রভাবে ঐ সকল (পরমাণু) সংহত হইবে। (সে সকল ক্ষণ-বিনাশী। বৌদ্ধ বিজ্ঞান-

* পঞ্চস্কন্ধের বিবরণ পর সূত্রের ভাষ্যব্যাখ্যায় আছে।

† সবিষয় ইন্দ্রিয়গ্রাম রূপস্কন্ধ। বিষয় সকল বাহিরে আছে সত্য ; কিন্তু সে সকল দেহস্থ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়, সেই কারণে সে সকল আধ্যাত্মিক বলিয়া গণ্য। (১) বিজ্ঞানপ্রবাহ বিজ্ঞানস্কন্ধ। অহং অহং—আমি আমি, এতদ্রূপ বিজ্ঞানধারার অথবা অবিচ্ছিন্ন-চিন্তাপ্রবাহের নামান্তর আলয়বিজ্ঞান। (২) সুখাদি, অনুভব বেদনাস্কন্ধ। (৩) গো, অশ্ব, মানুষ, এতদ্রূপ নামরঞ্জিত জ্ঞানবিশেষ সংজ্ঞাস্কন্ধ। (৪) রাগ দ্বেষ মোহ ধর্ম্মাধর্ম্ম,—এ সকল সংস্কারস্কন্ধ। (৫) এই স্কন্ধপঞ্চকের মধ্যে যে বিজ্ঞান-স্কন্ধ, তাহাই এতন্মতে চিত্ত ও আত্মা। অন্য চারিটী স্কন্ধ চৈত্ত-নামে খ্যাত। এই সমুদয় মিলিত হইয়া সৃষ্টি ও লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে।

প্রেয়মাণে, তদপ্রাপ্তিঃ সমুদায়ভাবানুপপত্তিরিত্যর্থঃ। কুতঃ? সমুদায়িনামচেতনত্বাৎ, চিত্তাভিজ্বলনস্য চ সমুদায়সিদ্ধ্যধীনত্বাৎ, অন্যস্য চ কস্যচিচ্চেতনস্য ভোক্তুঃ প্রশাসিতুর্ব্বা স্থিরস্য সংহন্তুরনভ্যুপগমাৎ। নিরপেক্ষপ্রবৃত্ত্যভ্যুপগমে চ প্রবৃত্ত্যনুপ-

---

সমুদায়ে রূপবিজ্ঞানাদিস্কন্ধহেতুকে চ সমুদায় আধ্যাত্মিকেঽভিপ্রেয়মাণে তদপ্রাপ্তিস্তস্য সমুদায়স্যায়ুক্ততা। কুতঃ? "সমুদায়িনামচেতনত্বাৎ"। চেতনো হি কুলালাদিঃ সর্ব্বং মৃদ্দণ্ডাদ্যুপসংহৃত্য সমুদায়াত্মকং ঘটমারচয়ন্ দৃষ্টঃ। ন হ্যসতি মৃদ্দণ্ডাদিব্যাপারিণি বিদুষি কুলালে স্বয়মচেতনা মৃদ্দণ্ডাদয়ো ব্যাপৃত্য জাতু ঘটমারচয়ন্তি। ন চাসতি কুবিন্দে তন্তুবেমাদয়ঃ পটং বয়ন্তে। তস্মাৎ কার্য্যোৎপাদস্তদনুগুণকারণসমবধানাধীনস্তদভাবে ন ভবতি, কার্য্যোৎপাদানুগুণঞ্চ কারণসমবধানং চেতনপ্রেক্ষাধীনমসত্যাং চেতনপ্রেক্ষায়াং ন ভবিতুমুৎসহতে, ইতি কার্য্যোৎপত্তিশ্চেতনপ্রেক্ষাধীনত্বব্যাপ্তা ব্যাপকবিরুদ্ধোপলব্ধ্যা চেতনানধিষ্ঠিতেভ্যঃ কারণেভ্যো ব্যাবর্ত্তমানা চেতনাধিষ্ঠিতত্ব এবাবতিষ্ঠত ইতি প্রতিবন্ধসিদ্ধিঃ। যদ্যুচ্যেত, অদ্ধা, চেতনাধীনৈব কার্য্যোৎপত্তিঃ, অস্তি তু চিত্তং চেতনং, তদ্ধীন্দ্রিয়াদিবিষয়স্পর্শে সত্যভিজ্বলৎ তৎ কারণচক্রং যথাযথা কার্য্যায় পর্য্যাপ্তং, তথা তথা প্রকাশয়দচেতনানি কারণান্যধিষ্ঠায় কার্য্যমভিনির্ব্বর্ত্তয়তীতি। তত্রাহ—"চিত্তাভিজ্বলনস্য চ সমুদায়সিদ্ধ্যধীনত্বাৎ"। ন খলু বাহ্যাভ্যন্তরসমুদায়সিদ্ধিমন্তরেণ চিত্তাভিজ্বলনং, ততস্তু তামিচ্ছন্ দুরুত্তরমিতরেতরাশ্রয়মাবিশেদিতি। ন চ প্রাগ্ভবীয়া চিত্তাভিদীপ্তিরুত্তরসমুদায়ং ঘটয়তি। ঘটনসময়ে তস্যাশ্চিরাতীতত্বেন সামর্থ্যবিরহাৎ। অস্মদ্রাদ্ধান্তবদন্যস্য চেতনস্য ভোক্তুঃ প্রশাসিতুর্ব্বা স্থিরস্য সঙ্ঘাতকর্ত্তুরনভ্যুপগমাৎ। কারণবিন্যাসভেদং হি বিদ্বান্ কর্ত্তা ভবতি। ন চান্বয়ব্যতিরেকাবন্তরেণ তদ্বিন্যাসভেদং বেদিতুমর্হতি। ন চ স ক্ষণিকোঽন্বয়ব্যতিরেককালানবস্থায়ী জ্ঞাতুমন্বয়ব্যতিরেকাবুৎসহতে। অত উক্তং "স্থিরস্য" ইতি। যদ্যুচ্যেত, অসমবহিতান্যেব কারণানি কার্য্যং করিষ্যন্তি পরস্পরানপেক্ষাণি, কৃতমত্র সমবধায়িত্রা চেতনেনেত্যত আহ—"নিরপেক্ষপ্রবৃত্ত্যভ্যুপগমে চ" ইতি। যদ্যুচ্যেত, অস্ত্যালয়বিজ্ঞানমহঙ্কারাস্পদং পূর্ব্বাপরানুসন্ধাতৃ, তদেব কারণানাং প্রতিসন্ধাতৃ ভবিষ্যতীতি।

ব্যতীত কোন স্থির চেতন আত্মা ও ঈশ্বর মানেন না)। পরমাণুর ও স্কন্ধসকলের কর্ত্তা ও অধ্যক্ষ নাই। তাহারা স্বতঃই প্রবৃত্ত হয়, কার্য্যোন্মুখ হয়, স্বকার্য্যসাধন করে, এরূপ হইলে অবিশ্রান্ত সৃষ্টি হইতে পারে, প্রলয় ও মোক্ষ হইতে পারে না। আশয় অর্থাৎ বিজ্ঞানপ্রবাহও বিজ্ঞান-ব্যক্তি (প্রবাহের অন্তর্গত এক একটী বিজ্ঞান) হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন, তাহাও নিরূপিত * হয় না। বিশেষতঃ ক্ষণিক পদার্থের জন্মাতিরিক্ত ব্যাপার নাই। (যে জন্মিয়াই মরে, সে আর অন্য কি করিবে?)

---

* ভিন্ন বলিতে গেলে প্রমাণ দিতে হইবেক, পরন্তু তাহা নাই। অভিন্ন বলিতে গেলে ক্ষণিক বলিবার উপায় থাকে না। স্থির বলিতে গেলে নিত্যাত্মবাদ মানা হয়।

রমপ্রসঙ্গাৎ, আশয়স্যাপ্যন্যত্বানন্যত্বাভ্যামনিরূপ্যত্বাৎ ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমাচ্চ নির্ব্ব্যাপারত্বাৎ তৎপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। তস্মাৎ সমুদায়ানুপপত্তিঃ। সমুদায়ানুপপত্তৌ চ তদাশ্রয়া লোকযাত্রা লুপ্যেত ॥ ২। ২। ১৮ ॥

ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ ॥ ২। ২। ১৯ ॥ *

যদ্যপি ভোক্তা প্রশাসিতা বা কশ্চিচ্চেতনঃ সংহন্তা

তত্রাহ—"আশয়স্যাপি"ইতি। তদ্‌যদ্যেকং স্থিরমাস্থীয়েত, ততো নামান্তরেণাত্মৈব। অথ ক্ষণিকং, তত উক্তদোষাপত্তিঃ। ন চ তৎসন্তানস্তস্যান্যত্বে নামান্তরেণাত্মাঽভ্যুপগতঃ, অনন্যত্বে চ বিজ্ঞানমেব, তচ্চ ক্ষণিকমেবেত্যুক্তদোষাপত্তিঃ। আশেরতেঽস্মিন্ কর্ম্মানুভববাসনা ইত্যাশয় আলয়বিজ্ঞানং, তস্য। অপি চ, প্রবৃত্তিঃ সমুদায়িনাং ব্যাপারঃ, ন চ ক্ষণিকানাং ব্যাপারো যুজ্যতে। ব্যাপারো হি ব্যাপারবদাশ্রয়স্তৎকারণকশ্চ লোকে প্রসিদ্ধস্তেন ব্যাপারবতা ব্যাপারাৎ পূর্ব্বং ব্যাপারসময়ে চ ভবিতব্যম্। অন্যথা কারণত্বাশ্রয়ত্বয়োরযোগাৎ। ন চ সমসময়য়োরস্তি কার্য্যকারণভাবঃ, নাপি ভিন্নকালয়োরাধারাধেয়ভাবঃ। তথা চ ক্ষণিকত্বহানিরিত্যাহ—"ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমাচ্চ" ইতি ॥ ২। ২। ১৮ ॥

যদ্যপীতি। অয়মর্থঃ—সঙ্ক্ষেপতো হি প্রতীত্যসমুৎপাদলক্ষণমুক্তং বুদ্ধেন

সুতরাং তাহার প্রবৃত্তিও অনুপপন্ন। † [তস্মাৎ...লুপ্যেত] এই সকল কারণে সমুদায় (সংঘাত ঘটনা) হওয়া অসিদ্ধ এবং সেই অসিদ্ধতা নিবন্ধন তদাশ্রিত লোকযাত্রার বিলোপ, ইহাই যুক্তিসিদ্ধ। (লোকযাত্রার অনুচ্ছেদ ঐ মতের ভ্রান্ততা সপ্রমাণ করিতেছে) ॥ ২। ২ ১৮ ॥

এ স্থলে বৈনাশিক (বিনাশবাদী বুদ্ধশিষ্য) বলিবেন, আমরা কোন ভোক্তা, শাস্তা, নিয়ন্তা, সংঘাতকর্ত্তা স্থিরচেতন (নিত্যাত্মা, ঈশ্বর) মানি না সত্য; কিন্তু

* অবিদ্যাদীনামিত্যাহম্। অবিদ্যাদীনামিতরেতরপ্রত্যয়ত্বাৎ পরস্পরং প্রতি পরস্পরস্য কারণভাবাদুপপদ্যত এব সংঘাত ইতি ন বাচ্যম্। কুতঃ? তেষামুৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ। অবিদ্যাদীনাং সদপ্যুৎপত্তৌ নিমিত্তত্বং সংঘাতজননে নিমিত্তত্বং (কারণভাবঃ) নাস্তি। অবিদ্যাদীনামুত্তরোত্তরহেতুত্বমঙ্গীকরণেঽপি সংঘাতহেতুত্বাভাবাৎ সংঘাতো ন ভবেদিতি ভাবঃ।

আমরা মেলনকারী স্থিরচেতন মানিনা সত্য, কিন্তু আমাদের মতে অবিদ্যাদির মধ্যে পরস্পর পরস্পরের প্রতি হেতুহেতুমদ্ভাব বিদ্যমান থাকায় তাহাতেই লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হয়, এ কথা বলিতে পার না। কেন-না, ঐ সকল অর্থাৎ অবিদ্যাদি পরস্পর পরস্পরের উৎপত্তিকারণ হইলেও মেলনের কারণ হইতে পারে না। ক্ষণধ্বংসিতাই তাহার প্রতিবন্ধক।

† প্রবৃত্তি—পরমাণু প্রভৃতির মেলনার্থ চেষ্টা। পরমাণু সকল যে, পরস্পর যোড় লাগিবার জন্য চেষ্টিত হয়, তাহা।

স্থিরো নাভ্যুপগম্যতে, তথাপ্যবিদ্যাদীনামিতরেতরকারণত্বাদুপপদ্যতে লোকযাত্রা। তস্যাঞ্চোপপদ্যমানায়াং ন কিঞ্চিদপরমপেক্ষিতব্যমস্তি। তে চাবিদ্যাদয়ঃ—অবিদ্যা

'ইদং প্রত্যয়ফলম্' ইতি। উৎপাদাদ্বা তথাগতানামনুৎপাদাদ্বা স্থিতৈবৈষা ধর্ম্মাণাং ধর্ম্মতা, ধর্ম্মস্থিতিতা ধর্ম্মনিয়ামকতা প্রতীত্যসমুৎপাদানুলোমতেতি। অথ পুনরয়ং প্রতীত্যসমুৎপাদো দ্বাভ্যাং কারণাভ্যাং ভবতি হেতূপনিবন্ধতঃ প্রত্যয়োপনিবন্ধতশ্চ। স পুনর্দ্বিবিধঃ, বাহ্য আধ্যাত্মিকশ্চ। তত্র বাহ্যস্য প্রতীত্যসমুৎপাদস্য হেতূপনিবন্ধঃ। যদিদং বীজাদঙ্কুরঃ, অঙ্কুরাৎ পত্রং, পত্রাৎ কাণ্ডং, কাণ্ডান্নালঃ, নালাদ্গর্ভো গর্ভাচ্ছূকঃ, শূকাৎ পুষ্পং পুষ্পাৎ ফলমিতি। অসতি বীজেঽঙ্কুরো ন ভবতি, যাবদসতি পুষ্পে ফলং ন ভবতি। সতি তু বীজেঽঙ্কুরো ভবতি, যাবৎ পুষ্পে সতি ফলমিতি। তত্র বীজস্য নৈবং ভবতি জ্ঞানম্—অহমঙ্কুরং নির্ব্বর্ত্তয়ামীতি। অঙ্কুরস্যাপি নৈবং ভবতি জ্ঞানম্—অহং বীজেন নির্ব্বর্ত্তিত ইতি। এবং যাবৎ পুষ্পস্য নৈবং ভবতি, অহং ফলং নির্ব্বর্ত্তয়ামীতি। এবং ফলস্যাপি নৈবং ভবত্যহং পুষ্পেণাভিনির্ব্বর্ত্তিতমিতি। তস্মাদসত্যপি চৈতন্যে বীজাদীনামসত্যপি চান্যস্মিন্নধিষ্ঠাতরি কার্য্যকারণভাবনিয়মো দৃশ্যতে। উক্তো হেতূপনিবন্ধঃ। প্রত্যয়োপনিবন্ধঃ প্রতীত্যসমুৎপাদস্যোচ্যতে। প্রত্যয়ো হেতূনাং সমবায়ঃ। হেতুং হেতুং প্রত্যয়ন্তে হেত্বন্তরাণীতি তেষাময়মানানাং ভাবঃ প্রত্যয়ঃ সমবায় ইতি যাবৎ। তথা যণ্ণাং ধাতূনাং সমবায়াদ্বীজহেতুরঙ্কুরো জায়তে। তত্র চ পৃথিবী ধাতুর্ব্বীজস্য সংগ্রহকৃত্যং করোতি, যতোঽঙ্কুরঃ কঠিনো ভবতি, অব্ধাতুর্ব্বীজং স্নেহয়তি, তেজোধাতুর্ব্বীজং পরিপাচয়তি, বায়ুধাতুর্ব্বীজমভিনির্হরতি, যতোঽঙ্কুরো বীজান্নির্গচ্ছতি। আকাশধাতুর্ব্বীজস্যানাবরণকৃত্যং করোতি। ঋতুরপি বীজস্য পরিণামং করোতি। তদেতেষামবিকলানাং ধাতূনাং সমবায়ে বীজে রোহত্যঙ্কুরো জায়তে, নান্যথা। তত্র পৃথিবীধাতোর্নৈবং ভবত্যহং বীজস্য সংগ্রহকৃত্যং করোমীতি। যাবদৃতোর্নৈবং ভবত্যহং বীজস্য পরিণামং করোমীতি। অঙ্কুরস্যাপি নৈবং ভবত্যহমেভিঃ প্রত্যয়ৈর্নির্ব্বর্ত্তিত ইতি। তথাধ্যাত্মিকঃ প্রতীত্যসমুৎপাদো দ্বাভ্যাং কারণাভ্যাং ভবতি—হেতূপনিবন্ধতঃ প্রত্যয়োপনিবন্ধতশ্চ। তত্রাস্য হেতূপনিবন্ধো যদিদমবিদ্যাপ্রত্যয়াঃ সংস্কারা যাবজ্জাতিপ্রত্যয়ং জরামরণাদীতি। অবিদ্যা চেন্নাভবিষ্যন্নৈব সংস্কারা অজনিষ্যন্ত। এবং যাবজ্জাতিঃ। জাতিশ্চেন্নাভবিষ্যন্নৈবং জরামরণাদয় উদপৎস্যন্ত। তত্রাবিদ্যায়া নৈবং ভবত্যহং সংস্কারানভিনির্ব্বর্ত্তয়ামীতি। সংস্কারাণামপি নৈবং ভবতি বয়মবিদ্যয়া নির্ব্বর্ত্তিতা ইতি। এবং যাবজ্জাত্যা অপি

তাহা না মানিলেও আমাদের মতে লোকযাত্রা নির্ব্বাহের বাধা হয় না; সমস্তই উপপন্ন হয়। অবিদ্যাদির মধ্যে যে পরস্পর নিমিত্ত-নৈমিত্তিকতা (কার্য্য কারণভাব) আছে, তাহাতেই তাহা উপপন্ন হইতে পারে। লোকযাত্রা উপপন্ন হইলেই (যুক্তির সহিত মিলিলেই) হইল, অন্য কিছুর অপেক্ষা নাই। [তে চ...প্রত্যাখ্যেয়ঃ]

সংস্কারো বিজ্ঞানং নাম রূপং ষড়ায়তনং স্পর্শো বেদনা তৃষ্ণোপাদানং ভবো জাতির্জরা মরণং শোকঃ পরিদেবনা দুঃখং

নৈবং ভবত্যহং জরামরণাদ্যভিনির্ব্বর্ত্তয়ামীতি। জরামরণাদীনামপি নৈবং ভবতি বয়ং জাত্যাদিভির্নির্ব্বর্ত্তিতা ইতি। অথচ সৎস্ববিদ্যাদিষু স্বয়মচেতনেষু চেতনান্তরানধিষ্ঠিতেষ্বপি সংস্কারাদীনামুৎপত্তির্ব্বীজাদিষিব সৎস্বচেতনেষু চেতনান্তরানধিষ্ঠিতেষ্বপ্যঙ্কুরাদীনাম্। ইদং প্রতীত্য প্রাপ্যেদমুৎপদ্যত ইত্যে-তাবন্মাত্রস্য দৃষ্টত্বাচ্চেতনাধিষ্ঠানস্যানুপলব্ধেঃ। সোঽয়মাধ্যাত্মিকস্য প্রতীত্য-সমুৎপাদস্য হেতূপনিবন্ধঃ। অথ প্রত্যয়োপনিবন্ধঃ পৃথিব্যপ্তেজোবায়্বাকাশ-বিজ্ঞানধাতূনাং সমবায়াদ্ভবতি কায়ঃ। তত্র কায়স্য পৃথিবী ধাতুঃ কাঠিন্যং নির্ব্বর্ত্তয়তি। অব্ধাতুঃ স্নেহয়তি কায়ং, তেজোধাতুঃ কায়স্যাশিতপীতে পরি-পাচয়তি, বায়ুধাতুঃ কায়স্য শ্বাসাদি করোতি, আকাশধাতুঃ কায়স্যান্তঃ সুষির-ভাবং করোতি। যস্তু নামরূপাঙ্কুরমভিনির্ব্বর্ত্তয়তি পঞ্চবিজ্ঞানকার্য্যসংযুক্তং সাস্রবঞ্চ মনোবিজ্ঞানং, সোঽয়মুচ্যতে বিজ্ঞানধাতুঃ। যদা হ্যাধ্যাত্মিকাঃ পৃথিব্যাদিধাতবো ভবন্ত্যবিকলাস্তদা সর্ব্বেষাং সমবায়াদ্ভবতি কায়স্যোৎ-পত্তিঃ। তত্র পৃথিব্যাদিধাতূনাং নৈবং ভবতি বয়ং কায়স্য কাঠিন্যাদি নির্ব্বর্ত্তয়াম ইতি। কায়স্যাপি নৈবং ভবতি জ্ঞানমহমেভিঃ প্রত্যয়ৈরভি-নির্ব্বর্ত্তিত ইতি। অথ চ পৃথিব্যাদিধাতুভ্যোঽচেতনেভ্যশ্চেতনান্তরানধিষ্ঠিতে-ভ্যোঽঙ্কুরস্যেব কায়স্যোৎপত্তিঃ। সোঽয়ং প্রতীত্যসমুৎপাদো দৃষ্টত্বান্নান্যথয়ি-তব্যঃ। তত্রৈতেষ্বেব ষট্সু ধাতুষু যৈকসংজ্ঞা পিণ্ডসংজ্ঞা নিত্যসংজ্ঞা সুখসংজ্ঞা সত্ত্বসংজ্ঞা পুদ্গলসংজ্ঞা মনুষ্যসংজ্ঞা মাতৃদুহিতৃসংজ্ঞা অহঙ্কারমমকারসংজ্ঞা, সেয়মবিদ্যা সংসারানর্থসম্ভারস্য মূলকারণম্। তস্যামবিদ্যায়াং সত্যাং সংস্কারা

অবিদ্যাদি, এই আদিপদগ্রাহ্য কি কি, তাহাও বলিতেছি। অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নাম রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবনা, দুঃখ, দুর্ম্মনস্তা, * এতদ্ভিন্ন আরও আছে। এ সকল

* যাহা ক্ষণিক, তাহাকে স্থির বলিয়া জানা অবিদ্যা। তাহা হইতে সংস্কার রাগ দ্বেষ মোহ। সংস্কারপ্রভাবে গর্ভস্থ পদার্থবিশেষের আত্মবিজ্ঞান। সেই আত্মবিজ্ঞান বা আলয়-বিজ্ঞান (অহং এতদ্রূপ জ্ঞান) হইতে নাম (পার্থিবাদি পদার্থের সমবায়)। তাহা হইতে রূপের (শ্বেতরক্তাত্মক শুক্র শোণিতের) নিষ্পত্তি। গর্ভস্থ মিলিত শুক্র শোণিতের কলল বুদ্বুদাদি অবস্থাই এস্থলে নামরূপ-শব্দের বাচ্য। বিজ্ঞান, পৃথিব্যাদি চতুষ্টয় ও রূপ, এই সম্বলিত ষট্কের নাম ষড়ায়তন, অর্থাৎ সেন্দ্রিয় দেহই ষড়ায়তন। নামরূপ ও ইন্দ্রিয়ের পরস্পর সম্বন্ধের নাম স্পর্শ। স্পর্শ হইতে সুখাদি-বেদনা অর্থাৎ সুখাদির অনুভব। সেই বেদনা হইতে তৃষ্ণা (বিষয়স্পৃহা বা ভোগেচ্ছা)। তাহা হইতে যে প্রবৃত্তি বা চেষ্টা জন্মে, তাহার নাম উপাদান। তাহা হইতে ভব অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি। উৎপত্তিমূলক ধর্ম্মাধর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে জাতি অর্থাৎ দেহবিশেষ প্রাপ্তি, দেহ হইতেই জরা, জরা হইতে মরণ, মরণ হইতে শোক, শোক হইতে পরিদেবন (শোকজনিত দুঃখ), তাহা হইতে মনোব্যথা। মান, অপমান প্রভৃতি অন্তবিধও ক্লেশ ইহার অন্তর্গত।

দুর্ম্মনস্তেত্যেবঞ্জাতীয়কা ইতরেতরহেতুকাঃ সৌগতে সময়ে কচিৎ সংক্ষিপ্তা বিনির্দ্দিষ্টাঃ, কচিৎ প্রপঞ্চিতাঃ, সর্ব্বেষামপ্যয়মবিদ্যাদিকলাপোঽপ্রত্যাখ্যেয়ঃ।

তদেবমবিদ্যাদিকলাপেঽপি পরস্পরনিমিত্ত-নৈমিত্তিকভাবেন ঘটীযন্ত্রবদনিশমাবর্ত্তমানেঽর্থাক্ষিপ্ত উপপন্নঃ সঙ্ঘাত ইতি চেৎ; তন্ন; কস্মাৎ? উৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ। ভবেদুপপন্নঃ

রাগদ্বেষমোহা বিষয়েষু প্রবর্ত্তন্তে। বস্তুবিষয়া বিজ্ঞপ্তির্ব্বিজ্ঞানম্। বিজ্ঞানাচ্চত্বারো রূপিণ উপাদানস্কন্ধাস্তন্নাম তান্যুপাদায় রূপমভিনির্ব্বর্ত্ততে। তদৈকধ্যমভিসংক্ষিপ্য নামরূপং নিরুচ্যতে। শরীরস্যৈব কললবুদ্বুদাদ্যবস্থা নামরূপসম্মিশ্রিতানীন্দ্রিয়াণি ষড়ায়তনং, নামরূপেন্দ্রিয়াণাং ত্রয়াণাং সন্নিপাতঃ স্পর্শঃ, স্পর্শাদ্বেদনা সুখাদিকা, বেদনায়াং সত্যাং কর্ত্তব্যমেতৎ সুখং পুনর্ম্ময়েত্যধ্যবসানং তৃষ্ণা ভবতি। তত উপাদানং বাক্কায়চেষ্টা ভবতি। ততো ভবঃ। 'ভবত্যস্মাজ্জন্মেতি ভবো ধর্ম্মাধর্ম্মৌ। তদ্ধেতুকঃ স্কন্ধপ্রাদুর্ভাবঃ। জাতিঃ জন্ম। জন্মহেতুকা উত্তরে জরামরণাদয়ঃ। জাতানাং স্কন্ধানাং পরিপাকো জরা। স্কন্ধানাং নাশো মরণম্। ম্রিয়মাণস্য মূঢ়স্য সাভিষঙ্গস্য পুত্রকলত্রাদাবন্তর্দ্দাহঃ শোকঃ। তদুত্থং প্রলপনং হা মাতঃ হা তাত হা চ মে পুত্রকলত্রাদীতি পরিদেবনা। পঞ্চবিজ্ঞানকার্য্যসংযুক্তমসাধ্বনুভবনং দুঃখম্। মানসঞ্চ দুঃখং দৌর্ম্মনস্যম্। এবংজাতীয়কাশ্চোপায়াস্তে 'উপক্লেশাঃ' গৃহ্যন্তে।

তেঽমী পরস্পরহেতুকাঃ জন্মাদিহেতুকা অবিদ্যাদয়ঃ, অবিদ্যাদিহেতুকাশ্চ জন্মাদয়ো ঘটীযন্ত্রবদনিশমাবর্ত্তমানাঃ সন্তীতি। তদেতৈরবিদ্যাদিভিরাক্ষিপ্তঃ সংঘাত ইতি। তদেতদ্দূষয়তি—"তন্ন" কুতঃ? "উৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ" ইতি। অয়মভিসন্ধিঃ—যৎ খলু হেতুপনিবদ্ধং কার্য্যং, তদন্যানপেক্ষং হেতুমাত্রাধীনোৎপাদত্বাদুৎপদ্যতাং নাম, পঞ্চস্কন্ধসমুদায়স্য প্রত্যয়োপনিবদ্ধো ন হেতুমাত্রাধীনোৎপত্তিঃ, অপি তু নানাহেতুসমবধানজন্মা। নচ চেতনমন্তরেণান্যঃ সন্নিধাপয়িতাস্তি কারণানামিত্যুক্তম্। বীজাদঙ্কুরোৎপত্তেরপি প্রত্যয়োপনিবদ্ধায়া বিবাদাধ্যাসিতত্বেন পক্ষনিক্ষিপ্তত্বাৎ। পক্ষেণ চ ব্যভিচারোদ্ভাবনায়ামতিপ্রসঙ্গেন সর্ব্বানুমানোচ্ছেদ-

পরস্পর পরস্পরের দ্বারা উৎপন্ন হয়; সুতরাং পরস্পর পরস্পরের কারণ। কোন কোন বৌদ্ধ গ্রন্থে এ সকল সংক্ষেপে, আবার কোন কোন বৌদ্ধ শাস্ত্রে বিস্তৃত রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই অবিদ্যাদি কোনও লোকের প্রত্যাখ্যেয় নহে, অর্থাৎ সকলেরই স্বীকার্য্য।

[তদেব...নিমিত্তত্বাৎ] সেই অবিদ্যাদি পরস্পর নিমিত্তনৈমিত্তিকভাবে ঘটীযন্ত্রের ন্যায় নিরন্তর আবর্ত্তিত হইতে থাকায় সংঘাতসিদ্ধি হইয়া থাকে। বৈনাশিকগণের এই অভিপ্রায় অসিদ্ধ অর্থাৎ সিদ্ধ হইবে না। কেননা, অবিদ্যাদি পরস্পরের উৎপত্তিপক্ষে নিমিত্ত (কারণ) হইতে পারে; কিন্তু সংঘাতের (মেলনের কারণ) জনক হইতে পারে না। [ভবে...সম্ভবতি] সংঘাতজনক

সঙ্ঘাতঃ, যদি সঙ্ঘাতস্য কিঞ্চিন্নিমিত্তমবগম্যেত, ন ত্ববগম্যতে। যত ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বেঽপ্যবিদ্যাদীনাং পূর্ব্বপূর্ব্বমুত্তরোত্তরোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তং ভবত্তবেৎ, ন তু সঙ্ঘাতোৎপত্তেঃ কিঞ্চিন্নিমিত্তং সম্ভবতি।

প্রসঙ্গাৎ। , স্যাদেতৎ। অনপেক্ষা এবান্ত্যক্ষণপ্রাপ্তাঃ ক্ষিত্যাদয়োঽঙ্কুরমারভন্তে। তেষাং তূপসর্পণপ্রত্যয়বশাৎ পরস্পরসমবধানম্। ন চৈকস্মাদেব কারণাৎ কার্য্যসিদ্ধেঃ কিমন্যৈঃ কারণৈরিতি বাচ্যম্। কারণচক্রানন্তরং কার্য্যোৎপাদাৎ সিদ্ধমিত্যেব নাস্তি। ন চৈকোঽপি তৎকারণসমর্থ ইত্যন্য উদাসত ইতি যুক্তম্। ন হি তে প্রেক্ষাবন্তঃ, যেনৈবমালোচয়েয়ুরস্মাসু সমর্থ একোঽপি কার্য্য ইতি কৃতং নঃ সন্নিধানেনেতি। কিন্তূপসর্পণপ্রত্যয়াধীনপরস্পরসন্নিধানোৎপাদা নানুৎপত্তুং নাপ্যসন্নিধাতুমীশতে। তাংশ্চ সর্ব্বাননপেক্ষান্ প্রতীত্য কার্য্যমপি ন নোৎপত্তুমর্হতি। ন চ স্বমহিম্না সর্ব্বে কার্য্যমুৎপাদয়ন্তোঽপি নানাকার্য্যাণামীশতে, তত্রৈব তেষাং সামর্থ্যাৎ। ন চ কারণভেদাৎ কার্য্যভেদঃ, সামগ্র্যা একত্বাৎ, তদ্ভেদস্য চ কার্য্যনানাত্বহেতুত্বাত্তথা দর্শনাৎ। তন্ন। যদ্যন্ত্যক্ষণপ্রাপ্তা অনপেক্ষাঃ স্বকার্য্যোপজননে, হন্তানেন ক্রমেণ ততঃ পূর্ব্বে ততঃ পূর্ব্বে সর্ব্ব এবানপেক্ষাস্তত্তৎস্বকার্য্যোপজনন ইতি। কুসূলস্থত্ববিশেষেঽপি যেন বীজক্ষণেন কুসূলস্থেন স্বকার্য্যক্ষণপরম্পরয়াঙ্কুরোৎপত্তিসমর্থো বীজক্ষণো জনয়িতব্যঃ, সোঽনপেক্ষ এব বীজক্ষণঃ স্বকার্য্যোপজননে। এবং সর্ব্ব এব তদনন্তরানন্তরবর্ত্তিনো বীজক্ষণা অনপেক্ষা ইতি কুসূলনিহিতবীজ এব স্যাৎ কৃতী কৃষীবলঃ, কৃতমস্য দুঃখবহুলেন কৃষিকর্ম্মণা। যেন হি বীজক্ষণেন স্বক্ষণপরম্পরয়াঽঙ্কুরো জনয়িতব্যস্তস্যানপেক্ষাঽসৌ ক্ষণপরম্পরা কুসূল এবাঙ্কুরং করিষ্যতীতি। তস্মাৎ পরস্পরাপেক্ষা এবান্ত্যা বা মধ্যা বা পূর্ব্বে বা ক্ষণাঃ কার্য্যোপজনন ইতি বক্তব্যম্। যথাহুঃ—

"ন কিঞ্চিদেকমেকস্মাৎ সামগ্র্যাঃ সর্ব্বসম্ভবঃ" ইতি।

তচ্চেদং সমবধানং কারণানাং বিন্যাসভেদ-তৎপ্রয়োজনাভিজ্ঞ-প্রেক্ষাবৎপূর্ব্বকং দৃষ্টমিতি নাচেতনাভবিতুমর্হতি। তদিদমুক্তম্—"ভবেদুপপন্নঃ সংঘাতো যদি সংঘাতস্য কিঞ্চিন্নিমিত্তমবগম্যেত"ইতি। "ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বেঽপি" ইতি। ইতরেতরহেতুত্বেঽপীত্যর্থঃ।

কারণ থাকিলে অবশ্যই সংঘাত সিদ্ধ হইত ; কিন্তু তাহা বৈনাশিকের মতে নাই। অবিদ্যাদিরূপ কারণ আছে সত্য; কিন্তু তাহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব পর পরের উৎপত্তিমাত্রের কারণ (পূর্ব্ব অবিদ্যা, তাহা সংস্কারোৎপত্তির কারণ। পূর্ব্বে সংস্কার, তৎপরে বিজ্ঞান ইত্যাদি।) সঙ্ঘাতের কারণ নাই। সকলগুলিকে সংহত করে, একত্রিত করে, এমন কোন কারণ দেখা যায় না।

নম্ববিদ্যাদিভিরর্থাদাক্ষিপ্যতে সঙ্ঘাত ইত্যুক্তম্। অত্রোচ্যতে। যদি তাবদয়মভিপ্রায়ঃ, অবিদ্যাদয়ঃ সঙ্ঘাতমন্তরেণাত্মানমলভমানা অপেক্ষন্তে সংঘাতমিতি, ততস্তস্য সংঘাতস্য কিঞ্চিৎ নিমিত্তং বক্তব্যম্। তচ্চ নিত্যেম্বপ্যণুম্বভ্যুপগম্যমানেম্বাশ্রয়াশ্রয়িভূতেষু ভোক্তৃষু সৎসু ন সম্ভবতীত্যুক্তং বৈশেষিকপরীক্ষায়াম্, কিমঙ্গ পুনঃ ক্ষণিকেম্বণুষু ভোক্তৃরহিতেম্বাশ্রয়াশ্রয়িশূন্যেষু চাভ্যুপগম্যমানেষু সম্ভবেৎ।

অথায়মভিপ্রায়ঃ, অবিদ্যাদয় এব সংঘাতস্য নিমিত্তমিতি।

উক্তমভিসন্ধিমবিদ্বান্ পরিচোদয়তি—"নম্ববিদ্যাদিভিরর্থাদাক্ষিপ্যতে" ইতি। পরিহরতি—"অত্রোচ্যতে, যদি তাবৎ" ইতি। কিমাক্ষেপে, উৎপাদনমাহো জ্ঞাপনম্। তত্র ন তাবৎ কারণমন্তথানুপপদ্যমানং কার্য্যমুৎপাদয়তি, কিন্তু স্বসামর্থ্যেন। তস্মাজ্‌জ্ঞাপনং বক্তব্যম্। তথা চ জ্ঞাপিতস্যাস্যোৎপাদকং বক্তব্যম্। তচ্চ স্থিরপক্ষেঽপি, সত্যপি চ ভোক্তরি অধিষ্ঠাতারং চেতনমন্তরেণ ন সম্ভবতি, কিমঙ্গ পুনঃ ক্ষণিকেষু ভাবেষু। ভোক্তুর্ভোগেনাপি কদাচিদাক্ষিপ্যেত সঙ্ঘাতঃ, স তু ভোক্তাপি নাস্তীতি দূরোৎসারিতত্বং দর্শয়তি—"ভোক্তৃরহিতেষু" ইতি। অপি চ, বহব উপকার্য্যোপকারকভাবেন স্থিতাঃ কার্য্যং জনয়ন্তি। ন চ ক্ষণিকপক্ষ উপকার্য্যোপকারকভাবোঽস্তি, ভাবস্যোপকারানাস্পদত্বাৎ। ক্ষণস্যাভেদ্যত্বাদনুপকৃতোপকৃতত্বাসম্ভবাৎ। কালভেদেন বা তদুপপত্তৌ ক্ষণিকত্বব্যাঘাতাৎ। তদিদমাহ—"আশ্রয়াশ্রয়িশূন্যেষু চ" ইতি।

"অথায়মভিপ্রায়ঃ" ইতি। যদা হি প্রত্যয়োপনিবন্ধনঃ প্রতীত্যসমুৎপাদো ভবেৎ, তদা চেতনোঽধিষ্ঠাতাঽপেক্ষ্যেতাপি, ন তু প্রত্যয়োপনিবন্ধনঃ, অপি তু

[নম্ববিদ্যা…সম্ভবেৎ] বলিয়াছিলে, যে, অবিদ্যাদি থাকায় তৎস্বভাবে সংঘাত ঘটনা হয়, সংঘাত অর্থাক্ষিপ্ত। তাহার প্রত্যুত্তর এই—যদি তোমাদের এরূপ অভিপ্রায় হয় যে, সংঘাত ব্যতীত অবিদ্যাদির স্বরূপনিষ্পত্তি হয় না, কাযেই সংঘাত ঘটনা হয়, তাহা হইলে তোমাদিগকে সংঘাতোৎপত্তির কোনটা কারণ, তাহা দেখাইতে হইবে। কিন্তু বৈশেষিক মতের পরীক্ষাকালে আমরা দেখাইয়াছি যে. তাহাদের মতে পরমাণুপুঞ্জ নিত্য, সে সকল আবার আশ্রয়াশ্রয়িভাবে অবস্থিত, তদ্ভিন্ন তন্মতে স্বতন্ত্র কর্ত্তা ও ভোক্তা আছে, তথাপি যখন তন্মতে সংঘাতকারক পুষ্কল কারণের অসম্ভব, তখন কিরূপে ক্ষণিক, কর্তৃভোক্তৃরহিত ও আশ্রয়াশ্রয়িভাবশূন্য বৈনাশিকমতে তাহা সম্ভব হইবে?

[অথায়...বিরুদ্ধম্] যদি তোমাদের এরূপ মনোভাব হয় যে, অবিদ্যা প্রভৃতিই সংঘাতের কারণ, তাহা হইলেও তোমাদিগকে বলিতে হইবে, যাহারা নিজেই সংঘাত আশ্রয় করিয়া আত্মলাভ করে, উৎপন্ন হয়, কিপ্রকারে তাহারা সঙ্ঘাতের

কথং তমেবাশ্রিত্যাত্মানং লভমানাস্তস্যৈব নিমিত্তং স্যুঃ। অথ মন্যসে, সংঘাতা এবানাদৌ সংসারে সন্তত্যানুবর্ত্তন্তে, তদাশ্রয়াশ্চাবিদ্যাদয় ইতি। তদাপি সংঘাতাৎ সংঘাতান্তরমুৎপদ্যমানং নিয়মেন বা সদৃশমেবোৎপদ্যেত, অনিয়মেন বা সদৃশং বিসদৃশং বোৎপদ্যেত। নিয়মাভ্যুপগমে মনুষ্যপুদ্গলস্য দেবতির্য্যঙ্‌নারকযোনিপ্রাপ্ত্যভাবঃ প্রাপ্নুয়াৎ। অনিয়মাভ্যুপগমেঽপি মনুষ্যপুদ্গলঃ কদাচিৎ ক্ষণেন হস্তী ভূত্বা দেবো বা পুনর্ম্মনুষ্যো বা ভবেদিতি প্রাপ্নুয়াৎ। উভয়মপ্যভ্যুপগমবিরুদ্ধম্।

হেতুপনিবন্ধনৈঃ, তথা চ কৃতমধিষ্ঠাত্রা, হেতুঃ স্বভাবত এব কার্য্যসংঘাতং করিষ্যতি কেবল ইতি ভাবঃ। অস্তু তাবদ্ যথা কেবলাদ্ধেতোঃ কার্য্যসংঘাতং নোপজায়তে, ইত্যন্যোন্যাশ্রয়প্রসঙ্গোঽস্মিন্ পক্ষ ইত্যাশয়বানাহ—"কথং তমেব" ইতি। সম্প্রতি প্রত্যয়োপনিবন্ধনং প্রতীত্যসমুৎপাদমাস্থায় চোদয়তি—"অথ মন্যসে সংঘাতা এব" ইতি। অস্থিরা অপি হি ভাবাঃ সদা সংহতা এবোদয়ন্তে ব্যয়ন্তে চ, ন পুনরিতস্ততোঽবস্থিতাঃ কেনচিৎ পুঞ্জীক্রিয়ন্তে। তথা চ কৃতমত্র সংহন্ত্রা চেতনেনেতি ভাবঃ। "অনাদৌ" ইতি পরম্পরাশ্রয়ন্নিবর্ত্তয়তি। তদেতদ্বিকল্প্য দূষয়তি—"তদাপি সংঘাতাৎ" ইতি। স খলু সংঘাতসন্ততিবর্ত্তী ধর্ম্মাধর্ম্মাহ্বয়ঃ সংস্কারসন্তানো যথাযথং সুখদুঃখে জনয়ন্নাগন্তুকং কঞ্চনানাসাদ্য স্বত এব জনয়েৎ, আসাদ্য বা। অনাসাদ্য জননে সদৈব সুখদুঃখে জনয়েৎ। সমর্থস্যানপেক্ষস্য ক্ষেপাযোগাৎ। আসাদ্য জননে, তদাসাদনকারণং প্রেক্ষাবানভ্যুপেয়ঃ। তথা চ ন প্রত্যয়োপনিবন্ধনঃ প্রতীত্যসমুৎপাদঃ। তস্মাদনেনাগন্তুকানপেক্ষস্য সংঘাতসন্তানস্যৈব সদৃশজননে বিসদৃশজননে বা স্বভাব আস্থেয়ঃ। তথা চ ভাষ্যোক্তং দূষণমিতি।

কারণ (উৎপাদক) হইতে পারে? সংসার অনাদি, সঙ্ঘাতও বীজাঙ্কুরের ন্যায় অনাদিপ্রবাহভুক্ত। একটী সংঘাতের অব্যবহিত পরেই আর একটী সংঘাত জন্মে, অবিদ্যাদিও সেই অবিচ্ছিন্ন সংঘাতপ্রবাহের আশ্রয়ে স্বরূপলাভ করে, এরূপ বলিলেও তোমাদিগকে বলিতে হইবে, প্রত্যুত্তর দিতে হইবে যে, সংঘাতের পর যে-সংঘাত জন্মিবে, সে সঙ্ঘাত কি পূর্ব্বসংঘাতের তুল্য? না অতুল্য? এ বিষয়ে কি কোন নিয়ম আছে? না অনিয়মে তুল্য অতুল্য উভয়বিধ সংঘাতই জন্মে? এ বিষয়ে নিয়ম অস্বীকার করিলে মানিতে হইবেক যে মনুষ্য পুদ্গলের (পুদ্গল = জীব) কখনও দেবযোনি, তির্য্যক্‌যোনি বা নরকপ্রাপ্তি হয় না। অনিয়ম স্বীকার করিলেও মানিতে হইবেক যে, মনুষ্য পুদ্গল ক্ষণপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই হস্তী বা দেবতা হইয়া পুনর্ব্বার মনুষ্য হইতে পারে। অতএব, নিয়ম অনিয়ম উভয়ের কিছুই মানিতে পারিবে না, মানিলে মতভঙ্গ দোষ হইবেক। (তোমরা মনুষ্যের যোন্যন্তর প্রাপ্তিও মান, আবার প্রতিক্ষণে নূতন শরীর হইলেও মানুষ মানুষই থাকে, দেবতাদি হয় না, ইহাও মান।)

অপি চ, যদ্ভোগার্থঃ সংঘাতঃ স্যাৎ, স জীবো নাস্তি স্থিরো ভোক্তেতি তবাভ্যুপগমঃ। ততশ্চ ভোগো ভোগার্থ এব, স নান্যেন প্রার্থনীয়ঃ। তথা মোক্ষো মোক্ষার্থ এবেতি মুমুক্ষুণা নান্যেন ভবিতব্যম্। অন্যেন চেৎ প্রার্থ্যেতোভয়ং, ভোগমোক্ষকালাবস্থায়িনা তেন ভবিতব্যম্। অবস্থায়িত্বে ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমবিরোধঃ। তস্মাদিতরেতরোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বমবিদ্যাদীনাং যদি ভবেৎ, ভবতু নাম, ন তু সংঘাতঃ সিধ্যেৎ ভোক্ত্রভাবাদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২।২।১৯ ॥

উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ ॥ ২।২।২০ ॥ *

উক্তমেতৎ—অবিদ্যাদীনামুৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বান্ন সংঘাত-

"অপি চ যদ্ভোগার্থঃ সংঘাতঃ স্যাৎ" ইতি। অপ্রাপ্তভোগো হি ভোগার্থী ভোগমাপ্তুকামস্তৎসাধনে প্রবর্ত্তত ইতি প্রত্যাত্মসিদ্ধম্। সেয়ং প্রবৃত্তির্ভোগাদনস্মিন্ স্থিরে ভোক্তরি ভোগ-তৎসাধনসময়ব্যাপিনি কল্পতে, নাস্থিরে, ন চ ভোগাদনন্যস্মিন্। ন হি ভোগো ভোগায় কল্পতে, নাপ্যন্যো ভোগায়াঽন্যস্য। এবং মোক্ষেঽপি দ্রষ্টব্যম্। তত্র বুভুক্ষুমুমুক্ষু চেৎ স্থিরাবাস্থীয়েয়াতাং, তদাঽভ্যুপেতহানম্, অস্থৈর্য্যে বা অপ্রবৃত্তিপ্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ। "ন তু সংঘাতঃ সিধ্যেৎ, ভোক্ত্রভাবাৎ" ইতি। ভোক্ত্রভাবেন প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ কর্ত্রভাবঃ। ততঃ কর্ম্মাভাবাৎ সংঘাতাসিদ্ধিরিত্যর্থঃ ॥ ২।২।১৯ ॥

পূর্ব্বসূত্রেণ সঙ্গতিমস্যাহ—"উক্তমেতৎ" ইতি। হেতূপনিবন্ধনং প্রতীত্যসমুৎ-

[অপিচ…বিরোধঃ] আরও দেখ, যাহার ভোগের নিমিত্ত সংঘাত (দেহাদি) হয়, সেই ভোক্তা জীব তোমাদের মতে অস্থির (ক্ষণস্থায়ী)। ভোক্তা যদি ক্ষণিক পদার্থই হয়, তাহা হইলে ভোগ মোক্ষ-ব্যবহার বিলুপ্ত হওয়া উচিত। ভোগ ভোগেরই প্রার্থনীয়, অন্যের অপ্রার্থনীয়। মোক্ষ মোক্ষেরই প্রার্থনীয়, অপরের অপ্রার্থনীয় হইয়া পড়ে। এরূপ অন্যপ্রার্থনীয় পক্ষেও সে সকলকে সেই সেই কালে থাকা আবশ্যক হয়, না থাকিলে প্রার্থনাই ঘটে না, অথচ থাকিলে ক্ষণিকবাদ ভঙ্গ হয়। (যে যাহা ইচ্ছা করে, সে যদি তত্তৎকালে না থাকে, তাহা হইলে তাহার সে ইচ্ছা ব্যর্থ ইচ্ছা)। [তস্মা…প্রায়ঃ] উপসংহারে বক্তব্য এই যে, অবিদ্যাদি পরস্পর পরস্পরের উৎপাদক হয় হউক, কিন্তু প্রদর্শিত কারণে তদ্দ্বারা সংঘাত হওয়া একেবারেই অসিদ্ধ ॥ ২।২।১৯ ॥

অবিদ্যাদি পরস্পর পরস্পরের উৎপত্তিরই কারণ, কিন্তু সংঘাত রচনার কারণ নহে,

* দ্বিবিধো হি কার্য্যসমুৎপাদঃ সুগতসম্মতঃ। হেত্বধীনঃ কারণসমুদায়াধীনশ্চেতি। তত্রাঽবিদ্যাতঃ সংস্কারস্ততো বিজ্ঞানমিত্যেবংরূপঃ প্রথমঃ। পৃথিব্যাদিসমুদায়াৎ দ্বিতীয়ঃ। তত্রাদ্য-

সিদ্ধিরস্তীতি, তদপি তূৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বং ন সম্ভবতীতীদমিদানী-
মুপপাদ্যতে। ক্ষণভঙ্গবাদিনোঽয়মভ্যুপগমঃ—উত্তরস্মিন্ ক্ষণ-
উৎপদ্যমানে পূর্ব্বক্ষণো নিরুধ্যত ইতি। ন চৈবমভ্যুপগচ্ছতা
পূর্ব্বোত্তরয়োঃ ক্ষণয়োর্হেতুফলভাবঃ শক্যতে সম্পাদয়িতুম্।
নিরুধ্যমানস্য নিরুদ্ধস্য বা পূর্ব্বক্ষণস্যাভাবগ্রস্তত্বাদুত্তরক্ষণহেতু-
ত্বানুপপত্তেঃ। অথ ভাবভূতঃ পরিনিষ্পন্নাবস্থঃ পূর্ব্বক্ষণ উত্তর-
ক্ষণস্য হেতুরিত্যভিপ্রায়ঃ, তথাপি নোপপদ্যতে। ভাবভূতস্য
পুনর্ব্ব্যাপারকল্পনায়াং ক্ষণান্তরসম্বন্ধপ্রসঙ্গাৎ।

পাদমভ্যুপেত্য প্রত্যয়োপনিবন্ধনঃ প্রতীত্যসমুৎপাদো দূষিতঃ। সম্প্রতি হেতূপনিবন্ধনমপি তৎ দূষয়তীত্যর্থঃ। দূষণমাহ—"ইদমিদানীম্" ইতি। "নিরুধ্যমানস্য" ইতি। ন তাবদ্বৈশেষিকবন্নিরোধকারণসান্নিধ্যং নিরুধ্যমানতা স্বীক্রিয়তে বৈনাশিকৈঃ অকারণং বিনাশমভ্যুপগচ্ছদ্ভিস্তস্যানিষ্টত্বাৎ। তস্মাদ্বিনাশগ্রস্তত্বমচিরনিরুদ্ধত্বং নিরুধ্যমানত্বং বক্তব্যম্। নিরুদ্ধত্বঞ্চ চিরনিরুদ্ধত্বং বিবক্ষিতম্। তথাচোভয়োরপ্যভাবগ্রস্তত্বাদ্ধেতুত্বানুপপত্তিঃ। শঙ্কতে—"অথ ভাবভূতঃ" ইতি। কারণস্য হি কার্য্যোৎপাদাৎ প্রাক্কালসত্তার্থবতী, ন কার্য্যকালা; তদা কার্য্যস্য সিদ্ধত্বেন তৎসিদ্ধ্যর্থায়াঃ সত্তায়া অনুপযোগাদিতি ভাবঃ। তদেতল্লোকদৃষ্ট্যা দূষয়তি—"ভাবভূতস্য" ইতি। ভূত্বা ব্যাপৃত্য ভাবাঃ প্রায়েণ হি কার্য্যং কুর্ব্বন্তো লোকে দৃশ্যন্তে। তথা চ স্থিরত্বম্। ইতরথা তু লোকবিরোধ ইতি।

এইরূপ প্রত্যুত্তর দেওয়াতে অবিদ্যাদির কারণতা স্বীকার হইয়াছে সত্য; কিন্তু বাস্তব পক্ষ দেখিতে গেলে বৈনাশিক মতে ঐ সকলের কারণতা সিদ্ধ বা সম্ভবপরই হয় না। কেন হয় না, তাহা বলিতেছি। [ক্ষণ...পত্তেঃ] ক্ষণিকবাদীরা বলেন, পরজন্মা ক্ষণ (ক্ষণস্থায়ী বস্তু) জন্মিবামাত্র পূর্ব্বক্ষণ (কারণস্থানীয় পূর্ব্ব বস্তু) ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। যাঁহারা ঐরূপ মানেন, তাঁহারা পূর্ব্বাপর বস্তুদ্বয়ের হেতু-ফলভাব (কারণ-কার্য্যভাব) স্থাপন করিতে পারিবেন না। কেন-না, নাশ হইতেছে অথবা নাশ হইয়াছে, এরূপ পূর্ব্বক্ষণ (বস্তু) অভাবগ্রস্ততা নিবন্ধন উত্তর ক্ষণের অনুৎপাদক হইবে। (না থাকিলে কি কিছু হয়? অভাব কি কিছু জন্মাইতে পারে?)। [অথ...প্রসঙ্গাৎ] যদি এমন অভিপ্রায় হয় যে, পরিনিষ্পন্ন পূর্ব্বক্ষণের (বস্তুর)

মঙ্গীকৃত্য দ্বিতীয়ঃ সংঘাতকর্ত্তৃভাবেন দূষিতঃ। সম্প্রত্যাদ্যং দূষয়তি। উত্তরেষাং সংস্কারাদীনাং উৎপাদে উৎপত্তিকালে পূর্ব্বেষাং অবিদ্যাদীনাং নিরোধাৎ অতীতত্বাৎ ন তেষাং কারণকার্য্যভাব ইতি সূত্রাক্ষরার্থঃ।

পর পর বস্তুর উৎপত্তিসমকালে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থ সকল নিরুদ্ধ অর্থাৎ অতীত হয়, থাকে না, সুতরাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থ (অবিদ্যাদি) পরপর পদার্থ জন্মাইতে অশক্ত হয়।

অথ ভাব এবাস্য ব্যাপার ইত্যভিপ্রায়ঃ, তথাপি নৈবোপপদ্যতে, হেতুস্বভাবানুপরক্তস্য ফলস্যোৎপত্ত্যসম্ভবাৎ। স্বভাবোপরাগাভ্যুপগমে চ হেতুস্বভাবস্য ফলকালাবস্থায়িত্বে সতি ক্ষণভঙ্গাভ্যুপগমত্যাগপ্রসঙ্গঃ। বিনৈব বা স্বভাবোপরাগেণ হেতুফলভাবমভ্যুপগচ্ছতঃ সর্ব্বত্র তৎপ্রাপ্তেরতিপ্রসঙ্গঃ।

অপি চ, উৎপাদনিরোধৌ নাম বস্তুনঃ স্বরূপমেব বা স্যাতাং,

পুনঃ শঙ্কতে—"অথ ভাব এব" ইতি। যথাহুঃ—"ভূতির্যেষাং ক্রিয়া সৈব কারকং সৈব চোচ্যতে" ইতি। ভবত্বেবং ব্যাপারবত্তা, তথাপি ক্ষণিকস্য, ন কারণত্বমিত্যাহ—"তথাপি নৈবোপপদ্যতে" ক্ষণিকস্য কারণভাবঃ। মৃৎসুবর্ণকারণা হি ঘটাদয়শ্চ রুচকাদয়শ্চ মৃৎসুবর্ণাত্মানোঽনুভূয়ন্তে। যদি চ ন কার্য্যসময়ে কারণং সৎ, কথং তেষাং তদাত্মনানুভবঃ। ন চ কারণসাদৃশ্যং কার্য্যস্য ন তু তাদাত্ম্যমিতি বাচ্যম্। অসতি কস্যচিদ্রূপস্যানুগমে সাদৃশ্যস্যাপ্যনুপপত্তেঃ। অনুগমে বা তদেব কারণং। তথা চ তস্য কার্য্যতাদাত্ম্যমিতি সিদ্ধমক্ষণিকত্বমিত্যর্থঃ। সর্ব্বথা বৈলক্ষণ্যে তু হেতুফলভাবস্তন্তুঘটাদাবপি প্রাপ্ত ইত্যতিপ্রসঙ্গ ইত্যাহ—"বিনৈব বা" ইতি। ন চ তদ্ভাবভাবো নিয়ামকস্তস্যৈকস্মিন্ ক্ষণেঽশক্যগ্রহত্বাৎ, সামান্যস্য চাকারণত্বাৎ, কারণত্বে বা ক্ষণিকত্বহানেরস্মৎপক্ষপাতপ্রসঙ্গাচ্চেতি ভাবঃ।

অপি চোৎপাদনিরোধয়োর্ব্বিকল্পত্রয়েঽপি বস্তুনঃ শাশ্বতত্বপ্রসঙ্গ ইত্যাহ—

ভাবাবস্থা থাকিতে থাকিতে তাহা উত্তর ক্ষণের উৎপাদক হয়; বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহাও অযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেক। কারণ এই যে, সেই ভাবভূত ক্ষণের (বস্তুর) তদ্বিধ অন্য ব্যাপার কল্পনা করিতে গেলেই তাহার ক্ষণান্তর-সম্বন্ধ পাওয়া যাইবে। (তাহা হইলে তাহা দ্বিতীয় ক্ষণে থাকিল, সুতরাং ক্ষণভঙ্গবাদ নষ্ট হইল)।

আর যদি এমন অভিপ্রায় হয় যে, ভাব অর্থাৎ উৎপত্তিই তাহার ব্যাপার, তদ্-ব্যতীত অন্য ব্যাপার নাই, তাহা হইলেও পরিত্রাণ নাই। কেন না, যাহা জন্মিবে, তাহা যদি হেতুস্বভাবের অনুপযুক্ত হয়—হেতুর সহিত সম্বদ্ধ না হয়; তাহা হইলে তাহা হইতেই পারিবে না। তাদৃশ ফলের (কার্য্যের) উৎপত্তি নিতান্তই অসম্ভব। উপরাগ বা সম্বন্ধ স্বীকার করিতে গেলেও তাহার স্থায়িত্ব স্বীকার করিতে হইবে, স্থায়িত্ব স্বীকার করিলেই ক্ষণভঙ্গবাদ ত্যাগ করিতে হইবে। কারণের সহিত কার্য্যের উপরাগ বা সম্বন্ধ ব্যতীত কার্য্য জন্মে, এরূপ হইলে অবশ্যই সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র সকল কার্য্য উৎপন্ন হইত। তাহা যখন হয় না, তখন অবশ্যই মানিতে হইবে যে, উপরাগ বা সম্বন্ধ হয়)।

[অপি...মতম্] অন্য কথা এই যে, উৎপত্তি ও নিরোধ, এই দুই পদার্থকে

অবস্থান্তরং বা, বস্ত্বন্তরমেব বা, সর্ব্বথাপি নোপপদ্যতে। যদি তাবদ্বস্তুনঃ স্বরূপমেবোৎপাদনিরোধৌ স্যাতাং, ততো বস্তুশব্দ উৎপাদনিরোধশব্দৌ চ পর্য্যায়াঃ প্রাপ্নুয়ুঃ। অথাস্তি কশ্চিদ্বিশেষ ইতি মন্যেত, উৎপাদনিরোধশব্দাভ্যাং মধ্যবর্ত্তিনো বস্তুন আদ্যন্তাখ্যে অবস্থে অভিলপ্যেতে ইতি, এবমপ্যাদ্যন্তমধ্যক্ষণত্রয়সম্বন্ধিত্বাদ্বস্তুনঃ ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমহানিঃ। অথাত্যন্তব্যতিরিক্তাবেবোৎপাদনিরোধৌ বস্তুনঃ স্যাতাং, অশ্ব-মহিষবৎ। ততো বস্তুৎপাদনিরোধাভ্যামসংস্পৃষ্টমিতি বস্তুনঃ শাশ্বতত্বপ্রসঙ্গঃ। যদি চ দর্শনাদর্শনে বস্তুন উৎপাদনিরোধৌ স্যাতাং, এবমপি দ্রষ্টৃধর্ম্মৌ তৌ, ন বস্তুধর্ম্মাবিতি বস্তুনঃ শাশ্বতত্বপ্রসঙ্গ এব। তস্মাদপ্যসঙ্গতং সৌগতং মতম্ ॥ ২। ২। ২০ ॥

"অপি চোৎপাদনিরোধৌ নাম" ইতি। পর্য্যায়ত্বাপাদনেঽপি নিত্যত্বাপাদনং মন্তব্যম্। বস্তুৎপাদনিরোধাভ্যামসংস্পৃষ্টমিতি বস্তুনঃ শাশ্বতত্বপ্রসঙ্গঃ। সংসর্গেঽপ্যসত্তা সংসর্গানুপপত্তেঃ সত্ত্বাভ্যুপগমে শাশ্বতত্বমিত্যপি দ্রষ্টব্যম্। শেষং নিগদব্যাখ্যাতম্ ॥ ২। ২। ২০ ॥

তোমরা কি বলিবে? উৎপদ্যমান বস্তুর স্বরূপ বলিবে? অবস্থান্তর অথবা বস্ত্বন্তর বলিবে? যাহা বলিবে, তাহাই অনুপপন্ন (যুক্তিবহির্ভূত) হইবে। উৎপত্তি ও নিরোধ বস্তুর স্বরূপ—তাহা বস্তুই, এরূপ হইলেও বস্তু, উৎপাদ ও নিরোধ, এ সকল শব্দ পর্য্যায় ব্যতীত অন্য কিছু হয় না। (এক বস্তুর বহু নাম থাকিলে, সে সকলকে পর্য্যায় বলে। যেমন ঘট, কলশ, কুম্ভ, ইত্যাদি)। কিছু বিশেষ আছে, সে বিশেষ পূর্ব্বাপর অবস্থা অর্থাৎ বস্তুর আদ্যন্ত অবস্থা, তাহা উৎপাদও নিরোধ শব্দে অভিলপিত হয়, এরূপ বলিলেও বস্তুর আদি, অন্ত ও মধ্য, এই তিনক্ষণ থাকে, ইহা মানিতে হয়, মানিলে ক্ষণিকবাদ থাকে না। যদি ঐ দুই পদার্থ অত্যন্ত ভিন্ন হয়, যেমন অশ্ব ও মহিষ অত্যন্ত ভিন্ন, তাহা হইলে উৎপত্তিও নিরোধের সহিত বস্তুর সম্পর্ক থাকে না, সম্পর্ক না থাকায় বস্তুর অবিকারিত্বই নিশ্চিত হয়। উৎপত্তি ও নিরোধশব্দ যদি দর্শনাদর্শনের বোধক হয়, তাহা হইলেও ঐ উভয় দর্শকের ধর্ম্ম, বস্তুর ধর্ম্ম নহে, তাহাতেও বস্তুর চিরাবস্থায়িত্ব সিদ্ধ হয়। এই সকল হেতুতে সৌগত (বৌদ্ধ) মত অসঙ্গত ॥ ২। ২। ২০ ॥

অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যৌগপদ্যমন্যথা ॥ ২ । ২ । ২১ ॥ *

ক্ষণভঙ্গবাদে পূর্ব্বক্ষণো নিরোধগ্রস্তত্বান্নোত্তরস্য ক্ষণস্য হেতুর্ভবতীত্যুক্তম্। অথাসত্যেব হেতৌ ফলোৎপত্তিং ব্রূয়াৎ, ততঃ প্রতিজ্ঞোপরোধঃ স্যাৎ—চতুর্ব্বিধান্ হেতূন্ প্রতীত্য চিত্তচৈত্তা উৎপদ্যন্ত ইতীয়ং প্রতিজ্ঞা হীয়েত। নির্হেতুকায়াং চোৎপত্তাবপ্রতিবন্ধাৎ সর্ব্বং সর্ব্বত্রোৎপদ্যেত।

অথোত্তরক্ষণোৎপত্তিং যাবদবতিষ্ঠতে পূর্ব্বক্ষণ ইতি ব্রূয়াৎ, ততো যৌগপদ্যং হেতুফলয়োঃ স্যাৎ। তথাপি প্রতিজ্ঞোপরোধ

নীলাভাসস্য হি চিত্তস্য নীলাদালম্বনপ্রত্যয়ান্নীলাকারতা, সমনন্তরপ্রত্যয়াৎ পূর্ব্ববিজ্ঞানাদ্ বোধরূপতা, চক্ষুষোঽধিপতিপ্রত্যয়াদ্রূপগ্রহণপ্রতিনিয়মঃ, আলোকাৎ সহকারিপ্রত্যয়াদ্ধেতোঃ স্পষ্টার্থতা। এবং সুখাদীনামপি চৈত্তানাং চিত্তাভিন্নহেতুজানাং চত্বার্যেতান্যেব কারণানি। সেয়ং প্রতিজ্ঞা চতুর্ব্বিধান হেতূন্ প্রতীত্য চিত্তচৈত্তা উৎপদ্যন্ত ইত্যভাবকারণত্ব উপরুধ্যেত।

বলা হইল যে, ক্ষণভঙ্গবাদে পূর্ব্বক্ষণ (পূর্ব্ববস্তু) অভাবগ্রস্ত হয়, তৎকারণে তাহা তদুত্তর ক্ষণের (বস্তুর) কারণ হয় না। যদি তাঁহারা এমন বলেন যে, কারণ না থাকিলেও কার্য্যোৎপত্তি হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা পায় না। তাঁহাদের "চতুঃপ্রকার হেতু হইতে চিত্ত ও চৈত্ত জন্মে" এই প্রতিজ্ঞা নষ্ট হইবে। [নির্হেতুকায়াং...রুধ্যেত] অপিচ, আকস্মিক উৎপত্তিপক্ষে কোন প্রকার প্রতিবন্ধক না থাকায় সমস্ত হইতেই সমস্ত জন্মিতে পারে। (তাহা জন্মে না, প্রত্যুত উৎপত্তিকে নিয়মিত কারণ অপেক্ষা করিতে দেখা যায়)।

যদি তাঁহারা এমন কথা বলেন যে, পূর্ব্বক্ষণ (বস্তু) উত্তর ক্ষণের উৎপত্তি পর্য্যন্ত অবস্থান করে, তাহা হইলেও তাহাদিগকে কারণের ও কার্য্যের যৌগপদ্য

---

* অসতি—কার্য্যোৎপত্তিকালে কারণভূতে পূর্ব্বক্ষণে অবিদ্যমানে সতি প্রতিজ্ঞোপরোধস্তেষাং প্রতিজ্ঞাহানিঃ নির্হেতুককার্য্যোৎপত্তিতয়া স্যাৎ। প্রতিজ্ঞা চ তেষাং "চতুর্বিধান্ হেতূন্ প্রতীত্য চিত্তচৈত্তা উৎপদ্যন্তে" ইতি। অন্যথা কার্য্যোৎপত্তিকালে কারণভূতস্য পূর্ব্বক্ষণস্যাবস্থানে যৌগপদ্যং কারণস্য কার্য্যসহভাবিত্বং স্যাদিতি শেষঃ। অত্রাপি "ক্ষণিকাঃ সর্ব্বে ভাবাঃ" ইতি প্রতিজ্ঞায়া হানিঃ।

উৎপত্তিকালে কারণ বস্তু না থাকিলেও কার্য্য জন্মে বলিতে গেলে, বৈনাশিকের "চার প্রকার কারণে চিত্তচৈত্ত জন্মে" এই প্রতিজ্ঞা থাকে না। কারণ বস্তু থাকে বলিলেও "সমস্তই ক্ষণিক—এক ক্ষণের অধিক থাকে না" এ প্রতিজ্ঞা নষ্ট হয়। হেতু এই যে, থাকা পক্ষে কার্য্যকারণের যৌগপদ্য (সহাবস্থান) মানিতে হয়, তাহা মানিলেই অধিকক্ষণ থাকা মানা হয়।

এব স্যাৎ—ক্ষণিকাঃ সর্ব্বে সংস্কারা ইতীয়ং প্রতিজ্ঞোপরুধ্যেত ॥ ২ । ২ । ২১ ॥

প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ ॥২।২।২২॥*

অপিচ, বৈনাশিকাঃ কল্পয়ন্তি—"বুদ্ধিবোধ্যং ত্রয়াদন্যৎ সংস্কৃতং ক্ষণিকঞ্চ" ইতি। তদপি চ ত্রয়ং প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধাবাকাশঞ্চেত্যাচক্ষতে। ত্রয়মপি চৈতদবস্তুভাবমাত্রং নিরুপাখ্যমিতি মন্যন্তে। বুদ্ধিপূর্ব্বকঃ কিল বিনাশো ভাবানাং প্রতিসংখ্যানিরোধো নাম ভাষ্যতে, তদ্বিপরীতোঽপ্রতিসংখ্যানিরোধঃ, আবরণাভাবমাত্রমাকাশমিতি। তেষামাকাশং পরস্তাৎ প্রত্যাখ্যাস্যতি, নিরোধদ্বয়মিদানীং প্রত্যাচষ্টে। প্রতি-

"অথোত্তরক্ষণোৎপত্তিং যাবদবতিষ্ঠতে" ইতি। উৎপত্তিরুৎপদ্যমানাত্তাবাদভিন্না। তথা চ ক্ষণিকত্বহানিরিতি প্রতিজ্ঞাহানিঃ ॥ ২ । ২ । ২১ ॥

ভাবপ্রতীপা সংখ্যা বুদ্ধিঃ প্রতিসংখ্যা, তয়া নিরোধঃ প্রতিসংখ্যানিরোধঃ। সন্তমিমমসন্তং করোমীত্যেবমাকারতা চ বুদ্ধের্ভাবপ্রতীপত্বম্। এতেনাপ্রতিসংখ্যানিরোধোঽপি ব্যাখ্যাতঃ।

(সমকালাবস্থায়িত্ব) মানিতে হইবেক। এ পক্ষেও প্রতিজ্ঞাহানি দোষ আছে। কেননা, তাঁহারা বলিয়া থাকেন, সমুদায় ভাব—সমুদায় সংস্কার ক্ষণিক অর্থাৎ ক্ষণকালস্থায়ী। ২ । ২ । ২১ ॥

বৈনাশিকেরা কল্পনা করেন যে, তিনটী ব্যতীত আর সমস্তই সংস্কৃত অর্থাৎ উৎপাদ্য, ক্ষণিক (ক্ষণকালস্থায়ী) ও বুদ্ধিবোধ্য (প্রমেয় অর্থাৎ বুদ্ধিপ্রকাশ্য)। সে তিনটী এই—প্রতিসংখ্যানিরোধ, অপ্রতিসংখ্যানিরোধ ও আকাশ। † এই তিনটীকে তাঁহারা স্বরূপশূন্য, তুচ্ছ ও অভাবমাত্র বিবেচনা করেন। বুদ্ধিপূর্ব্বক (ইহা নষ্ট করি এইরূপে) বিনাশের নাম প্রতিসংখ্যানিরোধ, অবুদ্ধিপূর্ব্বক বিনাশের নাম অপ্রতিসংখ্যানিরোধ এবং আবরণাভাবের নাম আকাশ। তিনের মধ্যে আকাশের প্রতিবাদ করা হইতেছে। [প্রতি…অবিচ্ছেদাৎ]

* অবিচ্ছেদাৎ তন্মতে সন্তানস্ত বিচ্ছেদাসম্ভবাৎ প্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রতিসংখ্যানিরোধয়োরপ্রাপ্তিরসম্ভব এব স্যাদিতি সূত্রার্থঃ।—পরপর সংলগ্ন কারণ-কার্য্য-ধারার বিচ্ছেদ হয় না, এ জন্ত সৌগত মতে প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধ উভয়ই অসম্ভব হয়। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

† নিরোধ=অভাব বা না থাকা। ইহারই অন্ত নাম বিনাশ। কতক বস্তু জ্ঞানপূর্ব্বক নিরুদ্ধ বা বিনষ্ট হয়, কতক আপনা আপনি নিরুদ্ধ হয়। ভাব এই যে, কতক "বিনষ্ট করি" এতদ্রূপ বুদ্ধির পরে বোদ্ধার ব্যাপারে বিনষ্ট হয়, কতক বা স্বতঃ বিনষ্ট হয়। আকাশও নিরোধমধ্যে গণ্য। (নিরোধ=না থাকা)। আকাশ নিত্যনিরুদ্ধ—চিরকাল অভাবগ্রস্ত।

সংখ্যাপ্রতিসংখ্যানিরোধয়োরপ্রাপ্তিরসম্ভব ইত্যর্থঃ। কস্মাৎ? অবিচ্ছেদাৎ।

এতৌ হি প্রতিসংখ্যাপ্রতিসংখ্যানিরোধৌ সন্তানগোচরৌ বা স্যাতাং, ভাবগোচরৌ বা? ন তাবৎ সন্তানগোচরৌ সম্ভবতঃ, সর্ব্বেষ্বপি সন্তানেষু সন্তানিনামবিচ্ছিন্নেন হেতুফলভাবেন সন্তান-বিচ্ছেদস্যাসম্ভবাৎ। নাপি ভাবগোচরৌ সম্ভবতঃ। ন হি ভাবানাং

সন্তানগোচরো বা বিরোধঃ সন্তানিক্ষণগোচরো বা? ন তাবৎ সন্তানস্য নিরোধঃ সম্ভবতি। হেতুফলভাবেন হি ব্যবস্থিতাঃ সন্তানিন এবোদয়ব্যয়ধর্ম্মাণঃ সন্তানঃ। তত্র যোঽসাবন্ত্যঃ সন্তানী, যন্নিরোধাৎ সন্তানোচ্ছেদেন ভবিতব্যং, স কিং ফলং কিঞ্চিদারভতে ন বা। আরভতে চেৎ, নান্ত্যঃ। তথা চ ন সন্তানোচ্ছেদঃ। অনারম্ভে তু ভবেদন্ত্যঃ সঃ, কিন্তু স্যাদসন্, অর্থক্রিয়াকারিতায়াঃ সত্তালক্ষণস্য বিরহাৎ। তদসত্ত্বে তজ্জনকমপ্যসজ্জনকত্বেনাসদিত্যনেন ক্রমেণাসত্ত্বঃ সর্ব্বএব সন্তানিন ইতি তৎসন্তানো নিতরামসন্নিতি কস্য প্রতিসংখ্যয়া নিরোধঃ। ন চ সভাগানাং সন্তানিনাং হেতুফলভাবঃ সন্তানস্তস্য বিসভাগোৎপাদো নিরোধঃ। বিসভাগোৎপাদক এব চ ক্ষণঃ সন্তানস্যান্ত্যঃ। তথা সতি রূপবিজ্ঞানপ্রবাহে রসাদিবিজ্ঞানোৎপত্তৌ সন্তানোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। কথঞ্চিৎ সারূপ্যে বা বিসভাগেঽপ্যন্ততঃ সত্তয়া তদস্তীতি ন সন্তানোচ্ছেদঃ। তদনেনাভিসন্ধিনাহ—"সর্ব্বেষ্বপি সন্তানেষু সন্তানিনামবিচ্ছিন্নেন হেতুফলভাবেন সন্তানবিচ্ছেদস্যাসম্ভবাৎ" ইতি। নাপি ভাব-গোচরৌ সম্ভবতঃ প্রতিসংখ্যাপ্রতিসংখ্যানিরোধৌ। অত্র তাবদুৎপন্নমাত্রাপ্রবৃত্তস্য ভাবস্য ন প্রতিসংখ্যানিরোধঃ সম্ভবতি, তস্য পুরুষপ্রযত্নাপেক্ষাভাবাদিত্যস্ত্যেব দূষণং, তথাপি দোষান্তরমুভয়স্মিন্নপি নিরোধে ব্রূতে—"ন হি ভাবানাম্" ইতি। যতো নিরন্বয়ো বিনাশো ন সম্ভবত্যতো নিরুপাখ্যোঽপি ন সম্ভবতি। তেনৈবান্বয়িনা

বৈনাশিক যে, প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধের কথা বলেন, তাহা অসম্ভব। হেতু এই যে, তন্মতে প্রবাহের বিচ্ছেদ নাই।

[এতৌ...হ্যুপপত্তিঃ] বল দেখি, প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধ কাহার? সন্তানের না সন্তানীর? * সন্তানের নিরোধ অসম্ভব। কেন-না, সন্তানীসকল সন্তানমধ্যে পরস্পর কারণকার্য্যরূপে অনুস্যূত থাকে, সুতরাং সন্তানের বিচ্ছেদ (নিরোধ বা বিরাম) অসম্ভব হয়। সন্তানীর নিরোধও অসম্ভব হয়। তৎপ্রতি হেতু এই যে, কোনও ভাবের (পদার্থের) নিরন্বয় ও

* সন্তান—প্রবাহ। সন্তানী—প্রবাহান্তর্গত পদার্থ। ইহার অন্য নাম ভাব ও বস্তু। যেমন তরঙ্গ ও জল, স্রোতঃ ও জল। একটী তরঙ্গ অন্য তরঙ্গ জন্মাইয়া নষ্ট হয়, সেটী আবার অন্য তরঙ্গ (ঢেউ) জন্মাইয়া নষ্ট হয়। এইরূপ, একটী ভাব অন্য ভাব জন্মাইয়া নষ্ট হয় এবং সেটী নষ্ট না হইতে তাহা হইতে অন্য একটী জন্মে। এইরূপে চিরকাল জন্ম-বিনাশের স্রোত বহিতেছে। অবিদ্যা সংস্কার জন্মাইয়া মরে, সংস্কার বিজ্ঞান জন্মাইয়া মরে, সুতরাং সে গুলিও কারণ-কার্য্যের স্রোত বলিয়া গণ্য।

নিরন্বয়ো নিরুপাখ্যো বিনাশঃ সম্ভবতি, সর্ব্বাস্বপ্যবস্থাসু প্রত্যভিজ্ঞানবলেনান্বয্যবিচ্ছেদদর্শনাৎ। অস্পষ্টপ্রত্যভিজ্ঞানাস্বপ্যবস্থাসু কচিৎ দৃষ্টেনান্বয্যবিচ্ছেদেনান্যত্রাপি তদনুমানাৎ। তস্মাৎ পরপরিকল্পিতস্য নিরোধদ্বয়স্যানুপপত্তিঃ ॥ ২। ২। ২২ ॥

উভয়থা চ দোষাৎ ॥ ২। ২। ২৩ ॥ *

যোঽয়মবিদ্যাদিনিরোধঃ প্রতিসংখ্যাপ্রতিসংখ্যানিরোধান্তঃপাতী পরপরিকল্পিতঃ, স সম্যগ্‌জ্ঞানাদ্বা সপরিকরাৎ স্যাৎ ?

রূপেণ ভাবস্য নষ্টস্যাপ্যুপাখ্যেয়ত্বাৎ। নিরন্বয়বিনাশাভাবে হেতুমাহ—"সর্ব্বাস্বপ্যবস্থাসু" ইতি। যদ্‌যদন্বয়িরূপং তত্তৎপরমার্থসদ্ভাবঃ। অবস্থাস্ত বিশেষাখ্যা উপজনাপায়ধর্ম্মাণস্তাসাং সর্ব্বাসামনির্ব্বচনীয়তয়া স্বতো ন পরমার্থসত্ত্বম্, অন্বয্যেব তু রূপং তাসাং তত্ত্বং, তস্য চ সর্ব্বত্র প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বান্ন বিনাশ ইত্যবস্থাবতোঽবিনাশান্নাবস্থানাং নিরন্বয়ো বিনাশ ইতি তাসাং তত্ত্বস্যান্বয়িনঃ সর্ব্বত্রাবিচ্ছেদাৎ। স্যাদেতৎ। মৃৎপিণ্ডমৃদ্ঘটমৃৎকপালাদিষু সর্ব্বত্র মৃত্তত্ত্বপ্রত্যভিজ্ঞানাদ্ভবত্বেবম্, তপ্তোপলতল-পতিতনষ্টস্য তু উদবিন্দোঃ কিমস্তি রূপমন্বয়ি প্রত্যভিজ্ঞায়মানং, যেনাস্য ন নিরন্বয়ো নাশঃ স্যাদিত্যত আহ—"অস্পষ্টপ্রত্যভিজ্ঞানাস্বপি" ইতি। অত্রাপি তত্তোয়ং তেজসা মার্ত্তণ্ডমণ্ডলমম্বুদত্বায় নীয়ত ইত্যনুমেয়ং, মৃদাদীনামন্বয়িনামবিচ্ছেদদর্শনাৎ। শক্যং হত্র বক্তুম্—

"উদবিন্দৌ চ সিন্ধৌ চ তোয়ভাবো ন ভিদ্যতে।
বিনষ্টেঽপি ততো বিন্দাবস্তি তস্যান্বয়োঽম্বুধৌ ॥"
তস্মান্ন কশ্চিদপি নিরন্বয়ো নাশ ইতি সিদ্ধম্ ॥ ২। ২। ২২ ॥

নিরুপাখ্য বিনাশ হয় না। এ কথা এই জন্য বলি, বস্তু যে-কোন অবস্থা প্রাপ্ত হউক, প্রত্যভিজ্ঞা বলে তাহার অবিচ্ছেদই দেখা যায়। (অমুক বস্তু এখন এইরূপ হইয়াছে, এই প্রত্যভিজ্ঞা-জ্ঞান তত্ত্বস্তুর নিরন্বয় বিনাশ না হওয়ার সাক্ষ্য দিতে সমর্থ)। কোন কোন অবস্থায় স্পষ্ট প্রত্যভিজ্ঞা হয় না সত্য, না হইলেও ক্বচিদ্দৃষ্ট অন্বয়ের বিচ্ছেদাভাব বলে তত্ত্বস্তুর অন্বয় বা অবিচ্ছেদ অনুমিত হইতে পারে। এইরূপে সুগতকল্পিত দ্বিপ্রকার নিরোধ (বিনাশ) অযুক্ত অর্থাৎ যুক্তিবহির্ভূত ॥ ২। ৩। ২২ ॥

অবশ্যই বৌদ্ধ বলিবেন, অবিদ্যাদির নিরোধে (অভাবে) মোক্ষ। অবিদ্যাদির নিরোধ উক্ত নিরোধদ্বয়ের অন্তঃপাতী। যদি তাহাই হয়, তবে তদ্বিষয়ে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, অবিদ্যাদির নিরোধ কি সসহায় (যমনিয়মাদি অঙ্গের সহিত) সম্যক্‌জ্ঞানের দ্বারা হয় ? না আপনা আপনি হয় ? যদি সসহায়

* উভয়থাপি দোষপ্রসঙ্গাদসমঞ্জসমেব তদ্দর্শনমিতি।—অবিদ্যাদির প্রতিসংখ্যানিরোধ পক্ষেও দোষ, অপ্রতিসংখ্যানিরোধ পক্ষেও দোষ, সুতরাং সৌগত মত সমঞ্জস (সাধু) নহে।

স্বয়মেব বা? পূর্ব্বস্মিন্ বিকল্পে নির্হেতুকবিনাশাভ্যুপগমহানি-প্রসঙ্গঃ। উত্তরস্মিংস্তু মার্গোপদেশানর্থক্যপ্রসঙ্গঃ। এবমুভয়থাপি দোষপ্রসঙ্গাদসমঞ্জসমিদং দর্শনম্ ॥ ২। ২। ২৩ ॥

আকাশে চাবিশেষাৎ ॥ ২। ২। ২৪ ॥ *

যচ্চ তেষামেবাভিপ্রেতং নিরোধদ্বয়মাকাশঞ্চ নিরুপাখ্যমিতি। তত্র নিরোধদ্বয়স্য নিরুপাখ্যত্বং পুরস্তান্নিরাকৃতম্। আকাশস্যেদানীং নিরাক্রিয়তে। আকাশে চাযুক্তো নিরুপাখ্যত্বাভ্যুপগমঃ, প্রতিসংখ্যাপ্রতিসংখ্যানিরোধয়োরিব বস্তুত্বপ্রতিপত্তেরবিশেষাৎ। আগমপ্রামাণ্যাৎ তাবৎ "আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্য আকাশস্য চ বস্তুত্বপ্রসিদ্ধিঃ। বেদাপ্রামাণ্যে

পরিকরঃ সামগ্রী—সম্যগ্‌জ্ঞানস্য যমনিয়মাদিঃ শ্রবণমননাদিশ্চ। মার্গাঃ ক্ষণিকনৈরাত্ম্যাদিভাবনাঃ, অতিরোহিতমন্যৎ॥ ২। ২। ২৩ ॥

এতদ্ব্যাচষ্টে—"যচ্চ তেষাং" ইতি। "বেদপ্রামাণ্যে বিপ্রতিপন্নানপি প্রতি শব্দগুণানুমেয়ত্বমাকাশস্য বক্তব্যম্।" তথাহি জাতিমত্ত্বেন সামান্যবিশেষসমবায়েভ্যো বিভক্তস্য শব্দস্যাস্পর্শত্বে সতি বাহ্যৈকেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বেন গন্ধাদিবদ্‌গুণত্বমনুমিতম্। ন চায়মাত্মগুণঃ বাহ্যেন্দ্রিয়গোচরত্বাৎ। অতএব ন মনোগুণঃ, তদ্‌গুণানামপ্রত্যক্ষত্বাৎ। ন পৃথিব্যাদিগুণঃ, তদ্‌গুণগন্ধাদিসাহচর্য্যানুপলব্ধেঃ।

সম্যক্‌জ্ঞানে হয় বলেন, তাহা হইলে "সমুদায় পদার্থই স্বভাবতঃ ক্ষণবিনাশী" এ প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিতে হইবেক। যদি বলেন, আপনা আপনি হয়, তাহা হইলেও অবিদ্যাদি নিরোধের উপদেশ করা নিরর্থ হইবেক। যেহেতু উভয়পক্ষেই দোষ, সেই হেতু তদ্দর্শন সমঞ্জস নহে॥ ২। ২। ২৩ ॥

বৈনাশিকগণের অভিপ্রায় এই যে, দুইপ্রকার নিরোধ (বিনাশ বা অভাব) ও আকাশ, এই তিনটী নিরুপাখ্য অর্থাৎ তুচ্ছ (অবস্তু বা কিছুই নহে)। তন্মধ্যে পূর্ব্বসূত্রের দ্বারা নিরোধদ্বয়ের নিরুপাখ্যতা নিরস্ত হইয়াছে, সম্প্রতি আকাশেরও নিরুপাখ্যতা বা অবস্তুতা নিরাকৃত হইবে। [আকাশে...দর্শনাৎ] আকাশের অবস্তুতা স্বীকার ন্যায্য নহে। যেমন প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধ বস্তু বলিয়া প্রতীত ও গণ্য হয়, তদ্রূপ, আকাশও বস্তু বলিয়া প্রতীত ও গণ্য হয়। সর্ব্বদোষবিনির্মুক্ত শাস্ত্রই প্রধান প্রমাণ; সুতরাং "পরমাত্মা হইতে আকাশ জন্মিয়াছে" এই শাস্ত্রের দ্বারা আকাশের বস্তুত্ব সিদ্ধ হয়।

---

* আকাশে চ আকাশেঽপি বস্তুত্বপ্রতিপত্তেরবিশেষাদভাবমাত্রত্বাভ্যুপগমোঽযুক্ত এব।

বৌদ্ধ যে আকাশকে অভাবরূপী অবস্তু বলেন, তাহাও ন্যায্য নহে। কেন-না, নিরোধদ্বয়ের ন্যায় আকাশেরও বস্তুত্বসিদ্ধি হয়।

বিপ্রতিপন্নানপি প্রতি শব্দগুণানুমেয়ত্বমাকাশস্য বক্তব্যং, গন্ধাদীনাং গুণানাং পৃথিব্যাদিবস্ত্বাশ্রয়ত্বদর্শনাৎ।

অপি চ, আবরণাভাবমাকাশমিচ্ছতস্তবৈকস্মিন্ সুপর্ণ উৎপতত্যাবরণস্য বিদ্যমানত্বাৎ সুপর্ণান্তরস্যোৎপিৎসতোঽনবকাশত্বপ্রসঙ্গঃ যত্রাবরণাভাবস্তত্র পতিষ্যতীতি চেৎ, যেনাবরণাভাবো বিশিষ্যতে, তত্তর্হি বস্তুভূতমেবাকাশং স্যান্নাবরণাভাবমাত্রম্। অপি চাবরণাভাবমাত্রমাকাশং মন্যমানস্য সৌগতস্য স্বাভ্যুপগমবিরোধঃ প্রসজ্যেত। সৌগতে হি সময়ে 'পৃথিবী ভগবন্ কিংসন্নিঃশ্রয়া' ইত্যস্মিন্ প্রশ্নপ্রতিবচনপ্রবাহে পৃথিব্যাদীনামন্তে 'বায়ুঃ কিংসন্নিঃশ্রয়ঃ' ইত্যস্য প্রশ্নস্য প্রতিবচনং ভবতি 'বায়ুরাকাশসন্নিঃশ্রয়ঃ' ইতি। তদাকাশস্য বস্তুত্বেন সমঞ্জসং স্যাৎ। তস্মাদপ্যযুক্তমাকাশস্যাবস্তুত্বম্। অপি চ, নিরোধদ্বয়মাকাশঞ্চ ত্রয়মপ্যেত-

তস্মাদ্‌গুণো ভূত্বা গন্ধাদিবদসাধারণেন্দ্রিয়গ্রাহ্যো যদ্ দ্রব্যমনুমাপয়তি, তদাকাশং পঞ্চমং ভূতং বস্তিতি।

"অপি চাবরণাভাবমাকাশমিচ্ছতঃ" ইতি। নিষেধ্যনিষেধাধিকরণনিরূপণাধীন-

যাঁহারা শাস্ত্রের প্রামাণ্য না মানেন, তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে, আকাশ অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ। শব্দগুণের দ্বারা আকাশের অস্তিত্ব ও বস্তুত্ব অনুমিত হইবেক। পৃথিব্যাদি যেমন গন্ধাদি গুণের আশ্রয়, আকাশও তেমনি শব্দ গুণের আশ্রয়। [অপিচ...মাত্রম্] বৈনাশিক আবরণাভাবকে আকাশ বলিতে ইচ্ছা করেন, সেই জন্য তাঁহাদের মতে একটী পক্ষীর উড্ডয়নকালে অন্যপক্ষীর উড্ডয়ন অসম্ভব হয়। একটী পক্ষী উড্ডীন হইলেই আবরণ থাকা হইল, আবরণাভাব হইল না। বৌদ্ধ বলিবেন যে, যে স্থানে আবরণাভাব, সেই স্থানে অন্য পক্ষীর উড্ডয়ন, এরূপ হইবার বাধা কি? আমরা এতদুত্তরে বলিতে পারি, যেহেতু আবরণাভাবের বিশেষ হয়, সেই হেতু আকাশ আবরণাভাব নহে; প্রত্যুত তাহা এক-প্রকার বস্তুই।

[অপিচ......বস্তুত্বম্] অন্য কথা এই যে, আকাশকে আবরণাভাব বলায় সৌগতদিগকে স্বমতবিরোধ দোষ স্বীকার করিতে হয়। সৌগত (সৌগত—বুদ্ধমতাবলম্বী) দিগের শাস্ত্রে যে, "হে ভগবন্, পৃথিবী কিমাশ্রিত?" ইত্যাদিপ্রকার প্রশ্নোত্তর আছে। সেই প্রশ্নোত্তরপ্রবাহের শেষে "বায়ু কিমাশ্রিত?" এতদ্রূপ প্রশ্ন ও "বায়ু আকাশাশ্রিত" এইরূপ প্রত্যুত্তর দৃষ্ট হয়। এ প্রত্যুত্তর আকাশের বস্তুতা ব্যতিরেকে সঙ্গত হয় না।। কাযেই বলিতে হয়, মানিতে হয় যে, আকাশ অবস্তু নহে; কিন্তু বস্তু। [অপিচ...

নিরুপাখ্যমবস্তু নিত্যঞ্চেতি বিপ্রতিষিদ্ধম্। ন হ্যবস্তুনো নিত্যত্বমনিত্যত্বং বা সম্ভবতি, বস্ত্বাশ্রয়ত্বাৎ ধর্ম্মধর্ম্মিব্যবহারস্য। ধর্ম্মধর্ম্মিভাবে হি ঘটাদিবদ্বস্তুত্বমেব স্যান্ন নিরুপাখ্যত্বম্ ॥২।২।২৪॥

অনুস্মৃতেশ্চ ॥ ২ । ২ । ২৫ ॥ *

অপি চ, বৈনাশিকঃ সর্ব্বস্য বস্তুনঃ ক্ষণিকতামভ্যুপয়ন্ উপলব্ধেরপি ক্ষণিকতামভ্যুপেয়াৎ। ন চ সা সম্ভবতি, অনুস্মৃতেঃ। অনুভবমুপলব্ধিমনূৎপদ্যমানং স্মরণমেবানুস্মৃতিঃ, সা চোপলব্ধ্যেককর্ত্তৃকা সতী সম্ভবতি, পুরুষান্তরোপলব্ধিবিষয়ে পুরুষান্তরস্য স্মৃত্যদর্শনাৎ। কথং হ্যহমদোঽদ্রাক্ষমিদং পশ্যামীতি চ পূর্ব্বোত্তরদর্শিন্যেকস্মিন্নসতি প্রত্যয়ঃ স্যাৎ।

নিরূপণো নিষেধো নাসত্যধিকরণনিরূপণে শক্যো নিরূপয়িতুম্। তচ্চাবরণাভাবাধিকরণমাকাশং বস্ত্বিতি। অতিরোহিতার্থমন্যৎ ॥ ২। ২। ২৪ ॥

বিভজতে—"অপি চ বৈনাশিকঃ সর্ব্বস্য বস্তুনঃ" ইতি। যস্তু সত্যপ্যেতস্মিন্ উপলব্ধ্স্মর্ত্রোরন্যত্বেঽপি সমানায়াং সন্ততৌ কার্য্যকারণভাবাৎ স্মৃতিরুপপৎস্যত ইতি মন্যমানো ন পরিতুষ্যতি, তং প্রতি প্রত্যভিজ্ঞাসমাজ্ঞাতপ্রত্যক্ষবিরোধমাহ।

নিরুপাখ্যত্বম্] আরও দেখ, বৌদ্ধ বলেন, দ্বিবিধ নিরোধ ও আকাশ, এই তিনটী নিরুপাখ্য (তুচ্ছ। যেমন খপুষ্প), অবস্তু অথচ নিত্য। এ কথা বিপ্রতিষিদ্ধ অর্থাৎ যুক্তিবিরুদ্ধ। যাহা বস্তু নহে, কিছুই নহে, তাহার আবারনিত্যানিত্যত্ব ব্যবস্থা কি? ধর্ম্মধর্ম্মিভাব বস্তুতেই থাকে, অবস্তুতে নহে। নিরোধাদিত্রয়ে ধর্ম্মধর্ম্মিভাব থাকিলে অবশ্যই তাহা ঘট-পটাদির ন্যায় বস্তুসৎ হইবে, অবস্তু বা নিরুপাখ্য হইবে না ॥ ২। ২। ২৪ ॥

বৈনাশিক সমস্ত বস্তুকে ক্ষণিক বলেন, অনুভবকর্ত্তা আত্মাকেও ক্ষণিক বলেন, কিন্তু অনুস্মৃতি থাকায় তাহা অসম্ভবগ্রস্ত। অনুভবের অন্য নাম উপলব্ধি। তদুত্তরে উৎপদ্যমান যে স্মরণ,—তাহার অন্য নাম অনুস্মৃতি। এই অনুস্মৃতি পূর্ব্ববর্ত্তিনী উপলব্ধির কর্ত্তাতেই সম্ভব হয়, কর্ত্তা ভিন্ন হইলে, তাহা অসম্ভব হইবে। বস্তু এক পুরুষে উপলব্ধ হইল, অন্যপুরুষে তাহা স্মরণ করিল, এরূপ কুত্রাপি দেখা যায় না। [কথং…কস্মিৎ] যে পূর্ব্বে ছিল, সে যদি এখন না থাকে, তাহা হইলে কিপ্রকারে বলেন—"আমি পূর্ব্বে ইহা দেখিয়াছিলাম, এখনও ইহা দেখিতেছি?"

* অনুভবজন্যা স্মৃতিরনুস্মৃতিস্তস্যা অনুভবসমানাশ্রয়ত্বাৎ তদনুভবাশ্রয়াত্মনঃ স্থায়িত্বমেব স্যাদিতি সূত্রার্থঃ।

অনুভবজনিত স্মরণ অনুভব-কর্ত্তাতেই হয়; সুতরাং অনুভব-কর্ত্তার স্থায়িত্ব অবশ্য অঙ্গীকার্য্য।

অপি চ, দর্শনস্মরণয়োঃ কর্ত্তর্য্যেকস্মিন্ প্রত্যক্ষঃ প্রত্যভিজ্ঞা-প্রত্যয়ঃ সর্ব্বস্য লোকস্য প্রসিদ্ধঃ—অহমদোঽদ্রাক্ষমিদং পশ্যামীতি। যদি হি তয়োর্ভিন্নঃ কর্ত্তা স্যাৎ, ততোঽহং স্মরাম্যদ্রাক্ষীদন্য ইতি প্রতীয়াৎ, ন ত্বেবং প্রত্যেতি কশ্চিৎ। যত্রৈবং প্রত্যয়স্তত্র দর্শন-স্মরণয়োর্ভিন্নমেব কর্ত্তারং সর্ব্বলোকোঽবগচ্ছতি—স্মরাম্যহং, অসা-বদোঽদ্রাক্ষীদিতি। ইহ ত্বহমদোঽদ্রাক্ষমিতি দর্শনস্মরণয়োর্বৈনা-শিকোঽপ্যাত্মানমেবৈকং কর্ত্তারমবগচ্ছতি, ন নাহমিত্যাত্মনো দর্শনং নির্বৃত্তং নিহ্নুতে, যথাগ্নিরনুষ্ণোঽপ্রকাশ ইতি বা। তত্রৈবং সত্যেকস্য দর্শনস্মরণক্ষণদ্বয়সম্বন্ধে ক্ষণিকত্বাভ্যুপগম-হানিরপরিহার্য্যা বৈনাশিকস্য স্যাৎ। তথানন্তরামনন্তরামাত্মন এব প্রতিপত্তিং প্রত্যভিজানন্নেককর্ত্তৃকাম্ আ জন্মন আ চোত্তমাদু-

"অপি চ দর্শনস্মরণয়োঃ কর্ত্তরি" ইতি। ততোঽহমদ্রাক্ষীদিতি প্রতীয়াৎ। অহং স্মরাম্যন্যস্ত্বদ্রাক্ষীদিত্যর্থঃ। প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যক্ষবিরোধ-

আরও দেখুন, দর্শন ও স্মরণ এই দুই ক্রিয়ার কর্ত্তা যে ভিন্ন নহে, প্রত্যুত এক, তদ্বিষয়ে লোকমাত্রেরই সর্ব্ববিদিত প্রত্যক্ষ ও প্রত্যভিজ্ঞা প্রমাণ আছে। যথা—"যে আমি ইহা দেখিয়াছিলাম, সেই আমিই ইহা দেখিতেছি।" দেখা ও স্মরণ করা, এই দুএর কর্ত্তা যদি ভিন্ন হইত, অর্থাৎ এক জন দেখিল, অন্য জন স্মরণ করিল এরূপ হইত, তাহা হইলে "আমি স্মরণ করিতেছি, অপরে দেখিয়াছিল, অথবা আমি দেখিয়াছিলাম, এখন তাহা অপরে স্মরণ করিতেছে" এইরূপই প্রতীতি হইত। পরন্তু তদ্রূপ প্রতীতি কাহারও হয় না। [যত্রৈবং...ইতি বা] সকলেই জানেন যে, যেখানে বিভিন্ন জ্ঞান হয়, সেখানে দর্শনের ও স্মরণের কর্ত্তা এক হয় না, বিভিন্নই হয়। আমি স্মরণ করিতেছি, এই ব্যক্তি ইহা দেখিয়াছিল, এইরূপই হয়। কিন্তু এখানে বিনাশবাদীও "আমিই দেখিয়াছিলাম" এতদ্রূপে আপনাকেই দেখার ও স্মরণ করার অভিন্ন কর্ত্তা বলিয়া জানেন। "অহং= আমি" এতদ্রূপে যে আত্মসাক্ষাৎকার হয়, তাহা তিনি কিরূপে অপহ্নব করিবেন ? অগ্নি অনুষ্ণ ও অপ্রকাশ, এ কথা কি বলিবার যোগ্য ? যেমন কেহ কথার দ্বারা অগ্নির উষ্ণতা ও প্রকাশের অভাবসাধন করিতে পারেন না, তেমনি পূর্ব্বানুভবকেও "আমি দেখি নাই" বলিয়া নষ্ট করিতে পারেন না। [তত্রৈবং... নাপত্রপেত] যখন প্রদর্শিত প্রকারে একের সহিত দেখার ও স্মরণ করার সম্বন্ধ দৃষ্ট হইতেছে, তখন অবশ্যই বৈনাশিক নিজ ক্ষণিকত্ব মত রক্ষা করিতে অক্ষম। ক্ষণভঙ্গবাদী বৈনাশিক জন্মাবধি মরণপর্য্যন্ত সমস্ত জ্ঞানকে এককর্ত্তৃক ও আপনাকে অবিচ্ছেদে 'সেই আমি' এতদ্রূপে জানিয়াও যে ক্ষণভঙ্গবাদ প্রচার

চ্ছ্বাসাদতীতাশ্চ প্রতিপত্তীরাত্মৈককর্ত্তৃকাঃ প্রতিসন্দধানঃ কথং ক্ষণভঙ্গবাদী বৈনাশিকো নাপত্রপেত। স যদি ব্রূয়াৎ—সাদৃশ্যাদেতৎ সম্পৎস্যত ইতি। তং প্রতিব্রূয়াৎ, তেনেদং সদৃশমিতি দ্বয়ায়ত্তত্বাৎ সাদৃশ্যস্য ক্ষণভঙ্গবাদিনঃ সদৃশয়োর্দ্বয়োর্ব্বস্তুনোগ্রহীতুরেকস্যাভাবাৎ সাদৃশ্যনিমিত্তং প্রতিসন্দধানমিতি মিথ্যাপ্রলাপ এব স্যাৎ। স্যাচ্চেৎ, পূর্ব্বোত্তরয়োঃ ক্ষণয়োঃ সাদৃশ্যস্য গ্রহীতৈকঃ, তথা সত্যেকস্য ক্ষণদ্বয়াবস্থানাৎ ক্ষণিকত্বপ্রতিজ্ঞা পীড্যেত।

তেনেদং সদৃশমিতি প্রত্যয়ান্তরমেবেদং ন পূর্ব্বোত্তরক্ষণদ্বয়গ্রহণনিমিত্তমিতি চেৎ, ন, তেনেদমিতি ভিন্নপদার্থোপাদানাৎ। প্রত্যয়ান্তরমেব চেৎ সাদৃশ্যবিষয়ং স্যাৎ, তেনেদং সদৃশমিতি

পঞ্চস্তবঃ। "আ জন্মনঃ" "আ চোত্তমাদুচ্ছ্বাসাদ্" আমরণাদিত্যর্থঃ। ন চ সাদৃশ্যনিবন্ধনং প্রত্যভিজ্ঞানং, পূর্ব্বাপরক্ষণদর্শিন একস্যাভাবে তদনুপপত্তেঃ।

শঙ্কতে—"তেনেদং সদৃশম্" ইতি। অয়মর্থঃ—বিকল্পপ্রত্যয়োঽয়ম্। বিকল্পশ্চ স্বাকারং বাহ্যতয়াঽধ্যবস্যতি, ন তু তত্ত্বতঃ পূর্ব্বাপরৌ ক্ষণৌ তয়োঃ সাদৃশ্যং বা গৃহ্লাতি, তৎ কথমেকস্যানেকদর্শিনঃ স্থিরস্য প্রসঙ্গঃ? ইতি নিরাকরোতি—"ন তেনেদম্" ইতি। "ভিন্নপদার্থোপাদানাৎ" ইতি। নানাপদার্থসম্ভিন্নবাক্যার্থাভাসস্তাবদয়ং বিকল্পঃ প্রথতে। তত্রৈতে নানাপদার্থা ন প্রথন্ত ইতি ব্রুবাণঃ স্বসম্বেদনং বাধেত। ন চৈকস্য জ্ঞানস্য নানাকারত্বং সম্ভবতি, একত্ববিরোধাৎ।

করেন, ইহাতে কি তিনি লজ্জাবোধ করিবেন না? [স যদি...পীড্যেত] যদি বলেন, জন্মাবধি মরণপর্য্যন্ত অসংখ্য কর্ত্তা (বিজ্ঞানরূপ আত্মা) হইতেছে, তাহারা সকলেই পরস্পর বিভিন্ন; কিন্তু সাদৃশ্য থাকাতে ও অবিচ্ছেদে উৎপন্ন হওয়াতে সে সকল এক বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে মাত্র। এরূপ বলিলেও তাহার এইরূপ প্রতিবাদ হইবে যে 'এটী সেইটীর সদৃশ' এতদ্রূপ সাদৃশ্য দু'এর অধীন, কিন্তু ক্ষণভঙ্গবাদে তুল্য বস্তুদ্বয়ের এক গ্রহীতা (বোদ্ধা) না থাকায় সাদৃশ্যঘটিত অনুসন্ধান অসম্ভব ও তদ্বাক্য প্রলাপোক্তি বলিয়া গণ্য। যদি বলেন, পূর্ব্বোত্তর পদার্থের সাদৃশ্যের গ্রাহক আছে, অর্থাৎ কোন পূর্ব্ববিজ্ঞান স্বীয় আকার বহিঃপ্রকটিত করিবার জন্য পরক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে, তাহাতেই সাদৃশ্যপ্রতীতি সিদ্ধ হয়, এ কথা বলিলে ক্ষণদ্বয়াবস্থান স্বীকার করা হয়, সুতরাং ক্ষণিকত্ব প্রতিজ্ঞা অবরুদ্ধ হয়।

[তেনেদং...প্রাপ্নুয়াৎ] "তাহার সদৃশ ইহা" এই জ্ঞান বিভিন্ন জ্ঞান নহে, বহিঃপদার্থাবগাহী নহে, উহা এক ও আন্তর, এরূপ বলিবারও উপায় নাই। কেন-না, "তেন" ও "ইদং" এই দুই শব্দে বিভিন্ন পদার্থের গ্রহণ হইয়াছে। যদি

বাক্যপ্রয়োগোঽনর্থকঃ স্যাৎ, সাদৃশ্যমিত্যেব প্রয়োগঃ প্রাপ্নুয়াৎ। যদা হি লোকপ্রসিদ্ধঃ পদার্থঃ পরীক্ষকৈর্ন পরিগৃহ্যতে, তদা স্বপক্ষসিদ্ধিঃ পরপক্ষদোষো বা উভয়মপ্যুচ্যমানং পরীক্ষকাণামাত্মনশ্চ যথার্থত্বেন ন বুদ্ধিসন্তানমারোহতি। এবমেবৈষোঽর্থ

ন চ তাবন্ত্যেব জ্ঞানানীতি যুক্তম্। তথা সতি প্রত্যাকারং জ্ঞানানাং সমাপ্তেস্তেষাঞ্চ পরস্পরবার্ত্তাজ্ঞানাভাবাৎ নানেত্যেব ন স্যাৎ। তস্মাৎ পূর্ব্বাপরক্ষণ-তৎসাদৃশ্যগোচরত্বং জ্ঞানস্য বক্তব্যম্। ন চৈতৎ পূর্ব্বাপরক্ষণাবস্থায়িনমেকং জ্ঞাতারং বিনেতি ক্ষণভঙ্গভঙ্গপ্রসঙ্গঃ। যদ্যুচ্যেত, অস্ত্যেতস্মিন্ বিকল্পে তেনেদং সদৃশমিতি পদদ্বয়প্রয়োগঃ, ন ত্বিহ তত্তেদস্তাস্পদৌ পদার্থৌ, তয়োশ্চ সাদৃশ্যমিতি বিবক্ষিতম্, অপি ত্বেবমাকারতা জ্ঞানস্য কল্পিতেতি। তত্রাহ— "যদা হি লোকপ্রসিদ্ধঃ পদার্থঃ" ইতি। একাধিকরণবিপ্রতিবিদ্ধধর্ম্মদ্বয়াভ্যুপগমো বিবাদঃ। তত্রৈকঃ স্বপক্ষং সাধয়ত্যন্যশ্চ তৎসাধনং দূষয়তি। ন চৈতৎসর্ব্বমসতি বিকল্পানাং বাহ্যালম্বনত্বেঽসতি চ লোকপ্রসিদ্ধপদার্থকত্বে ভবিতুমর্হতি। জ্ঞানাকারত্বে হি বিকল্পপ্রতিভাসিনাং নিত্যত্বানিত্যত্বাদীনামেকার্থাবিষয়ত্বাভাবাজ্ জ্ঞানানাঞ্চ ধর্ম্মিণাং ভেদান্ন বিরোধঃ। ন হ্যাত্মনিত্যত্বং বুদ্ধ্যানিত্যত্বঞ্চ ব্রুবাণৌ বিপ্রতিপদ্যেতে। ন চালৌকিকার্থেনানিত্যশব্দেনাত্মনি বিভুত্বং বিবক্ষিত্বাঽনিত্যশব্দং প্রযুঞ্জানো লৌকিকার্থং নিত্যশব্দমাত্মনি প্রযুঞ্জানেন বিপ্রতিপদ্যতে। তস্মাদনেন স্বপক্ষং প্রতিতিষ্ঠাপয়িষতা পরপক্ষসাধনঞ্চ নিরাচিকীর্ষতা বিকল্পানাং লোকসিদ্ধপদার্থকতা বাহ্যালম্বনতা চ বক্তব্যা। যদ্যুচ্যেত. দ্বিবিধো হি বিকল্পানাং বিষয়ো গ্রাহ্যশ্চাধ্যবসেয়শ্চ। তত্র স্বাকারো গ্রাহ্যোঽধ্যবসেয়স্ত বাহ্যঃ। তথা চ পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহলক্ষণা বিপ্রতিপত্তিঃ প্রসিদ্ধপদার্থকত্বং চোপপদ্যত ইত্যাহ—"এবমেবৈষোঽর্থঃ" ইতি। "নিশ্চিতং যত্তদেব বক্তব্যং, ততোঽন্যদুচ্যমানং বহুপ্রলাপিত্বমাত্মনঃ কেবলং প্রখ্যাপয়েৎ।" অয়মভিসন্ধিঃ—কেয়মধ্যবসেয়তা বাহ্যস্য। যদি গ্রাহ্যতা, ন দ্বৈবিধ্যম্। অথান্যা, সোচ্যতাম্। নন্বুক্তা তৈরেব স্বপ্রতিভাসেঽনর্থেঽর্থাধ্যবসায়েন প্রবৃত্তিরিতি। অথ বিকল্পাকারস্য কোঽয়মধ্যবসায়ঃ। কিং করণমাহো যোজনমুতারোপ ইতি। ন তাবৎ করণং, ন হ্যন্যদন্যৎ কর্ত্তুং শক্যম্। ন হি জাতু সহস্রমপি শিল্পিনো ঘটং পটয়িতুমীশতে। ন চান্তরং বাহ্যেন যোজয়িতুম্। অপি চ, তথা সতি যুক্ত ইতি প্রত্যয়ঃ স্যাৎ, ন চাস্তি। আরোপোঽপি কিং গৃহ্যমাণে বাহ্যে, উতাগৃহ্যমাণে। যদি গৃহ্যমাণে, তদা কিং বিকল্পেনাহো তৎসময়জেনাবিকল্পকেন।

উহা (সাদৃশ্যের বিষয়) অভিন্ন বা এক জ্ঞানই হয়, তাহা হইলে "তাহার সদৃশ ইহা" এরূপ বাক্যপ্রয়োগ ব্যর্থ হয়। [যদা...প্রখ্যাপয়েৎ] কোন ব্যক্তি যদি লোকপ্রসিদ্ধ বস্তু স্বীকার না করেন, তাহা হইলে স্বমতস্থাপনই হউক, অথবা পরমত খণ্ডনই হউক, কিছুই পরীক্ষকের (বস্তুবিচারকারী পণ্ডিতের) ও আপনার বুদ্ধিতে যথার্থ বলিয়া অধিরূঢ় হইবে না। যাহা "ইহা এই রূপই" এতদ্রূপে নিশ্চিত হয়, তাহাই

ইতি নিশ্চিতং যত্তদেব বক্তব্যং, ততোঽন্যদুচ্যমানং বহুপ্রলাপিত্ব-মাত্মনঃ কেবলং প্রখ্যাপয়েৎ।

ন চায়ং সাদৃশ্যাৎ সংব্যবহারো যুক্তঃ, তদ্ভাবাবগমাৎ, তৎসদৃশ-ভাবানবগমাচ্চ। ভবেদপি কদাচিৎ বাহ্যবস্তুনি বিপ্রলম্ভসম্ভবাৎ "তদেবেদং স্যাৎ" "তৎসদৃশং বা" ইতি সন্দেহঃ, উপলব্ধরি তু সন্দেহোঽপি ন কদাচিদ্ভবতি,—স এবাহং স্যাং, তৎসদৃশো বেতি।

ন তাবদ্বিকল্পোঽভিলাপসংসর্গযোগ্যগোচরোঽশক্যাভিলাপসময়ং স্বলক্ষণং দেশ-কালাননুগতং গোচরয়িতুমর্হতি। যথাহুঃ—

"অশক্যসময়ো হ্যাত্মা সুখাদীনামনন্যভাক্।
তেষামতঃ স্বসম্বিত্তির্নাভিজল্পানুষঙ্গিণী॥" ইতি।

ন চ তৎসময়ভাবিনা নির্ব্বিকল্পকেন গৃহ্যমাণে বাহ্যে বিকল্পেনাগৃহীতে, তত্র বিকল্পঃ স্বাকারমারোপয়িতুমর্হতি। ন হি রজতজ্ঞানাপ্রতিভাসিনি পুরোবর্ত্তিনি বস্তুনি রজতজ্ঞানেন শক্যং রজতমারোপয়িতুম্। অগৃহ্যমাণে তু বাহ্যে স্বাকার ইত্যেব স্যান্ন বাহ্য ইতি, তথা চ নারোপণম্। অপি চায়ং বিকল্পঃ স্বসম্বেদনং সন্তং বিকল্পং কিং বস্তুসন্তং স্বাকারং গৃহীত্বা পশ্চাদ্বাহ্যমারোপয়তি, অথ যদা স্বাকারং গৃহ্ণাতি, তদৈবারোপয়তি। ন তাবৎ ক্ষণিকতয়া ক্রমবিরহিণো জ্ঞানস্য ক্রমবর্ত্তিনী গ্রহণারোপণে কল্পেতে। তস্মাদ্যদৈব স্বাকারমনর্থং গৃহ্ণাতি, তদৈবা-র্থমারোপয়তীতি বক্তব্যম্।

ন চৈতদযুজ্যতে। স্বাকারো হি স্বসম্বেদনপ্রত্যক্ষতয়াতিবিশদঃ বাহ্যস্তা-রোপ্যমাণমবিশদং সৎ ততোঽন্যদেব স্যান্ন তু স্বাকারঃ সমারোপিতঃ। ন চ ভেদগ্রহমাত্রেণ সমারোপাভিধানম্। বৈশদ্যাবৈশদ্যরূপতয়া ভেদগ্রহস্যোক্তত্বাৎ। অপি চাগৃহ্যমাণে চেদ্বাহ্যেঽবাহ্যাৎ স্বলক্ষণাদ্ভেদাগ্রহেণ তদভিমুখী প্রবৃত্তিঃ, হন্ত তর্হি ত্রৈলোক্যত এবানেন ন ভেদো গৃহীত ইতি যত্র কচন প্রবর্ত্তেতাবিশেষাৎ। এতেন জ্ঞানাকারস্যৈবালোকস্যাপি বাহ্যত্বসমারোপঃ প্রত্যুক্তঃ। তস্মাৎ সুষ্ঠূক্তং ততোঽন্য-দুচ্যমানং বহুপ্রলাপিত্বমাত্মনঃ প্রখ্যাপয়েদিতি।

অপি চ, সাদৃশ্যনিবন্ধনঃ সংব্যবহারস্তেনেদং সদৃশমিত্যেবমাকারবুদ্ধিনিবন্ধনো ভবেৎ, নতু তদেবেদমিত্যাকারবুদ্ধিনিবন্ধন ইত্যাহ—"ন চায়ং সাদৃশ্যাৎ সংব্যব-হারঃ" ইতি। ননু জ্বালাদিষু সাদৃশ্যাদসত্যামপি সাদৃশ্যবুদ্ধৌ তদ্ভাবাবগমনিবন্ধনঃ

বলিবার যোগ্য ও বলা উচিত। তদতিরিক্ত বলিতে গেলে কেবল আপনার বহুভাষিত্ব বা প্রলাপভাষিত্ব প্রকাশ করা হয়, অন্য কোন ফল হয় না।

[ন চায়ং...সময়ঃ] বস্তুর অভেদব্যবহার বা একত্বব্যবহার যে, সাদৃশ্যনিবন্ধন, তাহা নহে। কেন-না, অভেদস্থলে "সেই বস্তু" এতদ্রূপই প্রতীতি হয়, "তাহার সদৃশ" এরূপ প্রতীতি হয় না। বাহ্য বস্তুতে কদাচিৎ ভ্রম হইতেও পারে, তজ্জন্য সে স্থলে সন্দেহও হইতে পারে, (ইহা কি সেই বস্তু? অথবা তৎসদৃশ)। কিন্তু যে এ

য এবাহং পূর্ব্বেদ্যুরদ্রাক্ষং, স এবাহমদ্য স্মরামীতি নিশ্চিতাৎ তদ্ভাবোপলম্ভাৎ। তস্মাদপ্যনুপপন্নো বৈনাশিকসময়ঃ॥২।২।২৫॥

নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ॥ ২। ২। ২৬॥ *

ইতশ্চানুপপন্নো বৈনাশিকসময়ঃ, যতঃ স্থিরমনুযায়ি কারণমনভ্যুপগচ্ছতামভাবাদ্ভাবোৎপত্তিরিত্যেতদাপদ্যতে। দর্শয়ন্তি চাত্রাভাবাদ্ভাবোৎপত্তিং "নানুপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাৎ" ইতি।

সংব্যবহারো দৃশ্যতে যথা, তথেহাপি ভবিষ্যতীতি পূর্ব্বাপরিতোষেণাহ—"ভবেদপি কদাচিদ্বাহ্যবস্তুনী" ইতি। তথা হি বিবিধজনসঙ্কীর্ণগোপুরেণ পুরং নিবিশমানং নরান্তরেভ্য আত্মনির্ধারণায়াসাধারণং চিহ্নং বিদধতমুপহসন্তি পাশুপতং পৃথগ্ জনা ইতি॥ ২। ২। ২৫॥

"ইতশ্চানুপপন্নো বৈনাশিকসময়ঃ" ইতি। অস্থিরাৎ কার্য্যোৎপত্তিমিচ্ছন্তো বৈনাশিকা অর্থাদভাবাদেব ভাবোৎপত্তিমাহুঃ। উক্তমেতদধস্তাৎ। নিরপেক্ষাৎ কার্য্যোৎপত্তৌ পুরুষকর্ম্মবৈয়র্থ্যং, সাপেক্ষতায়াঞ্চ ক্ষণস্যাভেদ্যত্বেনোপকৃতত্বানুপকৃতত্বানুপপত্তেরনুপকারিণি চাপেক্ষাভাবাদক্ষণিকত্বপ্রসঙ্গঃ। সাপেক্ষত্বানপেক্ষত্বয়োশ্চান্যতরনিষেধস্যান্যতরবিধাননান্তরীয়কত্বেন প্রকারান্তরাভাবায়াস্থিরাদ্ভাবাদ্ভাবোৎপত্তিরিতি ক্ষণিকপক্ষেঽর্থাদ্ভাবাদ্ভাবোৎপত্তিরিতি পরিশিষ্যত ইত্যর্থঃ। ন কেবলমর্থাদাপদ্যতে, দর্শয়ন্তি চ—"নানুপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাৎ" ইতি।

সকলের উপলব্ধা, জ্ঞাতা, তাহাতে কাহার কথন ও "সেই আমি, কি তৎসদৃশ আমি" এ সন্দেহ হয় না। যে আমি পূর্ব্ব দিবসে দেখিয়াছি, সেই আমিই আজ স্মরণ করিতেছি, ইহা নিশ্চিত থাকায় অর্থাৎ তদ্রূপ অসন্দিগ্ধ অনুভব হওয়ায় তদ্ভাবেরই উপলব্ধি হওয়া স্থির আছে। অতএব, প্রদর্শিত কারণে বৈনাশিকের মত অন্যায্য॥ ২। ২। ২৫॥

বিনাশবাদীর সিদ্ধান্ত অযুক্ত। এতৎ প্রতি অন্য হেতু এই যে, তাঁহারা কোন একটা স্থির ও অনুগত কারণ থাকা স্বীকার করেন না। তাদৃশ কারণ না মানিলে অভাব হইতে ভাবোৎপত্তিই মানা হয়, পরন্তু তাহা অযুক্ত। [দর্শয়ন্তি··· মন্যন্তে] বৈনাশিকেরা যে অভাবকে কারণ বলেন, তাহা কেবল কথায় নহে। তাঁহারা অভাব হইতে ভাবোৎপত্তিরও স্থান দেখান ও বলেন, "উপমর্দ্দন (বিনাশ) ব্যতীত কোন কিছু প্রাদুর্ভূত হয় না।" বিনষ্ট বীজ হইতেই অঙ্কুর জন্মে, বিনষ্ট দুগ্ধ হইতেই দধি জন্মে, মৃৎপিণ্ডের (পিণ্ডাকারের) বিনাশ না হইলে ঘট জন্মে

* অসতঃ অভাবাৎ ন ভাবস্তোৎপত্তিরিতি শেষঃ। অত্র হেতুরদৃষ্টত্বাদিতি। অভাবাদ্ভাবোৎপত্তেরদর্শনাদিত্যর্থঃ।

খপুষ্পতুল্য নিতান্ত তুচ্ছ অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি কুত্রাপি দেখা যায় না, এ জন্যও বৈনাশিকের মত অন্যায্য। বিনাশবাদীরা অভাবকে ভাবের কারণ বা উৎপাদক বলেন। ভাব সৎপদার্থের নামান্তর মাত্র। ভাবানুবাদ দেখ।

বিনষ্টাদ্ধি কিল বীজাদঙ্কুর উৎপদ্যতে, তথা বিনষ্টাৎ ক্ষীরাদ্দধি, মৃৎপিণ্ডাচ্চ ঘটঃ। কূটস্থাচ্চেৎ কারণাৎ কার্য্যমুৎপদ্যেত, অবিশেষাৎ সর্ব্বং সর্ব্বত উৎপদ্যেত। তস্মাদভাবগ্রস্তেভ্যো বীজাদিভ্যোঽঙ্কুরাদীনামুৎপদ্যমানত্বাদভাবাদ্ভাবোৎপত্তিরিতি মন্যন্তে।

তত্রেদমুচ্যতে।—"নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ" ইতি। নাভাবাদ্ভাব উৎপদ্যতে। যদ্যভাবাদ্ভাব উৎপদ্যেত, অভাবত্বাবিশেষাৎ

এতদ্বিভজতে—"বিনষ্টাদ্ধি কিল" ইতি। কিলকারোঽনিচ্ছায়াম্। "কূটস্থাচ্চেৎ কারণাৎ কার্য্যমুৎপদ্যেত, অবিশেষাৎ সর্ব্বং সর্ব্বত উৎপদ্যেত।" অয়মভিসন্ধিঃ—কূটস্থো হি কার্য্যজননস্বভাবো বা স্যাদতৎস্বভাবো বা। স চেৎ কার্য্যজননস্বভাবস্ততো যাবদনেন কার্য্যং কর্ত্তব্যং, তাবৎ সহসৈব কুর্য্যাৎ। সমর্থস্য ক্ষেপাযোগাৎ। অতৎস্বভাবত্বে তু ন কদাচিদপি কুর্য্যাৎ। যদ্যচ্যেত, সমর্থোঽপি ক্রমবৎসহকারিসচিবঃ ক্রমেণ কার্য্যাণি করোতীতি, তদযুক্তম্। বিকল্পাসহত্বাৎ। কিমস্য সহকারিণঃ কঞ্চিদুপকারমাদধতি ন বা। অনাধানেঽনুপকারিতয়া সহকারিণো নাপেক্ষ্যেরন্। আধানেঽপি ভিন্নমভিন্নং বোপকারমাদধ্যুঃ। অভেদে তদেবাভিহিতমিতি কৌটস্থ্যং ব্যাহন্যেত। ভেদে তূপকারস্য তস্মিন্ সতি কার্য্যস্য ভাবাদসতি চাভাবাৎ সত্যপি কূটস্থে কার্য্যোৎপাদাদন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামুপকার এব কার্য্যকারী ন ভাব ইতি নার্থক্রিয়াকারী ভাবঃ। তদুক্তম্—

"বর্ষাতপাভ্যাং কিং ব্যোম্নশ্চর্ম্মণ্যস্তি তয়োঃ ফলম্।
চর্ম্মোপমশ্চেৎ সোঽনিত্যঃ খতুল্যশ্চেদসৎফলঃ॥" ইতি

তথা চাকিঞ্চিৎকরাদপি চেৎ কূটস্থাৎ কার্য্যং জায়েত, সর্ব্বং সর্ব্বস্মাজ্জায়েতেতি সূক্তম্। উপসংহরতি—"তস্মাদভাবগ্রস্তেভ্যঃ" ইতি।

"তত্রেদমুচ্যতে"। "নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ" ইতি। নাভাবাৎ কার্য্যোৎপত্তিঃ। কস্মাৎ? অদৃষ্টত্বাৎ। ন হি শশবিষাণাদঙ্কুরাদীনাং কার্য্যাণামুৎপত্তির্দৃশ্যতে। যদি স্বভাবাদ্ভাবোৎপত্তিঃ স্যাৎ, ততোঽভাবত্বাবিশেষাৎ শশবিষাণাদিভ্যোঽপ্যঙ্কু-

না, ইত্যাদি ইত্যাদি বহুনিদর্শন দেখান। কারণ কূটস্থ থাকিবে, বিনষ্ট বা বিকারগ্রস্ত হইবে না, অথচ তাহা হইতে বস্তু জন্মিবে, এরূপ হইলে অবিশেষে সমস্ত হইতেই সমস্ত জন্মিত। যখন সমস্ত হইতে সমস্ত জন্মে না, বিকার বা বিনাশরূপ বিশেষরূপ ব্যতীত কোন কিছু জন্মে না, তখন বুঝিতে হইবে, কূটস্থ কাহারও কারণ নহে। যেহেতু অভাবগ্রস্ত (বিনাশপ্রাপ্ত) বীজাদি হইতে অঙ্কুরাদির উৎপত্তি দেখা যায়, সেইহেতু স্থির হয়, অভাবই ভাবের উৎপাদক।

[তত্রেদ...স্যাৎ] ক্ষণভঙ্গবাদীর এতৎসিদ্ধান্ত লক্ষ্য করিয়া "নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ" সূত্র বলা হইয়াছে। অর্থ এই যে, অভাব হইতে ভাব উৎপন্ন হয় না। যদি অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হইত, তাহা হইলে বিশেষ বিশেষ কারণ থাকা

কারণবিশেষাভ্যুপগমোঽনর্থকঃ স্যাৎ। ন হি বীজাদীনাং উপমৃদিতানাং যোঽভাবঃ, তস্য চ শশবিষাণাদীনাঞ্চ নিঃস্বভাবত্বাবিশেষাদভাবত্বে কশ্চিদ্বিশেষোঽস্তি, যেন বীজাদেবাঙ্কুরো জায়তে, ক্ষীরাদেব দধীত্যেবংজাতীয়কঃ কারণবিশেষাভ্যুপগমোঽর্থবান্ স্যাৎ। নির্ব্বিশেষস্য ত্বভাবস্য কারণত্বাভ্যুপগমে শশবিষাণাদিভ্যোঽপ্যঙ্কুরাদয়ো জায়েরন্, ন চৈবং দৃশ্যতে। যদি পুনরভাবস্যাপি বিশেষোঽভ্যুপগম্যেত, উৎপলাদীনামিব নীলত্বাদিঃ, ততো বিশেষবত্ত্বাদেবাভাবস্য ভাবত্বমুৎপলাদিবৎ প্রসজ্যেত।

নাপ্যভাবঃ কস্যচিদুৎপত্তিহেতুঃ স্যাৎ, অভাবত্বাদেব, শশবিষাণাদিবৎ। অভাবাচ্চ ভাবোৎপত্তাবভাবান্বিতমেব সর্ব্বং

রোৎপত্তিঃ স্যাৎ। ন হ্যভাবো বিশিষ্যতে। বিশেষণযোগে বা সোঽপি ভাবঃ স্যান্ন নিরুপাখ্য ইত্যর্থঃ।

বিশেষণযোগমভাবস্যাভ্যুপেত্যাহ—"নাপ্যভাবঃ কস্যচিদুৎপত্তিহেতুঃ" ইতি। অপি চ, যদ্যেনানন্বিতং ন তত্তস্য বিকারঃ, যথা ঘটশরাবোদঞ্চনাদয়ো হেম্নানন্বিতা ন হেমবিকারাঃ; অনন্বিতাশ্চৈতে বিকারা অভাবেন, তস্মান্নাভাববিকারাঃ, ভাববিকারাস্তু তে, ভাবস্য তেনান্বিতত্বাদিত্যাহ—"অভাবাচ্চ ভাবোৎপত্তৌ" ইতি।

প্রয়োজন ছিল না। কেন-না, অভাবত্বের কোনরূপ বিশেষ নাই। যে অভাব বিনষ্ট বীজে, নিঃস্বভাব শশশৃঙ্গাদিতে কি সেই অভাব? না, সে অভাব নহে। বিনষ্ট বীজে বিশেষ প্রকারের অভাব স্বীকার করিলেই বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মে, দুগ্ধ হইতে দধি জন্মে, ইত্যাদি স্থলে সেই সেই কারণবিশেষের স্বীকার সার্থক হইতে পারে। [নির্ব্বিশেষস্য...বৎ] যাহার কোনরূপ বিশেষ নাই, ভেদ নাই, নির্দ্দিষ্টতা নাই, তাদৃশ অভাব কার্য্যোৎপত্তির কারণ হইলে অবশ্যই শশশৃঙ্গ হইতে অঙ্কুরোৎপত্তি হইত। শশশৃঙ্গ হইতে অথবা খপুষ্প হইতে অঙ্কুর হইয়াছে, ইহা কেহ কখনও দেখেন নাই। নীল, রক্ত, শ্বেত, এ সকল বিশেষণ যেমন উৎপল সামান্যের বিশেষক অর্থাৎ ভেদক (ভিন্নতা বোধক), অভাবেরও তদ্রূপ বিশেষক থাকা স্বীকার করিলে বিশেষবত্ত্ব বিধায় উৎপলাদির ন্যায় অভাবেরও ভাবত্ব মানা হইবেক। (তাহা কেবল কথায় অভাব, কিন্তু কার্য্যতঃ ভাবই)।

নির্ব্বিশেষ বা নিরুপাখ্য অভাব কাহারও উৎপাদক নহে। যেমন শশশৃঙ্গ। (শশশৃঙ্গ কস্মিন্‌কালেও নাই, ছিল না, থাকিবেও না; সুতরাং তাহা নিরুপাখ্য বা মিথ্যা)। [অভাবাচ্চ...প্রত্যেতি] অভাব হইতে ভাবের (বস্তুর) জন্ম

কার্য্যং স্যাৎ, নৈবং দৃশ্যতে, সর্ব্বস্য বস্তুনঃ স্বেন স্বেন রূপেণ ভাবাত্মনৈবোপলভ্যমানত্বাৎ। ন চ মৃদন্বিতাঃ শরাবাদয়ো ভাবাস্তন্ত্বাদিবিকারাঃ কেনচিদভ্যুপগম্যন্তে। মৃদ্বিকারানেব তু মৃদন্বিতান্ ভাবান্ লোকঃ প্রত্যেতি।

যত্তূক্তং স্বরূপোপমর্দ্দমন্তরেণ কস্যচিৎ কূটস্থস্য বস্তুনঃ কারণত্বানুপপত্তেরভাবাদ্ভাবোৎপত্তির্ভবিতুমর্হতীতি, তদদুরুক্তম্। স্থিরস্বভাবানামেব সুবর্ণাদীনাং প্রত্যভিজ্ঞায়মানানাং রুচকাদি-কার্য্যকারণভাবদর্শনাৎ। যেষ্বপি বীজাদিষু স্বরূপোপমর্দ্দো লক্ষ্যতে, তেষ্বপি নাসাবুপমৃদ্যমানা পূর্ব্বাবস্থোত্তরাবস্থায়াঃ কারণমভ্যুপগম্যতে। অনুপমৃদ্যমানানামেবানুযায়িনাং বীজাদ্যবয়বানামঙ্কুরাদিকারণভাবাভ্যুপগমাৎ। তস্মাদসদ্ভ্যঃ শশবিষাণাদিভ্যঃ সদুৎপত্ত্যদর্শনাৎ সদ্ভ্যশ্চ সুবর্ণাদিভ্যঃ সদুৎপত্তিদর্শনা-

অভাবকারণবাদিনো বচনমনুভাষ্য দূষয়তি—"যত্তূক্তম্" ইতি। স্থিরোঽপি ভাবঃ ক্রমবৎসহকারিসমবধানাৎ ক্রমেণ কার্য্যাণি করোতি, ন চানুপকারকাঃ সহকারিণঃ। স চাস্য সহকারিভিরাধীয়মান উপকারো ন ভিন্নো নাপ্যভিন্নঃ, কিন্ত্বনির্ব্বাচ্য এব। অনির্ব্বাচ্যাচ্চ কার্য্যমপ্যনির্ব্বাচ্যমেব জায়তে। ন চৈতাবতা স্থিরস্যাকারণত্বং, তদুপাদানত্বাৎ কার্য্যস্য—রজ্জূপাদানত্বমিব ভুজঙ্গস্যেত্যুক্তম্।

হইলে নিশ্চয়ই সমস্ত ভাব অভাবান্বিত হইত, পরন্তু কোনও বস্তুতে অভাবের অন্বয় (অনুবর্ত্তন, যেমন ঘটে মৃত্তিকার অনুবর্ত্তন) দেখা যায় না। সমুদায় কারণ বস্তুকেই স্বীয় কার্য্যে আপন আপন রূপে ও ভাবরূপে থাকিতে দেখা যায়। ইহা কেহই স্বীকার করিতে পারেন না যে, মৃত্তিকাময় ঘটাদি তন্তুর (কার্পাস সূত্রের) বিকার। ইহা সকলেই জানেন যে, মৃত্তিকার বিকারমাত্রেই মৃত্তিকান্বিত।

[যত্তূক্তং . দর্শনাৎ] বৈনাশিক যে, বলিয়াছিলেন, স্বরূপের বিনাশ ব্যতীত নির্ব্বিকার বস্তুকে কাহারও কারণ হইতে দেখা যায় না, সেই কারণে মানিতে হয়, যে অভাব হইতেই ভাবের উৎপত্তি হয়; এ উক্তিও দুরুক্তি। কেন-না, স্থিরস্বভাব সুবর্ণাদির সহিত রুচকাদি অলঙ্কারের কারণ-কার্য্যভাব দৃষ্ট হয়। [যেষ্বপি... গমাৎ] বীজ প্রভৃতির স্বরূপ বিনাশ দেখা যায় সত্য; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা প্রকৃত বিনাশ নহে। পূর্ব্বাবস্থ বীজ বিনষ্ট না হইতেই তাহা উত্তরাবস্থ অঙ্কুরের উৎপাদক হয়, অথবা বীজানুগত অবিনষ্ট বীজাবয়ব রাশিই অঙ্কুরাদির কারণ,—উৎপাদক, ইহাই স্বীকর্ত্তব্য। [তস্মাদসদ্ভ্যঃ ...ক্রিয়তে] অতএব,

দনুপপন্নোঽয়মভাবাদ্ভাবোৎপত্ত্যভ্যুপগমঃ। অপি চ, চতুর্ভ্যশ্চিত্তচৈত্তা উৎপদ্যন্তে পরমাণুভ্যশ্চ ভূতভৌতিকলক্ষণঃ সমুদায় উৎপদ্যত ইত্যভ্যুপগম্য পুনরভাবাৎ ভাবোৎপত্তিং কল্পয়দ্ভিরভ্যুপগমমপহ্নুবানৈর্বৈনাশিকৈঃ সর্ব্বো লোক আকুলীক্রিয়তে ॥ ২।২।২৬ ॥

উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ ॥২।২।২৭॥ *

যদি, চাভাবাদ্ভাবোৎপত্তিরভ্যুপগম্যেত, এবং সত্যুদাসীনানামনীহমানানামপি জনানামভিমতসিদ্ধিঃ স্যাৎ, অভাবস্য সুলভত্বাৎ। কৃষীবলস্য ক্ষেত্রকর্ম্মণ্যপ্রযতমানস্যাপি শস্য-

তথা চ শ্রুতিঃ "মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" ইতি। অপি চ, যেঽপি সর্ব্বতো বিলক্ষণানি স্বলক্ষণানি বস্তুসত্যাস্থিষত, তেষামপি কিমিতি বীজজাতীয়েভ্যোঽঙ্কুরজাতীয়াস্যেব জায়ন্তে কার্য্যাণি, ন তু ক্রমেলকজাতীয়ানি? ন হি বীজাদ্বীজান্তরস্য বা ক্রমেলকস্য বাত্যন্তবৈলক্ষণ্যে কশ্চিদ্বিশেষঃ। ন চ বীজাঙ্কুরত্বে সামান্যে পরমার্থসতী, যেনৈতয়োর্ভাবিকঃ কার্য্যকারণভাবো ভবেৎ। তস্মাৎ কাল্পনিকাদেব স্বলক্ষণোপাদানাদ্বীজজাতীয়াত্তথাবিধস্যৈবাঙ্কুরজাতীয়স্যোৎপত্তিনিয়ম আস্থেয়ঃ। অন্যথা কার্য্যহেতুকানুমানোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। দিঙ্মাত্রমত্র সূচিতং, প্রপঞ্চস্তু ব্রহ্মতত্ত্বসমীক্ষা-ন্যায়কণিকয়োঃ কৃত ইতি নেহ প্রতন্যতে বিস্তরভয়াৎ ॥ ২।২।২৬ ॥

ভাষ্যমস্য সুগমম্ ॥ ২।২।২৭ ॥

[রত্নপ্রভা] অভাবাদুৎপত্তেঃ শশবিষাণাদপ্যুৎপত্তিঃ স্যাদিত্যুক্তম্। অতি-

অসৎ শশশৃঙ্গাদি হইতে সতের উৎপাদ দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় এবং সৎ সুবর্ণাদি হইতে সৎ রুচকাদির উৎপাদ দৃষ্ট হওয়ায় অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি, এ কথা অসমঞ্জস (অগ্রাহ্য)। আরও দেখ, বৈনাশিক চতুর্ব্বিধ পরমাণু হইতে ভূত-ভৌতিক সকল উৎপন্ন হয় বলিয়া, পশ্চাৎ অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় বলায় স্বমতের অপহ্নব করতঃ লোকদিগকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে ॥ ২।২।২৬ ॥

যদি অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি অঙ্গীকার কর, তাহা হইলে নিশ্চেষ্ট পুরুষেরও অভিমত সিদ্ধ হয়, ইহাও স্বীকার কর। কেন-না, অভাব সর্ব্বত্রই সুলভ। যে কৃষক ক্ষেত্রকর্ম্ম করে না, তাহারও শস্যসম্পৎ হউক। কুম্ভকার মৃত্তিকা সংস্কারাদি না করিয়াও ঘটাদি পাত্র উৎপাদন করুক। তাঁতীও বিনা

* অভাবাদ্ভাবোৎপত্তৌ সত্যামুদাসীনানাং প্রযত্নশূন্যানামভিমতসিদ্ধিঃ স্যাদিতি সূত্রার্থঃ। যদি অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হইত, তাহা হইলে নিশ্চেষ্ট পুরুষেরও অভিলাষসিদ্ধি হইত। অর্থাৎ কারণের অন্বেষণ করিতে হইত না।

নিষ্পত্তিঃ স্যাৎ, কুলালস্য চ মৃৎসংক্রিয়ায়ামপ্রযতমানস্যাপ্যমত্রোৎপত্তিঃ। তন্তুবায়স্যাপি তন্তূনতন্বানস্যাপি তন্বানস্যেব বস্ত্রলাভঃ। স্বর্গাপবর্গয়োশ্চ ন কশ্চিৎ কথঞ্চিৎ সমীহেত। ন চৈতদ্যুজ্যতেঽভ্যুপগম্যতে বা কেনচিৎ। তস্মাদনুপপন্নোঽয়মভাবাদ্ভাবোৎপত্ত্যভ্যুপগমঃ ॥ ২ । ২ । ২৭ ॥

নাভাব উপলব্ধেঃ ॥ ২ । ২ । ২৮ ॥ *

এবং বাহ্যার্থবাদমাশ্রিত্য সমুদায়াপ্রাপ্ত্যাদিষু দূষণেষূদ্ভাবিতেষু বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ ইদানীং প্রত্যবতিষ্ঠতে। কেষাঞ্চিৎ কিল বিনেয়ানাং বাহ্যবস্ত্বভিনিবেশমালক্ষ্য তদনুরোধেন

প্রসঙ্গান্তরমাহ। উদাসীনানামিতি। অনীহমানানাং প্রযত্নশূন্যানাং, অমত্রং ঘটাদিপাত্রম্। তন্বানস্ত ব্যাপারয়তঃ। তস্মাদ্ ভ্রান্তিমূলেন ক্ষণিকবাহ্যার্থবাদেন কূটস্থনিত্যব্রহ্মসমন্বয়স্য ন বিরোধ ইতি সিদ্ধম্। [ইতি রত্নপ্রভা] ॥ ২ । ২ । ২৭ ॥

পূর্ব্বাধিকরণসঙ্গতিমাহ—"এবম্" ইতি। বাহ্যার্থবাদিভ্যো বিজ্ঞানমাত্রবাদিনাং সুগতাভিপ্রেততয়া বিশেষমাহ—"কেষাঞ্চিৎ কিল" ইতি। অথ প্রমাতা প্রমাণং প্রমেয়ং প্রমিতিরিতি হি চতসৃষু বিধাসু তত্ত্বপরিসমাপ্তিঃ, আসামন্যতমাভাবেঽপি তত্ত্বস্যাব্যবস্থানাৎ। তস্মাদনেন বিজ্ঞানস্কন্ধমাত্রং তত্ত্বং ব্যবস্থা-

---

সূত্রে ও বিনা ব্যাপারে বস্ত্র লাভ করুক। স্বর্গের ও মোক্ষের জন্য কেহ কোন প্রকার চেষ্টা করিবেক না, স্বতই হইবেক। এ সকল অযুক্ত ও ব্যক্তিমাত্রেরই অস্বীকার্য্য। এই সকল কারণে, অভাব ভাবের কারণ, এই মত নিতান্ত অযুক্ত ॥২।২।২৭॥

বাহিরে ঘট-পটাদি বস্তু আছে, এতন্মতে সমুদায়াপ্রাপ্ত্যাদি দোষ উদ্ভাবিত হইতে দেখিয়া, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ তৎপ্রতিকূলে মস্তকোত্তোলন করেন। তাঁহারা বলেন, বুদ্ধ কোন কোন শিষ্যকে বাহ্যবিষয়ে নিবিষ্টচেতা দেখিয়া তাহাদেরই অনুরোধে ঐ বাহ্যার্থবাদ উপদেশ বা রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। (বাহিরের জিনিশ না বলিলে তাহারা বুঝে না,

---

* অভাবো বাহ্যস্যার্থস্যেতি বোদ্ধব্যম্। ন শক্যতেঽধ্যবসাতুমিতি শেষঃ। যতঃ প্রতিপ্রত্যয়ং বাহ্যোঽর্থঃ সমুপলভ্যতে। বস্তূপলভ্যতে তন্নাস্তীতি বক্তুং ন যুজ্যতে।

যোগাচার মতের বৌদ্ধেরা যে বলেন, বাহিরে কিছু নাই, সমস্তই অন্তরে, সমস্তই জ্ঞানের আকারবিশেষ, তাহা অন্যায্য। তৎপ্রতিহেতু এই যে, প্রত্যেক জ্ঞানেই বহিঃপদার্থ ভাসমান হয়। জ্ঞানের গোচর হয়, জ্ঞানে ভাসে, অথচ তাহা নাই, ইহা হইতেই পারে না। এ কথা 'আমার জিহ্বা নাই, বলিতেছি' এই কথার সহিত সমান।

বাহ্যার্থবাদপ্রক্রিয়েয়ং বিরচিতা, নাসৌ সুগতাভিপ্রায়ঃ। তস্য তু বিজ্ঞানৈকস্কন্ধবাদ এবাভিপ্রেতঃ। তস্মিংশ্চ বিজ্ঞানবাদে বুদ্ধ্যারূঢ়েন রূপেণান্তঃস্থ এব প্রমাণ-প্রমেয়-ফলব্যবহারঃ সর্ব্ব উপপদ্যতে। সত্যপি বাহ্যেঽর্থে বুদ্ধ্যারোহমন্তরেণ প্রমাণাদি-ব্যবহারানবতারাৎ। কথং পুনরবগম্যতে, অন্তঃস্থ এবায়ং সর্ব্বো-

---

পন্নতা চতস্রো বিধা এষিতব্যাঃ। তথা চ ন বিজ্ঞানস্কন্ধমাত্রং তত্ত্বং, ন হস্তি সম্ভবো বিজ্ঞানমাত্রং চতস্রো বিধাশ্চেত্যত আহ—"তস্মিংশ্চ বিজ্ঞানবাদে বুদ্ধ্যারূঢ়েন রূপেণ" ইতি। যদ্যপ্যনুভবাত্মনোঽনুভাব্যোঽনুভবিতানুভবনং, তথাপি বুদ্ধ্যা-রূঢ়েন বুদ্ধিপরিকল্পিতেনান্তঃস্থ এবৈষ প্রমাণপ্রমেয়ফলব্যবহারঃ প্রমাতৃব্যবহার-শ্চেত্যপি দ্রষ্টব্যং, ন পারমার্থিক ইত্যর্থঃ। এবঞ্চ ন সিদ্ধসাধনম্। ন হি ব্রহ্ম-বাদিনো নীলাদ্যাকারাং বিত্তিমভ্যুপগচ্ছন্তি, কিন্ত্বনির্ব্বচনীয়ং নীলাদীতি। তথা হি—স্বরূপং বিজ্ঞানস্যানুত্যাকারযুক্তং প্রমেয়ম্। প্রমেয়প্রকাশনং প্রমাণফলং। তৎপ্রকাশনশক্তিঃ প্রমাণম্। বাহ্যবাদিনোরপি বৈভাষিকসৌত্রান্তিকয়োঃ কাল্পনিক এব প্রমাণফলব্যবহারোঽভিমত ইত্যাহ—"সত্যপি বাহ্যেঽর্থে" ইতি। ভিন্নাধিকরণত্বে হি প্রমাণফলয়োস্তদ্ভাবো ন স্যাৎ। ন হি খদিরগোচরে পরশৌ পলাশে দ্বৈধীভাবো ভবতি। তস্মাদনয়োরৈকাধিকরণ্যং বক্তব্যম্। কথঞ্চ তদ্ভবতি, যদি জ্ঞানস্থে এব প্রমাণফলে ভবতঃ. ন চ জ্ঞানং স্বলক্ষণমনংশমংশাভ্যাং বস্তুসদ্ভ্যাং যুজ্যতে। তদেব জ্ঞানমজ্ঞানব্যাবৃত্তিকল্পিতজ্ঞানত্বাংশং ফলম্। অশক্তিব্যাবৃত্তিপরিকল্পিতাত্মানাত্মপ্রকাশনশক্ত্যংশং প্রমাণম্। প্রমেয়ং তু বাহ্যমেব। এবং সৌত্রান্তিকনয়েঽপি। জ্ঞানস্যার্থসারূপ্যমনীলাকারব্যাবৃত্ত্যা কল্পিতনীলাকারত্বং প্রমাণং, ব্যবস্থাপনহেতুত্বাৎ। অজ্ঞানব্যাবৃত্তিকল্পিতঞ্চ জ্ঞানত্বং ফলং, ব্যবস্থাপ্যত্বাৎ। তথা চাহুঃ—ন হি বিত্তিসত্তৈব তদ্বেদনা যুক্তা, তস্যাঃ সর্ব্বত্রাবিশেষাৎ। তান্তু সারূপ্যমাবিশৎ সরূপয়ত্তদ্ ঘটয়েৎ। প্রশ্নপূর্ব্বকং বাহ্যার্থাভাব উপপত্তীরাহ—"কথং পুনরবগম্যতে" ইতি। স হি বিজ্ঞানালম্বন-

---

কাযেই তাহা বলিয়াছিলেন, বাস্তব পক্ষে বাহ্যার্থ, তাঁহার উপদেশ্য নহে)। একমাত্র বিজ্ঞান-স্কন্ধই তাঁহার অভিপ্রেত। [তস্মিংশ্চ...তারাৎ] বিজ্ঞানবাদে প্রমাণ, প্রমেয় (প্রমাণের বিষয়), ফল, সমস্তই অন্তরে, কিছুই বাহিরে নহে। ঐ সকল বুদ্ধ্যারূঢ়রূপে সেই সেই ব্যবহার নিষ্পন্ন ও উপপন্ন করে। (একমাত্র বিজ্ঞানই কল্পিত নীলাদি আকারে প্রমেয়, অবভাসরূপে ফল অর্থাৎ প্রমাণের ফল বা প্রমিতিগোচরতা, শক্তিরূপে প্রমাণ, তাহার আশ্রয়রূপে প্রমাণের ফল বা প্রমিতিগোচরতা, শক্তিরূপে প্রমাণ, তাহার আশ্রয়রূপে প্রমাতা অর্থাৎ জ্ঞাতা—জীব, এইরূপ ভেদকল্পনাপূর্ব্বক সমস্ত ব্যবহার নিষ্পন্ন করে)। যখন বুদ্ধ্যারোহ ব্যতীত কোনও বাহ্যপদার্থে প্রমেয়ত্বাদি ব্যবহার হয় না, তখন বিবেচনা করা উচিত, প্রমেয় সকল বুদ্ধিরই আকার বা পরিবর্ত্তন-বিশেষ। [কথং···দিত্যাহ]

ব্যবহারো ন বিজ্ঞানব্যতিরিক্তো বাহ্যোঽর্থোঽস্তীতি, তদসম্ভবাদিত্যাহ। স হি বাহ্যোঽর্থোঽভ্যুপগম্যমানঃ পরমাণবো বা স্যুঃ, তৎসমূহা বা স্তম্ভাদয়ঃ স্যুঃ। তত্র ন তাবৎ পরমাণবঃ স্তম্ভাদিপ্রত্যয়পরিচ্ছেদ্যা ভবিতুমর্হন্তি, পরমাণ্বাভাসজ্ঞানানুপপত্তেঃ,

ত্বাভিমতো বাহ্যোঽর্থঃ পরমাণুস্তাবন্ন সম্ভবতি। একস্থূলনীলাভাসং হি জ্ঞানং ন পরমসূক্ষ্মপরমাণ্বাভাসম্। ন চান্যাভাসমন্যগোচরং ভবিতুমর্হতি। অতিপ্রসঙ্গেন সর্ব্বগোচরতয়া সর্ব্বসর্ব্বজ্ঞত্বপ্রসঙ্গাৎ। ন চ প্রতিভাসধর্ম্মঃ স্থৌল্যমিতি যুক্তম্। বিকল্পাসহত্বাৎ। কিময়ং প্রতিভাসস্য জ্ঞানস্য ধর্ম্মঃ? উত প্রতিভাসনকালেঽর্থস্য ধর্ম্মঃ। যদি পূর্ব্বঃ কল্পোঽদ্ধা, তথা সতি হি স্বাংশালম্বনমেব বিজ্ঞানমভ্যুপেতং ভবতি। এবঞ্চ কঃ প্রতিকূলো ভবতি, অনুকূলমাচরতি। দ্বিতীয় ইতি চেৎ। তথা হি রূপপরমাণব এব নিরন্তরমুৎপন্না একবিজ্ঞানোপারোহিণঃ স্থৌল্যম্। ন চাত্র কস্যচিদ্‌ভ্রান্তত্তা। ন হি ন তে রূপপরমাণবঃ, ন চ ন নিরন্তরমুৎপন্নাঃ, ন চৈকবিজ্ঞানানুপারোহিণঃ। তেন মা ভূন্নীলত্বাদিবৎ পরমাণুধর্ম্মঃ প্রত্যেকং পরমাণুস্বভাবাৎ। প্রতিভাসদশাপন্নানাংতু তেষাং ভবিষ্যতি বহুত্বাদিবৎ সাম্বৃতং স্থৌল্যম্। যথাহুঃ—

"গ্রহেঽনেকস্য চৈকেন কিঞ্চিদ্রূপং হি গৃহ্যতে।
সাংবৃতং প্রতিভাসস্থং তদেকাত্মন্যসম্ভবাৎ॥
ন চ তদ্দর্শনং ভ্রান্তং নানাবস্তুগ্রহাদ্‌যতঃ।
সাংবৃতং গ্রহণং নান্যন্ন চ বস্তুগ্রহো ভ্রমঃ॥" ইতি।

তন্ন। নৈরন্তর্য্যাবভাসস্য ভ্রান্তত্বাৎ। গন্ধরসস্পর্শপরমাণ্বন্তরিতা হি তে রূপপরমাণবো ন নিরন্তরাঃ। তস্মাদারাৎ সান্তরেষু বৃক্ষেষ্বেকঘনবনপ্রত্যয়বদেষ স্থূলপ্রত্যয়ঃ পরমাণুষু সান্তরেষু ভ্রান্ত এবেতি পশ্যামঃ। তস্মাৎ কল্পনাপোঢ়ত্বেঽপি ভ্রান্তত্বাদ্‌ঘটাদিপ্রত্যয়স্য পীতশঙ্খাদিজ্ঞানবন্ন প্রত্যক্ষতা পরমাণুগোচরত্বাভ্যুপগমে। তদিদমুক্তং—ন তাবৎ পরমাণবঃ স্তম্ভাদিপ্রত্যয়পরিচ্ছেদ্যা ভবিতুমর্হন্তি। নাপি তৎসমূহাঃ স্তম্ভাদয়োঽবয়বিনঃ। তেষামভেদে পরমাণুভ্যঃ পরমাণব এব। তত্র

সমস্ত ব্যবহারই অন্তঃস্থ, বহিঃস্থ নহে, বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যবস্তু নাই, ইহা তোমরা কিসে জানিলে? এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরার্থ তাঁহারা বলেন, বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব অসম্ভব! অসম্ভব বলিয়াই ঐরূপ বলি। [স হি...চক্ষীত] তোমরা যে বাহ্যবস্তু মান, আমরা জিজ্ঞাসা করি, তাহা কি? পরমাণুই কি স্তম্ভাদি? না পরমাণুপুঞ্জ? পরমাণু কখনই স্তম্ভাদি জ্ঞানের পরিচ্ছেদ্য (বিষয়) হইতে পারে না। (বস্তু পরমাণু, অথচ জ্ঞান হইবে স্তম্ভ, এ কিরূপ কথা!) পরমাণুপুঞ্জও স্তম্ভাদি নহে। কেন-না পুঞ্জ বা সমূহ পরমাণু হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন, তাহা নিরূপণ

নাপি তৎসমূহাঃ স্তম্ভাদয়স্তেষাং পরমাণুভ্যোঽন্যত্বানন্যত্বাভ্যাং নিরূপয়িতুমশক্যত্বাৎ। এবং জাত্যাদীনপি প্রত্যাচক্ষীত। অপি চানুভবমাত্রেণ সাধারণাত্মনো জ্ঞানস্য জায়মানস্য যোঽয়ং প্রতিবিষয়ং পক্ষপাতঃ—স্তম্ভজ্ঞানং কুড্যজ্ঞানং ঘটজ্ঞানং পটজ্ঞানমিতি, নাসৌ জ্ঞানগতবিশেষমন্তরেণোপপদ্যতে, ইত্যবশ্যং বিষয়সারূপ্যং জ্ঞানস্যাঙ্গীকর্ত্তব্যম্। অঙ্গীকৃতে চ তস্মিন্ বিষয়াকারস্য জ্ঞানেনৈবাবরুদ্ধত্বাদপার্থিকার্থসদ্ভাবকল্পনা। অপি চ, সহোপলম্ভনিয়মাদভেদো বিষয়বিজ্ঞানয়োরাপততি।

চোক্তং দূষণম্। ভেদে তু গবাশ্বস্যেবাত্যন্তবৈলক্ষণ্যমিতি ন তাদাত্ম্যম্। সমবায়শ্চ নিরাকৃত ইতি। এবং ভেদাভেদবিকল্পেন জাতিগুণকর্ম্মাদীনপি প্রত্যাচক্ষীত। তস্মাৎ যদ্যৎ প্রতিভাসতে, তস্য সর্ব্বস্য বিচারাসহত্বাৎ, অপ্রতিভাসমানসদ্ভাবে চ প্রমাণাভাবান্ন বাহ্যালম্বনাঃ প্রত্যয়া ইতি। অপি চ, ন তাবদ্বিজ্ঞানমিন্দ্রিয়বন্নিলীনমর্থং প্রত্যক্ষয়িতুমর্হতি। ন হি যথেন্দ্রিয়মর্থবিষয়ং জ্ঞানং জনয়ত্যেবং বিজ্ঞানমপরং বিজ্ঞানং জনয়িতুমর্হতি। তত্রাপি সমানত্বাদনুযোগস্যানবস্থাপ্রসঙ্গাৎ। ন চার্থাধারং প্রাকট্যলক্ষণং ফলমাধাতুমুৎসহতে। অতীতানাগতেষু তদসম্ভবাৎ। ন হ্যস্তি সম্ভবোঽপ্রত্যুৎপন্নো ধর্ম্মী, ধর্ম্মশ্চাস্য প্রত্যুৎপন্ন ইতি, তস্মাজ্‌জ্ঞানস্বরূপপ্রত্যক্ষতৈবার্থপ্রত্যক্ষতাঽভ্যুপেয়া। তচ্চানাকারং সৎ আজ্ঞানতো ভেদাভাবাৎ কথমর্থভেদং ব্যবস্থাপয়েদিতি তদ্ভেদব্যবস্থাপনায়াকারভেদোঽন্বেষিতব্যঃ। তদুক্তং—"ন হি বিত্তিসত্তৈব তদ্বেদনা যুক্তা, তস্যাঃ সর্ব্বত্রাবিশেষাৎ, তান্তু সারূপ্যমাবিশতঃ সরূপয়ত্তদ্ ঘটয়েৎ ইতি। একশ্চায়মাকারোঽনুভূয়তে, স চেদ্বিজ্ঞানস্য নার্থসদ্ভাবে কিঞ্চন প্রমাণমস্তীত্যাহ—"অপি চানুভবমাত্রেণ সাধারণাত্মনো জ্ঞানস্য" ইতি। "অপিচ সহোপলম্ভনিয়মাৎ" ইতি। যদ্‌যেন নিয়তসহোপলম্ভনং, তত্ততো ন ভিদ্যতে, যথৈকস্মাচ্চন্দ্রমসো দ্বিতীয়শ্চন্দ্রমাঃ। নিয়তসহোপলম্ভশ্চার্থো জ্ঞানেনেতি ব্যাপকবিরুদ্ধোপলব্ধিঃ। নিষেধ্যো হি ভেদঃ সহোপলম্ভানিয়মেন ব্যাপ্তঃ, যথা

করিতে সমর্থ নহ। কেন-না, তোমাদের মতে সমূহ অসৎ অর্থাৎ নাই। জাতি, গুণ, কর্ম্ম, দ্রব্য, এ সকলেরও উক্ত প্রণালীতে প্রত্যাখ্যান হইতে পারে। [অপিচানুভব...কল্পনা] অপর কথা এই যে, জায়মান অনুভবলক্ষণ সাধারণ জ্ঞান যে বিশেষ বিশেষ বিষয়বিশিষ্টরূপে ব্যবহৃত হয়—স্তম্ভজ্ঞান, কুড্যজ্ঞান (কুড্য = ঘরের দেওয়াল), ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান ইত্যাদি, এ ব্যবহার জ্ঞানের বিশেষভাব ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে না। সেই জন্য জ্ঞানের তত্তদ্বিষয়াকার হওয়া স্বীকৃত হয়। জ্ঞানের বিষয়াকার হওয়া মানিলে বাহ্যবস্তু মানিবার প্রয়োজন হয় না। একমাত্র জ্ঞানের প্রকারভেদ দ্বারাই সমস্ত বাহ্যবস্তুব্যবহার নির্ব্বাহ হইতে পারে। [অপিচ...দ্রষ্টব্যম্] আরও দেখ, জ্ঞানের ও বিষয়ের সহোপলব্ধি-

ন হ্যনয়োরেকস্যানুপলম্ভেঽন্যস্যোপলম্ভোঽস্তি। ন চৈতৎ স্বভাববিবেকে যুক্তং প্রতিবন্ধকারণাভাবাৎ। তস্মাদপ্যর্থাভাবঃ। স্বপ্নাদিবচ্চেদং দ্রষ্টব্যম্। যথা হি স্বপ্নমায়ামরীচ্যুদকগন্ধর্ব্বনগরাদিপ্রত্যয়া বিনৈব বাহ্যেনার্থেন গ্রাহ্য-গ্রাহকাকারা ভবন্তি, এবং জাগরিতগোচরা অপি স্তম্ভাদিপ্রত্যয়া ভবিতুমর্হন্তীত্যবগম্যতে, প্রত্যয়ত্বাবিশেষাৎ। কথং পুনরসতি বাহ্যেঽর্থে

ভিন্নাবশ্বিনৌ নাবশ্যং সহোপলভ্যেতে। কদাচিদভ্রাপিধানেঽন্যতরস্যৈকস্যোপলম্ভেঃ, সোঽয়মিহ ভেদব্যাপকানিয়মবিরুদ্ধো নিয়ম উপলভ্যমানস্তদ্ব্যাপ্যং ভেদং নিবর্ত্তয়তীতি। তদুক্তম্—

"সহোপলম্ভনিয়মাদভেদো নীল-তদ্ধিয়োঃ।"
ভেদশ্চ ভ্রান্তিবিজ্ঞানৈর্দৃশ্যেতেন্দাবিবাদ্বয়ে॥" ইতি।

"স্বপ্নাদিবচ্চেদং দ্রষ্টব্যম্"। যোঽয়ং প্রত্যয়ঃ, স সর্ব্বো বাহ্যানালম্বনো যথা স্বপ্নমায়াদিপ্রত্যয়ঃ। তথা চৈষ বিবাদাধ্যাসিতঃ প্রত্যয় ইতি স্বভাবহেতুঃ। বাহ্যানালম্বনতা হি প্রত্যয়ত্বমাত্রানুবন্ধিনী বৃক্ষতেব শিংশপাত্বমাত্রানুবন্ধিনীতি তন্মাত্রানুবন্ধিনী নিরালম্বনত্বে সাধ্যে ভবতি প্রত্যয়ত্বং স্বভাবহেতুঃ। অত্রান্তরে সৌত্রান্তিকশ্চোদয়তি—"কথং পুনরসতি বাহ্যেঽর্থে"। নীলমিদং পীতমিদ-

নিয়ম আছে। (বিষয় ব্যতীত কেবল জ্ঞান বা জ্ঞান ব্যতীত কেবল বিষয় কেহ কখনও অনুভব করে না)। সেই নিয়মের দ্বারা বিষয় ও বিজ্ঞান, এইদু এর অভেদ (দু-ই এক বস্তু) সিদ্ধ হইতে পারে। যখন তাহার (অভেদভাবের) প্রতিবন্ধক নাই, বাধক প্রমাণ নাই, তখন অবশ্যই বিষয়ের ও বিজ্ঞানের বাস্তব ভেদ না থাকাই যুক্তিযুক্ত। অন্য যুক্তিতেও বাহ্যবস্তুর অভাব সিদ্ধ হয়। বাহ্যবস্তু নাই, অথচ তদাকার জ্ঞান হয়। কিসে হয়? না, জ্ঞানই পূর্ব্বক্ষণে বাহ্যবস্ত্বাকার হইয়া দ্বিতীয়ক্ষণে তাহার গ্রাহকাকার ধারণ করে। বাহিরে কিছুই নাই, অথচ অন্তঃস্থ জ্ঞানও জ্ঞানজ্ঞেয় উভয়াকার ধারণ করে, ইহার দৃষ্টান্ত—স্বপ্নাদি। [যথা...বিশেষাৎ] স্বপ্নদর্শন, মায়াদর্শন (ইন্দ্রজাল বা ভোজবাজী দেখা) মরুমরীচিকায় জলদর্শন, আকাশে গন্ধর্ব্ব-নগর দর্শন, বাহিরে সেই সেই বস্তু না থাকিলেও ঐ সকল যেমন অন্তরে গ্রাহ্য ও গ্রাহকাকারে (বস্তু ও বস্তুজ্ঞান উভয়াকারে) প্রকাশ পায়, জাগ্রৎকালের স্তম্ভাদিজ্ঞানও ঐরূপ, ইহা জ্ঞানসাধর্ম্ম্য দৃষ্টে অনুমিত হইতে পারে। [কথং...বিধ্যতে] যদি বল, বাহিরে কিছু না থাকিলে অন্তরে কিরূপে বিচিত্র জ্ঞানের উদয় হইতে পারে? তাহার প্রত্যুত্তর—বিচিত্র বাসনা-(জ্ঞানসংস্কার-)

প্রত্যয়বৈচিত্র্যমুপপদ্যেত। বাসনাবৈচিত্র্যাদিত্যাহ। অনাদৌ হি সংসারে বীজাঙ্কুরবৎ বিজ্ঞানানাং বাসনানাং চান্যোন্য-

মিত্যাদি, "প্রত্যয়বৈচিত্র্যমুপপদ্যেত"। স হি মেনে, যে যস্মিন্ সত্যপি কাদাচিৎকাস্তে সর্ব্বে তদতিরিক্তহেতুসাপেক্ষাঃ। যথাহবিবক্ষিত্যজিগমিষতি ময়ি বচনগমনপ্রতিভাসাঃ প্রত্যয়াশ্চেতনসন্তানান্তরসাপেক্ষাঃ। তথা চ বিবাদাধ্যাসিতাঃ সত্যপ্যালয়বিজ্ঞানসন্তানে যদ্যপি প্রবৃত্তিপ্রত্যয়া ইতি স্বভাবহেতুঃ। যশ্চাসাবালয়বিজ্ঞানসন্তানাতিরিক্তঃ কাদাচিৎকপ্রবৃত্তিবিজ্ঞানভেদহেতুঃ স বাহ্যোঽর্থ ইতি। বাসনাপরিপাকপ্রত্যয়কাদাচিৎকত্বাৎ কদাচিদুৎপাদ ইতি চেৎ, নন্বেকসন্ততিপতিতানামালয়বিজ্ঞানানাং তৎপ্রবৃত্তিবিজ্ঞানজননশক্তির্ব্বাসনা, তস্যাশ্চ স্বকার্য্যোপজনং প্রত্যাভিমুখ্যং পরিপাকস্তস্য চ প্রত্যয়ঃ স্বসন্তানবর্ত্তী পূর্ব্বক্ষণঃ সন্তানান্তরাপেক্ষানভ্যুপগমাৎ। তথা চ সর্ব্বেঽপ্যালয়সন্তানপতিতাঃ পরিপাকহেতবো ভবেয়ুঃ, ন বা কশ্চিদপি, আলয়সন্তানপাতিত্বাবিশেষাৎ। ক্ষণভেদাচ্ছক্তিভেদস্তস্য চ কাদাচিৎকত্বাৎ কার্য্যকাদাচিৎকত্বমিতি চেৎ। নন্বেবমেকস্যৈব নীলজ্ঞানোপজননসামর্থ্যং তৎপ্রবোধসামর্থ্যঞ্চেতি ক্ষণান্তরস্যৈতন্ন স্যাৎ। সত্ত্বে বা কথং ক্ষণভেদাৎ সামর্থ্যভেদ ইত্যালয়সন্তানবর্ত্তিনঃ সর্ব্বে সমর্থা ইতি সমর্থহেতুসদ্ভাবে কার্য্যক্ষেপানুপপত্তেঃ। স্বসন্তানমাত্রাধীনত্বে নিষেধ্যস্য কাদাচিৎকত্বস্য বিরুদ্ধং সদাতনত্বং, তস্যোপলব্ধ্যা কাদাচিৎকত্বং নিবর্ত্তমানং হেত্বন্তরাপেক্ষত্বে ব্যবতিষ্ঠত ইতি প্রতিবন্ধসিদ্ধিঃ। ন চ জ্ঞানসন্তানানন্তরনিবন্ধনত্বং সর্ব্বেষামিষ্যতে প্রবৃত্তিবিজ্ঞানানাং বিজ্ঞানবাদিভিঃ, অপি তু কস্যচিদেব বিচ্ছিন্ন-গমনবচনপ্রতিভাসস্য প্রবৃত্তিবিজ্ঞানস্য। অপি চ, সত্ত্বান্তরসন্তাননিমিত্তত্বে তস্যাপি সদা সন্নিধানান্ন কাদাচিৎকত্বং স্যাৎ। ন হি সত্ত্বান্তরসন্তানস্য দেশতঃ কালতো বা বিপ্রকর্ষসম্ভবঃ। বিজ্ঞানবাদে বিজ্ঞানাতিরিক্তদেশানভ্যুপগমাদমূর্ত্তত্বাচ্চ বিজ্ঞানানামদেশাত্মকত্বাৎ সংসারস্যাদিমত্ত্বপ্রসঙ্গেনাপূর্ব্বসত্ত্বপ্রাদুর্ভাবানভ্যুপগমাচ্চ ন কালতোঽপি বিপ্রকর্ষসম্ভবঃ। তস্মাদসতি বাহ্যেঽর্থে প্রত্যয়বৈচিত্র্যানুপপত্তেরস্ত্যানুমানিকো বাহ্যোঽর্থ ইতি সৌত্রান্তিকাঃ প্রতিপেদিরে। তান্নিরাকরোতি।—"বাসনাবৈচিত্র্যাদিত্যাহ" বিজ্ঞানবাদী। ইদমত্রাকূতম্— স্বসন্তানমাত্রপ্রভবত্বেঽপি প্রত্যয়কাদাচিৎকত্বোপপত্তৌ সন্দিগ্ধবিপক্ষব্যাবৃত্তিকত্বেন হেতুরনৈকান্তিকঃ। তথা হি বাহ্যনিমিত্তকত্বেঽপি কথং কদাচিন্নীলসম্বেদনং কদাচিৎ পীতসম্বেদনম্। বাহ্যনীলপীতসন্নিধানাসন্নিধানাভ্যামিতি চেৎ, অথ পীতসন্নিধানেঽপি কিমিতি নীলজ্ঞানং ন ভবতি, পীতজ্ঞানং ভবতি। তত্র তস্য সামর্থ্যাদ্ অসামর্থ্যাচ্চেতরস্মিন্নিতি চেৎ, কুতঃ পুনরয়ং সামর্থ্যাসামর্থ্যভেদঃ। হেতুভেদাদিতি চেৎ। এবং তর্হি ক্ষণানামপি স্বকারণভেদনিবন্ধনঃ শক্তিভেদো ভবিষ্যতি। সন্তানিনো হি ক্ষণাঃ কার্য্যভেদহেতবস্তে চ প্রতিকার্য্যং ভিদ্যন্তে চ। সন্তানো নাম কশ্চিদেক উৎপাদকঃ ক্ষণানাং, যদভেদাৎ ক্ষণা ন ভিদ্যেরন্। ননূক্তং

প্রভাবে বিচিত্র জ্ঞান জন্মিতে পারে। এই সংসার বীজাঙ্কুরের ন্যায় অনাদি, এতদন্তঃপাতী বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানসংস্কার পরস্পর পরস্পরের কারণ ও কার্য্য, তদনু-

নিমিত্ত-নৈমিত্তকভাবেন বৈচিত্র্যং ন বিপ্রতিষিধ্যতে। অপি চ, অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং বাসনানিমিত্তমেব জ্ঞানবৈচিত্র্যমিত্যবগম্যতে, স্বপ্নাদিষ্বন্তরেণাপ্যর্থং বাসনানিমিত্তস্য জ্ঞানবৈচিত্র্যস্যোভাভ্যামপ্যাবাভ্যামভ্যুপগম্যমানত্বাৎ, অন্তরেণ তু বাসনামর্থনিমিত্তস্য জ্ঞানবৈচিত্র্যস্য ময়ানভ্যুপগম্যমানত্বাৎ। তস্মাদপ্যভাবো বাহ্যস্যার্থস্যেত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—

নাভাব উপলব্ধেরিতি। ন খল্বভাবো বাহ্যস্যার্থস্যাধ্যবসাতুং

ন ক্ষণভেদাভেদাভ্যাং শক্তিভেদাভেদৌ, ভিন্নানামপি ক্ষণানামেকসামর্থ্যোপলব্ধেঃ। অন্তথৈক এব ক্ষণে নীলজ্ঞানজননসমর্থ ইতি ন ভূয়ো নীলজ্ঞানানি জায়েরন্। তৎসমর্থস্যাতীতত্বাৎ ক্ষণান্তরাণাং চাসামর্থ্যাৎ। তস্মাৎ ক্ষণভেদেঽপি ন সামর্থ্যভেদঃ। সন্তানভেদে তু সামর্থ্যং ভিদ্যত ইতি। তন্ন। যদি ভিন্নানাং সন্তানানাং নৈকং সামর্থ্যং, হন্ত তর্হি নীলসন্তানানামপি মিথো ভিন্নানাং নৈকমস্তি নীলাকারাধানসামর্থ্যমিতি সন্নিধানেঽপি নীলসন্তানান্তরস্য ন নীলজ্ঞানমুপজায়েত। তস্মাৎ সন্তানান্তরাণামিব ক্ষণান্তরাণামপি স্বকারণভেদাধীনোপজননানাং কেষাঞ্চিদেব সামর্থ্যাভেদঃ কেষাঞ্চিন্নেতি বক্তব্যম্। তথা চৈকালয়জ্ঞানসন্তানপতিতেষু কস্যচিদেব জ্ঞানক্ষণস্য স তাদৃশঃ সামর্থ্যাতিশয়ো বাসনাপরনামা স্বপ্রত্যয়াসাদিতঃ, যতো নীলাকারং প্রবৃত্তিবিজ্ঞানং জায়তে ন পীতাকারম্। কস্যচিত্তু স তাদৃশঃ, যতঃ পীতাকারং জ্ঞানং ন নীলাকারমিতি বাসনাবৈচিত্র্যাদেব স্বপ্রত্যয়াসাদিতাজ্-জ্ঞানবৈচিত্র্যসিদ্ধের্ন তদতিরিক্তার্থসদ্ভাবে কিঞ্চনাস্তি প্রমাণমিতি পশ্যামঃ। আলয়-বিজ্ঞানসন্তানপতিতমেবাসম্বিদিতং জ্ঞানং বাসনা, তদ্বৈচিত্র্যান্নীলাদ্যনুভববৈচিত্র্যং পূর্ব্বনীলাদ্যনুভববৈচিত্র্যাচ্চ বাসনাবৈচিত্র্যমিত্যনাদিতানয়োর্ব্বিজ্ঞানবাসনয়োঃ,তস্মান্ন পরস্পরাশ্রয়দোষসম্ভবো বীজাঙ্কুরসন্তানবদিতি। অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামপি বাসনাবৈচিত্র্যস্যৈব জ্ঞানবৈচিত্র্যহেতুতা, নার্থবৈচিত্র্যস্যেত্যাহ—"অপি চান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং" ইতি। "এব প্রাপ্তে, ব্রূমঃ"। "নাভাব উপলব্ধেঃ" ইতি।

ন খল্বভাবো বাহ্যস্যার্থস্যাধ্যবসাতুং শক্যতে। স হ্যুপলভ্যভাবাদ্বাঽধ্যবসীয়েত,

---

বলে জ্ঞানবৈচিত্র্য অবারণীয়। [অপি...মানত্বাৎ] আরও দেখ, অন্বয় ও ব্যতিরেক এই দ্বিবিধ যুক্তির দ্বারা স্থির হয়, বাসনাই জ্ঞানবৈচিত্র্যের কারণ। স্বপ্নমায়াদিস্থলে যে, বিনা বস্তুতে সেই সেই জ্ঞান প্রকাশ পায়, তাহার মূল কারণ হইতেছে বাসনা। ইহা তোমার ও আমার উভয়েরই স্বীকৃত। বাসনা ব্যতীত কেবল বাহ্যবস্তু হইতে বিচিত্র জ্ঞান জন্মে, এ কথা আমরা মান্য করি না, কিন্তু বাসনাকে মান্য করি। [ত...রিতি] প্রদর্শিত ও অন্যান্য যুক্তি থাকাতে ইহাই স্থির হয় যে, বহির্ব্বস্তুর অভাব সত্য। বাহিরে কিছু নাই—সমস্তই অন্তরে। এই পূর্ব্ব-পক্ষের (বৌদ্ধ-পক্ষের) খণ্ডনার্থ "নাভাব উপলব্ধেঃ" সূত্র বলা হইল।

[ন...মর্হতি] অর্থ এই যে, যেহেতু উপলব্ধ হয়—অনুভূত হয়—সেইহেতু

শক্যতে। কস্মাৎ ? উপলব্ধেঃ। উপলভ্যতে হি প্রতিপ্রত্যয়ং বাহ্যোর্থঃ—স্তম্ভঃ কুড্যং ঘটঃ পট ইতি। ন চোপলভ্যমানস্যৈবা-ভাবো ভবিতুমর্হতি। যথা হি কশ্চিদ্ভুঞ্জানো ভুজিসাধ্যায়াং তৃপ্তৌ স্বয়মনুভূয়মানায়ামেবং ব্রূয়াৎ—নাহং ভুঞ্জে, ন বা তৃপ্যামীতি, তদ্বদিন্দ্রিয়সন্নিকর্ষেণ স্বয়মুপলভমান এব বাহ্যমর্থং নাহমুপ-লভে, ন চ সোঽস্তীতি ব্রুবন্ কথমুপাদেয়বচনঃ স্যাৎ।

নন্বু নাহমেবং ব্রবীমি ন কঞ্চিদর্থমুপলভ ইতি, কিন্তুপলব্ধি-ব্যতিরিক্তং নোপলভ ইতি ব্রবীমি। বাঢ়মেবং ব্রবীষি নিরঙ্কুশ-ত্বাৎ তে তুণ্ডস্য, ন তু যুক্ত্যুপেতং ব্রবীষি। যত উপলব্ধি-ব্যতিরেকোঽপি বলাদর্থস্যাভ্যুপগন্তব্যঃ, উপলব্ধেরেব। ন হি কশ্চিদুপলব্ধিমেব স্তম্ভঃ কুড্যঞ্চেত্যুপলভতে। উপলব্ধিবিষয়ত্বে-

---

সত্যপ্যুপলম্ভে তস্য বাহ্যাবিষয়ত্বাদ্বা, সত্যপি বাহ্যবিষয়ত্বে বাহ্যার্থবাধকপ্রমাণ-সদ্ভাবাদ্বা। ন তাবৎ সর্ব্বথোপলম্ভাভাব ইতি প্রশ্নপূর্ব্বকমাহ—"কস্মাৎ ? উপলব্ধেঃ" ইতি। ন হি স্ফুটতরে সার্ব্বজনীন উপলম্ভে সতি তদভাবঃ শক্যো বক্তুমিত্যর্থঃ।

দ্বিতীয়ং পক্ষমবলম্বতে—"নন্বু নাহমেবং ব্রবীমি" ইতি। নিরাকরোতি—

বহির্ব্বস্তুর অভাব অবধারণ করিতে পার না। প্রত্যেক জ্ঞানেই বহির্ব্বস্তুর অস্তিত্ব অনুভূত হয়। এই স্তম্ভ, এই কুড্য (ভিত্তি), এই ঘট, এই পট, ইত্যাদি। যাহার উপলব্ধি হয়, তাহার অভাব—নাস্তিত্ব—অন্যায্য। যথা হি…স্যাৎ] ভোজনে-পরিতৃপ্ত হইয়া "আমি ভোজন করি নাই, পরিতৃপ্তও হই নাই" বলা যদ্রূপ, ইন্দ্রিয়ের সহিত বহির্ব্বস্তুর সন্নিকর্ষ হওয়ার পর স্বয়ং অব্যবধানে বাহ্যবস্তুর অনুভব করিয়া "আমি বহিঃপদার্থ বুঝি না, দেখি না, বাহিরে কিছুই নাই" এরূপ বলাও তদ্রূপ। বাহিরে অমুক আছে, এরূপ অনুভব করিয়াও, যে ব্যক্তি তাহা বাহিরে নাই বলে, সে ব্যক্তির সে কথা কিরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে ?

[নন্বু…উপলভ্যতে] যদি বল, 'কিছু অনুভব করি না' এমন কথা আমরা বলি না। অনুভব করি সত্য ; কিন্তু অনুভূতি (জ্ঞান) ব্যতীত অন্য কিছু (বহি-র্দ্রব্য) অনুভব করি না। যাহা যাহা অনুভব করি, সমস্তই জ্ঞান। সত্য বটে, তোমরা ঐরূপ বল, তোমাদের মুখের অঙ্কুশ নাই, তাই তোমরা ঐরূপ বল। অঙ্কুশ (ডাঙ্গশ, হস্তিতাড়নের যন্ত্র) থাকিলে ঐরূপ বলিতে না। ফলতঃ, যাহা বল, তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। তুমি যে, উপলব্ধিব্যতিরেকের কথা বলিলে, সেই কথা-তেই উপলব্ধব্য স্বীকৃত হইয়াছে। বিবেচনা কর, কেহ কখনও উপলব্ধিকে (জ্ঞানকে) এটা স্তম্ভ, এটা কুড্য, এতদ্রূপে অনুভব করে না, প্রত্যুত সকল

নৈব তু স্তম্ভকুড্যাদীন্ সর্ব্বে লৌকিকা উপলভন্তে। অতশ্চৈবমেব সর্ব্বে লৌকিকা উপলভন্তে, যৎ প্রত্যাচক্ষাণা অপি বাহ্যমর্থমেবমাচক্ষতে—যদন্তর্জ্ঞেয়রূপং, তদ্বহির্ব্বদবভাসত ইতি। তেঽপি হি সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধাং বহিরবভাসমানাং সম্বিদং প্রতিলভমানাঃ প্রত্যাখ্যাতুকামাশ্চ বাহ্যমর্থং বহির্ব্বদিতি বৎকারং কুর্ব্বন্তি, ইতরথা হি কস্মাদ্বহির্ব্বদিতি ব্রূয়ুঃ। ন হি বিষ্ণুমিত্রো বন্ধ্যাপুত্রবদবভাসত ইতি কশ্চিদাচক্ষীত। তস্মাদ্ যথানুভবং তত্ত্বমভ্যুপগচ্ছদ্ভির্ব্বহিরেবাবভাসত ইতি যুক্তমভ্যুপগন্তুং, ন তু বহির্ব্বদবভাসত ইতি।

নন্বু বাহ্যস্যার্থস্যাসম্ভবাদ্বহির্ব্বদবভাসত ইত্যধ্যবসিতম্। নায়ং সাধুরধ্যবসায়ঃ, যতঃ প্রমাণপ্রবৃত্ত্যপ্রবৃত্তিপূর্ব্বকৌ সম্ভবা-

"বাঢ়মেবং ব্রবীষি"। উপলব্ধিগ্রাহিণা হি সাক্ষিণোপলব্ধির্গৃহ্যমাণা বাহ্যবিষয়ত্বেনৈব গৃহ্যতে, নোপলব্ধিমাত্রমিত্যর্থঃ। "অতশ্চ" ইতি বক্ষ্যমাণোপপত্তিপরামর্শঃ।

তৃতীয়ং পক্ষমালম্বতে—"নন্বু বাহ্যস্যার্থস্যাসম্ভবাৎ" ইতি। নিরাকরোতি—"নায়ং সাধুরধ্যবসায়ঃ" ইতি। ইদমত্রাকূতম্। ঘটপটাদয়ো হি স্থূলা ভাসন্তে ন তু পরমসূক্ষ্মাঃ, তত্রেদং নানাদিগ্দেশব্যাপিত্বলক্ষণং স্থৌল্যং যদ্যপি জ্ঞানাকারত্বেনা-

---

লোকই ঐ সকলকে উপলব্ধির (জ্ঞানের) বিষয়রূপে অনুভব করে। [অতশ্চ... চক্ষীত] তোমরা যেরূপ বল, তাহাতেও লোকসকল বহির্ব্বস্তুর অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারে। বহির্ব্বস্তুর প্রত্যাখ্যান করিতে গিয়া তোমরা বহির্ব্বস্তুর অস্তিত্বই বলিয়া থাক। তোমরা বলিয়া থাক, বিজ্ঞেয় পদার্থরাশি অন্তর্ব্বর্ত্তী—অন্তরেই আছে। কিন্তু সে সকল বহিঃস্থিতের ন্যায় অবভাসিত হয়। সর্ব্ববিদিত বহিঃপ্রকাশমান পদার্থরাশিকে জ্ঞানমাত্র বলিবার জন্য ও বাহ্যবস্তু অপলাপের জন্য তোমরা "বহির্ব্বৎ—বহিঃস্থের ন্যায়" এইরূপ বলিয়া থাক। সে সকল যদি বাহিরে আদৌ না থাকে, তাহা হইলে কিরূপে "বহির্ব্বৎ" বলিতে পার? (বাহ্যার্থ যদি বাহিরে আদৌ না থাকে, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ও দৃষ্টান্তের হানি হইবে। 'বৎ' ও 'ইব' বলিতে পারিবে না)। কে এরূপ বলিয়া থাকে যে, বিষ্ণুমিত্র বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে? [তস্মাদ্...ইতি] অতএব, অনুভবের অনুরূপ বস্তু স্বীকার করিতে হইলে ইহাই স্বীকার করিতে হয় যে, পদার্থ বাহিরেই প্রকাশ পায়, বহিঃস্থের ন্যায় প্রকাশ পায় না।

[নন্বু...রেব] যদি বল, বাহিরে থাকা সম্ভব হয় না, কাযেই বহিঃস্থের ন্যায় বলিতে হয়, ইহার প্রত্যুত্তরে আমরা বলি, ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ, সম্ভব ও অসম্ভব উভয়ই প্রমাণ-মূলক। কিন্তু প্রমাণ কখনই সম্ভবাসম্ভবমূলক নহে। যাহা

সম্ভবাববধার্য্যেতে, ন পুনঃ সম্ভবাসম্ভবপূর্ব্বকে প্রমাণপ্রবৃত্ত্যপ্রবৃত্তী। যদ্ধি প্রত্যক্ষাদীনামন্যতমেনাপি প্রমাণেনোপলভ্যতে, তৎ সম্ভবতি। যন্ন কেনচিদপি প্রমাণেনোপলভ্যতে, তন্ন সম্ভবতি। ইহ তু যথাস্বং সর্ব্বৈরেব প্রমাণৈর্বাহ্যোঽর্থ উপলভ্যমানঃ কথং ব্যতিরেকাব্যতিরেকাদিবিকল্পৈর্ন সম্ভবতীত্যুচ্যেত, উপলব্ধেরেব। ন চ জ্ঞানস্য বিষয়সারূপ্যাদ্বিষয়নাশো ভবতি। অসতি বিষয়ে বিষয়সারূপ্যানুপপত্তেঃ। বহিরুপলব্ধেশ্চ বিষয়স্য। অতএব

-বরণানাবরণলক্ষণেন বিরুদ্ধধর্ম্মসংসর্গেণ যুজ্যতে, জ্ঞানোপাধেরনাবৃতত্বাদেব, তথাপি তদ্দেশত্বাতদ্দেশত্ব-কম্পাকম্পত্ব-রক্তারক্তত্বলক্ষণৈর্ব্বিরুদ্ধধর্ম্মসংসর্গৈরস্ত নানাত্বং প্রসজ্যমানং জ্ঞানাকারত্বেঽপি ন শক্যং শক্রেণাপি বারয়িতুম্। ব্যতিরেকাব্যতিরেকবৃত্তিবিকল্পৌ চ পরমাণোরংশবত্ত্বং চোপপাদিতানি বৈশেষিকপরীক্ষায়াম্। তস্মাদ্‌বাহ্যার্থবন্ন জ্ঞানেঽপি স্থৌল্যসম্ভবঃ। ন চ তাবৎ পরমাণ্বাভাসমেকজ্ঞানমেকস্য নানাত্মত্বানুপপত্তেঃ। আকারাণাং বা জ্ঞানতাদাত্ম্যাদেকত্বপ্রসঙ্গাৎ। ন চ যাবন্ত আকারাস্তাবন্ত্যেব জ্ঞানানি, তাবতাং জ্ঞানানাং মিথো বার্ত্তানভিজ্ঞতয়া স্থূলানুভবাভাবপ্রসঙ্গাৎ। ন চ তৎপৃষ্ঠভাবী সমস্তজ্ঞানাকারসঙ্কলনাত্মক একঃ স্থূলবিকল্পো বিজৃম্ভত ইতি সাম্প্রতম্, তস্যাপি সাকারতয়া স্থৌল্যাযোগাৎ। যথাহ ধর্ম্মকীর্ত্তিঃ—

"তস্মান্নার্থে ন চ জ্ঞানে স্থূলাভাসস্তদাত্মনঃ।
একত্র প্রতিষিদ্ধত্বাদ্বহুষপি ন সম্ভবঃ॥" ইতি।

তস্মাদ্ভবতাপি জ্ঞানাকারং স্থৌল্যং সমর্থয়মানেন প্রমাণপ্রবৃত্ত্যপ্রবৃত্তিপূর্ব্বকৌ সম্ভবাসম্ভবাবাস্থেয়ৌ। তথা চেদস্মাস্পদমশক্যং জ্ঞানাদ্ভিন্নং বাহ্যমপহ্নোতুমিতি। যচ্চ জ্ঞানস্য প্রত্যর্থং ব্যবস্থায়ৈ বিষয়সারূপ্যমাস্থিতং, নৈতেন বিষয়োঽপহ্নোতুং শক্যঃ। অসত্যর্থে তৎসারূপ্যস্য তদ্ব্যবস্থায়াশ্চানুপপত্তেরিত্যাহ—"ন চ জ্ঞানস্য বিষয়সারূপ্যং" ইতি। যশ্চ সহোপলম্ভনিয়ম উক্তঃ, সোঽপি বিকল্পং ন সহতে।

প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে উপলব্ধ হয়, পাওয়া যায়, তাহাই সম্ভব, যাহা কোনও প্রমাণে পাওয়া যায় না, তাহাই অসম্ভব। বিবাদস্থলে সে অসম্ভব স্থান পাইতেছে না। কেন-না, সমুদায় প্রমাণেই বাহ্যবস্তুর সদ্ভাব (অস্তিত্ব) অনুভূত হয়। যদি তাহাই হয়, তবে, কিপ্রকারে বলিতে পার, উপলব্ধির ব্যতিরেক ও অব্যতিরেক, এই দুই বিকল্পের দ্বারা বাহ্যবস্তু থাকা অসম্ভব হয়? * [ন চ...গন্তব্যম্] জ্ঞান বিষয়ের স্বরূপ, অর্থাৎ যাহা জ্ঞানের আকার, বিষয়েরও তাহা আকার, এতন্নিদর্শনে বিষয়ের অভাব অর্থাৎ বিষয় না থাকা নিশ্চিত হয় না। কেন-না, বিষয় না

* স্তম্ভাদি বহির্বস্তু জ্ঞান হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন, এরূপ বিকল্প যুক্তিসিদ্ধ নহে। বিকল্প অযুক্ত বলিয়া স্তম্ভাদি বাহ্য পদার্থের নাস্তিত্বনিশ্চয় অস্তাবা? কারণ, ঐ সকল পদার্থ প্রমাণবিনিশ্চিত। যাহা প্রমাণবিনিশ্চিত, তাহা বিকল্পাযুক্ততার দ্বারা অনিশ্চিত হয় না।

সহোপলম্ভনিয়মোঽপি প্রত্যয়বিষয়য়োরুপায়োপেয়ভাবহেতুকো নাভেদহেতুক ইত্যবগন্তব্যম্।

অপি চ, ঘটজ্ঞানং পটজ্ঞানমিতি বিশেষণয়োরেব ঘট-পটয়োর্ভেদো ন বিশেষ্যস্য জ্ঞানস্য। যথা শুক্লো গৌঃ কৃষ্ণো গৌরিতি শৌক্ল্যকার্ষ্ণ্যয়োরেব ভেদো ন গোত্বস্য। দ্বাভ্যাঞ্চ ভেদ একস্য সিদ্ধো ভবতি, একস্মাচ্চ দ্বয়োঃ। তস্মাদর্থ-জ্ঞানয়োর্ভেদঃ। তথা ঘটদর্শনং ঘটস্মরণমিত্যত্রাপি প্রতি-

---

যদি জ্ঞানার্থয়োঃ সাহিত্যেনোপলম্ভস্ততো বিরুদ্ধো হেতুর্নাভেদং সাধয়িতুমর্হতি। সাহিত্যস্য তদ্বিরুদ্ধভেদব্যাপ্তত্বাৎ। অভেদে তদনুপপত্তেঃ। অথৈকোপলম্ভনিয়মঃ। ন। একত্বস্যাবাচকঃ সহশব্দঃ। অপি চ, কিমেকত্বেনোপলম্ভঃ? আহো এক উপলম্ভো জ্ঞানার্থয়োঃ। ন তাবদেকত্বেনোপলম্ভ ইত্যাহ—"বহিরুপলব্ধেশ্চ বিষয়স্য"। অথৈকোপলম্ভনিয়মঃ,তত্রাহ—"অতএব সহোপলম্ভনিয়মোঽপি প্রত্যয়বিষয়য়োরুপা-য়োপেয়ভাবহেতুকো নাভেদহেতুক ইত্যবগন্তব্যম্"। যথা হি সর্ব্বং চাক্ষুষং প্রভা-রূপানুবিদ্ধং বুদ্ধিবোধ্যং নিয়মেন মনুজৈরুপলভ্যতে, ন চৈতাবতা ঘটাদিরূপং প্রভাত্মকং ভবতি, কিন্তু প্রভোপায়ত্বান্নিয়মঃ, এবমিহাপ্যাত্মসাক্ষিকানুভবোপায়ত্বা-দর্থস্যৈকোপলম্ভনিয়ম ইতি।

অপি চ, যত্রৈকবিজ্ঞানগোচরৌ ঘটপটৌ, তত্রার্থভেদং বিজ্ঞানভেদঞ্চাধ্যবস্যন্তি। প্রতিপত্তারঃ, ন চৈতদৈকাত্ম্যেঽবকল্পত ইত্যাহ—"অপি চ ঘটজ্ঞানং পটজ্ঞানম্" ইতি। তথার্থাভেদেঽপি বিজ্ঞানভেদদর্শনান্ন বিজ্ঞানাত্মকত্বমর্থস্যেত্যাহ—"তথা ঘটদর্শনং ঘটস্মরণম্" ইতি। অপি চ, স্বরূপমাত্রপর্য্যবসিতং জ্ঞানং জ্ঞানান্তরবার্ত্তা-নভিজ্ঞমিতি যয়োর্ভেদস্তে দ্বে ন গৃহীতে, ইতি ভেদোঽপি তদ্গতো ন গৃহীত ইতি। এবং ক্ষণিকশূন্যানাত্মত্বাদয়োঽপ্যনেকপ্রতিজ্ঞাহেতুদৃষ্টান্তজ্ঞানভেদসাধ্যাঃ। এবং স্বমসাধারণমন্যতো ব্যাবৃত্তং লক্ষণং যস্য, তদপি যস্মাদ্ব্যাবর্ত্ততে যতশ্চ ব্যাবর্ত্ততে, তদ-নেকজ্ঞানসাধ্যম্, এবং সামান্যলক্ষণমপি বিধিরূপমন্যাপোহরূপং বাঽনেকজ্ঞানগম্যম্।

থাকিলে বিষয়ের সারূপ্যও থাকে না, সুতরাং বিষয় থাকা মানিতে হয় এবং তাহার অস্তিত্ব বাহিরে, ইহাও মানিতে হয়। জ্ঞানকে কেহ কখনও পৃথক্ দেখে নাই, জ্ঞেয়কেও কেহ পৃথক্ দেখে নাই। সকলেই জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞেয় দেখিয়া থাকে। জ্ঞান-জ্ঞেয়ের এই যে সহোপলব্ধিনিয়ম, এ নিয়ম উপায়োপেয়মূলক, অভেদমূলক নহে। (উপায়=উৎপাদক বা সাধন হেতু। উপেয়=উৎপাদ্য বা সাধ্য। বিষয় উপলব্ধেই জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে। জ্ঞান ও জ্ঞেয় এক বা অভিন্ন বলিয়া সহোপলব্ধ হয় না; কিন্তু সাধ্যসাধক বলিয়াই হয়)।

[অপি চ...ভেদঃ] ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান, ইত্যাদিস্থলে বিশেষণীভূত ঘট-পটেরই ভিন্নতা, বিশেষ্যভূত জ্ঞানের ভিন্নতা নহে। যেমন শুক্ল বৃষ, ইত্যাদি উল্লেখে শুক্ল-কৃষ্ণই ভিন্ন (শুক্ল এক বস্তু, কৃষ্ণ অন্য বস্তু) হয়, কিন্তু বৃষ ভিন্ন নহে,

পত্তব্যম্। অত্রাপি হি বিশেষ্যয়োরেব দর্শন-স্মরণয়োর্ভেদো ন বিশেষণস্য ঘটস্য। যথা ক্ষীরগন্ধঃ ক্ষীররস ইতি বিশেষ্যয়োরেব গন্ধ-রসয়োর্ভেদো ন বিশেষণস্য, তদ্বৎ।

অপি চ, দ্বয়োর্জ্ঞানয়োঃ পূর্ব্বোত্তরকালয়োঃ স্বসম্বেদনেনৈবো-পক্ষীণয়োরিতরেতর-গ্রাহ্যগ্রাহকত্বানুপপত্তিঃ। ততশ্চ বিজ্ঞান-ভেদপ্রতিজ্ঞা ক্ষণিকত্বাদিধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা স্বলক্ষণসামান্যলক্ষণবাস্য-বাসকত্বাবিদ্যোপপ্লব-সদসদ্ধর্ম্মবন্ধমোক্ষাদিপ্রতিজ্ঞাশ্চ স্বশাস্ত্রগতাস্তা

এবং বাস্যবাসকভাবোঽনেকজ্ঞানসাধ্যঃ। এবমবিদ্যোপপ্লববশেন যৎ সদসদ্ধর্ম্মত্বং যথা * নীলমিতি সদ্ধর্ম্মঃ নরবিষাণমীশ্বর ইত্যসদ্ধর্ম্মঃ, অমূর্ত্তমিতি সদসদ্ধর্ম্মঃ। শক্যং হি শশবিষাণমমূর্ত্তং বক্তুং, শক্যঞ্চ বিজ্ঞানমমূর্ত্তং বক্তুম্। যথোক্তম্—

"অনাদিবাসনোদ্ভূত বিকল্পপরিনিষ্ঠিতঃ।
শব্দার্থস্ত্রিবিধো ধর্ম্মো ভাবাভাবোভয়াশ্রয়ঃ॥" ইতি।

এবং মোক্ষপ্রতিজ্ঞা চ—যো মুচ্যতে যতশ্চ মুচ্যতে যেন মুচ্যতে, তদনেক-জ্ঞানসাধ্যা। এবং বিপ্রতিপন্নং প্রতিপাদয়িতুং প্রতিজ্ঞেতি যৎ প্রতিপাদয়তি যেন প্রতিপাদয়তি যশ্চ পুরুষঃ প্রতিপাদ্যতে যশ্চ প্রতিপাদয়তি, তদনেকজ্ঞান-সাধ্যেত্যসত্যেকস্মিন্নেকার্থজ্ঞান-প্রতিসন্ধাতরি নোপপদ্যতে।

তৎ সর্ব্বং বিজ্ঞানস্য স্বাংশালম্বনেঽনুপপন্নমিত্যাহ—"অপি চ দ্বয়োর্জ্ঞানয়োঃ পূর্ব্বোত্তরকালয়োঃ" ইতি। অপি চ ভেদাশ্রয়ঃ কর্ম্মফলভাবো নাভিন্নে জ্ঞানে ভবিতু-মর্হতি। নো খলু ছিদা ছিদ্যতে, কিন্তু দারু। নাপি পাকঃ পচ্যতেঽপি তু তণ্ডুলাঃ। তদিহাপি ন জ্ঞানং স্বাংশেন জ্ঞেয়ম্, আত্মনি বৃত্তিবিরোধাৎ, অপি তু তদতিরিক্তোঽর্থঃ

উহাও সেইরূপ। দুএর দ্বারাও একের ভেদ সিদ্ধ হয়, একের দ্বারাও দুএর ভেদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। (এক দুই নহে। কেন না, তাহা এক। এইরূপ দুইও এক নহে ইত্যাদি)। এই সকল কারণে বলিতে হইবে, মানিতে হইবে, বস্তু ও বস্তুবিষয়ক জ্ঞান পরস্পর ভিন্ন, কদাপি এক নহে। [তথা...তদ্বৎ] ঘটদর্শন ও ঘটস্মরণ প্রভৃতি স্থলেও বিশেষ্যভূত দর্শনের ও স্মরণেরই ভেদ আছে, কিন্তু বিশেষণভূত ঘটের ভেদ নাই। দুগ্ধগন্ধ, দুগ্ধরস, ইত্যাদিস্থলেও বিশেষ্য-ভূত গন্ধের ও রসেরই পার্থক্য, কিন্তু বিশেষণীভূত দুগ্ধের পার্থক্য নহে।

[অপিচ···হীয়েরন্] আরও দেখ, বৌদ্ধ মতে পূর্ব্বাপরকালবর্ত্তী বিজ্ঞানদ্বয় পরস্পর গ্রাহ্য-গ্রাহক হইতে পারে না। কারণ এই যে, পূর্ব্ববিজ্ঞানও আপনাকে প্রকাশ করিয়া বিনষ্ট হয়, আবার পরবিজ্ঞানও আপনাকে প্রকাশ করিয়াই বিনষ্ট হয়। ক্ষণধ্বংসী বলিয়া কাহারও সহিত কাহারও দেখা শুনা হয় না। বিজ্ঞান যদি স্থায়ী না হয়, তাহা হইলে বৌদ্ধশাস্ত্রীয়—বিজ্ঞানের ভিন্নতা, বিজ্ঞানের ক্ষণিকত্ব, স্বলক্ষণসামান্য, বাস্যবাসকত্ব, অবিদ্যোপপ্লব, সদসদ্ধর্ম্ম, বন্ধ-মোক্ষ, এ সমস্ত

হীয়েরন্। কিঞ্চান্যৎ, বিজ্ঞানং বিজ্ঞানমিত্যভ্যুপগচ্ছতা বাহ্যো-ঽর্থঃ—স্তম্ভঃ কুড্যমিত্যেবঞ্জাতীয়কঃ কস্মান্নাভ্যুপগম্যত ইতি বক্তব্যম্। বিজ্ঞানমনুভূয়ত ইতি চেৎ, বাহ্যোঽপ্যর্থোঽনুভূয়ত-এবেতি যুক্তমভ্যুপগন্তুম্। অথ বিজ্ঞানং প্রকাশাত্মকত্বাৎ প্রদীপবৎ স্বয়মেবানুভূয়তে, ন তথা বাহ্যোঽপ্যর্থ ইতি চেৎ, অত্যন্তবিরুদ্ধাং স্বাত্মনি ক্রিয়ামভ্যুপগচ্ছসি, অগ্নিরাত্মানং দহ-তীতিবৎ, অবিরুদ্ধন্তু লোকপ্রসিদ্ধং স্বাত্মব্যতিরিক্তেন বিজ্ঞা-নেন বাহ্যোঽর্থোঽনুভূয়ত ইতি নেচ্ছসি, অহো পাণ্ডিত্যং মহদ্দর্শি-

পাচ্যা ইব তণ্ডুলাঃ পাকাতিরিক্তা ইতি। ভূমিরচনাপূর্ব্বকমাহ—"কিঞ্চান্যৎ, বিজ্ঞানং

প্রতিজ্ঞাও মিথ্যা হইবে। * [কিঞ্চান্যদ্বিজ্ঞানং ..বৎ] পক্ষান্তরে ইহাও বলিতে পারি যে, বৌদ্ধ 'বিজ্ঞান' বিজ্ঞান', ইহা স্বীকার করেন, কিন্তু স্তম্ভ, কুড্য, এ সকলকে বহির্ব্বর্ত্তী ও বস্তু বলিয়া স্বীকার করেন না। করেন না কেন? তাহা তাঁহার বলা উচিত। যদি বলেন, বিজ্ঞানই অনুভবগোচরে আইসে, তাই বিজ্ঞান স্বীকার করি, আমরাও বলিতে পারি, বহির্ব্বস্তুও অনুভূত হয়, তদ্বলে বহির্ব্বস্তুও স্বীকার করা উচিত। বৌদ্ধ হয়-ত বলিবেন, বিজ্ঞান প্রদীপের ন্যায় স্বপ্রকাশ, প্রকাশরূপী, তাহা স্বয়ং অনুভূত হয়, কিন্তু বহি-র্ব্বস্তু স্বয়ং অনুভূত হয় না, বিজ্ঞানের সঙ্গেই অনুভূত হয়; সেই জন্যই বিজ্ঞান স্বীকার্য্য, বহির্ব্বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার্য্য। বৌদ্ধের এ উক্তিও অত্যন্ত বিরুদ্ধ। অগ্নি আপনাকেই দগ্ধ করে, ইহা যেরূপ, বিজ্ঞান স্বয়ং অনুভূত হয়, ইহাও সেইরূপ। [অবিরুদ্ধন্তু···দেব] বিজ্ঞানের দ্বারা বহির্ব্বস্তু জানা যায়, এই অবিরুদ্ধ ও সর্ব্ব-বিদিত তত্ত্ব অস্বীকার করিয়া বৌদ্ধ মহৎ পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন। বস্তু ব্যতীত কেবল বিজ্ঞান অনুভবগম্য হইবার সম্ভাবনা কি? আপ-নাতে আপনার ক্রিয়া, আপনিই আপনার ফল, ইহা নিতান্ত বিরুদ্ধ, অর্থাৎ

* এ এক বিজ্ঞান, সে এক বিজ্ঞান, ইহা কে জানে? কে সাক্ষ্য দেয়? উভয়ক্ষণ থাকে ও উভয় বিজ্ঞানকে জানে, তন্মতে এমন কেহ (আত্মা) নাই। কাযেই ভেদ-প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হয়। সমস্তই ক্ষণিক, এ প্রতিজ্ঞাও ব্যর্থ। কেন-না, তন্মতে ঐ প্রতিজ্ঞার সাধক দৃষ্টান্তাদি অসম্ভব। স্বলক্ষণ—সমলক্ষণ বহু ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তি। সামান্য—অনেকে অনুগত থাকে, অথচ তদ-ভিন্নরূপে জ্ঞেয় হয়। স্বলক্ষণ—গো, আর তৎসামান্য—গোত্ব। এরূপ পদার্থনির্ব্বাচনও বৌদ্ধ মতে অন্যায্য হয়। কেননা, তন্মতে সমস্তই জ্ঞান, কিন্তু জ্ঞাতা না থাকায় ইহা অসিদ্ধ। উত্তর জ্ঞান বাস্য, পূর্ব্বজ্ঞান বাসক, এ প্রতিজ্ঞাও জ্ঞাতা না থাকায় রক্ষা পায় না। পূর্ব্ব নীলজ্ঞান সংস্কার জন্মায়, পরে সেই সংস্কার অন্য নীলজ্ঞানরূপে প্রকাশ পায়, এ তত্ত্বের সাক্ষী কে? সাক্ষী নাই। অবি-দ্যোপপ্লব—অবিদ্যাসম্বন্ধ। ইহা নীল, ইহা পীত, এ সকল সদ্ধর্ম্ম এবং খপুষ্পপ্রভৃতি অসদ্ধর্ম্ম, অজ্ঞানে বন্ধন, জ্ঞানে মুক্তি, ইহা ইষ্ট, ইহা অনিষ্ট, এ সমস্তই স্থায়ী। এ সকল স্থায়ী জ্ঞান ও স্থায়ী বোদ্ধা (আত্মা) ব্যতীত সঙ্গত হইতে পারে না।

তম্। ন চার্থব্যতিরিক্তমপি বিজ্ঞানং স্বয়মেবানুভূয়তে, স্বাত্মনি ক্রিয়াবিরোধাদেব। ননু বিজ্ঞানস্য স্বরূপব্যতিরিক্ত-গ্রাহ্যত্বে তদপ্যন্যেন গ্রাহ্যং তদপ্যন্যেনেত্যনবস্থা প্রাপ্নোতি।

অপি চ, প্রদীপবদবভাসাত্মকত্বাৎ জ্ঞানস্য জ্ঞানান্তরং কল্পয়তঃ সমত্বাদবভাস্যাবভাসকভাবানুপপত্তেঃ কল্পনানর্থক্যমিতি। তদু-ভয়মপ্যসৎ, বিজ্ঞানগ্রহণমাত্র এব বিজ্ঞানসাক্ষিগ্রহণাকাঙ্ক্ষানুৎ-

---

বিজ্ঞানমিত্যপ্যভ্যুপগচ্ছতা" ইতি। চোদয়তি—"ননু বিজ্ঞানস্য স্বরূপব্যতিরিক্ত-গ্রাহ্যত্বে" ইতি। অয়মর্থঃ—স্বরূপাদতিরিক্তমর্থকেবিজ্ঞানং গৃহ্নাতি, ততস্তদ-প্রত্যক্ষং সন্নার্থং প্রত্যক্ষয়িতুমর্হতি। ন হি চক্ষুরিব তন্নিলীনমর্থে কঞ্চনাতি-শয়মাধত্তে, যেনার্থমপ্রত্যক্ষং সৎ প্রত্যক্ষয়েৎ, অপি তু তৎপ্রত্যক্ষতৈবার্থপ্রত্য-ক্ষতা। যথাহুঃ—"অপ্রত্যক্ষোপলম্ভস্য নার্থদৃষ্টিঃ প্রসিধ্যতি" ইতি। তচ্চেদ্ জ্ঞানা-স্তরেণ প্রতীয়েত, তদপ্রতীতং নার্থবিষয়ং জ্ঞানমপরোক্ষয়িতুমর্হতি। এবং তত্ত-দিত্যনবস্থা। তস্মাদনবস্থায়া বিভ্যতা বরং স্বাত্মনি বৃত্তিরাস্থিতা।

অপি চ, যথা প্রদীপো ন দীপান্তরমপেক্ষত এবং জ্ঞানমপি ন জ্ঞানান্তরম-পেক্ষিতুমর্হতি সমত্বাদিতি। তদেতৎ পরিহরতি—"তদুভয়মপ্যসৎ, বিজ্ঞানগ্রহণমাত্র এব বিজ্ঞানসাক্ষিগ্রহণাকাঙ্ক্ষানুৎপাদাদনবস্থাশঙ্কানুপপত্তেঃ"। অয়মর্থঃ—সত্যম-প্রত্যক্ষস্যোপলম্ভস্য নার্থদৃষ্টিঃ প্রসিধ্যতি, ন তুপলব্ধারং প্রতি তৎপ্রত্যক্ষত্বায়োলম্ভা-স্তরং প্রার্থনীয়ম্, অপি তু তস্মিন্নিন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষাদন্তঃকরণবিকারভেদ উৎপন্নমাত্র এব প্রমাতুরর্থশ্চোপলম্ভশ্চ প্রত্যক্ষৌ ভবতঃ। অর্থো হি নিলীনস্বভাবঃ প্রমা-তারং প্রতি স্বপ্রত্যক্ষত্বায়ান্তঃকরণবিকারভেদমনুভবমপেক্ষতে। অনুভবস্তু জড়ো-ঽপি স্বচ্ছতয়া চৈতন্যবিম্বোদ্‌গ্রহণায় নানুভবান্তরমপেক্ষতে, যেনানবস্থা ভবেৎ। ন হ্যস্তি সম্ভবোঽনুভব উৎপন্নশ্চ ন চ প্রমাতুঃ প্রত্যক্ষা ভবতি, যথা নীলাদিঃ। তস্মাদ্‌যথা ছেত্তা ছিদয়া ছেদ্যং বৃক্ষাদি ব্যাপ্নোতি, ন তু ছিদা ছিদান্তরেণ, নাপি ছিদৈব ছেত্রী, কিন্তু স্বত এব দেবদত্তাদিঃ। যথা বা পক্তা পাক্যং পাকেন ব্যাপ্নোতি, ন তু পাকং পাকান্তরেণ, নাপি পাক এব পক্তা, কিন্তু স্বত এব দেবদত্তাদিঃ, এবং প্রমাতা প্রমেয়ং নীলাদি প্রময়া ব্যাপ্নোতি, ন তু প্রমাং প্রমান্তরেণ, নাপি প্রমৈব প্রমাত্রী, কিন্তু স্বত এব প্রমায়াঃ প্রমাতা ব্যাপকঃ। ন চ প্রমাতরি কূটস্থনিত্য-

---

হইতেই পারে না। [ননু...খ্যেয়ত্বাৎ] বৌদ্ধ যদি এমন আশঙ্কা করেন যে, বিজ্ঞান অন্যের গ্রাহ্য (প্রকাশ্য) হইলে সেই অন্যও আবার অন্যের গ্রাহ্য হইবে, ক্রমে অনবস্থা দোষ ঘটিবে। বিশেষতঃ দীপতুল্য প্রকাশক জ্ঞানের প্রকাশের জন্য জ্ঞানান্তর থাকা কল্পনা করিতে গেলে প্রকাশ্যপ্রকাশকভাবই অনুপপন্ন হইবে, কল্পনাও ব্যর্থ হইবে। (জ্ঞানে জ্ঞানে সমান, এ জন্য জ্ঞান জ্ঞানের প্রকাশ্য নহে। সমস্ত জ্ঞানই প্রকাশক, কোনটীও প্রকাশ্য নহে)।' বৌদ্ধের এ দুই আশঙ্কাও অসৎ, অর্থাৎ সাধু নহে। কেন না, বিজ্ঞানজ্ঞানে বিজ্ঞানসাক্ষী জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা

পাদাদনবস্থাশঙ্কানুপপত্তেঃ। সাক্ষি-প্রত্যয়য়োশ্চ স্বভাববৈষম্যাদুপলব্ধ্রুপলভ্যভাবোপপত্তেঃ, • স্বয়ংসিদ্ধস্য চ সাক্ষিণোঽপ্রত্যাখ্যেয়ত্বাৎ।

কিঞ্চান্যৎ, প্রদীপবদ্বিজ্ঞানমবভাসকান্তরনিরপেক্ষং স্বয়মেব প্রথত ইতি ব্রুবতাঽপ্রমাণগম্যং বিজ্ঞানমনবগন্তৃকমিত্যুক্তং স্যাৎ,

চৈতন্যে প্রমাপেক্ষাসম্ভবঃ, যতঃ প্রমাতুঃ প্রমায়াঃ প্রমাত্রন্তরাপেক্ষায়ামনবস্থা ভবেৎ। তস্মাৎ সুষ্ঠূক্তং বিজ্ঞানগ্রহণমাত্র এব বিজ্ঞানসাক্ষিণঃ প্রমাতুঃ কূটস্থনিত্যচৈতন্যস্য গ্রহণাকাঙ্ক্ষানুৎপাদাদিতি। যদুক্তং সমত্বাদবভাস্যাবভাসকভাবানুপপত্তেরিতি, তত্রাহ—"সাক্ষিপ্রত্যয়য়োশ্চ স্বভাববৈষম্যাদুপলব্ধ্রুপলভ্যভাবোপপত্তেঃ" মা ভূজ্জ্ঞানযোঃ সাম্যেন গ্রাহ্যগ্রাহকভাবঃ, জ্ঞাতৃজ্ঞানয়োস্তু বৈষম্যাদুপপদ্যত এব। গ্রাহ্যত্বঞ্চ জ্ঞানস্য ন গ্রাহকক্রিয়াজনিতফলশালিতয়া, যথা বাহ্যার্থস্য, ফলে ফলান্তরানুপপত্তেঃ। যথাহুঃ "ন সম্বিদর্য্যতে ফলত্বাদিতি, অপি তু প্রমাতারং প্রতি স্বতঃসিদ্ধপ্রকটতয়া গ্রাহ্যোঽপ্যর্থঃ প্রমাতারং প্রতি সত্যাং সম্বিদি প্রকটঃ, সম্বিদপি প্রকটা। যথাহুরন্যে, "নান্যাঃ কর্ম্মভাবো বিদ্যতে" ইতি। স্যাদেতৎ। যৎ প্রকাশতে, তদন্যেন প্রকাশ্যতে, যথা জ্ঞানার্থৌ, তথা চ সাক্ষী ইতি নাস্তি প্রত্যক্ষসাক্ষিণোর্বৈষম্যমিত্যত আহ—"স্বয়ংসিদ্ধস্য চ সাক্ষিণোঽপ্রত্যাখ্যেয়ত্বাৎ"। তথাহি—অস্য সাক্ষিণঃ সদাঽসন্দিগ্ধাবিপরীতস্য নিত্যসাক্ষাৎকারতানাগন্তুকপ্রকাশত্বে ঘটতে। তথা হি—প্রমাতা সন্দিহানোঽপ্যসন্দিগ্ধো বিপর্য্যস্যন্নপ্যবিপরীতঃ পরোক্ষমর্থমুৎপ্রেক্ষমাণোঽপ্যপরোক্ষঃ স্মরন্নপ্যানুভবিকঃ প্রাণভৃন্মাত্রস্য, ন চৈতদন্যাধীনসম্বেদনত্বে ঘটতে। অনবস্থাপ্রসঙ্গশ্চোক্তঃ। তস্মাৎ স্বয়ংসিদ্ধতাস্যানিচ্ছতাপ্যপ্রত্যাখ্যেয়া, প্রমাণমার্গায়ত্তত্বাদিতি।

কিঞ্চ, উক্তেন ক্রমেণ জ্ঞানস্য স্বয়মবগন্তৃত্বাভাবাৎ প্রমাতুবনভ্যুপগমে চ প্রদীপবদ্বিজ্ঞানমবভাসকান্তরনিরপেক্ষং স্বয়মেব প্রথত ইতি ব্রুবতাঽপ্রমাণগম্যং বিজ্ঞান-

জন্মে না, সেই জন্য তদ্বিজ্ঞানে অনবস্থাশঙ্কাও হয় না। সাক্ষী ও জন্য-জ্ঞান পরস্পর অত্যন্ত বৈষম্যযুক্ত, অর্থাৎ জন্য জ্ঞানের স্বভাব ও সাক্ষী চৈতন্যের স্বভাব একরূপ নহে; পরন্তু অত্যন্ত ভিন্ন। সাক্ষী স্বয়ংসিদ্ধ, এ জন্য তাহার অস্তিত্বের বিলোপসম্ভাবনা নাই। (অভিপ্রায় এই যে, অনিত্য জ্ঞানের জন্মবিনাশ থাকায় তাহা ঘটাদির সমান। তাদৃশ জ্ঞান নিজের জন্ম-বিনাশ জানিতে অসমর্থ। কাযেই তদ্গ্রাহক পদার্থ জানিবার আকাঙ্ক্ষা হয়।) জ্ঞান জন্মে ও মরে, ইহা কে জানে? যে সাক্ষী, সে-ই জানে। সাক্ষী নিজের অস্তিত্বে ও প্রকাশে অন্যনিরপেক্ষ, অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ। এ জন্য সাক্ষী ও জন্য-জ্ঞান সমান নহে। সমান নহে বলিয়াই অনবস্থাদোষ হয় না।

[কিঞ্চান্যৎ...গম্যতে] অধিক কি বলিব, প্রদীপের ন্যায় প্রকাশকান্তর-নিরপেক্ষ প্রকাশক বিজ্ঞান আপনা আপনি প্রকাশ পায়, এই কথা বলাতে বিজ্ঞানকে প্রমাণশূন্য ও সাক্ষিবর্জ্জিত বলা হইতেছে এবং ঐ—উক্তি প্রস্তরমধ্যে সহস্র দীপ

শিলাঘনমধ্যস্থ-প্রদীপসহস্রপ্রথনবৎ। বাঢ়মেবম্, অনুভবরূপত্বাত্তু বিজ্ঞানস্যেষ্টো নঃ পক্ষস্ত্বয়ানুজ্ঞাত ইতি চেৎ, ন, অন্যস্যাবগন্তুশ্চক্ষুরাদিসাধনস্য প্রদীপাদিপ্রথনদর্শনাৎ। অতো বিজ্ঞানস্যাপ্যবভাস্যত্বাবিশেষাৎ সত্যেবান্যস্মিন্নবগন্তরি প্রথনং প্রদীপবদবগম্যতে। সাক্ষিণোঽবগন্তুঃ স্বয়ংসিদ্ধতামুপক্ষিপতা স্বয়ং প্রথতে বিজ্ঞানমিত্যেষ এব মম পক্ষস্ত্বয়া বাচোযুক্ত্যন্তরেণাশ্রিত ইতি চেৎ, ন, বিজ্ঞানস্যোৎপত্তি-প্রধ্বংসানেকত্বাদি-বিশেষবত্ত্বাভ্যুপগমাৎ। অতঃ প্রদীপবদ্বিজ্ঞানস্যাপি ব্যতিরিক্তাবগম্যত্বমস্মাভিঃ প্রসাধিতম্ ॥ ২। ২। ২৮ ॥

মবগন্তৃকমিত্যুক্তং স্যাৎ, শিলাঘনমধ্যস্থ-প্রদীপসহস্রপ্রথনবৎ। অবগন্তুশ্চেৎ কস্যচিদপি ন প্রকাশতে, কৃতমবগমেন স্বয়ম্প্রকাশেনেতি বিজ্ঞানমেবাবগন্ত্রিতি মন্বানঃ শঙ্কতে—"বাঢ়মেবমনুভবরূপত্বাৎ" ইতি। ন ফলস্য কর্তৃত্বং কর্ম্মত্বং বাস্তীতি প্রদীপবৎ কর্ত্রন্তরমেষিতব্যম্। তথা চ ন সিদ্ধসাধনমিতি পরিহরতি—"ন অন্যস্যাবগন্তুঃ" ইতি। নমু সাক্ষিস্থানেঽস্মদভিমতমেব বিজ্ঞানং, তথাচ নাম্নৈব বিপ্রতিপত্তির্নার্থ ইতি শঙ্কতে—"সাক্ষিণোঽবগন্তুঃ স্বয়ংসিদ্ধতামুপক্ষিপতা" অভিপ্রেয়তা "স্বয়ং প্রথতে বিজ্ঞানমিত্যেষ এব" ইতি। নিরাকরোতি—"ন" ইতি। ভবতি হি বিজ্ঞানস্যোৎপাদাদয়ো ধর্ম্মা অভ্যুপেতাঃ, তথা চাস্য ফলতয়া নাবগন্তৃত্বম্, কর্তৃফলভাবস্য কর্ত্রবিরোধাৎ, কিন্তু প্রদীপাদিতুল্যতেত্যর্থঃ ॥ ২। ২। ২৮ ॥

জ্বলিতেছে, এই উক্তির সহিত সমান। বৌদ্ধ যদি বলেন, 'বেদান্তীও বিজ্ঞানকে অনুভবরূপী বলেন; সুতরাং আমাদের অভিপ্রায় তাঁহাদেরও অনুমোদিত, বস্তুতঃ তাহা নহে। কেন-না, এই চক্ষুরাদি যাহার সাধন (জানিবার উপকরণ), সেই বিজ্ঞানাতিরিক্ত বস্তুর (আত্মার) সম্পর্কেই প্রদীপাদির প্রকাশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রদীপ দিয়া প্রদীপ দেখিতে হয় না সত্য ; কিন্তু প্রদীপও আত্ম-চৈতন্যের প্রকাশ্য। (নিরাত্ম পদার্থের নিকট প্রদীপও প্রকাশ পায় না)। অতএব, বিজ্ঞানও প্রদীপাদির ন্যায় অন্য এক অসাধারণ বস্তুর প্রকাশ্য, ইহা প্রদীপদৃষ্টান্তেও নিশ্চিত হয়। [সাক্ষিণো...প্রসাধিতম্] বৌদ্ধ যদি বলেন, বেদান্তী ভঙ্গীক্রমে বিজ্ঞানবাদই স্বীকার করিতেছেন, ফলতঃ তাহাও নহে। কারণ এই যে, বৌদ্ধ বিজ্ঞানের উৎপত্তি বিনাশ ও নানাত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। আমরা বেদান্তী, আমরা সর্ব্ব-জ্ঞাতা সাক্ষীর উৎপত্ত্যাদি স্বীকার করি না এবং জন্য বিজ্ঞানকে প্রদীপাদির ন্যায় সাক্ষিবেদ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকি। ২। ২। ২৮ ॥

বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ॥ ২ । ২ । ২৯ ॥ *

যদুক্তং—বাহ্যার্থাপলাপিনা স্বপ্নাদিপ্রত্যয়বজ্জাগরিতগোচরা অপি স্তম্ভাদিপ্রত্যয়া বিনৈব বাহ্যেনার্থেন ভবেয়ুঃ, প্রত্যয়ত্বাবিশেষাদিতি, তৎ প্রতিবক্তব্যম্। অত্রোচ্যতে—ন স্বপ্নাদিপ্রত্যয়বজ্জাগ্রৎপ্রত্যয়া ভবিতুমর্হন্তি। কস্মাৎ? বৈধর্ম্ম্যাৎ। বৈধর্ম্ম্যং হি ভবতি স্বপ্নজাগরিতয়োঃ। কিং পুনর্বৈধর্ম্ম্যম্। বাধাবাধাবিতি ক্রমঃ। বাধ্যতে হি স্বপ্নোপলব্ধং বস্তু প্রবুদ্ধস্য—মিথ্যা ময়োপলব্ধো মহাজনসমাগম ইতি। ন হ্যস্তি মহাজনসমাগমঃ, নিদ্রাগ্লানন্তু মে মনো বভূব, তেনৈষা ভ্রান্তিরুদ্বভূবেতি। এবং মায়াদিষ্বপি ভবতি যথাযথং বাধঃ। ন চৈবং জাগরিতোপলব্ধং বস্তু স্তম্ভাদিকং কস্যাঞ্চিদপ্যবস্থায়াং বাধ্যতে।

বাধাবাধৌ বৈধর্ম্ম্যম্। স্বপ্নপ্রত্যয়ো বাধিতঃ, জাগ্রৎপ্রত্যয়শ্চাবাধিতঃ। ত্বয়াপি চাবশ্যং জাগ্রৎপ্রত্যয়স্যাবাধিতত্বমাস্থেয়ম্। তেন হি স্বপ্নপ্রত্যয়ো বাধিতো মিথ্যেত্যবগম্যতে। জাগ্রৎপ্রত্যয়স্য তু বাধ্যত্বে স্বপ্নপ্রত্যয়স্যাসৌ ন বাধকো ভবেৎ। ন হি বাধ্যমেব বাধকং ভবিতুমর্হতি। তথা চ ন স্বপ্নপ্রত্যয়ো মিথ্যেতি সাধ্যবিকলো দৃষ্টান্তঃ স্যাৎ, স্বপ্নবদিতি। তস্মাদ্বাধাবাধাভ্যাং বৈধর্ম্ম্যান্ন স্বপ্নপ্রত্যয়দৃষ্টান্তেন জাগ্রৎপ্রত্যয়স্য শক্যং নিরালম্বনত্বমধ্যবসাতুম্। "নিদ্রাগ্লানং" ইতি করণদোষাভিধানম্।

বাহ্যবস্তু অপলাপকারী বৌদ্ধ যে বলেন, জাগ্রদ্বিজ্ঞান স্বপ্নবিজ্ঞানের ন্যায় বিনা বাহ্যবস্তু অবলম্বনে উৎপন্ন হয়, এক্ষণে তাহার প্রতিবাদ হইবে। তাহারই প্রতিবাদজন্য সূত্র বলা হইতেছে। সূত্রের অর্থ এই যে, জাগ্রৎ-জ্ঞান ও স্বপ্ন-জ্ঞান সমান নহে। সমান না হইবার কারণ বৈধর্ম্ম্য। স্বপ্নের ধর্ম্ম বা স্বভাব একরূপ, জাগ্রতের ধর্ম্ম বা স্বভাব অন্যরূপ। স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ বাধিত, কিন্তু জাগ্রদ্দৃষ্ট অবাধিত। স্বপ্নে ও জাগ্রতে বাধ ও অবাধ এই দুই বিরুদ্ধ ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে। সুপ্তোত্থিত পুরুষ প্রবোধের পরেই অনুভব করেন, আমি মিথ্যা জন-সমাগম উপলব্ধি করিয়াছি, অর্থাৎ জন-সমাগম ছিল না, আমার মন নিদ্রাগ্লান হইয়াছিল, তাই আমার তদ্রূপ ভ্রান্তিজ্ঞান হইয়াছিল। মায়াপ্রভৃতিতেও স্বপ্নাদির ন্যায় যথাযোগ্য বাধ আছে। [নচৈবং...ভবতা] স্বপ্নদৃষ্ট স্তম্ভাদি পদার্থ তত্তৎ কালে বাধিত, থাকে না বা পাওয়া যায় না, কিন্তু জাগ্রদ্দৃষ্ট স্তম্ভাদি সেরূপ বাধিত নহে। অর্থাৎ তাহা কোনও কালে নাস্তিত্বের বা মিথ্যাত্বের বিষয় হয় না।

---

* যদুক্তং স্বপ্নাদিবিজ্ঞানবৎ জাগ্রদ্বিজ্ঞানমপি বাহ্যালম্বনশূন্যং, তদপি ন। কুতঃ? বৈধর্ম্ম্যাৎ বিরুদ্ধধর্ম্মবত্ত্বাৎ। স্বপ্নজাগরিতয়োর্বাধাবাধলক্ষণৌ বিরুদ্ধৌ ধর্ম্মৌ। বিস্তরার্থস্তু ভাষ্যে।

বৌদ্ধ যে বলিয়াছিলেন, স্বাপ্ন বিজ্ঞান যদ্রূপ বিনা বাহ্যবস্তুতে অবভাসিত হয়, তদ্রূপ, স্তম্ভাদি

অপি চ, স্মৃতিরেব যৎ স্বপ্নদর্শনং, উপলব্ধিস্তু জাগরিতদর্শনম্। স্মৃত্যুপলব্ধ্যোশ্চ প্রত্যক্ষমন্তরং স্বয়মনুভূয়তে—অর্থবিপ্রয়োগ-সম্প্রয়োগাত্মকম্, ইষ্টং পুত্রং স্মরামি, নোপলভে, উপলব্ধুমিচ্ছামি ইতি। তত্রৈবং সতি ন শক্যতে বক্তুং মিথ্যা জাগরিতোপলব্ধিরুপলব্ধিত্বাৎ স্বপ্নোপলব্ধিবদিতি উভয়োরন্তরং স্বয়মনুভবতা। ন চ স্বানুভবাপলাপঃ প্রাজ্ঞম্মানিভির্যুক্তঃ কর্ত্তুম্। অপি চ, অনুভববিরোধপ্রসঙ্গাৎ জাগরিতপ্রত্যয়ানাং স্বতো নিরালম্বনতাং বক্তুমশক্নুবতা স্বপ্নপ্রত্যয়সাধর্ম্ম্যাদ্বক্তুমিষ্যতে। ন চ যো যস্য স্বতো ধর্ম্মো ন সম্ভবতি, সোঽন্যস্য সাধর্ম্ম্যাত্তস্য সম্ভ-

---

মিথ্যাত্বায় বৈধর্ম্ম্যান্তরমাহ—"অপি চ স্মৃতিরেব" ইতি সংস্কারমাত্রজং হি বিজ্ঞানং স্মৃতিঃ। প্রত্যুৎপন্নেন্দ্রিয়সম্প্রয়োগলিঙ্গশব্দসারূপ্যান্যথানুপপদ্যমানযোগ্যপ্রমাণানুৎপত্তিলক্ষণসামগ্রীপ্রভবন্তু জ্ঞানমুপলব্ধিঃ। তদিহ নিদ্রাণস্য সামগ্র্যন্তরবিরহাৎ সংস্কারঃ পরিশিষ্যতে, তেন সংস্কারজত্বাৎ স্মৃতিঃ। সাপি চ নিদ্রাদোষাদ্বিপরীতাঽবর্ত্তমানমপি পিত্রাদি বর্ত্তমানতয়া ভাসয়তি। তেন স্মৃতেরেব তাবদুপলব্ধের্বিশেষঃ, তস্যাশ্চ স্মৃতের্বৈপরীত্যমিতি। অতো মহদন্তরমিত্যর্থঃ। অপি চ, স্বতঃপ্রামাণ্যে সিদ্ধে জাগ্রৎপ্রত্যয়ানাং যথার্থত্বমনুভবসিদ্ধং নানুমানেনান্যথয়িতুং শক্যম্, অনুভববিরোধেন তদনুৎপাদাৎ, অবাধিতবিষয়তাপ্যনুমানোৎপাদসামগ্রী

[অপি...ভবতা] স্বপ্নদর্শন কি? স্বপ্নদর্শন একপ্রকার স্মৃতি (স্মরণাত্মক জ্ঞান)। কিন্তু জাগ্রৎজ্ঞান উপলব্ধি (অনুভব)। উপলব্ধি ও স্মৃতি যে এক নহে, ভিন্ন, তাহা তোমরাও অনুভব করিয়া থাক। উপলব্ধি সম্প্রয়োগাত্মক অর্থাৎ বিদ্যমান-বিষয়ক, কিন্তু স্মরণ বিপ্রয়োগাত্মক অর্থাৎ অবিদ্যমানবিষয়ক। এ ভেদ "পুত্রকে স্মরণ করিতেছি, পুত্র উপলব্ধ হইতেছে না (পুত্রকে দেখিতেছি না)" ইত্যাদি প্রকারে অনুভূত হইয়া থাকে। জাগ্রতের ও স্বপ্নের ঐরূপ প্রভেদ স্বয়ং অনুভব করিয়া "এ উপলব্ধি, সে উপলব্ধি, সমস্ত উপলব্ধিই সমান, সুতরাং জাগ্রদুপলব্ধিও স্বপ্নোপলব্ধির সমান অর্থাৎ মিথ্যা" এ কথা কিরূপে বলিতে পার? [ন চ...জাগরিতয়োঃ] যাহারা বিজ্ঞ বলিয়া আত্মপরিচয় দেন, তাহাদের আপনার অনুভব গোপন করা কর্ত্তব্য নহে। বৌদ্ধ অনুভববিরুদ্ধ বলিয়া জাগ্রৎ-জ্ঞানকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিরবলম্বন বলিতে না পারিয়া স্বপ্নসাধর্ম্ম্য গ্রহণপূর্ব্বক জাগ্রৎ-জ্ঞানকে নিরবলম্বন বলিতে বাঞ্ছা করেন। কিন্তু যাহা যাহার নিজধর্ম্ম নহে, কদাচ তাহা অন্যের সাধর্ম্ম্যে সিদ্ধ হইতে পারে না। অণুভূয়মান উষ্ণস্বভাব অগ্নি কি জলের সাধর্ম্ম্যে

জাগ্রদ্বিজ্ঞানও বিনা বাহ্যালম্বনে অবভাসিত হইয়া থাকে। বৌদ্ধের এই অনুমান দৃষ্টান্ত-বিহীন। তাহাদের প্রদর্শিত দৃষ্টান্তটী সোপাধিক, সুতরাং তদ্বিষয়ক অনুমানও অসিদ্ধ।

বিস্মৃতি। ন হ্যগ্নিরুষ্ণোঽনুভূয়মান উদকসাধর্ম্ম্যাচ্ছীতো ভবিষ্যতি। দর্শিতস্তু বৈধর্ম্ম্যং স্বপ্ন-জাগরিতয়োঃ ॥ ২ । ২ । ২৯ ॥

ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ ॥ ২ । ২ । ৩০ ॥ *

যদপ্যুক্তং—বিনাপ্যর্থেন জ্ঞানবৈচিত্র্যং বাসনাবৈচিত্র্যাদেবাবকল্পত ইতি, তৎ প্রতিবক্তব্যম্। অত্রোচ্যতে—ন ভাবো বাসনানামুপপদ্যতে, ত্বৎপক্ষেঽনুপলব্ধের্ব্বাহ্যানামর্থানাম্। অর্থোপলব্ধিনিমিত্তা হি প্রত্যর্থং নানারূপা বাসনা ভবন্তি। অনুপলভ্যমানেষু ত্বর্থেষু কিন্নিমিত্তা বিচিত্রা বাসনা ভবেয়ুঃ। অনাদিত্বেঽপ্যন্ধপরম্পরান্যায়েনাপ্রতিষ্ঠৈবানবস্থা ব্যবহারবিলোপিনী স্যাৎ, নাভিপ্রায়সিদ্ধিঃ। যাবপ্যন্বয়ব্যতিরেকাবর্থাপলাপিনোপন্যস্তৌ—বাসনানিমিত্তমেবেদং জ্ঞানজাতং নার্থনিমিত্ত-

---

গ্রাহ্যতয়া প্রমাণং ন চ কারণাভাবে কার্য্যমুৎপত্তুমর্হতীত্যাশয়বানাহ—"অপি চানুভববিরোধপ্রসঙ্গাৎ" ইতি ॥ ২ । ২ । ২৯ ॥

যথালোকদর্শনং চান্বয়ব্যতিরেকাবনুশ্রিয়মাণাবর্থ এবোপলব্ধের্ভবতো নার্থানপেক্ষায়াং বাসনায়াং, বাসনায়া অপ্যর্থোপলব্ধ্যধীনত্বদর্শনাদিত্যর্থঃ। অপি চ, আশ্রয়াভাবাদপি ন লৌকিকী বাসনোপপদ্যতে। ন চ ক্ষণিকমালয়বিজ্ঞানং

শীতলস্বভাব হইতে পারে? কখনই নহে। স্বপ্নের ও জাগ্রতের ধর্ম্ম যে, পরস্পর বিরুদ্ধ, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে ॥ ২ । ২ । ২৯ ॥

বাহ্যবস্তু না থাকিলেও বিচিত্র বাসনার (জ্ঞানসংস্কারের) দ্বারা বিচিত্র জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে, এ কথারও প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য; সুতরাং ঐ কথার প্রতিবাদার্থ সূত্র বলা হইতেছে।—বাসনার অস্তিত্বই সম্ভব হয় না। কারণ, বৌদ্ধশাস্ত্রে বাহ্যবস্তু-উপলব্ধির অভাব অভিহিত হইয়াছে। [অর্থোপ...মুৎপত্তেঃ] বিবেচনা কর, পদার্থের জ্ঞান হইলেই তন্নিমিত্ত বিচিত্র বাসনা (জ্ঞানসংস্কার) জন্মিতে পারে; পরন্তু যদি পদার্থের জ্ঞান না হয়, তাহা হইলে কি উপলক্ষ্যে বাসনা জন্মিবে? (জ্ঞান না হইলে কোথা হইতে জ্ঞানসংস্কার জন্মিবে)? বীজাঙ্কুরের ন্যায় অনাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনা হইতেই পর পর জ্ঞানভেদ জন্মে, এরূপ বলিতে গেলে অমূলক অনবস্থা-দোষ ও ব্যবহার-বিলোপের আপত্তি হইবে; কিন্তু অভিপ্রায়

---

* ভাবঃ সত্তা বাসনানাং ত্বন্মতে ন সম্ভাব্যতে। কুতঃ? অনুপলব্ধেঃ। ত্বন্মতে বাহ্যানামর্থানামুপলব্ধেরভাবাদিতি সূত্রাক্ষরার্থঃ।

বৌদ্ধ যে বলেন, বাহ্যবস্তু নাই, না থাকিলেও জ্ঞানের বিচিত্রতা অসম্ভব হয় না। বিচিত্র বাসনা (জ্ঞানসংস্কার) থাকাতেই জ্ঞানের বিচিত্রতা (ভিন্ন ভিন্ন আকারের জ্ঞান), তাহা অনুপপন্ন অর্থাৎ অযুক্ত। কেন-না, বৌদ্ধমতে বাহ্যার্থ না থাকায় তদ্বিষয়ক উপলব্ধির অভাব; উপলব্ধির অভাবে, বাসনারও অভাব (নাস্তিত্ব)।

মিতি, তাবপ্যেবং সতি প্রত্যুক্তৌ দ্রষ্টব্যৌ। বিনার্থোপলব্ধ্যা বাসনানুৎপত্তেঃ।

অপি চ, বিনাপি বাসনাভিরর্থোপলব্ধ্যুপগমাৎ, বিনা ত্বর্থোপলব্ধ্যা বাসনোৎপত্ত্যনভ্যুপগমাৎ অর্থসদ্ভাবমেবান্বয়ব্যতিরেকাবপি প্রতিষ্ঠাপয়তঃ। অপি চ, বাসনা নাম সংস্কারবিশেষাঃ। সংস্কারাশ্চ নাশ্রয়মন্তরেণাবকল্পন্তে, এবং লোকে দৃষ্টত্বাৎ। ন চ তব বাসনাশ্রয়ঃ কশ্চিদস্তি, প্রমাণতোঽনুপলব্ধেঃ ॥ ২। ২। ৩০ ॥

ক্ষণিকত্বাচ্চ ॥ ২। ২। ৩১ ॥ *

যদপ্যালয়বিজ্ঞানং নাম বাসনাশ্রয়ত্বেন পরিকল্পিতং, তদপি, ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমাদনবস্থিতরূপং সৎ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানবন্ন বাস-

---

বাসনাধারো ভবিতুমর্হতি। দ্বয়োর্যুগপদুৎপদ্যমানয়োঃ সব্যদক্ষিণশৃঙ্গবদাধারাধেয়ভাবাভাবাৎ।

প্রাগুৎপন্নস্য চাধেয়োৎপাদসময়ে সতঃ ক্ষণিকত্বব্যাঘাত ইত্যাশয়বানাহ—"অপি চ বাসনা নাম" ইতি। শেষমতিরোহিতার্থম্ ॥ ২। ২। ৩০ ॥

স্যাদেতৎ। যদি সাকারং বিজ্ঞানং ন সম্ভবতি, বাহ্যশ্চার্থঃ স্থূলসূক্ষ্মবিকল্পে-

---

সিদ্ধ হইবে না। বাহ্যবস্তু-নাস্তিক বৌদ্ধ যে, অন্বয় ব্যতিরেক (এই সমস্ত জ্ঞান বাসনামূলক, বাহ্যবস্তুমূলক নহে। কেন-না, বিনা বাসনায় জ্ঞানোৎপত্তি হয় না, এবং বাসনা থাকে বলিয়াই জ্ঞানভেদ ঘটে, ইত্যাদি প্রকার যুক্তি) দেখাইয়াছেন, তাহা বিনা পদার্থজ্ঞানে পদার্থজ্ঞানসংস্কার হয় না, এই যুক্তিতেই খণ্ডিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। [অপি চ...নুপলব্ধেঃ] ঐ সকল বৌদ্ধমতীয় কথার তাৎপর্য্য এই যে, বিনা বাসনায় পদার্থজ্ঞান হওয়া স্বীকার করিতে হয় এবং পদার্থ দর্শন না হইলেও পদার্থদর্শনের সংস্কার হওয়া মানিতে হয়। তাহা মানিলেও অন্বয় ও ব্যতিরেকনামক যুক্তি পদার্থের অস্তিত্ব স্থাপন করিবে। বাসনা কি? বাসনা একপ্রকার সংস্কার। সংস্কার নিরাশ্রয় হয় না; থাকেও না,—ইহাই লোকমধ্যে দৃষ্ট হয় অর্থাৎ অনুভূত হয়। কিন্তু বৌদ্ধমতে বাসনার আশ্রয় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কোনও প্রমাণে তাহার সদ্ভাবও সিদ্ধ হয় না ॥ ২। ২ ৩০ ॥

বৌদ্ধ যে বলেন, বাসনার আশ্রয় বা আধার আলয়বিজ্ঞান (অহং-জ্ঞান, ইহা তন্মতের আত্মা), তাহাও স্বরূপ-বিজ্ঞানের ন্যায় অনবস্থিত অর্থাৎ ক্ষণিক। যাহার স্বরূপ কিঞ্চিৎকালও অবস্থান করে না, তাহা বাসনার আধার হইবার

---

* সহোৎপন্নয়োঃ সব্যদক্ষিণবিষাণবদাশ্রয়াশ্রয়িভাবাযোগাৎ পৌর্ব্বাপর্য্যে চাধেয়ক্ষণেঽসত্ত্বে আধারত্বাযোগাৎ, সত্ত্বে তু ক্ষণিকত্বব্যাঘাতাৎ নাধারত্বমালয়বিজ্ঞানস্য, ক্ষণিকত্বাৎ নীলাদিবিজ্ঞানবদিতি সূত্রার্থঃ।

যেহেতু সমস্তই ক্ষণিক, সেই হেতু বৌদ্ধ মতের আলয়বিজ্ঞানও ক্ষণিক। যেহেতু ক্ষণিক, সেই হেতুই তাহা বাসনার অনাশ্রয়। ভাষ্যানুবাদ দেখ।

নানামধিকরণং ভবিতুমর্হতি। ন হি কালত্রয়সম্বন্ধিন্যেকস্মিন্নন্বয়িন্যসতি কূটস্থে বা সর্ব্বার্থদর্শিনি দেশকালনিমিত্তাপেক্ষবাসনাধীন-স্মৃতিপ্রতিসন্ধানাদিব্যবহারঃ সম্ভবতি। স্থিররূপত্বে ত্বালয়বিজ্ঞানস্য সিদ্ধান্তহানিঃ। অপি চ, বিজ্ঞানবাদেঽপি ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমস্য সমানত্বাদ্ যানি বাহ্যার্থবাদে ক্ষণিকত্বনিবন্ধনানি দূষণান্যুদ্ভাবিতানি—উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাদিত্যেবমাদীনি, তানীহাপ্যনুসন্ধাতব্যানি।

এবমেতৌ দ্বাবপি বৈনাশিকপক্ষৌ নিরাকৃতৌ—বাহ্যার্থবাদিপক্ষো বিজ্ঞানবাদিপক্ষশ্চ। শূন্যবাদিপক্ষস্তু সর্ব্বপ্রমাণবিপ্রতিষিদ্ধ-

নাসম্ভবী, হস্তৈবমর্থজ্ঞানে সত্ত্বেন তাবদ্বিচারং ন সহতে, নাপ্যসত্ত্বেন, অসতোভাসনাযোগাৎ, নোভয়ত্বেন, বিরোধাৎ,—সদসতোরেকত্বানুপপত্তেঃ। নাপ্যনুভয়ত্বেন, একনিষেধস্যেতরবিধান-নান্তরীয়কত্বাৎ। তস্মাদ্বিচারাসহত্বমেবাস্তু তত্ত্বং বস্তূনাম্। যথাহুঃ—

"ইদং বস্তু-বলায়াতং যদ্বদন্তি বিপশ্চিতঃ।
যথাযথার্থাশ্চিন্ত্যন্তে বিবিচ্যন্তে তথাতথা॥" ইতি।

ন ক্বচিদপি পক্ষে ব্যবতিষ্ঠস্ব ইত্যর্থঃ।

তদেতন্নিরাচিকীর্ষুরাহ—"শূন্যবাদিপক্ষস্তু সর্ব্বপ্রমাণবিপ্রতিষিদ্ধ ইতি তন্নিরাকরণায় নাদরঃ ক্রিয়তে" লৌকিকানি হি প্রমাণানি সদসত্ত্বগোচরাণি, তৈঃ খলু সৎ সদিতি গৃহ্যমাণং যথাভূতমবিপরীতং তত্ত্বং ব্যবস্থাপ্যতে। অসচ্চাসদিতি গৃহ্যমাণং যথাভূতমবিপরীতং তত্ত্বং ব্যবস্থাপ্যতে। সদসতোশ্চ বিচারাসহত্বং ব্যবস্থাপয়তা সর্ব্বপ্রমাণপ্রতিষিদ্ধং ব্যবস্থাপিতং ভবতি। তথা চ সর্ব্বপ্রমাণবিপ্রতিষেধান্নেয়ং ব্যবস্থোপপদ্যতে। যদ্যুচ্যেত, তাত্ত্বিকং প্রামাণ্যং প্রমাণানামনেন বিচারেণ ব্যুদস্যতে, ন সাম্ব্যবহারিকম্, তথা চ ভিন্নবিষয়ত্বান্ন সর্ব্বপ্রমাণবিপ্রতিষেধ

অযোগ্য। পূর্ব্ব, মধ্য, পর, অথবা ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, এই তিন কালের সহিত সম্বদ্ধ হয়, ঐ তিন কালে বিদ্যমান থাকে, অথবা ধ্বংসাদিপরিশূন্য কোন এক সাক্ষী পদার্থ যদি থাকে, তাহা হইলেই তাহা বাসনার আশ্রয় হইতে পারে। না থাকিলে দেশ-কালাদিঘটিত বাসনা, স্মৃতি, প্রতিসন্ধানাদি, এ সকলই অসম্ভব হইয়া পড়ে। [স্থির . সন্ধাতব্যানি] আলয়-বিজ্ঞানকে (অহংজ্ঞানকে) স্থির অর্থাৎ অক্ষণিক বলিতে গেলে বৌদ্ধের ক্ষণিকবাদ (সমস্তই ক্ষণিক, এ সিদ্ধান্ত) থাকিবেক না। অপি চ, বিজ্ঞানবাদেও ক্ষণিকত্ব স্বীকারের সমানতা আছে। ক্ষণিকত্ব স্বীকারের সমানতা থাকায় তদ্ঘটিত দোষসমূহ—যে সকল দোষ "উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ" সূত্রে ও তাহার ভাষ্যে দেখান হইয়াছে, সে সকল দোষও অনুসন্ধান করিবে।

[এব...প্রসিদ্ধেঃ] বাহ্যার্থবাদী বৌদ্ধের ও বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের মত নিরাকৃত

ইতি তন্নিরাকরণায় নাদরঃ ক্রিয়তে। ন হ্যয়ং সর্ব্বপ্রমাণ-প্রসিদ্ধো লোকস্য ব্যবহারোঽন্যৎ তত্ত্বমনধিগম্য শক্যতেঽপহ্নোতুং, অপবাদাভাবে উৎসর্গপ্রসিদ্ধেঃ ॥ ২। ২। ৩১ ॥

সর্ব্বথানুপপত্তেশ্চ ॥ ২। ২। ৩২ ॥ *

কিং বহুনোক্তেন, সর্ব্বপ্রকারেণ যথা যথায়ং বৈনাশিকসময়

ইত্যত আহ—"ন হ্যয়ং সর্ব্বপ্রমাণ-প্রসিদ্ধো লোকস্য ব্যবহারোঽন্যত্তত্ত্বমনধিগম্য শক্যতেঽপহ্নোতুম্।" প্রমাণানি হি স্বগোচরে প্রবর্ত্তমানানি তত্ত্বমিদমিত্যেব প্রবর্ত্তন্তে। অতাত্ত্বিকত্বন্তু তদ্গোচরস্যান্যতো বাধকাদবগন্তব্যং, ন পুনঃ সাংব্যবহারিকং নঃ প্রামাণ্যং, ন তু তাত্ত্বিকমিত্যেব প্রবর্ত্তন্তে। বাধকঞ্চাতাত্ত্বিকত্বমেষাং তদ্গোচরবিপরীততত্ত্বোপদর্শনেন দর্শয়েৎ। যথা শুক্তিকেয়ং ন রজতং, মরীচয়ো ন তোয়মেকশ্চন্দ্রো ন চন্দ্রদ্বয়মিত্যাদি। তদ্বদিহাপি সমস্তপ্রমাণগোচরবিপরীততত্ত্বান্তরব্যবস্থাপনেনাতাত্ত্বিকত্বমেষাং প্রমাণানাং বাধকেন দর্শনীয়ং, ন ত্বব্যবস্থাপিততত্ত্বান্তরেণ প্রমাণানি শক্যানি বাধিতুম্। বিচারাসহত্বং বস্তূনাং তত্ত্বং ব্যবস্থাপয়দ্বাধকমতাত্ত্বিকত্বং প্রমাণানাং দর্শয়তীতি চেৎ, কিং পুনরিদং বিচারাসহত্বং বস্তু, যত্তত্ত্বমভিমতং, কিং তদ্বস্তু পরমার্থতঃ সদাদীনামন্যতমৎ কেবলং বিচারং ন সহতে ? অথ বিচারাসহত্বেন নিস্তত্ত্বমেব ? তত্র পরমার্থতঃ সদাদীনামন্যতমদ্বিচারং ন সহত-ইতি বিপ্রতিষিদ্ধম্। ন সহতে চেৎ, ন সদাদীনামন্যতমৎ। অন্যতমচ্চেৎ, কথং ন বিচারং সহতে। অথ নিস্তত্ত্বং চেৎ, কথমন্যতমত্তত্ত্বমব্যবস্থাপ্য শক্যমেবং বক্তুম্। ন চ নিস্তত্ত্বতৈব তত্ত্বং ভাবানাম্। তথা সতি হি তত্ত্বাভাবঃ স্যাৎ, সোঽপি চ বিচারং ন সহত ইত্যুক্তং ভবদ্ভিঃ। অপি চারোপিতং নিষেধনীয়ম্, আরোপশ্চ তত্ত্বাধিষ্ঠানো দৃষ্টঃ, যথা শুক্তিকাদিষু রজতাদেঃ। ন চেৎ কিঞ্চিদস্তি তত্ত্বং, কস্য কস্মিন্নারোপঃ। তস্মান্নিষ্প্রপঞ্চং পরমার্থসদ্ব্রহ্মানির্ব্বাচ্যপ্রপঞ্চাত্মনারোপ্যতে, তচ্চ তত্ত্বং ব্যবস্থাপ্যাতাত্ত্বিকত্বেন সাংব্যবহারিকত্বং প্রমাণানাং বাধকেনোপপদ্যত ইতি যুক্তমুৎপশ্যামঃ ॥ ২। ২। ৩১ ॥

বিভজতে। "কিং বহুনোক্তেন" "যথাযথাং" গ্রন্থতোঽর্থতশ্চ "অয়ং বৈনাশিক-

হইল। শূন্যবাদী বৌদ্ধের মত (শূন্যবাদ) সর্ব্বপ্রমাণবিরুদ্ধ ; সুতরাং সে পক্ষ খণ্ডনের জন্য যত্ন করা হইল না। এই যে, নানাপ্রকার প্রমাণ-প্রমিত লোক-ব্যবহার, ইহার বিলোপকারী কোন নির্দ্দিষ্ট তত্ত্ব পরিজ্ঞাত না হইলে বা না দেখাইলে ইহার বিলোপ করিতে সমর্থ হইবে না। অন্য কোনও নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা না থাকিলে সাধারণ ব্যবস্থার সিদ্ধি অবশ্যই হইবে।†

অধিক কি বলিব, যে যে প্রকারে বৌদ্ধ মতের যুক্তিসিদ্ধতা পরীক্ষা করিতে

* সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রকারেণ অনুপপত্তির্যুক্তিমত্ত্বাভাবো বৈনাশিকমতস্যেতি স মতো নাদরণীয়ঃ।
অধিক কি বলিব, বৌদ্ধ মতের যুক্তিসিদ্ধতা পরীক্ষা করিতে গেলে দেখা যায়, বৌদ্ধ পক্ষ সর্ব্বপ্রকারেই যুক্তিবহির্ভূত।

† অর্থাৎ জগৎপ্রপঞ্চ আদৌ নাই, কিছুই নহে, সমস্তই শূন্য, ইহার মূলও শূন্য, এ প্রতিজ্ঞা

উপপত্তিমত্ত্বায় পরীক্ষ্যতে, তথা তথা সিকতাকূপবদ্বিদীর্য্যত-এব,* ন কাঞ্চিদপ্যত্রোপপত্তিং পশ্যামঃ ; অতশ্চানুপপন্নো বৈনাশিকতন্ত্রব্যবহারঃ। অপি চ, বাহ্যার্থ-বিজ্ঞান-শূন্যবাদত্রয়মিতরেতরবিরুদ্ধমুপদিশতা সুগতেন স্পষ্টীকৃতমাত্মনোঽসম্বদ্ধপ্রলাপিত্বং, প্রদ্বেষো বা প্রজাসু—বিরুদ্ধার্থপ্রতিপত্ত্যা বিমুহ্যেয়ুরিমাঃ প্রজা ইতি সর্ব্বথাপ্যনাদরণীয়োঽয়ং সুগতসময়ঃ শ্রেয়স্কামৈরিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২। ২। ৩২ ॥

নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ ॥ ২। ২। ৩৩ ॥ *

নিরস্তঃ সুগতসময়ঃ, বিবসনসময় ইদানীং নিরস্যতে। সপ্ত চৈষাং পদার্থাঃ সম্মতাঃ—জীবাজীবাস্রবসম্বরনির্জ্জরবন্ধমোক্ষা নাম। সঙ্ক্ষেপতস্তু দ্বাবেব পদার্থৌ জীবাজীবাখ্যৌ। যথাযোগং

সময়ঃ" ইতি। গ্রন্থতস্তাবৎ পশ্য নাতিষ্ঠনামিদ্ধমোষধাস্তসাধুপদপ্রয়োগঃ। অর্থতশ্চ নৈরাত্ম্যমভ্যুপেত্যালয়বিজ্ঞানং সমস্তবাসনাধারমভ্যুপগচ্ছন্নক্ষরমাত্মানমভ্যুপৈতি। এবং ক্ষণিকত্বমভ্যুপেত্যোৎপাদাদ্বা তথাগতানামনুৎপাদাদ্বা স্থিতৈবৈষা ধর্ম্মাণাং ধর্ম্মতা ধর্ম্মস্থিতিতেতি নিত্যতামুপৈতীত্যাদি বহুন্নেতব্যমিতে ॥২।২।৩২ ॥

নিরস্তো মুক্তকচ্ছানাং সময়ঃ, বিবসনানাং সময় ইদানীং নিরস্যতি। তৎসময়মাহ সংক্ষেপবিস্তারাভ্যাম্। "সপ্ত চৈষাং পদার্থাঃ সম্মতাঃ" ইতি। তত্র সংক্ষেপমাহ—"সংক্ষেপতস্তু দ্বাবেব পদার্থৌ" ইতি। বোধাত্মকো জীবঃ, জড়-

---

যাই, সেই সেই প্রকারেই উক্ত মত বালুকাময় কূপের ন্যায় বিদীর্ণ হইয়া পড়ে। ঐ মতের পোষকতায় কোন প্রকার সদ্যুক্তি দেখা যায় না, এ কারণেও বৌদ্ধদিগের শাস্ত্রোক্ত ব্যবহার অযুক্ত। [অপিচ...প্রায়ঃ] সুগত (শাক্যসিংহ) পরস্পর বিরুদ্ধ বাহ্যবস্তুবাদ, বিজ্ঞানবাদ ও সর্ব্বশূন্যবাদ উপদেশ করিয়া আপনার অসম্বদ্ধপ্রলাপিতা ব্যক্ত করিয়াছেন, অথবা তিনি প্রজাবিদ্বেষী ছিলেন। প্রজাগণ বিরুদ্ধার্থ গ্রহণে বিমুগ্ধ হউক; ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। যাহাই হউক, শ্রেয়ঃকামী পুরুষের পক্ষে বৌদ্ধ মত সর্ব্বপ্রকারে অগ্রাহ্য ॥ ২। ২ ৩২ ॥

বৌদ্ধ মতের খণ্ডন হইয়াছে, সম্প্রতি বিবসন মতের খণ্ডন হইবে। (বিবসন=এক প্রকার জৈন ; ইহাদিগকে দিগম্বরও বলে। শ্বেতাম্বর জৈন ও দিগম্বর জৈন, এই দুই প্রকার জৈন আছে)। ইহাদের মতে জীব, অজীব, আস্রব, সম্বর,

---

অসিদ্ধ। বাধ দেখাইতে না পারিলে অবশ্যই "যাহা প্রকাশ পায়, তাহা অসৎ নহে, কিন্তু সৎ অর্থাৎ আছে" এই সামান্য তত্ত্ব অবাধিত থাকিবে।

* একস্মিন্ ধর্ম্মিণি যুগপৎ বহুবিরুদ্ধধর্ম্মাণাং সমাবেশো ন সম্ভবতি যতঃ, অতো জৈনমপি মতং ন সম্যগিতি সূত্রার্থঃ।

এক পদার্থে এককালে বহু বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ হয় না বলিয়া জৈন-মতও নগণ্য। (ভাষ্য দেখ)।

তয়োরেবেতরান্তর্ভাবাদিতি মন্যন্তে। তয়োরিমমপরং প্রপঞ্চমাচক্ষতে—পঞ্চাস্তিকায়া নাম জীবাস্তিকায়ঃ, পুদ্গলাস্তিকায়ঃ, ধর্ম্মাস্তিকায়ঃ, অধর্ম্মাস্তিকায়ঃ, আকাশাস্তিকায়শ্চেতি। সর্ব্বেষা-

---

বর্গস্তজীব ইতি যথাযোগ্যং তয়োর্জীবাজীবয়োরিমমপরং প্রপঞ্চমাচক্ষতে। তমাহ—"পঞ্চাস্তিকায়া নাম" ইতি। "সর্ব্বেষামপ্যেষামবান্তরপ্রভেদান্" ইতি। জীবাস্তিকায়স্ত্রিধা বদ্ধো মুক্তো নিত্যসিদ্ধশ্চেতি। পুদ্গলাস্তিকায়ঃ ষোঢ়া। পৃথিব্যাদীনি চত্বারি ভূতানি স্থাবরং জঙ্গমঞ্চেতি। ধর্ম্মাস্তিকায়ঃ প্রবৃত্ত্যনুমেয়োঽধর্ম্মাস্তিকায়ঃ স্থিত্যনুমেয়ঃ। আকাশাস্তিকায়ো দ্বেধা। লোকাকাশোঽলোকাকাশশ্চ। তত্রোপর্য্যুপরি স্থিতানাং লোকানামন্তর্ব্বর্ত্তী লোকাকাশঃ, তেষামুপরি মোক্ষস্থানমলোকাকাশঃ। তত্র হি ন লোকাঃ সন্তি। তদেবং জীবাজীবপদার্থৌ পঞ্চধা প্রপঞ্চিতৌ। আস্রবসম্বরনির্জ্জরাস্ত্রয়ঃ পদার্থাঃ প্রবৃত্তিলক্ষণাঃ প্রপঞ্চ্যন্তে। দ্বিধা প্রবৃত্তিঃ সম্যঙ্মিথ্যা চ। তত্র মিথ্যা প্রবৃত্তিরাস্রবঃ। সম্যক্প্রবৃত্তী তু সম্বরনির্জ্জরৌ। আস্রাবয়তি পুরুষং বিষয়েষ্বিতীন্দ্রিয়প্রবৃত্তিরাস্রবঃ। ইন্দ্রিয়দ্বারা হি পৌরুষং জ্যোতির্ব্বিষয়ান্ স্পৃশদ্রূপাদিজ্ঞানরূপেণ পরিণমত ইতি। অন্যে তু কর্ম্মাণ্যাস্রবমাহুঃ। তানি হি কর্ত্তারমভিব্যাপ্য স্রবন্তি কর্ত্তারমনুগচ্ছন্তীত্যাস্রবঃ। সেয়ং মিথ্যাপ্রবৃত্তিরনর্থহেতুত্বাৎ। সম্বরনির্জ্জরৌ চ সম্যক্প্রবৃত্তী। তত্র শমদমাদিরূপা প্রবৃত্তিঃ সম্বরঃ। সা হ্যাস্রবস্রোতসো দ্বারং সংবৃণোতীতি সম্বর উচ্যতে। নির্জ্জরস্ত্বনাদিকালপ্রবৃত্তি-কষায়কলুষপুণ্যাপুণ্যপ্রমাণহেতুস্তপ্তশিলারোহণাদিঃ। স হি নিঃশেষং পুণ্যাপুণ্যং সুখদুঃখোপভোগেন জরয়তীতি নির্জ্জরঃ। বন্ধোঽষ্টবিধং কর্ম্ম। তত্র ঘাতিকর্ম্ম চতুর্ব্বিধম্। তদ্‌যথা—জ্ঞানাবরণীয়ং দর্শনাবরণীয়ং মোহনীয়মন্তরায়মিতি। তথা চত্বার্য্যঘাতিকর্ম্মাণি। তদ্‌যথা,—বেদনীয়ং নামিকং গোত্রিকমায়ুষ্কঞ্চেতি। তত্র সম্যগ্‌জ্ঞানং ন মোক্ষসাধনম্। ন হি জ্ঞানাদ্বস্তুসিদ্ধিরতিপ্রসঙ্গাদিতি বিপর্য্যয়ো জ্ঞানাবরণীয়ং কর্ম্মোচ্যতে। আর্হতদর্শনাভ্যাসান্ন মোক্ষ ইতি জ্ঞানং দর্শনাবরণীয়ং কর্ম্ম। বহুষু বিপ্রতিষিদ্ধেষু তীর্থকারৈরুপদর্শিতেষু মোক্ষমার্গেষু বিশেষানবধারণং মোহনীয়ং কর্ম্ম। মোক্ষমার্গপ্রবৃত্তানাং তদ্বিঘ্নকরং বিজ্ঞানমন্তরায়ং কর্ম্ম। তানীমানি শ্রেয়োহন্তৃত্বাদ্‌ঘাতিকর্ম্মাণ্যুচ্যন্তে। অঘাতীনি কর্ম্মাণি—তদ্‌যথা বেদনীয়ং কর্ম্ম শুক্লপুদ্গলবিপাকহেতুঃ। তদ্ধি বন্ধোঽপি ন নিঃশ্রেয়সপরিপন্থি, তত্ত্বজ্ঞানাবিঘাতকত্বাৎ। শুক্লপুদ্গলারম্ভকবেদনীয়কর্ম্মানুগুণং নামিকং কর্ম্ম। তদ্ধি শুক্লপুদ্গলস্যাদ্যাবস্থাং কললবুদ্‌বুদাদিমারভতে।

নির্জ্জর, বন্ধ ও মোক্ষ, এই সাত প্রকার পদার্থ (এ সকলের বিবরণ বলা হইবে)। অর্থাৎ জৈনেরা প্রোক্ত সপ্ত পদার্থই মানে, অতিরিক্ত মানে না। জৈনেরা সংক্ষেপতঃ জীব ও অজীব, এই দুই পদার্থই মানে, অপরাপর পদার্থ ঐ দুএর অন্তর্ভূত বলে। জীব, অজীব, এই দুএর অপর প্রপঞ্চ (বিস্তার) পাঁচ প্রকার এবং তাহা অস্তিকায় (অস্তিকায় = পদার্থবোধক সংজ্ঞা বা পরিভাষা) সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। যথা—জীবাস্তিকায়, পুদ্গলাস্তিকায়, ধর্ম্মাস্তিকায়, অধর্ম্মাস্তিকায় ও আকাশাস্তিকায়। [সর্ব্বেষা...যোজয়ন্তি] এ সকলেব আবার অনেক প্রকার

মপ্যেষামবান্তরপ্রভেদান্ বহুবিধান্ স্বসময়পরিকল্পিতান্ বর্ণয়ন্তি। সর্ব্বত্র চেমং সপ্তভঙ্গীনয়ং নাম ন্যায়মবতারয়ন্তি—স্যাদস্তি, স্যান্নাস্তি, স্যাদবক্তব্যঃ, স্যাদস্তি চ নাস্তি চ, স্যাদস্তি চাবক্তব্যশ্চ, স্যান্নাস্তি চাবক্তব্যশ্চ, স্যাদস্তি চ নাস্তি চাবক্তব্যশ্চেতি। এবমেবৈকত্বনিত্যত্বাদিষ্বপীমং সপ্তভঙ্গীনয়ং যোজয়ন্তি।

গোত্রিকমব্যাকৃতম্। ততোঽপ্যান্তং শক্তিরূপেণাবস্থিতম্। আয়ুষ্কং স্বায়ুঃ কায়তি কথয়ত্যুৎপাদনদ্বারেত্যায়ুষ্কম্। তান্যেতানি শুক্লপুদ্গলাস্থাশ্রয়ত্বাদ্ঘাতীনি কর্ম্মাণি। তদেতৎ কর্ম্মাষ্টকং পুরুষং বধ্নাতীতি বন্ধঃ। বিগলিতসমস্তক্লেশ-তদ্বাসনস্যানাবরণ-জ্ঞানস্য সুখৈকতানস্যাত্মন উপরিদেশাবস্থানং মোক্ষ ইত্যেকে। অন্যে তূর্দ্ধ-গমনশীলো হি জীবো ধর্ম্মাধর্ম্মাস্তিকায়েন বদ্ধস্তদ্বিমোক্ষাৎ যদূর্দ্ধং গচ্ছত্যেব, স মোক্ষ ইতি। ত এতে সপ্ত পদার্থা জীবাদয়ঃ সহাবান্তরপ্রভেদৈরুপন্যস্তাঃ। তত্র "সর্ব্বত্র চেমং সপ্তভঙ্গীনয়ং নাম ন্যায়মবতারয়ন্তি। স্যাদস্তি স্যান্নাস্তি স্যাদবক্তব্যঃ স্যাদস্তি চ নাস্তি চ স্যাদস্তি চাবক্তব্যশ্চ স্যান্নাস্তি চাবক্তব্যশ্চ স্যাদস্তি নাস্তি চাবক্তব্যশ্চ" ইতি। স্যাচ্ছব্দঃ খল্বয়ং নিপাতস্তিঙন্তপ্রতিরূপকোঽনেকান্তদ্যোতী। যথাহুঃ—

"বাক্যেষ্বনেকান্তদ্যোতী গম্যং প্রতি বিশেষণম্।
স্যান্নিপাতোঽর্থযোগিত্বাত্তিঙন্তপ্রতিরূপকঃ॥" ইতি।

অবান্তর প্রভেদ তাহাদের শাস্ত্রে বর্ণিত আছে এবং প্রত্যেক পদার্থে তাহারা 'সপ্তভঙ্গীনয়'-নামক যুক্তি যোজিত করে। সপ্তভঙ্গীনয়ের আকার এইরূপ—স্যাদস্তি, স্যান্নাস্তি, স্যাদবক্তব্য, স্যাদস্তি চ নাস্তি চ, স্যাদস্তি চাবক্তব্য, স্যান্নাস্তি চাবক্তব্য, স্যাদস্তি চ নাস্তি চাবক্তব্য। * একত্ব-নিত্যত্ব প্রভৃতিতেও এই সপ্তভঙ্গীনয় যোজিত করে, অর্থাৎ একরূপে এক, অন্যরূপে অনেক। একরূপে নিত্য, অন্যরূপে অনিত্য, ইত্যাদি।

---

* সপ্তভঙ্গী নয়—যাহাতে সাত প্রকার ভঙ্গ অর্থাৎ বিভাগ আছে। নয়—ন্যায় অর্থাৎ যুক্তি। স্যাৎ অর্থাৎ কথঞ্চিৎ। অস্তি আছে। অথবা স্যাদস্তি—এক প্রকারে আছে। স্যান্নাস্তি অর্থাৎ দেখিতে গেলে, তাহা অন্যপ্রকারে নাই। ঘট ঘটরূপে আছে, প্রাপ্তরূপে নাই, তাই ঘট পাইবার জন্য যত্ন বা চেষ্টা হয়। ঘটঃ স্যাদস্তি ও ঘটঃ স্যান্নাস্তি অর্থাৎ ঘট একরূপে আছে ও অন্যরূপে নাই। অস্তি ও নাস্তি এই দুই প্রশ্ন পূর্ব্বাপরীভাবে উত্থিত হইলে 'স্যাদস্তি চ নাস্তি চ' এই তৃতীয় ভঙ্গ তাহার প্রত্যুত্তর দেয়। অর্থাৎ আছেও বটে, নাইও বটে। এককালে উক্ত উভয় প্রশ্ন হইলে তাহার প্রত্যুত্তরে 'স্যাদবক্তব্য' শব্দ বলা হয়। অর্থাৎ তাহা একরূপে আছে বলিবার যোগ্য, অন্যরূপে নাই বলিবারও যোগ্য। আদ্য ও চতুর্থভঙ্গ বিষয়ে প্রশ্ন হইলে 'স্যাদস্তি চাবক্তব্য'। ইহার উপর পঞ্চম ভঙ্গ অবতারিত হয়। দ্বিতীয় চতুর্থভঙ্গ বিষয়ে 'স্যান্নাস্তি চাবক্তব্য' এই ষষ্ঠ ভঙ্গের অবতারণ হইয়া থাকে। তৃতীয় ও চতুর্থ ভঙ্গের উপর অস্তি নাস্তি চাবক্তব্য' এই সপ্তম ভঙ্গ যোজিত হয়। জৈন মতে বস্তু এবম্প্রকারে অনেকরূপ। সর্ব্বাংশে একরূপ হইলে প্রাপ্তি-পরিহারাদি ব্যবহার চলে না। নানারূপ বলিয়াই ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার চলিয়া থাকে অর্থাৎ নির্ব্বাহ পায়। ইঁহাদের অভিপ্রায়ে পরমতের ব্রহ্মও অনেকরূপ, একরূপ নহে।

অত্রাচক্ষ্মহে—নায়মভ্যুপগমো যুক্ত ইতি। কুতঃ? একস্মিন্নসম্ভবাৎ। ন হ্যেকস্মিন্ ধর্ম্মিণি যুগপৎ সদসত্ত্বাদীনাং বিরুদ্ধধর্ম্মাণাং সমাবেশঃ সম্ভবতি, শীতোষ্ণবৎ। য এতে সপ্ত পদার্থা নির্দ্ধারিতা এতাবন্ত এবংরূপাশ্চেতি, তে তথৈব বা স্যুঃ, নৈব বা তথা স্যুঃ, ইতরথা হি তথা বা স্যুঃ, অতথা বেত্যনির্ধারিতরূপং জ্ঞানং সংশয়জ্ঞানবদপ্রমাণমেব

যদি পুনরয়মনেকান্তদ্যোতকঃ স্যাচ্ছব্দো ন ভবেৎ, স্যাদস্তীতি বাক্যে স্যাৎ-পদমনর্থকং স্যাৎ। তদিদমুক্তমর্থযোগিত্বাদিতি। অনৈকান্তদ্যোতকত্বে তু স্যাদস্তি কথঞ্চিদস্তীতি স্যাৎপদাৎ কথঞ্চিদর্থোঽস্তীত্যনেনানুক্তঃ প্রতীয়ত ইতি নানর্থক্যম্। তথা চ—

"স্যাদ্বাদঃ সর্ব্বথৈকান্ত-ত্যাগাৎ কিংবৃত্তচিদ্বিধেঃ।
সপ্তভঙ্গনয়াপেক্ষো হেয়াদেয়বিশেষকৃৎ॥"

কিংবৃত্তে প্রত্যয়ে থম্বয়ং চিন্নিপাতবিধিনা সর্ব্বথৈকান্তত্যাগাৎ সপ্তস্বেকান্তেষু যো ভঙ্গঃ, তত্র যো নয়স্তদপেক্ষঃ সন্ হেয়োপাদেয়ভেদায় স্যাদ্বাদঃ কল্পতে। তথাহি—যদি বস্ত্বস্ত্যেবেত্যেবৈকান্ততস্তৎ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বাত্মনাঽস্ত্যেবেতি ন তদীপ্সাজিহাসাভ্যাং ক্বচিৎ কদাচিৎ কথঞ্চিৎ কশ্চিৎ প্রবর্ত্তেত নিবর্ত্তেত বা। প্রাপ্তাপ্রাপণীয়ত্বাৎ হেয়হানানুপপত্তেশ্চ। অনৈকান্তপক্ষে তু ক্বচিৎ কদাচিৎ কুত্রচিৎ কথঞ্চিৎ সত্ত্বে হানোপাদানে প্রেক্ষাবতাং কল্পেতে ইতি।

তমেনং সপ্তভঙ্গীনয়ং দূষয়তি—"নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ"। বিভজতে—"ন হ্যেকস্মিন্ ধর্ম্মিণি" পরমার্থসতি পরমার্থসতাং "যুগপৎ সদসত্ত্বাদীনাং বিরুদ্ধধর্ম্মাণাং" পরস্পর-পরিহারস্বরূপাণাং সমাবেশঃ সম্ভবতি। এতদুক্তং ভবতি—সত্যং যদস্তি বস্তুতঃ, তৎ সর্ব্বথা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বাত্মনা নির্ব্বচনীয়েন রূপেনাস্ত্যেব, ন নাস্তি। যথা প্রত্যগাত্মা। যত্তু ক্বচিৎ কথঞ্চিৎ কদাচিৎ কেনচিদাত্মনাঽস্তীত্যুচ্যতে, যথা

[অত্রা...সম্ভবাৎ] এই বিষয়ে বলা যাইতেছে যে, ঐ মত যুক্তিবিরুদ্ধ। কেন-না, তাহা অসম্ভব। [ন হ্যেকস্মিন্...স্যাৎ] যেমন কোনও বস্তু যুগপৎ (এক সময়ে) শীতোষ্ণ (শীতল ও উষ্ণ, এই দ্বিরূপ) হয় না, তেমনি, কোনও পদার্থে যুগপৎ সৎ ও অসৎ ইত্যাদিবিধ বিরুদ্ধধর্ম্মের সমাবেশ (থাকা) সম্ভব হয় না। অপিচ, জৈনগণ যে, জীবাদি সপ্ত পদার্থের কথা বলেন, সে সকল পদার্থ কি ঠিক্ সেই প্রকারই? না সে সকলের প্রকারান্তরও আছে? ঠিক্ সেই প্রকার, অন্য প্রকার নাই, ইহার বিনিগমক নাই অর্থাৎ ব্যভিচার আছে। আরও দেখ, তন্মতে বস্তুর স্বরূপ অনিশ্চিত, তদ্বিষয়ক জ্ঞানও অনিশ্চিত, সুতরাং তন্মতীয় জ্ঞান সংশয়জ্ঞানের ন্যায় অপ্রমাণ। (অর্থাৎ স্যাদস্তি, স্যান্নাস্তি, বস্তু এক প্রকারে আছে, অন্য প্রকারে নাই, ইহা সত্য হইলে তাহাতে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান জন্মিবে না,

স্যাৎ। নম্বনেকাত্মকং বস্ত্বিতি নির্দ্ধারিতরূপমেব জ্ঞানমুৎপদ্যমানং সংশয়জ্ঞানবন্নাপ্রমাণং ভবিতুমর্হতি। নেতি ব্রূমঃ। নিরঙ্কুশং হ্যনেকান্তং সর্ব্বং বস্তু প্রতিজানানস্য নির্ধারণস্যাপি বস্তুত্বাবিশেষাৎ, স্যাদস্তি স্যান্নাস্তীত্যাদিবিকল্পোপনিপাতাদনির্ধারণাত্মকতৈব স্যাৎ। এবং নির্দ্ধারয়িতুর্নির্দ্ধারণফলস্য চ, স্যাৎ-পক্ষেঽস্তিতা, স্যাচ্চ পক্ষে নাস্তিতেতি। এবং সতি কথং প্রমাণভূতঃ সন্ তীর্থকরঃ প্রমাণপ্রমেয়প্রমাতৃপ্রমিতিষ্বনির্দ্ধারিতাসূপদেষ্টুং শক্নুয়াৎ? কথং বা তদভিপ্রায়ানুসারিণস্তদুপদিষ্টেঽর্থেঽনির্ধারিতরূপে প্রবর্ত্তেরন্। ঐকান্তিকফলত্বনির্ধারণে হি সতি তৎসাধনানুষ্ঠানায় সর্ব্বো লোকোঽনাকুলঃ প্রবর্ত্ততে, নান্যথা। অতশ্চানির্দ্ধারিতার্থং শাস্ত্রং প্রলপন্ মত্তোন্মত্তবদনুপাদেয়বচনঃ স্যাৎ।

প্রপঞ্চঃ, তৎ ব্যবহারতো ন তু পরমার্থতঃ, তস্য বিচারাসহত্বাৎ। ন চ প্রত্যয়মাত্রং বাস্তবত্বং ব্যবস্থাপয়তি, শুক্তিমরুমরীচিকাদিষু রজ্জুতোয়াদেরপি বাস্তবত্বপ্রসঙ্গাৎ। লৌকিকানামবাধেন তু তদ্ব্যবস্থায়াং দেহাত্মাভিমানস্যাপ্যবাধেন তাত্ত্বিকত্বে সতি লোকায়তমতাপাতেন নাস্তিকত্বপ্রসঙ্গাৎ। পণ্ডিতরূপাণান্তু দেহাত্মাভিমানস্য বিচারতো বাধনং প্রপঞ্চস্যাপ্যনৈকান্তস্য তুল্যমিতি। অপি চ, সদসত্ত্বয়োঃ পরস্পরবিরুদ্ধত্বেন সমুচ্চয়াভাবে বিকল্পো ভবেৎ। ন চ বস্তুনি বিকল্পঃ সম্ভবতি। তস্মাৎ

প্রত্যুত অনিশ্চিত অর্থাৎ সংশয়াত্মক জ্ঞানই জন্মিবে।) [নম্বনেকাত্মক…স্যাৎ] যদি বল, 'বস্তমাত্রেই বহুরূপ' এতদাকার নিশ্চিত জ্ঞান জন্মিবে, তাহা সংশয়ের ন্যায় অপ্রমাণ হইবে কেন? আমরা বলি, তাহা বলিতে পার না। যাহারা সর্ব্ববস্তুর নিরঙ্কুশ বহুরূপতা স্বীকার করে, তাহাদের মতে নিশ্চয়ও অনিশ্চয়মধ্যে গণ্য। কেন-না, নিশ্চয়েও 'স্যাদস্তি স্যান্নাস্তি' যোজিত হইবে অর্থাৎ তাহাও এক প্রকারে আছে, অন্য প্রকারে নাই, এই অনির্দ্ধারিতরূপ হইবে। তাহাতে যে নিশ্চয় করে, তাহার ও নিশ্চয়ফলের অনিশ্চয়তাই সিদ্ধ হয়। যে স্থলে নিশ্চয়কর্ত্তা ও নিশ্চয়ফল অনিশ্চিত, সে স্থলে কিরূপে অনিশ্চিত শাস্ত্রবক্তা অনিশ্চিতরূপ প্রমাণ, প্রমেয়, প্রমাতা, প্রমিতি, ইত্যাদি বিষয়ের উপদেশ করিবেন? কিপ্রকারেই বা তন্মতানুসারিগণ অনিশ্চিত তদুপদিষ্ট পদার্থে প্রবৃত্ত হইবেন? ফলের ঐকান্তিকতা অর্থাৎ নিশ্চয়তা ও একরূপতা থাকিলেই লোক অব্যাকুলচিত্তে তৎসাধনে (তদনুষ্ঠানে) প্রবৃত্ত হইতে পারে ও হয়, তাহা না থাকিলে হয়ও না, হইতেও পারে না। অতএব অনিশ্চিতার্থশাস্ত্রের প্রণেতা মত্তোন্মত্তের ন্যায় অশ্রদ্ধেয়—তাহার বাক্যও সর্ব্বথা অগ্রাহ্য।

তথা পঞ্চানামস্তিকায়ানাং পঞ্চত্বসংখ্যাঽস্তি বা নাস্তি বেতি বিকল্প্যমানা, স্যাৎ তাবদেকস্মিন্ পক্ষে, পক্ষান্তরে তু ন স্যাদিত্যতো ন্যূনসংখ্যাত্বমধিকত্বং বা প্রাপ্নুয়াৎ। ন চৈষাং পদার্থানামবক্তব্যত্বং সম্ভবতি। অবক্তব্যাশ্চেন্নোচ্যেরন্। উচ্যন্তে চাবক্তব্যাশ্চেতি বিপ্রতিষিদ্ধম্, উচ্যমানাশ্চ তথৈবাবধার্য্যন্তে নাবধার্য্যন্ত ইতি চ। তথা তদবধারণফলং সম্যগ্দর্শনমস্তি বা নাস্তি বা।...এবং তদ্বিপরীত মসম্যগ্দর্শনমপ্যস্তি বা নাস্তি বেতি প্রলপন্মত্তোন্মত্তপক্ষস্যেব স্যাৎ। ন প্রত্যায়িতব্যপক্ষস্য স্বর্গাপবর্গয়োশ্চ পক্ষে ভাবঃ পক্ষে চাভাবঃ, তথা পক্ষে নিত্যতা পক্ষে চানিত্যতেত্যনবধারণায়াং প্রবৃত্ত্যনুপপত্তিঃ। অনাদিসিদ্ধজীবপ্রভৃতীনাঞ্চ স্বশাস্ত্রাবধৃতস্বভাবানামযথাবধৃতস্বভাবত্বপ্রসঙ্গঃ। এবং জীবাদিষু পদার্থেষ্বেকস্মিন্ ধর্ম্মিণি সত্ত্বা-

স্থাণুর্ব্বা পুরুষো বেতি জ্ঞানবৎ সপ্তত্বপঞ্চত্বনির্ধারণস্য ফলস্য নির্ধারয়িতুশ্চ প্রমাতুস্তৎকরণস্য প্রমাণস্য চ তৎপ্রমেয়স্য চ সপ্তত্বপঞ্চত্বস্য সদসত্ত্বসংশয়ে সাধু সমর্থিতং তীর্থকর(ণ)ত্বমৃষভেণাত্মনঃ। নির্দ্ধারণস্য চৈকান্তসত্ত্বে সর্ব্বত্র নানেকান্তবাদ ইত্যাহ—"য এতে সপ্ত পদার্থাঃ" ইতি। শেষমতিরোহিতার্থম্॥ ২। ২। ৩৩॥

[তথা...পত্তিঃ] অন্য কথা এই যে, জৈনাভিপ্রেত পাঁচ অস্তিকায় অসম্ভব। অস্তিকায়-পঞ্চকে পঞ্চসংখ্যা আছে ও নাই, এই দুই বিকল্প স্থাপন করিলে পক্ষান্তরে না থাকাও পাওয়া যায়; সুতরাং সে পক্ষে হয় ন্যূন সংখ্যা, না হয় অধিক সংখ্যা লব্ধ হয়। আরও দেখ, ঐ সকল পদার্থের অবাচ্যতা-পক্ষও অসম্ভব। কেন-না, অবাচ্য অর্থাৎ অবক্তব্য হইলে তাহা বলিতে পারিত না। বক্তব্য অথচ অবক্তব্য, ইহা বিরুদ্ধ কথা। উচ্চারিত হইলে তখনই অবধারিত ও অনবধারিত অর্থাৎ নিশ্চিত ও অনিশ্চিত এই দ্বিবিধ পক্ষ স্থাপিত হইবে। অবধারণের ফল সম্যক্‌জ্ঞান, তাহাও পক্ষদ্বয়গ্রস্ত (আছে ও নাই)। অবধারণের বিপরীত অনবধারণ, তাহাও "অস্তি-নাস্তি-গ্রস্ত। এইরূপ ও অন্যরূপ প্রলাপবাক্য বলায় জৈনপক্ষ উন্মত্তবাক্যবৎ অগ্রাহ্য। "স্বর্গ ও অপবর্গ (মোক্ষ), এই দুই পদার্থও পক্ষান্তরে নাই ও অনিত্য হইয়া উঠে। নিত্য ও অনিত্য, আছে ও নাই, এইরূপ পক্ষদ্বয় থাকায় সমুদায় পদার্থই অনিশ্চিত হইয়া পড়ে; সুতরাং তন্মতাবলম্বীদিগের সাধনানুষ্ঠানপ্রবৃত্তি উপপন্ন হয় না। [অনাদি...মতম্] জৈনশাস্ত্রে যে, অনাদিসিদ্ধ জিনের (জৈনদিগের উপাস্য-দেবতার) উল্লেখ আছে, এবং তাঁহার

সত্ত্বয়োর্ব্বিরুদ্ধয়োর্ধর্ম্ময়োরসম্ভবাৎ, সত্ত্বে চৈকস্মিন্ ধর্ম্মেঽসত্ত্বস্য ধর্ম্মান্তরস্যাসম্ভবাৎ, অসত্ত্বে চৈবং সত্ত্বস্যাসম্ভবাদসঙ্গতমিদমার্হতং মতম্। এতেনৈকানেকনিত্যানিত্যব্যতিরিক্তাব্যতিরিক্তাদ্যনেকান্তাভ্যুপগমা নিরাকৃতা মন্তব্যাঃ। যত্তু পুদ্গলসংজ্ঞকেভ্যোঽণুভ্যঃ সঙ্ঘাতাঃ সম্ভবন্তীতি কল্পয়ন্তি, তৎ পূর্ব্বেণৈবাণুবাদনিরাকরণেন নিরাকৃতং ভবতীত্যতো ন পৃথক্ তন্নিরাকরণায় প্রযত্যতে ॥ ২। ২। ৩৩ ॥

এবঞ্চাত্মাঽকাৎস্নর্্যম্ ॥ ২। ২। ৩৪ ॥ *

যথৈকস্মিন্ ধর্ম্মিণি বিরুদ্ধধর্ম্মাসম্ভবো দোষঃ স্যাদ্বাদে প্রসক্তঃ, এবমাত্মনোঽপি জীবস্যাঽকাৎস্নর্্যমপরো দোষঃ প্রসজ্যেত। কথম্? শরীরপরিমাণো হি জীব ইত্যার্হতা মন্যন্তে।

"এবঞ্চ" ইতি চেন সমুচ্চয়ং দ্যোতয়তি। শরীরপরিমাণত্বে হ্যাত্মনোঽকৃৎস্নত্বং পরিচ্ছিন্নত্বম্। তথা চানিত্যত্বম্। যে হি পরিচ্ছিন্নাস্তে সর্ব্বেঽনিত্যাঃ যথা ঘটাদয়ঃ, তথা চাস্মেতি। তদেতদাহ—"যথৈকস্মিন্ ধর্ম্মিণি" ইতি। ইদঞ্চাপরমকৃৎস্নত্বেন সূত্রিতমিত্যাহ—"শরীরাণাঞ্চানবস্থিতপরিমাণত্বাৎ" ইতি। মনুষ্যকায়পরিমাণো

যেরূপ স্বভাব কথিত আছে, সে সমুদায়ও সংশয়িত হইয়া উঠে। অপিচ, জীবাদি পদার্থের কোনও পদার্থে পরস্পরবিরুদ্ধ সদসৎধর্ম্মের সমাবেশ-সম্ভাবনাও নাই। কেন-না, সদ্ধর্ম্ম থাকা কালে অসদ্ধর্ম্ম থাকিতেই পারে না। এই সকল কারণে আর্হত মত অসমঞ্জস অর্থাৎ যুক্তি-বিরুদ্ধ। [এতে…প্রযত্যতে] যাহা বলা হইল, দেখান হইল, তাহা দ্বারাই এক প্রকারে এক, অন্য প্রকারে অনেক, এক প্রকারে নিত্য, অন্য প্রকারে অনিত্য, এক প্রকারে ব্যতিরিক্ত, অন্য প্রকারে অব্যতিরিক্ত, ইত্যাদি ইত্যাদি অনিশ্চিতরূপের প্রতিজ্ঞা নিরাকৃত হইতেছে। জৈনেরা যে, পুদ্গলাভিধেয় পরমাণুপুঞ্জ হইতে পৃথিব্যাদির জন্ম কল্পনা করে, সে কল্পনাও পূর্ব্বোক্ত পরমাণুকারণবাদ নিরাসের দ্বারাই নিরস্ত হইতে পারে, এ নিমিত্ত তন্নিরাকরণার্থ আর পৃথক্ যত্ন করা হইল না ॥২।২।৩৩॥

স্যাদ্বাদে অর্থাৎ জৈনমতে এক পদার্থে যুগপৎ বিরুদ্ধধর্ম্মদ্বয়ের সমাবেশ অসম্ভব, এই এক দোষ, তদুপরি অন্য দোষ এই যে, তন্মতে স্বীকৃত জীবাত্মার মধ্যমপরিমাণতাও সংরক্ষিত হয় না। মধ্যম পরিমাণ ও শরীরপরিমাণ সমানার্থ। [কথং…দোষঃ] মধ্যমপরিমাণতার মত রক্ষা পায় না কেন, তাহা বলিতেছি।

* বিরুদ্ধধর্ম্মসমাবেশাসম্ভববদাত্মাকাৎস্নর্্যং—আত্মনো জীবস্য অকাৎস্নর্্যং মধ্যমপরিমাণত্বং, মধ্যমপরিমাণত্বাচ্চানিত্যত্বাদিদোষ ইতি সূত্রাক্ষরার্থঃ।

জৈনেরা আত্মাকে মধ্যমপরিমাণ বলেন, তাহাও সদোষ। ভাষ্যব্যাখ্যা দেখ।

শরীরপরিমাণতায়াঞ্চ সত্যামকৃৎস্নোঽসর্ব্বগতঃ পরিচ্ছিন্ন আত্মেত্যতো ঘটাদিবদনিত্যত্বমাত্মনঃ প্রসজ্যেত। শরীরাণাঞ্চানবস্থিতপরিমাণত্বান্মনুষ্যজীবো মনুষ্যশরীরপরিমাণো ভূত্বা পুনঃ কেনচিৎ কর্ম্মবিপাকেন হস্তিজন্ম প্রাপ্নুবন্ন কৃৎস্নং হস্তিশরীরং ব্যাপ্নুয়াৎ, পুত্তিকাজন্ম চ প্রাপ্নুবন্ন কৃৎস্নপুত্তিকাশরীরে সম্মীয়েত*। সমান এষ একস্মিন্নপি জন্মনি কৌমারযৌবনস্থাবিরেষু দোষঃ।

. স্যাদেতৎ। অনন্তাবয়বো জীবঃ, তস্য ত এবাবয়বা অল্পে শরীরে সঙ্কুচেয়ুর্ম্মহতি চ বিকাসেয়ুরিতি তেষাং পুনরনন্তানাং জীবাবয়বানাং সমানদেশত্বং প্রতিবিহন্যেত বা ন বেতি বক্তব্যম্। প্রতিঘাতে

হি জীবো ন হস্তিকায়ং কৃৎস্নং ব্যাপ্তুমর্হতি, অল্পত্বাদিত্যাত্মনঃ কৃৎস্নশরীরাব্যাপিত্বাদকার্ৎস্ন্যম্। তথা চ ন শরীরপরিমাণত্বমিতি। তথা হস্তিশরীরং পরিত্যজ্য যদা পুত্তিকাশরীরো ভবতি, তদা ন তত্র কৃৎস্নঃ পুত্তিকাশরীরে সম্মীয়েতেত্যকার্ৎস্ন্যমাত্মনঃ। সুগমমন্যৎ।

চোদয়তি—"স্যাদেতৎ"। "অনন্তাবয়বঃ" ইতি। যথা হি প্রদীপো ঘটমহাহর্ম্ম্যোদরবর্ত্তী সঙ্কোচবিকাশবানেবং জীবোঽপি পুত্তিকাহস্তিদেহয়োরিত্যর্থঃ। তদেতদ্বিকল্প্য দূষয়তি—"তেষাং পুনরনন্তানাম্" ইতি। ন তাবৎ প্রদীপোঽত্র

আর্হতেরা (আর্হত = জৈন) জীবকে শরীর-পরিমাণ মনে করে। আত্মা যদি শরীরপরিমিত হয়, তাহা হইলে তিনি অপূর্ণ, অব্যাপী অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন। যেহেতু পরিচ্ছিন্ন, সেই হেতু ঘট-পটাদির ন্যায় অনিত্য। আরও দেখ, শরীরপরিমাণের স্থিরতা নাই। (ছোট বড় মধ্যম, নানাপরিমাণের শরীর আছে)। মানবাত্মা মানব-শরীর-পরিমিত, ধর্ম্মানুসারে হস্তিজন্ম প্রাপ্ত হইলে, সে আত্মা হস্তি-শরীর ব্যাপিতে পারে না, পুত্তিকা-জন্ম পাইলেই বা কিরূপে তাহাতে পর্য্যাপ্ত হইবে? (ধরিবে?) জন্মান্তর-কথা দূরে থাকুক, এই একই জন্মের বাল্য-যৌবন-বার্দ্ধক্যযুক্ত শরীরেও ঐ দোষ আপাতত হইবে।

[স্যাদেতৎ...স্যাৎ] আচ্ছা, আমরা জিজ্ঞাসা করি, জৈন বলুন, জীব অনন্তাবয়ব কি-না? অর্থাৎ দীপের ন্যায় জীবের অসংখ্য অংশ আছে কি-না?

---

* কথাগুলির মর্ম্ম বা উদ্দেশ্য এই যে, বড় ঘটের দীপ ছোট ঘটে স্থাপিত হইলে তাহার অতিরিক্ত অংশগুলি সঙ্কুচিত হওয়ায় ছোট ঘটের পরিমাণ প্রাপ্ত হয়। জীবের সেরূপ হয় কি-না। জীবাংশ বিনষ্ট হয় না, এরূপ বলিলে মানিতে হইবে, দেহের বাহিরেও জীবের অস্তিত্ব থাকে। বিনষ্ট হয় বলিলে স্বীকার করিতে হইবে, জীব ঘটাদির ন্যায় অনিত্য, সুতরাং জীবের শরীরপরিমাণতা সম্পূর্ণ যুক্তিবিরুদ্ধ।

তাবন্মানন্তাবয়বাঃ পরিচ্ছিন্নে দেশে সম্মীয়েরন্। অপ্রতিঘাতেঽপ্যেকাবয়বদেশত্বোপপত্তেঃ সর্ব্বেষামবয়বানাং প্রথিমানুপপত্তেৰ্জ্জীবস্যাণুমাত্রতাপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ। অপি চ, শরীরমাত্রপরিচ্ছিন্নানাং জীবাবয়বানামানন্ত্যং নোৎপ্রেক্ষিতুমপি শক্যম্ ॥ ২। ২। ৩৪ ॥

ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ ॥ ২।২।৩৫॥

অথ পর্য্যায়েণ বৃহচ্ছরীরপ্রতিপত্তৌ চ কেচিজ্জীবাবয়বা উপগচ্ছন্তি, তনুশরীরপ্রতিপত্তৌ চ কেচিদপগচ্ছন্তীত্যুচ্যেত, তত্রাপ্যুচ্যতে—

নিদর্শনং ভবিতুমর্হতি। অনিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ। বিশরারবো হি প্রদীপাবয়বাঃ, প্রদীপশ্চাবয়বী প্রতিক্ষণমুৎপত্তিনিরোধধর্ম্মা। তস্মাদনিত্যত্বাত্তস্য নাস্থিরো জীবঃ, তদবয়বাশ্চাভ্যুপেতব্যাঃ। তথাচ বিকল্পদ্বয়োক্তং দূষণমিতি। যচ্চ জীবাবয়বানামানন্ত্যমুদিতং, তদনুপপন্নতরমিত্যাহ—"অপি চ শরীরমাত্র" ইতি ॥ ২। ২। ৩৪ ॥

শঙ্কাপূর্ব্বং সূত্রান্তরমবতারয়তি—"অথ পর্য্যায়েণ" ইতি। তত্রাপ্যুচ্যতে—কর্ম্মাষ্টকমুক্তং জ্ঞানাবরণীয়াদি। কিঞ্চাত্মনো নিত্যত্বাভ্যুপগমে আগচ্ছতামপগচ্ছতাঞ্চা বয়বানামিয়ত্তাঽনিরূপণেন চাত্মজ্ঞানাভাবান্নাপবর্গ ইতি ভাবঃ।

থাকিলে তাহা অল্পদেহে সঙ্কুচিত ও বৃহদ্দেহে বিস্ফারিত হয় কি-না এবং জীবের অনন্ত অবয়ব তাদৃশ দেশে (শরীরে) প্রতিঘাত প্রাপ্ত (কতক অংশ নষ্ট ও সঙ্কুচিত) হয় কি-না, তাহাও বলিতে হইবে। প্রতিঘাত প্রাপ্ত হয় বলিলে আপত্তি হইবে, হয় না বলিলেও অল্পস্থানে অনন্ত অবয়ব সম্মিত হইতে (ধরিতে) পারিবে না। অপ্রতিঘাত পক্ষে একাবয়বদেশতা উপপন্ন হওয়ায় ও সর্ব্বাবয়বের স্থৌল্য না হওয়ায় জীবের অণুত্বই সিদ্ধ হয়, মধ্যম-পরিমাণতা মত রক্ষিত হয় না।* [অপিচ...প্যুচ্যতে] জীবাংশ শরীর-পরিমিত অথচ অনন্ত—অসীম, এ মত অনুমানেরও অবিষয়। জৈন হয় ত বলিবেন, বৃহৎশরীরপ্রাপ্তিকালে জীবের অবয়ব বৃদ্ধি পায়, আবার অল্পশরীরপ্রাপ্তিকালে অবয়ব ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ॥২।২।৩৪॥

জৈনের এই কথার প্রত্যুত্তরার্থ সূত্র এই—

বৃহদ্দেহপ্রাপ্তিকালে অবয়বের উপচয় এবং ক্ষুদ্রদেহপ্রাপ্তিকালে অবয়বের অপচয় হয় বলিলেও জৈন 'জীব দেহ-পরিমিত' এই মত বিনা বিরোধে স্থাপন করিতে পারিবেন না। কারণ এই যে, ঐ মত বিকারাদি-দোষে দূষিত।

---

* আগমাপায়ৌ পর্য্যায়ঃ। বিকারিত্বাদিদোষপ্রসঙ্গাৎ পর্য্যায়াদপি অবয়বাগমাপায়স্বীকারাদপি ন অবিরোধঃ অবিরোধেন জীবস্য দেহপরিমাণত্বং সাধয়িতুং ন শক্যত ইতি সূত্রার্থঃ।—

অবয়বের বৃদ্ধিহ্রাস মানিলেও বিকারিত্বাদি দোষে জীবের দেহ-পরিমাণতা সিদ্ধ হইবে না। প্রত্যুত বিরোধ হইবেক।

ন চ পর্য্যায়েণাপ্যবয়বোপগমাপগমাভ্যামেতদ্দেহপরিমাণত্বং জীবস্যাবিরোধেনোপপাদয়িতুং শক্যতে। কুতঃ? বিকারাদিদোষপ্রসঙ্গাৎ। অবয়বোপগমাপগমাভ্যাং হ্যনিশমাপূর্য্যমাণস্যাপক্ষীয়মাণস্য চ জীবস্য বিক্রিয়াবত্ত্বং তাবদপরিহার্য্যম্। বিক্রিয়াবত্ত্বে চ চর্ম্মাদিবদনিত্যত্বং প্রসজ্যেত। ততশ্চ বন্ধমোক্ষাভ্যুপগমো বাধ্যেত—কর্ম্মাষ্টকপরিবেষ্টিতস্য জীবস্যালাবুবৎ সংসারসাগরে নিমগ্নস্য বন্ধনোচ্ছেদাদূর্দ্ধগামিত্বং ভবতীতি। কিঞ্চান্যৎ, আগচ্ছতামপগচ্ছতাঞ্চাবয়বানামাগমাপায়িধর্ম্মবত্ত্বাদেবানাত্মত্বং শরীরাদিবৎ। ততশ্চাবস্থিতঃ কশ্চিদবয়ব আত্মেতি স্যাৎ, ন চ স নিরূপয়িতুং শক্যতে—অয়মসাবিতি।

কিঞ্চান্যদাগচ্ছন্তশ্চৈতে জীবাবয়বাঃ কুতঃ প্রাদুর্ভবন্তি, অপগচ্ছন্তশ্চ ক বা লীয়ন্ত ইতি বক্তব্যম্। ন হি ভূতেভ্যঃ প্রাদুর্ভবেয়ুর্ভূতেষু চ লীয়েরন্, অভৌতিকত্বাজ্জীবস্য। নাপি কশ্চিদন্যঃ সাধারণোঽসাধারণো বা জীবানামবয়বাধারো নিরূপ্যতে,

---

"অতএবমাদিদোষপ্রসঙ্গাৎ" ইতি। আদিগ্রহণসূচিতং দোষং ক্রমঃ। কিঞ্চৈতে জীবাবয়বাঃ প্রত্যেকং বা চেতয়েরন্, সমূহো বা? তেষাং প্রত্যেকং চৈতন্যে বহূনাং চেতনানামেকাভিপ্রায়ত্বনিয়মাভাবাৎ কদাচিদ্বিরুদ্ধদিক্‌ক্রিয়ত্বেন শরীরমুন্মথ্যেত।

নিরন্তর অবয়বের বৃদ্ধি-হ্রাস থাকায় বিকারিত্ব দোষ অপরিহার্য্য। সবিকার বলিলে জীবকে চর্ম্মাদির ন্যায় অনিত্য বলিতে হইবে। জীবকে অনিত্য বলিলে বন্ধ-মোক্ষ-ব্যবস্থা বিনষ্ট হইবে। কর্ম্মাষ্টকপরিবেষ্টিত জীব প্রস্তরবদ্ধ অলাবুর ন্যায় সংসার-সাগরে মগ্ন, তাহার সেই বন্ধন ছিন্ন হইলেই ঊর্দ্ধগামিত্ব স্বভাবপ্রাপ্তি—মোক্ষ, এ সিদ্ধান্ত বাধিত (নষ্ট) হইবেক। [কিঞ্চ...অসাবিতি] অংশবিশেষের আগমন নির্গমন থাকায় শরীর যেমন আত্মা নহে, প্রোক্ত মতে আত্মাও তেমনি অনাত্মা হইয়া পড়েন। অগত্যা, অবস্থিত অর্থাৎ নির্ব্বিকার কোন এক অবয়বকে আত্মা বলিতে হইবে, কিন্তু সে অবয়ব দুর্নিরূপ্য।

[কিঞ্চ...পরিমাণত্বাৎ] অপিচ, বৃহচ্ছরীরপ্রাপ্তিকালে কোথা হইতে জীবাংশ আগমন করে, এবং ক্ষুদ্রদেহপ্রাপ্তিকালেই বা তাহা কিসে লয় প্রাপ্ত হয়, ইহা বলিতে হইবে। জীব যখন অভৌতিক, ভূতোৎপন্ন নহে, তখন ভূত হইতে আইসে ও ভূতে গিয়া লয়প্রাপ্ত হয়, এ কথাও বলিতে পারিবে না। প্রমাণ না থাকায়, সাধারণ হউক, অসাধারণ হউক, অন্য কোন নির্দ্দিষ্ট আধারেরও নির্দ্দেশ (নিরূপণ) করিতে পারিবে না। অবয়ব আইসে, আসিয়া আত্মাকে প্রবৃদ্ধ করে,

প্রমাণাভাবাৎ। কিঞ্চান্যৎ, অনবধৃতস্বরূপশ্চৈবং সত্যাত্মা স্যাদাগচ্ছতামপগচ্ছতাঞ্চাবয়বানামনিয়তপরিমাণত্বাৎ। অত এবমাদিদোষপ্রসঙ্গাৎ ন পর্য্যায়েণাপ্যবয়বোপগমাপগমাবাত্মন আশ্রয়িতুং শক্যেতে।

অথবা পূর্ব্বেণ সূত্রেন শরীরপরিমাণস্যাত্মন উপচিতাপচিতশরীরান্তরপ্রতিপত্তাবকাৎস্ন্যপ্রসঞ্জনদ্বারেণানিত্যতায়াং চোদিতায়াং পুনঃ পর্য্যায়েণ পরিমাণানবস্থানেঽপি স্রোতঃসন্তাননিত্যতান্যায়েনাত্মনো নিত্যতা স্যাৎ, যথা রক্তপটাদীনাং বিজ্ঞানানবস্থানেঽপি তৎসন্তাননিত্যতা, তদ্বদ্বিসিচামপীত্যাশঙ্ক্যানেন সূত্রেণোত্তরমুচ্যতে। সন্তানস্য তাবদবস্তুত্বে নৈরাত্ম্যবাদপ্রসঙ্গঃ, বস্তুত্বেঽপ্যাত্মনো বিকারাদিদোষপ্রসঙ্গাদস্য পক্ষস্যানুপপত্তিরিতি ॥ ২। ২। ৩৫ ॥

সমূহচৈতন্যে তু হস্তিশরীরস্য পুত্তিকাশরীরত্বে দ্বিত্রাবয়বশেষো জীবো ন চেতয়েৎ, বিগলিতবহুসমূহিতয়া সমূহস্যাভাবাৎ পুত্তিকাশরীর ইতি।

"অথবা" ইতি। পূর্ব্বসূত্রপ্রসঞ্জিতায়াং জীবানিত্যতায়াং বৌদ্ধবৎ সন্তাননিত্যতামাশঙ্ক্যেদং সূত্রম্।—"ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ"। ন চ পর্য্যায়াৎ পরিমাণানবস্থানেঽপি সন্তানাভ্যুপগমেনাত্মনো নিত্যত্বাদবিরোধো বন্ধমোক্ষয়োঃ। কুতঃ। বিকারাদিভ্যঃ পরিণামাদিভ্যো দোষেভ্যঃ। সন্তানস্য বস্তুত্বে পরিণামঃ, ততশ্চর্ম্মবদনিত্যত্বাদিদোষপ্রসঙ্গঃ। অবস্তুত্বে চাদিগ্রহণসূচিতো নৈরাত্ম্যাপত্তিদোষপ্রসঙ্গ ইতি। বিসিচো বিবসনাঃ ॥ ২। ২। ৩৫ ॥

এবং অবয়ব ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়ায় আত্মা ক্ষীণ হয়, এরূপ হইলে আত্মার স্থিরতর রূপ ও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ থাকিল না। [অত...মুচ্যতে] এইরূপ এইরূপ দোষে অবয়বের আগমন ও নির্গমন মান্য করা যায় না।

অথবা পূর্ব্বসূত্রে দেহ-পরিমাণ আত্মার স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীর প্রাপ্তিতে অকাৎর্স্ন্য দোষপ্রাপ্তি এবং অকাৎর্স্ন্যদোষ প্রাপ্তিতে তাঁহার অনিত্যতা হয়। সেই অনিত্যতাদোষ পরিহারার্থ জৈন যদি বলেন, বৌদ্ধ মতের স্রোতঃসন্তানের * ন্যায় জৈন মতেও আত্মা নিত্য। তদুত্তরার্থ এতৎসূত্রের উত্থান জানিবে। সন্তান বস্তু, কি অবস্তু এইরূপ জিজ্ঞাসা হইবে, তাহাতে অবস্তু পক্ষে নৈরাত্ম্যবাদ ও বস্তুপক্ষে আত্মার বিকারিত্ব দোষ আসিবে। অতএব, উত্থাপিত জৈনপক্ষ সর্ব্বথা অসঙ্গত ॥ ২। ২ ৩৫ ॥

* স্রোতঃসন্তান—স্রোতঃ-প্রবাহ। সন্তান—অহংবুদ্ধির অবিচ্ছেদ। এক বিজ্ঞানের নাশ, তদবিচ্ছেদে অর্থাৎ তৎসংলগ্নভাবে অন্য বিজ্ঞানের উৎপত্তি, এতদ্রূপ বিজ্ঞানপ্রবাহ যেমন নিত্য, তেমনি, অবিচ্ছেদে দেহান্তরপ্রাপ্ত আত্মব্যক্তিও নিত্য, সূত্রে এই অংশেরই প্রত্যুত্তর প্রদত্ত অর্থাৎ খণ্ডন করা হইয়াছে।

অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ ॥২।২।৩৬॥

অপি চ, অন্ত্যস্য মোক্ষাবস্থাভাবিনো জীবপরিমাণস্য নিত্যত্বমিষ্যতে জৈনৈঃ, তদ্বৎ পূর্ব্বয়োরপ্যাদ্যমধ্যময়োর্জীবপরিমাণয়োর্নিত্যত্বপ্রসঙ্গাদ্ অবিশেষপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ—ইত্যুক্তে একশরীরপরিমাণতৈব স্যাৎ, নোপচিতাপচিতশরীরান্তরপ্রাপ্তিঃ। অথবা অন্ত্যস্য জীবপরিমাণস্যাবস্থিতত্বাৎ পূর্ব্বয়োরপ্যবস্থয়োরবস্থিতপরিমাণ এব জীবঃ স্যাৎ। ততশ্চাবিশেষেণ সর্ব্বদৈবাণুর্ম্মহান্ বা জীবোঽভ্যুপগন্তব্যো ন শরীরপরিমাণঃ। অতশ্চ সৌগতবদার্হতমপি মতমসঙ্গতমিত্যুপেক্ষিতব্যম্ ॥ ২ । ২ । ৩৬ ॥

এবং হি মোক্ষাবস্থাভাবি জীবপরিমাণং নিত্যং ভবেৎ, যত্ত্বভূত্বা ন ভবেৎ, অভূত্বা ভাবিনামনিত্যত্বাদ্ঘটাদীনাম্। কথঞ্চাভূত্বা ন ভবেৎ, যদি প্রাগপ্যাসীৎ। ন চ পরিমাণান্তরাবরোধেঽপূর্ব্বং ভবিতুমর্হতি। তস্মাদন্ত্যমেব পরিমাণং পূর্ব্বমপ্যাসীদিত্যভেদঃ। তথা চৈকশরীরপরিমাণতৈব স্যান্নোপচিতাপচিতশরীরপ্রাপ্তিঃ, শরীরপরিমাণত্বাভ্যুপগমব্যাঘাতাদিতি। অত্র চোভয়োঃ পরিমাণয়োর্নিত্যত্বপ্রসঙ্গাদিতি যোজনা। একশরীরপরিমাণতৈবেতি চ দীপ্যম্। দ্বিতীয়ে তু ব্যাখ্যানে উভয়োরবস্থয়োরিতি যোজনা। একশরীরপরিমাণতা ন দীপ্যা, কিন্ত্বেকপরিমাণতামাত্রমণুর্ম্মহান্ বেতি বিবেকঃ ॥ ২ । ২ । ৩৬ ॥

জৈনেরা মুক্তাবস্থার জীবপরিমাণকে নিত্য (তারতম্যরহিত; একরূপ) বলে। অন্ত্য-জীবপরিমাণ নিত্য হইলে তদ্দৃষ্টান্তে আদ্য-মধ্য-জীবপরিমাণও নিত্য হওয়া সম্ভব। তাহা হইলে পরিমাণত্রয় সমান হইল, কোনরূপ বিশেষ থাকিল না। অবিশেষ হওয়াতে একশরীরপরিমাণতাই লব্ধ হয় ও সঙ্গত হয়, বৃহৎ ক্ষুদ্র-শরীর-প্রাপ্তি ও তত্তৎপরিমাণ সঙ্গত হয় না। কিন্তু, আর্হতগণ বলেন, অন্ত্যাবস্থার অর্থাৎ মুক্তাবস্থার জীবপরিমাণই অবস্থিত (একরূপ), তদ্দৃষ্টান্তে আদ্য ও মধ্য, উভয় অবস্থার পরিমাণও অবস্থিত। ইহাতেও একরূপতা আসিল ; সুতরাং পরিমাণের ইতর-বিশেষ থাকিল না। ইহাতে জীব হয় অণু-পরিমাণ, না হয় বৃহৎপরিমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে। অতএব, বৌদ্ধমতের ন্যায় জৈন মতও অসঙ্গত ; অসঙ্গত বলিয়াই অগ্রাহ্য। ২ । ২ । ৩৬ ॥

* অন্ত্য শেষ। মোক্ষাবস্থেতি যাবৎ। মোক্ষকালিক-জীবপরিমাণস্য অবস্থিতের্নিত্যত্বদর্শনাৎ উভয়োরাদ্যমধ্যপরিমাণয়োরপি নিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ অবিশেষত্রয়াণাং পরিমাণানাং সাম্যং স্যাৎ, বিরুদ্ধপরিমাণানামেকদ্রব্যাযোগাদিতি সূত্রযোজনা।

জৈন অন্ত্য অর্থাৎ মোক্ষকালিক জীব-পরিমাণের নিত্যতা মানেন, তদনুসারে আদ্যমধ্য জীবপরিমাণও নিত্য হইতে পারে, তাহা হইলে বিশেষ অর্থাৎ জীব শরীরমাণবিশিষ্ট, এই নির্দ্দিষ্ট মত রক্ষিত হইবে না, অবশ্যই ভগ্ন হইবে।

পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ ॥ ২ । ২ । ৩৭ ॥ *

ইদানীং কেবলাধিষ্ঠাত্রীশ্বরকারণবাদঃ প্রতিষিধ্যতে। তৎ কথমবগম্যতে ? "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ॥" "অভিধ্যোপদেশাচ্চ॥" ইত্যত্র প্রকৃতিভাবেনাধিষ্ঠাতৃভাবেন চোভয়স্বভাবস্যেশ্বরস্য স্বয়মেবাচার্য্যেণ প্রতিষ্ঠাপিতত্বাৎ। যদি পুনরবিশেষেণেশ্বরকারণবাদমাত্রমিহ প্রতিষিধ্যেত, পূর্ব্বোত্তরবিরোধাদ্ব্যাহতাভিব্যাহারঃ সূত্রকার ইত্যেতদাপদ্যেত। তস্মাদ-

---

অবিশেষেণেশ্বরকারণবাদোঽনেন নিষিধ্যত ইতি ভ্রমনিবৃত্ত্যর্থমাহ—"কেবল" ইতি। সাংখ্যযোগব্যপাশ্রয়া হিরণ্যগর্ভপতঞ্জলিপ্রভৃতয়ঃ। প্রধানমুক্তম্। দৃকৃশক্তিঃ পুরুষঃ প্রত্যয়ানুপশ্যঃ। স চ নানাক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ প্রধানপুরুষাভ্যামন্যঃ। মাহেশ্বরাশ্চত্বারঃ—শৈবাঃ পাশুপতাঃ কারুণিকসিদ্ধান্তিনঃ কাপালিকাশ্চেতি। চত্বারোঽপ্যমী মহেশ্বরপ্রণীতসিদ্ধান্তানুযায়িতয়া মাহেশ্বরাঃ। কারণমীশ্বরঃ। কার্য্যং প্রাধানিকং মহদাদি। যোগোঽপ্যোঙ্কারাদিধ্যানধারণাদিঃ। বিধিস্ত্রিষবণস্নানাদির্গূঢ়চর্য্যাবসানা। দুঃখান্তো মোক্ষঃ। পশব আত্মানস্তেষাং পাশো বন্ধনং, তদ্বিমোক্ষো দুঃখান্তঃ। এষ তেষামভিসন্ধিঃ—চেতনস্য খল্বধিষ্ঠাতুঃ কুম্ভকারাদেঃ কুম্ভাদিকার্য্যে নিমিত্তকারণত্বমাত্রং, ন তূপাদানত্বমপি। তস্মাদিহাপীশ্বরোঽধিষ্ঠাতা জগৎকারণানাং

ঈশ্বর জগতের অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ কেবল মাত্র নিমিত্ত-কারণ, উপাদান-কারণ নহেন, এই মত (শৈব মত) এক্ষণে নিরাকৃত হইবে। এ সূত্রে যে, সামান্যতঃ ঈশ্বর-কারণবাদের নিষেধ হয় নাই, ঐরূপ বিশেষ বাদই যে নিরাকৃত হইয়াছে, তাহা আচার্য্যের (ব্যাসের) পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্র দেখিলে জানা যায়। ইতঃপূর্ব্বে আচার্য্য "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ" "অভিধ্যোপদেশাচ্চ" এই দুই সূত্রে ঈশ্বরের প্রকৃতিত্ব ও অধিষ্ঠাতৃত্ব স্থাপন করিয়াছেন। সামান্যতঃ ঈশ্বর-কারণবাদ নিষেধ্য হইলে অবশ্যই পূর্ব্বোক্তির সহিত আচার্য্যের এতদুক্তির বিরোধ হইত, এবং তন্নিবন্ধন আচার্য্যের বিরুদ্ধভাষিতা দোষ হইত। অতএব, সূত্রকার ব্যাস, ঈশ্বর কেবলমাত্র অধিষ্ঠাতা বা নিমিত্ত-কারণ, প্রকৃতি-কারণ নহেন, এই

---

* পত্যুঃ ঈশ্বরস্যাবৈদিকস্য প্রধানপুরুষয়োরধিষ্ঠাতৃত্বেন জগৎকারণত্বং নোপপদ্যত ইতি শেষঃ। কুতঃ? অসামঞ্জস্যাৎ। অসামঞ্জস্যং বিষমকারিত্বম্। বিষমকারিত্বঞ্চ হীনমধ্যমোত্তমভাবেন প্রাণিভেদবিধাতৃত্বম্।

ঈশ্বর স্বতন্ত্র, তিনি প্রকৃতি-পুরুষের অধিষ্ঠাতা হইয়া জগৎ সৃষ্টি করেন, সুতরাং তিনি জগতের অধিষ্ঠাতা ও নিমিত্তকারণ, এ মতও সঙ্গত নহে। কারণ, এ মত অসমঞ্জস—সঙ্গত নহে। ভাষ্য দেখুন।

প্রকৃতিরধিষ্ঠাতা কেবলং নিমিত্তকারণমীশ্বর ইত্যেষ পক্ষো বেদান্তবিহিত-ব্রহ্মৈকত্বপ্রতিপক্ষত্বাৎ যত্নেনাত্র প্রতিষিধ্যতে।

সা চেয়ং বেদবাহ্যেশ্বরকল্পনানেকপ্রকারা। কেচিৎ তাবৎ সাংখ্য-যোগব্যপাশ্রয়াঃ কল্পয়ন্তি—প্রধানপুরুষয়োরধিষ্ঠাতা কেবলং নিমিত্তকারণমীশ্বরঃ। ইতরেতরবিলক্ষণাঃ প্রধান-পুরুষেশ্বরা ইতি। মাহেশ্বরাস্তু মন্যন্তে—কার্য্য-কারণ-যোগ-বিধি-দুঃখান্তাঃ পঞ্চ পদার্থাঃ পশুপতিনেশ্বরেণ পশুপাশবিমোক্ষায়োপদিষ্টাঃ। পশুপতিরীশ্বরো নিমিত্তকারণমিতি বর্ণয়ন্তি। তথা বৈশেষিকাদয়োঽপি কেচিৎ কথঞ্চিৎ স্বপ্রক্রিয়ানুসারেণ নিমিত্তকারণমিতি। অত উত্তরমুচ্যতে—পত্যুরসামঞ্জস্যাদিতি।

নিমিত্তমেব, ন তূপাদানমপি, একস্যাধিষ্ঠাতৃত্বাধিষ্ঠেয়ত্ববিরোধাদিতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—পত্যুরসামঞ্জস্যাদিতি।

ইদমত্রাকূতম্। ঈশ্বরস্য নিমিত্তকারণত্বমাত্রমাগমাদ্বোচ্যেত, প্রমাণান্তরাদ্বা। প্রমাণান্তরমপ্যনুমানমর্থাপত্তির্ব্বা। ন তাবদাগমাৎ। তস্য নিমিত্তোপাদানকারণত্বপ্রতিপাদনপরত্বাদিত্যসকৃদাবেদিতম্। তস্মাদনেনাস্মিন্নর্থে প্রমাণান্তরমাস্থেয়ম্। তত্রানুমানং তাবন্ন সম্ভবতি। তদ্ধি দৃষ্টানুসারেণ প্রবর্ত্ততে, তদনুসারেণ চাসামঞ্জস্যম্।

পক্ষকে বা এই মতকে বেদান্ত-বোধ্য অদ্বয়ব্রহ্মভাবের প্রতিপক্ষ (শত্রু) জানিয়া সূত্রে তাহারই নিষেধ করিয়াছেন।

[সা…কারণমিতি] অবৈদিক ঈশ্বর-কল্পনা অনেক প্রকার। যথা—সেশ্বর সাংখ্য মতের আচার্য্যেরা কল্পনা করেন, ঈশ্বর প্রকৃতি-পুরুষের অধিষ্ঠাতা; জগতের নিমিত্ত-কারণ। প্রকৃতি, পুরুষ ও ঈশ্বর, এই তিন তত্ত্ব অত্যন্ত ভিন্ন এবং ইহাদের লক্ষণও পৃথক্। শৈবগণ বলেন—কার্য্য, কারণ, যোগ, বিধি, দুঃখান্ত, এই পাঁচ পদার্থ পশুপতিকর্ত্তৃক পশুগণের বন্ধনচ্ছেদার্থ উপদিষ্ট হইয়াছে। পশুপতি শিব এতজ্জগতের ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ন্তা ও নিমিত্ত-কারণ। * বৈশেষিক ও নৈয়ায়িকগণও আপন আপন মতের প্রণালীবিশেষ অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের নিমিত্ত-কারণতা বর্ণন করেন। [অত...মঞ্জসম্] ঈশ্বর একটী পৃথক্ তত্ত্ব ও

---

* সাংখ্য দ্বিবিধ। সেশ্বরসাংখ্য ও নিরীশ্বরসাংখ্য। পাতঞ্জল প্রভৃতি যোগ-শাস্ত্র সেশ্বর সাংখ্য নামে পরিচিত। কপিলের সাংখ্য নিরীশ্বর নামে অভিহিত। সেশ্বরসাংখ্য ঈশ্বরকে পৃথক্ তত্ত্ব ও জগতের নিমিত্ত-কারণরূপে বর্ণনা করেন। শৈব সম্প্রদায়ের চতুর্ব্বিধ অবান্তর প্রভেদ আছে। যথা—শৈব, পাশুপত, কারুণিক-সিদ্ধান্ত ও কাপালিক। ইহারা সকলেই মহেশ্বরপ্রোক্ত আগম-শাস্ত্রের অনুযায়ী। মহত্তত্বাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব কার্য্য অর্থাৎ জন্মবান্ এবং সে সকলের কারণ প্রধান (প্রকৃতি) ও ঈশ্বর। প্রধান প্রকৃতি-কারণ এবং ঈশ্বর নিমিত্ত-কারণ। যোগ-শব্দের মুখ্য অর্থ সমাধি। ত্রৈকালিক স্নানাদি অনুষ্ঠের কর্ম্ম সকল বিধি-শব্দের বোধ্য। দুঃখান্ত-শব্দের অর্থ মোক্ষ। পশুশব্দের অর্থ জীব। পাশ-শব্দের অর্থ বন্ধন (সংসার রজ্জুতে বাঁধা)।

পত্যুরীশ্বরস্য প্রধানপুরুষয়োরধিষ্ঠাতৃত্বেন জগৎকারণত্বং নোপপদ্যতে। কস্মাৎ? অসামঞ্জস্যাৎ। কিং পুনরসামঞ্জস্যম্। হীনমধ্যমোত্তমভাবেন হি প্রাণিভেদান্ বিদধত ঈশ্বরস্য রাগদ্বেষাদি-দোষপ্রসক্তেরস্মদাদিবদনীশ্বরত্বং প্রসজ্যেত। প্রাণিকর্ম্মাপেক্ষিতত্বাদদোষ ইতি চেৎ, ন, কর্ম্মেশ্বরয়োঃ প্রবর্ত্ত্যপ্রবর্ত্তয়িতৃত্বে ইতরেতরাশ্রয়দোষপ্রসঙ্গাৎ।

তদাহ—"হীনমধ্যম" ইতি। এতদুক্তং ভবতি।—আগমাদীশ্বরসিদ্ধৌ ন দৃষ্টমনুসর্ত্তব্যম্। ন হি স্বর্গাপূর্ব্বদেবতাদিষাগমাদবগম্যমানেষু কিঞ্চদস্তি দৃষ্টম্, ন হ্যাগমো দৃষ্টসাধর্ম্ম্যাৎ প্রবর্ত্ততে। তেন শ্রুতসিদ্ধ্যর্থমদৃষ্টানি দৃষ্টবিপরীতস্বভাবানি সুবহূন্যপি কল্প্যমানানি ন দোষগন্ধিতামাবহন্তি প্রমাণবত্ত্বাৎ। যস্তু তত্র কথঞ্চিদ্দৃষ্টানুসারঃ ক্রিয়তে, স সুহৃদ্ভাবমাত্রেণ। আগমানপেক্ষিতমনুমানন্তু দৃষ্টসাধর্ম্ম্যেণ প্রবর্ত্তমানং দৃষ্টবিপর্য্যয়ে তুষাদপি বিভেতিতরামিতি। প্রাণিকর্ম্মাপেক্ষত্বাদদোষ ইতি চেৎ। ন। কুতঃ? কর্ম্মেশ্বরয়োর্মিথঃ প্রবর্ত্ত্যপ্রবর্ত্তয়িতৃত্বে ইতরেতরাশ্রয়ত্বদোষপ্রসঙ্গাৎ। অয়মর্থঃ—যদীশ্বরঃ করুণাপরাধীনো বীতরাগস্ততঃ প্রাণিনঃ কপূয়ে কর্ম্মণি ন প্রবর্ত্তয়েৎ, তচ্চোৎপন্নমপি নাধিতিষ্ঠেৎ, তাবন্মাত্রেণ প্রাণিনাং দুঃখানুৎপাদাৎ। ন হীশ্বরাধীনা জনাঃ স্বাতন্ত্র্যেণ কপূয়ং কর্ম্ম কর্ত্তুমর্হন্তি। তদনধিষ্ঠিতং বা কপূয়ং কর্ম্ম ফলং প্রসোতুমুৎসহতে। তস্মাৎ স্বতন্ত্রোঽপীশ্বরঃ কর্ম্মভিঃ প্রবর্ত্ত্যত ইতি দৃষ্টবিপরীতং কল্পনীয়ম্। তথাচায়মপরো গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোট ইতরেতরাশ্রয়াহ্বয়ঃ প্রসজ্যেত, কর্ম্মণেশ্বরঃ প্রবর্ত্তনীয়; ঈশ্বরেণ চ কর্ম্মেতি।

জগতের নিমিত্তকারণমাত্র, ইহা পূর্ব্বপক্ষস্থানীয় বলিয়া আচার্য্য ইহার উত্তর দিতেছেন। সূত্রটীর অর্থ এইরূপ।—ঈশ্বর প্রকৃতি-পুরুষের অধিষ্ঠাতৃরূপে (অধিষ্ঠাতৃত্ব=নিয়ন্তৃত্ব বা প্রেরকত্ব) জগৎকারণ, ইহা উপপন্ন হয় না। অনুপপন্নতার বা অযুক্ততার হেতু অসামঞ্জস্য অর্থাৎ সামঞ্জস্য না হওয়া। কি অসামঞ্জস্য? তাহা বলিতেছি। [হীন...পত্তেঃ] তিনি স্বতন্ত্রস্বভাব হইয়া হীন, মধ্যম ও উত্তম প্রাণী সৃষ্টি করায় তাঁহার বিষমকারিত্ব প্রকাশ পাইতেছে। যে বিষমকারী —সে রাগ-দ্বেষাদিদোষে দূষিত, ইহা অব্যভিচরিত নির্ণয়। অতএব, অসমান সৃষ্টি করায় তাঁহারও রাগদ্বেষাদি আছে, ইহা অনুমিত হইতে পারে। তাঁহারও যদি অস্মদাদির ন্যায় রাগদ্বেষাদি থাকে, তাহা হইলে তিনিও অস্মদাদির ন্যায় অনীশ্বর। যদি বল, তিনি কর্ম্মানুসারে হীন মধ্যম ও উত্তম প্রাণী সৃষ্টি করেন, যে যেমন কর্ম্ম করিবে, সে সেইরূপ জন্মলাভ করিবে, তাহাতে তাঁহার দোষ হইবে কেন? এ বিষয়ে আমরা বলি, তাঁহার তাদৃশ ঈশ্বরত্ব অসিদ্ধ। জীবের কর্ম্মানুসারে ঈশ্বরের প্রবৃত্তি এবং (প্রাণিগণের) কর্ম্ম সকল ঈশ্বরেচ্ছানুযায়ী, এ নির্ণয় পরস্পরাশ্রয়দোষদুষ্ট।

অনাদিত্বাদিতি চেৎ, ন, বর্ত্তমানকালবদতীতেষ্বপি কালেষ্বিতরেতরাশ্রয়দোষাবিশেষাদন্ধপরম্পরান্যায়াপত্তেঃ। অপি চ, প্রবর্ত্তনালক্ষণা দোষা ইতি ন্যায়বিৎসময়ঃ। ন হি কশ্চিদদোষপ্রযুক্তঃ স্বার্থে পরার্থে বা প্রবর্ত্তমানো দৃশ্যতে। স্বার্থপ্রযুক্ত এব চ সর্ব্বো জনঃ পরার্থেঽপি প্রবর্ত্তত ইত্যেবমপ্যসামঞ্জস্যং,

শঙ্কতে—"অনাদিত্বাদিতি চেৎ" পূর্ব্বকর্ম্মণেশ্বরঃ সম্প্রতিতনে কর্ম্মণি প্রবর্ত্ত্যতে, তেনেশ্বরেণ সম্প্রতিতনং কর্ম্ম স্বকার্য্যে প্রবর্ত্ত্যত ইতি। নিরাকরোতি—"ন, বর্ত্তমানকালবৎ" ইতি। অথ পূর্ব্বং কর্ম্ম কথমীশ্বরাপ্রবর্ত্তিতমীশ্বরপ্রবর্ত্তনলক্ষণং কার্য্যং করোতি। তত্রাপি প্রবর্ত্তিতমীশ্বরেণ পূর্ব্বতনকর্ম্মপ্রবর্ত্তিতেনেত্যেবমন্ধপরম্পরাদোষঃ। চক্ষুষ্মতা হ্যন্ধো নীয়তে, নান্ধান্তরেণ। তদেহাপি দ্বাবপি প্রবর্ত্ত্যাবিতি কঃ কং প্রবর্ত্তয়েদিত্যর্থঃ। অপি চ, নৈয়ায়িকানামীশ্বরস্য নির্দ্দোষত্বং স্বসময়বিরুদ্ধমিত্যাহ—"অপি চ"ইতি। অস্মাকন্তু নায়ং সময় ইতি ভাবঃ। নন্থ কারুণ্যাদপি প্রবর্ত্তমানো জনো দৃশ্যতে। ন চ কারুণ্যং দোষ ইত্যত আহ—"স্বার্থপ্রযুক্ত এব চ"ইতি। কারুণ্যে হি সত্যস্য দুঃখং ভবতি, তেন তৎপ্রহাণায় প্রবর্ত্তত ইতি কারুণিকা অপি স্বার্থপ্রযুক্তা এব প্রবর্ত্তন্ত-

ঈশ্বর আপন ইচ্ছায় উত্তমাধম সৃষ্টি করেন না, প্রাণিগণের কর্ম্ম (ধর্ম্মাধর্ম্ম) তাঁহাকে ঐরূপ করায়, এ সিদ্ধান্ত হইতেই পারে না। কেন-না, কর্ম্ম সকল জড়, তৎকারণে তাহারা অপ্রেরক। বিশেষতঃ কর্ম্মের প্রবর্ত্তক ঈশ্বর, ঈশ্বরের প্রবর্ত্তক কর্ম্ম, এরূপ হইলে কে কাহার প্রথম প্রবর্ত্তক, তাহা স্থির হইবে না, জানা-ও যাইবে না, সুতরাং পরম্পরাশ্রয় (তর্ক) উভয়কেই লুপ্ত করিবে। যদি বল, কর্ম্মেশ্বরের প্রবর্ত্ত্যপ্রবর্ত্তকভাব অনাদিসিদ্ধ, তাহার আদি নাই, প্রথম নাই, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্ম অনুসারেই তিনি পর পর উত্তমাধম সৃষ্টি করেন, (যে, যে কর্ম্ম করে, তাহাকে তদনুরূপ ফল দিবার জন্য, হয় উত্তম, না হয় মধ্যম, অথবা হীন করিয়া সৃষ্টি করেন), এইরূপ প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে, এ পক্ষেও পূর্ব্বোক্ত পরম্পরাশ্রয় এবং অন্ধপরম্পরা নামক দোষ আগমন করে। * [অপিচ ...সামঞ্জস্যম্‌] অপিচ, ন্যায়বিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, প্রবর্ত্তকতা দোষেরই অনুমাপক। দোষের প্রেরণা ব্যতীত কোনও ব্যক্তি স্বার্থে বা পরার্থে প্রবৃত্ত হয় না। (দোষ=রাগ দ্বেষাদি) লোক যে, পরার্থে প্রবৃত্ত হয়, তাহাও স্বার্থের জন্যই। কারুণিক পরের দুঃখ সহ্য করিতে পারেন না, সেই অসহ্যতা নিবারণার্থ পরদুঃখমোচনে প্রবৃত্ত হন। অতএব, ঈশ্বর যখন প্রেরক বা প্রযোজক, তখন অবশ্যই তিনি রাগাদিদোষবিশিষ্ট। যেহেতু তিনি স্বার্থ-রাগাদিমান্‌, সেই হেতু তিনি অস্মদাদির সহিত সমান অনীশ্বর, এইরূপ পাওয়া যায়। কাযেই বলিতে হয়, স্বীকার করিতে হয়, নিমিত্তকারণবাদী পরমত সমঞ্জস নহে। যোগমতাবলম্বীরা

* এক অন্ধ অন্য অন্ধকে লইয়া যায়, চালায়, একথা যেমন অসঙ্গত, জীবের অদৃষ্ট ঈশ্বরকে প্রেরণ করে, একথাও তদ্রূপ অসঙ্গত।

স্বার্থবত্ত্বাদীশ্বরস্যানীশ্বরত্বপ্রসঙ্গাৎ। পুরুষবিশেষত্বাভ্যুপগমাচ্চেশ্বরস্য পুরুষস্য চৌদাসীন্যাভ্যুপগমাদসামঞ্জস্যম্ ॥২।২।৩৭॥

সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ ॥ ২ । ২ । ৩৮ ॥ *

পুনরপ্যসামঞ্জস্যমেব। ন হি প্রধানপুরুষব্যতিরিক্ত ঈশ্বরোঽন্তরেণ সম্বন্ধং প্রধানপুরুষয়োরীশিতা। ন তাবৎ সংযোগলক্ষণঃ সম্বন্ধঃ সম্ভবতি, প্রধানপুরুষেশ্বরাণাং সর্ব্বগতত্বান্নিরবয়বত্বাচ্চ। নাপি সমবায়লক্ষণঃ, আশ্রয়াশ্রয়িভাবানিরূপণাৎ।

ইতি। নন্বু স্বার্থপ্রযুক্ত এব প্রবর্ত্ততাম্, এবমপি কো দোষ ইত্যত আহ—"স্বার্থবত্ত্বাদীশ্বরস্য" ইতি। অর্থিত্বাদিত্যর্থঃ। পুরুষস্য চৌদাসীন্যাভ্যুপগমান্ন বাস্তবী প্রবৃত্তিরিতি। অপরমপি দৃষ্টানুসারেণ দূষণমাহ ॥ ২ । ২ । ৩৭ ॥

দৃষ্টো হি সাবয়বানামসর্ব্বগতানাঞ্চ সংযোগঃ। অপ্রাপ্তিপূর্ব্বিকা হি প্রাপ্তিঃ সংযোগো ন সর্ব্বগতানাং সম্ভবতি, অপ্রাপ্তেরভাবান্নিরবয়বত্বাচ্চ। অব্যাপ্যবৃত্তিতা হি সংযোগস্য স্বভাবঃ, ন চ নিরবয়বেষ্বব্যাপ্যবৃত্তিতা সংযোগস্য সম্ভবতীত্যুক্তম্। তস্মাদব্যাপ্যবৃত্তিতায়াঃ সংযোগস্য ব্যাপিকায়া নিবৃত্তেস্তদ্ব্যাপ্যস্য সংযোগস্য বিনিবৃত্তিরিতি ভাবঃ। নাপি সমবায়লক্ষণঃ। স হ্যযুতসিদ্ধানামাধারাধেয়ভূতানামিহ প্রত্যয়হেতুঃ সম্বন্ধ ইত্যভ্যুপেয়তে। ন চ প্রধান-পুরুষেশ্বরাণাং মিথোঽন্ত্যা-

যে, ঈশ্বরকে উদাসীন ও পুরুষবিশেষ বলেন, তন্মতেও ঐরূপ অসাঞ্জস্য জানিবে। উদাসীন অথচ প্রবর্ত্তক, এ কথা ব্যাহত (বিরুদ্ধ বা প্রলাপ) ॥ ২ । ২ । ৩৭ ॥

সেশ্বর সাংখ্যাদির মতে অন্য অসাঞ্জস্যও আছে। তন্মতে ঈশ্বর, প্রধান ও পুরুষ (জীবাত্মা) হইতে স্বতন্ত্র ও অতিরিক্ত। তাদৃশ ঈশ্বর বিনা সম্বন্ধে প্রধানকে ও পুরুষকে নিয়মানুগামী করিতে পারেন না। অতএব, হয় সংযোগ, না হয় সমবায়, অথবা অন্য কোন সম্বন্ধ স্বীকার করা উচিত ; পরন্তু তাহা অসম্ভব। প্রধান, পুরুষ ও ঈশ্বর, এই তিনই তন্মতে সর্ব্বব্যাপী ও নিরবয়ব ; সুতরাং সংযোগসম্বন্ধ অসম্ভব। (পরস্পর অপ্রাপ্ত দুই বা ততোঽধিক পদার্থের প্রাপ্তি বা আংশিক মেলনের নাম সংযোগ, সুতরাং নিত্যপ্রাপ্ত বা নিত্যমিলিত প্রধানাদির সংযোগ অসম্ভব)। যখন ঐ তিন পদার্থ কেহ কাহারও আশ্রিত বা অনুগত নহে, (গন্ধ যেমন পুষ্পের আশ্রিত, সেরূপ আশ্রিত নহে), তখন সমবায় সম্বন্ধও বক্তব্য নহে। আশ্রয়াশ্রয়িস্থলে সমবায় সম্বন্ধের কল্পনা হইয়া থাকে। কার্য্যানুমেয় অন্য কোন সম্বন্ধও দেখাইতে

* স্বতন্ত্রেশ্বরবাদিনেশ্বরেণ সহ প্রধানাদেঃ সম্বন্ধো বাচ্যঃ, স নোপপদ্যত এব। ঈশ্বরেণাসম্বদ্ধস্য প্রধানাদেঃ প্রের্য্যত্বাযোগাৎ। ততোঽপি তন্মতমসমঞ্জস মিতি।

ঈশ্বরের সহিত প্রধানাদির সম্বন্ধ থাকা স্বীকার না করিলে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব (নিয়ন্তৃত্ব) সিদ্ধ হইবে না ; কিন্তু তাহাতে সংযোগ, সমবায় অথবা অন্য কোনও রূপ সম্বন্ধ উপপন্ন হইবে না অর্থাৎ যুক্তিতে পাওয়া যাইবে না।

নাপ্যন্যঃ কশ্চিৎ কার্য্যগম্যঃ সম্বন্ধঃ শক্যতে কল্পয়িতুং, কার্য্য-কারণভাবস্যৈবাদ্যাপ্যসিদ্ধত্বাৎ।

ব্রহ্মবাদিনঃ কথমিতি চেৎ, ন, তস্য তাদাত্ম্যলক্ষণসম্বন্ধোপপত্তেঃ। অপি চ, আগমবলেন ব্রহ্মবাদী কারণাদিস্বরূপং নিরূপয়তি, নাবশ্যং তস্য যথাদৃষ্টমেব সর্ব্বমভ্যুপগন্তব্যম্। পরস্য তু দৃষ্টান্তবলেন কারণাদিস্বরূপং নিরূপয়তো যথাদৃষ্টমেব সর্ব্বমভ্যুপগন্তব্যমিত্যয়মস্ত্যতিশয়ঃ। পরস্যাপি সর্ব্বজ্ঞপ্রণীতাগমসম্ভবাৎ সমানমাগমবলমিতি চেৎ, ন, ইতরেতরাশ্রয়প্রসঙ্গাৎ—আগমপ্রত্যয়াৎ সর্ব্বজ্ঞত্বসিদ্ধিঃ সর্ব্বজ্ঞত্বপ্রত্যয়াচ্চাগমসিদ্ধিরিতি। তস্মাদনুপপন্না সাংখ্যযোগবাদিনামীশ্বরকল্পনা। এবমন্যাস্বপি

ধারাধেয়ভাব ইত্যর্থঃ। নাপি যোগ্যতালক্ষণঃ কার্য্যগম্যসম্বন্ধ ইত্যাহ—"নাপ্যন্যঃ" ইতি। ন হি প্রধানস্য মহদহঙ্কারাদিকারণত্বমদ্যাপি সিদ্ধমিতি।

শঙ্কতে—"ব্রহ্মবাদিনঃ" ইতি। নিরাকরোতি—"ন" কুতঃ, তস্য মতেঽনির্ব্বচনীয়তাদাত্ম্যলক্ষণসম্বন্ধোপপত্তেঃ। "অপি চ" ইতি। আগমো হি প্রবৃত্তিং প্রতি ন দৃষ্টান্তমপেক্ষতে, ইত্যদৃষ্টপূর্ব্বে তদ্বিরুদ্ধে চ প্রবর্ত্তিতুং সমর্থঃ। অনুমানন্তু দৃষ্টানুসারি নৈবম্বিধে প্রবর্ত্তিতুমর্হতীতি। শঙ্কতে—"পরস্যাপি" ইতি। পরি-

---

পারিবে না। কারণ এই যে, এখনও কার্য্য-কারণভাবই নির্ণীত হয় নাই। জগৎ যে, ঈশ্বরপ্রেরিত প্রধানের (প্রকৃতির) কার্য্য, তাহা এখনও অনিশ্চিত আছে।

[ব্রহ্ম...শয়ঃ] বাদী বলিবেন, ব্রহ্মবাদীরও সংযোগাদি সম্বন্ধের অনুপপত্তি আছে। এতদুত্তরে ব্রহ্মবাদী বলেন, আমাদের মতে অনুপপত্তি নাই। আমাদের মতে সংযোগাদিসম্বন্ধ না থাকিলেও মায়িক অনির্ব্বাচ্য তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ আছে এবং তাহা অক্ষুণ্ণরূপে উপপন্ন হয়। (তাদাত্ম্য = অভেদ)। আরও দেখ, ব্রহ্মবাদী শাস্ত্রানুসারে কারণাদির স্বরূপ অবধারণ করেন, সুতরাং যেমন যেমন দেখা যায়, সমস্তই যে তেমনি তেমনি মানিতে হইবেক, তাহা তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে। (দেখায় অনেক ভুল থাকে, শাস্ত্র-বিচারনিষ্পন্ন জ্ঞানে ভুল থাকিবার সম্ভাবনা নাই), কিন্তু বাদী লোকদৃষ্ট পদার্থানুসারে কারণাদির স্বরূপ নিশ্চয় করেন, তজ্জন্য তাঁহাকে সমস্তই যথাদৃষ্ট গ্রহণ করিতে হয়। অর্থাৎ বেদবাদীরা লোকদৃষ্ট মৃত্তিকা-কুম্ভকার-সম্বন্ধের অনুসরণ করেন না, তাহা আনুমানিকেরাই করেন ; সুতরাং বেদবাদী অনুমানবাদী হইতে বিশিষ্ট। [পরস্যাপি...কল্পনা] যদি বল, অনুমানবাদীদেরও সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষিপ্রণীত শাস্ত্র আছে, সুতরাং উভয় পক্ষেই শাস্ত্রবল সমান, এ বিষয়ে আমরা বলি, তাহা নহে। কেন-না, সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বজ্ঞপ্রণীত শাস্ত্রের প্রামাণ্য, এই দুইটী অন্যোন্যাশ্রয় দোষগ্রস্ত। অর্থাৎ যদি তৎপ্রণীত শাস্ত্র প্রমাণ হয়, তবেই তৎপ্রণেতা ঋষি

বেদবাহ্যাস্বীশ্বরকল্পনাসু যথাসম্ভবমসামঞ্জস্যং যোজয়িতব্যম্ ॥ ২ । ২ । ৩৮ ॥

অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ ॥ ২ । ২ । ৩৯ ॥ *

ইতশ্চানুপপত্তিস্তার্কিকপরিকল্পিতস্যেশ্বরস্য। স হি পরিকল্প্যমানঃ কুম্ভকার ইব মৃদাদীনি প্রধানাদ্যধিষ্ঠায় প্রবর্ত্তয়েৎ। ন চৈবমুপপদ্যতে। নহ্যপ্রত্যক্ষং রূপাদিহীনঞ্চ প্রধানমীশ্বরস্যাধিষ্ঠেয়ং সম্ভবতি, মৃদাদিবৈলক্ষণ্যাৎ ॥ ২ । ২ । ৩৯ ॥

করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ ॥ ২ । ২ । ৪০ ॥ †

স্যাদেতৎ। যথা করণগ্রামং চক্ষুরাদিকমপ্রত্যক্ষং রূপাদি-

হরতি—"ন"ইতি। অস্মাকং ত্বীশ্বরাগময়োরনাদিত্বাদীশ্বরযোনিত্বেঽপ্যাগমস্য ন বিরোধ ইতি ভাবঃ ॥ ২ । ২ । ৩৮ ॥

যথাদর্শনমনুমানং প্রবর্ত্ততে, নালৌকিকার্থবিষয়মিতীহাপি ন প্রসর্ত্তব্যম্। সুগমমন্যৎ ॥ ২ । ২ । ৩৯ ॥

"রূপাদিহীনং" ইতি। অনুদ্ভূতরূপমিত্যর্থঃ। রূপাদিহীনকরণাধিষ্ঠানং হি

সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে, আবার ঋষির যদি সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধ হয়, তবেই তৎপ্রণীত শাস্ত্রের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। এই জন্যই বলি, প্রণেতার সর্ব্বজ্ঞতা ও প্রণীত শাস্ত্রের প্রামাণ্য বুঝিবার পক্ষে বিলক্ষণ ব্যাঘাত আছে। অতএব, প্রদর্শিত কারণে সাংখ্যযোগবাদীর ঈশ্বরকল্পনা অনুপপন্ন বা অযুক্ত। [এব... যোজয়িতব্যম্] এইরূপে অন্যান্য অবৈদিক ও স্বকপোলকল্পিত ঈশ্বরকল্পনাতেও অসামঞ্জস্য আছে, সে সকল যথাসম্ভব যোজনা করিবে ॥ ২ । ২ । ৩৮ ॥

তার্কিকদিগের ঈশ্বরতত্ত্ব-কল্পনা অন্য হেতুতেও অযুক্ত। সেই অন্য হেতু এই—কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকাদির অধিষ্ঠাতা হইয়া ঘট রচনা করে, ঈশ্বরও তার্কিকগণের কল্পনায় সেইরূপ অধিষ্ঠাতা। পরন্তু তাঁহার তাদৃশ অধিষ্ঠাতৃত্ব উপপন্ন হয় না। তৎপ্রতি হেতু এই যে, অপ্রত্যক্ষ ও রূপাদি-বিহীন প্রধান অধিষ্ঠেয় হইবার অযোগ্য। প্রধান মৃত্তিকাদি-বিলক্ষণ ॥ ২ । ২ । ৩৯ ॥

পুরুষ অর্থাৎ আত্মা যেমন প্রত্যক্ষের অগোচ ও রূপাদিবিহীন হইয়াও

---

* ঈশ্বরস্য অধিষ্ঠানানুপপত্তেঃ প্রধানাদিপ্রেরণানুপপত্তেঃ অসামঞ্জস্যমিতি যোজ্যম্।

ঈশ্বর প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া সৃষ্টি করেন, অর্থাৎ সৃষ্টিকরণার্থ প্রকৃতিকে প্রেরণ করেন, এ কথাও অযোগ্য এবং তাহাও অসামঞ্জস্যের অন্যতম কারণ।

† করণেম্বিন্দ্রিয়েম্বিব পুরুষঃ পরমেশ্বরঃ প্রকৃতাবধিতিষ্ঠতীতি চেৎ, ন, কুতঃ? ভোগাদিভ্যঃ। তত্র ভোগস্য দৃষ্টত্বাৎ। পুরুষে (জীবে) করণকৃতা ভোগাদয়ো দৃশ্যন্তে, ঈশ্বরে তু প্রধানকৃতাস্তে ন দৃশ্যন্ত ইতি করণবদিত্যদৃষ্টান্ত এবেত্যর্থঃ।

পুরুষ (আত্মা) যেমন ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা, সেইরূপ, ঈশ্বরও প্রধানের অধিষ্ঠাতা, এরূপ বলাও ন্যায্য নহে। কেন-না, ইন্দ্রিয়ের সহিত জীবের ও ঈশ্বরের সহিত প্রকৃতির প্রভেদ আছে। প্রভেদ থাকায় ইন্দ্রিয় ও জীব প্রকৃতির ও ঈশ্বরের দৃষ্টান্ত নহে। (ভাষ্য দেখ)।

হীনঞ্চ পুরুষোঽধিতিষ্ঠতি, এবং প্রধানমীশ্বরোঽধিষ্ঠাস্ততীতি, তথাপি নোপপদ্যতে। ভোগাদিদর্শনাদ্ধি করণগ্রামস্যাধিষ্ঠিতত্বং গম্যতে, ন চাত্র ভোগাদয়ো দৃশ্যন্তে। করণগ্রামসাম্যে চাভ্যুপগম্যমানে সংসারিণামিবেশ্বরস্যাপি ভোগাদয়ঃ প্রসজ্যেরন্।

অন্যথা বা সূত্রদ্বয়ং ব্যাখ্যায়তে। "অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ।" ইতশ্চানুপপত্তিস্তার্কিকপরিকল্পিতস্যেশ্বরস্য। সাধিষ্ঠানো হি লোকে সশরীরো রাজা রাষ্ট্রস্যেশ্বরো দৃশ্যতে, ন নিরধিষ্ঠানঃ। অতশ্চ তদ্দৃষ্টান্তবশেনাদৃষ্টমীশ্বরং কল্পয়িতুমিচ্ছত ঈশ্বরস্যাপি কিঞ্চিচ্ছরীরং করণায়তনং বর্ণয়িতব্যং স্যাৎ। ন চ তদ্বর্ণয়িতুং শক্যতে। সৃষ্ট্যুত্তরকালভাবিত্বাচ্ছরীরস্য প্রাক্ সৃষ্টেস্তদনুপপত্তেঃ, নিরধিষ্ঠানত্বে চেশ্বরস্য প্রবর্ত্তকত্বানুপপত্তিঃ, এবং

পুরুষস্য স্বভোগাদাবেব দৃষ্টং নান্যত্র। ন হি বাহুং কুঠারাদ্যপরিদৃষ্টং ব্যাপারয়ন্ কশ্চিদুপলভ্যতে। তস্মাদ্রূপাদিহীনং কারণং ব্যাপারয়ত ঈশ্বরস্য ভোগাদিপ্রসক্তিঃ, তথা চানীশ্বরত্বমিতি ভাবঃ।

কল্পান্তরমাহ—"অন্যথা" ইতি। পূর্ব্বমধিষ্ঠিতিরধিষ্ঠানমিদানীন্তু অধিষ্ঠানং

করণগ্রামের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের অধিষ্ঠাতা, তেমনি, ঈশ্বরও প্রত্যক্ষের অগোচর রূপাদিবর্জ্জিত প্রধানে অধিষ্ঠাতা, এরূপ বলিলেও দোষ হইবে। ইন্দ্রিয়গণ যে, আত্মাধিষ্ঠিত, তাহা ভোগ অর্থাৎ সুখদুঃখাদি অনুভব দ্বারা জানা যায়। পরন্তু ঈশ্বরের ভোগ জানা যায় না। যাহা যাহার অধিষ্ঠেয়, তাহা তাহার ভোগের উপকরণ, এই নিয়ম স্বীকার করিলে এবং প্রধানকে ঈশ্বরের অধিষ্ঠেয় বলিলে, অবশ্যই সংসারী আত্মার ন্যায় ঈশ্বরাত্মাতেও সুখদুঃখাদির ভোগ থাকা মানিতে হইবেক।

[অন্যথা...দৃষ্টত্বাৎ] এই ৩৯।৪০ সূত্রের অন্যবিধ ব্যাখ্যাও করিতে পার। ৩৯ সূত্রের ব্যাখ্যা যথা—তার্কিকগণের কল্পিত ঈশ্বর অন্য কারণেও অযুক্ত। সে কারণ এই—লোকদৃষ্ট রাজাদি লৌকিক ঈশ্বরকে তোমরা আশ্রয় (স্থান) যুক্ত ও সশরীর দেখিয়াছ। তোমরা দৃষ্টান্তের আশ্রয় লইয়া ঈশ্বর-কল্পনা করিতে ইচ্ছুক, সুতরাং যদ্রূপ দেখিয়াছ, তোমাদিগকেও তাঁহার তদ্রূপ কোনরূপ শরীর, ইন্দ্রিয় ও স্থান থাকা স্বীকার করিতে হইবে। (রাজাদি লৌকিক ঈশ্বর দেখিয়াছ, সুতরাং অলৌকিক বা অদৃশ্য ঈশ্বরকেও তদনুরূপ রূপী করিয়া অনুমান করিতে পার, অন্য কিছু পার না)। কিন্তু কোন প্রকারেই তাঁহার শরীরাদি থাকা প্রমাণ করিতে পারিবে না। কারণ এই যে, সৃষ্টি না হইলে শরীর হয় না, হওয়াও সম্ভব হয় না। শরীর সৃষ্টির পরভাবী, সৃষ্টির পূর্ব্বে তাহা অসম্ভব।

লোকে দৃষ্টত্বাৎ। "করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ।" অথ লোক-দর্শনানুসারেণেশ্বরস্যাপি কিঞ্চিৎ করণানামায়তনং শরীরং কামেন কল্প্যেত, এবমপি নোপপদ্যতে। সশরীরত্বে হি সতি সংসারিবদ্ভোগাদিপ্রসঙ্গাদীশ্বরস্যাপ্যনীশ্বরত্বং প্রসজ্যেত ॥২।২।৪০॥

অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা ॥ ২ । ২ । ৪১ ॥ *

ইতশ্চানুপপত্তিস্তার্কিকপরিকল্পিতস্যেশ্বরস্য। স হি সর্ব্বজ্ঞস্তৈরভ্যুপগম্যতে, অনন্তশ্চ। অনন্তঞ্চ প্রধানমনন্তাশ্চ পুরুষা মিথো ভিন্না অভ্যুপগম্যন্তে। তত্র সর্ব্বজ্ঞেনেশ্বরেণ প্রধানস্য পুরুষাণামাত্মনশ্চেয়ত্তা পরিচ্ছিদ্যেত বা? নবা পরিচ্ছিদ্যেত? উভয়থাপি দোষোঽনুষক্ত এব। কথম্? পূর্ব্বস্মিংস্তাবদ্বিকল্পে ইয়ত্তা-পরিচ্ছিন্নত্বাৎ প্রধান-পুরুষেশ্বরাণামন্তবত্ত্বমবশ্যম্ভাবি,

---

ভোগায়তনং শরীরমুক্তম্। তথা ভোগাদিপ্রসঙ্গেনানীশ্বরত্বং পূর্ব্বমাপাদিতম্। সম্প্রতি তু শরীরিত্বেন ভোগাদিপ্রসঙ্গাদনীশ্বরত্বমুক্তমিতি বিশেষঃ॥ ২ । ২ । ৪০ ॥

অপি চ, সর্ব্বত্রানুমানং প্রমাণয়তঃ প্রধানপুরুষেশ্বরাণামপি সংখ্যাভেদবত্ত্বমন্তবত্ত্বঞ্চ দ্রব্যত্বাৎ সংখ্যান্তত্বে সতি প্রমেয়ত্বাচ্চানুমাতব্যম্। ততশ্চান্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা

অপিচ, ঈশ্বরকে যদি অধিষ্ঠানশূন্য বল, তাহা হইলে তাহাঁকে নিয়ন্তা বা প্রবর্ত্তক বলিতে পারিবে না, কেন না, সশরীর চেতনের প্রবর্ত্তকতা দেখিয়াছ, অশরীরের প্রবর্ত্তকতা দেখ নাই। (যাহা দেখ নাই, দেখাইতে পার না, তাহা অকল্পনীয়)। [করণ...প্রসজ্যেত] ৪০ সূত্রের ব্যাখ্যান্তর এই—দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলে ঈশ্বরেরও কোনরূপ ইন্দ্রিয়ায়তন (দেহ) থাকা কল্পনা করিতে হইবে; কিন্তু তাহা উপপন্ন বা সিদ্ধ হইবে না। সিদ্ধ হইলেও শরীরিত্ব বিধায় অস্মদাদির ন্যায় তাঁহার ঈশ্বরত্বই অপগত হইবে ॥ ২ । ২ । ৪০ ॥

অন্য হেতুতেও তার্কিক-কল্পিত ঈশ্বর উপপত্তিরহিত। তার্কিকেরা ঈশ্বরকে সর্ব্বজ্ঞ ও অনন্ত বলেন। তাঁহাদের মতে প্রধান ও পুরুষ এ উভয়ও অনন্ত; অথচ পরস্পর ভিন্ন। এ স্থলে আমাদের জিজ্ঞাস্য, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রধানের, পুরুষের ও আপনার ইয়ত্তা (সংখ্যা ও পরিমাণ) পরিচ্ছেদবিশিষ্টতা (নির্দ্দিষ্ট বা নিশ্চিত) হয় কি-না। না, হ্যাঁ, উভয় পক্ষেই দোষ আছে। [কথং...স্যাৎ] কি দোষ? বলিতেছি। প্রথম কল্পে অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন পক্ষে পরিচ্ছিন্নতা (অন্ততা)

---

* তার্কিকাভিমতেশ্বরকারণবাদে প্রধানপুরুষেশ্বরাণামন্তবত্ত্বং নাশবত্ত্বমীশ্বরস্যাসার্ব্বজ্ঞ্যঞ্চ প্রসজ্যেত ইতি তদ্বাদোঽযুক্ত এব।

তার্কিকেরা যে ভাবে ঈশ্বরকে উপস্থাপিত করেন, সে ভাবে ঈশ্বরের অসর্ব্বজ্ঞতা ও প্রধানাদির বিনাশিত্ব স্বীকার্য্য হইয়া পড়ে; পরন্তু তাহা সত্য নহে।

এবং লোকে দৃষ্টত্বাৎ। যদ্ধি লোকে ইয়ত্তাপরিচ্ছিন্নং বস্তু ঘটাদি, তদন্তবদ্ দৃষ্টম্, তথা প্রধান-পুরুষেশ্বরত্রয়মপীয়ত্তা-পরিচ্ছিন্নত্বাদন্তবৎ স্যাৎ। সঙ্খ্যা পরিমাণং তাবৎ প্রধান-পুরুষেশ্বরত্রয়রূপেণ পরিচ্ছিন্নং, স্বরূপপরিমাণমপি তদ্গতমীশ্বরেণ পরিচ্ছিদ্যেতেতি, পুরুষগতা চ মহাসঙ্খ্যা। ততশ্চ ইয়ত্তা-পরিচ্ছিন্নানাং মধ্যে যে সংসারান্মুচ্যন্তে, তেষাং সংসারোঽন্তবান্, সংসারিত্বঞ্চ তেষামন্তবৎ, এবমিতরেষ্বপি ক্রমেণ মুচ্যমানেষু সংসারস্য সংসারিণাং চান্তবত্ত্বং স্যাৎ। প্রধানঞ্চ সবিকারং পুরুষার্থমীশ্বরস্যাধিষ্ঠেয়ং সংসারবত্ত্বেনাভিমতং, তচ্ছূন্যতায়ামীশ্বরঃ কিমধিতিষ্ঠেৎ, কিংবিষয়ে বা সর্ব্বজ্ঞতেশ্বরতে

বা। অস্মাকং ত্বাগমগম্যেঽর্থে তদ্বাধিতবিষয়তয়া নানুমানং প্রভবতীতি ভাবঃ। স্বরূপপরিমাণমপি বস্তু যাদৃশমণু মহৎ পরমমহদ্দীর্ঘং হ্রস্বঞ্চেতি।

নিবন্ধন প্রধান, পুরুষও ঈশ্বর, সকলেরই অন্তবত্তা অর্থাৎ অনিত্যতা অবশ্যম্ভাবী। কেন-না, লোকমধ্যে ঐরূপই দেখা যায়। যে কোন বস্তু ইয়ত্তাপরিচ্ছিন্ন (যে কিছু ঘটাদি বস্তু, এত ও এত বড়, এতদ্রূপ নির্দ্দেশে নির্দ্দিষ্ট হয়), সমস্তই অন্তবৎ অর্থাৎ নশ্বর। এতদ্দৃষ্টান্তে প্রধানাদিও ইয়ত্তা-পবিচ্ছিন্ন বলিয়া অন্তবান্ হইতে পারে। [সংখ্যা...স্যাৎ] যে সকল বস্তু পরস্পর ভিন্ন, সে সমস্তই নিশ্চিত-পরিমাণ। যেমন ঘটাদি। এতন্নিয়মানুসারে প্রধান, পুরুষ, ঈশ্বর, ইহাঁরাও নিশ্চিত-পরিমাণ অর্থাৎ অপরিমিত নহেন। প্রোক্ত নিদর্শনদ্বারা সিদ্ধ হয়, প্রধান পুরুষও ঈশ্বর; এই বিভিন্ন তিন রূপের স্বীকার থাকায় তাঁহাদের সংখ্যারূপটী পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণবিশিষ্ট। উহাদের স্বরূপ ঈশ্বরের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ পরিমিত, (অপরিমিত নহে)। যদিও তন্মতে জীব অনন্ত, সুতরাং সংখ্যার নিশ্চয়তা নাই, সে বিষয়ে আমরা বলি, জীবসংখ্যা অস্মদাদির অনিশ্চিত থাকিলেও ঈশ্বরের নিকট নিশ্চিতই আছে। না থাকিলে তিনি অসর্ব্বজ্ঞ, ইহাই স্থির হইবে। পরিচ্ছেদ পক্ষে ফল এই যে, সংসারমুক্ত জীবের সংসার ও সংসারিত্ব, উভয়ই অন্তবান্ এবং জীব ক্রমান্বয়ে মুক্ত হইতে থাকিলেও একসময়ে সংসারের ও সংসারি-সংখ্যার বিনাশ ঘটিতে পারে। (ইহার ফল জগতে জীবশূন্যতা)। [প্রধানঞ্চ...প্রসঙ্গঃ] এতাবতা এই বলা হইল যে, নিত্য কিছুই নাই, কল্পিত প্রধানাদি সমস্তই অনিত্য, এবং সংসারোৎপত্তির উপকরণ-স্বরূপ পুরুষ-ভোগ্য সবিকার (মহদাদি পদার্থের সহিত) প্রধান যদি ঈশ্বরের অধিষ্ঠেয়ই হয়, তাহা হইলে ঈশ্বর প্রধানাদির অভাবে (যখন তাহাদের অন্ত হইবে, তখন) কিসে অধিষ্ঠিত থাকিবেন? কাহাকে সংসারে বা কার্য্যে প্রবৃত্ত করিবেন? তাঁহার ঈশ্বরত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব কোন্ বিষয়ে পর্য্যবসিত হইবে? কাহাকে লইয়া থাকিবে?

স্যাতাম্। প্রধানপুরুষেশ্বরাণাং চৈবমন্তবত্বে সত্যাদিমত্ত্বপ্রসঙ্গঃ, আদ্যন্তবত্বে চ শূন্যবাদপ্রসঙ্গঃ।

অথ মা ভূদেষ দোষ ইত্যুত্তরো বিকল্পোঽভ্যুপগম্যেত, ন প্রধানস্য পুরুষাণামাত্মনশ্চেয়ত্তেশ্বরেণ পরিচ্ছিদ্যেত ইতি। তত ঈশ্বরস্য সর্ব্বজ্ঞতাভ্যুপগমহানিরপরো দোষঃ প্রসজ্যেত। তস্মা-দপ্যসঙ্গতস্তার্কিকপরিগৃহীত ঈশ্বরকারণবাদঃ ॥ ২। ২। ৪১ ॥

উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ॥ ২। ২। ৪২ ॥ *

যেষামপ্রকৃতিরধিষ্ঠাতা কেবলং নিমিত্তকারণমীশ্বরোঽভিমতঃ, তেষাং পক্ষঃ প্রত্যাখ্যাতঃ। যেষাং পুনঃ প্রকৃতিশ্চাধিষ্ঠাতা

"অথ মা ভূদেষ দোষঃ" ইত্যুত্তরো বিকল্পঃ। যস্যাস্ত্যেঽস্তি তস্যাস্তবত্তাগ্রহণম-সর্ব্বজ্ঞতামাপাদয়েৎ। যস্য স্বস্ত এব নাস্তি, তস্য তদগ্রহণং নাসর্ব্বজ্ঞতামাবহতি। ন হি শশ-বিষাণাস্বজ্ঞানাদজ্ঞো ভবতীতি ভাবঃ। পরিহরতি—"ততঃ" ইতি আগমানপেক্ষস্যানুমানমেষামন্তবত্ত্বমবগময়তীত্যুক্তম্। ২। ২। ৪১ ॥

অন্যত্র বেদাবিসম্বাদাদ্যত্রাংশে বিসম্বাদঃ, স নিরস্যতে। তমংশমাহ—

ঈশ্বর থাকিবেন, তাহাও বলিতে পার না। ঈশ্বর যখন ভিন্ন পদার্থ, তখন অবশ্যই তিনি ঘটাদি পদার্থের ন্যায় অন্তবান্ অর্থাৎ নশ্বর। যদি প্রধান, পুরুষ, ঈশ্বর, এই তিনই অন্তবান্ বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ তিনের আদিও (উৎপত্তি ও) আছে। ঐ তিনের আদি অন্ত মানিতে গেলেই শূন্যবাদ স্বীকার করা হইবে।

[অথ...বাদঃ] যদি বল, এতদ্দোষ পরিহারার্থ শেষোক্ত বিকল্প অর্থাৎ প্রধানাদি ইয়ত্তাপরিচ্ছিন্ন নহে, এই কল্প স্বীকার করিব, তাহাতে আমরা বলিব ও বলিয়াছি, প্রধানাদির ইয়ত্তা ঈশ্বরপরিচ্ছেদ্য না হইলে (অর্থাৎ ঈশ্বর প্রধানা-দির পরিমাণ ও সংখ্যা না জানিলে) ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব বিলোপ প্রাপ্ত হইবেক। এই কারণে, তার্কিক-কল্পিত ঈশ্বর-কারণবাদ অসঙ্গত, সুতরাং অগ্রাহ্য। ২। ২। ৪১ ॥

যে মতে ঈশ্বর প্রকৃতিকারণ নহেন, কেবলমাত্র অধিষ্ঠাতা, সুতরাং নিমিত্ত-কারণমাত্র, সে মত নিরাকৃত হইয়াছে। (সে মতের অসাধুতা দেখান হইয়াছে)। যাঁহাদের মতে ঈশ্বরই প্রকৃতি এবং ঈশ্বরই অধিষ্ঠাতা, সম্প্রতি (এতৎ সূত্রে)

* জীবস্যোৎপত্ত্যসম্ভবাৎ চতুর্ব্যূহবাদস্যাপ্যসামঞ্জস্যমিতি সূত্রাক্ষরার্থঃ। চতুর্ব্যূহবাদিনো ভাগবতাঃ।

ভাগবত-মতাবলম্বীরা বলেন, বাসুদেবনামক পরমাত্মা হইতে সঙ্কর্ষণ-সংজ্ঞক জীবের উৎপত্তি হয়, কিন্তু তাহা অসম্ভব। যেহেতু অসম্ভব, সেই হেতু, ভাগবত মতও অযুক্ত অর্থাৎ যুক্তিশূন্য। (ভাষ্য ব্যাখ্যা দেখ)।

চোভয়াত্মকং কারণমীশ্বরোঽভিমতঃ, তেষাং পক্ষঃ প্রত্যাখ্যায়তে। নন্বু শ্রুতিসমাশ্রয়ণেনাপ্যেবংরূপ এবেশ্বরঃ প্রাগ্-নির্দ্ধারিতঃ প্রকৃতিশ্চাধিষ্ঠাতা চেতি। শ্রুত্যনুসারিণী চ স্মৃতিঃ প্রমাণমিতি স্থিতিঃ, তৎ কস্য হেতোরেষ পক্ষঃ প্রত্যাচিখ্যাসিত ইতি। উচ্যতে,—যদ্যপ্যেবঞ্জাতীয়কোঽংশঃ সমানত্বান্ন বিসম্বাদগোচরো ভবতি, অস্তি ত্বংশান্তরং বিসম্বাদস্থানমিত্যতস্তৎপ্রত্যাখ্যানায়ারম্ভঃ।

তত্র ভাগবতা মন্যন্তে—ভগবানেবৈকো বাসুদেবো নিরঞ্জনো-জ্ঞানস্বরূপঃ পরমার্থতত্ত্বম্। স চতুর্ধাত্মানং প্রবিভজ্য প্রতিষ্ঠিতঃ—বাসুদেবব্যূহরূপেণ সঙ্কর্ষণব্যূহরূপেণ প্রদ্যুম্নব্যূহরূপেণানিরুদ্ধ-ব্যূহরূপেণ চ। বাসুদেবো নাম পরমাত্মোচ্যতে, সঙ্কর্ষণো নাম জীবঃ, প্রদ্যুম্নো নাম মনঃ, অনিরুদ্ধো নামাহঙ্কারঃ। তেষাং বাসুদেবঃ পরা প্রকৃতিঃ, ইতরে সঙ্কর্ষণাদয়ঃ কার্য্যম্। তমিত্থম্ভূতং ভগবন্তমভিগমনোপাদানেজ্যাস্বাধ্যায়যোগৈর্ব্বর্ষশতমিষ্ট্বা ক্ষীণ-ক্লেশো ভগবন্তমেব প্রতিপদ্যত ইতি। তত্র যত্তাবদুচ্যতে

তাঁহাদের মত প্রত্যাখ্যাত হইবে। [নন্বু...ইতি] বলিতে পার যে, পূর্ব্বে শ্রুত্যনুসারে ঐরূপ ঈশ্বরতত্ত্বই অবধৃত হইয়াছে। স্মৃতিও (স্মৃতি—ভাগবত ও পঞ্চরাত্র শাস্ত্রও) শ্রুতির অনুগামিনী, তবে কি নিমিত্ত পুনঃ ঐরূপ (প্রকৃতি ও নিমিত্ত পর) ঈশ্বরবাদ নিরস্ত করিবার ইচ্ছা হইল? [উচ্যতে...রম্ভঃ] বলিতেছি। যদিও ঐ অংশ (ঈশ্বর জগতের প্রকৃতিও বটেন, নিমিত্তও বটেন, এই অংশ) পক্ষভুক্ত বা সমানতা বিধায় বিবাদস্থান নহে; তথাপি অন্য অংশে বিবাদ আছে, অর্থাৎ অন্য অংশ শ্রুতিবিরুদ্ধ; সেই নিমিত্ত তাদৃশ পরমত প্রত্যাখ্যাত হইতেছে।

[তত্র...ইতি] ভগবদ্ভক্তেরা মনে করে, ভগবান্ বাসুদেব এক, তিনি নিরঞ্জন, জ্ঞানবপুঃ, এবং তিনিই পরমার্থতত্ত্ব। তিনি আপনাকে চারিপ্রকারে বিভক্ত করিয়া বিরাজিত আছেন। বাসুদেব-ব্যূহ, সঙ্কর্ষণ-ব্যূহ, প্রদ্যুম্ন-ব্যূহ, অনিরুদ্ধ-ব্যূহ, এই চারিপ্রকার ব্যূহ তাঁহারই স্বরূপ। বাসুদেবের অপর নাম পরমাত্মা, সঙ্কর্ষণের অপর নাম জীব, প্রদ্যুম্নের নামান্তর মন, এবং অনিরুদ্ধের নামান্তর অহঙ্কার। এই চারি প্রকার ব্যূহের মধ্যে বাসুদেব-ব্যূহই পরা প্রকৃতি অর্থাৎ মূলকারণ। সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি তাঁহা হইতে সমুৎপন্ন, সুতরাং তাঁহারা সেই পরা প্রকৃতির কার্য্য। জীব দীর্ঘকাল অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায় ও যোগ-সাধনে * রত থাকিলে নিষ্পাপ হয়, হইয়া পরাপ্রকৃতি ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হয়। [তত্র...প্রসিদ্ধত্বাৎ] ভাগবতগণ যে বলেন, "নারায়ণ প্রকৃতির পর, এবং পরমাত্মা

* অভিগমন—তদগতভাবে কায়মনোবাক্যে ভগবদ্‌গৃহগমনাদি। উপাদান—পূজাদ্রব্যাদি আহরণ বা আয়োজন। ইজ্যা—পূজা। স্বাধ্যায়—অষ্টাক্ষরাদি মন্ত্রের জপ। যোগ—ধ্যান।

যোঽসৌ নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাৎ প্রসিদ্ধঃ পরমাত্মা সর্ব্বাত্মা, স আত্মনাত্মানমনেকধা ব্যূহ্যাবস্থিত ইতি, তন্ন নিরাক্রিয়তে। "স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ পরমাত্মনোঽনেকধা ভাবস্যাধিগতত্বাৎ। যদপি তস্য ভগবতোঽভিগমনাদিলক্ষণমারাধনমজস্রমনন্যচিত্ততয়াভিপ্রেয়তে, তদপি ন প্রতিষিধ্যতে, শ্রুতিস্মৃত্যোরীশ্বরপ্রণিধানস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ।

যৎ পুনরিদমুচ্যতে—বাসুদেবাৎ সঙ্কর্ষণ উৎপদ্যতে, সঙ্কর্ষণাচ্চ প্রদ্যুম্নঃ, প্রদ্যুম্নাচ্চানিরুদ্ধ ইতি, অত্র ব্রূমঃ। ন বাসুদেবসংজ্ঞকাৎ পরমাত্মনঃ সঙ্কর্ষণসংজ্ঞস্য জীবস্যোৎপত্তিঃ সম্ভবতি, অনিত্যত্বাদিদোষপ্রসঙ্গাৎ। উৎপত্তিমত্ত্বে হি জীবস্যানিত্যত্বাদয়ো দোষাঃ প্রসজ্যেরন্, ততশ্চ নৈবাস্য ভগবৎপ্রাপ্তির্মোক্ষঃ স্যাৎ, কারণাপ্রাপ্তৌ কার্য্যস্য প্রবিলয়প্রসঙ্গাৎ। প্রতিষেধিষ্যতে

"যৎপুনরিদমুচ্যতে"। "বাসুদেবাৎ সঙ্কর্ষণো জীবঃ" ইতি জীবস্য কারণবত্ত্বে সত্যনিত্যত্বমনিত্যত্বে পরলোকিনোঽভাবাৎ পরলোকাভাবঃ। ততশ্চ স্বর্গনরকাপ-

---

নামে প্রসিদ্ধ ও সর্ব্বাত্মা, তাহা শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে এবং তিনি যে, আপনা আপনি অনেক প্রকারে বা ব্যূহ (সমূহ) ভাবে অবস্থিত বা বিরাজিত, তাহাও অবিরুদ্ধ, বিরুদ্ধ কথা নহে।" অতএব, ভাগবত মতের ঐ অংশ এতৎ সূত্রের নিরাকরণীয় নহে। কেন-না, "পরমাত্মা এক প্রকার হন, বহু প্রকারও হন" ইত্যাদি শ্রুতিতে পরমাত্মার বহুভাবে অবস্থান কথিত হইয়াছে। নিরন্তর অনন্যচিত্ত হইয়া অভিগমনাদিরূপ আরাধনায় তৎপর হইতে হইবে, এ অংশও নিষেধ্য নহে। তৎপ্রতি হেতু এই যে, শ্রুতি স্মৃতি উভয়ত্রই ঈশ্বর-প্রণিধানের বিধান আছে, সুতরাং ঐ অংশও অবিরুদ্ধ, শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে। [যৎ পুনঃ...প্রসঙ্গাৎ] তাঁহারা যে, আরও বলেন, বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণের, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নের, প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের জন্ম হয়, উৎপত্তি হয়, এই অংশের নিষেধার্থ এতৎ সূত্র অভিহিত হইল। সূত্রের অর্থ এই যে, অনিত্যত্বাদিদোষ প্রসক্ত হয় বলিয়া বাসুদেবসংজ্ঞক পরমাত্মা হইতে সংকর্ষণসংজ্ঞক জীবের উৎপত্তি অসম্ভব। [উৎপত্তিমত্ত্বে...কল্পনা] [জীব যদি উৎপত্তিমান্ই হয়, তাহা হইলে তাহাতে অনিত্যত্বাদি দোষ থাকিবেক। জীব অনিত্য অর্থাৎ নশ্বরস্বভাব হইলে তাহার ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ হইতেই পারে না। কারণের বিনাশে কার্য্যের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আচার্য্য ব্যাস জীবের উৎপত্তি "নাত্মাশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ" (অং ২, পাং ৩) এতৎ সূত্রে নিষেধ করি-

চাচার্য্যো জীবস্যোৎপত্তিং "নাত্মাশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ" [অ০ ২।পা০ ৩সূ০ ১৭] ইতি। তস্মাদসঙ্গতৈষাং কল্পনা ॥২।২।৪২॥

ন চ কর্ত্তুঃ করণম্ ২।২।৪৩॥ *

ইতশ্চাসঙ্গতৈষাং কল্পনা, যস্মাৎ নহি লোকে কর্ত্তুর্দ্দেবদত্তাদেঃ করণং পরশ্বাদ্যুৎপদ্যমানং দৃশ্যতে। বর্ণয়ন্তি চ ভাগবতাঃ কর্ত্তুর্জীবাৎ সঙ্কর্ষণসংজ্ঞকাৎ করণং মনঃ প্রদ্যুম্নসংজ্ঞকমুৎপদ্যতে, কর্ত্তৃজাচ্চ তস্মাদনিরুদ্ধসংজ্ঞকোঽহঙ্কার উৎপদ্যত' ইতি। ন চৈতদ্ দৃষ্টান্তমন্তরেণাধ্যবসাতুং শক্নুমঃ। ন চৈবম্ভূতাং শ্রুতিমুপলভামহে ॥ ২।২।৪৩॥

বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ ॥২।২।৪৪॥ *

অথাপি স্যাৎ, ন চৈতে সঙ্কর্ষণাদয়ো জীবাদিভাবেনাভিপ্রে-

বর্গ্যাভাবাপত্তের্নাস্তিক্যমিত্যর্থঃ। অনুপপন্না চ জীবস্যোৎপত্তিরিত্যাহ—"প্রতিষেধিষ্যতে চ" ইতি ॥ ২।২।৪২॥

যদ্যপ্যনেকশিল্পপর্য্যবদাতঃ পরশুং কৃত্বা তেন পলাশং ছিনত্তি, যদ্যপি চ প্রযত্নেনেন্দ্রিয়ার্থাত্মমনঃসন্নিকর্ষলক্ষণং জ্ঞানকরণমুপাদায়াত্মার্থং বিজানাতি, তথাপি সঙ্কর্ষণোঽকরণঃ কথং প্রদ্যুম্নাখ্যং মনঃ করণং কুর্য্যাৎ। অকরণস্য বা করণনির্ম্মাণসামর্থ্যে কৃতং করণনির্ম্মাণেন, অকরণাদেব নিখিলকার্য্যসিদ্ধেরিতি ভাবঃ ॥২।২।৪৩॥

বাসুদেবা এবৈতে সংকর্ষণাদয়ো "নির্দ্দোষাঃ" অবিদ্যাদিদোষরহিতাঃ। "নির-

---

বেন। অর্থাৎ উৎপত্তিনিষেধপূর্ব্বক নিত্যতা প্রদর্শন করিবেন। অতএব, ভাগবতদিগের ঐ কল্পনা নিতান্ত অসঙ্গত ॥ ২।২॥ ৪২॥

ঐ কল্পনা যে অসঙ্গত, তৎপ্রতি অন্য হেতুও আছে। সে হেতু এই :—লোকমধ্যে দেবদত্তাদি কর্ত্তা হইতে দাত্রাদি করণের (ক্রিয়ানিষ্পাদক পদার্থের) উৎপত্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। অথচ ভাগবতেরা বর্ণনা করেন, সঙ্কর্ষণনামক জীব প্রদ্যুম্ন-নামক করণ (মন) জন্মান্। আবার সেই কর্ত্তৃজন্মা প্রদ্যুম্ন (মন) হইতে অনিরুদ্ধের (অহঙ্কারের) উৎপত্তি হয়। ভাগবতদিগের এ কথাও আমরা বিনা দৃষ্টান্তে গ্রহণ করিতে ও মানিতে পারি না। ঐ তত্ত্বের অববোধক শ্রুতিবাক্যও নাই ॥ ২।২।৪৩॥

ভাগবতদিগের এমন অভিপ্রায়ও হইতে পারে যে, প্রোক্ত সঙ্কর্ষণাদি জীব-

---

* যস্মাৎ কর্ত্তুঃ করণোৎপত্তির্ন দৃশ্যতে, তস্মাদসঙ্গতৈষাং কল্পনেতি সূত্রার্থঃ।

যেহেতু কর্ত্তা হইতে করণের উৎপত্তি দেখা যায় না, সেই হেতু ভাগবতদিগের কল্পনা অসঙ্গত। প্রকৃতস্থলে কর্ত্তা জীব, করণ মন।

* আদিশব্দেনৈশ্বর্য্যাদয়ো গৃহ্যন্তে। যদ্যপি সঙ্কর্ষণাদীনাং সর্ব্বেষাং জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলবীর্য্যতেজোবত্ত্বং শ্রীক্রিয়তে, তথাপি তদপ্রতিষেধঃ উৎপত্ত্যসম্ভবপ্রতিষেধাভাবঃ। বিস্তরস্তু ভাষ্যে।

যদি বলেন, বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, ইহারা সকলেই ঈশ্বরধর্ম্মযুক্ত, সকলেই নির্দ্দোষ

য়ন্তে, কিং তর্হি, ঈশ্বরা এবৈতে সর্ব্বে জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলবীর্য্য-তেজোভিরৈশ্বর্য্যধর্ম্মৈরন্বিতা অভ্যুপগম্যন্তে, বাসুদেবা এবৈতে সর্ব্বে নির্দ্দোষা নিরধিষ্ঠানা নিরবদ্যাশ্চেতি, তস্মান্নায়ং যথা-বর্ণিত উৎপত্ত্যসম্ভবো দোষঃ প্রাপ্নোতীতি। অত্রোচ্যতে,—

এবমপি তদপ্রতিষেধ উৎপত্ত্যসম্ভবস্যাপ্রতিষেধঃ প্রাপ্নোত্যেব। অয়মুৎপত্ত্যসম্ভবো দোষঃ প্রকারান্তরেণেত্যভিপ্রায়ঃ। কথম্। যদি তাবদয়মভিপ্রায়ঃ—পরস্পরভিন্না এবৈতে বাসুদেবাদয়-শ্চত্বার ঈশ্বরাস্তুল্যধর্ম্মাণঃ, নৈষামেকাত্মকত্বমস্তীতি, ততো-ঽনেকেশ্বরকল্পনানর্থক্যং, একেনৈবেশ্বরেণেশ্বরকার্য্যসিদ্ধেঃ। সিদ্ধান্তহানিশ্চ,—ভগবানেকো বাসুদেবঃ পরমার্থতত্ত্বমিত্যভ্যুপ-গমাৎ। অথায়মভিপ্রায়ঃ—একস্যৈব ভগবত এতে চত্বারো

ধিষ্ঠানাঃ" নিরুপাদানাঃ, অতএব "নিরবদ্যাঃ" অনিত্যত্বাদিদোষরহিতাঃ। তস্মাদুৎ-পত্ত্যসম্ভবোঽনুগুণত্বান্ন দোষ ইত্যর্থঃ।

অত্রোচ্যতে—"এবমপি" ইতি। মা ভূদভ্যুপগমে ন দোষঃ, প্রকারান্তরেণ ত্বয়মেব দোষঃ। প্রশ্নপূর্ব্বং প্রকারান্তরমাহ—"কথং, যদি তাবৎ" ইতি। ন তাব দেতে পরস্পরং ভিন্না ঈশ্বরাঃ পরস্পরব্যাহতেচ্ছা ভবিতুমর্হন্তি। ব্যাহতকামত্বে

ভাবান্বিত নহে। উঁহারা সকলেই ঈশ্বর, সকলেই জ্ঞানশক্তি ও ঐশ্বর্য্যশক্তি যুক্ত, বল, বীর্য্য ও তেজঃসম্পন্ন, সকলেই বাসুদেব, সকলেই নির্দ্দোষ, নিরধিষ্ঠিত নিরবদ্য (নির্দ্দোষ = রাগাদিরহিত। নিরধিষ্ঠিত = অপ্রাকৃতিক অর্থাৎ প্রকৃতি-জন্মা নহে। নিরবদ্য = নাশাদিরহিত); সুতরাং তাঁহাদের সম্বন্ধে উৎপত্ত্য-সম্ভব দোষ নাই।

এই অভিপ্রায়ের উপর বলা যাইতেছে যে, উক্ত প্রকার অভিপ্রায় থাকিলেও উৎপত্ত্যসম্ভব দোষ নিবারিত হয় না। অর্থাৎ অন্য প্রকারে ঐ দোষ আগমন করে। কিপ্রকারে? তাহা বলিতেছি। [যদি...গমাৎ] বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, ইহারা পরস্পর ভিন্ন, একাত্মক নহেন, অথচ সকলেই সমধর্ম্মী ও ঈশ্বর। এই অর্থ অভিপ্রেত হইলে অনেক ঈশ্বর স্বীকার করা হয়; পরন্তু অনেক ঈশ্বর স্বীকার ব্যর্থ। কেন-না, এক ঈশ্বর স্বীকার করিলেই ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে। অপিচ, ভগবান্ বাসুদেব এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় ও পরমার্থতত্ত্ব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা থাকায় সিদ্ধান্তহানিদোষও প্রসক্ত হয়। [অথায়...সম্ভবঃ] ঐ চতুর্ব্যূহ

নিরধিষ্ঠান অর্থাৎ প্রকৃতিজন্মা নহে, সুতরাং ইহাঁদের সম্বন্ধে উৎপত্ত্যসম্ভবদোষ দোষ বলিয়া গণ্য হয় না, এ বিষয়ে আমরা বলি, ঐরূপ বলিলেও উৎপত্ত্যসম্ভবদোষ নিবারিত হইবে না। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

ব্যূহাস্তুল্যধর্ম্মাণ ইতি, তথাপি তদবস্থ এবোৎপত্ত্যসম্ভবঃ। নহি বাসুদেবাৎ সঙ্কর্ষণস্যোৎপত্তিঃ সম্ভবতি, সঙ্কর্ষণাচ্চ প্রদ্যুম্নস্য, প্রদ্যুম্নাচ্চানিরুদ্ধস্য, অতিশয়াভাবাৎ। ভবিতব্যং হি কার্য্য-কারণয়োরতিশয়েন, যথা মৃদ্ঘটয়োঃ। ন হ্যসত্যতিশয়ে কার্য্যং কারণমিত্যবকল্পতে। ন চ পঞ্চরাত্রসিদ্ধান্তিভির্ব্বাসুদেবাদিষ্বে-কৈকস্মিন্ সর্ব্বেষু বা জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদি-তারতম্যকৃতঃ কশ্চিদ্ভেদো-ঽভ্যুপগম্যতে। বাসুদেবা এব হি সর্ব্বে ব্যূহা নির্ব্বিশেষা ইষ্যন্তে। ন চৈতে ভগবদ্‌ব্যূহাশ্চতুঃসংখ্যায়ামেবাবতিষ্ঠেরন্, ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তস্য সমস্তস্যৈব জগতো ভগবদ্‌ব্যূহত্বাব-গমাৎ ॥ ২। ২। ৪৪ ॥

বিপ্রতিষেধাচ্চ ॥ ২। ২। ৪৫ ॥ *

বিপ্রতিষেধশ্চাস্মিন্ শাস্ত্রে বহুবিধ উপলভ্যতে গুণগুণিত্ব-

চ কার্য্যানুৎপাদাৎ। অব্যাহতকামত্বে বা প্রত্যেকমীশ্বরত্বে একেনৈবেশনায়াঃ কৃতত্বাদানর্থক্যমিতরেষাম্, সম্ভূয় চেশনায়াং পরিশুদ্ধো ন কশ্চিদীশ্বরঃ স্যাৎ, সিদ্ধান্তহানিশ্চ। ভগবানেবৈকো বাসুদেবঃ পরমার্থতত্ত্বমিত্যভ্যুপগমাৎ। তস্মাৎ কল্পান্তরমাস্থেয়ম্। তত্র চোৎপত্ত্যসম্ভবো দোষ ইত্যাশয়বান্ কল্পান্তরমুপন্য-স্যোৎপত্ত্যসম্ভবেনাপাকরোতি—"অথায়মভিপ্রায়ঃ" ইতি। সুগমমন্যৎ ॥২।২।৪৪॥

* গুণিভ্যঃ খল্বাত্মভ্যো জ্ঞানাদীন্ গুণান্ ভেদেনোৎক্ত্বা পুনরভেদং ব্রূতে—

ভগবানেরই এবং তাঁহারা সকলেই সমধর্ম্মী, এরূপ হইলেও উৎপত্ত্যসম্ভব-দোষ তদবস্থই থাকে। [ন হি...গমাৎ] হেতু যে, অতিশয় (ছোট বড়—তরতমভাব) না থাকায় বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণের, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নের ও প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের উৎপত্তি হইতে পারে না। কার্য্য-কারণের মধ্যে অতিশয় থাকাই নিয়ম। যেমন মৃত্তিকা ও ঘট। অতিশয় না থাকিলে কোন্‌টী কার্য্য, কোন্‌টী কারণ, তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারিবে না। আরও দেখ, পঞ্চরাত্রসিদ্ধান্তীরা (পঞ্চরাত্র=বৈষ্ণবদিগের শাস্ত্র) বাসুদেবাদির জ্ঞানাদি-তারতম্যকৃত ভেদ মানেন না, প্রত্যুত ব্যূহচতুষ্টয়কে অবিশেষে বাসুদেব বলিয়াই মান্য করেন। ভগবানের ব্যূহ (ভিন্ন ভিন্ন সংস্থান) কি চতুঃসংখ্যাতেই পর্য্যাপ্ত? তাহা নহে। ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত (স্তম্ব=তৃণগুচ্ছ) সমুদায় জগৎই ভগবদ্‌ব্যূহ, ইহা শ্রুতি স্মৃতি উভয়ত্র প্রদর্শিত আছে ॥ ২। ২। ৪৪ ॥

ভাগবতদিগের পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রে গুণগুণিভাব প্রভৃতি অনেকপ্রকার বিরুদ্ধ

---

* বিপ্রতিষেধাচ্চ বিরুদ্ধোক্তিদর্শনাদপি জীবোৎপত্তিবাদ উপেক্ষ্য ইতি যোজনা।

ভাগবতদিগের স্বশাস্ত্রে পূর্ব্বাপরবিরুদ্ধ ও বেদবিরুদ্ধ বর্ণন থাকায় তাঁহাদিগের যে সকল কল্পনা, সে সকল শ্রেয়ঃকামীর অগ্রাহ্য।

কল্পনাদিলক্ষণঃ। জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলবীর্য্যতেজাংসি গুণাঃ, আত্মান এবৈতে ভগবন্তো বাসুদেবা ইত্যাদিদর্শনাৎ। বেদবিপ্রতিষেধশ্চ ভবতি। চতুর্ষু বেদেষু পরং শ্রেয়োঽলব্ধ্বা শাণ্ডিল্য ইদং শাস্ত্রমধিগতবান্—ইত্যাদিবেদনিন্দাদর্শনাৎ। তস্মাদসঙ্গতৈষাং কল্পনেতি সিদ্ধম্ ॥ ২। ২। ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্গোবিন্দভাগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদকৃতৌ শারীরকমীমাংসাভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ॥২।২॥

"আত্মান এবৈতে ভগবন্তো বাসুদেবাঃ" ইতি। আদিগ্রহণেন প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধয়োর্ম্মনোঽহঙ্কারলক্ষণতয়াত্মনো ভেদমভিধায়াত্মান এবৈত ইতি তদ্বিরুদ্ধাভেদাভিধানমপরং সংগৃহীতম্। বেদবিপ্রতিষেধো ব্যাখ্যাতঃ॥ ২। ২। ৪৫ ॥

ইতি শ্রীবাচস্পতিমিশ্রবিরচিতে শারীরকমীমাংসাভাষ্যবিভাগে ভামত্যাং দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ২। ২ ॥

কল্পনা দেখা যায়। নিজেই গুণ, নিজেই গুণী, ইহা অবশ্যই বিরুদ্ধ। ভাগবতগণ বলিয়া থাকেন, জ্ঞানশক্তি, ঐশ্বর্য্যশক্তি, বল, বীর্য্য, তেজঃ, এ সকল গুণ এবং প্রদ্যুম্নাদি ব্যূহ ভিন্ন হইলেও, তাঁহারা আত্মা ও ভগবান্ বাসুদেব। আরও দেখ, তাঁহাদিগের শাস্ত্রে বেদনিন্দাও আছে। যথা—"শাণ্ডিল্য চার বেদে পরমশ্রেয়ঃ-প্রাপ্ত না হইয়া অবশেষে এই শাস্ত্রলাভ করিয়াছিলেন।" ইত্যাদি। এই সকল কারণে ভাগবতদিগের প্রোক্তবিধ কল্পনা অসঙ্গত ও অগ্রাহ্য ॥ ২। ২। ৪৫ ॥

তৃতীয়ঃ পাদঃ।

ন বিয়দশ্রুতেঃ ॥ ২।৩।১ ॥ *

বেদান্তেষু তত্র তত্র ভিন্নপ্রস্থানা উৎপত্তিশ্রুতয় উপলভ্যন্তে। কেচিদাকাশস্যোৎপত্তিমমানন্তি, কেচিন্ন। তথা কেচিদ্বায়োরুৎপত্তিমামনন্তি, কেচিন্ন। এবং জীবস্য প্রাণানাঞ্চ। এবমেব ক্রমাদিদ্বারকোঽপি বিপ্রতিষেধঃ শ্রুত্যন্তরেষূপলক্ষ্যতে। শ্রুতিবিপ্রতিষেধাচ্চ পরপক্ষাণামনপেক্ষত্বং স্থাপিতং, তদ্বৎ স্বপক্ষস্যাপি শ্রুতিবিপ্রতিষেধাদেবানপেক্ষিত্বমাশঙ্ক্যেত,

---

পূর্ব্বং প্রমাণান্তরবিরোধঃ শ্রুতের্নিরাকৃতঃ, সম্প্রতি তু শ্রুতীনামেব পরস্পরবিরোধো নিরাক্রিয়তে। তত্র সৃষ্টিশ্রুতীনাং পরস্পরবিরোধমাহ।—"বেদান্তেষু তত্র তত্র" ইতি। শ্রুতিবিপ্রতিষেধাচ্চ পরপক্ষাণামনপেক্ষত্বং খ্যাপিতং, তদ্বৎ স্বপক্ষস্য শ্রুতিবিপ্রতিষেধাদিতি। তদর্থনির্ম্মলত্বম্—অর্থাভাসবিনিবৃত্ত্যার্থতত্ত্বপ্রতিপাদনম্। তস্য ফলং স্বপক্ষস্য জগতো ব্রহ্মকারণত্বস্যানপেক্ষত্বাশঙ্কানিবৃত্তিঃ। ইহ হি পূর্ব্বপক্ষে শ্রুতীনাং মিথো বিরোধঃ প্রতিপাদ্যতে, সিদ্ধান্তে ত্ববিরোধঃ। তত্র সিদ্ধান্ত্যেকদেশিনো বচনং "ন বিয়দশ্রুতেঃ" ইতি। তস্যাভিসন্ধিঃ—যদ্যপি তৈত্তিরীয়কে বিয়দুৎপত্তিশ্রুতিরস্তি, তথাপি তস্যাঃ প্রমাণান্তরবিরোধাদ্বহুশ্রুতি-

---

বেদান্তমধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের উৎপত্তি কথা অর্থাৎ সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বর্ণিত থাকা দৃষ্ট হয়। যথা—কোন কোন শ্রুতিতে আকাশের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, কোন কোন শ্রুতিতে তাহা কথিত হয় নাই। কোন শ্রুতি বায়ুর উৎপত্তি উপদেশ করেন, কোন শ্রুতি তাহা করেন না। জীব ও প্রাণ, এতৎসম্বন্ধেও ঐরূপ কথা। অর্থাৎ কোন কোন শ্রুতিতে জীবের ও প্রাণের উৎপত্তি বর্ণিত আছে এবং কোন কোন শ্রুতিতে তাহা নাই। অন্যান্য শ্রুতিতে ক্রমের এবং সংখ্যারও বৈপরীত্য আছে। (কোন শ্রুতিতে পূর্ব্বে আকাশ, পরে তেজ, আবার অন্য শ্রুতিতে পূর্ব্বে তেজ, পরে অন্যান্য ভূত। আবার কোন শ্রুতিতে সপ্ত প্রাণ ও কোন কোন শ্রুতিতে অষ্ট প্রাণ, ইত্যাদি) যেমন বিরুদ্ধ বলিয়া পরমত অপেক্ষণীয় নহে, অর্থাৎ অগ্রাহ্য, তেমনি, বেদান্তমতও পরস্পর বিরুদ্ধ ও ব্যাহত বলিয়া

---

* জীবানুৎপত্তিপ্রসঙ্গেনাকাশস্যাপ্যুৎপত্ত্যসম্ভবমাশঙ্ক্য পরিহরন্নাদাবেকদেশিমতমাহ নেতি। বিয়ৎ আকাশং নোৎপদ্যতে। কুতঃ? অশ্রুতেঃ, উৎপত্তিপ্রকরণেঽস্যোৎপত্ত্যশ্রবণাদিত্যর্থঃ। এতচ্চ পূর্ব্বপক্ষসূত্রম্।

জীবের ন্যায় আকাশও অনুৎপন্ন অর্থাৎ নিত্যপদার্থ। শ্রুতির উৎপত্তিপ্রকরণে আকাশের উৎপত্তি কথিত হয় নাই, সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, আকাশ উৎপন্ন পদার্থ নহে, অর্থাৎ নিত্য। আকাশের উৎপত্তি অসম্ভব, ইহা যুক্তিতেও পাওয়া যায়।

ইত্যতঃ সর্ব্ববেদান্তগত-সৃষ্টিশ্রুত্যর্থনির্ম্মলত্বায় পরঃ প্রপঞ্চ আরভ্যতে। তদর্থনির্ম্মলত্বে চ ফলং যথোক্তাশঙ্কানিবৃত্তিরেব।

তত্র প্রথমং তাবদাকাশমাশ্রিত্য চিন্ত্যতে,—কিমস্যাকাশস্যোৎপত্তিরস্ত্যুত নাস্তীতি। তত্র তাবৎ প্রতিপদ্যতে—ন বিয়দশ্রুতেরিতি। ন খল্বাকাশমুৎপদ্যতে। কস্মাৎ? অশ্রুতেঃ। ন হ্যস্যোৎপত্তিপ্রকরণে শ্রবণমস্তি। ছান্দোগ্যে হি "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং" ইতি সচ্ছব্দবাচ্যং ব্রহ্ম প্রকৃত্য "তদৈক্ষত" "তত্তেজোঽসৃজত" ইতি চ পঞ্চানাং মহাভূতানাং মধ্যমং তেজ আদি কৃত্বা ত্রয়াণাং তেজোঽবন্নানামুৎপত্তিঃ শ্রাব্যতে। শ্রুতিশ্চ নঃ প্রমাণমতীন্দ্রিয়ার্থবিজ্ঞানোৎপত্তৌ। ন চাত্র শ্রুতিরস্ত্যাকাশস্যোৎপত্তিপ্রতিপাদিনী। তস্মান্নাকাশস্যোৎপত্তিরিতি ॥২।৩।১॥

বিরোধাচ্চ গৌণত্বম্। তথা চ বিয়তো নিত্যত্বাত্তেজঃপ্রমুখঃ এব সর্গঃ, তথা চ ন বিরোধঃ শ্রুতীনামিতি।

তদিদমুক্তম্।—"প্রথমং তাবদাকাশমাশ্রিত্য চিন্ত্যতে—কিমস্যাকাশস্যোৎপত্তিরস্ত্যুত নাস্তি" ইতি। যদি নাস্তি, ন শ্রুতিবিরোধাশঙ্কা। অথাস্তি, ততঃ শ্রুতিবিরোধ ইতি তৎপরিহারায় প্রযত্নান্তরমাস্থেয়মিত্যর্থঃ॥ ২। ৩। ১॥

অপেক্ষণীয় নহে, এই আশঙ্কা হইতে পারে। সৃষ্টিশ্রুতি প্রোক্তপ্রকারে শঙ্কাস্থান বলিয়াই বেদান্তস্থ সমুদায় সৃষ্টিশ্রুতির অর্থ নির্ম্মল (নির্দ্দোষ) করিবার জন্য এতৎপাদের আরম্ভ। সে সকল সৃষ্টিবাক্যের অর্থ নির্ম্মল (বিশদ,—পরিস্ফুট বা সঙ্গতার্থ) করিবার ফল বা প্রয়োজন—প্রদর্শিত প্রকার আশঙ্কার নিবৃত্তি।

[তত···মস্তি] প্রথমতঃ আকাশের উৎপত্তি আছে কি-না, তাহার চিন্তা অর্থাৎ বিচার করা যাইতেছে। বিচারের অঙ্গ পূর্ব্বপক্ষ। তাহাতে পাওয়া যায়, আকাশ উৎপন্ন হয় নাই। হেতু এই যে, তদ্বোধিকা শ্রুতি নাই। অর্থাৎ উৎপত্তিপ্রকরণে আকাশের উল্লেখ দেখা যায় না। [ছান্দোগ্য...রিতি] ছান্দোগ্য শ্রুতি "সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবলমাত্র দ্বিতীয়-রহিত এক সৎ (ইহাঁর অন্য নাম ব্রহ্ম) ছিলেন" এইরূপে সৎশব্দ-বাচ্য ব্রহ্মের প্রস্তাব (উপদেশ) করিয়া "তিনি আলোচনা করিলেন, করিয়া তেজের সৃষ্টি করিলেন" এইরূপে পঞ্চ মহাভূতের মধ্যে মধ্যম ভূত তেজকে আদি অর্থাৎ প্রথম বলিয়া তদনন্তর জলের ও পৃথিবীর উৎপত্তি উপদেশ করিয়াছেন। অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর পদার্থের প্রমিতিবিষয়ে একমাত্র শ্রুতিই প্রমাণ; কিন্তু আকাশের উৎপত্তিবাদিনী শ্রুতি নাই। যেহেতু আকাশোৎপত্তিবোধিনী শ্রুতি নাই, সেই হেতু আকাশ অনুৎপন্ন পদার্থ ॥২।৩।১॥

অস্তি তু ॥ ২।৩।২ ॥*

তু-শব্দঃ পক্ষান্তরপরিগ্রহে। মা নামাকাশস্য চ্ছান্দোগ্যেঽভূদুৎপত্তিঃ, শ্রুত্যন্তরে ত্বস্তি। তৈত্তিরীয়কাঃ সমামনন্তি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইতি প্রকৃত্য "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইতি। ততশ্চ শ্রুত্যোর্ব্বিপ্রতিষেধঃ—কচিৎ তেজঃপ্রমুখা সৃষ্টিঃ, কচিদাকাশপ্রমুখেতি। নন্বেকবাক্যতাঽনয়োঃ শ্রুত্যোর্যুক্তা। সত্যং সা যুক্তা, ন তু সাবগন্তুং শক্যতে। কুতঃ ? "তত্তেজোঽসৃজত ইতি সকৃচ্ছ্রুতস্য স্রষ্টুঃ স্রষ্টব্যদ্বয়েন সম্বন্ধানুপপত্তেঃ—"তত্তেজোঽসৃজত, তদাকাশমসৃজত" ইতি।

তত্র পূর্ব্বপক্ষসূত্রম্—"অস্তি তু"। তৈত্তিরীয়ে হি সর্গপ্রকরণে কেবলস্যাকাশস্যৈব প্রথমঃ সর্গঃ শ্রূয়তে, ছান্দোগ্যে চ কেবলস্য তেজসঃ প্রথমঃ সর্গঃ। ন চ শ্রুত্যন্তরানুরোধেনাসহায়স্যাধিগতস্যাপি সসহায়তাকল্পনং যুক্তম্। সহায়স্যাবগমবিরোধাৎ। শ্রুতসিদ্ধ্যর্থং খল্বশ্রুতং কল্প্যতে; ন তু তদ্বিঘাতায়। বিহন্যতে চাসহায়ত্বং শ্রুতং কল্পিতেন সসহায়ত্বেন।

তু-শব্দের অর্থ পক্ষান্তর। পক্ষান্তরে দেখা যায়, ছান্দোগ্যে আকাশের উৎপত্তি অভিহিত না হউক, অন্য শ্রুতিতে আকাশের উৎপত্তি কথিত আছে। তৈত্তিরীয় শ্রুতি "ব্রহ্ম সত্য জ্ঞানানন্দরূপী" এইরূপে ব্রহ্মের প্রস্তাব করিয়া বলিয়াছেন, "তাঁহা হইতে আকাশ সম্ভূত হইয়াছে।" এই শ্রুতিতে তেজঃই প্রথম সৃষ্ট, অন্য শ্রুতিতে আকাশ প্রথম সৃষ্ট, এইরূপ কথিত হওয়ায় তদুভয় শ্রুতি পরস্পর বিরুদ্ধবাদিনী হইতেছে এবং বিরুদ্ধবাদিনী বলিয়া অপ্রমাণ হইতেছে। [নন্বেকবাক্যতা...ইতি] শ্রুতিদ্বয়ের একবাক্যতা (একার্থবোধকতা) করিবার রীতি আছে, এবং তাহাই করা উচিত সত্য ; কিন্তু এখানে একবাক্য করিবার উপায় নাই। কেন-না, এখানে একবাক্যতার গমক (বোধক) কিছু নাই। (তিনি আকাশ ও তেজ সৃষ্টি করিলেন, এইরূপ হইলে উক্ত দুই বাক্য এক বা একার্থবাচক হইতে পারে সত্য ; কিন্তু তাহা এখানে অসম্ভব)। হেতু এই যে, "তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন" এতদ্বাক্যস্থ তৎশব্দবোধ্য স্রষ্টার সহিত স্রষ্টব্য আকাশের ও তেজের সম্বন্ধ ঘটনা হয় না।

* উৎপত্তিশ্রুতির্মুখ্যা নাস্তীতি মত্বাহ—অস্তীতি। পক্ষান্তরদ্যোতনার্থস্তু-শব্দঃ। ছান্দোগ্যে তাবদাকাশস্যোৎপত্তির্মাভূৎ, শ্রুত্যন্তরে ত্বস্তীতি পূর্ব্বপক্ষাবসর ইতি ভাবঃ।

ছান্দোগ্যে আকাশের উৎপত্তি কথিত না হউক, অন্য শ্রুতিতে তাহার উৎপত্তি অভিহিত আছে।

নম্বু সকৃচ্ছ্রুতস্যাপি কর্ত্তুঃ কর্ত্তব্যদ্বয়েন সম্বন্ধো দৃশ্যতে। যথা "স সূপং পক্ত্বৌদনং পচতি" ইতি, এবং তদাকাশং সৃষ্ট্বা তত্তেজোঽসৃজতেতি যোজয়িষ্যামঃ, নৈবং যুজ্যতে। প্রথমজত্বং হি চ্ছান্দোগ্যে তেজসোঽবগম্যতে, তৈত্তিরীয়কে চাকাশস্য। ন চোভয়োঃ প্রথমজত্বং সম্ভবতি। এতেনেতরশ্রুত্যন্তরবিরোধোঽপি ব্যাখ্যাতঃ। "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যত্রাপি তস্মাদাকাশঃ সম্ভূতস্তস্মাত্তেজঃ সম্ভূতমিতি সকৃচ্ছ্রুতস্যাপাদানস্য সম্ভবনস্য চ বিয়ত্তেজোভ্যাং যুগপৎ সম্বন্ধানুপপত্তেঃ৭ বায়োরগ্নিরিতি চ পৃথগাম্নানাৎ ॥ ২ । ৩ । ২ ॥

অস্মিন্ বিপ্রতিষেধে কশ্চিদাহ—

ন চ পরস্পরানপেক্ষাণাং ব্রীহিযববদ্বিকল্পঃ, অনুষ্ঠানং হি বিকল্প্যতে ন বস্তু। ন হি স্থাণুপুরুষবিকল্পো বস্তুনি প্রতিষ্ঠাং লভতে। ন চ সর্গভেদেন ব্যবস্থোপপদ্যতে। সাম্প্রতিকসর্গবদ্ভূতসর্বস্যাপি তথাত্বাৎ। ন খল্বিহ সর্গে ক্ষীরাদ্দধি জায়তে, সর্গান্তরে তু দধ্নঃ ক্ষীরমিতি ভবতি। তস্মাৎ সর্গশ্রুতয়ঃ পরস্পরবিরোধিন্যো নাস্মিন্নর্থে প্রমাণং ভবিতুমর্হন্তীতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। সিদ্ধান্ত্যেকদেশী সূত্রেণ স্বাভিপ্রায়মাবিষ্করোতি ॥ ২ । ৩ । ২ ॥

[নম্বু ..ব্যাখ্যাতঃ] যদি বল, যুগপৎ (এককালে) সম্বন্ধ না হয়, না হউক, ক্রমিক সম্বন্ধ হইতে পারে, "তিনি সূপ পাক করিয়া অন্ন পাক করিতেছেন" এই প্রয়োগ যদ্রূপ, "তিনি আকাশ সৃষ্টি করিয়া তেজ সৃষ্টি করিয়াছেন" এ প্রয়োগও সেইরূপ হইবেক। এরূপ বলাও অযুক্ত। হেতু এই যে, ছান্দোগ্য শ্রুতি তেজকে প্রথম ও তৈত্তিরীয় শ্রুতি আকাশকে প্রথম বলিয়াছেন। উভয়ের প্রথমজত্ব অবশ্য অসম্ভব। অন্যান্য শ্রুতিবিরোধও এতদ্রূপে অপরিহার্য্য। [তস্মাদ্বা...দাহ] "সেই এই আত্মা (ব্রহ্ম) হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে" এ শ্রুতির তাঁহা হইতে আকাশ, তাঁহা হইতে তেজ, এরূপ অর্থ হইতে পারে না। একবারমাত্র অপাদানের (যাহা হইতে হয়, তাহা অপাদান) উল্লেখ হইয়াছে ; সুতরাং তাহার সহিত যুগপৎ উভয়ের উৎপত্তিসম্বন্ধ ঘটনা করা যায় না, (সেরূপ করা বাক্যার্থরীতি বহির্ভূত,) এবং "বায়ু হইতে অগ্নি" এইরূপ পৃথগুক্তিও আছে ॥২।৩।২॥

এইরূপ শ্রুতিবিরোধ পরিহারার্থ কেহ কেহ বলেন—

গৌণ্যসম্ভবাৎ ॥ ২। ৩। ৩॥

নাস্তি বিয়দুৎপত্তিরশ্রুতেরেব। যা ত্বিতরা বিয়দুৎপত্তিবাদিনী শ্রুতিরুদাহৃতা, সা গৌণী ভবিতুমর্হতি। কস্মাৎ? অসম্ভবাৎ। ন হ্যাকাশস্যোৎপত্তিঃ সম্ভাবয়িতুং শক্যা শ্রীমৎকণভুগভিপ্রায়ানুসারিষু জীবৎসু। তে হি কারণসামগ্র্যসম্ভবাদাকাশস্যোৎপত্তিং বারয়ন্তি। সমবায্যসমবায়ি-নিমিত্তকারণেভ্যো হি কিল সর্ব্বমুৎপদ্যমানং সমুৎপদ্যতে। দ্রব্যস্য চৈকজাতীয়কমনেকঞ্চ দ্রব্যং সমবায়িকারণং ভবতি। ন চাকাশস্যৈকজাতীয়কমনেকঞ্চ দ্রব্যমারম্ভকমস্তি, যস্মিন্ সমবায়িকারণে সত্য-

প্রমাণান্তরবিরোধেন বহুশ্রুত্যন্তরবিরোধেন চাকাশোৎপত্ত্যসম্ভবাৎ গৌণ্যেবাকাশোৎপত্তিশ্রুতিরিত্যবিরোধ ইত্যর্থঃ। প্রমাণান্তরবিরোধমাহ—"ন হ্যাকাশস্য" ইতি। সমবায্যসমবায়িনিমিত্তকারণেভ্যো হি কার্য্যস্যোৎপত্তির্নিয়তা তদভাবে ন ভবিতুমর্হতি—ধূম ইব ধূমধ্বজাভাবে। তস্মাৎ সদকারণমাকাশং নিত্যমিতি। অপি চ, য উৎপদ্যন্তে, তেষাং প্রাগুৎপত্তেরনুভবার্থক্রিয়ে নোপলভ্যেতে, উৎপন্নস্য চ

যেহেতু শ্রুতি নাই অর্থাৎ বেদবাক্যে আকাশের উৎপত্তি শুনা যায় না, সেই হেতু আকাশ অনুৎপন্ন পদার্থ)। যে একটী উৎপত্তিবাদিনী শ্রুতি (তৈত্তিরীয় শ্রুতি) আছে, তাহা গৌণী অর্থাৎ তাহার উৎপত্তি অর্থ মুখ্য নহে, কিন্তু গৌণ। ফলিতার্থ—উৎপত্তি অংশে তাহার তাৎপর্য্য নাই। নাই কেন? অসম্ভব বলিয়াই নাই। কণাদমতানুসারিগণ জীবিত থাকিতে কেহই আকাশের উৎপত্তি বুঝাইতে বা স্থাপন করিতে পারিবেন না। [তেহি···সিদ্ধিঃ] কণাদমতাবলম্বীরা কারণসামগ্রীর অভাব দেখাইয়া আকাশের উৎপত্তি নিবারণ করিয়াছেন। কাণাদদিগের অভিমত উৎপত্তি-নিয়ামক প্রক্রিয়া এইরূপঃ—সমুদায় জন্য বস্তুই সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত, † এই ত্রিবিধ কারণ আশ্রয় করিয়া জন্মলাভ করে। তুল্যজাতীয় বহু দ্রব্যই দ্রব্যোৎপত্তির সমবায়ী কারণ। আকাশ জন্মাইতে পারে, এরূপ আকাশজাতীয় দ্রব্যান্তর বা বহুদ্রব্য নাই (আকাশীয় পরমাণু নাই); সুতরাং আকাশের সমবায়ী কারণ না থাকায় আকাশ অনুৎপন্ন অর্থাৎ

* অসম্ভবাৎ আকাশোৎপত্ত্যসম্ভবাৎ তদুৎপত্তিবাদিনী শ্রুতির্গৌণী। শ্রুত্যোর্ব্বিরোধে সত্যধ্যয়নবিধ্যুপাত্তয়োরপ্রামাণ্যাযোগাদ্বিয়দুৎপত্ত্যসম্ভবরূপতর্কানুগৃহীত-ছান্দোগ্যশ্রুতির্মুখ্যার্থা, ইতরা তু গৌণীত্যবিরোধ ইত্যেকদেশিমতমিতি সূত্রতাৎপর্য্যম্।

আকাশের উৎপত্তি অসম্ভব, সেই কারণে ছান্দোগ্যশ্রুতির অর্থ মুখ্য, তৈত্তিরীয় শ্রুতির অর্থ ঔপচারিক। অর্থাৎ তৈত্তিরীয় শ্রুতির অর্থ ছান্দোগ্যশ্রুতির অনুরূপ করিয়া লইতে হইবেক।

† যেমন ঘটের সমবায়ী কারণ কপাল ও কপালিকা, অসমবায়ী কারণ তদুভয়ের সংযোগ, নিমিত্তকারণ—দণ্ড, চক্র, সলিল, সূত্র ও কুম্ভকারাদি।

সমবায়িকারণে চ তৎসংযোগ আকাশ উৎপদ্যেত। তদভাবাত্তু তদনুগ্রহপ্রবৃত্তং নিমিত্তকারণং দূরাপেতমেবাকাশস্য ভবতি।

উৎপত্তিমতাঞ্চ তেজঃপ্রভৃতীনাং পূর্ব্বোত্তরকালয়োর্ব্বিশেষঃ সম্ভাব্যতে, প্রাগুৎপত্তেঃ প্রকাশনাদি কার্য্যং ন বভূব, পশ্চাচ্চ ভবতীতি, আকাশস্য পুনর্ন পূর্ব্বোত্তরকালয়োর্ব্বিশেষঃ সম্ভাবয়িতুং শক্যতে। কিং হি প্রাগুৎপত্তেরনবকাশমশুষিরমচ্ছিদ্রং বভূবেতি শক্যতেঽধ্যবসাতুম্। পৃথিব্যাদিবৈধর্ম্ম্যাচ্চ বিভুত্বাদিলক্ষণাদাকাশস্যাজত্বসিদ্ধিঃ। তস্মাদ্ যথা লোক আকাশং কুরু, আকাশো জাতঃ, ইত্যেবঞ্জাতীয়কো গৌণঃ প্রয়োগো ভবতি, যথা চ ঘটাকাশঃ করকাকাশো গৃহাকাশ ইত্যেকস্যাপ্যাকাশস্যৈবঞ্জাতীয়কো ভেদ-

---

দৃশ্যেতে, যথা তেজঃপ্রভৃতীনাম্। ন চাকাশস্য তাদৃশো বিশেষ উৎপাদানুৎপাদয়োরস্তি।

তস্মান্নোৎপদ্যত ইত্যাহ—"উৎপত্তিমতাং চ" ইতি। "প্রকাশনং" প্রকাশো ঘটপটাদিগোচরঃ। "পৃথিব্যাদিবৈধর্ম্ম্যাচ্চ" ইতি। আদিগ্রহণেন দ্রব্যত্বে সত্যস্পর্শবত্ত্বাদাত্মবন্নিত্যমাকাশমিতি গৃহীতম্। "আরণ্যানাকাশেষু" ইতি বেদেঽপ্যে-

---

নিত্য। দ্রব্যোৎপত্তির অসমবায়ী কারণ সংযোগ, সমবায়ী দ্রব্য না থাকায় তাহারও অভাব আছে। যদি সমবায়ী ও অসমবায়ী কারণ থাকে, তবেই নিমিত্তকারণের প্রয়োজন বা প্রবৃত্তি হয়। যখন সমবায়ী ও অসমবায়ী এই দুইটী প্রধান কারণের অভাব, তখন যে, তাহার (আকাশের) নিমিত্ত কারণও নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। ফলিতার্থ এই যে, যে তিন কারণে দ্রব্যোৎপত্তি হয়, সেই তিনটী কারণ না থাকায় আকাশের উৎপত্তি নাই।

আরও দেখ, উৎপত্তিমান্ তেজঃপ্রভৃতি পদার্থের উৎপত্তির পূর্ব্বে ও পরে বিশেষ ভাব আছে। উৎপত্তির পূর্ব্বে একরূপ, পরে অন্যরূপ। তেজ যখন অনুদ্ভূত বা অনুৎপন্ন থাকে, তখন তাহার প্রকাশাদি (প্রকাশ, অন্ধকার নাশ, উষ্ণতা, ইত্যাদি) কার্য্য থাকে না, উদ্ভূত বা উৎপন্ন হইলে তখন ঐ সকল কার্য্য হইতে থাকে। কিন্তু আকাশের সেরূপ বিশেষ দেখাইতে বা অনুভব করাইতে কেহই পারিবে না। আকাশ যখন না হইয়াছিল, তখন কি অনবকাশ অসুষির বা অচ্ছিদ্র ছিল? (নীরেট্ ছিল কি?) নীরেট্ ছিল, ইহা কেহই মনে করিতে বা অবধারণ করিতে পারিবেন না। (এতাবতা বলা হইল যে, জন্য বস্তু মাত্রের প্রাগভাব থাকে, প্রাগভাব না থাকায় আকাশ অনুৎপন্ন পদার্থ। আকাশ আত্মার ন্যায় প্রাগভাববর্জ্জিত)। আকাশে পৃথিব্যাদি জন্য পদার্থের ধর্ম্ম নাই এবং ইয়ত্তাও নাই অর্থাৎ আকাশ বিভু (সর্ব্বব্যাপী)। এইরূপ এইরূপ হেতুতে আকাশ অজ অর্থাৎ জন্মবান্ নহে। [তস্মাদ্...দ্রষ্টব্যা] অতএব লোক মধ্যে যেমন "আকাশ কর, ফাঁক কর," এইরূপ গৌণ প্রয়োগ হয়, অথবা যেমন ঘটা-

ব্যপদেশো ভবতি, বেদেঽপি "আরণ্যানাকাশেষ্বালভেরন্" ইতি, এবমুৎপত্তিশ্রুতিরপি গৌণী দ্রষ্টব্যা ॥ ২। ৩। ৩॥

শব্দাচ্চ ॥ ২। ৩। ৪ ॥ *

শব্দঃ খল্বাকাশস্যাজত্বং খ্যাপয়তি। যত আহ "বায়ুশ্চান্তরিক্ষঞ্চৈতদমৃতম্" ইতি। ন হ্যমৃতস্যোৎপত্তিরুপপদ্যতে। "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ" ইতি চ (শব্দঃ) আকাশেন ব্রহ্ম সর্ব্বগতত্বনিত্যত্বাভ্যাং ধর্ম্মাভ্যামুপমিমান আকাশস্যাপি তৌ ধর্ম্মৌ সূচয়তি। ন চ তাদৃশস্যোৎপত্তিরুপপদ্যতে। "স যথানন্তোঽয়মাকাশ এবমনন্ত আত্মা বেদিতব্যঃ" ইতি চোদাহরণম্, "আকাশশরীরং ব্রহ্ম" "আকাশ আত্মা" ইতি চ। ন হ্যাকাশস্যোৎ-

কস্যাকাশস্যৌপাধিকং বহুত্বম্। তদেবং প্রমাণান্তরবিরোধেন গৌণত্বমুক্ত্বা শ্রুত্যন্তরবিরোধেনাপি গৌণত্বমাহ। সুগমম্ ॥ ২। ৩। ৪ ॥

[রত্নপ্রভা] ন কেবলং তর্কাদাকাশস্যানুৎপত্তিঃ, কিন্তু শ্রুতিতোঽপীত্যাহ সূত্রকারঃ—শব্দাচ্চেতি। নিত্যভাবস্যানাদিত্বাদিতি ভাবঃ। আত্মেতি চ শব্দ

কাশ, মঠাকাশ, ইত্যাদিবিধ ভেদব্যপদেশ হয়, তেমনি, বেদমধ্যেও "আকাশে আরণ্য-জীব-বধ বা স্পর্শ করিবেক" ইত্যাদি প্রয়োগের ন্যায় আকাশের উৎপত্তিও গৌণীরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবেক ॥ ২। ৩। ৩॥

শব্দও আকাশের অনুৎপত্তি দেখাইয়াছেন। (শব্দ=শ্রুতি)। যথা— "বায়ু ও অন্তরিক্ষ" ইহারা অমৃত। যাহা অমৃত (অবিনাশী), তাহার উৎপত্তি নাই। 'আত্মা আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ও নিত্য" এ শ্রুতিও আকাশের অনুৎপত্তি পক্ষে উদাহরণ। ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিত্ব ও নিত্যত্ব আকাশের সহিত উপমিত (তুলিত) হওয়ায় আকাশের ঐ দুই ধর্ম্ম (ব্যাপিত্ব ও নিত্যতা) থাকা সূচিত হইয়াছে। যাহা সর্ব্বব্যাপী ও নিত্য, তাহার উৎপত্তি অনুপপন্ন। "যদ্রূপ এই আকাশ অনন্ত, তদ্রূপ আত্মাও অনন্ত।" "ব্রহ্ম আকাশশরীর ও আকাশাত্মা।" এই দুই শ্রুতিও উদাহরণ হইতে পারে। আকাশের উৎপত্তি থাকিলে আকাশ ব্রহ্মের বিশেষণ হইবে কেন? নীল যেমন উৎপলের

* শব্দাচ্চ শব্দাদপি। ন কেবলং তর্কাদাকাশস্যানুৎপত্তিঃ সম্ভাব্যতে, কিন্তু শ্রুতিতোঽপীত্যর্থঃ।

কেবল তর্কের দ্বারা নহে, যুক্তির দ্বারাও নহে, শ্রুতির দ্বারাও আকাশের অনুৎপত্তি নির্ণীত হয়।

পত্তিমত্ত্বে ব্রহ্মণস্তেন বিশেষণং সম্ভবতি নীলেনেবোৎপলস্য। তস্মান্নিত্যমেবাকাশেন সাধারণং ব্রহ্মেতি গম্যতে ॥ ২। ৩। ৪ ॥

স্যাচ্চৈকস্য ব্রহ্মশব্দবৎ ॥ ২। ৩। ৫ ॥ *

ইদং পদোত্তরং সূত্রম্। স্যাদেতৎ। কথং পুনরেকস্য 'সম্ভূত'-শব্দস্য "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যস্মিন্নধিকারে, পরেষু তেজঃপ্রভৃতিষ্বনুবর্ত্তমানস্য মুখ্যত্বং সম্ভবতি, আকাশে চ গৌণত্বমিতি। অত উত্তরমুচ্যতে—স্যাচ্চৈকস্যাপি সম্ভূতশব্দস্য বিষয়বিশেষবশাদ্গৌণো মুখ্যশ্চ প্রয়োগঃ, ব্রহ্মশব্দবৎ। যথৈকস্যাপি ব্রহ্মশব্দস্য "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব, তপো ব্রহ্ম" ইত্যস্মিন্নধিকারেঽন্নাদিষু গৌণঃ প্রয়োগঃ, আনন্দে চ

ইহোদাহরণমিত্যন্বয়ঃ। আকাশঃ শরীরমস্যেতি বহুব্রীহিণাত্যন্তসাম্যভানাৎ ব্রহ্মবদাকাশস্যানাদিত্বমিত্যর্থঃ। ইতি রত্নপ্রভা ॥ ২। ৩। ৪ ॥]

পদস্যানুষঙ্গো ন পদার্থস্য। তদ্ধি কচিন্মুখ্যং কচিদৌপচারিকং সম্ভবাসম্ভবাভ্যামিত্যবিরোধঃ।

বিশেষণ, তেমনি আকাশও ব্রহ্মের বিশেষণ। আকাশ-বিশেষণের দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, নিত্যতা ব্রহ্মে ও আকাশে সমান ॥ ২। ৩। ৪ ॥

এই সূত্রটী পদোত্তর অর্থাৎ শব্দঘটিত আশঙ্কার প্রত্যুত্তর'। এ স্থলে এই আশঙ্কা হইতে পারে যে, "পরমাত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হইয়াছে" এতদ্বাক্যস্থ এক সম্ভূতশব্দ পশ্চাদুক্ত তেজ প্রভৃতিতে অনুগমন করিয়া মুখ্যার্থ বলিবে, অথচ আকাশ-বিষয়ে গৌণার্থ থাকিবেক, ইহা কিরূপে হইতে পারে? ইহারই প্রত্যুত্তরার্থ বলিতেছেন, একই সম্ভূত শব্দের গৌণ মুখ্য দ্বিবিধ অর্থ, বিষয়-ভেদে ও ব্রহ্মশব্দের দৃষ্টান্তে হইতে পারে। [যথৈক...তদ্বৎ] যেমন একই ব্রহ্মশব্দ "তপস্যার দ্বারা ব্রহ্ম জান, তপস্যা ব্রহ্ম" এতদুপলক্ষিত প্রকরণে অন্নাদিতে

---

* কথমেকস্য সম্ভূত-শব্দস্য তেজঃপ্রভৃতিষু মুখ্যত্বমাকাশে চ গৌণত্বমিত্যাশঙ্ক্য তন্নিরাসার্থমাহ—স্যাদিতি। একস্যাপি সম্ভূতশব্দস্য বিষয়বিশেষবশাৎ গৌণো মুখ্যশ্চ প্রয়োগঃ স্যাৎ, ব্রহ্মশব্দবৎ। যথৈকস্যাপি ব্রহ্মশব্দস্যান্নাদিষু গৌণঃ প্রয়োগ আনন্দে চ মুখ্যস্তদ্বদিত্যর্থঃ।

সম্ভূত-শব্দ একবার মাত্র প্রযুক্ত হইয়াছে এবং সেই এক সম্ভূতশব্দই তেজঃপ্রভৃতিতে অনুগমন করিবে, তবে কিপ্রকারে তাহার একস্থলে গৌণ অর্থ এবং অন্যস্থলে মুখ্যার্থ হইতে পারে? বাদী প্রত্যুত্তর দিতেছেন, হাঁ, পারে। যেমন একই ব্রহ্মশব্দ অন্নাদিতে গৌণ এবং আনন্দে মুখ্য সেইরূপ একই সম্ভূতশব্দ আকাশে গৌণ এবং তেজঃপ্রভৃতিতে মুখ্য হইবে।

মুখ্যঃ, যথা চ তপসি ব্রহ্মবিজ্ঞানসাধনে ব্রহ্মশব্দো ভক্ত্যা প্রযুজ্যতে, অঞ্জসা তু বিজ্ঞেয়ে ব্রহ্মণি, তদ্বৎ।

কথং পুনরনুৎপত্তৌ নভসঃ "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইতীয়ং প্রতিজ্ঞা সমর্থ্যতে। ননু নভসা দ্বিতীয়েন সদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি, কথঞ্চ ব্রহ্মণি বিদিতে সর্ব্বং বিদিতং স্যাদিতি। তদুচ্যতে—একমেবেতি তাবৎ স্বকার্য্যাপেক্ষয়োপপদ্যতে। যথা লোকে কশ্চিৎ কুম্ভকারকুলে পূর্ব্বেদ্যুর্মৃদ্দণ্ডচক্রাদীনি চোপলভ্যাপরেদ্যুশ্চ নানাবিধান্যমত্রাণি প্রসারিতান্যুপলভ্য ব্রূয়াৎ—মৃদেবৈকাকিনী পূর্ব্বেদ্যুরাসীদিতি। ন চ তয়াবধারণয়া মৃৎকার্য্যজাতমেব পূর্ব্বেদ্যুর্নাসীদিত্যভিপ্রেয়াৎ, ন দণ্ডচক্রাদি, তদ্বৎ। অদ্বিতীয়শ্রুতিরধিষ্ঠাত্রন্তরং বারয়তি। যথা মৃদোঽমত্রপ্রকৃতেঃ

চোদ্যদ্বয়ং করোতি—"কথম্" ইতি। প্রথমং চোদ্যং পরিহরতি—"একমেবেতি তাবৎ" ইতি। "কুলং" গৃহম্। "অমত্রাণি" পাত্রাণি ঘটশরাবাদীনি। আপেক্ষিকমবধারণং ন সর্ব্ববিষয়মিত্যর্থঃ।

ও ব্রহ্মজ্ঞানোপায় ভূত তপস্যায় গৌণ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং বিজ্ঞেয়-ব্রহ্মে মুখ্যার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, ঐ সম্ভূত শব্দও সেইরূপ জানিবে।

[কথং...পদ্যতে] আচ্ছা, আকাশ যদি অনুৎপন্ন অর্থাৎ নিত্যপদার্থই হয়, তাহা হইলে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এ প্রতিজ্ঞা কিরূপে সমর্থিত হইবে? ব্রহ্ম বিদিত হইলে সমস্তই বিদিত হয়, এ প্রতিজ্ঞাইবা কিরূপে 'সংরক্ষিত হইবে? নিত্য আকাশ মান্য করায় ব্রহ্মকে সদ্বিতীয় বলা হয় এবং ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে আকাশের জ্ঞান দূরে অবস্থান করে। ইহার সমাধান এইরূপঃ—'একই' এই কথাটী স্বকীয়কার্য্য অপেক্ষা প্রযুক্ত। এরূপ প্রয়োগ অসঙ্গত নহে, প্রত্যুত সঙ্গতই। [যথা...তদ্বৎ] যেমন কোন পুরুষ কুম্ভকার-গৃহে পূর্ব্বদিবসে মৃত্তিকা, দণ্ড ও চক্র প্রভৃতি দেখিল, তৎপর দিবস তদ্‌গৃহে ভাণ্ডাদি প্রসারিত দেখিল, দেখিয়া বলিল, 'কাল কেবল মৃত্তিকাই ছিল'। তাহার এই সাবধারণ বাক্যের ভাণ্ডাদি মৃৎকার্য্য ছিল না, এই অর্থই অভিপ্রেত, দণ্ডচক্রাদি ছিল না, এ অর্থ অভিপ্রেত নহে। তেমনি, 'একমেবাদ্বিতীয়ং' বাক্যের কার্য্যভূত জগৎ না থাকাই অভিপ্রেত, ইহাই অবধারণ করিবে। [অদ্বিতীয়...সিদ্ধিঃ] অপিচ, ঐ অদ্বিতীয় শ্রুতি অন্য অধিষ্ঠাতা থাকা নিষেধ করিয়াছেন। দেখা যায় বটে যে, ভাণ্ডাদি কার্য্যের প্রকৃতি মৃত্তিকা, তাহার অধিষ্ঠাতা কুম্ভকার, কিন্তু জগৎপ্রকৃতি

কুম্ভকারোঽধিষ্ঠাতা দৃশ্যতে, নৈবং ব্রহ্মণো জগৎপ্রকৃতেরন্যোঽধিষ্ঠাতাস্তীতি।

ন চ নভসাপি দ্বিতীয়েন সদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম প্রসজ্যতে। লক্ষণান্যত্বনিমিত্তং হি নানাত্বম্। ন চ প্রাগুৎপত্তের্ব্রহ্মনভসোর্লক্ষণান্যত্বমস্তি, ক্ষীরোদকয়োরিব সংসৃষ্টয়োর্ব্যাপিত্বামূর্ত্তত্বাদিধর্ম্মসামান্যাৎ। সর্গকালে তু ব্রহ্ম জগদুৎপাদয়িতুং যততে, স্তিমিতমিতরত্তিষ্ঠতি, তেনান্যত্বমবসীয়তে। তথাচাকাশশরীরং ব্রহ্মেত্যাদিশ্রুতিভ্যোঽপি ব্রহ্মাকাশয়োরভেদোপচারসিদ্ধিঃ। অত এব চ ব্রহ্মবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানসিদ্ধিঃ।

অপি চ, সর্ব্বং কার্য্যমুৎপদ্যমানমাকাশেনাব্যতিরিক্তদেশকালমেবোৎপদ্যতে, ব্রহ্মণা চাব্যতিরিক্তদেশকালমেবাকাশং

উপপত্ত্যন্তরমাহ—"ন চ নভসাপি" ইতি। অপিরভ্যুপগমে। যদি সর্ব্বাপেক্ষং, তথাপ্যদোষ ইত্যর্থঃ। "ন চ প্রাগুৎপত্তেঃ"। জগত ইতি শেষঃ। দ্বিতীয়ং চোদ্যমপাকরোতি—"অতএব চ ব্রহ্মবিজ্ঞানেন" ইতি। লক্ষণান্যত্বাভাবেনাকাশস্য ব্রহ্মণোঽনন্যত্বাদিতি।

অপি চ, অব্যতিরিক্তদেশকালমাকাশং ব্রহ্মণা চ ব্রহ্মকার্য্যৈশ্চ তদভিন্নস্বভাবৈঃ,

ব্রহ্মের ব্রহ্ম-ভিন্ন অন্য কোন লোক-দৃষ্টানুযায়ী অধিষ্ঠাতা নাই, ইহাও ঐ শ্রুতির অভিপ্রেত।

[নচ...সিদ্ধিঃ] অপিচ, আকাশ থাকিলেও তদ্দ্বারা ব্রহ্ম সদ্বিতীয় হইবেন না। কেন-না, ভিন্নলক্ষণাক্রান্ত পদার্থান্তর থাকিলেই নানাপদার্থ থাকা হয়। উৎপত্তির পূর্ব্বের আকাশ ও ব্রহ্ম সমলক্ষণ, সুতরাং তাহা নানাত্বের প্রয়োজক নহে। যেমন, দুগ্ধ ও জল পরস্পর পরিমিশ্রিত থাকিলে তদুভয়ের ব্যাপিত্বাদি ধর্ম্ম সমান, সেইরূপ। প্রভেদ এই যে, ব্রহ্ম জগৎ-উৎপাদনার্থ যত্নবান্ হন, আকাশ তৎকালে স্তিমিত (নিশ্চল) থাকে। মাত্র এই প্রভেদের দ্বারা আকাশের অন্যত্ব (ব্রহ্মভিন্নতা) নিশ্চয় হয়। "ব্রহ্ম আকাশ-শরীর" ইত্যাদি শ্রুতিতেও ব্রহ্মাকাশের অভেদোপচার আছে। সেই জন্য ব্রহ্মবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হইবার বাধা হয় না।

[অপিচ...ইদমাহ] আরও দেখ, যে-কিছু জন্মে, সমস্তই আকাশের দেশকালাদির অব্যতিরিক্ত এবং আকাশ আবার ব্রহ্মের দেশকালাদির অব্যতিরিক্ত। যেহেতু অব্যতিরিক্ত বা অপৃথক্, সেই হেতু ব্রহ্ম ও ব্রহ্মোৎপন্ন পদার্থ বিজ্ঞাত হইলে তৎসঙ্গে আকাশও বিজ্ঞাত হয়। যেমন দুগ্ধপূর্ণ কলসে

ভবতি, ইত্যতো ব্রহ্মণা তৎকার্য্যেণ চ বিজ্ঞাতেন সহ বিজ্ঞাতমেবাকাশং ভবতি। যথা ক্ষীরপূর্ণে ঘটে কতিচিদবিবন্দবঃ প্রক্ষিপ্তাঃ সন্তঃ ক্ষীরগ্রহণেনৈব গৃহীতা ভবন্তি। ন হি ক্ষীরগ্রহণাদবিবন্দুগ্রহণং পরিশিষ্যতে। এবং ব্রহ্মণা তৎকার্য্যৈশ্চাব্যতিরিক্তদেশকালত্বাদ্ গৃহীতমেব ব্রহ্মগ্রহণেন নভো ভবতি। তস্মাদ্ভাক্তং নভসঃ সম্ভবশ্রবণমিতি ॥ ২। ৩। ৫ ॥

এবং প্রাপ্ত ইদমাহ—

প্রতিজ্ঞাঽহানিরব্যতিরেকাচ্ছব্দেভ্যঃ ॥২।৩।৬॥

"যেনাশ্রুতং শ্রুতংভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্" ইতি, "আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাত ইদং সর্ব্বং বিদি-

অতঃ ক্ষীরকুম্ভপ্রক্ষিপ্তকতিপয়-পয়োবিন্দুবদ্ ব্রহ্মণি তৎকার্য্যে চ বিজ্ঞাতে নভো বিদিতং ভবতীত্যাহ—"অপি চ সর্ব্বং কার্য্যমুৎপদ্যমানম্" ইতি। এবং সিদ্ধান্তৈকদেশিমতে প্রাপ্ত ইদমাহ ॥ ২। ৩। ৫ ॥

ব্রহ্মবিবর্ত্তাত্মতয়া জগতস্তদ্বিকারস্য বস্তুতো ব্রহ্মণোঽভেদে ব্রহ্মণি জ্ঞাতে জ্ঞানমুপপদ্যতে। ন হি জগত্তত্ত্বং ব্রহ্মণোঽন্যৎ। তস্মাদাকাশমপি তদ্বিবর্ত্ততয়া তদ্বিকারঃ

কতিপয় জলবিন্দু প্রক্ষিপ্ত হইলে, তাদৃশ দুগ্ধের জ্ঞানে তদন্তর্গত জলবিন্দুরও জ্ঞান সিদ্ধ হয়, কলসস্থ দুগ্ধের জ্ঞান হইলে জলবিন্দুগুলি পৃথক্ থাকিল, এরূপ হয় না, তেমনি, আকাশও ব্রহ্মের ও ব্রহ্মোৎপন্ন পদার্থের সহিত অভিন্ন-দেশকালতা-হেতু ব্রহ্মাবগতির সঙ্গে অবগত (জ্ঞানের বিষয়) হয়, আকাশ তখন জ্ঞানের বিষয় হইতে অবশিষ্ট থাকে না। অতএব কোন কোন শ্রুতিতে যে, আকাশের উৎপত্তি শুনা যায়, সে উৎপত্তি ভাক্ত অর্থাৎ গৌণ (মুখ্য নহে)। ব্যাসদেব এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ অবগত হইয়া মুখ্যসিদ্ধান্ত বলিতেছেন ॥ ২। ৩। ৫ ॥

'যাহা শুনিলে অশ্রুতও শ্রুত হয়, যাহা মনোগোচর হইলে অমনোযোগের বস্তুও মনোগোচরীকৃত হয়, যাহা অবিজ্ঞাত, তাহাও বিজ্ঞাত হয়।' 'আত্মা দৃষ্ট, শ্রুত ও মত (মনোগোচরীকৃত) হইলে এ সমস্তই বিদিত হয়।' 'হে ভগবন্, কোন্ বস্তু বিজ্ঞাত হইলে জগৎ বিজ্ঞাত হয়?' প্রত্যেক বেদান্তে এইরূপ প্রতিজ্ঞা

* অব্যতিরেকাৎ কৃৎস্নস্য বস্তুজাতস্য ব্রহ্মসত্তাতিরিক্তসত্তাকত্বাভাবাৎ। শব্দেভ্যশ্চ কার্য্যকারণাভেদপ্রতিপাদনপরৈঃ শব্দৈঃ, প্রতিজ্ঞায়াঃ 'একমেবাঽদ্বিতীয়ং' 'ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি' ইত্যেবংরূপায়াঃ, অহানি অবাধঃ স্যাদিতি শেষঃ।

আকাশের উৎপত্তি স্বীকার করিলেও অব্যতিরেক-যুক্তিতে ও শ্রুত্যুক্ত কার্য্য-কারণাভেদ-যুক্তিতে 'একমেবাদ্বিতীয়ং' প্রতিজ্ঞার ও ব্রহ্ম জানিলে সমস্তই জানা হয়, এ প্রতিজ্ঞার হানি হয় না। (ভাষ্য ও ভাষ্যব্যাখ্যা দেখ)।

তম্" ইতি, "কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি" ইতি, "ন কাচন সদ্বহির্ধা বিদ্যাস্তি" ইতি চৈবংরূপা প্রতিবেদান্তং প্রতিজ্ঞা বিজ্ঞায়তে। তস্যাঃ প্রতিজ্ঞায়া এবমহানিরনুপরোধঃ স্যাৎ, যদ্যব্যতিরেকঃ কৃৎস্নস্য বস্তুজাতস্য বিজ্ঞেয়াদ্ব্রহ্মণঃ স্যাৎ। ব্যতিরেকে হি সতি একবিজ্ঞানেন সর্ব্বং বিজ্ঞায়ত-ইতীয়ং প্রতিজ্ঞা হীয়েত। স চাব্যতিরেক এবমুপপদ্যতে—যদি কৃৎস্নং বস্তুজাতমেকস্মাদ্ ব্রহ্মণ উৎপদ্যেত। শব্দেভ্যশ্চ প্রকৃতিবিকারাব্যতিরেকন্যায়েনৈব প্রতিজ্ঞাসিদ্ধিরবগম্যতে। তথা হি "যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি" ইতি প্রতিজ্ঞায় মৃদাদিদৃষ্টান্তৈঃ কার্য্যকারণাভেদপ্রতিপাদনপরৈঃ প্রতিজ্ঞৈষা সমর্থ্যতে, তৎ-সাধনায়ৈব চোত্তরে শব্দাঃ "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবা-দ্বিতীয়ং" "তদৈক্ষত", "তত্তেজোঽসৃজত" ইতি। এবং কার্য্যজাতং ব্রহ্মণঃ প্রদর্শ্যাব্যতিরেকং প্রদর্শয়ন্তি "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্"

সৎতজ্জ্ঞানেন জ্ঞাতং ভবতি, নান্যথা। অবিকারত্বে তু, তত্তত্ত্বান্তরং ন ব্রহ্মণি বিদিতে বিদিতং ভবতি। ভিন্নয়োস্ত লক্ষণান্যত্বাভাবেঽপি দেশকালভেদেঽপি নান্যতরজ্ঞানেনান্যতরজ্ঞানং ভবতি। ন হি ক্ষীরস্য পূর্ণকুম্ভে ক্ষীরে গৃহ্যমাণে

(একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞা) দৃষ্ট হয়। এরূপ প্রতিজ্ঞার হানি বা বাধ হয় না, যদি এ সকল বিজ্ঞেয় ব্রহ্মের অব্যতিরিক্ত হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত (ব্রহ্ম ছাড়া) না হয়। ব্যতিরেক হইলে অবশ্যই একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতি-জ্ঞার হানি হইবেক। অব্যতিরেক জ্ঞান জন্মিতে বা হইতে পারে, যদি সমস্ত বস্তু এক ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। শাস্ত্র যে, কার্য্য-কারণের অব্যতিরেক অর্থাৎ অভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্দ্বারাও ঐ প্রতিজ্ঞা (একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান) সিদ্ধ হইতে পারে। [তথা হি...সমাপ্তেঃ] শাস্ত্র, "যাহার শ্রবণে অশ্রুতও শ্রুত হয়" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পশ্চাৎ কার্য্যকারণের অভেদ প্রতিপাদক মৃত্তিকাদির দৃষ্টান্ত দেখাইয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞার সমর্থন করিয়াছেন এবং তাহারই পোষকতায় "সৃষ্টির পূর্ব্বে এ সকল সৎ-স্বরূপ ছিল, তাহা এক ও অদ্বিতীয়। সেই সৎ আলো-চনা করিলেন, আলোচনান্তে তিনিই তেজঃ সৃষ্টি করিলেন" এইরূপ এইরূপ বাক্য বলিয়াছেন। অপিচ, প্রদর্শিতক্রমে এ সকলের ব্রহ্মোদ্ভবতা প্রদর্শনপূর্ব্বক ব্রহ্মোৎ-পন্ন জগতের সহিত ব্রহ্মের অব্যতিরেক (অভেদ) "এ সমস্তই তদাত্মক অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মক" এতদ্বাক্য হইতে প্রপাঠক (অধ্যায়) সমাপ্তি পর্য্যন্ত একটী সন্দর্ভে

ইত্যারভ্যাপ্রপাঠকসমাপ্তেঃ। তদ্ যদ্যাকাশং ন ব্রহ্মকার্য্যং স্যাৎ, ন ব্রহ্মণি বিজ্ঞাত আকাশং বিজ্ঞায়েত। ততশ্চ প্রতিজ্ঞাহানিঃ স্যাৎ। ন চ প্রতিজ্ঞাহান্যা বেদস্যাপ্রামাণ্যং যুক্তং কর্ত্তুম্। তথা চ প্রতিবেদান্তং তে তে শব্দাস্তেন তেন দৃষ্টান্তেন তামেব প্রতিজ্ঞাং জ্ঞাপয়ন্তি "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" "ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্" ইত্যেবমাদয়ঃ। তস্মাজ্জ্বলনাদিবদেব গগনমপ্যুৎপদ্যতে।

যদুক্তমশ্রুতের্ন বিয়দুৎপদ্যত ইতি, তদযুক্তম্। বিয়দুৎপত্তিবিষয়শ্রুত্যন্তরস্য দর্শিতত্বাৎ "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইতি। সত্যং দর্শিতং, বিরুদ্ধন্তু তৎ, "তত্তেজোঽসৃজত" ইত্যনেন শ্রুত্যন্তরেণ, ন, একবাক্যত্বাৎ। সর্ব্বশ্রুতীনাং ভবত্যেকবাক্যত্বমবিরুদ্ধানাম্, ইহ তু বিরোধ উক্তঃ,—সকৃচ্ছ্রুতস্য স্রষ্টুঃ স্রষ্টব্যদ্বয়সম্বন্ধাসম্ভবাৎ, দ্বয়োশ্চ প্রথমজত্বাসম্ভবাদ্বি-

---

সৎস্বপি পাথোবিন্দুবু পাথস্তত্ত্বপ্রতিজ্ঞাতত্বমস্তি বিজ্ঞানং, তস্মান্ন তে ক্ষীরে বিদিতে বিদিতা ইতি প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তপ্রচয়ানুপরোধায় বিয়ত উৎপত্তিরকামেনাভ্যুপেয়েতি।
তদেবং সিদ্ধান্তৈকদেশিনি দূষিতে পূর্ব্বপক্ষী স্বপক্ষে বিশেষমাহ—"সত্যং

দেখাইয়াছেন। [তদ্ যস্তাকাশং...পদ্যতে] এখন বিবেচনা কর, আকাশ যদি ব্রহ্মোৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের জ্ঞানে আকাশের জ্ঞান হইতে পারে না, সুতরাং একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞার হানি হয়। প্রতিজ্ঞাহানি স্বীকার করিয়া বেদকে অপ্রমাণ বলা যুক্তিসিদ্ধ নহে। প্রমাণভূত প্রত্যেক বেদের শিরোভাগে (বেদান্তে) সেই সেই শব্দ সেই সেই দৃষ্টান্তের উল্লেখ করতঃ সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা জানাইয়াছেন। "এ সমস্তই আত্মা।" "সম্মুখে যে কিছু দেখ—সমস্তই ব্রহ্ম" ইত্যাদি। অতএব, তেজের ন্যায় আকাশও উৎপন্ন পদার্থ।

[যদুক্তং...সম্ভবাচ্চেতি] বলিয়াছিলে যে, শ্রুতি বলেন নাই বলিয়া আকাশ অনুৎপন্ন পদার্থ, তাহা ন্যায্য নহে। কেন-না, ছান্দোগ্য শ্রুতিতে আকাশের উৎপত্তি-শ্রবণ না থাকিলেও, তাহা "সেই এই পরমাত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হইয়াছে" এই তৈত্তিরীয়-শ্রুতিতে আছে, এবং তাহা দেখান হইয়াছে। যদি বল, দেখাইয়াছ সত্য; কিন্তু তাহা "তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন" এই শ্রুতির বিরোধী, (বিরোধ হেতু তাহা তদর্থে অপ্রমাণ), অবিরুদ্ধ দুই তিন বা ততোঽধিক বাক্য এক করিয়া অবিরোধ সম্পাদন করা যায় সত্য; কিন্তু তাহা উদাহৃত স্থলে অসম্ভব। উদাহৃত স্থলে বিরোধ কি? কিসে একবাক্যতার বাধা হয়? তাহা বলাই হইয়াছে। প্রদর্শিত শ্রুতিদ্বয়ে একবার মাত্র তৎশব্দ-বোধ্য স্রষ্টার উল্লেখ আছে, সুতরাং তাহার সহিত এক সময়ে দুই স্রষ্টব্যের অন্বয় বা সম্বন্ধ হইতে

কল্পাসম্ভবাচ্চেতি। নৈষ দোষঃ। তেজঃসর্গস্য তৈত্তিরীয়কে তৃতীয়ত্বশ্রবণাৎ "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত আকাশাদ্বায়ুর্ব্বায়োরগ্নিঃ" ইতি। অশক্যা হীয়ং শ্রুতিরন্যথা পরিণেতুং, শক্যা পরিণেতুং ছান্দোগ্যশ্রুতিঃ, তদাকাশং বায়ুঞ্চ সৃষ্ট্বা তত্তেজোঽসৃজতেতি। ন হীয়ং শ্রুতিস্তেজোজনিপ্রধানা সতী শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধামাকাশস্যোৎপত্তিং বারয়িতুং শক্নোতি, একস্য বাক্যস্য ব্যাপারদ্বয়াসম্ভবাৎ। স্রষ্টা ত্বেকোঽপি ক্রমেণানেকং

দর্শিতম্" অতএব "বিরুদ্ধন্তু তৎ" ইতি। সিদ্ধান্তসারমাহ—"নৈষ দোষস্তেজঃসর্গস্য তৈত্তিরীয়কে" ইতি। শ্রুত্যোরন্যথোপপদ্যমানান্যথানুপপদ্যমানয়োরন্যথানুপপদ্যমানা বলবতী তৈত্তিরীয়কশ্রুতিঃ। ছান্দোগ্যশ্রুতিশ্চান্যথোপপদ্যমানা দুর্ব্বলা। নম্বসহায়ং তেজঃ প্রথমমবগম্যমানং সসহায়ত্বেন বিরুধ্যত ইত্যুক্তম্, অত আহ—"ন হীয়ং শ্রুতিস্তেজোজনিপ্রধানা" ইতি। সর্গসংসর্গঃ শ্রৌতঃ, ভেদস্ত্বার্থঃ। স চ শ্রুত্যন্তরেণ বিরোধিনা বাধ্যতে জঘন্যত্বাৎ। ন চ তেজঃপ্রমুখসর্গসংসর্গবদসহায়ত্বমপ্যস্য শ্রৌতং, কিন্তু ব্যতিরেকলভ্যম্। ন চ শ্রুতেন তদপবাদবাধনে শ্রুতস্য তেজঃসর্গস্যানুপপত্তিঃ। তদিদমুক্তম্।—তেজোজনিপ্রধানেতি। স্যাদেতৎ। যদ্যেকং বাক্যমনেকার্থং ন ভবত্যেকস্য ব্যাপারদ্বয়াসম্ভবাৎ। হন্ত ভোঃ কথমেকস্য স্রষ্টুরনেকব্যাপারত্বমবিরুদ্ধমিত্যত আহ "স্রষ্টা ত্বেকোঽপি" ইতি। বৃদ্ধপ্রয়োগা-

---

পারে না। অপিচ, উভয়ের প্রাথম্য ও বিকল্প, উভয়ই অসম্ভব। (বিকল্প= শাখাভেদে ও বিষয়ভেদে ব্যবস্থা। তাদৃশী ব্যবস্থা ক্রিয়ায় বা কর্ত্তব্যবিষয়েই সম্ভবে, বস্তুবিজ্ঞানে সম্ভবে না। কেন-না, যাহা বস্তু, তাহা সকল শাখায় ও সকল কালে একরূপ*)। [নৈষ...সম্ভবাৎ] এ বিষয়ে প্রধান সিদ্ধান্তী (শঙ্কর) বলেন, ঐ দোষ হয় না অর্থাৎ একবাক্য হয়। কারণ এই যে, তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে তেজ তৃতীয় স্থানে পঠিত। যথা—"সেই এই পরমাত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হইয়াছে, আকাশ হইতে বায়ু ও বায়ু হইতে তেজ সম্ভূত হইয়াছে।" এ শ্রুতির অন্যথা (অন্যপ্রকার অর্থ) করিতে পার না; কিন্তু ছান্দোগ্যশ্রুতির অন্যার্থ (অধিকার্থ) করিতে পার। অর্থাৎ তিনি আকাশ ও বায়ু সৃষ্টি করিয়া তেজ সৃষ্টি করিয়াছেন, এইরূপ পরিণাম বা অর্থ করিতে পার।* ছান্দোগ্য শ্রুতিযখন প্রাধান্যরূপে তেজোজন্মবাদিনী, তখন তাহার দ্বারা আর শ্রুত্যন্তর প্রসিদ্ধ আকাশোৎপত্তির নিষেধ করিতে পার না। কারণ, একবাক্যের দুই ব্যাপার (তেজ উৎপত্তির বিধান ও আকাশোৎপত্তির নিষেধ, এতদ্রূপ দুই অর্থ) অসম্ভব। [স্রষ্টা...মর্হতি] যদিও স্রষ্টা এক, তথাপি তিনি ক্রমে অনেক স্রষ্টব্যের সৃষ্টি করিতে পারেন। তদ্দৃষ্টান্তে যখন একবাক্য (প্রোক্তবাক্যদ্বয় এক হইয়া একবিধ

স্রষ্টব্যং স্বজেৎ, ইত্যেকবাক্যত্বকল্পনায়াং সম্ভবন্ত্যাং ন বিরুদ্ধার্থত্বেন শ্রুতির্হাতব্যা।

ন চাস্মাভিঃ সকৃচ্ছ্রুতস্য স্রষ্টুঃ স্রষ্টব্যদ্বয়সম্বন্ধোঽভিপ্রেয়তে, শ্রুত্যন্তরবশেন স্রষ্টব্যান্তরোপসংগ্রহাৎ। যথা চ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, তজ্জলান্" ইত্যত্র সাক্ষাদেব সর্ব্বস্য বস্তুজাতস্য ব্রহ্মজত্বং শ্রূয়মাণং ন প্রদেশান্তরবিহিতং তেজঃপ্রমুখমুৎপত্তিক্রমং বারয়তি, এবং তেজসোঽপি ব্রহ্মজত্বং শ্রূয়মাণং ন শ্রুত্যন্তরবিহিতং নভঃপ্রমুখমুৎপত্তিক্রমং বারয়িতুমর্হতি। নন্থ শমবিধানার্থমেতদ্বাক্যং, "তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত" ইতি শ্রুতের্নৈতৎ সৃষ্টিবাক্যং, ন তস্মাদেতৎ প্রদেশান্তরপ্রসিদ্ধং ক্রমমুপরোদ্ধুমর্হতি, তত্তেজোঽসৃজতেত্যেতৎ সৃষ্টিবাক্যং, তস্মাদত্র যথাশ্রুতি ক্রমো গ্রহীতব্য ইতি। নেত্যুচ্যতে। ন হি তেজঃপ্রাথ-

ধীনাবধারণং শব্দসামর্থ্যং, ন চাস্তবৃত্তস্য শব্দস্য ক্রমাক্রমাভ্যামনেকত্রার্থে ব্যাপারঃ, দৃষ্টন্তু ক্রমাক্রমাভ্যামেকস্যাপি কর্ত্তুরনেকব্যাপারত্বমিত্যর্থঃ।

ন চাস্মিন্নর্থ একস্য বাক্যস্য ব্যাপারঃ, অপি তু ভিন্নানাং বাক্যানামিত্যাহ—"ন চাস্মাভিঃ" ইতি। সুগমম্। চোদয়তি—"নন্থ শমবিধানার্থম্" ইতি। যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থঃ, ন চৈষ সৃষ্টিপরোঽপি তু শমপর ইত্যর্থঃ। পরিহরতি

অর্থের প্রকাশক) হইবার সম্ভাবনা আছে, তখন আর বিরুদ্ধার্থতা দেখাইয়া একতরের পরিত্যাগ বা গৌণার্থ কল্পনা করিতে পার না।

সকৃদুচ্চরিত (সকৃৎ=একবার কথিত) স্রষ্টার সহিত স্রষ্টব্যদ্বয়ের অন্বয় (সম্বন্ধ) করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। আমরা অন্য শ্রুতি হইতে স্রষ্টব্যান্তরের সংগ্রহ (আকর্ষণপূর্ব্বক যোজনা) করিব। "এ সমস্তই ব্রহ্ম। কেন-না, "এ সকল ব্রহ্ম হইতে জন্মিয়াছে, ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হয় ও ব্রহ্মে অবস্থিত আছে।" এই শ্রুতিতে যেমন সমুদায় বস্তুর সাক্ষাৎ ব্রহ্মোৎপন্নতা শুনা যায়, অথচ এতদ্দ্বারা শ্রুত্যন্তর-বিহিত তেজ-আদিক উৎপত্তিক্রম প্রতিষিদ্ধ হয় না, তেমনি, তেজের সাক্ষাৎ ব্রহ্মজত্ব শ্রুত হইলেও তাহা শ্রুত্যন্তরবোধিত আকাশাদিক উৎপত্তিক্রমের নিষেধক হয় না। [নন্থ...ক্রমস্য] যদি বল, শান্তিগুণের বিধানার্থ ঐ বাক্য অভিহিত হইয়াছে, সুতরাং "তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত" এ শ্রুতি সৃষ্টিপরা (সৃষ্টিবোধিকা) নহে, প্রত্যুত শান্তিবিধান-পরা; তৎকারণে উহা শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধ ক্রমের আকর্ষক বা বোধক হইতে পারে না, "তিনি তেজ

ম্যানুরোধেন শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধো বিয়ৎপদার্থঃ পরিত্যক্তব্যো ভবতি, পদার্থধর্ম্মত্বাৎ ক্রমস্য। অপি চ, "তত্তেজোঽসৃজত" ইতি নাত্র ক্রমস্য বাচকঃ কশ্চিচ্ছব্দোঽস্তি, অর্থাত্তু ক্রমো গম্যতে, স চ বায়োরগ্নিরিত্যনেন শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধেন ক্রমেণ নিবার্য্যতে। বিকল্পসমুচ্চয়ৌ তু বিয়ত্তেজসোঃ প্রথমজত্ববিষয়াবসম্ভবানভ্যুপগমাভ্যাং নিবারিতৌ। তস্মান্নাস্তি শ্রুত্যোর্ব্বিপ্রতিষেধঃ।

অপি চ, ছান্দোগ্যে "যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি" ইত্যেতাং প্রতিজ্ঞাং বাক্যোপক্রমে শ্রুতাং সমর্থয়িতুমসমাম্নাতমপি বিয়ৎ উৎপত্তাবুপসঙ্খ্যাতব্যং, কিমঙ্গ পুনস্তৈত্তিরীয়কে সমাম্নাতং নভো ন সংগৃহ্যতে। যচ্চোক্তমাকাশস্য সর্ব্বেণানন্যদেশকালত্বাদ্-

—"ন হি তেজঃপ্রাথম্যানুরোধেন" ইতি। গুণত্বাদার্থত্বাচ্চ ক্রমস্য শ্রুতপ্রধানপদার্থবিরোধাৎ তত্ত্যাগোঽযুক্ত ইত্যর্থঃ।

সিংহাবলোকিতন্যায়েন বিয়দনুৎপত্তিবাদিনং প্রত্যাহ—"অপি চ ছান্দোগ্যে"ইতি। যৎপুনরন্যথা প্রতিজ্ঞোপপাদনং কৃতং, তদ্দূষয়তি—"যচ্চো-

সৃষ্টি করিলেন" এইটাই সৃষ্টিবাক্য, সুতরাং এতদ্বাক্যে যদ্রূপ ক্রম আছে, তদ্রূপ ক্রমই 'গ্রহণীয়; (তেজের প্রাথম্য শ্রুত হইয়াছে; সুতরাং তাহাই গ্রাহ্য)। আমরা বলি, তাহা নহে। অর্থাৎ ঐরূপ বলিতে পার না। কেন-না, তেজঃপ্রাথম্যের অনুরোধে শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধ আকাশের পরিত্যাগ অন্যায্য। ক্রম পদার্থের ধর্ম্ম, তাহা অপ্রধান, অপ্রধানের অনুরোধে প্রধানের ত্যাগ অবশ্যই অন্যায্য। [অপি...ষেধঃ] আরও দেখ, "তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন" এ বাক্যে ক্রমবোধক (প্রথমেই তেজের সৃষ্টি? কি পদার্থান্তর সৃষ্টির পরে তেজের সৃষ্টি?) তন্নিশ্চায়ক শব্দ নাই। শব্দ না থাকায় তাহা উহ্য করিয়া লইতে হয়। কিন্তু "বায়ু হইতে অগ্নি" এই ক্রম উহ্য-ক্রমের বাধা জন্মায়। আকাশের ও তেজের উৎপত্তিগত বিকল্প ও সমুচ্চয় (সমুচ্চয়=একসঙ্গে) পূর্ব্বেই নিবারিত হইয়াছে। বিচারের উপসংহার এই যে, প্রদর্শিত কারণে ছান্দোগ্য-শ্রুতি ও তৈত্তিরীয়শ্রুতি বিরুদ্ধবাদিনী নহে।

[অপিচ...গৃহ্যতে] অধিক কি বলিব, দেখাইব, ছান্দোগ্য-শ্রুতির প্রকরণবিশেষের প্রারম্ভে "যাহার শ্রবণে সমস্তই শ্রুত হয়" এই প্রতিজ্ঞা থাকায় তাহার সমর্থনার্থ (সঙ্গতার্থ করিবার জন্য) যখন অনুক্ত আকাশকেও উপসংহৃত (স্থানান্তর হইতে সংগৃহীত) করিতে হয়, তখন কি জন্য তৈত্তিরীয়-শ্রুতি-কথিত আকাশের উপসংখ্যান না হইবে? [যচ্চোক্ত...গম্যতে] বলিয়াছিলে যে, ব্রহ্মের ও ব্রহ্মোদ্ভব পদার্থের সহিত আকাশের সমদেশতা ও সমকালতা বিধায়

ব্রহ্মণা তৎকার্য্যৈশ্চ সহ বিদিতমেব তদ্ভবতি, অতো ন প্রতিজ্ঞা হীয়তে। ন চ "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইতি শ্রুতিকোপো ভবতি, ক্ষীরোদকবদ্ ব্রহ্ম-নভসোরব্যতিরেকোপপত্তেরিতি। অত্রোচ্যতে। ন ক্ষীরোদকন্যায়েনেদমেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং নেতব্যম্। মৃদাদিদৃষ্টান্তপ্রণয়নাদ্ধি প্রকৃতিবিকারন্যায়েনৈবেদং সর্ব্ববিজ্ঞানং নেতব্যমিতি গম্যতে। ক্ষীরোদকন্যায়েন চ সর্ব্ববিজ্ঞানং কল্প্যমানং ন সম্যগ্বিজ্ঞানং স্যাৎ। ন হি ক্ষীরজ্ঞানগৃহীতস্যোদকস্য সম্যগ্বিজ্ঞানগৃহীতত্বমস্তি।

ন চ বেদস্য পুরুষাণামিব মায়ালীকবঞ্চনাদিভিরর্থাবধারণমুপপদ্যতে। সাবধারণা চেয়মেকমেবাদ্বিতীয়মিতি শ্রুতিঃ ক্ষীরোদ-

কম্" ইতি। দৃষ্টান্তানুরূপত্বাদ্দার্ষ্টান্তিকস্য, তস্য চ প্রকৃতিবিকাররূপত্বাদ্দার্ষ্টান্তিকস্যাপি তথাভাবঃ। অপি চ, ভ্রান্তিমূলকৈতদ্বচনমেকমেবাদ্বিতীয়মিতি তোয়ে ক্ষীরবুদ্ধিবৎ, ঔপচারিকং বা সিংহো মানবক ইতিবৎ। তত্র ন তাবদ্ ভ্রান্তমিত্যাহ—"ক্ষীরোদকন্যায়েন" ইতি। ভ্রান্তের্বিপ্রলম্ভাভিপ্রায়স্য চ পুরুষধর্ম্মত্বাদপৌরুষেয়ে তদসম্ভব ইত্যর্থঃ।

নাপ্যৌপচারিকমিত্যাহ—"সাবধারণা চেয়ম্" ইতি। কামমুপচারাদন্যে-

ব্রহ্মের জ্ঞানেই আকাশের জ্ঞানও সিদ্ধ হয়, সুতরাং একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞার ব্যাঘাত হয় না, "একমেবাদ্বিতীয়ং" শ্রুতিও বজায় থাকে, দুগ্ধোদকের ন্যায় ব্রহ্মাকাশের অভেদও উপপন্ন হয়। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার প্রতিজ্ঞা দুগ্ধোদকের দৃষ্টান্তে সুস্থির হইতে পারে না। শ্রুতি মৃত্তিকাদির দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, সুতরাং ঐ সর্ব্ববিজ্ঞান প্রকৃতি-বিকৃতি-ভাবে গ্রহণ বা সমর্থন করিতে হইবেক। [ক্ষীরোদক... পীড্যেত] শ্রুত্যুক্ত সর্ব্ববিজ্ঞানকে ক্ষীরনীরের সমান কল্পনা করিতে গেলে তাহা কোনও ক্রমে সম্যক্‌জ্ঞান হইবে না। ক্ষীরের সঙ্গে জল আছে সত্য; কিন্তু তাহা ক্ষীর জ্ঞানের দ্বারা গৃহীত (বিদিত) হয় না। দুগ্ধই ক্ষীর জ্ঞানের গোচর হয়, জল তাহার অন্তর্নিবিষ্ট থাকিলেও তাহা তজ্‌জ্ঞানের অগোচরে থাকে। দুগ্ধের জ্ঞানে অন্তর্নিবিষ্ট জলের জ্ঞান, এতৎপ্রণালীর জ্ঞান সম্যক্‌জ্ঞান নহে। মনুষ্যের ভ্রান্তি আছে, তদ্গ্রস্ত হইয়া তাহারা মিথ্যা বাক্য উচ্চারণ করে, বঞ্চনাও করে, অযথারূপে অন্যের বোধ জন্মায়, কিন্তু বেদ সেরূপ করিবেন কেন? নির্দ্দোষ ও স্বতঃপ্রমাণ বেদবাক্যের অর্থ সদোষ পুরুষবাক্যের অর্থের সহিত সমান হইতে পারে না। অতএব, "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই সর্ব্বদ্বৈতনিষেধিনী শ্রুতি দুগ্ধোদকের দৃষ্টান্তে নীয়মানা হওয়ার অযোগ্য। অর্থাৎ ঐরূপ গৌণার্থ কল্পনা

কন্যায়েন নীয়মানা পীড্যেত। ন চ স্বকার্য্যাপেক্ষয়েদং বস্ত্বেকদেশবিষয়ং সর্ব্ববিজ্ঞানমেকাদ্বিতীয়তাবধারণঞ্চেতি ন্যায্যম্। মৃদাদিষ্বপি হি তৎসম্ভবাৎ ন তদপূর্ব্ববদুপন্যসিতব্যং ভবতি—"শ্বেতকেতো, যন্নু সোম্যেদং মহামনা অনূচানমানী স্তব্ধোঽসি, উত তমাদেশমপ্রাক্ষো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি" ইত্যাদিনা। তস্মাদশেষবস্তুবিষয়মেবেদং সর্ব্ববিজ্ঞানং সর্ব্বস্য ব্রহ্মকার্য্যতাপেক্ষয়োপন্যস্যত ইতি দ্রষ্টব্যম্॥ ২। ৩। ৬॥

যৎপুনরেতদুক্তমসম্ভবাদ্গৌণী গগনস্যোৎপত্তিশ্রুতিরিতি, তত্র ক্রমঃ—

কত্বমবধারণাঽদ্বিতীয়পদে নোপপদ্যতে। ন হি মণিবকে সিংহত্বমুপচর্য্য ন সিংহাদন্যোঽস্তি মনাগপি মাণবক ইতি বদন্তি লৌকিকাঃ। তস্মাদ্ব্রহ্মত্বমৈকান্তিকং জগতো বিবক্ষিতং শ্রুত্যা, ন ত্বৌপচারিকম্। অভ্যাসে হি ভূয়স্ত্বমর্থস্য ভবতি, নত্বল্পত্বমপি, প্রাগেবৌপচারিকত্বমিত্যর্থঃ। "ন চ স্বকার্য্যাপেক্ষয়া," ইতি। নিঃশেষবচনঃ স্বরসতঃ সর্ব্বশব্দো নাসতি শ্রুত্যন্তরবিরোধ একদেশবিষয়ো যুজ্যত-ইত্যর্থঃ॥ ২। ৩। ৬॥

আকাশস্যোৎপত্তৌ প্রমাণান্তরবিরোধমুক্তমনুভাষ্য তস্য প্রমাণান্তরস্য প্রমাণান্তরবিরোধেনাপ্রমাণভূতস্য ন গৌণত্বাপাদনসামর্থ্যমত আহ—

করিতে গেলে উহাকে উপন্যাসাদির ন্যায় অপ্রমাণ বলা হয়; পরন্তু তাহা ইষ্ট নহে, প্রত্যুত অনিষ্ট।

[ন চ...দিনা] ঐ সর্ব্ববিজ্ঞান ও অদ্বৈত ঐকদেশিক, বস্তুতত্ত্বের একদেশবিষয়ক অর্থাৎ আংশিক, এরূপ বলাও ন্যায্য নহে। কেন-না, সেরূপ সর্ব্ববিজ্ঞান ও সেরূপ অদ্বৈতভাব আকাশের কেন, মৃত্তিকাদির পক্ষেও সম্ভব হইতে পারে। অতএব, "হে শ্বেতকেতো, তুমি যে মহামনা ও বিজ্ঞাভিমানী হইতেছে, গুরুকে কি সেরূপ জিজ্ঞাস্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে? যাহা শুনিলে অশ্রুতও শ্রুত হয়?" ইত্যাদি শ্রুতিকে অদ্ভুতবিন্যাস উপন্যাসের সহিত সমান করিতে পার না। [তস্মা..ক্রমঃ] ফলিতার্থ এই যে, ঐ সর্ব্ববিজ্ঞান প্রদর্শিত কারণে অশেষবস্তুবিষয়ক এবং তাহা সর্ব্ববস্তুর ব্রহ্মোদ্ভবতা বিধায় ঐরূপেই উপন্যস্ত। এই আর এক কথা বলিয়াছিলে যে, আকাশের উৎপত্তি অসম্ভব; সুতরাং তৈত্তিরীয় শ্রুত্যুক্ত উৎপত্তি মুখ্য উৎপত্তি নহে; কিন্তু গৌণ; এক্ষণে তাহার প্রত্যুত্তর দিতেছি॥ ২। ৩। ৬॥

যাবদ্বিকারস্তু বিভাগো লোকবৎ ॥২।৩।৭॥*

তু-শব্দোঽসম্ভবাশঙ্কায়া ব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। ন খল্বাকাশোৎপত্ত্যসম্ভবাশঙ্কা কর্ত্তব্যা, যতো যাবৎ কিঞ্চিদ্বিকারজাতং দৃশ্যতে—ঘটঘটিকোদঞ্চনাদি বা, কটককেয়ূরকুণ্ডলাদি বা, সূচীনারাচনিস্ত্রিংশাদি বা, তাবানেব বিভাগো লোকে লক্ষ্যতে, ন ত্ববিকৃতং কিঞ্চিৎ কুতশ্চিদ্বিভক্তমুপলভ্যতে। বিভাগশ্চাকাশস্য পৃথিব্যাদিভ্যোঽবগম্যতে, তস্মাৎ সোঽপি বিকারো ভবিতুমর্হতি। এতেন দিক্কালমনঃপরমাণ্বাদীনাং কার্য্যত্বং ব্যাখ্যাতম্।

নন্বাত্মাপ্যাকাশাদিভ্যো বিভক্ত ইতি তস্যাপি কার্য্যত্বং

সোঽয়ং প্রয়োগঃ—আকাশদিক্কালমনঃপরমাণবো বিকারাঃ, আত্মান্যত্বে সতি বিভক্তত্বাৎ ঘটশরাবোদঞ্চনাদিবদিতি।

"সর্ব্বং কার্য্যং নিরাত্মকম্" ইতি। নিরুপাদানং স্যাদিত্যর্থঃ। শূন্যবাদশ্চ নিরাকৃতঃ স্বয়মেব শ্রুত্যোপন্যস্ত—"কথমসতঃ সজ্জায়েত"ইতি। উপপাদিতঞ্চ তন্নিরাকরণমধস্তাদিতি। আত্মত্বাদেবাত্মনঃ প্রত্যগাত্মনো নিরাকরণাশঙ্কানুপপত্তিঃ।

সূত্রস্থ তু-শব্দ আকাশোৎপত্তি-বিষয়ক অসম্ভাবনার নিবারক। অর্থ এই যে, আকাশোৎপত্তি-বিষয়ে সন্দেহ করা কর্ত্তব্য নহে। হেতু এই যে, এতল্লোকে, যে কিছু বিকৃত অর্থাৎ জন্যপদার্থ,—ঘট, ঘটিকা (ছোট ঘট), উদঞ্চন (জালা), কটক (অলঙ্কার-বালা), কেয়ূর (অলঙ্কার-বিশেষ), কুণ্ডল, সূচ, নারাচ, খড়্গ প্রভৃতি, সমস্তই বিভক্ত—পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত। অবিকৃত অথচ বিভক্ত,—পদার্থান্তর হইতে পৃথক্, এরূপ দেখা যায় না। আকাশ পৃথিব্যাদি হইতে বিভক্ত অর্থাৎ পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিত। যেহেতু বিভক্ত, সেই হেতু তাহাও বিকার অর্থাৎ উৎপত্তিমান্। পরসম্মত দিক্, কাল, মন, পরমাণু, এবং অন্যান্য পদার্থও ঐ প্রকারে উৎপত্তিমান্, ইহাও এতদ্দ্বারা বলা হইল।

[নন্বাত্মা…প্রসজ্যেত] আত্মা আকাশাদি হইতে বিভক্ত, পৃথক্, তদনুসারে আত্মাও জন্মবান্, এরূপ বলিতে পার না। কেন না, শ্রুতি—আত্মা হইতে আকাশ,

* তু-শব্দঃ শঙ্কাং ব্যবচ্ছিনত্তি। ন খল্বাকাশস্যোৎপত্ত্যসম্ভবাশঙ্কা কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ। যতো যাবন্তো বিকারাঃ, তাবন্ত এক-বিভাগা দৃশ্যন্তে লোকবৎ লোক ইবেত্যর্থঃ। যো বিভক্তঃ, স বিকারঃ, যস্ত্ববিভক্তঃ, স ন বিকার ইত্যন্বয়ব্যতিরেকব্যাপ্তিবলেনাকাশস্যোৎপত্ত্যসম্ভবাশঙ্কা নিরস্তেতি সূত্রার্থঃ।

আকাশের উৎপত্তি অসম্ভব নহে। প্রত্যুত অনুমানপ্রমাণে তাহা প্রমিত হয়। যে কিছু বিকার অর্থাৎ জন্মবান্, সমস্তই বিভক্ত। যাহা জন্মবান্ নহে, তাহা বিভক্তও নহে। এই অব্যভিচরিত ব্যাপ্তি হইতে যে অনুমান উত্থিত হয়, সেই অনুমান আকাশোৎপত্তির সম্ভাবক অর্থাৎ স্থাপক।

ঘটাদিবৎ প্রাপ্নোতি, ন, "আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইতি শ্রুতেঃ। যদি হ্যাত্মাপি বিকারঃ স্যাৎ, তস্মাৎ পরমন্যম্ন শ্রুতমিত্যাকাশাদি সর্ব্বং কার্য্যং নিরাত্মকমাত্মনঃ কার্য্যত্বে স্যাৎ। তথা চ শূন্যবাদঃ প্রসজ্যেত। আত্মত্বাদেবাত্মনো নিরাকরণাশঙ্কানুপপত্তিঃ। ন হ্যাত্মাগন্তুকঃ কস্যচিৎ, স্বয়ং সিদ্ধত্বাৎ। ন হ্যাত্মাত্মনঃ প্রমাণমপেক্ষ্য সিধ্যতি; তস্য হি প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি অসিদ্ধপ্রমেয়সিদ্ধয়ে উপাদীয়ন্তে। ন হ্যাকাশাদয়ঃ পদার্থাঃ প্রমাণনিরপেক্ষাঃ স্বয়ংসিদ্ধাঃ কেনচিদভ্যুপগম্যন্তে। আত্মা তু প্রমাণাদিব্যবহারাশ্রয়ত্বাৎ প্রাগেব প্রমাণাদিব্যবহারাৎ সিধ্যতি। ন চেদৃশস্য নিরাকরণং সম্ভবতি। আগন্তুকং হি বস্তু নিরাক্রিয়তে,

---

এতদুক্তং ভবতি—সোপাদানং চেৎ কার্য্যং, তত আত্মৈবোপাদানমুক্তং, তস্যৈবোপাদানত্বেন শ্রুতেরুপাদানান্তরকল্পনানুপপত্তেরিতি। স্যাদেতৎ। অস্ত্বাত্মোপাদানমস্য জগতঃ, তস্য তূপাদানান্তরমশ্রূয়মানমপ্যস্তুবিষ্যতীত্যত আহ—"ন হ্যাত্মাগন্তুকঃ কস্যচিৎ—উপাদানান্তরস্যোপাদেয়ঃ"। কুতঃ "স্বয়ং সিদ্ধত্বাৎ"সত্তা বা প্রকাশো বা অস্য স্বয়ংসিদ্ধো। তত্র প্রকাশাত্মিকায়াঃ সিদ্ধেস্তাবদনাগন্তুকত্বমাহ—"ন হ্যাত্মাত্মনঃ" ইতি। উপপাদিতমেতদ্, যথা সংশয়-বিপর্য্যাস-পারোক্ষ্যানাস্পদত্বাৎ কদাপি নাত্মা পরাধীনপ্রকাশঃ, তদধীনপ্রকাশাস্তু প্রমাণাদয়ঃ, অতএব শ্রুতিঃ "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং, তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" ইতি। "ন চেদৃশস্য নিরাকরণং সম্ভ-

---

এই কথাই বলিয়াছেন, অন্য কিছু বলেন নাই। আত্মা যদি জন্মবান্ হইতেন, তাহা হইলে অবশ্যই আত্মার পূর্ব্বে অন্য কিছু থাকা শুনা যাইত। অপিচ, আত্মার জন্মবত্তা অঙ্গীকার করিলে আকাশাদি সমস্ত পদার্থের নিরাত্মকতা অঙ্গীকার করিতে হয়, তাহাতে শূন্যবাদই আগমন করে। (আস্তিকের পক্ষে শূন্যবাদ বিশেষ দোষাবহ)। [আত্মত্বা...সিধ্যতি] যেহেতু আত্মা, সেই হেতুই আত্মা ছিল কি-না ও আছে কি-না, এ আশঙ্কা হয় না, হইতেও পারে না। হেতু এই যে, আত্মা আগন্তুক নহে, কাহারও কার্য্য নহে, আত্মা স্বয়ংসিদ্ধ। আত্মার অস্তিত্ব অন্যের দ্বারা সিদ্ধ নহে, অন্যের অস্তিত্বই আত্মার দ্বারা সিদ্ধ হয়। প্রমাণ সকল আত্মারই অধীন, সেই কারণে আত্মা স্বাশ্রিত প্রমাণের মুখাপেক্ষী নহেন। অজ্ঞাত প্রমেয়ের (জ্ঞাতব্য পদার্থের) প্রসিদ্ধির (জ্ঞানের) জন্য আত্মাশ্রিত প্রমাণ সকল (ইন্দ্রিয়-নিচয়) উপস্থিত আছে। আকাশাদি পদার্থনিচয় বিনা-প্রমাণে সিদ্ধ হয়, সত্তা-স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, ইহা কাহারই স্বীকার্য্য নহে। কিন্তু আত্মা সেরূপ নহেন। আত্মা প্রমাণাদি ব্যবহারের পূর্ব্বে বা মূলে বিদ্যমান থাকে, প্রমাণাদি তাঁহার অধীনে থাকিয়া কার্য্যকরী হয় মাত্র। (ফলিতার্থ এই যে, প্রমাণ বিফল নহে, আত্মাতিরিক্ত সমস্ত পদার্থই প্রমাণের বিষয়)। [ন চেদৃশস্য...স্বভাবত্বাৎ] যে

ন স্বরূপম্। য এব হি নিরাকর্ত্তা, তদেব তস্য স্বরূপম্। ন হ্যগ্নেরৌষ্ণ্যমগ্নিনা নিরাক্রিয়তে। তথাহমেবেদানীং জানামি বর্ত্তমানং বস্তু, অহমেবাতীতমতীততরঞ্চাজ্ঞাসিষম্, অহমেবানাগতমনাগততরঞ্চ জ্ঞাস্যামীত্যতীতানাগতবর্ত্তমানভাবেনান্যথা ভবত্যপি জ্ঞাতব্যে ন জ্ঞাতুরন্যথাভাবোঽস্তি, সর্ব্বদা বর্ত্তমানস্বভাবাৎ। তথা ভস্মীভবত্যপি দেহে নাত্মন উচ্ছেদঃ, বর্ত্তমানস্বভাবত্বাৎ

বতি" ইতি। নিরাকরণমপি হি তদধীনাত্মলাভং তদ্বিরুদ্ধং নোদেতুমর্হতীত্যর্থঃ। সত্তায়া অনাগন্তুকত্বমস্যাহ।—তথাহমেবেদানীং জানামি" ইতি। প্রমাপ্রমাণপ্রমেয়াণাং বর্ত্তমানাতীতানাগতত্বেঽপি প্রমাতুঃ সদা বর্ত্তমানত্বেনানুভবাদপ্রচ্যুতস্বভাবস্য নাগন্তুকং সত্ত্বম্। ত্রৈকাল্যাবচ্ছেদেন হ্যাগন্তুকত্বং ব্যাপ্তং, তৎ প্রমাতুঃ সদা বর্ত্তমানাদ্ ব্যাবর্ত্তমানমাগন্তুকত্বং স্বব্যাপ্যমাদায় নিবর্ত্ততে ইতি। "অন্যথাভবত্যপি জ্ঞাতব্যে" ইতি। প্রকৃতিপ্রত্যয়াভ্যাং জ্ঞানজ্ঞেয়য়োরন্যথাভাবো দর্শিতঃ। নন্বু জীবতঃ প্রমাতুর্মা ভূদন্যথাভাবঃ, মৃতস্য তু ভবিষ্যতীত্যত আহ।—"তথা ভস্মীভবত্যপি" ইতি। যৎ খলু সংস্বভাবমনুভবসিদ্ধং, তস্যানির্ব্বচনীয়ত্বমন্যতো

আত্মা স্বপ্রকাশ, সর্ব্বজ্ঞানসাক্ষী, সর্ব্বাবভাসক, সে আত্মার নিষেধ (কদাচিৎ আছে, ও কদাচিৎ নাই, এ ভাব ও নাস্তিভাব প্রতিপাদন) অসম্ভব। আগন্তুক পদার্থই নিষেধের যোগ্য। যাহা অনাগন্তুক ও স্বরূপ (আত্মরূপ), তাহা কাহারও নিষেধ্য নহে। * যে নিষেধ করে, জ্ঞান-জ্ঞেয়ের ভাবাভাব অবধারণ করে, সে-ই তাহার স্বরূপ অর্থাৎ তাহাই আত্মা বা স্বরূপ। অগ্নি কখনও অগ্নির উষ্ণতার নিষেধ করে না। প্রত্যুত অগ্নিই অন্যকে নিষেধ করে ও উষ্ণতার দ্বারা আপনাকে অন্য হইতে পৃথক্ করায়। অপিচ, আমি জানিতেছি, আমি জানিয়াছিলাম, আমি জানিব, ইত্যাদি উল্লেখ জ্ঞেয়দ্রব্যেরই অন্যথাভাব ও জ্ঞাতার একরূপতা অবধারণ করিতেছে বা বুঝাইয়া দিতেছে। জ্ঞেয়েরই অন্যথা (পরিবর্ত্তন) হয়, কিন্তু জ্ঞাতার অন্যথা হয় না। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এ সকল দ্রব্যের উপরেই ব্যবহৃত হয়, জ্ঞাতার উপরে নহে। জ্ঞাতা কালত্রয়ে বিদ্যমান আছেন ও থাকেন। নিত্যবিদ্যমানতাই তাঁহার স্বভাব বা স্বরূপ। [তথা...কাশস্য] সেই জন্যই দেহ ভস্মসাৎ হইলেও আত্মার উচ্ছেদ বা ক্ষতি হয় না। আত্মা অন্যবিধ স্বভাব-সম্পন্ন

---

* অভিপ্রায় এই যে, যাহার সত্তা বা অস্তিত্ব নিশ্চিত থাকে, তাদৃশ জ্ঞান স্ববিষয়ক পদার্থের সাধক হয়। ঘট দেখিলাম কি-না, এরূপ সংশয় হইলে, দেখি নাই, এরূপ নিশ্চয়স্থলে ঘটরূপের নিশ্চয় দুরপরাহত থাকে। অতএব, জ্ঞানসত্তা নিশ্চয়ই সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী। কিন্তু জ্ঞানসত্তার নিশ্চয় আপনা আপনি হয় না, জ্ঞানান্তরের দ্বারাও হয় না। কাযেই মানিতে হয়, জ্ঞানসত্তার নিশ্চয় সাক্ষীর অর্থাৎ আত্মচৈতন্যের দ্বারাই হয়। সেই মূলস্থানীয় সাক্ষী স্বতঃসিদ্ধ ও সর্ব্বসাধক। এই বিষয়টী অল্প কথায় বলিতে হইলে এইরূপ দাঁড়ায় যে, প্রত্যেক জ্ঞানের জ্ঞাতা, সেই সাক্ষী। ইহা জানিলাম, তাহা জানা হইল, এইরূপে যে, জ্ঞানকে জানে, সে-ই সাক্ষী এবং তাহা (সাক্ষী) আগন্তুক নহে। তাহা নিত্যোদিত। এই নিত্যোদিত পদার্থই চৈতন্য ও আত্মা।

অন্যথাস্বভাবত্বং বা ন সম্ভাবয়িতুং শক্যম্। এবমপ্রত্যাখ্যেয়স্বভাবত্বাদেবাকার্য্যত্বমাত্মনঃ, কার্য্যত্বঞ্চাকাশস্য।

যত্তূক্তং—সমানজাতীয়মনেকং কারণদ্রব্যং ব্যোম্নো নাস্তীতি, তৎ প্রত্যুচ্যতে—ন তাবৎ সমানজাতীয়মেবারভতে ন ভিন্নজাতীয়মিতি নিয়মোঽস্তি। ন হি তন্তূনাং তৎসংযোগানাঞ্চ সমানজাতীয়ত্বমস্তি, দ্রব্য-গুণত্বাভ্যুপগমাৎ। ন চ নিমিত্তকারণানামপি তুরীবেমাদীনাং সমানজাতীয়ত্বনিয়মোঽস্তি। স্যাদেতৎ। সমবায়িকারণবিষয় এব সমানজাতীয়ত্বাভ্যুপগমঃ, ন কারণান্তরবিষয় ইতি। তদপ্যনৈকান্তিকম্, সূত্র-গোবালৈর্হ্যনেকজাতীয়ৈরেকা রজ্জুঃ সৃজ্যমানা দৃশ্যতে। তথা সূত্রৈরূর্ণাদিভিশ্চ বিচিত্রান্ কম্বলান্ বিতন্বতে। সত্ত্বদ্রব্যত্বাদ্যপেক্ষয়া বা সমানজাতীয়ত্বে কল্প্যমানে নিয়মানর্থক্যং, সর্ব্বস্য সর্ব্বেণ সমান-

বাধকাদবসাতব্যম্। বাধকঞ্চ ঘটাদীনাং স্বভাবাদ্বিচলনং প্রমাণোপনীতম্। যস্ত তু ন তদস্ত্যাত্মনঃ, ন তস্য তৎকল্পনং যুক্তমবাধিতানুভবসিদ্ধস্য সংস্বভাবস্যানির্ব্বচনীয়ত্বকল্পনা প্রমাণাভাবাৎ। তদিদমুক্তং "ন সম্ভাবয়িতুং শক্যং" ইতি।

তদনেন প্রবন্ধেন প্রত্যনুমানেনাকাশানুৎপত্ত্যনুমানং দূষয়িত্বানৈকান্তিকত্বেনাপি দূষয়তি—"যত্তূক্তং সমানজাতীয়ং" ইতি। নাপ্যনেকমেবোপাদানমুপী-

অর্থাৎ বিদ্যমানস্বভাব নহে, ইহা স্থাপন বা সম্ভাবনা করিতে কেহই সমর্থ নহেন। অতএব, আকাশই জন্য, আত্মা অজন্য অর্থাৎ নিত্য।

যত্তূক্তং...নিয়মোঽস্তি] বলিয়াছিলে যে, আকাশজাতীয় বহু কারণ-দ্রব্য (পরমাণু) না থাকায় আকাশের উৎপত্তি অসিদ্ধ, এক্ষণে তাহার প্রত্যুত্তর দিতেছি। সমানজাতীয় বস্তুই বস্বন্তর আরম্ভ করিবেক, জন্মাইবেক, অসমানজাতীয় বস্তু জন্মাইবেক না, এমন কোন নিয়ম নাই। তোমাদের মতেও সূত্র ও সূত্রের সংযোগ সমানজাতীয় নহে। কেননা, তোমরা সূত্রকে দ্রব্য ও সংযোগকে গুণ বলিয়া অঙ্গীকার কর। তুরী ও বেমা (বস্ত্র-নির্ম্মাণের যন্ত্রবিশেষ) প্রভৃতি নিমিত্ত-কারণগুলিও সমজাতীয় নহে। (সমজাতীয় বহু কারণ দ্রব্য ব্যতীত কার্য্যদ্রব্য জন্মে না, এ প্রতিজ্ঞা থাকে কৈ)? [স্যাদেতৎ...বিতন্বতে] সমবায়িকারণ বিষয়েই ঐ নিয়ম, নিমিত্ত ও অসমবায়ী কারণ বিষয়ে সাজাত্য থাকার নিয়ম নাই, এরূপ বলিলেও তাহা ঐকান্তিক হইবে না। কারণ, সূত্র ও গো-লোম, এই দুই বিভিন্ন দ্রব্যে এক রজ্জু জন্মে এবং সূত্র ও উর্ণার (পশমের) দ্বারাও এক কম্বল জন্মে। [সত্ত্ব...গম্যতে] যদি বল, দ্রব্যাদিরূপে সাজাত্য আছে, (সূত্রও দ্রব্য, উর্ণাও দ্রব্য, কম্বলও দ্রব্য)। আমরা বলি, সেরূপ সাজাত্য

জাতীয়কত্বাৎ। নাপ্যনেকমেবারভতে নৈকমিতি নিয়মোঽস্তি। অণু-মনসোরাদ্যকর্ম্মারম্ভাভ্যুপগমাৎ। একৈকো হি পরমাণুর্মনশ্চাদ্যং কর্ম্মারভতে, ন দ্রব্যান্তরৈঃ সংহত্যেত্যভ্যুপগম্যতে। দ্রব্যারম্ভ এবানেকারম্ভকত্বনিয়ম ইতি চেৎ; ন, পরিণামাভ্যুপগমাৎ। ভবেদেষ নিয়মঃ, যদি সংযোগসচিবং দ্রব্যং দ্রব্যান্তরস্যারম্ভকমভ্যুপগম্যেত। তদেব তু দ্রব্যং বিশেষবদবস্থান্তরমাপদ্যমানং কার্য্যং নামাভ্যুপগম্যতে। তচ্চ কচিদনেকং পরিণমতে মৃদ্বীজাদ্যঙ্কুরাদিভাবেন, কচিদেকং পরিণমতে ক্ষীরাদি দধ্যাদিভাবেন। নেশ্বরশাসনমস্ত্যনেকমেব কারণং কার্য্যং জনয়তীতি। অতঃ শ্রুতিপ্রামাণ্যাদেকস্মাদ্ ব্রহ্মণ আকাশাদি-মহাভূতোৎপত্তিক্রমেণ জগজ্জাতমিতি নিশ্চীয়তে। তথাচোক্তং "উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি" [শা০ সূ০২।১।২৪] ইতি।

দেয়মারভন্তে। যত্র হি ক্ষীরং দধিভাবেন পরিণমতে, তত্র নাবয়বানামনেকেষামুপাদানত্বমভ্যুপগন্তব্যং, কিন্তূপান্তমেব ক্ষীরমেকমুপাদেয়দধিভাবেন পরি-

সর্ব্বত্রই আছে। সকলের সহিত সকলেরই সেরূপ সাজাত্য থাকায় ঐ নিয়মোক্তি বৃথা। অনেকগুলি কারণ-দ্রব্য একত্রিত হইয়া এক দ্রব্য জন্মায়, এক দ্রব্য কিছু জন্মায় না, এমন নিয়ম হইতে (বাদীর মতে) পারে না। কেন-না, বাদী পরমাণুর ও মনের আদিম কর্ম্ম (প্রথম স্পন্দন) মানেন। তাঁহারা বলেন, পরমাণুতে ও মনে যে, প্রথম ক্রিয়া জন্মে, তাহাতে দ্রব্যান্তরের সহায়তা থাকে না [দ্রব্যা...ভারেন] অনেক এক জন্মায়, এ নিয়ম দ্রব্যোৎপত্তিপক্ষে, যে সে উৎপত্তির পক্ষে নহে, এ কথা আমাদিগকে বলিতে পার না। কারণ এই যে, আমরা পরিণাম স্বীকার করি। ঐ নিয়ম সঙ্গত হইত, রক্ষা পাইত, যদি আমরা সংযোগসহায় দ্রব্যে দ্রব্যান্তরের উৎপত্তি মানিতাম। আমরা দেখিতেছি, কারণ-দ্রব্যই অবস্থা-বিশেষ প্রাপ্ত হইয়া কার্য্য নাম ধারণ করে, এবং কোথাও অনেকের এক পরিণাম, কোথাও বা একের একই পরিণাম হয়। মৃত্তিকা, বীজ, জল, ইত্যাদি দ্রব্যের এক অঙ্কুর-পরিণাম (কার্য্য), এবং এক দুগ্ধের এক দধি পরিণাম (কার্য্য) [নেশ্বর...ইতি] এমন কোন ঈশ্বর-শাসন দেখা যায় না, পাওয়া যায় না যে, অনেক কারণই কার্য্য জন্মায়, এক কারণ কোন কিছু জন্মায় না। অতএব, প্রমাণভূত শ্রুতির দ্বারা এক ব্রহ্ম হইতে ক্রমিক আকাশাদি মহাভূতের ও জগতের উৎপত্তি হওয়াই নিশ্চিত। সূত্রকার ব্যাস এ কথা দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে ২৪শ সূত্রে বলিয়াছেন।

যচ্চোক্তম্—আকাশস্যোৎপত্তৌ ন পূর্ব্বোত্তরকালয়োর্বিশেষঃ সম্ভাবয়িতুং শক্যত ইতি, তদযুক্তম্। যেনৈব হি বিশেষেণ পৃথিব্যাদিভ্যো ব্যতিরিচ্যমানং নভঃ স্বরূপবদিদানীমধ্যবসীয়তে, স এব বিশেষঃ প্রাগুৎপত্তের্নাসীদিতি গম্যতে। যথাচ ব্রহ্ম ন স্থূলত্বাদিভিঃ পৃথিব্যাদিস্বভাবৈঃ স্বভাববৎ "অস্থূলমনণু" ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যঃ, এবমাকাশস্বভাবেনাপি ন স্বভাববৎ "অনাকাশম্" ইতি শ্রুতেরবগম্যতে। তস্মাৎ প্রাগুৎপত্তেরনাকাশমচ্ছিদ্রমিতি স্থিতম্। যদপ্যুক্তং, পৃথিব্যাদি-বৈধর্ম্ম্যাদাকাশস্যাজত্বমিতি, তদপ্যসৎ। শ্রুতিবিরোধে সত্যুৎপত্ত্যসম্ভবানুমানস্যাভাসত্বোপ-পত্তেঃ। উৎপত্ত্যনুমানস্য চ দর্শিতত্বাৎ, অনিত্যমাকাশমনিত্য-গুণাশ্রয়ত্বাৎ ঘটাদিবদিত্যাদি-প্রয়োগসম্ভবাচ্চ। আত্মনি অনৈ-কান্তিকমিতি চেৎ; ন, তস্যৌপনিষদং প্রত্যনিত্যগুণাশ্রয়ত্বা-

পমত্তে, যথা নিরবয়বপরমাণুবাদিনাং ক্ষীরপরমাণুর্দধিপরমাণুভাবেনেতি। শেষ-মতিরোহিতার্থম্ ॥ ২। ৩। ৭ ॥

[যচ্চোক্তং...স্থিতম্] আকাশের উৎপত্তিপক্ষে বাদীর অন্য আপত্তি এই যে, আকাশকে উৎপন্ন পদার্থ বলিতে গেলে পূর্ব্বাপর কালে তাহার বিশেষ থাকে না। অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে আকাশ কিম্বিধ ছিল, অছুষির অছিদ্র (নিরেট) ছিল, কি অন্যবিধ ছিল, তাহা বোধগম্য করা যায় না। এ আপত্তিও যুক্তিযুক্ত নহে। কেন-না, যখন পৃথিব্যাদি ছিল না, কিছুই ছিল না, যে বিশেষ বা যে ধর্ম্ম লইয়া এখন আকাশের স্বরূপ অবধারণ করি, তখন সে ধর্ম্মটী ছিল না, ইহা অনায়াসে প্রতীয়মান হইতে পারে। কিছুই ছিল না, অথচ শব্দাশ্রয় আকাশ ছিল, ইহা যদি বুঝিতে পার, তবে আকাশ ছিল না, ব্রহ্ম ছিলেন, ইহা না বুঝিবে কেন? যেমন "তিনি স্থূল নহেন, পরমাণুতুল্য সূক্ষ্ম নহেন" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা জানা যায়, ব্রহ্ম স্থূলাদিস্বভাব নহে, তেমনি, "তিনি অনাকাশ" এই শ্রুতির দ্বারা জানা যায়, তিনি আকাশস্বভাবও নহেন। অতএব, প্রদর্শিত যুক্তিসমূহের দ্বারা সৃষ্টির পূর্ব্বে আকাশ না থাকাই নিশ্চিত হয়। [যদপ্যুক্তং...সিদ্ধত্বাৎ] আকাশ পৃথিব্যাদি-বৈলক্ষণ্যহেতু অজ অর্থাৎ জন্মবান্ নহে, এ কথাও সঙ্গত নহে। কেন-না, ঐ কথাটী অনুমানঘটিত, পরন্তু তাহা শ্রুতিবাধিত। তাহা যে, অনুমান নহে, অনু-মানাভাস, তাহা শ্রুতির দ্বারাই প্রমাণিত হয়। অনেকে শ্রুতির দ্বারা অনুমান-খণ্ডনে তৃপ্ত নহেন, তজ্জন্য অনুমানের দ্বারা অনুমানের খণ্ডন আবশ্যক বলিয়া উৎপত্ত্যনুমানও দেখান হইল। (অনুৎপত্তি অনুমানের বিরুদ্ধে উৎপত্ত্যনুমান থাকায় অনুৎপত্ত্যনুমান সৎপ্রতিপক্ষিত হয়, সুতরাং অনুৎপত্তি-অনুমান ফলপ্রদ হয় না)। আকাশ অনিত্য। হেতু এই যে, তাহা অনিত্যগুণের আশ্রয়। যাহা যাহা অনিত্যগুণের আশ্রয়, তাহা তাহা অনিত্য (উৎপত্তিবিনাশযুক্ত)। যেমন

সিদ্ধেঃ। বিভুত্বাদীনাঞ্চাকাশস্যোৎপত্তিবাদিনং প্রত্যসিদ্ধত্বাৎ।

যচ্চোক্তমেতৎশব্দাচ্চেতি, তত্রামৃতত্বশ্রুতিস্তাবদ্বিয়তি 'অমৃতা দিবৌকসঃ' ইতিবদ্দ্রষ্টব্যা, উৎপত্তিপ্রলয়য়োরুপপাদিতত্বাৎ। "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ" ইত্যপি প্রসিদ্ধমহত্ত্বেনাকাশেনোপমানং ক্রিয়তে, নিরতিশয়মহত্ত্বায়, নাকাশসমত্বায়, যথেষুরিব সবিতা ধাবতীতি ক্ষিপ্রগতিত্বায়োচ্যতে, নেষুতুল্যগতিত্বায়, তদ্বৎ। এতেনানন্তত্বোপমানশ্রুতির্ব্ব্যাখ্যাতা। "জ্যায়ানাকাশাৎ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ আকাশস্যোনপরিমাণত্বসিদ্ধিঃ। "ন তস্য প্রতিমাস্তি" ইতি চ ব্রহ্মণোঽনুপমানত্বং দর্শয়তি। "অতোঽন্যদার্ত্তম্" ইতি চ ব্রহ্মণোঽন্যেষামাকাশাদীনামার্ত্তত্বং দর্শয়তি। তপসি ব্রহ্মশব্দবৎ আকাশস্য জন্মশ্রুতের্গৌণত্বমিত্যেতদাকাশসম্ভবশ্রুত্যনুমানাভ্যাং পরিহৃতম্। তস্মাদ্‌ব্রহ্মকার্য্যং বিয়দিতি সিদ্ধম্ ॥ ২। ৩। ৭ ॥

ঘট। এ প্রয়োগ অর্থাৎ অনুমানাঙ্গ বাক্য অবাধে বলা যাইতে পারে। ব্রহ্ম গুণাশ্রয় নহেন ; এ জন্য প্রদর্শিত হেতু ব্রহ্মের অনিত্যতা সাধন করে না। যাহারা আকাশকে উৎপন্ন বলে, তাহাদের নিকট আকাশের বিভুত্বাদি সিদ্ধ হয় না।

[যচ্চোক্ত...ব্যাখ্যাতা] শ্রুতি যে, আকাশকে অমর (অবিনাশী) বলিয়াছেন, তাহা "দেবতারা অমর" এই প্রয়োগের তুল্য অর্থাৎ আপেক্ষিক। কেন-না, আকাশের উৎপত্তি ও প্রলয়, উভয়ই নির্ণীত আছে। "ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী ও নিত্য" এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম আকাশের সহিত তুলিত হইয়াছেন সত্য ; কিন্তু তাহা (সে তুলনা) আকাশের মহত্ব খ্যাপক নহে, ব্রহ্মেরই মহত্বখ্যাপক। যদ্রূপ, লোকে শীঘ্রগতি বুঝাইবার উদ্দেশে বলিয়া থাকে, "সূর্য্য তীরের ন্যায় ছুটিতেছেন," তদ্রূপ, শ্রুতিও নিরতিশয় মহত্ব বুঝাইবার উদ্দেশে বলিয়াছেন "ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী।" নিত্যতা ও অসীমতা প্রভৃতির তুলনাও ঐরূপ জানিবে। [জ্যায়ানাকাশাৎ...সিদ্ধম্] "ব্রহ্ম আকাশেরও বড়" এই শ্রুতির দ্বারা আকাশের ব্রহ্মাপেক্ষা ন্যূন-পরিমাণতা সিদ্ধ হয়। "তাঁহার উপমা নাই" এই শ্রুতিতে দেখান হইয়াছে যে, কেহই ব্রহ্মের সদৃশ বা সমান নহে। "ব্রহ্ম ভিন্ন যে কিছু,—সমস্তই আর্ত্ত অর্থাৎ নশ্বর।" এ শ্রুতিও আকাশাদি পদার্থের আর্ত্ততা অর্থাৎ নশ্বরত্ব বলিতেছেন। শ্রুতিতে যে, "আকাশ উৎপন্ন হইল" এইরূপ প্রয়োগ আছে, তাহা মুখ্য নহে, কিন্তু গৌণ—"তপোব্রহ্ম" প্রয়োগের ন্যায় গৌণ অর্থাৎ সে উৎপত্তি মুখ্য উৎপত্তি নহে, এ কথা উৎপত্তিবাদিনী তৈত্তিরীয় শ্রুতির ও অনুমানের দ্বারা পরিহৃত হইয়াছে। প্রদর্শিত যুক্তি সমূহের দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, আকাশ ব্রহ্মোৎপন্ন, কিন্তু অনুৎপন্ন (নিত্য) নহে ॥ ২। ৩। ৭ ॥

এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ ॥ ২। ৩। ৮ ॥ *

অতিদেশোঽয়ম্। এতেন বিয়দ্ব্যাখ্যানেন মাতরিশ্বাপি বিয়দাশ্রয়ো বায়ুর্ব্যাখ্যাতঃ। তত্রাপ্যেতে যথাযোগং পক্ষা রচয়িতব্যাঃ। ন বায়ুরুৎপদ্যতে, ছন্দোগানামুৎপত্তিপ্রকরণেঽনাম্নানাদিত্যেকঃ পক্ষঃ। অস্তি তু তৈত্তিরীয়াণামুৎপত্তিপ্রকরণআম্নানং "আকাশাদ্বায়ুঃ" ইতি পক্ষান্তরম্। ততশ্চ শ্রুত্যোর্বিপ্রতিষেধে সতি গৌণী বায়োরুৎপত্তিশ্রুতিরসম্ভবাদিত্যপরোঽভিপ্রায়ঃ। অসম্ভবশ্চ দর্শিতঃ। "সৈষানস্তমিতা দেবতা, যদ্বায়ুঃ" ইত্যস্তময়প্রতিষেধাদমৃতত্বাদিশ্রবণাচ্চ। প্রতিজ্ঞানুপরোধাদ্ যাবদ্বিকারঞ্চ বিভাগাভ্যুপগমাদুৎপদ্যতে বায়ুরিতি

যস্তভ্যাসে ভূয়স্ত্বমর্থস্য ভবতি নাল্পত্বং, দূরত এবোপচরিতত্বং, হন্ত ভোঃ পবনস্য নিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ। বায়ুশ্চান্তরিক্ষমেতদমৃতমিতি দ্বয়োরমৃতত্বমুক্ত্বা পুনঃ পবনস্য বিশেষেণাহ—"সৈষাঽনস্তমিতা দেবতা যদ্বায়ুঃ" ইতি। তস্মাদভ্যাসান্নাপেক্ষিকং বায়োরমৃতত্বম্, অপি তু ঔৎপত্তিকমেবেতি প্রাপ্তম্। তদিদমুক্তং ভাষ্যকৃতা—

এটী অতিদেশ-সূত্র। অর্থ এই যে, আকাশের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করাতে বায়ুর উৎপত্তিও ব্যাখ্যাত হইল। অর্থাৎ যে রীতিতে আকাশের উৎপত্তিপক্ষে সংসয়, পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত করা হইল, সেই রীতিতেই বায়ুর উৎপত্তিপক্ষেও সংশয়াদি সংযোজিত হইবে। বায়ুর উৎপত্তিপক্ষে যেরূপ যেরূপ বাক্য-যোজনা আবশ্যক, তাহা এই—বায়ুও অনুৎপন্ন পদার্থ। কেন-না, ছান্দোগ্যশ্রুতির উৎপত্তিপ্রকরণে বায়ুর উৎপত্তি কথিত হয় নাই। এই এক পক্ষ। পক্ষান্তর এই—বায়ু উৎপন্ন পদার্থ। কেন-না, তৈত্তিরীয় শ্রুতির উৎপত্তিপ্রকরণে উহার উৎপত্তি বর্ণিত আছে। যথা—"আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি" ইত্যাদি। [ততশ্চ... সিদ্ধান্তঃ] পক্ষদ্বয় থাকাতেই সংশয়, সংশয় হওয়াতে বিচার। বিচারের পূর্ব্বপক্ষ এইরূপ।—শ্রুতিদ্বয়ের বিরোধভঞ্জনার্থ বলা উচিত যে, অসম্ভব বিধায় বায়ুর উৎপত্তিও গৌণ, মুখ্য উৎপত্তি নহে। বায়ুর উৎপত্তির অসম্ভবতা দেখান হইয়াছে। অপিচ, 'সেই এই দেবতা, অনস্তমিত যিনি বায়ু।" এই শ্রুতিতে বায়ুর অস্তগমন (অর্থাৎ বিনাশ) নিষেধ এবং অন্য শ্রুতিতে তাহার অমরত্ব কথিত আছে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের পর সিদ্ধান্ত। তাহা এইরূপ।—একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার প্রতিজ্ঞা ও সবিকার পদার্থের বিভাগ-(বিনাশ) নিয়ম, এই দুই হেতুতে

* এতেন বিয়দুৎপত্তিব্যাখ্যানেন মাতরিশ্বা বায়ুর্ব্যাখ্যাতঃ বর্ণিত ইত্যর্থঃ।
আকাশের উৎপত্তি স্থাপন করাতেই বায়ুর উৎপত্তিও স্থাপিত হইল অর্থাৎ বলা হইল।

সিদ্ধান্তঃ। অন্তময়প্রতিষেধোঽপরবিদ্যাবিষয় আপেক্ষিকঃ, অগ্ন্যাদীনামিব বায়োরস্তময়াভাবাৎ। কৃত-প্রতিবিধানকামৃতত্বাদিশ্রবণম্।

নমু বায়োরাকাশস্য চ তুল্যয়োরুৎপত্তিপ্রকরণে শ্রবণাশ্রবণয়োরেকমেবাধিকরণমুভয়বিষয়মস্তু, কিমতিদেশেন অসতি বিশেষ ইতি। উচ্যতে। সত্যমেবমেতৎ, তথাপি, মন্দধিয়াং শব্দমাত্রকৃতাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থোঽয়মতিদেশঃ ক্রিয়তে। সম্বর্গবিদ্যাদিষু হ্যুপাস্যতয়া বায়োর্মহাভাগত্বশ্রবণাদস্তময়প্রতিষেধাদিভ্যশ্চ ভবতি নিত্যত্বাশঙ্কা কস্যচিদিতি ॥ ২। ৩। ৮ ॥

"অস্তময়প্রতিষেধাদমৃতত্বশ্রবণাচ্চ" ইতি। চেন সমুচ্চয়ার্থেনাভ্যাসো দর্শিতঃ। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে।

একবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞানাৎ প্রতিজ্ঞাবাক্যার্থস্য প্রাধান্যাত্তদুপপাদনার্থত্বাচ্চ বাক্যান্তরাণাং তেষামপি চাদ্বৈতক্রমপ্রতিপাদকানাং মাতরিশ্বোৎপত্তিপ্রতিপাদকানাং বহুলমুপলব্ধের্মুখ্যভূয়স্ত্বাভ্যামমূষাং শ্রুতীনাং বলীয়স্ত্বাদেতদনুরোধেনামৃতত্বাস্তময়প্রতিষেধাবাপেক্ষিকত্বেন নেতব্যাবিতি। ভূয়সী শ্রুতীরপেক্ষ্য দ্বে অপি শ্রুতী শব্দমাত্রমুক্তে ॥ ২। ৩। ৮ ॥

বায়ুও উৎপন্ন পদার্থ। [অস্তময়...শ্রবণম্] শ্রুতিতে যে, বায়ুর অস্তগমন নিষেধ শুনা যায়, তাহা অপরা-বিদ্যার উপকারার্থ ও আপেক্ষিক। (অপরা-বিদ্যা=বায়ু-ব্রহ্মের উপাসনা। ইহার অন্য নাম সম্বর্গবিদ্যা)। অগ্নি-অপেক্ষা বায়ু অল্পও অস্তগামী, ইহাই উহার অর্থ। বায়ু অমৃত, এ কথার সঙ্গতিও এইরূপ। তাহা বলাও হইয়াছে।

[নমু...দিতি] এক্ষণে বলিতে পার যে, যদি কোনরূপ বিশেষ না থাকে, তবে সৃষ্টিপ্রকরণে বায়ু ও আকাশ, উভয়ের উৎপত্তি অনুৎপত্তি কথিত থাকায়, এই উভয়বিষয়ক একটী বিচার (পঞ্চাঙ্গ-বাক্য। ইহার শাস্ত্রীয় নাম অধিকরণ) হইলেই ভাল হয়, পৃথক্ একটী অতিদেশ সূত্র নিষ্প্রয়োজন। অতিদেশ বাক্য=অমুক অমুকের মত, এইরূপ আজ্ঞা)। হাঁ, এ কথা ; সত্য কিন্তু সেই সেই বাক্য শুনিবার পর যদি কোন অল্পমতি লোকের বায়ুর উৎপত্তিবিষয়ে কোনরূপ সংশয় হয়, তাহা হইলে এই অতিদেশসূত্রই তাহা নিবারণ করিবেক ; সুতরাং অতিদেশসূত্রটী প্রয়োজনশূন্য নহে। ছান্দোগ্য-শ্রুত্যুক্ত সম্বর্গবিদ্যা প্রভৃতিতে বায়ুর উপাস্যতা ও মহাভাগত্ব শ্রবণ, অন্যশ্রুতিতে তাহার অস্তগমন নিষেধ, এই সকল কারণে কাহারও কাহারও বায়ুর নিত্যতাশঙ্কা হইতেও পারে ॥ ২। ৩। ৮ ॥

অসম্ভবস্তু সতোঽনুপপত্তেঃ॥ ২। ৩। ৯॥ *

বিয়ৎপবনয়োরসম্ভাব্যমানজন্মনোরপ্যুৎপত্তিমুপশ্রুত্য, ব্রহ্মণোঽপি ভবেৎ কুতশ্চিদুৎপত্তিরিতি স্যাৎ কস্যচিন্মতিঃ, তথা বিকারেভ্য এবাকাশাদিভ্য উত্তরেষাং বিকারাণামুৎপত্তিমুপশ্রুত্যাকাশস্যাপি বিকারাদেব ব্রহ্মণ উৎপত্তিরিতি কশ্চিন্মন্যেত। তামাশঙ্কামপনেতুমিদং সূত্রম্—অসম্ভবস্ত্বিতি।

নমু ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতেত্যাত্মনঃ সতোঽকারণত্বশ্রুতেঃ কথমুৎপত্ত্যাশঙ্কা। ন চ বচনমদৃষ্ট্বা পূর্ব্বঃ পক্ষ ইতি যুক্তম্, অধীতবেদস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসাধিকারাদদর্শনানুপপত্তেঃ, অত আহ—"বিয়ৎপবনয়োঃ" ইতি। যথা হি বিয়ৎপবনয়োরমৃতত্বানুত্তমশ্রুতী শ্রুত্যন্তরবিরোধাদাপেক্ষিকত্বেন নীতে, এবমকারণত্বশ্রুতিরাত্মনোঽগ্নিবিস্ফুলিঙ্গদৃষ্টান্তশ্রুতিবিরোধাৎ প্রমাণান্তরবিরোধাচ্চাপেক্ষিকত্বেন ব্যাখ্যাতব্যা। ন চাত্মনঃ কারণবত্ত্বেঽনবস্থা-লোহগন্ধিতামাবহতি, অনাদিত্বাৎ কার্য্যকারণপরম্পরায়া ইতি ভাবঃ। "তথা বিকারেভ্যঃ" ইতি। প্রমাণান্তরবিরোধো দর্শিতঃ। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে—

আকাশের ও বায়ুর উৎপত্তি অসম্ভব হইলেও তাহা উৎপন্ন হয়, এই সিদ্ধান্ত শুনিয়া কাহার কাহার এরূপও মনে হইতে পারে যে, তবে ব্রহ্মও কোন কিছু হইতে উৎপন্ন হন। কেহ কেহ আবার এরূপও মনে করিতে পারেন যে, আকাশজাত কোন এক পদার্থ হইতে অথবা অন্য কোন অনির্ব্বাচ্য পদার্থ হইতে ব্রহ্মেরও জন্ম হয়। এই দ্বিবিধ আশঙ্কা অপনীত করিবার জন্যই 'অসম্ভবস্তু'-সূত্রের অভিধান (কথন)। সূত্রটীর অর্থ এই যে, স্বতঃ অথবা অন্য কিছু হইতে ব্রহ্মের উৎপত্তি আশঙ্কা করিও না। কেন-না, তাহা সম্ভব নহে। ব্রহ্ম কেবল সৎ, কেবল সৎ হইতে কেবল সতের উৎপত্তি অসম্ভব। কেন-না, অতিশয় (কারণকার্য্যের সামান্যবিশেষভাব) ব্যতীত প্রকৃতি-বিকার অর্থাৎ কারণ-কার্য্যভাব ঘটিতে পারে না, (দেখাও যায় না)। সদ্বিশেষ হইতেও নহে। কেন-না, তাহা দৃষ্টবিপরীত (কখনও কেহ সেরূপ উৎপত্তি দেখেন নাই)। মৃত্তিকা-সামান্য হইতেই ঘটবিশেষ জন্মিতে দেখা যায়; কিন্তু ঘট হইতে মৃত্তিকার জন্ম দেখা যায় না। অসৎ (অভাব) হইতেও নহে। কেন-না, অসৎ নিরাত্মক বা নিঃস্বরূপ অর্থাৎ নিরুপাখ্য (মিথ্যা বা তুচ্ছ)। অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি পক্ষে "কিরূপে অসৎ হইতে সতের জন্ম হইবে?" এইরূপ শ্রৌত আপত্তিও

---

* সতঃ সৎস্বরূপস্য ব্রহ্মণঃ অসম্ভবঃ উৎপত্তির্ন সম্ভাব্যতে। কুতঃ? অনুপপত্তেঃ। সন্মাত্রোৎপত্তির্নোপপদ্যতে ন যুক্ত্যা সিধ্যতীত্যর্থঃ।

ব্রহ্ম সৎস্বরূপ, কেবল সৎ, সুতরাং তাঁহার উৎপত্তি (অন্য কিছু হইতে) অসম্ভব। যাহা কেবল নিত্য, একরূপ, তাহার উৎপত্তি যুক্তিসিদ্ধ নহে। (ভাষ্যব্যাখ্যা দেখুন)।

ন খলু ব্রহ্মণঃ সদাত্মকস্য কুতশ্চিদন্যতঃ সম্ভব উৎপত্তিরা-শঙ্কিতব্যা। কস্মাৎ। অনুপপত্তেঃ। সন্মাত্রং হি ব্রহ্ম, ন তস্য সন্মাত্রাদেবোৎপত্তিঃ সম্ভবতি। অসত্যতিশয়ে প্রকৃতিবিকার-ভাবানুপপত্তেঃ। নাপি সদ্বিশেষাৎ, দৃষ্টবিপর্য্যয়াৎ। সামান্যা-দ্বিশেষা উৎপদ্যমানা দৃশ্যন্তে মৃদাদের্ঘটাদয়ঃ, ন তু বিশেষেভ্যঃ সামান্যম্। নাপ্যসতঃ, নিরাত্মকত্বাৎ, "কথমসতঃ সজ্জায়েত" ইতি চাক্ষেপশ্রবণাৎ। "স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ" ইতি চ ব্রহ্মণো জনয়িতারং বারয়তি। বিয়ৎপবনয়োঃ পুনরুৎপত্তিঃ প্রদর্শিতা, ন তু ব্রহ্মণঃ সাস্তীতি বৈষম্যম্। ন চ বিকারেভ্যো বিকারান্তরোৎপত্তিদর্শনাদ্ ব্রহ্মণোঽপি বিকারত্বং ভবিতুমর্হতি। মূলপ্রকৃত্যনভ্যুপগমে-

সদেকস্বভাবস্তোৎপত্ত্যসম্ভবঃ। কুতঃ। "অনুপপত্তেঃ"। সদেকস্বভাবং হি ব্রহ্ম শ্রূয়তে, তদসতি বাধকে নান্যথয়িতব্যম্। উক্তমেতদ্বিকারাঃ সত্ত্বেনানুভূতা অপি কতিপয়কালকলাতিক্রমে বিনশ্যন্তো দৃশ্যন্ত ইত্যনির্ব্বচনীয়াস্ত্রৈকাল্যাবচ্ছেদা-দিতি। ন চাত্মা তাদৃশস্তস্য প্রত্যেতরনুভবাত্মা বর্ত্তমানৈকস্বভাবত্বেন প্রসিদ্ধেঃ,তদিদ-মাহ—"সন্মাত্রং হি ব্রহ্ম" ইতি। এতদুক্তং ভবতি। যৎ স্বভাবাদ্বিচলতি, তদনির্ব্বচনীয়ং নির্ব্বচনীয়োপাদানং যুক্তং, ন তু বিপর্য্যয়ঃ, যথা রজ্জুপাদানঃ সর্পঃ ন তু সর্পোপাদানা রজ্জুরিতি। যয়োস্তু স্বভাবাদপ্রচ্যুতিস্তয়োর্নির্ব্বচনীয়য়ো-র্ন উপাদেয়োপাদানভাবঃ, যথা রজ্জুশুক্তিকয়োরিতি। ন চ নিরধিষ্ঠানো বিভ্রম ইত্যাহ—"নাপ্যসতঃ" ইতি। ন চ নিরধিষ্ঠানভ্রমপরম্পরানাদিতেত্যাহ—"মূল-প্রকৃত্যনভ্যুপগমেঽনবস্থাপ্রসঙ্গাৎ" ইতি। পারমার্থিকো হি কার্য্যকারণভাবোঽ-নাদির্নানবস্থয়া দুষ্যতি। সমারোপস্ত বিকারস্য ন সমারোপিতোপাদান ইত্যুপ-পাদিতং মাধ্যমিকমতনিষেধাধিকারে, তদত্র ন প্রস্মর্ত্তব্যম্। তস্মান্নাসদধিষ্ঠান-বিভ্রমসমর্থনাঽনাদিত্বেনোচিতেত্যর্থঃ। অগ্নিবিস্ফুলিঙ্গশ্রুতিশ্চোপাধিকরূপাপে-ক্ষয়া নেতব্যা। শেষমতিরোহিতার্থম্। যে তু গুণদিকালোৎপত্তিবিষয়মিদ-মধিকরণং বর্ণয়াঞ্চক্রুঃ, তৈঃ সত্তোঽনুপপত্তেরিতি ক্লেশেন ব্যাখ্যেয়ম্, অবিরোধ-

আছে। "তিনি কারণ, জীবের অধিপতি, তাঁহার জনক নাই, অধিপতিও নাই" এই শ্রুতিও ব্রহ্মের জনক না থাকা বলিয়াছেন। [বিয়ৎ···বিরোধঃ] আকাশের ও বায়ুর উৎপত্তি-শ্রুতি দেখান হইয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মের উৎপত্তিশ্রুতি নাই। এক বিকার হইতে অন্যবিকার জন্মে, তাই বলিয়া ব্রহ্ম কাহার ও বিকার হইতে পারেন না। যদি তোমরা জগতের স্থিরতর ও নির্দ্দিষ্ট মূলকারণ স্বীকার না কর, তাহা হইলে অনবস্থা দোষ হইবেক। অনবস্থা পরিহারার্থ যে বস্তুকে

হ্নবস্থাপ্রসঙ্গাৎ। যা মূলপ্রকৃতিরভ্যুপগম্যতে, তদেব চ নো ব্রহ্মেত্যবিরোধঃ ॥ ২। ৩। ৯ ॥

তেজোঽতস্তথা হ্যাহ ॥ ২। ৩। ১০ ॥ *

ছান্দোগ্যে সন্মূলত্বং তেজসঃ শ্রাবিতং, তৈত্তিরীয়কে তু বায়ুমূলত্বম্। তত্র তেজোযোনিং প্রতি শ্রুতিবিপ্রতিপত্তৌ সত্যাং প্রাপ্তং তাবদ্ ব্রহ্মযোনি তেজ ইতি। কুতঃ। "সদেব" ইত্যুপক্রম্য "তত্তেজোঽসৃজত" ইত্যুপদেশাৎ, সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞায়াশ্চ ব্রহ্মপ্রভবত্বে সর্ব্বস্য সম্ভবাৎ, "তজ্জলান্" ইতি চাবিশেষশ্রুতেঃ, "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ" ইতি চোপক্রম্য শ্রুত্যন্তরে সর্ব্বস্যাবিশেষেণ ব্রহ্মজত্বোপদেশাৎ। তৈত্তিরীয়কে চ "স তপ-

---

সমর্থনপ্রস্তাবে চাস্য সঙ্গতির্ব্বক্তব্যা, অবাদিবদ্দিকালাদীনামুৎপত্তিপ্রতিপাদকবাক্যস্যানবগমাৎ। তদাস্তাং তাবৎ ॥ ২। ৩। ৯ ॥

যদ্যপি বায়োরগ্নিরিত্যপাদানপঞ্চমী কারকবিভক্তিরূপপদবিভক্তের্ব্বলীয়সীতি নেয়মানন্তর্য্যপরা যুক্তা, তথাপি বহুশ্রুতিবিরোধেন দুর্ব্বলাপ্যুপপদবিভক্তিরেবাত্রোচিতা। ততশ্চানন্তর্য্যদর্শনপরেয়ং বায়োরগ্নিরিতি শ্রুতিঃ। ন চ সাক্ষাদ্-

---

তোমরা মূল প্রকৃতি বলিবে, সেই বস্তুই আমাদের ব্রহ্ম; সুতরাং অবিরোধ অর্থাৎ বিরোধ নাই ॥ ২। ৩। ৯ ॥

ছান্দোগ্যশ্রুতি বলিয়াছেন, তেজঃ সন্মূলক অর্থাৎ সৎ (ব্রহ্ম) হইতে উৎপন্ন। আবার তৈত্তিরীয়শ্রুতি বলিয়াছেন, তেজ বায়ুমূলক অর্থাৎ বায়ু হইতে উৎপন্ন। তেজের উৎপত্তিস্থান-বিষয়ে এইরূপ শ্রুতি-বিপ্রতিপত্তি (বিরুদ্ধশ্রুতি) থাকায় তেজের উৎপত্তি-স্থানটী সংশয়িত অর্থাৎ অনির্দ্ধারিতরূপ। (সংশয়-নিরাসের জন্য বিচার, বিচারের প্রথম পূর্ব্বপক্ষ), পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, তেজ ব্রহ্মমূলকই অর্থাৎ ব্রহ্মোৎপন্নই বটে। কেন-না, ছান্দোগ্যে "সৎ-ই ছিলেন, তিনি তেজের সৃষ্টি করিলেন" এইরূপ উপদেশ আছে, এবং সমস্তই যদি ব্রহ্মোৎপন্ন হয়, তবেই একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হইতে পারে। অপিচ, "তজ্জলান্" অর্থাৎ তাঁহা হইতে জন্মে, লয়প্রাপ্ত হয় ও স্থিত থাকে, এই শ্রুতিতে পদার্থবিশেষের উল্লেখ না থাকায় কেবল তেজ নহে, সমস্তই ব্রহ্মোৎপন্ন বলিয়া কথিত আছে। অন্য শ্রুতিতেও "এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ জন্মে" ইত্যাদিক্রমে

---

* অতঃ অস্মাদেব কারণাৎ তেজো বায়োরুৎপন্নমেব। হি যতঃ, তথা আহ—বায়োরগ্নিরিতি শ্রুতিরিতি শেষঃ।

প্রদর্শিত যুক্তিতে তেজেরও উৎপত্তি নিশ্চিত হয়। বায়ু হইতে অগ্নি, ইত্যাদি শ্রুতি তাহাই বলিয়াছেন।

স্তত্ৰ। ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ” ইত্যবিশেষশ্রবণাৎ। তস্মাৎ “বায়োরগ্নিঃ” ইতি ক্রমোপদেশো দ্রষ্টব্যঃ—বায়োরনন্তর-মগ্নিঃ সম্ভূত ইতি। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে—

তেজঃ অতঃ মাতরিশ্বনো জায়ত ইতি। কস্মাৎ। তথাহ্যাহ “বায়োরগ্নিঃ ইতি। অব্যবহিতে হি তেজসো ব্রহ্মজত্বে সতি, অসতি বায়ুজত্বে বায়োরগ্নিরিতীয়ং শ্রুতিঃ কদর্থিতা স্যাৎ। নন্তু ক্রমার্থৈষা ভবিষ্যতীত্যুক্তং, নেতি ব্রুমঃ। “তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ” ইতি পুরস্তাৎ সম্ভবত্যপাদানস্যাত্মনঃ পঞ্চমী-নির্দ্দেশাৎ, তস্যৈব চ সম্ভবতেরিহাধিকারাৎ, পরস্তাদপি তদধিকারে “পৃথিব্যা ওষধয়ঃ” ইত্যপাদানে পঞ্চমীদর্শনাৎ, “বায়োরগ্নিঃ” ইত্যপাদানপঞ্চম্যেবৈষেতি গম্যতে। অপি চ, বায়োরূর্দ্ধমগ্নিঃ

ব্রহ্মজত্বসম্ভবে তত্বংশুত্বেন তজ্জত্বং পরম্পরয়াশ্রয়িতুং যুক্তং, বাজপেয়স্য পশু-যূপবদিতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে।

যুক্তং পশুযাগবাজপেয়য়োরঙ্গাঙ্গিনোর্নানাত্বাত্তত্র সাক্ষাদ্বাজপেয়াসম্বন্ধে ক্লেশেন পরম্পরাশ্রয়ণম্, ইহ তু বায়োর্ব্রহ্মবিকারস্যাপি ব্রহ্মণো বস্তুতোঽনন্যত্বাদ্বায়ু-

অবিশেষে সমস্ত পদার্থেরই ব্রহ্মজত্ব উপদিষ্ট আছে। “তিনি (ব্রহ্ম) তপঃ উপার্জ্জনপূর্ব্বক এ সমস্ত সৃজন করিয়াছেন” এই তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেও অবি-শেষ শ্রবণ আছে। ইহাতে বুঝিতে হইতেছে যে, বায়ু হইতে অগ্নি জন্মিয়াছে” এখানে মাত্র ক্রমের উপদেশ হইয়াছে। অর্থাৎ তিনি বায়ু সৃজন করিয়া তেজ সৃজন করিয়াছেন, এই তাৎপর্য্যে উহা কথিত হইয়াছে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষপ্রাপ্তিতে সিদ্ধান্ত বলা যাইতেছে যে, তেজঃ বায়ু হইতেই জন্মিয়াছে, সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইতে নহে। হেতু এই যে, শ্রুতি তাহাই বলিয়াছেন অর্থাৎ “বায়ু হইতে তেজ” এই শ্রুতি তেজকে বায়ুপ্রভব বলিয়াছেন। [অব্যব...সয়তি] তেজ সাক্ষাৎ ব্রহ্মোৎ-পন্ন, পবনোৎপন্ন নহে, এরূপ হইলে “বায়ু হইতে অগ্নি” এ শ্রুতি কদর্থিত অর্থাৎ অর্থশূন্য বা কুৎসিতার্থ হইবে। বলিয়াছিলে, ঐ শ্রুতি ক্রম প্রতিপাদন করিতেছে, আমরা দেখিতেছি, তাহা করে না। কেন? তাহা বিবেচনা কর। “সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হইয়াছে” এই উপক্রম-শ্রুতিতে সম্ভব-ক্রিয়ার অপাদান আত্মা, তাহাতে তদ্বোধিকা পঞ্চমী বিভক্তি, তৎপরে ঐ সম্ভবক্রিয়ার অনুবর্ত্তনে পৃথিবী শব্দেও “পৃথিবী হইতে ওষধি সকল” অপাদান-পঞ্চমী, সুতরাং তদধিকারস্থ বা তদনুবর্ত্তিত “বায়োরগ্নি” শ্রুতিস্থ বায়ু-শব্দেও যে, অপাদান-পঞ্চমী, ইহা সহজেই বোধগম্য হয়। (ঐ তেজ যে, বায়ুমূলক, বায়ুপ্রভব, তাহা অপাদান-পঞ্চমীর সামর্থ্যেই প্রতীত হয়)। ঐ পঞ্চমী বিভক্তির অপাদান অর্থ ভঙ্গ করিয়া ক্রমার্থ

সম্ভূত ইতি কল্প্য উপপদার্থযোগঃ, কৢপ্তস্তু কারকার্থযোগো বায়োরগ্নিঃ সম্ভূত ইতি। তস্মাদেষা শ্রুতির্বায়ুযোনিত্বং তেজসোঽবগময়তি।

নন্বিতরাপি শ্রুতির্ব্রহ্মযোনিত্বং তেজসোঽবগময়তি "তত্তেজোঽসৃজত" ইতি। ন। তস্যাঃ পারম্পর্য্যজত্বেঽপ্যবিরোধাৎ। যদাপি হ্যাকাশং বায়ুঞ্চ সৃষ্ট্বা বায়ুভাবাপন্নং ব্রহ্ম তেজোঽসৃজতেতি কল্প্যতে, তদাপি ব্রহ্মজত্বং তেজসো ন বিরুধ্যতে। যথা "তস্যাঃ শৃতং, তস্যা দধি, তস্যা আমিক্ষা" ইতি। দর্শয়তি চ ব্রহ্মণো বিকারাত্মনাবস্থানং "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" ইতি। তথা চেশ্বরস্মরণং ভবতি "বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহঃ" ইত্যাদ্যনুক্রম্য—"ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ" ইতি, যদ্যপি বুদ্ধ্যাদয়ঃ স্বকারণেভ্যঃ প্রত্যক্ষং ভবন্তো দৃশ্যন্তে, তথাপি সর্ব্বস্য

পাদানত্বে সাক্ষাদেব ব্রহ্মোপাদানত্বোপপত্তেঃ কারকবিভক্তের্বলীয়স্ত্বাদুরোধেনোভয়থোপপদ্যমানাঃ শ্রুতয়ঃ কাংস্যভোজিন্যায়েন নিয়ম্যন্ত ইতি যুক্তমিতি রাদ্ধান্তঃ।

"পারম্পর্য্যজত্বেঽপি" ইতি ভেদকল্পনাভিপ্রায়ং, যতঃ পারমার্থিকভেদমাহ—

গ্রহণ করিতে গেলে অর্থাৎ বায়ু সৃষ্টির পরে অগ্নির সৃষ্টি, এইরূপ অর্থ করিতে গেলে কল্পনার শরণ লইতে হয়, কিন্তু কল্পনা ও কৢপ্ত অত্যন্ত প্রভেদযুক্ত। কৢপ্তার্থ গ্রহণের সম্ভাবনা সত্ত্বে কল্পিতার্থের গ্রহণ হইতেই পারে না। সেই কারণে বলিতে হয়, মানিতে হয়, "বায়োরগ্নি" এই শ্রুতি তেজের বায়ুপ্রভবতাই বুঝাইবে, ক্রমমাত্র বুঝাইবে না।

[নন্বিতরাপি...পৃথগ্বিধা ইতি] যদি বল, "তিনি (ব্রহ্ম) তেজঃ সৃষ্টি করিলেন" এই শ্রুতি তেজের সাক্ষাৎ ব্রহ্মোৎপন্নতা বুঝাইবে, আমরা বলি, তাহা বুঝাইবে না। তাহা না বুঝাইলেও ঐ শ্রুতি কুপিতা হইবেন না। কারণ এই যে, ব্রহ্ম বায়ু-পরম্পরাক্রমে অর্থাৎ বায়ুভাব ধারণান্তে তেজের সৃষ্টি করিয়াছেন, এরূপ অর্থ ঐ শ্রুতির পক্ষে অবিরুদ্ধ। আকাশ ও বায়ু সৃষ্টির পর বায়ুভাবাপন্ন ব্রহ্ম তেজের সৃষ্টি করিয়াছেন, এরূপ অর্থও অবিরুদ্ধ। লোকে যেমন বলে, ধেনুর দুগ্ধ, তাহার দধি, তাহার আমিক্ষা (ছানা) ইত্যাদি। ব্রহ্মের বিকারভাবে অবস্থান "তিনি আপনি আপনাকে জগদ্রূপী করিয়াছেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে অভিহিত আছে। এ অর্থে ঈশ্বর-স্মৃতিকেও প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। যথা—"বুদ্ধি, জ্ঞান, অমোহ, ইত্যাদি ইত্যাদি যে কিছু ভূতভাব, জীবধর্ম, সমস্তই আমা হইতে হইয়াছে।" (ঈশ্বর-স্মৃতি—ভগবদ্গীতা)। [যদ্যপি...বিরোধঃ] বুদ্ধ্যাদি আপন আপন কারণ

তাবজ্জাতস্য সাক্ষাৎ প্রণাড্যা বা ঈশ্বরবংশ্যত্বাৎ। এতেনাক্রমস্থষ্টি-বাদিন্যঃ শ্রুতয়ো ব্যাখ্যাতাঃ, তাসাং সর্ব্বথোপপত্তেঃ, ক্রমবৎ-স্থষ্টিবাদিনীনাত্বন্যথানুপপত্তেঃ। প্রতিজ্ঞাপি সদ্বংশ্যত্বমাত্রমপে-ক্ষতে, নাব্যবহিতজন্যত্বমিত্যবিরোধঃ ॥ ২। ৩। ১০ ॥

আপঃ ॥ ২। ৩। ১১ ॥ *

অতস্তথাহ্যাহেত্যনুবর্ত্ততে। আপোঽতস্তেজসো জায়ন্তে। কস্মাৎ। তথাহ্যাহ "তদপোঽসৃজত" ইতি "অগ্নেরাপঃ" ইতি চ। সতি বচনে নাস্তি সংশয়ঃ। তেজসস্তু স্থষ্টিং ব্যাখ্যায়

"বায়ুভাবাপন্নং ব্রহ্ম" ইতি। "যথা তস্যাঃ শৃতম্" ইতি তু দৃষ্টান্তঃ পরম্পরামাত্র-সাম্যেন, নতু সর্ব্বথা সাম্যেনেতি সর্ব্বমবদাতম্ ॥ ২। ৩ ১০ ॥

নিগদব্যাখ্যাতেন ভাষ্যেণ ব্যাখ্যাতম্ ॥ ২। ৩ ১১ ॥

[রত্নপ্রভা] আপঃ। অতিদেশোঽয়ম্। তথা হ্যাথর্ব্বণে মুণ্ডকগ্রন্থে 'এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী' ইতি মন্ত্রে অপাং ব্রহ্মজত্বং শ্রুতম্। অগ্নেরাপ ইতি শ্রুত্যা তস্য বিরোধোঽস্তি ন বেতি সন্দেহে, তুল্যত্বাদস্তি বিরোধ ইতি পূর্ব্বপক্ষে, অপামগ্নিদাহ্যত্বেন বিরোধাদগ্নিজত্বাসম্ভবাৎ ক্রমার্থা পঞ্চমীত্যবিরোধ ইত্যধি-কাশঙ্কায়ামুক্ততেজোন্যায়মতিদিশ্য ব্যাচষ্টে—অত ইতি। প্রত্যক্ষবিরোধে

হইতে উৎপন্ন, ইহা প্রত্যক্ষ হইলেও সাক্ষাৎ ও পরম্পরা সম্বন্ধে সমস্তই ঈশ্বরবংশ্য অর্থাৎ ঈশ্বরোৎপন্ন। (ঈশ্বর কতকগুলির সাক্ষাৎ কারণ, কতকগুলির পরম্পরা কারণ। যে-কোন রূপে হউক না কেন, সমস্তই ঈশ্বরকারণক)। এই বিচা-রের দ্বারা অক্রমবাদিনী শ্রুতিও বিচারিতা হইল, ইহা বুঝিতে হইবেক। যে সকল শ্রুতিতে ক্রমের উল্লেখ নাই, কেবলমাত্র অমুক হইতে অমুক হইল, এইরূপ অভি-হিত হইয়াছে, সে সকল শ্রুতি অক্রমবাদিনী। এই অক্রমবাদিনী শ্রুতির অর্থ যে-সে প্রকারে সমর্থিত হইতে পারে; কিন্তু ক্রমবাদিনী শ্রুতি যে-সে প্রকারে সাধিত ও বাধিত হইতে পারে না। (তাহাতে যে ক্রমের কথন আছে, তাহার অন্যথা হইতে পারে না, কাজেই ক্রমবাদিনী শ্রুতি বলবতী)। একবিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞান হওয়ার প্রতিজ্ঞাতেও সাধারণতঃ ব্রহ্মোৎপন্নতা মাত্রের নিমিত্ততা আছে, সাক্ষাৎ ব্রহ্মোৎপন্নতার অপেক্ষা নাই। (সাক্ষাৎ হউক, আর পরম্পরায়ই হউক, জগৎ ব্রহ্মোৎপন্ন হইলেই ব্রহ্মজ্ঞানে জগতের জ্ঞান-সিদ্ধ হইতে পারে) ॥২।৩।১০॥

তেজ হইতে জন্মিয়াছে, শ্রুতি তাহাই বলিয়াছেন, পূর্ব্ব সূত্রের এই অংশ এখানেও যোজিত হইবেক। অর্থ এই যে, তেজ হইতে জল জন্মিয়াছে, (সাক্ষাৎ

---

* অতিদেশোঽয়ম্। অতস্তথাহ্যাহেত্যনুবর্ত্ততে। অতস্তেজস আপো জায়ন্ত ইত্যর্থঃ। অপ্ শব্দে জল বুঝায়। জল তেজ হইতে জন্মিয়াছে। যে যুক্তিতে তেজের বায়ুমূলকত্ব নিশ্চিত হয়, সেই যুক্তিতেই জলের তেজোমূলকত্বও সিদ্ধ হয়।

পৃথিব্যা ব্যাখ্যাস্যন্নপোঽন্তরয়ামীতি "আপঃ" ইতি সূত্রয়াম্বভূব ॥ ২ । ৩ । ১১ ॥

পৃথিব্যধিকার-রূপ-শব্দান্তরেভ্যঃ ॥২।৩।১২॥*

"তা আপ ঐক্ষন্ত, বহ্ব্যঃ স্যামঃ প্রজায়েমহীতি, তা অন্নমসৃজন্ত" ইতি শ্রূয়তে। তত্র সংশয়ঃ—কিমনেনান্নশব্দেন ব্রীহিযবাদি অভ্যবহার্য্যং বৌদনাদ্যুচ্যতে ? কিং বা পৃথিবী ? ইতি। তত্র প্রাপ্তং তাবৎ ব্রীহিযবাদি, ওদনাদি বা পরিগ্রহীতব্যমিতি।

কথমপামগ্নিজত্বনির্ণয়স্তত্রাহ—"সতি বচনে" ইতি। ত্রিবৃৎকৃতয়োরপ্তেজসোর্বিরোধে- ঽপ্যগ্নেরাপ ইতি বচনাদতীন্দ্রিয়য়োস্তয়োর্নাস্তি বিরোধ ইতি নির্ণীয়ত ইত্যর্থঃ। ন কেবলং শ্রুত্যবিরোধজ্ঞানায়ায়মতিদেশঃ, কিন্তু পঞ্চভূতোৎপত্তিক্রমনির্ণয়ার্থঞ্চেত্যাহ— তেজসত্বিতি। তস্মাত্তেজোভাবাপন্নে ব্রহ্মণি শ্রুতিসমন্বয় ইতি সিদ্ধম্। ইতি রত্নপ্রভা ॥ ২ । ৩ । ১১ ॥]

অন্নশব্দোঽয়ং ব্যুৎপত্ত্যা চ প্রসিদ্ধ্যা চ ব্রীহিযবাদৌ তদ্বিকারে চৌদনে প্রবর্ত্ততে। শ্রুতিশ্চ প্রকরণাদ্বলীয়সী। সা চ বাক্যশেষেণোপোদ্বলিতা "যত্র ক্বচন

ব্রহ্ম হইতে নহে)। কেন না, শ্রুতি তাহাই বলিয়াছেন। যথা—"তাহা জল সৃজন করিল।" "অগ্নি হইতে আপ অর্থাৎ জল হইয়াছে।" ইত্যাদি। এখানেও বিস্পষ্ট বচন (শ্রুতিবাক্য) থাকায় জলের তেজোমূলকতা-পক্ষে সংশয় নাই। তেজঃসৃষ্টি বর্ণনার পর পৃথিবীসৃষ্টি বলিবেন, কিন্তু পঞ্চভূতক্রমের মধ্যে জল সন্নিবিষ্ট থাকায় মধ্যে তাহাও বলা হইল ॥২।৩।১১॥

"সেই সকল জল ভাবিল, আলোচনা করিল, আমরা বহু হইব ও জন্মিব। অনন্তর তাহারা অন্নের সৃজন করিল।" এই একটী শ্রুতি আছে। এই শ্রুতি অন্ন-শব্দে কোন্ বস্তু বলিয়াছেন ? ধান্যাদি বলিয়াছেন ? না ওদনাদি (ওদন = ভাত) খাদ্যবস্তু বলিয়াছেন ? অথবা পৃথিবীকে বলিয়াছেন ? (অন্নশব্দের বহু অর্থ থাকায় অবশ্যই ঐরূপ সংশয় হইতে পারে)। প্রথমতঃ পাওয়া যায়, বুঝা যায়, ঐ অন্ন-শব্দের অর্থ ধান্যাদি অথবা ওদনাদি। কেন-না, লোকমধ্যে এই দুই অর্থেই অন্ন-শব্দের প্রসিদ্ধি দেখা যায়, এবং তাহা উদাহৃত শ্রুতির শেষবাক্যের সহিত সঙ্গতও হয়। উদাহৃত শ্রুতির শেষে যাহা আছে, তাহা এই— "সেই জন্য, যেস্থানে বর্ষণ, সেই স্থানে ভূয়িষ্ঠ অন্ন।" এখন বিবেচনা কর, বর্ষণ

* "তা অন্নমসৃজন্ত" ইত্যত্রান্নশব্দেন বলভিহিতং, তৎ পৃথিব্যেব নান্যদিত্যর্থঃ। কুতঃ? অধিকাররূপশব্দান্তরেভ্যঃ। অধিকারাৎ রূপাৎ শব্দান্তরাচ্চেত্যর্থঃ। অধিকারঃ প্রকরণম্। রূপং কৃষ্ণাদি। শব্দান্তরং অন্যা শ্রুতিঃ।

"জল অন্ন সৃষ্টি করিলেন" এতৎশ্রুতিস্থ অন্নশব্দের অর্থ পৃথিবী। এ অর্থ অধিকার অর্থাৎ প্রকরণ, রূপের নির্দ্দেশ ও সমভাবাপন্ন শ্রুত্যন্তরের দ্বারা নির্ণীত হয়। (ভাষ্যে প্রতিপাদিত হইয়াছে)।

তত্র হ্যন্নশব্দঃ প্রসিদ্ধো লোকে বাক্যশেষোপেতমর্থমুপোদ্বলয়তি, "তস্মাদ্‌যত্র ক্বচন বর্ষতি, তদেব ভূয়িষ্ঠমন্নং ভবতি" ইতি। ব্রীহিযবাদ্যেব হি সতি বর্ষণে বহু ভবতি, ন পৃথিবীতি। এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—

পৃথিব্যেবেয়মন্নশব্দেনাম্ভো জায়মানা বিবক্ষ্যতইতি। কস্মাৎ? অধিকারাৎ রূপাৎ শব্দান্তরাচ্চ। অধিকারস্তাবৎ—"তত্তেজোঽসৃজত, তদপোঽসৃজত" ইতি চ মহাভূতবিষয়ো বর্ত্ততে। তত্র ক্রমপ্রাপ্তাং পৃথিবী-সৃষ্টিং মহাভূতং বিলঙ্ঘ্য নাকস্মাদ্ ব্রীহ্যাদিপরিগ্রহো ন্যায্যঃ। তথা রূপমপি বাক্যশেষে পৃথিব্যনুগুণং দৃশ্যতে—"যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য" ইতি। ন হ্যোদনাদেরভ্যবহার্য্যস্য কৃষ্ণত্বনিয়মোঽস্তি, নাপি ব্রীহ্যাদীনাম্। নন্ন পৃথিব্যা অপি নৈব কৃষ্ণত্বনিয়মোঽস্তি, 'পয়ঃপাণ্ডরস্যাঙ্গাররোহিতস্য চ ক্ষেত্রস্য

বর্ষতি" ইত্যনেন। তস্মাদভ্যবহার্য্যং ব্রীহিযবাদ্যেবাত্রাম্ভো জায়ত ইতি বিবক্ষিতম্। কার্য্যমপি হি সম্ভবতি কস্তচিদদনীয়স্য। ন হি পৃথিব্যপি কৃষ্ণা, লোহিতাদিরূপায়া অপি দর্শনাৎ। ততশ্চ শ্রুত্যন্তরেণাদ্ভ্যঃ পৃথিবী, পৃথিব্যা ওষধয়ঃ, ইত্যাদিনা বিরোধ ইতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ।

শ্রুত্যোর্ব্বিরোধে বস্তুনি বিকল্পানুপপত্তেরন্যতরানুগুণতয়ান্যতরা নেতব্যা। তত্র কিমদ্ভ্যঃ পৃথিবীতি পৃথিবীশব্দোঽন্নপরতয়া নীয়তাং, উতান্নমসৃজতেত্যন্নশব্দঃ

হইলে ধান্যাদি দ্রব্যই বহু হয়, পৃথিবী (মৃত্তিকা) বহু হয় না। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তির পর তাহার সিদ্ধান্তার্থ সূত্র বলা হইতেছে—

[পৃথি...রাচ্চ] সূত্রের অর্থ এই যে, এই জলজন্মা পৃথিবীই ঐ অন্নশব্দের বিবক্ষিতার্থ। কিসে বলি ? তাহা শুন। অধিকার অর্থাৎ প্রকরণ, রূপ অর্থাৎ কৃষ্ণাদিবর্ণ এবং শব্দান্তর অর্থাৎ অন্য শ্রুতি, এই তিন কারণে অন্ন শব্দের পৃথিবী অর্থই গ্রহণীয় হয়। [অধিকার...দীনাম্] "তাহারা অন্নের সৃষ্টি করিল" এ কথাটী "তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন, জল সৃষ্টি করিলেন" এই অধিকারে কথিত; সুতরাং মহাভূত অধিকারে কথিত। যেহেতু মহাভূতসৃষ্টিপ্রস্তাবে কথিত, সেই হেতু ক্রমপ্রাপ্ত অর্থাৎ তেজের পর জল, জলের পরে পৃথিবী, এইরূপে প্রাপ্ত পৃথিবীভূত উল্লঙ্ঘন করিয়া অকস্মাৎ ধান্যাদি অর্থ গ্রহণ করা ন্যায্য নহে। অপিচ, বিচার্য্য সন্দর্ভের শেষে "যাহা কৃষ্ণরূপ, তাহা অন্নের" এইরূপ উক্তি আছে। ঐ কৃষ্ণরূপ পৃথিবী ব্যতীত অন্য কাহারও নহে। ভক্ষ্য ওদনাদির ও ধান্যাদির কৃষ্ণরূপ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা নিয়মিত নহে। [নম্ন...ক্ষিপ্যতে] যদি বল, পৃথিবীরও রূপের নিয়ম নাই, শ্বেত লোহিত মৃত্তিকাও দৃষ্ট হয়, তাহার প্রত্যুত্তর, কৃষ্ণরূপই অধিক, শ্বেত লোহিত-

দর্শনাৎ। নায়ং দোষঃ, বাহুল্যাপেক্ষত্বাৎ। ভূয়িষ্ঠং হি পৃথিব্যাঃ কৃষ্ণং রূপং, ন তথা শ্বেতরোহিতে। পৌরাণিকা অপি পৃথিবীচ্ছায়াং শর্ব্বরীমুপদিশন্তি, সা চ কৃষ্ণাভাসেত্যতঃ কৃষ্ণং রূপং পৃথিব্যা ইতি শ্লিষ্যতে। শ্রুত্যন্তরমপি সমানাধিকারং "অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" ইতি ভবতি, "তদ্‌যদপাং শর আসীৎ তৎ সমহন্যত, সা পৃথিব্যভবৎ" ইতি চ। পৃথিব্যাস্তু ব্রীহ্যাদেরুৎপত্তিং দর্শয়তি—"পৃথিব্যা ওষধয়ঃ, ওষধীভ্যোঽন্নম্" ইতি চ।

এবমধিকারাদিষু পৃথিব্যাঃ প্রতিপাদকেষু সৎসু কুতো ব্রীহ্যাদিপ্রতিপত্তিঃ। প্রসিদ্ধিরপ্যধিকারাদিভিরেব বাধ্যতে। বাক্যশেষোঽপি পার্থিবত্বাদন্নাদ্যস্য তদ্দ্বারেণ পৃথিব্যা এবাদ্ভ্যঃ প্রভবত্বং সূচয়তীতি দ্রষ্টব্যম্। তস্মাৎ, পৃথিবীয়মন্নশব্দেতি ॥ ২। ৩। ১২ ॥

পৃথিবীপরতয়েতি বিশয়ে মহাভূতাধিকারানুরোধাৎ প্রাপ্বিককৃষ্ণরূপানুরোধাচ্চ তদ্‌যদপাং শর আসীৎ "ইতি চ পুনঃ শ্রুত্যনুরোধাচ্চ বাক্যশেষস্ত চান্যথাপ্যুপপত্তেরন্নশব্দোঽন্নকারণে পৃথিব্যামিতি রাদ্ধান্তঃ ॥ ২। ৩। ১২ ॥

রূপ দৃষ্ট হইলেও তাহা কচিৎ ও অল্প বলিয়া গণনীয় নহে। কৃষ্ণরূপ যত, শ্বেত লোহিত তত নহে। (সুতরাং কৃষ্ণরূপই পৃথিবীর স্বাভাবিক, অন্যরূপ ঔপাধিক)। পুরাণবিৎ পণ্ডিতেরাও রাত্রি পৃথিবীর ছায়া বলিয়া উপদেশ করেন। রাত্রি কৃষ্ণবর্ণ, তদনুসারেও পৃথিবীর রূপ কৃষ্ণ (কাল)। [শ্রুত্যন্তর...মিতি চ] শব্দান্তর শব্দের অর্থ শ্রুত্যন্তর, তাহাতেও পৃথিবীর জলযোনিত্ব কথিত আছে। যথা—"সৃষ্টিকালে যে জলের শর (মণ্ডের ন্যায় ও ভাসমান জলীয় বিকার) হইয়াছিল, সেই শর সংহত অর্থাৎ কঠিন হইলে, তাহা পৃথিবী হইল।" শ্রুতি এইরূপে পৃথিবী সৃষ্টি বলিয়া তাহা হইতে ধান্যাদি সৃষ্টি হওয়ার কথা বলিয়াছেন। যথা—"পৃথিবী হইতে ওষধি সকল এবং ওষধি হইতে অন্ন অর্থাৎ খাদ্য বস্তু হয়।"

[এবমধিকারাদিষু...শব্দেতি] এবম্বিধ পৃথিবীবোধক অধিকার (প্রকরণ), রূপ বর্ণন ও শ্রুত্যন্তর বিদ্যমান থাকিতে অন্ন-শব্দের ধান্যাদি অর্থ প্রতীত হইতে পারে কি? তাহা পারে না। খাদ্য অর্থে অন্ন-শব্দের প্রসিদ্ধি আছে সত্য; কিন্তু সে অর্থ অধিকারাদির দ্বারা বাধিত। (অধিকার, রূপ, ও শ্রুত্যন্তর, এই তিন কারণে সে প্রসিদ্ধ অর্থ পরিত্যক্ত হইবে, গৃহীত হইবে না)। প্রদর্শিত বাক্যশেষেও অন্নাদির পৃথিবীপ্রভবত্ব কথন দ্বারা পৃথিবীর জলযোনিত্ব সূচিত হইয়াছে। বিচারের উপসংহার এই যে, প্রদর্শিত কারণে শ্রুত্যুক্ত অন্ন-শব্দের অর্থ পৃথিবী, অন্য কিছু নহে। ২। ৩। ১২ ॥

তদভিধ্যানাদেব তু তল্লিঙ্গাৎ সঃ ॥২।৩।১৩॥*

কিমিমানি বিয়দাদীনি ভূতানি স্বয়মেব স্ববিকারান্ সৃজন্তি, আহোস্বিৎ পরমেশ্বর এব তেন তেনাত্মনাবতিষ্ঠমানোঽভিধ্যায়ংস্তং তং বিকারং সৃজতীতি সন্দেহে সতি, প্রাপ্তং তাবৎ স্বয়মেব সৃজন্তীতি। কুতঃ ? "আকাশাদ্বায়ুর্বায়োরগ্নিঃ" ইত্যাদি স্বাতন্ত্র্যশ্রবণাৎ। নন্বচেতনানাং স্বতন্ত্রাণাং প্রবৃত্তিঃ প্রতিষিদ্ধা, নৈষ দোষঃ, "তত্তেজ ঐক্ষত তা আপ ঐক্ষন্ত" ইতি চ ভূতানামপি চেতনত্বশ্রবণাদিতি। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

সৃষ্টিক্রমে ভূতানামবিরোধ উক্তঃ, ইদানীমাকাশাদিভূতাধিষ্ঠাত্র্যো দেবতাঃ কিং স্বতন্ত্রা এবোত্তরোত্তরভূতসর্গে প্রবর্ত্তন্তে ? উত পরমেশ্বরাধিষ্ঠিতাঃ পরতন্ত্রাঃ ? ইতি। তত্রাকাশাদ্বায়ুর্বায়োরগ্নিরিতি স্ববাক্যে নিরপেক্ষাণাং শ্রুতেঃ স্বয়ং চেতনানাঞ্চ চেতনান্তরাপেক্ষায়াং প্রমাণাভাবাৎ, প্রস্তাবস্য চ লিঙ্গস্য চ পারম্পর্য্যেণাপি মূলকারণস্য ব্রহ্মণ উপপত্তেঃ, স্বতন্ত্রাণামেবাকাশাদীনাং বায়্বাদিকারণত্বমিতি জগতো ব্রহ্মযোনিত্বব্যাঘাত ইতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

একণে সংশয় হইতে পারে যে, ঐ সকল আকাশাদি ভূত কি স্বয়ং (আপনা আপনি, স্বীয় কর্তৃত্বে) আপন আপন বিকার সৃজন করিয়াছে, কি পরমেশ্বর সেই সেই রূপে অবস্থিত হইয়া আলোচনা পূর্ব্বক সেই সেই বিকার সৃজন করিয়াছেন ? সন্দেহের পর পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, ভূত সকল স্বয়ং (স্বীয় কর্তৃত্বে) স্বীয় স্বীয় বিকার সৃজন করিয়াছে। কেন-না, "আকাশাদ্বায়ুঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে ভূতগণের স্বাতন্ত্র্যই শুনা যায়, পরমেশ্বরাধীনতা শুনা যায় না। [নন্বচেতনানাং...সৃজন্তীতি] যদি বল, অচেতনের স্বাতন্ত্র্যে কার্য্য-প্রবৃত্তি নাই ; আমরা বলি, তাহা না হইলেও ঐ উক্তিতে (আকাশ বায়ু সৃষ্টি করিয়াছেন, ইত্যাদি উক্তিতে) দোষ নাই। কারণ, "সেই তেজ আলোচনা করিল, সে সকল জল ঈক্ষণ করিল" ইত্যাদি শ্রুতিতে ভূতগণেরও চৈতন্য থাকা শ্রুত হইয়াছে। (অর্থাৎ ভূত সকল অচেতন নহে, কিন্তু চেতন)। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ পাওয়ার পর তাহার সমাধান সূত্র বলা যাইতেছে—

---

* তু-শব্দঃ শঙ্কানিরাসার্থঃ। বিয়দাদীনি স্বাতন্ত্র্যেণ স্ববিকারান্ সৃজন্তীতি নাশঙ্কিতব্যমিত্যর্থঃ। যতঃ স এব পরমেশ্বরস্তেন তেন রূপেণাবতিষ্ঠমানস্তং তং বিকারং সৃজতীতি তদভিধ্যানাৎ তল্লিঙ্গাদবগম্যতে। তদভিধ্যানং তল্লিঙ্গতল্লিঙ্গাধিষ্ঠানম্। তল্লিঙ্গঃ পরমেশ্বরলিঙ্গঃ সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাদিঃ।

আকাশাদি ভূত অচেতন, তাহারা স্বতঃ প্রবৃত্ত হয় না, এ নিমিত্ত বুঝিতে হইবে যে, পরমেশ্বরই সেই সেই রূপে আবিষ্ট বা অবস্থিত হইয়া সেই সেই বিকার সৃজন করিয়াছেন। এ কথা এই জন্য বলি যে, ঐ কার্য্যে পরমেশ্বরের গমক বা বোধক কোন চিহ্ন (কথা) আছে।

স্বয়মেব পরমেশ্বরস্তেন তেনাত্মনাবতিষ্ঠমানোঽভিধ্যায়ংস্তং তং বিকারং সৃজতীতি। কুতঃ? তল্লিঙ্গাৎ। তথা হি শাস্ত্রং—"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্‌ যঃ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি" ইত্যেবঞ্জাতীয়কং সাধ্যক্ষাণামেব ভূতানাং প্রবৃত্তিং দর্শয়তি। তথা "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইতি প্রস্তুত্য "সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ, তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" ইতি তস্যৈব সর্ব্বাত্মভাবং দর্শয়তি। যত্তু ঈক্ষণ-শ্রবণমপ্‌তেজসোঃ, তৎ পরমেশ্বরাবেশবশাদেব দ্রষ্টব্যম্‌; "নান্যোঽ

আকাশাদ্বায়ুরিত্যাদয় আকাশাদীনাং কেবলানামুপাদানভাবমাচক্ষতে, ন পুনঃ স্বাতন্ত্র্যেণাধিষ্ঠাতৃত্বম্‌। ন চ চেতনানাং স্বকার্য্যে স্বাতন্ত্র্যমিত্যেতদপ্যৈকান্তিকম্‌। পরতন্ত্রাণামপি তেষাং বহুলমুপলব্ধের্ভৃত্যাস্তেবাস্যাদিবৎ। তস্মাল্লিঙ্গপ্রস্তাব-সামঞ্জস্যায় স ঈশ্বর এব তেন তেনাকাশাদিভাবেনোপাদানভাবেনাবতিষ্ঠমানঃ স্বয়মধিষ্ঠায় নিমিত্তকারণভূতস্তং তং বিকারং বায়্বাদিকং সৃজতীতি যুক্তম্‌। ইত-রথা লিঙ্গপ্রস্তাবৌ ক্লেশিতৌ স্যাতামিতি। "পরমেশ্বরাবেশবশাৎ" ইতি। পরমে-শ্বর এবান্তর্যামিভাবেনাবিষ্ট ঈক্ষিতা। তস্মাৎ সর্ব্বস্য কার্য্যজাতস্য সাক্ষাৎ

স্বয়ং পরমেশ্বরই সেই সেই রূপে বা সেই সেই অবস্থায় অবস্থিত হইয়া অভিধ্যান অর্থাৎ আলোচনা পূর্ব্বক সেই সেই বিকার সৃজন করিয়াছেন। [কুতঃ ...দর্শয়তি] হেতু এই যে, শাস্ত্রে পরমেশ্বর-নিয়মতা বোধক উপদেশ আছে। যথা—"যিনি পৃথিবীতে থাকেন, অথচ পৃথিবী হইতে ভিন্ন, পৃথিবী যাঁহাকে জানেন না, অথচ পৃথিবী যাঁহার শরীর এবং যিনি পৃথিবীর অন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে শাসনে রাখিয়াছেন" ইত্যাদি। এই শাস্ত্রও এতজ্জাতীয় শাস্ত্র সাধ্যক্ষ (যাহার অধিষ্ঠাতা আছে তাদৃশ) ভূতেরই প্রবৃত্তি দেখাইয়াছেন, অধ্যক্ষশূন্য অচেতনের প্রবৃত্তি নিষেধ করিয়াছেন। [তথা…ত্যত্র] আরও দেখ, শাস্ত্র "তিনি কামনা করিলেন, আমি বহু হইব ও জন্মিব।" এইরূপে প্রস্তাবারম্ভ করিয়া "তিনি পরোক্ষ ও অপরোক্ষ বস্তু হইলেন এবং আপনি আপনাকে সেই সেইরূপে প্রস্তুত করিলেন।" এইরূপ বলিয়া ব্রহ্মবস্তুরই সর্ব্বরূপতা স্থাপন করিয়াছেন। জলের ও তেজের যে ঈক্ষণ (আলোচনা) শুনা যায়, বুঝিতে হইবেক, তাহা পরমেশ্বরের আবেশ বশতঃ। কেন-না, "ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য দ্রষ্টা নাই" ইত্যাদি শাস্ত্রে অন্য ঈক্ষিতা থাকার নিষেধ আছে। অপিচ "তিনি ঈক্ষণ অর্থাৎ আলোচনা করিলেন, আমি বহু হইব

হতোঽস্তি দ্রষ্টা” ইতীক্ষিত্রন্তরপ্রতিষেধাৎ, প্রকৃতত্বাচ্চ সত ঈক্ষিতুঃ—“তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়” ইত্যত্র ॥২.৩।১৩॥

বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোঽত উপপদ্যতে চ ॥২।৩।১৪॥*

ভূতানামুৎপত্তিক্রমশ্চিন্তিতঃ। অথেদানীমপ্যয়ক্রমশ্চিন্ত্যতে। কিমনিয়তেন ক্রমেণাপ্যয়ঃ? উতোৎপত্তিক্রমেণ? অথবা তদ্বিপরীতেনেতি। ত্রয়োঽপি চোৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়া ভূতানাং ব্রহ্মায়ত্তাঃ শ্রূয়ন্তে “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসম্বিশন্তি” ইতি। তত্রানিয়মো-

পরমেশ্বর এবাধিষ্ঠাতা নিমিত্তকারণং, ন ত্বাকাশাদিভাবমাপন্নঃ। আকাশাদিভাবমাপন্নস্তূপাদানমিতি সিদ্ধম্ ॥ ২। ৩। ১৩॥

উৎপত্তৌ মহাভূতানাং ক্রমঃ শ্রুতো নাপ্যয়ে, অপ্যয়মাত্রস্য শ্রুতত্বাৎ। তত্র নিয়মে সম্ভবতি নানিয়মো ব্যবস্থারহিতো হি সঃ। ন চ ব্যবস্থায়াং সত্যামব্যবস্থা যুজ্যতে। তত্র ক্রমভেদাপেক্ষায়াং কিং দৃষ্টোঽপ্যয়ক্রমো ঘটাদীনাং,

ও জন্মিব” এ কথা সতের অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রস্তাবে পঠিত; সুতরাং ব্রহ্মেরই বহুভাব ও সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব ॥ ২। ৩। ১৩॥

ভূতনিবহের উৎপত্তির ক্রম চিন্তিত অর্থাৎ বিচারিত হইল। সম্প্রতি প্রলয়ের ক্রম চিন্তিত হইতেছে। সন্দেহ বিচারের জন্মদাতা; প্রলয়-ক্রমে তাহা আছে। যথা—প্রলয় কি অনিয়মিত ক্রমে হয়? না উৎপত্তিক্রমে হয়? না বিপরীত ক্রমে হয়? শ্রুতিতে শুনা যায়, উৎপত্তি, স্থিতি, প্রলয়, তিনটাই ব্রহ্মের অধীন। যথা—যাঁহা হইতে এই সকল ভূত জন্মে, জন্মিয়া যাঁহাতে স্থিতি করে, মরিয়া যাঁহাতে প্রবেশ করে, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহাকেই জান।” এই শ্রুতিতে ক্রমবিশেষের উপদেশ না থাকায় প্রতীত হয়, প্রলয়ে ক্রম-নিয়ম নাই, অনিয়মেই ভূতের প্রলয় হইয়া থাকে। অথবা শ্রুতিতে উৎপত্তির ক্রম কথিত আছে, প্রলয়ও তদনুসারী। অর্থাৎ যে-ক্রমে উৎপত্তি হয় ঠিক, সেই ক্রমেই প্রলয় হয়। এই পক্ষদ্বয় প্রাপ্তির পর যাহা সিদ্ধান্ত, তাহা বলা যাইতেছে।

প্রলয়ক্রমটী উৎপত্তিক্রমের বিপরীত। [তথা হি…বেদিতব্যম্] লোক

---

* অতঃ উৎপত্তিক্রমাৎ বিপর্য্যয়েণ বিপরীতেন ক্রমেণ প্রলয়ক্রমো বোধ্য ইতি শেষঃ। স এব ক্রম উপপদ্যতে যুক্তো ভবতি।

ভূত সকল যে ক্রমে উৎপন্ন, তাহারা তদ্বিপরীতক্রমেই লয়প্রাপ্ত হয় এবং বিপরীত ক্রমে লয়প্রাপ্ত হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

হ্বিশেষাদিতি প্রাপ্তম্। অথবা উৎপত্তেঃ ক্রমস্য শ্রুতত্বাৎ প্রলয়স্যাপি ক্রমাকাঙ্ক্ষিণঃ স এব ক্রমঃ স্যাদিত্যেবং প্রাপ্তম্।

ততোক্রমঃ—বিপর্য্যয়েণ তু প্রলয়ক্রমঃ, অত উৎপত্তিক্রমাদন্তবিতুমর্হতি। তথা হি লোকে দৃশ্যতে, যেন ক্রমেণ সোপানমারূঢ়স্ততো বিপরীতক্রমেণাবরোহতীতি। অপি চ, দৃশ্যতে মৃদো জাতং ঘটশরাবাদি অপ্যয়কালে মৃদ্ভাবমপ্যেতি, অদ্ভ্যশ্চ জাতং হিমকরকাদি অব্ভাবমপ্যেতীতি। অতশ্চোপপদ্যত এতৎ, যৎ পৃথিব্যদ্ভ্যো জাতা সতী স্থিতিকালব্যতিক্রান্তাবপোহপীয়াৎ, আপশ্চ তেজসো জাতাঃ সত্যস্তেজ অপীয়ুঃ। এবং ক্রমেণ সূক্ষ্মং সূক্ষ্মতরং চানন্তরমনন্তরতরং কারণমপীত্য সর্ব্বং কার্য্যজাতং পরমকারণং পরমসূক্ষ্মঞ্চ ব্রহ্মাপ্যেতীতি বেদিতব্যম্।

নহি স্বকারণব্যতিক্রমেণ কারণ-কারণে কার্য্যাপ্যয়ো ন্যায্যঃ। স্মৃতাবপ্যুৎপত্তিক্রমবিপর্য্যয়েণৈবাপ্যয়ক্রমস্তত্র তত্র দর্শিতঃ।

"জগৎপ্রতিষ্ঠা দেবর্ষে পৃথিব্যপ্সু প্রলীয়তে।
জ্যোতিষ্যাপঃ প্রলীয়ন্তে জ্যোতির্ব্বায়ৌ প্রলীয়তে॥"

মহাভূতাপ্যয়ক্রমনিয়ামকোঽস্ত ! অহো শ্রৌত উৎপত্তিক্রম ইতি বিশয়ে শ্রৌতস্য শ্রৌতান্তরমভ্যর্হিতং সমানজাতীয়তয়া তস্যৈব বুদ্ধিসান্নিধ্যাৎ ন দৃষ্টং বিরুদ্ধজাতীয়ত্বাৎ। তস্মাৎ শ্রৌতেনৈবোৎপত্তিক্রমেণাপ্যয়ক্রমো নিয়ম্যত ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

অপ্যয়স্য ক্রমাপেক্ষায়াং খলূৎপত্তিক্রমো নিয়ামকো ভবেৎ, ন তু অস্ত্যপ্যয়স্য ক্রমাপেক্ষা, দৃষ্টানুমানোপনীতেন ক্রমভেদেন শ্রুত্যনুসারিণোঽপ্যয়ক্রমস্য বাধ্যমানত্বাৎ। তস্মিন্ হি সত্যুপাদানোপরমেঽপ্যুপাদেয়মস্তীতি স্যাৎ, নচৈতদস্তি।

মধ্যেও দেখা যায়, মনুষ্য যে-ক্রমে সোপানারোহণ করে, তাহারই বিপরীত ক্রমে অবরোহণ করে। আরও দেখা যায়, মৃত্তিকাজাত ঘটাদি প্রলয়-প্রাপ্ত হইয়া মৃদ্ভাব প্রাপ্ত হয়, জলজন্মা করকাদি (করকা=বর্ষোপল, শিল) জলরূপই প্রাপ্ত হয়। অতএব, পৃথিবী জল হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া স্থিতিকাল অতিক্রম করতঃ আবার জলেই প্রলীন হয়। এইরূপ জলও তেজ হইতে উৎপন্ন হইয়া স্থিতিকাল অতিক্রমের পর প্রলয়কালে তেজেই লয় প্রাপ্ত হয়, তদপেক্ষা সূক্ষ্মভূত সকল কারণীভূত সূক্ষ্মতম পদার্থে গিয়া লীন হয়, এইরূপ ক্রমে পরমসূক্ষ্ম পরমকারণ ব্রহ্মে সমুদায় জন্যপদার্থ লয়-প্রাপ্ত হয়, ইহাই যুক্তিসিদ্ধ। [ন হি... দৃষ্টত্বাৎ] কার্য্য স্ব স্ব কারণে লীন না হইলে সহসা পরম-কারণে লয় পাইতে পারে না। স্মৃতিতেও উৎপত্তিক্রমের বিপরীতক্রমে প্রলয় হওয়া বর্ণিত আছে। যথা— "হে দেবর্ষে, জগতের প্রতিষ্ঠা বা সমাপ্তি (প্রলয়) এইরূপ ;—পৃথিবী জলে লয়প্রাপ্ত

ইত্যেবমাদৌ। উৎপত্তিক্রমস্তূৎপত্তাবেব শ্রুতত্বাৎ নাপ্যয়ে ভবিতুমর্হতি। ন চাসাবযোগ্যত্বাদপ্যয়েনাকাঙ্ক্ষ্যতে। ন হি কার্য্যে ধ্রিয়মাণে কারণস্যাপ্যয়ো যুক্তঃ, কারণাপ্যয়ে কার্য্যস্যা-বস্থানানুপপত্তেঃ। কার্য্যাপ্যয়ে তু কারণস্যাবস্থানং যুক্তং, মৃদাদিষ্বেবং দৃষ্টত্বাৎ ॥ ২। ৩। ১৪ ॥

অন্তরা বিজ্ঞান-মনসী ক্রমেণ তল্লিঙ্গাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ ॥ ২। ৩। ১৫ ॥ *

ভূতানামুৎপত্তিপ্রলয়াবনুলোমপ্রতিলোমক্রমাভ্যাং ভবত ইত্যুক্তম্। আত্মাদিরুৎপত্তিঃ প্রলয়শ্চাত্মান্ত ইত্যপ্যুক্তম্। সেন্দ্রিয়স্য তু মনসো বুদ্ধেশ্চ সদ্ভাবঃ প্রসিদ্ধঃ শ্রুতিস্মৃত্যোঃ—

"বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ।

তস্মাত্তদ্বিরুদ্ধ-দৃষ্টক্রমাবরোধাদাকাঙ্ক্ষৈব নাস্তি, ক্রমান্তরং প্রত্যযোগ্যত্বাৎ তস্য। তদিদমুক্তং সূত্রকৃতা "উপপদ্যতে চ" ইতি।

ভাষ্যকারোৎপ্যাহ—"ন চাসাবযোগ্যত্বাদপ্যয়েনাকাঙ্ক্ষ্যতে" ইতি। তস্মাদুৎ-পত্তিক্রমাদ্বিপরীতঃ ক্রম ইত্যেতন্ন্যায়মূলা চ স্মৃতিরুক্তা ॥ ২। ৩। ১৪ ॥

তদেবং ভাবনোপযোগিনৌ ভূতানামুৎপত্তিপ্রলয়ৌ বিচার্য্য বুদ্ধীন্দ্রিয়মনসাং ক্রমং বিচারয়তি। অত্র চ বিজ্ঞায়তেঽনেনেতি ব্যুৎপত্ত্যা বিজ্ঞানশব্দেনেন্দ্রিয়াণি চ

হয়, জল তেজে এবং তেজ বায়ুতে লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" উৎপত্তিক্রম উৎপত্তি-বিষয়েই শ্রুত (শ্রুতিকর্ত্তৃক কথিত) হইয়াছে, সুতরাং সে ক্রম প্রলয়বিষয়ে গৃহীত হইতে পারে না। অপিচ, ঐ ক্রম প্রলয়ক্রমের আকাঙ্ক্ষীও নহে, অর্থাৎ প্রলয়ক্রম কি? এ আকাঙ্ক্ষা উৎপত্তি ক্রমকে আকর্ষণ করে না। আরও দেখ, কার্য্য বিদ্যমান থাকিতে কারণের বিনাশ যুক্তিসিদ্ধ নহে। সেরূপ হইলে কার্য্য থাকিতেই পারে না। কিন্তু কার্য্যের প্রলয়ে কারণের অবস্থান যুক্তিতেও পাওয়া যায়। কেন-না, মৃত্তিকাদি কারণে তাহা দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২। ৩। ১৪ ॥

অনুলোম ও বিলোম ক্রমে পঞ্চভূতের উৎপত্তি ও লয় হয়, ইহা বলা হইল। আত্মা হইতে উৎপত্তি ও আত্মাতে লয় হয়, এ কথাও বলা হইয়াছে। কিন্তু ইন্দ্রিয়, মন, ও বুদ্ধি, এই কয়েকটীর সদ্ভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব শ্রুতি-স্মৃতি-প্রসিদ্ধ। যথা—"বুদ্ধিকে সারথি, মনকে প্রগ্রহ (লাগাম) ও ইন্দ্রিয়দিগকে অশ্ব বলিয়া

* তল্লিঙ্গাৎ শ্রুতিবাক্যাৎ "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" ইত্যাদিরূপাৎ, অন্তরা আত্মনো ভূতানাঞ্চ মধ্যে, ক্রমেণ বিজ্ঞান-মনসী উৎপদ্যেতে, ততশ্চ পূর্ব্বোক্তস্য ক্রমস্য বাধ ইতি চেৎ, ন, কুতঃ? অবিশেষাৎ বিশেষাভাবাৎ। ইন্দ্রিয়োৎপত্তিক্রমেণ ভূতোৎপত্তিক্রমো ন বাধ্যত ইতি ভাবঃ। বিস্তরার্থস্তু ভাষ্যে।

সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, ভূত সকলের উৎপত্তি ও প্রলয় আত্মাদি ও আত্মান্ত। কিন্তু শ্রুতিতে মধ্যস্থলে বুদ্ধির ও মনের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। তাহাতে শঙ্কা হইতে পারে যে, পূর্ব্বে যে

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুঃ" ইত্যাদিলিঙ্গেভ্যঃ।

তয়োরপি কস্মিংশ্চিদন্তরালে ক্রমেণোৎপত্তিপ্রলয়াবুপ-সংগ্রাহ্যৌ, সর্ব্বস্য বস্তুজাতস্য ব্রহ্মজত্বাভ্যুপগমাৎ।

অপিচ, আথর্ব্বণ উৎপত্তিপ্রকরণে ভূতানামাত্মনশ্চান্তরালে করণান্যনুক্রম্যন্তে—

"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।

খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥" ইতি।

তস্মাৎ পূর্ব্বোক্তোৎপত্তিপ্রলয়-ক্রমভঙ্গপ্রসঙ্গো ভূতানামিতি চেৎ, ন, অবিশেষাৎ। যদি তাবদ্ভৌতিকানি করণানি, ততো ভূতোৎপত্তিপ্রলয়াভ্যামেবৈষামুৎপত্তিপ্রলয়ৌ ভবত ইতি নৈতয়োঃ ক্রমান্তরং মৃগ্যম্। ভবতি চ ভৌতিকত্বে লিঙ্গং করণানাম্—

বুদ্ধিঞ্চ ব্রূতে। তত্রৈতেষাং ক্রমাপেক্ষায়ামাত্মনশ্চ ভূতানাং চান্তরা সমাম্নানাত্তেনৈব পাঠেন ক্রমো নিয়ম্যতে। তস্মাৎ পূর্ব্বোৎপত্তিক্রমভঙ্গপ্রসঙ্গঃ। যতঃ আত্মনঃ করণানি, করণেভ্যশ্চ ভূতানীতি প্রতীয়তে, তস্মাদাত্মন আকাশ ইতি ভজ্যতে। অন্নময়মিতি চ ময়ড়ানন্দময় ইতিবৎ ন বিকারার্থ ইতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে।

বিভক্তত্বাত্তাবন্মনঃপ্রভৃতীনাং কারণাপেক্ষায়ামন্নময়ং মন ইত্যাদিলিঙ্গশ্রবণাদপেক্ষিতার্থকথনায় বিকারার্থত্বমেব ময়টো যুক্তম্, ইতরথা ত্বনপেক্ষিতমুক্তং ভবেৎ।

জানিবে।" ইত্যাদি। সুতরাং কোন এক অন্তরালে (অবকাশে) ঐ কয়েকটীর ক্রমানুগত উৎপত্তি ও লয় সংগ্রহ) করা আবশ্যক। কেন-না, বস্তু মাত্রেই ব্রহ্মপ্রভব বা ব্রহ্মোৎপন্ন, ইহা স্বীকৃত হইয়াছে।

[অপি...বিশেষাৎ] আরও দেখ, অথর্ব্ব-শ্রুতির উৎপত্তিপ্রকরণে আত্মা ও ভূত, এই দুএর মধ্যে ইন্দ্রিয়োৎপত্তির উল্লেখ আছে। যথা—"এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, তেজ, জলও বিশ্বাধার পৃথিবী জন্মে।" অতএব, পূর্ব্বে যে, ভূতোৎপত্তির ও ভূতলয়ের ক্রম কথিত হইয়াছে, সে ক্রম অন্তরালবর্ত্তী মনোবুদ্ধির দ্বারা ভঙ্গ হইল। যদি কেহ ঐরূপ বলেন, পূর্ব্বপক্ষ করেন, তাহা হইলে তৎপ্রতিকূলে সূত্রকার বলিতেছেন, শ্রুতিতে মনোবুদ্ধির অনুক্রম (পাঠ) থাকিলেও তাহা ভূত হইতে বিশেষ অর্থাৎ ভিন্ন পদার্থ নহে। (ইন্দ্রিয়মাত্রেই ভৌতিক)। [যদি...নেতব্য] যেহেতু ইন্দ্রিয়গণ ভৌতিক, সেই হেতু ভূতোৎপত্তিপ্রলয় বলাতেই ইন্দ্রিয়োৎপত্তিপ্রলয়ও বলা সিদ্ধ হয়, তাহাদের ক্রম পৃথক্ অন্বেষণীয় নহে। ইন্দ্রিয়গণ ভৌতিক, এ বিষয়ে শাস্ত্র ও অনুমান উভয়ই আছে।

ক্রমের কথা বলা হইয়াছে, তাহা, ঐকান্তিক নহে, অথবা বিরুদ্ধ। এই আশঙ্কা নিবারণার্থ সূত্রকার বলিতেছেন," বুদ্ধির ও মনের উৎপত্তিতে অল্পমাত্রও বিশেষ নাই। অর্থাৎ তাহা ভূতোৎপত্তিক্রমবিরুদ্ধ নহে ; প্রত্যুত তাহারই অন্তর্নিবিষ্ট। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

"অন্নময়ং হি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাক্" ইত্যেবঞ্জাতীয়কম্। ব্যপদেশোঽপি ক্বচিদ্ভূতানাং করণানাঞ্চ ব্রাহ্মণ পরিব্রাজকন্যায়েন নেতব্যঃ।

অথ ত্বভৌতিকানি করণানি, তথাপি ভূতোৎপত্তিক্রমো ন করণৈর্ব্বিশেষ্যতে। প্রথমং করণান্যুৎপদ্যন্তে, চরমং ভূতানি, প্রথমং বা ভূতান্যুৎপদ্যন্তে, চরমং করণানীতি। আথর্ব্বণে তু সমাম্নায়-ক্রমমাত্রং করণানাং ভূতানাঞ্চ, ন তত্রোৎপত্তিক্রম উচ্যতে। তথান্যত্রাপি পৃথগেব ভূতক্রমাৎ করণক্রম আম্নায়তে— "প্রজাপতির্ব্বা ইদমগ্র আসীৎ, স আত্মানমৈক্ষত, স মনোঽসৃজত, তন্মন এবাসীৎ, তদাত্মানমৈক্ষত, তদ্বাচমসৃজত" ইত্যাদিনা। তস্মান্নাস্তি ভূতোৎপত্তিক্রমস্য ভঙ্গঃ ॥২।৩।১৫॥

ন চ তদপি ঘটতে। ন হ্যন্নময়ো যজ্ঞ ইতিবদন্নপ্রাচুর্য্যং মনসঃ সম্ভবতি। এবেঞ্চেৎ-ভূতবিকারা মন-আদয়ো ভূতানাং পরস্তাদুৎপদ্যন্ত ইতি যুক্তম্।

প্রৌঢ়বাদিতয়াঽভ্যুপেত্যাহ—"অথ ত্বভৌতিকানি" ইতি। ভবত্বাত্মন এব করণানামুৎপত্তিঃ। ন খল্বেতাবতা ভূতৈরাত্মনো নোৎপত্তব্যম্। তথা চ নোক্তক্রমপ্রসঙ্গঃ। বিশিষ্যতে ভিদ্যতে ভজ্যত ইতি যাবৎ ॥ ২ । ৩ । ১৫ ॥

যথা—"হে সোম্য, শ্বেতকেতো, মনঃ অন্নময়, প্রাণ আপোময় এবং বাগিন্দ্রিয় তেজোময় (তেজঃ পদার্থের বিকার)।" ইত্যাদি। "ইন্দ্রিয়" এইরূপ নামভেদ ব্রাহ্মণ-পরিব্রাজকের দৃষ্টান্তে সঙ্গত করিবে। অর্থাৎ পরিব্রাজক ব্যক্তি যেমন ব্রাহ্মণ ও পরিব্রাজক উভয়রূপী, তেমনি, ইন্দ্রিয়গণও ভূতবিশেষ ও ইন্দ্রিয়—দ্বিরূপবিশিষ্ট। (ব্রাহ্মণই পরিব্রাজক হয়, ভূতই ইন্দ্রিয়ভাব প্রাপ্ত হয়)।

[অথ...ক্রমস্য ভঙ্গঃ] ইন্দ্রিয়গণ ভৌতিক না হইলেও ভূতোৎপত্তিক্রমে কোনও বিশেষভাব হইবেক না। প্রথমে ইন্দ্রিয়োৎপত্তি, পরে ভূতোৎপত্তি, অথবা প্রথমে ভূতোৎপত্তি, পরে ইন্দ্রিয়োৎপত্তি, এরূপ সংশয়ও হইবেক না। অথর্ব্ব-শ্রুতি কেবল ইন্দ্রিয়গণের ও ভূতবর্গের ক্রম (পূর্ব্বাপরীভাব) বলিয়াছেন, উৎপত্তির ক্রম বলেন নাই। আবার অন্য-শ্রুতিতে ঠিক্ ভূতোৎপত্তি-ক্রমের অনুরূপ ক্রমে ইন্দ্রিয়োৎপত্তির ক্রম কথিত হইয়াছে। যথা—"সৃষ্টির পূর্ব্বে এ সমস্তই প্রজাপতি ছিল। সেই প্রজাপতি আপনাকে আলোচনা করিলেন, করিয়া মন সৃষ্টি করিলেন। তখন সেই মন-ই একমাত্র ছিল, (এ সকল কিছুই ছিল না)। সেই মন আপনাকে ঈক্ষণ করিলেন, করিয়া বাগিন্দ্রিয় সৃজন করিলেন।" ইত্যাদি। অতএব, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভূতোৎপত্তিক্রমের ভঙ্গ হয় নাই ॥ ২ । ৩ ১৫ ॥

চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু স্যাৎ, তদ্ব্যপদেশো ভাক্তস্তদ্ভাবভাবিত্বাৎ ॥ ২।৩।১৬॥ *

স্তো জীবস্যাপ্যুৎপত্তিপ্রলয়ৌ, জাতো দেবদত্তো মৃতো দেবদত্ত ইত্যেবঞ্জাতীয়কাল্লৌকিকব্যপদেশাৎ, জাতকর্ম্মাদিসংস্কারবিধানাচ্চ—ইতি স্যাৎ কস্যচিদ্‌ভ্রান্তিঃ, তামপনুদামঃ। ন জীবস্যোৎপত্তিপ্রলয়ৌ স্তঃ, শাস্ত্রফলসম্বন্ধোপপত্তেঃ। শরীরানুবিনাশিনি হি জীবে শরীরান্তরগতেষ্টানিষ্ট-প্রাপ্তিপরিহারার্থৌ বিধি-প্রতিষেধাবনর্থকৌ স্যাতাম্। শ্রূয়তে চ "জীবাপেতং বার কিলেদং ম্রিয়তে, ন জীবো ম্রিয়তে" ইতি। নমু লৌকিকো জন্মমরণব্যপদেশো জীবস্য দর্শিতঃ? সত্যং দর্শিতঃ, ভাক্ত-

---

দেবদত্তাদিনামধেয়ং তাবজ্জীবাত্মনঃ, ন শরীরস্য, তন্নাম্নে শরীরায় শ্রদ্ধাদিকরণানুপপত্তেঃ। তস্য তো দেবদত্তো জাতো দেবদত্ত ইতি ব্যপদেশস্য মুখ্যত্বং মন্বানস্য পূর্ব্বঃ পক্ষঃ।

মুখ্যত্বে শাস্ত্রোক্তামুষ্মিক-স্বর্গাদিফলসম্বন্ধানুপপত্তেঃ শাস্ত্রবিরোধাল্লৌকিকব্যপদেশো ভাক্তো ব্যাখ্যেয়ঃ। ভক্তিশ্চ শরীরস্যোৎপাদবিনাশৌ, ততস্তৎসংযোগঃ,

---

অমুক জন্মিয়াছে, অমুক মরিয়াছে, এইরূপ এইরূপ লৌকিক উল্লেখ, এবং শাস্ত্রে জাতকর্ম্মাদি সংস্কারের বিধান থাকায় ভ্রম হইতে পারে যে, পঞ্চ মহাভূতের ন্যায় জীবেরও উৎপত্তি ও প্রলয় আছে। এক্ষণে সে ভ্রম অপনোদিত হইতেছে। [ন...ইতি] শাস্ত্র ও কর্ম্মফলসম্বন্ধ, এই দুই হেতুতে নিশ্চিত হয়, জীবের উৎপত্তিও বিনাশ নাই। জীব শরীর বিনাশের সঙ্গে বিনষ্ট হইলে পারলৌকিক ইষ্টানিষ্টপ্রাপ্তিপরিহারবোধক শাস্ত্রের সার্থক্য থাকে না। বিশেষতঃ শ্রুতি বলিয়াছেন "জীবপরিত্যক্ত দেহই মরে, জীব মরে না।" [নমু··· চর্য্যেতে] যদি বল, জীব জন্মে ও মরে, এই লৌকিক ব্যপদেশের (প্রয়োগের) গতি কি? গতি আছে। লোকমধ্যে যে, জীবের জন্ম-মরণ-সংজ্ঞা ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ লোকে যে, জীবের জন্ম মরণ সংজ্ঞা ব্যবহার করে, সে সংজ্ঞা বা

---

* ভূশব্দঃ শঙ্কানিরাসার্থঃ। ইন্দ্রিয়োৎপত্তিক্রমেণ ভূতক্রমস্য বাধাভাবেঽপি জীবোৎপত্তিক্রমেণ তস্য বাধঃ স্যাদিতি প্রত্যুদাহরণেন জীবোৎপত্তিমাশঙ্ক্য শাস্ত্রফলসম্বন্ধাদিভির্হেতুভিস্তস্য নিরাসো ভবতীতি মনসিকৃত্য তদুৎপত্তিপ্রলয়ব্যপদেশস্য ভাক্তত্বমাহ চরাচরেতি। তল্লোর্জ্জন্মমরণয়োর্ব্যপদেশো লৌকিক উল্লেখশ্চরাচরাশ্রয়ঃ স্থাবরজঙ্গমশরীরবিষয়ঃ। তত্রৈব তৌ শব্দৌ মুখ্যাবিত্যর্থঃ। ততশ্চ স ব্যপদেশো জীবে ভাক্তঃ; তত্র হেতুস্তদ্ভাবভাবিত্বাদিতি। তস্য দেহস্য ভাব আত্মলক্ষণসম্বন্ধোজন্ম, তস্মিন্ সতি ভাবিত্বং জন্মবত্ত্বং, তস্মাৎ।

জীব জন্মে ও মরে এই উল্লেখ মুখ্য নহে, কিন্তু গৌণ। ঐ দুই শব্দ চরাচরদেহের ভাবাভাব লক্ষ্য করিয়াই প্রযুক্ত হয়, তৎ সম্পর্কবিশিষ্ট জীবে তাহা উপরিত হয়। (ভাষ্য ব্যাখ্যা দেখ)।

স্ত্বেষ জীবস্য জন্মমরণব্যপদেশঃ। কিমাশ্রয়ঃ পুনরয়ং মুখ্যঃ, যদপেক্ষয়া ভাক্ত ইতি। উচ্যতে—

চরাচরব্যপাশ্রয়ঃ। স্থাবরজঙ্গমশরীরবিষয়ৌ জন্ম-মরণশব্দৌ। স্থাবরজঙ্গমানি হি ভূতানি জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ, অতস্তদ্বিষয়ৌ জন্মমরণশব্দৌ মুখ্যৌ সন্তৌ তৎস্থে জীবাত্মন্যুপচর্য্যেতে, তদ্ভাব-ভাবিত্বাৎ। শরীরপ্রাদুর্ভাব-তিরোভাবয়োর্হি সতোর্জন্ম-মরণশব্দৌ ভবতঃ, নাসতোঃ। ন হি শরীরসম্বন্ধাদন্যত্র জীবো জাতো মৃতো বা কেনচিদুপলক্ষ্যতে। "স বা অয়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীর-মভিসম্পদ্যমানঃ, স উৎক্রামন্ ম্রিয়মাণঃ" ইতি চ শরীরসংযোগ-বিয়োগনিমিত্তাবেব জন্মমরণশব্দৌ দর্শয়তি। জাতকর্ম্মাদি-বিধানমপি দেহপ্রাদুর্ভাবাপেক্ষমেব দ্রষ্টব্যম্, অভাবাজ্জীব-

ইতি-জাতকর্ম্মাদি চ গর্ভবীজসমুদ্ভব-জীবপাপপ্রক্ষয়ার্থং, ন তু জীবজন্মজ-পাপক্ষয়ার্থম্। অত এব স্মরন্তি—"এবমেনঃ শমং যাতি বীজগর্ভসমুদ্ভবম্" ইতি।

তস্মান্ন শরীরোৎপত্তিবিনাশাভ্যাং জীবজন্মবিনাশাবিতি সিদ্ধম্। এতচ্চ লৌকিকব্যপদেশস্যাভ্রান্তিমূলত্বমভ্যুপেত্যাধিকরণম্। উক্তা ত্বধ্যাসভাষ্যেঽস্য ভ্রান্তিমূলতেতি। মা ভূতামস্য শরীরোদয়ব্যয়াভ্যাং স্থূলাব্যুৎপত্তিবিনাশৌ।

প্রয়োগ গৌণ। ভাল, জন্ম ও মরণ, এই দুই শব্দের মুখ্য আশ্রয় কি? যাহার অনুগুণে ঐ দুই শব্দ জীবে গৌণ বা ঔপচারিকরূপে প্রযুক্ত হয়? তাহা বলিতেছি।

স্থাবর ও জঙ্গম, এই দ্বিবিধ দেহবিষয়েই জন্ম-মরণ-শব্দের মুখ্য প্রয়োগ। স্থাবর-জঙ্গম দেহই জন্মে ও মরে, সেই জন্য, স্থাবর-জঙ্গম দেহের উপরেই (দেহের ভাবও অভাব দৃষ্টে) জন্মমরণ শব্দের মুখ্য প্রয়োগ। জীব সেই জন্মমরণবান্ দেহে থাকে, সেই জন্য জীবে তাহা (জন্ম-মরণ-শব্দ) উপচার ক্রমে প্রযুক্ত হয়। [তদ্ভাব...দর্শয়তি] দেহের ভাবে অর্থাৎ বিদ্যমানতায় বা উৎপত্তিতে জন্ম, এবং তাহার অবিদ্যমানতায় বা বিনাশে মরণ। শরীরের প্রাদুর্ভাব ও তিরোভাব দেখিলে ঐ দুই শব্দের প্রয়োগ হয়, না দেখিলে হয় না। শরীরসম্বন্ধ ব্যতীত কেবল জীবের জন্ম বা মরণ কেহ কখনও দেখেন নাই, কেহ কখন দেখাইতেও পারিবেন না। শ্রুতিও শরীরসংযোগে জন্ম ও শরীরবিয়োগে মরণ হওয়া দেখাইয়াছেন। যথা,—"এই পুরুষ (আত্মা) শরীরপ্রাপ্তিতে জায়মান ও শরীর-ত্যাগে ম্রিয়মাণ হন।" [জাত...বোচৎ] শাস্ত্রে যে, জাতকর্ম্মাদির বিধান আছে, পুত্র জন্মিলে যে, সংস্কার-বিশেষ অনুষ্ঠান করিবার উপদেশ আছে, তাহাও শরীরপ্রাদুর্ভাব-ঘটিত। কারণ, জীবের প্রাদুর্ভাব (জন্ম) হয় না, দেহেরই প্রাদুর্ভাব হয়। পরমাত্মা হইতে আকাশাদির ন্যায় জীবেরও উৎপত্তি হয় কিনা,

প্রাদুর্ভাবস্য। জীবস্য পরস্মাদাত্মন উৎপত্তির্ব্বিয়দাদীনামিবাস্তি নাস্তি বেত্যেতদুত্তরেণ সূত্রেণ বক্ষ্যতি। দেহাশ্রয়ৌ তাবজ্জীবস্য স্থূলাবুৎপত্তিপ্রলয়ৌ ন স্তু ইত্যেতদনেন সূত্রেণাবোচৎ ॥২।৩।১৬॥

নাত্মাঽশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ ॥২।৩।১৭॥*

অস্ত্যাত্মা জীবাখ্যঃ শরীরেন্দ্রিয়পঞ্জরাধ্যক্ষঃ কর্ম্মফলসম্বন্ধী। স কিং ব্যোমাদিবদুৎপদ্যতে ব্রহ্মণঃ? আহোস্বিদ্ব্রহ্মবদেব নোৎপদ্যতে? ইতি শ্রুতিবিপ্রতিপত্তের্ব্বিশয়ঃ। কাসুচিদ্ধি শ্রুতিষ্বগ্নিবিস্ফুলিঙ্গাদিনিদর্শনৈর্জ্জীবাত্মনঃ পরস্মাৎ ব্রহ্মণ উৎপত্তিরাম্নায়তে, কাসুচিত্তু অবিকৃতস্যৈব পরস্য ব্রহ্মণঃ কার্য্যপ্রবেশেন জীবভাবো বিজ্ঞায়তে, ন চোৎপত্তিরাম্নায়ত ইতি।

তত্র প্রাপ্তং তাবদুৎপদ্যতে জীব ইতি। কুতঃ? প্রতিজ্ঞানু-

আকাশাদেরিব তু মহাসর্গাদৌ তদন্তে চোৎপত্তিবিনাশৌ জীবস্য ভবিষ্যত ইতি শঙ্কান্তরমপনেতুমিদমারভ্যতে ॥ ২ । ৩ । ১৬ ॥

বিচারমূলসংশয়স্য বীজমাহ—"শ্রুতিবিপ্রতিপত্তেঃ" ইতি। তামেব দর্শয়তি—"কাসুচিদ্ধি শ্রুতিষু" ইতি।

পূর্ব্বপক্ষং গৃহ্ণাতি—"তত্র প্রাপ্তম্" ইতি। পরমাত্মনস্তাবদ্বিরুদ্ধধর্ম্মসং-

---

তাহা পর সূত্রে বলা হইবে। এ সূত্রে বলা হইল যে, দেহাশ্রিত স্থূল উৎপত্তি-বিনাশ জীবে উপচরিত, বাস্তবতঃ জীবে তাহা নাই, জীবে তাহার অভাব আছে ॥ ২ । ৩ । ১৬ ॥

ইন্দ্রিয়ান্বিত শরীরের অধ্যক্ষ ও কর্ম্মফলভোক্তা জীবনামক আত্মা আছেন। তিনি আকাশাদির ন্যায় ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন অথবা ব্রহ্মের ন্যায় নিত্য, এরূপ সংশয় হইতে পারে। পরস্পর বিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্য থাকায় ঐরূপ সংশয় হয়। কোন কোন শ্রুতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছেন, জীবাত্মা পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়। আবার অন্য শ্রুতি বলিয়াছেন, অবিকৃত পরব্রহ্মই স্বসৃষ্ট শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া জীবভাবে বিরাজ করেন।

[তত্র...রুধ্যেত] সংশয় হইলেই পূর্ব্বপক্ষ, তাহাতে পাওয়া যায়, জীবও

---

* আত্মা জীবো নোৎপদ্যতে। কস্মাৎ? অশ্রুতেঃ। উৎপত্তিপ্রকরণে হ্যস্যোৎপত্তিশ্রবণং নাস্তি। অপিচ, তাভ্যঃ শ্রুতিভ্যঃ অজত্বাদিশব্দেভ্যশ্চ তস্য নিত্যত্বমবগম্যতে।

আত্মা আকাশাদির ন্যায় উৎপন্ন পদার্থ নহেন। কেন না, শ্রুতি উৎপত্তিপ্রকরণে আত্মার উৎপত্তি বলেন নাই, প্রত্যুত "অজ—জন্মরহিত" ইত্যাদি বাক্যে তাঁহার নিত্যতাই বলিয়াছেন।

পরোধাৎ। "একস্মিন্ বিদিতে সর্ব্বমিদং বিদিতম্" ইতীয়ং প্রতিজ্ঞা সর্ব্বস্য বস্তুজাতস্য ব্রহ্মপ্রভবত্বে সতি নোপরুধ্যেত; তত্ত্বান্তরত্বে তু জীবস্য প্রতিজ্ঞেয়মুপরুধ্যেত। ন চ বিকৃতঃ পরমাত্মৈব জীব ইতি শক্যতে বিজ্ঞাতুং, লক্ষণভেদাৎ। অপহতপাপ্মত্বাদিধর্ম্মকো হি পরমাত্মা, তদ্বিপরীতো হি জীবঃ বিভক্তত্বাদাকাশবদস্য বিকারত্বসিদ্ধিঃ। যাবান্ হ্যাকাশাদিঃ প্রবিভক্তঃ, স সর্ব্বো বিকারঃ। তস্য চাকাশাদেরুৎপত্তিঃ সমধিগতা। জীবাত্মাপি পুণ্যাপুণ্যকর্ম্মা সুখদুঃখভাক্ প্রতিশরীরং বিভক্ত ইতি তস্যাপি প্রপঞ্চোৎপত্ত্যবসর উৎপত্তির্ভবিতুমর্হতি। অপি চ "যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ" ইতি প্রাণাদের্ভোগ্যজাতস্য সৃষ্টিং শিষ্ট্বা

সর্গাদপহতানপহতপাপ্মত্বাদিলক্ষণাজ্জীবানামন্যত্বম্। তে চেন্ন বিকারাঃ, তত্তত্ত্বান্তরত্বে বহুতরাদ্বৈতশ্রুতিবিরোধঃ। ব্রহ্মবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাবিরোধশ্চ। তস্মাচ্ছ্রুতিভিরনুজ্ঞায়তে বিকারত্বম্। প্রমাণান্তরং চাত্রোক্তং—"বিভক্তত্বাদাকাশাদিবৎ" ইতি। যথা "অগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গাঃ" ইতি চ শ্রুতিঃ সাক্ষাদেব ব্রহ্মবিকারত্বং জীবানাং দর্শয়তি। "যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ" ইতি চ প্রক্ষণো জীবানামুৎপত্তিঞ্চ তত্রাপ্যয়ঞ্চ সাক্ষাদ্দর্শয়তি। নবক্ষরাত্তাবানামুৎপত্তিপ্রলয়াববগম্যেতে,

---

উৎপন্ন হয়। এ পক্ষের পোষক প্রমাণ শ্রুত্যুক্ত প্রতিজ্ঞার অবাধ। অর্থাৎ শ্রুতি যে, একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সমুদায় বস্তু ব্রহ্মপ্রভব না হইলে সে প্রতিজ্ঞা সংরক্ষিত হয় না। জীব যদি ব্রহ্মপ্রভব না হয়, আর পৃথক্ পদার্থ হয়, তাহা হইলেও ব্রহ্মকে জানিলে জীবকে জানা হইবে না, কাযেই সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে। [ন চা...মর্হতি] অবিকৃত পরমাত্মাই যে, শরীরে জীবভাবে বিরাজ করিতেছেন, ইহা কিসে জানা যায়? জানা যায় না। যেহেতু পরমাত্মা ও জীবাত্মা সমলক্ষণ নহে; সেই হেতু পরমাত্মাই জীব, এ তত্ত্ব দুর্ব্বিজ্ঞেয়। পরমাত্মা নিষ্পাপ নিষ্ক্রিয় নির্দ্ধর্মক, জীব তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। বিভাগ থাকাতেও জীবের বিকারত্ব (জন্ম-মরণ) জানা যায়। আকাশাদি যে-কিছু বিভক্ত বস্তু, সমস্তই বিকার অর্থাৎ জন্য পদার্থ, এবং তজ্জন্য তাদৃশ আকাশাদির উৎপত্তিও অবগত হওয়া গিয়াছে। জীবও পুণ্য-পাপ-কারী সুখদুঃখভাগী এবং প্রতিশরীরে বিভক্ত, এ জন্য জীবেরও জগদুৎপত্তিকালে উৎপত্তি হইয়াছিল, এই কথাই সঙ্গত। [অপিচ...যোগাৎ] আরও দেখ, "যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়, তেমনি, পরমাত্মা হইতে সমুদায় প্রাণ জন্মলাভ করে।" শ্রুতি এইরূপে

"সর্ব্বে এতে আত্মানো ব্যুচ্চরন্তি" ইতি ভোক্তৃণামাত্মনাং পৃথক্ সৃষ্টিং শাস্তি।

"যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তি সরূপাঃ ॥ তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি ॥"

ইতি চ জীবাত্মনামুৎপত্তিপ্রলয়াবুচ্যেতে, সরূপবচনাৎ। জীবাত্মানো হি পরমাত্মনা সরূপা ভবন্তি, চৈতন্যযোগাৎ। ন চ কচিদশ্রবণমন্যত্র শ্রুতং বারয়িতুমর্হতি, শ্রুত্যন্তরগতস্যাপ্যবিরুদ্ধস্যাধিকস্যার্থস্য সর্ব্বত্রোপসংহর্ত্তব্যত্বাৎ। প্রবেশশ্রুতিরপ্যেবং সতি বিকারভাবাপত্ত্যৈব ব্যাখ্যাতব্যা "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" ইত্যাদিবৎ। তস্মাদুৎপদ্যতে জীব ইত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—

ন জীবানাম্,ইত্যত আহ—"জীবাত্মনাম্" ইতি। স্যাদেতৎ। সৃষ্টিশ্রুতিষ্বাকাশাদ্যুৎপত্তিরিব কস্মাজ্জীবোৎপত্তির্নাম্নায়তে। তস্মাদাম্নানযোগ্যস্যানাম্নানাৎ তদ্যোৎপত্ত্যভাবং প্রতীম ইত্যত আহ।—"ন চ কচিদশ্রবণম্" ইতি। এবং হি কস্যাঞ্চিচ্ছাখায়ামাম্নাতস্য কতিপয়াঙ্গসহিতস্য কর্ম্মণঃ শাখান্তরীয়াঙ্গোপসংহারো ন ভবেৎ। তস্মাদ্বহুতরশ্রুতিবিরোধাদনুপ্রবেশশ্রুতির্বিকারভাবাপত্ত্যা ব্যাখ্যেয়া। তস্মাদাকাশবজ্জীবাত্মান উৎপদ্যন্ত ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে,—

জীবভোগ্য প্রাণাদির সৃষ্টি উপদেশ করিয়া বলিয়াছেন "এই সকল আত্মা তাঁহা হইতে ব্যুচ্চরিত হয়।" শ্রুতির এই উক্তিতে ভোক্তাত্মগণের সৃষ্টি উপদিষ্ট হইয়াছে। "যেমন প্রদীপ্ত পাবক হইতে পাবকরূপী সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ জন্মে, সেইরূপ, এই অক্ষর (ব্রহ্ম) হইতে অক্ষর-সমানরূপী বিবিধ পদার্থ জন্মে, আবার অক্ষরেই লয়প্রাপ্ত হয়।" এই শ্রুতিতেই সমানরূপী ; এই শব্দ থাকায় জীবাত্মার উৎপত্তি-বিনাশ কথিত হইয়াছে ; ইহা বুঝিতে হইবে। স্ফুলিঙ্গ অগ্নিসমানরূপী-জীবাত্মাও পরমাত্মসমানরূপী। (উভয়েই চেতন, সুতরাং সমানরূপী)। [নচ...জীবঃ] এক শ্রুতিতে উৎপত্তিকথন নাই, তাই বলিয়া অন্য শ্রুত্যুক্ত উৎপত্তির যে, নিষেধ হইবে, তাহা হইবে না। অন্য শ্রুতিস্থ অবিরুদ্ধ অতিরিক্ত পদার্থ সর্ব্বত্র সংগৃহীত হয়। "তিনি আপনাকে করিলেন," এই শ্রুতির ন্যায় "বস্তুই শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন" এতৎশ্রুতিস্থ অনুপ্রবেশশব্দের বিকার অর্থ গ্রহণ করাই উচিত। অভিপ্রায় এই যে, দেহে অবিকৃত ব্রহ্মের প্রবেশ নহে, কিন্তু তাহা ব্রহ্মের বিকার। বিকার ও উৎপত্তি সমান, ইহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বপক্ষের উপসংহার এই যে, উল্লিখিত যুক্তিতে জীবও ব্রহ্ম হইতে আকাশাদির ন্যায় জন্মে [ইত্যেবং...য়েশেষু] এইরূপ পক্ষ প্রাপ্তিতে বলা হইতেছে।

ন আত্মা জীব উৎপদ্যত ইতি। কস্মাৎ। অশ্রুতেঃ। নহ্যস্যোৎপত্তিপ্রকরণে শ্রবণমস্তি ভূয়ঃসু প্রদেশেষু। ননু কচিদশ্রবণমন্যত্র শ্রুতং ন বারয়তীত্যুক্তং, সত্যমুক্তং, উৎপত্তিরেব ত্বস্য ন সম্ভবতীতি বদামঃ। কস্মাৎ। নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ। চ-শব্দাদজত্বাদিভ্যশ্চ। নিত্যত্বং হ্যস্য শ্রুতিভ্যোঽবগম্যতে, তথাজত্বমবিকারিত্বমবিকৃতস্যৈব ব্রহ্মণো জীবাত্মনাবস্থানং ব্রহ্মাত্মতা চেতি। ন চৈবং রূপস্যোৎপত্তিরুপপদ্যতে। তাঃ কাঃ শ্রুতয়ঃ—

"ন জীবো ম্রিয়তে" "স বা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্ম" "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ" "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" "স এষ ইহ প্রবিষ্ট আনখাগ্রেভ্যঃ" "তত্ত্বমসি" অহংব্রহ্মাস্মি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম

ভবেদেবং, যদি জীবা ব্রহ্মণো ভিদ্যেরন্, ন ত্বেতদস্তি। "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" "অনেন জীবেন" ইত্যাদ্যবিভাগশ্রুতেরৌপাধিকত্বাচ্চ ভেদস্য ঘটকরকাদ্যাকাশবদ্বিরুদ্ধধর্ম্মসংসর্গস্যোপপত্তেঃ।

উপাধীনাঞ্চ মনোময় ইত্যাদীনাং শ্রুতের্ভূয়সীনাঞ্চ নিত্যত্বাজত্বাদিগোচরাণাং শ্রুতীনাং দর্শনাদুপাধিপ্রবিলয়ে নোপহিতস্যেতি চ প্রশ্নোত্তরাভ্যামনেকধোপপাদ-

---

আত্মা অর্থাৎ জীব উৎপন্ন হয় না। কারণ এই যে, শ্রুত্যুক্ত উৎপত্তিপ্রকরণের বহু প্রদেশে জীবের উৎপত্তি অশ্রুত আছে। [নহু...চেতি] একস্থানে অশ্রবণ থাকিলে তদ্দ্বারা শ্রুত্যন্তর-কথিত উৎপত্তি নিবারিত হয় না সত্য; কিন্তু জীবের উৎপত্তি অসম্ভব। কেন-না, জীব নিত্য। শ্রুতির ও শ্রুতিস্থ অজত্বাদি শব্দের দ্বারা জীবের নিত্যতা প্রতীত হয়। অজত্ব কি? অজত্ব অবিকারিত্ব। অতএব, অবিকৃত ব্রহ্মেরই জীবভাবে অবস্থান ও জীবের ব্রহ্মত্ব শ্রুতির দ্বারা বিনিশ্চিত হয়। [নচৈবং...বয়ন্তি] তাদৃশ জীবের উৎপত্তি যুক্তিবহির্ভূত। আত্মনিত্যত্ববাদিনী শ্রুতিনিচয় এই—"জীব মরে না।" "তিনিই এই। ইনি মহান্, জন্মরহিত, আত্মা, অজর, অমর, অভয় ও ব্রহ্ম।" "বিপশ্চিৎ অর্থাৎ আত্মা জন্মেন না ও মরেন না।" "এই আত্মা অজ নিত্য শাশ্বত ও পুরাতন।" "তিনি সৃজন করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন।" "জীবনামক আত্মারূপে অনুপ্রবেশ করতঃ নামরূপ ব্যক্ত করিব।" "সেই পরমাত্মা এই শরীরে নাসাগ্রপর্য্যন্ত আবিষ্ট আছেন।" "হে শ্বেতকেতো, তিনিই তুমি।" "আমি ব্রহ্ম" "এই জীবই

সর্ব্বানুভূঃ" ইত্যেবমাদ্যা নিত্যত্ববাদিন্যঃ সত্যো জীবস্যোৎপত্তিং প্রতিবধ্নন্তি।

নমু প্রবিভক্তত্বাদ্বিকারঃ, বিকারত্বাচ্চোৎপদ্যত ইত্যুক্তং অত্রোচ্যতে—নাস্য প্রবিভাগঃ স্বতোঽস্তি। "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" ইতি শ্রুতেঃ বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিনিমিত্তং ত্বস্য প্রবিভাগপ্রতিভানমাকাশস্যেব ঘটাদিসম্বন্ধনিমিত্তম্। তথাচ শাস্ত্রং "স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়শ্চক্ষুর্ম্ময়ঃ শ্রোত্রময়ঃ" ইত্যেবমাদি ব্রহ্মণ এবাবিকৃতস্য সতোঽপ্যেকস্যানেকবুদ্ধ্যাদিময়ত্বং দর্শয়তি। তন্ময়ত্বঞ্চাস্য তদ্বিবিক্তস্বরূপানভিব্যক্ত্যা তদুপরক্তস্বরূপত্বং 'স্ত্রীময়ো জাল্মঃ' ইত্যাদিবদ্ দ্রষ্টব্যম্।

যদপি কচিদস্যোৎপত্তিপ্রলয়শ্রবণং, তদপ্যতএবোপাধিসম্বন্ধান্নেতব্যম্। উপাধ্যুৎপত্ত্যা চাস্যোৎপত্তিস্তৎপ্রলয়ে চ প্রলয়

নাচ্ছুত্যা অবিভাগস্য চ—"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ" ইতি শ্রুত্যৈবোক্ত-

আত্মা, ব্রহ্ম ও সর্ব্বানুভূ অর্থাৎ সর্ব্বসাক্ষী।" এই সকল জীবনিত্যবাদিনী শ্রুতি জীবোৎপত্তির বাধক প্রমাণ।

[নমু...দর্শয়তি] বলিয়াছিলে যে, জীব বিভক্ত, (পৃথক্ পৃথক্), বিভক্ত বলিয়া বিকার, বিকারত্ব নিবন্ধন উৎপত্তিমান্, সে কথার প্রত্যুত্তর দিতেছি। জীবের স্বতঃ প্রবিভাগ (পার্থক্য) নাই। "সেই সর্ব্বব্যাপী একই দেব সর্ব্বভূতের বুদ্ধি-গুহায় অবস্থিত, সুতরাং সমুদায় ভূতের অন্তরাত্মা।" এই শ্রুতি তাহার প্রমাণ। আকাশ যেমন ঘটাদি সম্বন্ধাধীন বিভক্তরূপে (পৃথক্ পৃথকরূপে) প্রতিভাত হয়, পরমাত্মাও তেমনি বুদ্ধ্যাদি-উপাধি সম্বন্ধের দ্বারা বিভক্তের ন্যায় (পৃথক্ প্রায়) প্রতিভাত হন। এ বিষয়ে শাস্ত্র প্রমাণ যথা— "সেই এই ব্রহ্ম আত্মা বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময়, চক্ষুর্ময়, শ্রোত্রময়" ইত্যাদি। এই শাস্ত্র একই সতের (ব্রহ্মের) বহুত্ব ও বুদ্ধ্যাদিময়ত্ব বলিতেছেন। [তন্ময়ত্ব... ভবতি ইতি]। বিজ্ঞানময়, ইত্যাদি শব্দের অর্থ, তৎপ্রাচুর্য্য—অথবা তৎপরতন্ত্রপ্রকাশ। জীবের যাহা যথার্থরূপ, তাহা বিস্পষ্ট বা বিজ্ঞানগোচর না হওয়ায় বুদ্ধ্যাদির সহিত একীভাবপ্রাপ্তিনিবন্ধন তদ্ভাবাপত্তি হওয়া, যেমন স্ত্রীময়, ইত্যাদি।

[যদপি...] কোন কোন শ্রুতিতে যে, জীবের উৎপত্তি ও প্রলয় কথিত হইয়াছে, তাহাও ঔপাধিক অর্থাৎ শরীরাদি-উপাধি-নিবন্ধন। উপাধির উৎপত্তিতে উপহিতের (উপাধি—দেহাদি, উপহিত আত্মা) উৎপত্তি ও উপা-

ইতি। তথা চ দর্শয়তি "প্রজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি, ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি" ইতি। তথো-পাধিপ্রলয় এবায়ং, নাত্মপ্রলয় ইত্যেতদপি—"অত্রৈব মা ভগ-বান্মোহান্তমাপীপদৎ, ন বা অহমিমং বিজানামি, ন প্রেত্য সং-জ্ঞাস্তি" ইতি প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রতিপাদয়তি—"ন বা অরে অহং মোহং ব্রবীম্যবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মানুচ্ছিত্তিধর্ম্মা, মাত্রাসং-সর্গস্ত্বস্য ভবতি" ইতি। প্রতিজ্ঞানুপরোধোঽপ্যবিকৃতস্যৈব ব্রহ্মণো জীবভাবাভ্যুপগমাৎ। লক্ষণভেদোঽপ্যনয়োরুপাধি-নিমিত্ত এব। "অত ঊর্দ্ধং বিমোক্ষায়ৈব ব্রূহি"ইতি চ প্রকৃতস্যৈব বিজ্ঞানময়স্যাত্মনঃ সর্ব্বসংসারধর্ম্মপ্রত্যাখ্যানেন পরমাত্মভাবপ্রতি-পাদনাৎ। তস্মান্নৈবাত্মোৎপদ্যতে প্রবিলীয়তে বেতি ॥২।৩।১৭॥

ত্বান্নিত্যা জীবাত্মানো ন বিকারাঃ। ন চাদ্বৈতপ্রতিজ্ঞাবিরোধ ইতি সিদ্ধম্। মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণবাক্যস্তাদব্যোখ্যাতমিতি নেহ ব্যাখ্যাতম্॥ ২।৩।১৭॥

ধির বিনাশে উপহিতের বিনাশ কথিত হইয়া থাকে। উপাধির বিনাশে যে বিশেষ বিজ্ঞান বিনষ্ট হয়, তাহা শ্রুতিকর্ত্তৃক দর্শিত হইয়াছে। যথা—"এই বিজ্ঞানঘন, কেবল বিজ্ঞান, এই সকল ভূত হইতে উত্থিত (প্রব্যক্ত) হইয়া আবার ভূতের বিনাশে বিনষ্ট হন এবং উপাধির বিনাশ হওয়ার পর সংজ্ঞা অর্থাৎ বিশেষ বিজ্ঞান বিনাশ প্রাপ্ত হয়।" ঐ বিনাশ যে, উপাধিরই বিনাশ, আত্মার বিনাশ নহে, তাহাও শ্রুতি প্রশ্নপূর্ব্বক বলিয়াছেন। প্রশ্ন যথা—"হে ভগবন্, আত্মা বিজ্ঞানঘন, কেবল বিজ্ঞান, অথচ সংজ্ঞা থাকে না, আপনার এই কথায় আমি মোহপ্রাপ্ত হইলাম অর্থাৎ উহা বুঝিতে পারিলাম না।" ইহার প্রত্যুত্তরে ঋষি বলিলেন—"আমি মোহজনক কথা (ভ্রান্ত কথা) বলি নাই। আত্মাঅবিনাশী, আত্মার উচ্ছেদ ও পরিণাম হয় না। তবে কি না তাঁহার সহিত মাত্রার অর্থাৎ বিষয়ের সম্পর্ক হয়। (ফলিতার্থ, বিষয়সম্পর্ককালে বিষয়রূপী হন, আবার বিষয় বিগমে কেবল হন)।" [প্রতিজ্ঞা...বেতি] অবিকৃত ব্রহ্মই শরীরসম্পর্কে জীব, ইহা স্বীকার করিলেও একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান উপরুদ্ধ (নষ্ট) হয় না। উপাধিনিবন্ধন লক্ষণভেদ সংঘটিত হইয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্মলক্ষণ একরূপ ও জীবলক্ষণ অন্যরূপ হইয়াছে। শ্রুতি প্রাণময় মনোময় ও বিজ্ঞানময় ব্রহ্ম উপদেশের পর "অতঃপর মোক্ষের উপায় ও স্বরূপ বলুন" এতদ্রূপ প্রশ্ন উত্থাপনপূর্ব্বক পূর্ব্বপ্রস্তাবিত বিজ্ঞানময় আত্মার সংসারধর্ম্ম নিষেধ-পূর্ব্বক পরমাত্মভাব উপদেশ করিয়াছেন। এই সকল হেতুবাদ দ্বারা নিশ্চিত হইল যে, আত্মা উৎপন্নও হন না, নষ্টপ্রাপ্তও হন না॥ ২।৩।১৭॥

জ্ঞোঽত এব ॥ ২ । ৩ । ১৮ ॥ *

স কিং কাণভুজানামিবাগন্তুকচৈতন্যঃ স্বতোঽচেতনঃ ? আহোস্বিৎ সাংখ্যানামিব নিত্যচৈতন্যস্বরূপ এব ? ইতি বাদিবিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়ঃ। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ ? আগন্তুকমাত্মনশ্চৈতন্যমাত্মমনঃ-সংযোগজমগ্নি-ঘটসংযোগজ-রোহিতাদিগুণবদিতি প্রাপ্তম্। নিত্যচৈতন্যত্বে হি সুপ্তমূর্চ্ছিতগ্রহাবিষ্টানামপি চৈতন্যং স্যাৎ। তে পৃষ্টাঃ সন্তো ন কিঞ্চিদ্বয়ং বিজানীমোঽচেতয়ামহীতি জল্পন্তি। স্বস্থশ্চ চেতয়মানা দৃশ্যন্তে। অতঃ কাদাচিৎকচৈতন্যত্বাদাগন্তুকচৈতন্য আত্মেত্যেবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

জ্ঞঃ নিত্যচৈতন্যোঽয়মাত্মা ; অতএব—যস্মাদেব নোৎপ-

কর্ম্মণা হি জ্ঞানাত্যর্থো ব্যাপ্তস্তদভাবে ন ভবতি, ধূম ইব ধূমধ্বজাভাবে। সুষুপ্ত্যাদ্যবস্থাসু চ জ্ঞেয়স্যাভাবাৎ তদ্ব্যাপ্যস্য জ্ঞানস্যাভাবঃ। তথা চ নাত্মস্বভাবশ্চৈতন্যং, তদনুবৃত্তাবপি চৈতন্যস্য ব্যাবৃত্তেঃ। তস্মাদিন্দ্রিয়াদিভাবাভাবানুবিধানাৎ জ্ঞানভাবাভাবয়োরিন্দ্রিয়াদিসন্নিকর্ষাধেয়মাগন্তুকমস্য চৈতন্যং ধর্ম্মঃ, ন স্বাভাবিকঃ। অতএবেন্দ্রিয়াদীনামর্থবত্ত্বমিতরথা বৈয়র্থ্যমিন্দ্রিয়াণাং ভবেৎ।

কণাদ-দর্শনের মতে আত্মা আগন্তুক-চৈতন্য, অর্থাৎ আত্মা স্বতঃ চেতন নহেন, নিমিত্ত বশতঃ তাঁহাতে চৈতন্যনামক গুণ জন্মে। আবার সাংখ্যদর্শনের মতে আত্মা নিত্যচৈতন্যরূপী। এই দুই বিরুদ্ধ মতদৃষ্টে সংশয় হয় যে, আত্মা কিংস্বরূপ ? তিনি কি বৈশেষিকদিগের ন্যায় আগন্তুকচৈতন্য ? না সাংখ্যের অভিমত নিত্যচৈতন্যরূপী ? কি পাওয়া যায় ? যুক্তিতে আগন্তুক-চৈতন্যতাই পাওয়া যায়। যদ্রূপ অগ্নির সহিত ঘটের সংযোগ হইলে ঘটে লৌহিত্য গুণ জন্মে, তদ্রূপ, মনের সহিত আত্মার সংযোগ হইলে পর আত্মাতে ও চৈতন্যগুণ জন্মে। আত্মা নিত্যচৈতন্যরূপী হইলে অবশ্যই সুপ্ত, মূর্চ্ছিত ও গ্রহাবিষ্ট অবস্থায়ও চৈতন্য ধর্ম্ম থাকিত। ঐ সকল অবস্থায় যে, চৈতন্য থাকে না, চৈতন্যের অভাব হয়, তাহা ঐ সকল অবস্থার পর তাহারাই ব্যক্ত করিয়া থাকে। তাহারা বলে, আমরা অচেতন ছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই। অপিচ, যখন তাহারা স্বস্থ হয়, তখন তাহাদের চৈতন্যাগম হইয়া থাকে। [অতঃ...তিষ্ঠতে] আত্মা কখন

---

* অতএব উক্তাদেব হেতোঃ আত্মা জ্ঞঃ নিত্যচৈতন্যস্বরূপঃ। যস্মান্নোৎপদ্যতে পরমেব ব্রহ্মাবিকৃতমুপাধিসম্পর্কাজ্জীবভাবেনাবতিষ্ঠতে, তস্মাদেব কারণাদাত্মা জ্ঞঃ নিত্যোদিতচৈতন্যরূপ ইত্যর্থঃ।

যেহেতু আত্মার উৎপত্তি প্রলয় নাই, অবিকৃত ব্রহ্মই উপাধিবশে জীবভাবপ্রাপ্ত, সেই হেতু আত্মা নিত্যচৈতন্যরূপী, আগন্তুকচৈতন্য নহেন।

পদ্যতে, পরমেব ব্রহ্মাবিকৃতমুপাধিসম্পর্কাজ্জীবভাবেনাবতিষ্ঠতে। পরস্য হি ব্রহ্মণশ্চৈতন্যস্বরূপত্বমাম্নাতং "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" "অনন্তরোঽবাহ্যঃ প্রজ্ঞানঘন এব" ইত্যাদিষু শ্রুতিষু। তদেব চেৎ পরং ব্রহ্ম জীবঃ, তস্মাজ্জীবস্যাপি নিত্যচৈতন্যস্বরূপত্বমগ্ন্যৌষ্ণ্য-প্রকাশবদিতি গম্যতে। বিজ্ঞানময়প্রক্রিয়ায়াঞ্চ শ্রুতয়ো ভবন্তি "অসুপ্তঃ সুপ্তানভিচাকশীতি" ইতি, "অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতির্ভবতি", "ন হি বিজ্ঞাতুর্ব্বিজ্ঞাতের্ব্বিপরিলোপো বিদ্যতে" ইত্যেবংরূপাঃ। অথ "যো বেদেদং জিঘ্রাণি" ইতি, "স আত্মা" ইতি চ সর্ব্বৈঃ করণদ্বারৈরিদং বেদেদং বেদেতি বিজ্ঞানেনানুসন্ধানাৎ তদ্রূপত্বসিদ্ধিঃ। নিত্যস্বরূপচৈতন্যত্বে ঘ্রাণাদ্যানর্থক্যমিতি চেৎ, ন,

---

নিত্যচৈতন্যশ্রুতয়শ্চ শক্ত্যভিপ্রায়েণ ব্যাখ্যেয়াঃ। অস্তি হি জ্ঞানোৎপাদনশক্তির্নিত্যা জীবানাং, ন তু ব্যোম্ন ইবেন্দ্রিয়াদিসন্নিকর্ষেঽপ্যেষাং জ্ঞানং ন ভবতীতি। তস্মাজ্জড়া এব জীবা ইতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে।

চেতন, কখনও অচেতন, এতদ্দৃষ্টে স্থির হয়, আত্মা নিত্যোদিতচৈতন্য নহেন, কিন্তু আগন্তুকচৈতন্য। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্তার্থ বলা যাইতেছে।

আত্মা জ্ঞ অর্থাৎ নিত্যোদিতচৈতন্য। পূর্ব্বোক্ত হেতুই তাহার হেতু। অর্থাৎ যেহেতু আত্মা উৎপন্ন হন না, অবিকৃত পর ব্রহ্মই দেহাদি-উপাধিসম্পর্কে জীবভাবান্বিত আছেন, সেই হেতু তিনি নিত্যচৈতন্যরূপী আগন্তুকচৈতন্য নহেন। [পরস্য...রূপাঃ] পরব্রহ্মের চৈতন্যরূপতা "বিজ্ঞান ও আনন্দই ব্রহ্ম" "ব্রহ্ম সত্যজ্ঞানানন্দস্বরূপ" "ব্রহ্মের অন্তর্বাহ্য নাই, তিনি পূর্ণ ও জ্ঞানঘন" ইত্যাদি শ্রুতিতে অভিহিত আছে। তাদৃশ পরব্রহ্মের জীবভাববোধক শাস্ত্রের ও যুক্তির দ্বারা ও জানা যায় যে, জীবও নিত্যচৈতন্যরূপী। বিজ্ঞানময়প্রকরণেও ঐরূপ শ্রুতি আছে। যথা—"তিনি সুপ্ত হন না, স্বয়ম্প্রকাশ থাকেন, থাকিয়া লুপ্তব্যাপার ইন্দ্রিয়দিগকে দেখেন (সে সকলের সাক্ষী থাকেন)।" "সেই সময়ে এই পুরুষ (আত্মা) স্বয়ংজ্যোতিঃ (স্বয়ম্প্রকাশ)।" "যিনি বিজ্ঞানের জ্ঞাতা, সাক্ষী, তাঁহার বিলোপ নাই।" ইত্যাদি। [অথ···মিত্যাদি] "ঘ্রাণ লইতেছি, ইহা যিনি জানেন, তিনিই আত্মা।" ইত্যাদি ইত্যাদি শ্রুতিতে 'ইহা জানিলাম, তাহা জানিলাম,'ইত্যাদিবিধ সমুদায় ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের জ্ঞাতাকে বা অনুসন্ধাতাকে আত্মা বলায় আত্মার নিত্যজ্ঞানরূপতাই সিদ্ধ হয়। আত্মা যদি নিত্যজ্ঞানস্বরূপই হন, তাহা হইলে ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন কি ? কার্য্য কি ? সে সকল নিরর্থক ? এ আপত্তিই হইতে পারে না। কেন-না, তদ্দ্বারা গন্ধাদি বিশেষ বিশেষ বিষয়ের পরিচ্ছেদ (নির্দ্ধারণ) হইয়া থাকে। এ কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—"গন্ধজ্ঞানের নিমিত্ত ঘ্রাণ" ইত্যাদি।

গন্ধাদিবিষয়বিশেষপরিচ্ছেদার্থত্বাৎ। তথাহি দর্শয়তি—"গন্ধায় ঘ্রাণম্" ইত্যাদি।

যত্তু সুপ্তাদয়ো ন চেতয়ন্ত ইতি, তস্য শ্রুত্যৈব পরিহারোঽভিহিতঃ। সুষুপ্তং প্রকৃত্য "যদ্বৈ তন্ন পশ্যতি, পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি। ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ। ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ" ইত্যাদিনা। এতদুক্তং ভবতি—বিষয়াভাবাদিয়মচেতয়মানতা, ন চৈতন্যাভাবাদিতি। যথা বিয়দাশ্রয়স্য প্রকাশস্য প্রকাশ্যাভাবাদনভিব্যক্তির্ন স্বরূপাভাবাৎ, তদ্বৎ। বৈশেষিকাদিতর্কশ্চ শ্রুতিবিরোধাদাভাসীভবতি। তস্মান্নিত্যচৈতন্যস্বরূপ এবাত্মেতি নিশ্চিনুমঃ ॥ ২ । ৩ । ১৮ ॥

যদাগন্তুকজ্ঞানং জড়স্বভাবং, তৎ কদাচিৎ পরোক্ষং কদাচিৎ সন্দিগ্ধং কদাচিদ্বিপর্য্যস্তম্, যথা ঘটাদি। ন চৈবমাত্মা। তথা হ্যনুমিমানোঽপ্যপরোক্ষঃ, স্মরন্নপ্যানুভবিকঃ, সন্দিহানোঽপ্যসন্দিগ্ধঃ, বিপর্য্যস্যন্নপ্যবিপরীতঃ সর্ব্বস্যাত্মা। তথা চ তৎস্বভাবঃ। ন চ তৎস্বভাবস্য চৈতন্যস্যাভাবস্তস্য নিত্যত্বাৎ। তস্মাদ্বৃত্তয়ঃ ক্রিয়ারূপাঃ সকর্ম্মিকাঃ কর্ম্মাভাবে সুষুপ্ত্যাদৌ নিবর্ত্তন্তে। ততশ্চ চৈতন্যমাত্মস্বভাবমিতি সিদ্ধম্। তথা চ নিত্যচৈতন্যবাদিন্যঃ শ্রুতয়ো ন কথঞ্চিৎ ক্লেশেন ব্যাখ্যাতব্যা ভবন্তি। গন্ধাদিবিষয়বৃত্ত্যুপজনে চেন্দ্রিয়াণামর্থবত্ত্বেতি সর্ব্বমবদাতম্ ॥ ২ । ৩ । ১৮ ॥

[যত্তু...ইত্যাদি না] বলিয়াছিলে যে, সুপ্ত পুরুষের চৈতন্য থাকে না, শ্রুতি তাহার প্রতিবাদে বলিয়াছেন। যথা—"আত্মা সুষুপ্তিকালে যে, দেখেন না, এমত নহে, দেখেন, অথচ দেখেন না। দ্রষ্টব্যই দেখেন না। যিনি দৃষ্টির দ্রষ্টা অর্থাৎ জ্ঞানের জ্ঞাতা (প্রকাশক বা সাক্ষী), তিনি অবিনাশী, সেই জন্য তখনও তাঁহার বিলোপ হয় না। তৎকালে দ্বিতীয় থাকে না, কেবল তিনিই থাকেন, অন্য সময়ে তাঁহা হইতে এ সকল (দ্রষ্টব্য) বিভক্ত হয়, তাই তিনি তাহা দেখেন।" [এতদুক্তং···নিশ্চিনুমঃ] উদাহৃত শ্রুতি ইহাই বলিয়াছেন যে, পুরুষ সুপ্তিকালে অচেতন হন না, অচেতনপ্রায় হন। অর্থাৎ সে অবস্থা চৈতন্যাভাব বশতঃ ঘটে না, বিষয়াভাব বশতই ঘটে। যেমন প্রকাশ্য বস্তুর অভাবে প্রকাশক পদার্থের অনভিব্যক্তি ঘটে (প্রকাশক না থাকার ন্যায় হয়), তেমনি, দ্রষ্টব্যের অভাবে দ্রষ্টারও অনভিব্যক্তি ঘটে ; তাঁহার স্বরূপের অভাব হয় না। বৈশেষিকদিগের তর্করাশি শ্রুতিবাধিত, সুতরাং সে সকল তর্ক সৎতর্ক নহে, তাহা তর্কাভাস (তর্কের মতন)। বিচারের উপসংহার এই যে, প্রদর্শিত কারণে আত্মার চৈতন্যরূপতাই নিশ্চয় হয় ॥ ২ । ৩ । ১৮ ॥

উৎক্রান্তি-গত্যাগতীনাং ॥ ২। ৩। ১৯ ॥ *

ইদানীন্তু কিম্পরিমাণো জীব ইতি চিন্ত্যতে। কিমণুপরিমাণঃ? উত মধ্যমপরিমাণঃ? আহোস্বিন্মহৎপরিমাণঃ? ইতি। নন্থ চ নাত্মোৎপদ্যতে, নিত্যচৈতন্যশ্চায়মিত্যুক্তম্। অতশ্চ পর এবাত্মা জীব ইত্যাপততি। পরস্য চাত্মনোঽনন্তত্বমাম্নাতম্। তত্র কুতো জীবস্য পরিমাণচিন্তাবতার ইতি। উচ্যতে—সত্যমেতৎ, উৎক্রান্তিগত্যাগতিশ্রবণানি তু জীবস্য পরিচ্ছেদং প্রাপয়ন্তি। স্বশব্দেন চাস্য ক্বচিদণুপরিমাণত্বমাম্নায়তে, তস্য সর্ব্বস্যানাকুলত্বোপপাদনায়ায়মারম্ভঃ।

তত্র প্রাপ্তং তাবৎ উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাং শ্রবণাৎ পরিচ্ছিন্নো-

---

যদ্যপ্যবিকৃতস্যৈব পরমাত্মনো জীবভাবস্তথা চানণুপরিমাণত্বং, তথাপ্যুৎক্রান্তিগত্যাগতীনাং শ্রুতেশ্চ সাক্ষাদণুপরিমাণশ্রবণস্য চাবিরোধার্থমিদমধিকরণমিত্যাক্ষেপসমাধানাভ্যামাহ—"নন্থ চ" ইতি।

পূর্ব্বপক্ষং গৃহ্নাতি—"তত্র প্রাপ্তং তাবৎ" ইতি। বিভাগ-সংযোগোৎপাদৌ হি

অধুনা জীবের পরিমাণ বিচারিত হইবে। জীব কি ক্ষুদ্র? না মধ্যম-পরিমাণ (দেহ-পরিমাণ)? না মহৎপরিমাণ? যদি বল, আত্মা উৎপন্ন হন না, আত্মা নিত্যচৈতন্যস্বরূপ, এ কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে ইহাও বলা হইয়াছে যে, পরমাত্মাই জীব, পরমাত্মা অনন্ত অর্থাৎ পূর্ণ, তবে আর জীবপরিমাণে সংশয়াদি স্থান পায় কৈ? বিচারই বা কি? তাহা বলিতেছি। যাহা বলিলে, তাহা সত্য, কিন্তু উৎক্রান্তি ও গত্যাগতি-শ্রুতি জীবের পরিচ্ছেদ (পরিমাণ থাকা) আপাদন করিতেছে। কোন কোন শ্রুতি সাক্ষাৎ পরিমাণ-বাচক শব্দের (অণু প্রভৃতি শব্দের) দ্বারা জীবের পরিমাণ থাকা উপদেশ করিয়াছেন। কাযেই সে সকলের প্রামাণ্য স্থির রাখিবার জন্য পরিমাণ-বিচার অবশ্য আরম্ভণীয়।

[তত্র...ইতি] প্রথমতঃ পাওয়া যায়, শ্রুতিতে যখন উৎক্রান্তি, গতি ও আগতি শুনা যায়, তখন জীব অবশ্যই পরিচ্ছিন্ন ও অণুপরিমাণ (ক্ষুদ্র)। উৎ-

---

* ইদানীং কিম্পরিমাণো জীব ইতি বিচার্য্যতে। তত্র উৎক্রান্তিশ্চ গতিশ্চাগতিশ্চ তাসাং শ্রবণাৎ জীবোঽণুপরিমাণ ইতি গম্যতে। পূর্ব্বপক্ষসূত্রমেতৎ।

জীব কিম্পরিমাণ? অর্থাৎ জীবের পরিমাণ কি? এ দিকে দেখা যায়, জীব ব্রহ্ম, অন্য দিকে দেখা যায়, জীবের দেহত্যাগ, পরলোকে গতি ও ইহলোকে আগমন হইয়া থাকে; সুতরাং পক্ষদ্বয় দৃষ্টে সংশয় হয়, জীব কিম্পরিমাণ? পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, জীব ব্যাপক নহে, কিন্তু পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ ক্ষুদ্র। কেন-না, জীব উৎক্রান্ত হয়, দেহের বাহিরে যায়, আবার আইসে। ক্ষুদ্র পরিমাণ ব্যতীত তদ্রূপ গত্যাগতি ঘটে না। সর্ব্বব্যাপীর চলন নাই, গত্যাগতিও নাই। যে সর্ব্বব্যাপী অর্থাৎ পূর্ণ, সে আবার কোথায় যাইবে? গমনের প্রদেশই বা কৈ?

হণুপরিমাণো জীব ইতি। উৎক্রান্তিস্তাবৎ "স যদাস্মাচ্ছরীরা-দুৎক্রামতি, সহৈবৈতৈঃ সর্ব্বৈরুৎক্রামতি" ইতি। গতিরপি—"যে বৈ কে চাস্মাল্লোকাৎ প্রয়ন্তি, চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি" ইতি। আগতিরপি "তস্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে" ইতি। আসামুৎক্রান্তিগত্যাগতীনাং শ্রবণাৎ পরিচ্ছিন্ন-স্তাবজ্জীব ইতি প্রাপ্নোতি। ন হি বিভোশ্চলনমবকল্পত-ইতি। সতি চ পরিচ্ছেদে শরীরপরিমাণত্বস্যার্হতপরীক্ষায়াং নিরস্তত্বাদণুরাত্মেতি গম্যতে ॥ ২। ৩। ১৯ ॥

স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ ॥ ২। ৩। ২০ ॥ *

উৎক্রান্তিঃ কদাচিদচলতোঽপি গ্রামস্বাম্যনিবৃত্তিবদ্দেহ-স্বাম্যনিবৃত্ত্যা কর্ম্মক্ষয়েণাবকল্পেত, উত্তরে তু গত্যাগতী নাচ-

---

উৎক্রান্ত্যাদীনাং ফলম্। ন চ সর্ব্বগতস্য তৌ স্তঃ। সর্ব্বত্র নিত্যপ্রাপ্তস্য বা সর্ব্বাত্মকস্য বা তদসম্ভবাদিতি ॥ ২। ৩। ১৯ ॥

উৎক্রমণং হি মরণে নিরূঢ়ম্। তচ্চাচলতোঽপি তত্র সতো দেহস্বাম্যনিবৃ-ত্ত্যোপপদ্যতে, ন তু গত্যাগতী। তয়োশ্চলনে নিরূঢ়য়োঃ কর্ত্তৃস্থভাবয়োর্ব্যাপিন্য-

---

ক্রান্তি শ্রুতি যথা—"জীব যখন এই শরীর হইতে উৎক্রান্ত বা বহির্নির্গত হয়, তখন ইন্দ্রিয়ের ও প্রাণের সঙ্গে নির্গত হয়।" গতি শ্রুতি যথা—"যে কেহ এ লোক হইতে প্রয়াণ করে, দেহ-পরিত্যাগ করতঃ লোকান্তরগামী হয়, তাহারা সকলেই চন্দ্রলোকে গমন করে।" আগতিশ্রুতি যথা—"কর্ম্ম করিবার জন্য চন্দ্র-লোক হইতে তাহারা পুনর্ব্বার এই লোকে আগমন করে।" [আসা...গম্যতে] উৎক্রান্তি, গতি, আগতি, এই তিনের শ্রবণ (শ্রুতিতে কথন) থাকায় জীবের পরিচ্ছিন্নতাই পাওয়া যায়। বিভুর (পূর্ণ বা ব্যাপক পদার্থের) উৎক্রান্ত্যাদি অসম্ভব। তাহা কল্পনারও অযোগ্য। অতএব, পরিচ্ছেদ থাকা অবধারিত হওয়ায় এবং জৈনমত পরীক্ষায় মধ্যম-পরিমাণ (দেহপরিমাণ) নিরস্ত হওয়ায় অণুপরি-মাণই এখন গ্রাহ্য ॥ ২। ৩। ১৯ ॥

কদাচিৎ বিনা চলনেও উৎক্রান্তি সম্ভাবিত হইতে পারে। যেমন গ্রামস্বামিত্ব নিবৃত্ত হইলে তাহা উৎক্রান্তি শব্দের অভিধেয় হয়, তেমনি, কর্ম্মক্ষয় বশতঃ দেহ-

---

* উত্তরয়োঃ গত্যাগত্যোঃ স্বাত্মনা কর্ত্রা সম্বন্ধাচ্চাণুত্বসিদ্ধিরিতি শেষঃ।

গতি ও আগতি এ দুটী কর্ত্তার সহিত সম্বন্ধ। অর্থাৎ কর্ত্তার চলন ব্যতীত গমনাগমন অসম্ভব। এতৎকারণেও জীবের অণুত্ব পক্ষ গ্রাহ্য।

লতঃ সম্ভবতঃ, স্বাত্মনা হি তয়োঃ সম্বন্ধো ভবতি, গমেঃ কর্তৃস্থক্রিয়াত্বাৎ। অমধ্যমপরিমাণস্য চ গত্যাগতী অণুত্ব এব সম্ভবতঃ। সত্যোশ্চ গত্যাগত্যোরুৎক্রান্তিরপ্যপসৃপ্তিরেব দেহাদিতি প্রতীয়তে। ন হ্যনপসৃপ্তস্য দেহাদ্গত্যাগতী স্যাতাং, দেহপ্রদেশানাঞ্চোৎক্রান্তাবপাদানত্ববচনাৎ "চক্ষুষ্টো বা মূর্দ্ধ্নো বাঽন্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ" ইতি। "স এতাস্তেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদানো হৃদয়মেবান্ববক্রামতি, শুক্রমাদায় পুনরেতি স্থানম্" ইতি চান্তরেঽপি শরীরে শারীরস্য গত্যাগতী ভবতঃ, তস্মাদপ্যস্যাণুত্বসিদ্ধিঃ ॥ ২। ৩। ২০ ॥

সম্ভবাৎ ইতি মধ্যমং পরিমাণং মহত্ত্বং শারীরস্যৈব, তচ্চার্হতপরীক্ষায়াং প্রত্যুক্তম্। গত্যাগতী চ পরমমহতি ন সম্ভবতোঽতঃপারিশেষ্যাদণুত্বসিদ্ধিঃ। গত্যাগতিভ্যাঞ্চ প্রাদেশিকত্বসিদ্ধৌ মরণমপি দেহাদপসর্পণমেব জীবস্য, ন তু তত্র সতঃ স্বাম্যনিবৃত্তিমাত্রমিতি সিদ্ধমিত্যাহ—"সত্যোশ্চ গত্যাগত্যোঃ" ইতি। ইতশ্চ দেহাদপসর্পণমেব জীবস্য মরণমিত্যাহ—"দেহপ্রদেশানাম্" ইতি। তস্মাদ্গত্যাগত্যপেক্ষোৎক্রান্তিরপি স্বাপাদানাণুত্বসাধনমিত্যর্থঃ। ন কেবলমুপাদানশ্রুতেঃ, তচ্ছরীরপ্রদেশগন্তব্যত্বশ্রুতেরপ্যেবমেবেত্যাহ—"স এতাস্তেজোমাত্রাঃ" ইতি ॥ ২। ৩। ২০ ॥

স্বামিত্বনিবৃত্তি হইলেও তাহা উৎক্রান্তি শব্দের বোধ্য হইতে পারে। পারে বটে; কিন্তু গতি ও আগতি এ দুটী বিনা চলনে হয় না। যেহেতু তদুভয়ের সহিত আত্মার (কর্ত্তার) সম্বন্ধ আছে। প্রত্যেক গমনক্রিয়া (গতি) কর্তৃনিষ্ঠ। [অমধ্যম... সিদ্ধিঃ] অমধ্যম-পরিমাণের গত্যাগতি বিনা অণুত্বে সম্ভব হয় না। যখন গত্যাগতি থাকিল, তখন, অবশ্যই অপসর্পণরূপা উৎক্রান্তি, দেহস্বামিত্ব-নিবৃত্তিরূপা নহে, ইহা বুঝিতে হইবে। দেহ হইতে অপসৃত না হইলে গতি আগতি কিছুই হয় না। আরও দেখ, শাস্ত্রে দেহের প্রদেশবিশেষ উৎক্রান্তির অপাদানরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—"হয় চক্ষুঃ হইতে না হয় মূর্দ্ধা হইতে, অথবা অন্য অঙ্গ উৎক্রান্ত হয়" ইত্যাদি। "জীব তেজোমাত্রা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দিগকে গ্রহণপূর্ব্বক হৃদয়ে গমন করে, এবং শুক্র অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দিগকে গ্রহণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার স্বস্থানে অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায় আগমন করে।" এ শ্রুতিতে দেহমধ্যেও জীবের গত্যাগতি শ্রুত হইতেছে। এতদ্দ্বারা জীবের অণুত্বই সিদ্ধ হয়, অন্য কিছু হয় না ॥ ২। ৩। ২০ ॥

নাণুরতচ্ছ্রুতেরিতি চেন্নেতরাধিকারাৎ ॥২।৩।২১॥*

অথাপি স্যান্নাণুরয়মাত্মা। কস্মাৎ। অতচ্ছ্রুতেরণুত্ববিপরীতপরিমাণশ্রবণাদিত্যর্থঃ। "স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু," "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ," "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যেবঞ্জাতীয়কা হি শ্রুতিরাত্মনোঽণুত্বে বিপ্রতিষিধ্যেতেতি চেৎ। নৈষ দোষঃ। কস্মাৎ ? ইতরাধিকারাৎ। পরস্য হ্যাত্মনঃ প্রক্রিয়ায়ামেষা পরিমাণান্তরশ্রুতিঃ। পরস্যৈবাত্মনঃ প্রাধান্যেন বেদান্তেষু বেদিতব্যত্বেন প্রকৃতত্বাৎ "বিরজঃ পর আকাশাৎ" ইত্যেবম্বিধাচ্চ পরস্যৈবাত্মনস্তত্র তত্র বিশেষাধিকারাৎ।

নন্বু "যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" ইতি শারীর এব মহত্ত্ব-

যত উৎক্রান্ত্যাদিশ্রুতিভির্জ্জীবানামণুত্বং প্রসাধিতং, ততো ব্যাপকাৎ পরমাত্মনস্তেষাং তদ্বিকারতয়া ভেদঃ। তথা চ মহত্ত্বানন্ত্যাদিশ্রুতয়ঃ পরমাত্মবিষয়া ন জীববিষয়া ইত্যবিরোধ ইত্যর্থঃ॥

যদি জীবা অণবঃ, ততো যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেম্বিতি কথং শারীরো মহত্ত্বসম্বন্ধিত্বেন প্রতিনির্দ্দিশ্যতে ? ইতি চোদয়তি—"নন্বু" ইতি। পরিহরতি—"শাস্ত্র-

যদি কেহ বলেন, আপত্তি করেন; আত্মা অণু নহে। হেতু এই যে, শ্রুতি জীবকে অণু-বিপরীত অর্থাৎ মহান্ বলিয়াছেন। যথা—"সেই এই আত্মা মহান্ ও জন্মরহিত—যিনি প্রাণ সমূহের মধ্যে বিজ্ঞানময়।" "আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ও নিত্য।" "সত্য, জ্ঞান, অনন্ত ও ব্রহ্ম (বৃহৎ)।" ইত্যাদি। এই সকল শ্রুতি আত্মার অণুত্ববিরোধী। ইহার প্রত্যুত্তরে বলা যায়, উহা দোষ নহে। কেন-না, ঐ সকল কথা ব্রহ্মপ্রকরণে অভিহিত। ঐ পরিমাণান্তর (বৃহৎপরিমাণ) পরমাত্মপ্রকরণে কথিত এবং বেদান্তমধ্যে পরমাত্মাই প্রধান বেদিতব্য (জ্ঞেয়) রূপে প্রস্তাবিত (প্রস্তাবের বিষয়)। "আকাশ হইতেও শ্রেষ্ঠ ও রজঃশূন্য—নির্ম্মল" এইরূপ এইরূপ বিশেষাধিকার সেই সেই বেদান্তে অবস্থিত দেখা যায়।

[নন্বু ..বিরুধ্যতে] যদি বল, "যিনি প্রাণের মধ্যে বিজ্ঞানময়" এ অধিকার

* অতচ্ছ্রুতেঃ অণুত্ববিপরীতপরিমাণশ্রুতেঃ মহত্ত্বশ্রুতেরিতি যাবৎ জীবো নাঽণুরিতি ন, কিন্ত্বণুরেবেতি কাকুঃ। কুতঃ। ইতরাধিকারাৎ ব্রহ্মপ্রকরণাৎ।

শ্রুতিতে মহৎপরিমাণ কথিত হওয়ায় জীব অণু নহে, এরূপ বলা যায় না। কেন-না, সে কথা (ঐ মহৎ পরিমাণের উক্তি) ব্রহ্মপ্রকরণে কথিত। তাহা ব্রহ্মেরই পরিমাণ; সুতরাং তাহা জীবাণুপরিমাণের বিরোধী নহে।

সম্বন্ধিত্বেন প্রতিনির্দ্দিশ্যতে। শাস্ত্রদৃষ্ট্যা ত্বেষ নির্দ্দেশো বামদেববদ্ দ্রষ্টব্যঃ। তস্মাৎ প্রাজ্ঞবিষয়ত্বাৎ পরিমাণান্তরশ্রবণস্য ন জীবস্যাণুত্বং বিরুধ্যতে॥ ২। ৩। ২১॥

স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ॥ ২। ৩। ২২॥ *

ইতশ্চাণুরাত্মা, যতঃ সাক্ষাদেবাস্যাণুত্ববাচী শব্দঃ শ্রূয়তে, "এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সম্বিবেশ" ইতি। প্রাণসম্বন্ধাচ্চ জীব এবায়মণুরভিহিত ইতি গম্যতে। তথা, উন্মানমপি জীবস্যাণিমানং গময়তি—"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ"

দৃষ্ট্যা"—পারমার্থিকদৃষ্ট্যা নির্দ্দেশো বামদেববৎ। যথা হি গর্ভস্থ এব বামদেবো জীবঃ পরমার্থদৃষ্ট্যাত্মনো ব্রহ্মত্বং প্রতিপেদে, এবং বিকারাণাং প্রকৃতের্ব্বাস্তবাদভেদাত্তৎপরিমাণত্বব্যপদেশ ইত্যর্থঃ॥ ২। ৩। ২১॥

স্বশব্দং বিভজতে—"সাক্ষাদেব" ইতি। উন্মানং বিভজতে—"তথা, উন্মানমপি" ইতি। উদ্ধৃত্য মানমুন্মানম্। বালাগ্রাদুদ্ধৃতঃ শততমো ভাগস্তস্মাদপি শততমাদুদ্ধৃতঃ শততমো ভাগ ইতি তদিদমুন্মানম্। আরাগ্রাদুদ্ধৃতং মান-

---

জীবসম্বন্ধীয় মহত্ত্বের ব্যাপক; বস্তুতঃ তাহা নহে। ঐ নির্দ্দেশ বা ঐ বর্ণনা বামদেব ঋষির শাস্ত্রীয় দৃষ্টি-দৃষ্টান্তের অনুযায়ী অর্থাৎ পারমার্থিক, ইহা বুঝিতে হইবেক। (বামদেব ঋষি জ্ঞানী হইয়া আপনার সর্ব্বাত্মকত্ব অনুভব করতঃ বলিয়াছিলেন, আমি মনু, এবং আমি সূর্য্য হইয়াছিলাম ইত্যাদি)। অতএব, পরিমাণান্তর শ্রবণ প্রাজ্ঞবিষয়ক। প্রাজ্ঞবিষয়ক বলিয়া অণু-পরিমাণের অবিরোধী (প্রাজ্ঞ = পরমেশ্বর)॥ ২। ৩। ২১॥

আত্মা (জীব) অণু, এ নির্ণয়ে অন্য হেতুও আছে। তাহা এই—শ্রুতি জীবের স্পষ্টরূপে অণুত্ববাচক-শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা—"যাহাতে প্রাণ পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া আবিষ্ট আছে, সেই এই অণু (সূক্ষ্ম) আত্মা চিত্তের দ্বারা জ্ঞাতব্য।" প্রাণের সহিত সম্বন্ধ আছে, সে কারণেও শ্রুতিতে আত্মার অণুত্ব কথিত হইয়াছে। অপিচ, উন্মান-কথনও জীবের অণুত্ব বোধ করায়। উন্মান-কথন যথা—"কেশের অগ্রভাগ শতভাগে বিভক্ত করিলে তাহার এক ভাগ পরিমাণ জীব, ইহা জ্ঞাতব্য।" "তিনি অবর হইলেও আরাগ্র

---

* স্বশব্দোঽণুবাচকঃ শব্দঃ। উদ্ধৃত্য মানমুন্মানম্। বালাগ্রাদুদ্ধৃতঃ শততমোভাগস্তস্মাদপ্যুদ্ধৃতঃ শততমো ভাগ ইত্যেবং রীত্যাঽত্যল্পত্বমেবোন্মানম্। তাভ্যামপি জীবাণুত্বং গম্যতে।

সাক্ষাৎ অণুবাচক শব্দ ও উন্মান অর্থাৎ অল্প হইতেও অল্প, এই দ্বিবিধ প্রয়োগ থাকায় জীবের অণুত্বই সিদ্ধ হয়।

ইতি, "আরাগ্রমাত্রো হ্যবরোঽপি দৃষ্টঃ" ইতি চোম্মানান্তরম্ ॥ ২। ৩। ২২॥

নন্বণুত্বে সত্যেকদেশস্থস্য সকলদেহগতোপলব্ধির্বিরুধ্যতে। দৃশ্যতে চ জাহ্নবীহ্রদনিমগ্নানাং সর্ব্বাঙ্গশৈত্যোপলব্ধিঃ, নিদাঘসময়ে চ সকলশরীরপরিতাপোপলব্ধিরিত্যত উত্তরং পঠতি।—

অবিরোধশ্চন্দনবৎ ॥ ২। ৩। ২৩॥ *

যথা হি হরিচন্দনবিন্দুঃ শরীরৈকদেশসম্বদ্ধোঽপি সন্ সকলদেহব্যাপিনমাহ্লাদং করোতি, এবমাত্মাপি দেহৈকদেশস্থঃ সকলদেহব্যাপিনীমুপলব্ধিং করিষ্যতি। ত্বক্‌সম্বন্ধাচ্চাস্য সকলশরীরগতা বেদনা ন বিরুধ্যতে, ত্বগাত্মনোর্হি সম্বন্ধঃ কৃৎস্নায়াং ত্বচি বর্ত্ততে, ত্বক্ চ কৃৎস্নশরীরব্যাপিনীতি ॥২।৩।২৩॥

মারাগ্রমাত্রমিতি ॥ ২। ৩। ২২।

সূত্রান্তরমবতারয়িতুং চোদয়তি—"নন্বণুত্বে সতি" ইতি। অণুরাত্মা ন শরীরব্যাপীতি ন সর্ব্বাঙ্গীণশৈত্যোপলব্ধিঃ স্যাদিত্যর্থঃ।

ত্বক্‌সংযুক্তো হি জীবঃ, ত্বক্ চ সকলশরীরব্যাপিনীতি ত্বগ্‌ব্যাপ্যাত্মসম্বন্ধঃ সকলশৈত্যোপলব্ধৌ সমর্থ ইত্যর্থঃ ॥ ২। ৩। ২৩॥

(আরা=চর্ম্মবেধিকা শলাকা—লোহার কাঁটা।) প্রমাণে দৃষ্ট হন।" ইহাও উন্মান-কথন ॥২।৩।২২॥

[নন্বণুত্বে......পঠতি] বলিতে পার যে, আত্মা যখন অণু, তখন তিনি শরীরের একাংশেই থাকেন, একাংশে থাকা সত্য হইলে যুগপৎ সমুদায় দেহে বেদনাদির জ্ঞান কিরূপে হয়? হ্রদনিমগ্ন দিগের যুগপৎ সর্ব্বাঙ্গে শৈত্যানুভব কি হেতু হয়? নিদাঘকালেই বা সকল শরীরে তাপ জ্ঞান কিসে হয়? ইহার প্রত্যুত্তর সূত্র এই—

যেমন শরীরের একস্থানে এক বিন্দু চন্দন স্থাপিত হইলে সর্ব্বশরীরব্যাপী আহ্লাদ জন্মে, সেইরূপ, দেহৈকদেশস্থ আত্মাও সকল দেহব্যাপী বেদনাদির উপলব্ধি (অনুভব) করেন। ত্বক্‌সম্বন্ধ থাকায় ঐরূপ উপলব্ধি অবিরুদ্ধ। ত্বগাত্ম-সম্বন্ধ সমুদায় ত্বকে থাকে, ত্বক্ সর্ব্বশরীরব্যাপিনী, সেই কারণে প্রোক্ত প্রণালীতে প্রোক্ত উপলব্ধি সম্পন্ন হয় ॥ ২। ৩। ২৩॥

---

* চন্দনদৃষ্টান্তেনাঽবিরোধো ভবতি। আত্মসংযুক্তায়াস্ত্বচো দেহব্যাপিস্পর্শোপলব্ধিকারণায়া মহিমাত্মনো ব্যাপিকার্য্যকারিত্বমবিরুদ্ধমিত্যর্থঃ।

আত্মা অণু হইলেও চন্দনস্পর্শদৃষ্টান্তে তাহার দেহব্যাপিকার্য্যকারিত্বের বাধা হয় না। (ভাষ্য দেখ)।

অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিতি চেন্নাভ্যুপ-গমাদ্ধৃদি হি ॥ ২ । ৩ । ২৪ ॥ *

অত্রাহ। যদুক্তমবিরোধশ্চন্দনবদিতি, তদযুক্তং, দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকয়োরতুল্যত্বাৎ। সিদ্ধে হ্যাত্মনো দেহৈকদেশস্থত্বে, চন্দনদৃষ্টান্তো ভবতি। প্রত্যক্ষন্তু চন্দনস্যাবস্থিতিবৈশেষ্যম্ এক-দেশস্থত্বং সকলদেহাহ্লাদনঞ্চ। আত্মনঃ পুনঃ সকলদেহোপ-লব্ধিমাত্রং প্রত্যক্ষং, নৈকদেশবর্ত্তিত্বম্, অনুমেয়ন্তু তদিতি যদ্যপ্যুচ্যেত, ন চাত্রানুমানং সম্ভবতি। কিমাত্মনঃ সকলশরীর-গতা বেদনা ত্বগিন্দ্রিয়স্যেব সকলদেহব্যাপিনঃ সতঃ? কিং বা বিভোর্নভস ইব? আহোস্বিচ্চন্দনবিন্দোরিবাণোরেকদেশস্থস্য? ইতি সংশয়ানিবৃত্তেরিতি।

চন্দনবিন্দোঃ প্রত্যক্ষতোঽল্পীয়স্ত্বং বুদ্ধা যুক্তা কল্পনা ভবতি। যস্য তু সন্দিগ্ধমণুত্বং সর্ব্বাঙ্গীণঞ্চ কার্য্যমুপলভ্যতে, তস্য ব্যাপিত্বমৌৎসর্গিকমপহায় নেয়ং কল্পনাবকাশং লভত ইতি শঙ্কার্থঃ। ন চ হরিচন্দনবিন্দুদৃষ্টান্তেনাণুত্বানুমানং জীবস্য, প্রতিদৃষ্টান্তসম্ভবেনানৈকান্তিকত্বাদিত্যাহ—"ন চাত্রানুমানম্" ইতি।

এই স্থলে কেহ কেহ বলিবেন, আপত্তি করিবেন, চন্দনের দৃষ্টান্ত অযুক্ত। যেহেতু উহা দার্ষ্টান্তিকের সমান নহে। যদি আত্মার একদেশস্থতা সিদ্ধ হইত, তাহা হইলে ঐ দৃষ্টান্ত সঙ্গত হইত। (অদ্যাপি আত্মার দেহৈকদেশস্থতা নির্ণীত হয় নাই)। চন্দনের অবস্থিতিবৈশেষ্য অর্থাৎ নির্দ্দিষ্টস্থানে অবস্থান প্রত্যক্ষ, সকলদেহাহ্লাদকতাও প্রত্যক্ষ, কিন্তু আত্মার সকলদেহোপলব্ধিমাত্র প্রত্যক্ষ, একদেশস্থতা অপ্রত্যক্ষ। [অনু......রিতি] তাহা অনুমেয়, এ কথা বলিতে পার না। অনুমান অসম্ভব। (আত্মা অল্প ; তৎপ্রতি হেতু, ব্যাপিকার্য্যকারিত্ব, তাহার দৃষ্টান্ত চন্দনবিন্দু। এ অনুমান অযুক্ত)। সকলদেহব্যাপিনী বেদনা কি, আত্মা সকল-দেহব্যাপী ত্বগিন্দ্রিয়ের ন্যায় ব্যাপী বলিয়া অনুভূতা হয়? অথবা আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী বলিয়া? অথবা চন্দনবিন্দুর দৃষ্টান্তে একদেশস্থ ও অল্প বলিয়া? এ সংশয় নিবৃত্ত হয় না। অর্থাৎ সংশয়িত অনুমান অগ্রাহ্য।

---

* বিশেষ এব বৈশেষ্যং একদেশস্থতানিশ্চয়ঃ। চন্দনবিন্দোরবস্থানবৈশেষ্যাদেকদেশস্থতা-নিশ্চয়াত্র চন্দনবিন্দুর্দৃষ্টান্তো ভবিতুমর্হতীতি বক্তব্যম্। কুতঃ? অভ্যুপগমাৎ। অভ্যুপগম্যতে হি চন্দনস্যেবাত্মনোঽবস্থানবৈশেষ্যং দেহৈকদেশবৃত্তিত্বং, হৃদি হ্যেষ আত্মেত্যাদিশ্রুতৌ চন্দনবিন্দোরল্পত্বস্য প্রত্যক্ষত্বাৎ তথ্যাপ্ত্যা ব্যাপিকার্য্যকারিত্বকল্পনা যুক্তা। জীবস্য ত্বণুত্বে সন্দেহাৎ ব্যাপিকার্য্যদৃষ্ট্যা ব্যাপিত্বকল্পনমেব যুক্তমিতি শঙ্কাভাগতাৎপর্য্যম্।

চন্দন অল্প, তাহার একস্থানে অবস্থান প্রত্যক্ষ, সে কারণে তাহা দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। আত্মার অণুত্ব সাংশয়িক, সুতরাং তাহা অসাংশয়িকের সহিত তুলিত হইতে পারে না ; এরূপ বলিও না। আত্মারও হৃদয়াবস্থান নিশ্চিত আছে। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

অত্রোচ্যতে—নায়ং দোষঃ। কস্মাৎ? অভ্যুপগমাৎ। অভ্যুপগম্যতে হ্যাত্মনোঽপি চন্দনস্যেব দেহৈকদেশবৃত্তিত্বমবস্থিতিবৈশেষ্যম্। কথমিতি? উচ্যতে, হৃদি হ্যেষ আত্মা পঠ্যতে বেদান্তেষু "হৃদি হ্যেষ আত্মা" "সবা এষ আত্মা হৃদি", "কতম আত্মা, যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ" ইত্যাদ্যুপদেশেভ্যঃ। তস্মাৎ দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োরবৈষম্যাদ্ যুক্তমেবৈতদবিরোধশ্চন্দনবদিতি ॥ ২। ৩। ২৪ ॥

গুণাদ্বালোকবৎ ॥ ২। ৩। ২৫ ॥ *

চৈতন্যগুণব্যাপ্তের্ব্বা অণোরপি সতো জীবস্য সকলদেহব্যাপি কার্য্যং ন বিরুধ্যতে। যথা লোকে মণিপ্রদীপপ্রভৃতী-

---

শঙ্কামিমামপাকরোতি—"অত্রোচ্যতে"ইতি। যদ্যপি পূর্ব্বোক্তাভিঃ শ্রুতিভির্নিগুত্বং সিদ্ধমাত্মনঃ, তথাপি বৈভবাচ্ছ্যুত্যন্তরমুপন্যস্তম্ ॥ ২। ৩। ২৪ ॥

যে তু—সাবয়বত্বাচ্চন্দনবিন্দোরণুসঞ্চারেণ দেহব্যাপ্তিরুপপদ্যতে, ন ত্বাত্মনো-

---

[অত্রো···বদিতি] প্রতিবাদী এই বিষয়ের প্রত্যুত্তরে বা প্রোক্ত আপত্তির খণ্ডনে বলিতেছেন—চন্দনবিন্দুর দৃষ্টান্ত সদোষ নহে। হেতু এই যে, তাহা স্বীকার আছে। চন্দনবিন্দুর ন্যায় আত্মারও দেহৈকদেশে অবস্থান কথিত হইয়াছে। কোথায়? তাহা বলিতেছি। আত্মা হৃদয়দেশে অবস্থান করেন, ইহা বেদান্তশাস্ত্রে পঠিত হইয়াছে। যথা—"এই আত্মা হৃদয়ে।" "সেই, এই প্রসিদ্ধ আত্মা হৃদয়ে", "কোন্ আত্মা?" "প্রাণের মধ্যে যিনি বিজ্ঞানময় হৃদয়ে যিনি অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষ" ইত্যাদি। অতএব চন্দন দৃষ্টান্ত বিষম দৃষ্টান্ত নহে। যেহেতু বিষম দৃষ্টান্ত নহে, প্রত্যুত সমদৃষ্টান্ত, সেই হেতু চন্দন-দৃষ্টান্ত

জীব অণু (সূক্ষ্ম) হইলেও চৈতন্যগুণের ব্যাপ্তিতে সকল দেহব্যাপী কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। যেমন রত্ন ও প্রদীপ একস্থানে থাকে; কিন্তু তাহার প্রভা গৃহব্যাপিনী হইয়া সমুদায় প্রকাশ্য প্রকাশ করে, সেইরূপ

---

* বা-শব্দেন চন্দনদৃষ্টান্তাপরিতোষঃ সূচিতঃ। মাভূচ্চন্দনদৃষ্টান্তঃ, আলোকদৃষ্টান্তেন ভবিতব্যম্। গুণাৎ চৈতন্যগুণব্যাপ্তেরণোরপি জীবস্যালোকদৃষ্টান্তেন সকলদেহব্যাপি কার্য্যং ন বিরুধ্যত-ইতি যোজনা।

দীপ অল্প, অল্পস্থানে স্থিত, তথাপি তাহার প্রভা সকল গৃহোদর ব্যাপিয়া থাকে, এতদ্দৃষ্টান্তে জীবেরও চৈতন্যগুণ ব্যাপিকার্য্যকারী অর্থাৎ তদ্দ্বারা দেহব্যাপী কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে।

নামপবরকৈকদেশবর্ত্তিনামপি প্রভা অপবরকব্যাপিনী সতী কৃৎস্নেহপবরকে কার্য্যং করোতি, তদ্বৎ। স্যাৎ কদাচিচ্চন্দনস্য সাবয়বত্বাৎ সূক্ষ্মাবয়ববিসর্পণেনাপি সকলদেহ আহ্লাদয়িতৃত্বং, ন ত্বণোর্জ্জীবস্যাবয়বাঃ সন্তি, যৈরয়ং সকলং দেহং বিপ্রসর্পতীত্যাশঙ্ক্য গুণাদ্বালোকবদিত্যুক্তম্।

কথং পুনর্গুণো গুণিব্যতিরেকেণান্যত্র বর্ত্তেত। ন হি পটস্য শুক্লো গুণঃ পটব্যতিরেকেণান্যত্র বর্ত্তমানো দৃশ্যতে। প্রদীপপ্রভাবত্তবেদিতি চেৎ, ন, তস্যা অপি দ্রব্যত্বাভ্যুপগমাৎ। নিবিড়াবয়বং হি তেজোদ্রব্যং প্রদীপঃ, প্রবিরলাবয়বন্তু তেজোদ্রব্যমেব প্রভেতি। অতউত্তরং পঠতি—॥ ২। ৩। ২৫ ॥

ব্যতিরেকো গন্ধবৎ ॥ ২। ৩। ২৬ ॥*

যথা গুণস্যাপি সতো গন্ধস্য গন্ধবদ্দ্রব্যব্যতিরেকেণা-

হনবয়বত্বাণুসঞ্চারঃ সম্ভবী, তস্মাদ্বৈষম্যমিতি মন্যন্তে, তান্ প্রতীদমুচ্যতে,—"গুণাদ্বালোকবৎ" ইতি।

তদ্বিভজতে—"চৈতন্যে"তি। যদ্যপ্যণুর্জীবঃ, তথাপি তদ্গুণশ্চৈতন্যং সকলদেহব্যাপি, যথা প্রদীপস্যাল্পত্বেঽপি তদ্গুণঃ প্রভা সকলগৃহোদরব্যাপিনীতি। এতদপি শঙ্কাদ্বারেণ দূষয়িত্বা দৃষ্টান্তান্তরমাহ—॥ ২। ৩। ২৫ ॥

আত্মা অণু ও একস্থানাবস্থিত হইলেও তাহার চৈতন্যগুণ সর্ব্বদেহে ব্যাপ্ত হয়, তাই সকল দেহব্যাপিনী বেদনা যুগপৎ অনুভূত হয়। চন্দন সাবয়ব, তাহার সূক্ষ্মাংশ (পরমাণু) সকল দেহে প্রসর্পিত হইয়া পরিতৃপ্ত করে, কিন্তু জীব অণু ও নিরবয়ব, তাহার প্রসর্পণযোগ্য সূক্ষ্মাংশ নাই, সে জন্য অপ্রশস্ত চন্দনদৃষ্টান্ত ত্যাগ করিয়া "গুণাদ্বা" সূত্র বলা হইল।

বলিতে পার, গুণীকে পরিত্যাগ করিয়া গুণ কিপ্রকারে অন্যত্র থাকিতে পারে? বস্ত্রের শুক্ল গুণ কি বস্ত্র ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বৃত্তিমান্ হয়? অবস্থিতি করে? দীপপ্রভার কথা বলিবে, তাহাও পারিবে না। কেন-না, তাহাও দ্রব্য, গুণ নহে। কারণ, নিবিড়াবয়ব তেজের নাম দীপ, আর বিরলাবয়ব তেজের নাম প্রভা। এই আপত্তির খণ্ডনার্থ সূত্র বলা হইতেছে—॥ ২। ৩। ২৫ ॥

যেমন গন্ধগুণ গন্ধবদ্দ্রব্যের ব্যতিরেকে অর্থাৎ গন্ধবদ্দ্রব্য হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া অন্য স্থানে ব্যাপ্ত হয়, যেমন পুষ্পের অপ্রাপ্তি স্থলেও গন্ধ গুণকে পাওয়া

---

* ব্যতিরেকো বিশ্লেষঃ। গন্ধবৎ গন্ধস্যেব। যথা গন্ধস্য গন্ধবদ্দ্রব্যব্যতিরেকো ভবতি, তথাঽণোরপি জীবস্য চৈতন্যগুণব্যতিরেকো ভবিষ্যতীতি যোজনা।

ন্যত্র বৃত্তির্ভবতি, অপ্রাপ্তেষ্বপি কুসুমাদিষু গন্ধবৎসু গন্ধোপলব্ধেঃ, এবমণোরপি সতো জীবস্য চৈতন্যগুণব্যতিরেকো ভবিষ্যতি। অতশ্চানৈকান্তিকমেতদ্—গুণত্বাদ্রূপাদিবদাশ্রয়-বিশ্লেষানুপপত্তি-রিতি, গুণস্যৈব সতো গন্ধস্যাশ্রয়বিশ্লেষদর্শনাৎ। গন্ধস্যাপি সহৈবাশ্রয়েণ বিশ্লেষ ইতি চেৎ, ন, যস্মান্মূলদ্রব্যাদ্ বিশ্লেষস্তস্য ক্ষয়প্রসঙ্গাৎ। অক্ষীয়মাণমপি তৎ পূর্ব্বাবস্থাতো গম্যতে, অন্যথা তৎপূর্ব্বাবস্থৈর্গুরুত্বাদিভির্হীয়েত।

স্যাদেতৎ। গন্ধাশ্রয়াণাং বিশ্লিষ্টানামবয়বানামল্পত্বাৎ সন্নপি বিশ্লেষো নোপলক্ষ্যতে, সূক্ষ্মা হি গন্ধপরমাণবঃ সর্ব্বতো বিপ্রসৃতা গন্ধবুদ্ধিমুৎপাদয়ন্তি নাসিকাপুটমনুপ্রবিশন্ত ইতি চেৎ, ন,

---

"অক্ষীয়মানমপি তৎ" ইতি। ক্ষয়স্যাতিসূক্ষ্মতয়াঽনুপলভ্যমানক্ষয়মিতি শঙ্কতে—"স্যাদেতৎ" ইতি।

বিশ্লিষ্টানামল্পত্বাদিত্যুপলক্ষণং, দ্রব্যান্তরপরমাণূনামনুপ্রবেশাদিত্যপি দ্রষ্টব্যম্।

যায়, সেইরূপ, জীব অণু হইলেও তাঁহার চৈতন্যগুণের ব্যতিরেক (অন্য স্থানে সংক্রম) হইতে পারে। অতএব "গুণত্বাৎ" হেতুটী অনৈকান্তিক। (গুণ আশ্রয়ত্যাগপূর্ব্বক কুত্রাপি যায় না, ব্যাপ্ত হয় না, ইহা নিয়মিত বা সার্ব্বত্রিক নহে। কেন-না, গন্ধগুণে ঐ নিয়মের ব্যভিচার দেখা যায়)। যেহেতু গন্ধগুণকে আশ্রয় ত্যাগ করিতে দেখা যায়, সেই হেতু গুণের যে, আশ্রয়বিশ্লেষ অযুক্ত, ইহাও অসার্ব্বত্রিক। গন্ধও সূক্ষ্ম আশ্রয়-দ্রব্যের সহিত বিশ্লিষ্ট হয়, (গন্ধ-পরমাণু বিশ্লিষ্ট হয়, তদাশ্রয়ে গন্ধ থাকে), একথা বলিতে পার না। কেন-না, যে মূল দ্রব্য হইতে গন্ধবৎ পরমাণু বিশ্লিষ্ট হয় বলিবে, ক্রমে সেই মূল দ্রব্যের ক্ষয় হওয়া মানিতে হইবেক। কিন্তু দেখা যায়, মূল দ্রব্যের কিছু-মাত্র ক্ষয় হয় না। ক্ষয় হইলে পূর্ব্বাপেক্ষা হীনগুরুত্বাদি হইত (আয়তন ও ওজন কমিত)।

[স্যাদেতৎ…সন্তি] বলিতে পার, গন্ধাধার অংশ (পরমাণু) সকল বিশ্লিষ্ট হয়, কিন্তু অত্যন্ত অল্প (সূক্ষ্ম) বলিয়া তাহা লক্ষ্য হয় না। এইস্থলে আমাদের বক্তব্য, গন্ধপরমাণু সর্ব্বদিকে প্রসৃত (বিশ্লিষ্ট হইয়া ব্যাপ্ত) হয়, সে সকল নাসাপথে প্রবেশপূর্ব্বক গন্ধজ্ঞান জন্মায়, একথা বলিবার উপায় নাই। কেন-না,

---

গন্ধ যেমন স্বাশ্রয় দ্রব্য ব্যতিরেকে অবস্থান করে অর্থাৎ যেমন পরমাণুর বিশ্লেষ হয় না, অথচ গন্ধগুণের বিস্তার হইতে দেখা যায়, তেমনি, জীব অণু হইলেও তাঁহার চৈতন্যগুণ সমস্ত দেহে বিস্তৃত হইতে পারে।

অতীন্দ্রিয়ত্বাৎ পরমাণূনাং, স্ফুটগন্ধোপলব্ধেশ্চ নাগকেশরাদিষু। ন চ লোকে প্রতীতির্গন্ধবদ্ দ্রব্যমাঘ্রাতমিতি, গন্ধ এবাঘ্রাত ইতি তু লৌকিকাঃ প্রতীয়ন্তি। রূপাদিষ্বাশ্রয়ব্যতিরেকানুপলব্ধের্গন্ধস্যাপ্যযুক্ত আশ্রয়ব্যতিরেক ইতি চেৎ, ন, প্রত্যক্ষত্বাদনুমানাপ্রবৃত্তেঃ। তস্মাদ্ যদ্ যথা লোকে দৃষ্টং, তৎ তথৈবানুমন্তব্যং নিরূপকৈর্নান্যথা। ন হি রসো গুণো জিহ্বয়োপলভ্যত ইত্যতো রূপাদয়োঽপি গুণা জিহ্বয়ৈবোপলভ্যেরন্নিতি নিয়ন্তুং শক্যতে ॥ ২ । ৩ । ২৬ ॥

তথা চ দর্শয়তি ॥ ২ । ৩ । ২৭ ॥ *

হৃদয়ায়তনত্বমণুপরিমাণত্বঞ্চাত্মনোঽভিধায় তস্যৈব "আ-

বিশ্লেষানুপ্রবেশাভ্যাঞ্চ সন্নপি বিশ্লেষঃ সূক্ষ্মত্বান্নোপলক্ষ্যত ইতি। নিরাকরোতি —"ন", কুতঃ? "অতীন্দ্রিয়ত্বাৎ" ইতি। পরমাণূনাং পরমসূক্ষ্মত্বাত্তদ্গতরূপাদিবদ্গন্ধোঽপি নোপলভ্যেত, উপলভ্যমানো বা সূক্ষ্ম উপলভ্যেত, ন স্থূল ইত্যর্থঃ। শেষমতিরোহিতার্থম্ ॥ ২ । ৩ । ২৬ ॥

নিগদব্যাখ্যাতমস্য ভাষ্যম্ ॥ ২ । ৩ । ২৭ ॥

[আত্মনশ্চৈতন্যগুণেনৈব দেহব্যাপ্তিরিত্যত্র শ্রুতিমাহ সূত্রকারঃ। তথা চ দর্শয়তীতি। তদ্ব্যাচষ্টে হৃদয়েতি। ইতি রত্নপ্রভা ॥ ২ । ৩ । ২৭ ॥]

পরমাণু মাত্রেই অতীন্দ্রিয়, কোনও ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহে। অথচ নাগকেশরাদিতে ব্যক্ত গন্ধ উপলব্ধ হইয়া থাকে। অপিচ, গন্ধাশ্রয় দ্রব্য আঘ্রাত হইতেছে, এরূপ প্রতীতি কোনও পুরুষের হয় না, প্রত্যুত গন্ধ আঘ্রাত হইতেছে, এইরূপই প্রতীতি হয়। [রূপাদি...শক্যতে] আশ্রয়-পরিত্যক্ত রূপ উপলব্ধ হয় না, জ্ঞানগোচর হয় না, তদ্দৃষ্টান্তে গন্ধেরও আশ্রয় ব্যতিরেক হয় না, একথা বলিবার অযোগ্য। গন্ধের আশ্রয় ব্যতিরেক (বিশ্লেষ) প্রত্যক্ষ, সেই কারণে তাহা অনুমানের অবিষয়। এই সকল কারণে বলিতে হয়, মানিতে হয়, যেমন দেখা যায়, তেমনই অনুমান করা কর্ত্তব্য। রস গুণ, তাহা রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায়, রূপাদিও গুণ, সুতরাং রূপাদিও জিহ্বার দ্বারা জানা যাইবেক, এমন কোন নিয়ম নাই ॥ ২ । ৩ । ২৬ ॥

শ্রুতি, আত্মার স্থান হৃদয়, উহার পরিমাণ অণু, এই সকল বলিয়া "লোম হইতে

---

* চৈতন্যগুণেনৈবাত্মনো দেহব্যাপ্তিরিত্যত্র শ্রুতিরপ্যস্তীতি সূত্রতাৎপর্য্যম্।
শ্রুতিও ঐ তথ্য দেখাইয়াছেন অর্থাৎ চৈতন্যগুণের দ্বারা আত্মার দেহব্যাপিতা দেখাইয়াছেন।

লোমভ্য আনখাগ্রেভ্যঃ" ইতি চৈতন্তেন গুণেন সমস্তশরীর-ব্যাপিত্বং দর্শয়তি ॥ ২। ৩। ২৭ ॥

পৃথগুপদেশাৎ ॥ ২। ৩। ২৮ ॥ *

"প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্য" ইতি চাত্ম-প্রজ্ঞয়োঃ কর্ত্তৃ-করণ-ভাবেন পৃথগুপদেশাৎ চৈতন্যগুণেনৈবাস্য শরীরব্যাপিতাঽব-গম্যতে। "তদেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানমাদায়" ইতি চ কর্ত্তুঃ শারীরাৎ পৃথগ্ বিজ্ঞানস্যোপদেশ এতমেবাভিপ্রায়মুপো-দ্বলয়তি। তস্মাদণুরাত্মেত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—॥ ২। ৩। ২৮ ॥

তদ্‌গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ ॥২।৩।২৯॥ †

তুশব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। নৈতদস্ত্যণুরাত্মেতি; উৎপত্ত্য-শ্রবণাৎ। পরস্যৈব তু ব্রহ্মণঃ প্রবেশশ্রবণাৎ তাদাত্ম্যোপ-

[তত্রৈব শ্রুত্যন্তরার্থং সূত্রম্ পৃথগিতি। বিজ্ঞানমিন্দ্রিয়াণাং জ্ঞানশক্তিং বিজ্ঞানেন চৈতন্যগুণেনাদায় শেত ইত্যর্থঃ। এতং চৈতন্যগুণাব্যাপ্তিগোচর-মভিপ্রায়ম্। ইতি রত্নপ্রভা ॥ ২। ৩। ২৮ ॥]

নখাগ্রপর্য্যন্ত" এইরূপ উক্তিতে চৈতন্যের দ্বারা তাহার সর্ব্বশরীরব্যাপ্তি দেখাইয়াছেন, বুঝাইয়া দিয়াছেন ॥ ২। ৩। ২৭ ॥

"প্রজ্ঞার দ্বারা শরীরে সমারূঢ় হইয়া" এই শ্রুতিতে আত্মাকে কর্ত্তা (আরোহণ ক্রিয়ার) ও প্রজ্ঞাকে করণ বলায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, চৈতন্য গুণের দ্বারাই আত্মার শরীরব্যাপিতা। "বিজ্ঞানের অর্থাৎ চৈতন্য গুণের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের বিজ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানশক্তিগ্রহণপূর্ব্বক সুপ্ত হন।" এই যে পৃথগুপ-দেশ (কর্ত্তৃরূপ জীব হইতে বিজ্ঞানের ভিন্নতা কথন), এ উপদেশও চৈতন্য-গুণের দ্বারা আত্মার দেহব্যাপিতা অভিপ্রায়ের পোষক। অতএব, আত্মা অণু। সূত্রকার এই পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়া বলিতেছেন ॥ ২। ৩। ২৮ ॥

সূত্রস্থ তু-শব্দ পূর্ব্বপক্ষ নিষেধক। অর্থাৎ আত্মা অণু, এ পক্ষ গ্রাহ্য নহে। কারণ, উৎপত্তির অশ্রবণ, ব্রহ্মের প্রবেশ ও জীবব্রহ্মেরতাদাত্ম্যোপদেশ, এই

* আত্মপ্রজ্ঞয়োঃ কর্ত্তৃকরণভাবেনোপদেশাৎ শ্রুতাবিতি সূত্রাক্ষরার্থঃ।
আত্মা ও প্রজ্ঞা পৃথগ্‌রূপে উপদিষ্ট হওয়ায় চৈতন্যগুণ আত্মার সর্ব্বদেহব্যাপি নির্দ্ধারিত হইতেছে।

† তুঃ পক্ষব্যাবর্ত্তকঃ। অণুরাত্মেতি পক্ষো ন সাধীয়ানিত্যর্থঃ। তস্যা বুদ্ধের্গুণা ইচ্ছাদয়ঃ সারং প্রধানং যস্যাত্মনঃ সংসারিত্বে সম্ভবতি, স তদ্‌গুণসারস্তস্য ভাবস্তত্ত্বং তস্মাৎ, তদ্ব্যপদেশঃ

দেশাচ্চ পরমেব ব্রহ্ম জীব ইত্যুক্তম্। পরমেব চেদ্ ব্রহ্ম জীবঃ, তর্হি যাবৎ পরং ব্রহ্ম, তাবানেব জীবো ভবিতুমর্হতি। পরস্য চ ব্রহ্মণো বিভুত্বমাম্নাতং, তস্মাদ্বিভুর্জ্জীবঃ। তথা চ "স বা এষ মহানজ আত্মা, যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" ইত্যেবং জাতীয়কা জীববিষয়া বিভুত্ববাদাঃ শ্রৌতাঃ স্মার্ত্তাশ্চ সমর্থিতা ভবন্তি।

ন চাণোর্জ্জীবস্য সকলশরীরগতা বেদনোপপদ্যতে। ত্বক্-সম্বন্ধাৎ স্যাদিতি চেৎ, ন, পদকণ্টকতোদনেঽপি সকল-শরীরগতৈব বেদনা প্রসজ্যেত। ত্বক্কণ্টকয়োর্হি সংযোগঃ কৃৎস্নায়াং ত্বচি বর্ত্ততে, ত্বক্ চ কৃৎস্নশরীরব্যাপিনীতি; পাদতল-

"কণ্টকতোদনেঽপি" ইতি। মহদল্পয়োঃ সংযোগোঽল্পমবরুণদ্ধি ন মহান্তম্। ন জাতু ঘটকরকাদিসংযোগা নভসো নভো ব্যশ্নুবতে, অপি তু অল্পানেব ঘটকরকা-দীন্। ইতরথা যত্র নভস্তত্র সর্ব্বত্র ঘটকরকাদ্যুপলম্ভ ইতি তেঽপি নভঃপরি-মাণাঃ প্রসজ্যেরন্নিতি।

ন চাণোর্জীবস্য সকলশরীরগতা বেদনোপপদ্যতে। যদ্যপ্যন্তঃকরণমণু, তথাপি তস্য ত্বচা সম্বন্ধত্বাত্ত্বচশ্চ সমস্তশরীরব্যাপিত্বাদেকদেশেঽপ্যধিষ্ঠিতা ত্বগধিষ্ঠিতৈবেতি শরীরব্যাপী জীবঃ শক্নোতি সর্ব্বাঙ্গীণং শৈত্যমনুভবিতুং

সকলের দ্বারা পরব্রহ্মেরই জীবভাব প্রাপ্তি জানা গিয়াছে। যদি পরব্রহ্মই জীব, তবে, ব্রহ্মের পরিমাণই জীবের পরিমাণ, এই নির্ণয়ই যুক্তিযুক্ত। শ্রুতিতে শুনা যায়, পরব্রহ্ম বিভু, সুতরাং জীবও বিভু। [তথাচ...ভবন্তি] ঐরূপ হইলেই "এই আত্মা মহান্ ও জন্মরহিত।" "যিনি এই সকল প্রাণের (ইন্দ্রিয়ের) মধ্যে বিজ্ঞানময়" ইত্যাদি ইত্যাদি শ্রৌত ও আত্মনিত্যতার উপদেশ এবং আত্মা সর্ব্বগত ইত্যাদি ইত্যাদি স্মার্ত্ত জীববিষয়ক বিভুত্ব কথন, সমস্তই সঙ্গতার্থ হইতে পারে।

[ন চাণো...লভন্তে] জীব অণু, এ পক্ষে সর্ব্বশরীরনিষ্ঠ বেদনানুভব হওয়া উপপন্ন হয় না। যদি বল, তাহা ত্বক্সম্বন্ধাধীন ঘটে, তাহা বলিতে পার না।

অণুত্বেনোল্লেখঃ। প্রাজ্ঞবদিতি—যথা প্রাজ্ঞস্য পরমাত্মনঃ সগুণোপাসনেষূপাধিগুণসারত্বা-দণীয়স্ত্বাদিব্যপদেশস্তথেতি সূত্রপদানামর্থঃ।

আত্মা অণু নহেন, কিন্তু মহান্। তিনি যে শ্রুতিতে অণু বলিয়া কথিত হইয়াছেন, সে কথন বুদ্ধ্যাদি-উপাধি অনুসারে। পরমাত্মা যেমন সগুণোপাসনার জন্য সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম আখ্যায় অভিহিত হন, তেমনি, জীবাত্মাও বুদ্ধিগুণপ্রাধান্তে পরিচ্ছিন্ন ও সংসারী বলিয়া কথিত হন।

এব তু কণ্টকতুন্নাং বেদনাং প্রতিলভন্তে। ন চাণোর্গুণব্যাপ্তি-রুপপদ্যতে, গুণস্য গুণিদেশত্বাৎ। গুণত্বমেব হি গুণিনমনাশ্রিত্য গুণস্য হীয়েত। প্রদীপপ্রভায়াশ্চ দ্রব্যান্তরত্বং ব্যাখ্যাতম্। গন্ধোঽপি গুণত্বাভ্যুপগমাৎ সাশ্রয় এব সঞ্চরিতুমর্হতি, অন্যথা গুণত্বহানিপ্রসঙ্গাৎ। তথা চোক্তং ভগবতা দ্বৈপায়নেন

"উপলভ্যাপ্সু চেদ্গন্ধং কেচিদ্ ব্রূয়ুরনৈপুণাঃ।
পৃথিব্যামেব তং বিদ্যাদপো বায়ুঞ্চ সংশ্রিতম্॥" ইতি।

যদি চ চৈতন্যং জীবস্য সমস্তশরীরং ব্যাপ্নুয়াৎ, নাণুর্জীবঃ

ত্বগিন্দ্রিয়েণ গঙ্গায়াং নিমগ্নঃ। অণুস্তু জীবো যত্রাস্তি, তস্মিন্নেব শরীরপ্রদেশে তদনুভবেন্ন সর্বাঙ্গীণম্, তস্যাসর্বাঙ্গীণত্বাৎ। কণ্টকতোদনস্য তু প্রাদেশিকতয়া ন সর্বাঙ্গীণোপলব্ধিরিতি বৈষম্যম্। "গুণত্বমেবাহ" ইতি। ইদমেব হি গুণানাং গুণত্বং, যদ্‌দ্রব্যদেশত্বম্। অত এব হি হেমন্তে বিষক্তাবয়বাপ্যদ্রব্যগতেঽতিসান্দ্রে শীতস্পর্শেঽনুভূয়মানেঽপ্যনুদ্ভূতং রূপং নোপলভ্যতে যথা, তথা মৃগমদাদীনাং গন্ধবাহবিপ্রকীর্ণসূক্ষ্মাবয়বানামতিসান্দ্রে গন্ধেঽনুভূয়মানে রূপস্পর্শৌ নানুভূয়েতে। তৎ কস্য হেতোঃ। অনুদ্ভূতত্বাত্তয়োঃ, গন্ধস্য চোদ্ভূতত্বাদিতি। ন চ দ্রব্যস্য প্রক্ষয়-প্রসঙ্গঃ, দ্রব্যান্তরাবয়বপূরণাৎ। অত এব কালপরিবাসবশাদস্য হৃতগন্ধিতোপ-লভ্যতে। অপি চ, চৈতন্যং নাম ন গুণো জীবস্য গুণিনঃ, কিন্তু স্বভাবঃ। ন চ স্বভাবস্য ব্যাপিত্বে ভাবস্যাব্যাপিত্বং তত্ত্বপ্রচ্যুতেরিত্যাহ—"যদি চ চৈতন্যম্" ইতি।

বলিলে, পদে কণ্টকবেধ হইলে শরীরব্যাপী বেদনার অনুভব প্রসক্ত হইবেক। কেন না, ত্বক্-কণ্টকসংযোগ কৃৎস্ন ত্বগ্ব্যাপী এবং ত্বক্‌ও সর্ব্বশরীরব্যাপিনী। পদে কণ্টকবেধ হইলে পদেই বেদনানুভব হইয়া থাকে, সর্ব্বশরীরে নহে।

[নচাণোর্গু'ণ...প্রসঙ্গাৎ] যাহা অণু, তাহার আবার গুণের দ্বারা ব্যাপ্তি কি? অণুর গুণব্যাপ্তি উপপন্ন হয় না। গুণ গুণীতেই থাকে অর্থাৎ গুণীরূপ আশ্রয়েই থাকে। গুণীরূপ আশ্রয়ে বা গুণীতে না থাকিলে গুণের গুণত্বই থাকে না। পূর্ব্বে যে, প্রভার কথা বলা হইয়াছে, তাহাও দ্রব্যান্তর অর্থাৎ অন্য দ্রব্য। গন্ধ গুণ বলিয়া আশ্রয়ের সহিত সঞ্চারিত হয়, ইহা অস্বীকার করিলে গন্ধের নাশ প্রসক্ত হইবেক। অর্থাৎ তাহাকে গুণ বলিতে পারিবে না। [তথা...মিতি] ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নও ঐরূপ বলিয়াছেন। যথা—"জলে গন্ধ অনুভব করিয়া যদি কোনও অনিপুণ (অনভিজ্ঞ) লোক জলের গন্ধবত্তা ব্যক্ত করে, তথাপি সে গন্ধ পৃথিবীরই জানিবে। পৃথিবীর গন্ধই জলকে ও বায়ুকে আশ্রয় করে।" [যদি...জীবঃ] চৈতন্য সমস্ত শরীর ব্যাপ্ত হয়, এ কথাতেও বুঝা যায়, জীব অণু

স্যাৎ। চৈতন্যমেব হ্যস্য স্বরূপমগ্নেরিবৌষ্ণ্যপ্রকাশৌ, নাত্র গুণগুণিবিভাগো বিদ্যত ইতি। শরীরপরিমাণত্বঞ্চ প্রত্যাখ্যাতং, পারিশেষ্যাদ্বিভুর্জ্জীবঃ।

কথং তর্হ্যণুত্বাদিব্যপদেশঃ? ইত্যত আহ—"তদ্‌গুণসারত্বাৎতু তদ্ব্যপদেশঃ" ইতি। তস্যা বুদ্ধের্গুণাস্তদ্‌গুণাঃ—ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখমিত্যেবমাদয়ঃ। তদ্‌গুণাঃ সারঃ প্রধানং যস্যাত্মনঃ সংসারিত্বে সম্ভবতি, স তদ্‌গুণসারঃ, তস্য ভাবস্তদ্‌গুণসারত্বম্। ন হি বুদ্ধের্গুণৈর্ব্বিনা কেবলস্যাত্মনঃ সংসারিত্বমস্তি। বুদ্ধ্যুপাধিধর্ম্মাধ্যাসনিমিত্তং হি কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিলক্ষণং সংসারিত্বমকর্ত্তুরভোক্তুশ্চাসংসারিণো নিত্যমুক্তস্য সত আত্মনঃ। তস্মাৎ তদ্‌গুণসারত্বাদ্বুদ্ধিপরিমাণেনাস্য পরিমাণব্যপদেশঃ। তদুৎক্রান্ত্যাদিভিশ্চাস্যোৎক্রান্ত্যাদিব্যপদেশো ন স্বতঃ। তথা চ—

তদেবং শ্রুতিস্মৃতীতিহাসপুরাণসিদ্ধে জীবস্যাবিকারিতয়া পরমাত্মত্বে, তথা শ্রুত্যাদিতঃ পরমমহত্ত্বে চ, যা নানাণুত্বশ্রুতয়ঃ, তাস্তদনুরোধেন বুদ্ধিগুণসারতয়া ব্যাখ্যেয়া ইত্যাহ—"তদ্‌গুণসারত্বাৎ" ইতি। তদ্ব্যাচষ্টে—"তস্যা বুদ্ধেঃ" ইতি। আত্মনা স্বসম্বন্ধিন্যা বুদ্ধেরুপস্থাপিতত্বাৎ তদা পরামর্শঃ। ন হি শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব-

---

নহে। কারণ, চৈতন্যই জীবের স্বরূপ। যেমন উষ্ণতা ও প্রকাশ অগ্নির স্বরূপ, তেমনি চৈতন্যও জীবের স্বরূপ। সেই জন্য চৈতন্য ও জীবে গুণগুণিবিভাগ নাই। অর্থাৎ চৈতন্যের গুণত্ব অসিদ্ধ। আত্মার শরীরপরিমাণতা প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। অণু-পরিমাণের ও মধ্যম-পরিমাণের নিষেধ হওয়াতে অবশেষবশতঃ জীবের মহৎপরিমাণতাই স্থির হয়। সেই জন্যই বলি, জীব বিভু।

[কথং...ব্যপদেশঃ] শ্রুতিতে যে, তিনি অণু প্রভৃতি শব্দে উল্লিখিত হন, তৎপ্রতি হেতু আছে। "তদ্‌গুণসারত্বাৎ তদ্ব্যপদেশঃ।" ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, এ সকল তাহার অর্থাৎ বুদ্ধির গুণ (ধর্ম্ম)। ঐ সকল গুণই প্রাধান্যরূপে আত্মার সংসারভাবের কারণ। সেই জন্যই আত্মা তদ্‌গুণসার অর্থাৎ বুদ্ধিগুণপ্রধান। যেহেতু বুদ্ধিগুণপ্রধান, সেই হেতু তিনি বুদ্ধিগুণ অনুসারে ব্যপদিষ্ট অর্থাৎ উল্লিখিত হন। বুদ্ধির যোগ ব্যতীত কেবল (অসহায়) আত্মার সংসারিত্ব নাই। উপাধিভূত বুদ্ধির ইচ্ছাদিগুণে অধ্যস্ত হন, তাই তাঁহার কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিরূপ সংসার হয়। অসংসারী কেবল ও নিত্যমুক্ত আত্মার আবার সংসার! অতএব, বুদ্ধিগুণ অনুসারেই তাঁহার সেই সেই পরিমাণের ব্যপদেশ শাস্ত্রমধ্যে অভিহিত আছে। [তদুৎক্রান্ত্যা...বাত্মনা] উৎক্রান্তি (শরীর হইতে নির্গত হওয়া) ও লোকান্তরগমন, সমস্তই বুদ্ধির উৎক্রান্ত্যাদি ঘটিত। বিভু আত্মার স্বতঃ উৎ-

"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥"

ইত্যণুত্বং জীবস্যোক্ত্বা তস্যৈব পুনরানন্ত্যমাহ। তচ্চৈবমেব সমঞ্জসং স্যাৎ, যদ্যৌপচারিকমণুত্বং জীবস্য ভবেৎ, পারমার্থিকঞ্চানন্ত্যম্। ন হ্যুভয়ং মুখ্যমবকল্পেত। ন চানন্ত্যমৌপচারিকমিতি শক্যং বিজ্ঞাতুম্, সর্ব্বোপনিষৎসু ব্রহ্মাত্মভাবস্য প্রতিপিপাদয়িষিতত্বাৎ। তথেতরস্মিন্নপ্যুন্মানে—
"বুদ্ধের্গুণেনাত্মগুণেন চৈব আরাগ্রমাত্রো হ্যবরোঽপি দৃষ্টঃ"।
ইতি বুদ্ধিগুণসম্বন্ধেনৈবারাগ্রমাত্রতাং শাস্তি, ন স্বেনৈবাত্মনা। "এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ" ইত্যত্রাপি ন জীবস্যাণুপরিমাণত্বং শিষ্যতে, পরস্যৈবাত্মনশ্চক্ষুরাদ্যনবগাহ্যত্বেন জ্ঞানপ্রসা-

ত্মানন্তত্বং সংসারিভিরনুভূয়তে, অপি তু যোঽয়ং মিথ্যাজ্ঞানদ্বেষাদ্যনুষক্তঃ, স এব প্রত্যাত্মমনুভবগোচরঃ। ন চ ব্রহ্মস্বভাবস্য জীবাত্মনঃ কূটস্থনিত্যস্য স্বত ইচ্ছা-

ক্রান্ত্যাদি নাই, কিন্তু বুদ্ধির উৎক্রান্ত্যাদি তাঁহাতে আরোপিত হয়। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র যাহা বলেন, তাহা বলিতেছি। "শতধা বিভক্ত কেশাগ্রকে পুনঃ শতধা বিভক্ত করিলে তাহার এক ভাগে যে পরিমাণ লব্ধ হয়, জীব সেই পরিমাণ, ইহা জানিবে। সেই জীব অনন্ত অর্থাৎ অসীম।" "সেই, এই শাস্ত্র জীবকে অণু বলিয়া পুনর্ব্বার তাহাকে অনন্ত বলিয়াছেন। [তচ্চৈবমেব...দ্রষ্টব্যম্] উহা হইতে পারে, যদি অণুত্ব ঔপচারিক ও আনন্ত্য পারমার্থিক হয়। অণুত্ব ও আনন্ত্য, দুইটীকেই মুখ্য বলিতে পার না। যদি এমন বল যে, আনন্ত্যই ঔপচারিক; গমক বা বোধক প্রমাণ না থাকায় তাহা বলিতে সমর্থ নহ। প্রত্যুত দেখা যায়, ব্রহ্মাত্মভাব প্রতিপাদন (বোধন) করাই সমুদায় উপনিষদের অভিপ্রেত। অন্য শ্রুতিও উন্মান-নিদর্শনে বুদ্ধিগুণ-সম্পর্কে আত্মার আরাগ্র মাত্রতা উপদেশ করিয়াছেন। যথা—"বুদ্ধিগুণের দ্বারা ও আত্মগুণের দ্বারা অবর অর্থাৎ জীব আরাগ্রপ্রমাণে দৃষ্ট হন।" * "এই অণু আত্মা চিত্তের দ্বারা জ্ঞেয়" এ শ্রুতিতেও জীবের অণুত্ব উপদিষ্ট হয় নাই। কেন-না, পরমাত্মা চক্ষুরাদির অগোচর, তিনি কেবল জ্ঞানপ্রসাদ-(নির্ম্মলজ্ঞানের)-গম্য, এইরূপ প্রকরণে উহা পঠিত হইয়াছে। অপিচ, জীবের মুখ্য অণুত্ব উপপন্নই হয় না। তাহাতে বুঝিতে হইবে, অণুত্ব কথন

* অভিপ্রায় এই যে, জীব নিজে অনন্ত, কিন্তু বিবিধ বুদ্ধিগুণ তাঁহাতে অধ্যস্ত হয়, সেই অধ্যস্তগুণ সকল আত্মগুণ বা আত্মার বলিয়া ভ্রম হয়, সেই ভ্রান্তির দ্বারা জীব অবর অর্থাৎ অপকৃষ্ট-পরিমাণ বলিয়া গণ্য হন। অপকৃষ্ট প্রমাণের বিবরণ আরাগ্র-প্রমাণ। আরা—প্রতোদ দণ্ডের অগ্রভাগস্থ লৌহ কণ্টক। তাহার অগ্রভাগ আরাগ্র নামে খ্যাত।

দাবগম্যত্বেন চ প্রকৃতত্বাৎ, জীবস্যাপি চ মুখ্যাণুপরিমাণত্বানুপপত্তেঃ। তস্মাদ্ দুর্জ্ঞানত্বাভিপ্রায়মিদমণুত্ববচনমুপাধ্যভিপ্রায়ং বা দ্রষ্টব্যম্।

তথা প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্যেত্যেবঞ্জাতীয়কেষ্বপি ভেদোপদেশেষু বুদ্ধ্যৈবোপাধিভূতয়া জীবঃ শরীরং সমারুহ্যেত্যেবং যোজয়িতব্যম্। ব্যপদেশমাত্রং বা শিলাপুত্রকস্য শরীরমিত্যাদিবৎ। ন হ্যত্র গুণগুণিবিভাগো বিদ্যত ইত্যুক্তম্। হৃদয়ায়তনত্ববচনমপি বুদ্ধেরেব তদায়তনত্বাৎ। তথোৎক্রান্ত্যাদীনামপ্যুপাধ্যায়ত্ততাং দর্শয়তি "কস্মিন্নহমুৎক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি, কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামি, ইতি স প্রাণমসৃজত" ইতি। উৎক্রান্ত্যভাবে হি গত্যাগত্যোরপ্যভাবো বিজ্ঞায়তে। ন হ্যনপসৃপ্তস্য দেহাদ্গত্যাগতী স্যাতাম্।

দ্বেষানুসঙ্গসম্ভব ইতি বুদ্ধিগুণানাং তেষাং তদভেদাধ্যাসেন তদ্ধর্ম্মত্বাধ্যাস উদশরাবাধ্যস্তস্যেব চন্দ্রমসোবিম্বস্য তোয়কম্পে কম্পবত্ত্বাধ্যাস ইত্যুপপাদিতমধ্যাসভাষ্যে।

তথা চ বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিকৃতমস্য জীবত্বমিতি বুদ্ধেরন্তঃকরণস্যাণুত্বা সোঽপ্যণুব্যপ-

---

উপাধি-অভিপ্রায়ে অথবা দুর্জ্ঞেয়ত্ব-অভিপ্রায়ে। (দুর্জ্ঞেয় পদার্থকেও লোকে সূক্ষ্ম বলে))

[তথা...স্যাতাম্] তথা "প্রজ্ঞার দ্বারা শরীরারূঢ় হইয়া" ইত্যাদি স্থলেও জীব স্বীয় উপাধিভূত বুদ্ধির দ্বারা শরীরারূঢ়, এইরূপ ব্যাখ্যা করিবে। (বুদ্ধি শরীরারূঢ়, কাযেই তদুপহিত আত্মাও শরীরারূঢ়)। অথবা উহা ব্যপদেশ অর্থাৎ কথা মাত্র। যেমন শিলাপুত্রের শরীর। (শিলাপুত্র = লোড়া। লোড়ার পৃথক্ শরীর নাই)। আত্মার গুণগুণিবিভাগ নাই, তাহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। হৃদয়ায়তন অর্থাৎ তিনি হৃদয়ে আছেন, এ কথাও বুদ্ধি-নিমিত্তক। কেন-না, তাহা বুদ্ধিরই আয়তন (স্থান)। উৎক্রান্তি প্রভৃতিও উপাধির অধীন। শাস্ত্র তাহাও দেখাইয়াছেন। যথা—"কে উৎক্রান্ত হইলে আমি উৎক্রান্ত হইব ? কাহার অবস্থানে আমার অবস্থান হইবে ? ইহা চিন্তা করিয়) তিনি প্রাণ সৃষ্টি করিলেন। ইত্যাদি। (উৎক্রান্তি = শরীর হইতে নির্গত হওয়া। প্রাণই নির্গত হয়, আত্মাতে তাহার উপচার হয়)। উৎক্রান্তির অভাবে সুতরাং গমনাগমনেরও অভাব জানা যায়। দেহ হইতে অপসৃপ্ত না হইলে অর্থাৎ বিনা নির্গমনে কি গমন কি আগমন, কিছুই হয় না।

এবমুপাধিগুণসারত্বাজ্জীবস্যাণুত্বাদিব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ। যথা প্রাজ্ঞস্য পরমাত্মনঃ সগুণেষূপাসনেষূপাধিগুণসারত্বাদণীয়স্ত্বাদিব্যপদেশঃ—"অণীয়ান্ ব্রীহের্ব্বা যবাদ্বা" "মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" ইত্যেবম্প্রকারঃ, তদ্বৎ ॥২।৩।২৯॥

তৎ। যদি বুদ্ধিগুণসারত্বাদাত্মনঃ সংসারিত্বং কল্প্যেত, ততো বুদ্ধ্যাত্মনোর্ভিন্নয়োঃ সংযোগাবসানমবশ্যংভাবীত্যতো বুদ্ধিবিয়োগে সত্যাত্মনো বিভক্তস্যানালক্ষ্যত্বাদসত্ত্বমসংসারিত্বং বা প্রসজ্যেতেত্যত উত্তরং পঠতি—

যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষস্তদ্দর্শনাৎ ॥২।৩।৩০॥*

নেয়মনন্তরনির্দ্দিষ্টদোষপ্রাপ্তিরাশঙ্কনীয়া। কস্মাৎ? যাব-

দেশভাগ্ভবতি—নভ ইব করকোপহিতং করকপরিমাণম্; তথা চোৎক্রান্ত্যাদীনামুপপত্তিরিতি। নিগদব্যাখ্যাতমিতরৎ। প্রায়ণেঽসত্ত্বমসংসারিত্বং বা, ততশ্চ কৃতবিপ্রনাশাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গঃ ॥ ২ । ৩ । ২৯ ॥

[এব...তদ্বৎ] ঐরূপ ঐরূপ উপাধিগুণপ্রধানতা বিষয়ে প্রাজ্ঞের ন্যায় জীবেরও অণুত্বাদি ব্যপদেশ সাধু বলিয়া গণ্য হয়। প্রাজ্ঞ পরমাত্মা, উপাসনার্থ তাঁহাকে যেমন উপাধিগুণপ্রাধান্যে নির্দ্দেশ করা যায়, যথা—"অণু হইতেও অণু," "ধান্য অপেক্ষা, যব অপেক্ষা স্বল্প" "মনোময়, প্রাণ-শরীর, দীপ্তিরূপ (দীপ্তি = প্রকাশ)", "সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সত্যকাম, সত্য সঙ্কল্প" ইত্যাদি, জীবের অণুত্ব ব্যপদেশও তদ্রূপ জানিবে। [স্যাদেতৎ...পঠতি] এক্ষণে এই আপত্তি হইতে পারে যে, যদি বুদ্ধিসংযোগ বশতঃই আত্মার সংসারিত্ব ঘটনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, বুদ্ধি ও আত্মা এই দুই বিভিন্ন পদার্থের সংযোগ-বিনাশ অবশ্যম্ভাবী অর্থাৎ "সংযোগা বিপ্রয়োগান্তাঃ" এতন্নিয়মানুসারে অবশ্যই কোনও না কোনও সময়ে বুদ্ধ্যাত্মসংযোগের অবসান হইবেক। বুদ্ধি-বিয়োগ হইলেই নিরবলম্বনতা নিবন্ধন আত্মার অসদ্ভাব বা অসংসারিত্ব ঘটিবে। এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর সূত্র এই—॥২।৩।২৯॥

ঐ আপত্তি অর্থাৎ উপরোক্ত দোষের আশঙ্কা হইতে পারে না। কারণ এই

* স্ববুদ্ধিসংযোগস্যেতি পূরণীয়ম্। যাবদয়মাত্মা সংসারী তাবদস্য বুদ্ধ্যা সংযোগোবিদ্যত ইতি নানন্তরোক্তোদোষঃ। হেতুমাহ তদিতি। তদ্দর্শনাৎ শাস্ত্রে বুদ্ধিসংযোগস্য যাবদাত্মভাবিত্ব দর্শনাৎ। শাস্ত্রেণ তথা দর্শিতমিত্যর্থঃ।

যতকাল আত্মা সংসারী থাকিবেন, ততকালই বুদ্ধিসংযোগ থাকিবেক, নিবৃত্ত হইবেক না। শাস্ত্রও বুদ্ধিসংযোগের যাবদাত্মভাবিত্ব অর্থাৎ আত্মার সংসারিত্বের সমস্থায়িত্ব দেখাইয়াছেন। সুতরাং উপরোক্ত দোষ স্থান প্রাপ্ত হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, আপনি আত্মার বুদ্ধিসংযোগ ত্যাগ হয় না।

দাত্মভাবিত্বাৎ বুদ্ধিসংযোগস্য। যাবদয়মাত্মা সংসারী ভবতি, যাবদস্য সম্যগ্‌দর্শনেন সংসারিত্বং ন নিবর্ত্ততে, তাবদস্য বুদ্ধ্যা সংযোগো ন শাম্যতি। যাবদেব চায়ং বুদ্ধ্যুপাধিসম্বন্ধস্তাবদেবাস্য জীবস্য জীবত্বং সংসারিত্বঞ্চ। পরমার্থতস্তু ন জীবো নাম বুদ্ধ্যুপাধিপরিকল্পিতস্বরূপব্যতিরেকেণাস্তি। ন হি নিত্যমুক্তস্বরূপাৎ সর্ব্বজ্ঞাদীশ্বরাদন্যশ্চেতনধাতুর্দ্বিতীয়ো বেদান্তার্থনিরূপণায়ামুপলভ্যতে, "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বিজ্ঞাতা" "নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ মন্তৃ বিজ্ঞাতৃ" "তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদিশ্রুতিশতেভ্যঃ।

কথং পুনরবগম্যতে, যাবদাত্মভাবী বুদ্ধিসংযোগ ইতি ? তদ্দর্শনাদিত্যাহ। তথা হি শাস্ত্রং দর্শয়তি "যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ", "স সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব" ইত্যাদি। তত্র বিজ্ঞানময় ইতি বুদ্ধিময়

যাবৎসংসার্য্যাত্মভাবিত্বাদিত্যর্থঃ। সমানঃ সন্নিতি বুদ্ধ্যা সমানস্তদ্‌গুণসারত্বাদিতি।

যে, বুদ্ধিসংযোগ যাবদাত্মভাবী অর্থাৎ সংসারী থাকা পর্য্যন্ত। আত্মা যতকাল সংসারী থাকিবেন, ততকাল তাঁহার বুদ্ধির সহিত যোগ (বুদ্ধিতাদাত্ম্যাপন্ন হওয়া) ও সংসারিত্ব অনিবৃত্ত থাকিবেক। যতকাল বুদ্ধি-উপাধির সহিত তাঁহার সম্পর্ক—ততকালই তাঁহার জীবত্ব ও সংসারিত্ব। পরমার্থ অর্থাৎ অকল্পিতভাব অনুসন্ধান করিতে গেলে পাওয়া যায়, জীব বুদ্ধিপরিকল্পিত ব্যতীত অন্য কিছু নহে। [ন হি...শ্রুতিশতেভ্যঃ] নিত্যমুক্ত ও সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন পৃথক্ চেতন বেদান্তার্থনিরূপণমধ্যে দৃষ্ট হয় না অর্থাৎ পাওয়া যায় না বা নাই। এ সম্বন্ধে "তিনি ব্যতীত অন্য দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা ও বিজ্ঞাতা নাই।" "তাহাই তুমি।" "আমি ব্রহ্ম স্বরূপ" ইত্যাদি ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণ আছে।"

[কথং...দিত্যাহ] অহংভাব থাকা পর্য্যন্ত বুদ্ধিসংযোগ থাকে, এ তথ্য কিসে জানা যায় ? সূত্রকার এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরার্থ বলিয়াছেন "তদ্দর্শনাৎ"। [তথা হি...চলতীবেতি] শাস্ত্র তাহা দেখাইয়াছেন। যথা—"এই যে পুরুষ, ইনি হৃদয়ে অন্তর্জ্যোতিঃ এবং প্রাণের মধ্যে বিজ্ঞানময়, ইনি বুদ্ধিসাম্য লাভ করিয়া ইহলোক পরলোকে সঞ্চরণ করেন, এবং যেন ধ্যান করেন, যেন ক্রীড়া করেন।" ইত্যাদি।

ইত্যেতদুক্তং ভবতি। প্রদেশান্তরে "বিজ্ঞানময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়শ্চক্ষুর্ম্ময়ঃ শ্রোত্রময়ঃ" ইতি বিজ্ঞানস্য মনআদিভিঃ সহ পাঠাৎ বুদ্ধিময়ত্বঞ্চ তদ্‌গুণসারত্বমেবাভিপ্রেয়তে, যথা লোকে স্ত্রীময়ো দেবদত্ত ইতি স্ত্রীরাগাদিপ্রধানোঽভিধীয়তে, তদ্বৎ। "স সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি" ইতি চ লোকান্তরগমনেঽপ্যবিয়োগং বুদ্ধ্যাদের্দ্দর্শয়তি। কেন সমানঃ? তয়ৈব বুদ্ধ্যা ইতি গম্যতে। সন্নিধানাচ্চ। তচ্চ দর্শয়তি "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" ইতি। এতদুক্তং ভবতি—নায়ং স্বতো ধ্যায়তি নাপি চলতি, ধ্যায়ন্ত্যাং বুদ্ধৌ ধ্যায়তীব, চলন্ত্যাং চলতীবেতি।

অপি চ, মিথ্যাজ্ঞানপুরঃসরোঽয়মাত্মনো বুদ্ধ্যুপাধিসম্বন্ধঃ। নচ মিথ্যাজ্ঞানস্য সম্যগ্‌জ্ঞানাদন্যত্র নিবৃত্তিরস্তীত্যতো যাবৎ ব্রহ্মা-

---

"অপি চ মিথ্যা জ্ঞান" ইতি। ন কেবলং যাবৎসংসার্ব্যাত্মভাবিত্বমাগমতঃ, উপপত্তিতশ্চেত্যর্থঃ। "আদিত্যবর্ণম্" ইতি প্রকাশরূপমিত্যর্থঃ। "তমসঃ" ইতি

এই শ্রুতিতে বিজ্ঞানময় শব্দে বুদ্ধিময় বা বুদ্ধিতাদাত্ম্যাপন্ন হওয়ার কথা বলা হইয়াছে। অন্য শ্রুতিতেও বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময়, চক্ষুর্ম্ময় ও শ্রোত্রময় সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়াছেন। মনঃপ্রভৃতির সহিত বিজ্ঞানের পাঠ থাকায় তাহার বুদ্ধিময়ত্ব অর্থই অভিপ্রেত এবং বুদ্ধিময়ত্ব শব্দের অর্থও বুদ্ধিপ্রাধান্যবিশিষ্ট। যেমন অমুক লোক স্ত্রীময়, এই লৌকিক প্রয়োগের অর্থ স্ত্রীবিষয়ক অধিক অনুরক্তি, অথবা স্ত্রীবশ্যতা, সেইরূপ, বিজ্ঞানময় শব্দের অর্থও বুদ্ধিবশ্যতা। "তিনি সমান হইয়া ইহ-পর-লোকে গমনাগমন করেন" এ শ্রুতিও লোকান্তরগমন কালে বুদ্ধ্যাদির সহিত অবিচ্ছেদ দেখাইয়াছেন। বুদ্ধির সমান অর্থাৎ যেমন বুদ্ধি তেমনি হইয়া, এ অর্থ সন্নিধান বলে (নিকটে বুদ্ধিশব্দ থাকায়) লব্ধ হয়। "যেন ধ্যান করেন, যেন চলিত হন" এই অংশ ঐ অভিপ্রায়ের দ্যোতক। উহাতেই বলা হইয়াছে, আত্মা স্বয়ং ধ্যান করেন না, গমনাগমনও করেন না, বুদ্ধিই ধ্যান করে, চিন্তা করে, গমনাগমন করে, আত্মা বুদ্ধিময় হইয়া থাকায় তাহা আত্মাতে উপচরিত হয়। সেই জন্যই শ্রুতি 'ধ্যান করেন' না বলিয়া 'যেন ধ্যান করেন' বলিয়াছেন।

[অপিচ…ইতি] আর ও দেখ, আত্মার বুদ্ধিসম্বন্ধ মিথ্যা-জ্ঞানমূলক, সুতরাং সম্যক্‌জ্ঞান ব্যতীত মিথ্যাজ্ঞান উন্মূলিত হয় না। কাযেই, যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মাত্মতা-বোধ উপচিত না হয়, সে পর্য্যন্ত বুদ্ধিসম্বন্ধও নিবৃত্ত হয় না। এ রহস্য শ্রুতিও

ত্মতানববোধঃ, তাবদয়ং বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিসম্বন্ধো ন শাম্যতি। দর্শয়তি চ—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥"
ইতি ॥২।৩।৩০॥

নন্থ 'সুষুপ্তিপ্রলয়য়োর্ন শক্যতে বুদ্ধিসম্বন্ধ আত্মনোঽভ্যুপগন্তুং, "সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি স্বমপীতো ভবতি" ইতি বচনাৎ কৃৎস্নবিকারপ্রলয়াভ্যুপগমাচ্চ। তৎ কথং যাবদাত্মভাবিত্বং বুদ্ধিসম্বন্ধস্যেত্যত্রোচ্যতে—

পুংস্ত্বাদিবৎ তস্য সতোঽভিব্যক্তি-যোগাৎ ॥ ২ । ৩ । ৩১ ॥*

যথা লোকে পুংস্ত্বাদীনি বীজাত্মনা বিদ্যমানান্যেব বাল্যা-

অবিদ্যায়া ইত্যর্থঃ। তমেব বিদিত্বা সাক্ষাৎকৃত্য মৃত্যুমবিদ্যামত্যেতীতি যোজনা। অনুশয়বীজং পূর্ব্বপক্ষী প্রকটয়তি—"নন্থ সুষুপ্তিপ্রলয়য়োঃ" ইতি। "সতা" পরমাত্মনা। অনুশয়বীজপরিহারঃ। অত্রোচ্যতে—॥ ২ । ৩ । ৩০ ॥

নিগদব্যাখ্যাতমস্য ভাষ্যম্ ॥ ২ । ৩ । ৩১ ॥

[স্থূলসূক্ষ্মাত্মনা বুদ্ধের্যাবদাত্মভাবিত্বমস্তীত্যাহ—পুংস্ত্বেতি। পুস্ত্বং রেতঃ,

বলিয়াছেন। যথা—"আমি এই স্বপ্রকাশ অজ্ঞানাস্পৃষ্ট মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি, সাক্ষাৎ করিয়াছি। জীব ইঁহাকে জানিয়া মৃত্যু অতিক্রম করে। তাঁহার জ্ঞান অর্থাৎ তাঁহাকে জানা ভিন্ন মোক্ষের অন্য উপায় নাই।" [নন্থ...চ্যতে] যদি কেহ বলেন, সুষুপ্তিতে ও প্রলয়ে আত্মার বুদ্ধিসংযোগ থাকে না, থাকা স্বীকার করিতেও পার না, কেন-না, "সে সময়ে ব্রহ্ম-সম্পন্ন হয়" এইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে, এবং প্রলয়কালেও নিরবশেষ প্রলয় স্বীকৃত আছে। যদি সুষুপ্তিতে ও প্রলয়ে বুদ্ধিসংযোগ না থাকিল, তবে, বুদ্ধিসম্বন্ধের যাবদাত্মভাবিত্ব কিরূপে সঙ্গত হয়? সূত্রকার এক্ষণে এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর বলিতেছেন—॥ ২ । ৩ । ৩০ ॥

লোকদৃষ্টান্ত দেখ, বাল্যকালে পুরুষত্ব (পুংচিহ্ন শুক্র ও শ্মশ্রু প্রভৃতি)

* পুংস্ত্বাদিদৃষ্টান্তেন অস্য বুদ্ধিসম্বন্ধস্য স্বাপে বীজাত্মনা সতোবিদ্যমানস্য প্রবোধেঽভিব্যক্তিরিত্যতো যাবদাত্মভাবিত্বমিতি যোজনা। পুংস্ত্বং রেতঃ। আদিপদেন শ্মশ্র্বাদিগ্রহঃ।

যেমন বাল্যকালে পুংধর্ম্ম সকল বীজভাবে থাকে, ব্যক্ত থাকে না, যৌবনে তাহা ব্যক্ত হয়, তেমনি সুপ্তিকালে ও প্রলয়কালে বুদ্ধ্যুপাধিসম্বন্ধ অপ্রকট বা সূক্ষ্ম বীজরূপে থাকে, জাগ্রৎকালে ও সৃষ্টিকালে তাহা প্রাকট্য প্রাপ্ত হয়।

দিষ্বনুপলভ্যমানানি অবিদ্যমানবদভিপ্রেয়মাণানি যৌবনাদিম্বাবির্ভবন্তি, নাবিদ্যমানান্যুৎপদ্যন্তে, ষণ্ডাদীনামপি তদুৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ, এবময়মপি বুদ্ধিসম্বন্ধঃ শক্ত্যাত্মনা বিদ্যমান এব সুষুপ্তিপ্রলয়য়োঃ পুনঃ প্রবোধপ্রসবয়োরাবির্ভবতি। এবং হ্যেতদ্‌যুজ্যতে। ন হ্যাকস্মিকী কস্যচিদুৎপত্তিঃ সম্ভবতি, অতিপ্রসঙ্গাৎ। দর্শয়তি চ সুষুপ্তাদুত্থানমবিদ্যাত্মকবীজসদ্ভাবকারিতং— "সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহে" ইতি, "ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা" ইত্যাদিনা। তস্মাৎ সিদ্ধমেতদ্ যাবদাত্মভাবী বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিসম্বন্ধ ইতি ॥ ২ । ৩ । ৩১ ॥

নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গোঽন্যতরনিয়মো বান্যথা ॥ ২ । ৩ । ৩২ ॥*

তচ্চাত্মন উপাধিভূতমন্তঃকরণং মনো বুদ্ধির্বিজ্ঞানং

আদিপদেন শ্মশ্রাদিগ্রহঃ, অস্য বুদ্ধিসম্বন্ধস্যেত্যর্থঃ। স্বাপে বীজাত্মনা সতো বুদ্ধ্যাদেঃ প্রবোধেঽভিব্যক্তিরিত্যত্র শ্রুতিমাহ—দর্শয়তীতি। ন বিদুরিত্যবিদ্যাত্মকবীজসদ্ভাবোক্তিঃ। তে ব্যাঘ্রাদয়ঃ পুনরাবির্ভবন্তি ইত্যভিব্যক্তিনির্দ্দেশঃ। ইতি রত্নপ্রভা ॥ ২ । ৩ । ৩১ ॥]

স্যাদেতদ্। অন্তঃকরণেঽপি সতি তস্য নিত্যসন্নিধানাৎ কস্মান্নিত্যোপ-

বীজভাবে থাকে বলিয়া উপলব্ধ হয় না, যেন নাই বলিয়াই প্রতীত হয়। পরে যৌবন আসিলে তাহা ব্যক্ত হয়। বীজরূপে না থাকিলে তাহা উৎপন্ন হইত না। থাকে না বলিয়াই ষণ্ডের (নপুংসকের) ঐ সকল জন্মে না। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, বুদ্ধিসম্বন্ধও সুষুপ্তিতে ও প্রলয়ে শক্তিরূপে থাকে, জাগ্রতে ও সৃষ্টিতে তাহা আবির্ভূত হয়। এইরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তিসিদ্ধ, আকস্মিক উৎপত্তি নিতান্ত অসম্ভব। আকস্মিক উৎপত্তি মানিতে গেলে অতিপ্রসঙ্গ দোষ আইসে। [দর্শয়তি...ইতি] অবিদ্যাবীজ (অজ্ঞান) থাকে বলিয়াই পুনরুত্থান হয়, এ তত্ত্ব শ্রুতিও দেখাইয়াছেন। যথা—"ব্রহ্মে সম্পন্ন হইয়াও জানে না যে, ব্রহ্ম-সম্পন্ন হইয়াছি।" "ব্যাঘ্র বা সিংহ, যে যেরূপ থাকে, সে পুনঃ সেই রূপই হয়।" ইত্যাদি। এই সকল প্রমাণে আত্মায় বুদ্ধিসংযোগ থাকা পর্য্যন্ত উপাধিসম্বন্ধ থাকা সিদ্ধ হয় ॥ ২ । ৩ । ৩১ ॥

আত্মার উপাধি অন্তঃকরণ। তাহা মন, বুদ্ধি, বিজ্ঞান, চিত্ত, এই চারি

* অন্যথা অন্তঃকরণসদ্ভাবানভ্যুপগমে নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ। পঞ্চেন্দ্রিয়াণাং পঞ্চবিষয়সম্বন্ধে সতি নিত্যং যুগপৎ পঞ্চোপলব্ধয়ঃ স্যুঃ। মনোঽতিরিক্তসামগ্র্যাঃ সত্ত্বাৎ যদি সত্যামপি সামগ্র্যামুপলব্ধ্যভাবস্তর্হি সদৈবানুপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ। অতঃ কাদাচিৎকোপলব্ধিনিয়ামকং

চিত্তমিতি চানেকধা তত্র তত্রাভিলপ্যতে। কচিচ্চ বৃত্তিবিভাগেন সংশয়াদিবৃত্তিকং মন ইত্যুচ্যতে, নিশ্চয়াদিবৃত্তিকং বুদ্ধিরিতি। তচ্চৈবম্ভূতমন্তঃকরণমবশ্যমস্তীত্যভ্যুপগন্তব্যম্। অন্যথা হ্যনভ্যুপগম্যমানে তস্মিন্ নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ। আত্মেন্দ্রিয়বিষয়াণামুপলব্ধিসাধনানাং সন্নিধানে সতি নিত্যমেবোপলব্ধিঃ প্রসজ্যেত। অথ সত্যপি হেতুসমবধানে ফলাভাবস্ততোঽপি নিত্যমেবানুপলব্ধিঃ প্রসজ্যেত। ন চৈবং দৃশ্যতে।

অথবান্যতরস্যাত্মন ইন্দ্রিয়স্য বা শক্তিপ্রতিবন্ধোঽভ্যুপগন্তব্যঃ। ন চাত্মনঃ শক্তিপ্রতিবন্ধঃ সম্ভবতি, অবিক্রিয়-

লব্ধ্যনুপলব্ধী ন প্রসজ্যেতে। অথাদৃষ্টবিপাককাদাচিৎকত্বাৎ সামর্থ্যপ্রতিবন্ধাপ্রতিবন্ধাভ্যামন্তঃকরণস্য নায়ং প্রসঙ্গঃ। তাবসত্যেবান্তঃকরণে আত্মনো বেন্দ্রিয়াণাং বাস্তাং, তৎ কিমন্তর্গড়ুনাঽন্তঃকরণেনেতি চোদয়তি।—"অথবান্যতরস্যাত্মনঃ" ইতি। অথবেতি সিদ্ধান্তং বিবর্ত্তয়তি। সিদ্ধান্তী ব্রূতে—"ন চাত্মনঃ" ইতি। অবধানং খল্বনুবুভূষা শুশ্রূষা বা। ন চৈতে আত্মনো ধর্ম্মৌ, তস্যাবি-

নামে অভিহিত। কোন কোন স্থলে বৃত্তিবিভাগ অনুসারে মনঃপ্রভৃতি সংজ্ঞা দেওয়া হয়। সংশয়াদিবৃত্তিক মন, নিশ্চয়াদিবৃত্তিক বুদ্ধি, গর্ব্ববৃত্তিক অহঙ্কার, (অহঙ্কার বিজ্ঞান) স্মৃতিপ্রধানবৃত্তিক চিত্ত। এতাদৃশ অন্তঃকরণ আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। অন্যথা অর্থাৎ অন্তঃকরণ-সদ্ভাব স্বীকার না করিলে, নিত্য উপলব্ধির, পক্ষান্তরে নিত্য অনুপলব্ধির প্রসক্তি হইবে। উপলব্ধির সাধন (উপকরণ) আত্মা, ইন্দ্রিয় ও বিষয়, এ সকলের সন্নিধান সর্ব্বদাই আছে, সুতরাং সর্ব্বদাই বস্তুপলব্ধি হইতে পারে। কারণ কূট সন্নিহিত থাকিলেও যদি ফল (কার্য্য) না হয়, তবে সর্ব্বদাই অনুপলব্ধি ঘটিতে পারে অর্থাৎ কোনও কালে বস্তুজ্ঞান হইতে পারে না। কিন্তু তাহা (নিত্য উপলব্ধি অথবা নিত্য অনুপলব্ধি) দেখা যায় না। কাযেই উপলব্ধির বা বস্তু-অনুভবের নিয়ামক মনোনামক পদার্থ স্বীকার করিতে হইবেই হইবে।

[অথবা...ইতি চ] যদি মন বা অন্তঃকরণ-দ্রব্য না মান, কেবল আত্মা ও

মন এবেষ্টব্যমিতি ভাবঃ। বা অথবা, অন্যতরনিয়মঃ—আত্মন ইন্দ্রিয়স্য বা শক্তি প্রতিবন্ধোঽভ্যুপগন্তব্যঃ স্যাৎ। সোঽপি ন ন্যায্যঃ।

বুদ্ধি বীজভাবে থাকে, ইহা অস্বীভাবে করিলে সর্ব্বদা সর্ব্বজ্ঞান ও সর্ব্বদা সর্ব্বজ্ঞানাভাব স্বীকার করিতে হইবে। অথবা একের শক্তিস্তম্ভ মানিতে হইবে। কিন্তু উভয়ই অন্যায্য। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

ত্বাৎ। নাপীন্দ্রিয়স্য। ন হি তস্য পূর্ব্বোত্তরয়োঃ ক্ষণয়োরপ্রতিবদ্ধশক্তিকস্য ততোঽকস্মাচ্ছক্তিঃ প্রতিবধ্যেত। তস্মাৎ যস্যাবধানানবধানাভ্যামুপলব্ধ্যনুপলব্ধী ভবতস্তন্মনঃ। তথা চ শ্রুতিঃ, "অন্যত্রমনা অভূবং নাদর্শমন্যত্রমনা অভূবং নাশ্রৌষম্" ইতি, "মনসা হ্যেব পশ্যতি, মনসা শৃণোতি" ইতি চ। কামাদয়শ্চাস্য বৃত্তয় ইতি দর্শয়তি—"কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব" ইতি। তস্মাৎ যুক্তমেতৎ "তদ্গুণসারত্বাত্তদ্ব্যপদেশঃ" ইতি ॥ ২। ৩। ৩২ ॥

কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ ॥ ২। ৩। ৩৩ ॥*

তদ্গুণসারত্বাধিকারেণৈবাপরোঽপি জীবধর্ম্মঃ প্রপঞ্চ্যতে।

ক্রিয়ত্বাৎ। ন চেন্দ্রিয়াণাম্, একৈকেন্দ্রিয়ব্যতিরেকেঽপ্যন্ধাদীনাং দর্শনাৎ। ন চ তে আন্তরত্বেনানুভূয়মানে বাহ্যে সম্ভবতঃ। তস্মাদস্তি তদান্তরং কিমপি, যস্য চৈতে, তদন্তঃকরণম্। তদিদমুক্তং—"যস্যাবধান" ইতি। অত্রৈবার্থে শ্রুতিং দর্শয়তি—"তথা চ" ইতি ॥ ২। ৩। ৩২ ॥

ননু তদ্গুণসারত্বাদিত্যনেনৈব জীবস্য কর্তৃত্বং ভোক্তৃত্বঞ্চ লব্ধমেবেতি

ইন্দ্রিয় আছে বল, তাহা হইলে, কখনও উপলব্ধি হয়, কখনও বা হয় না, এই দৃষ্ট ঘটনা রক্ষার্থ—হয় আত্মার, না হয় ইন্দ্রিয়ের শক্তিপ্রতিবন্ধ মানিতে হইবে। কিন্তু আত্মার শক্তিপ্রতিবন্ধ অসম্ভব; কেন-না, তিনি নির্ব্বিকার; তাঁহার বিকার হয় না। ইন্দ্রিয়ের শক্তিস্তম্ভও সম্ভবে না। কারণ, যে ইন্দ্রিয়কে পূর্ব্বক্ষণে ও পরক্ষণে অপ্রতিবদ্ধশক্তি দেখা যায়, সহসা তাহার শক্তিস্তম্ভ হওয়া অসম্ভব। সুতরাং যাহার অবধান ও অনবধান (যোগ ও অযোগ—সম্বন্ধ ও অসম্বন্ধ) জন্য উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি ঘটনা হয়, সেই পদার্থই মন বা অন্তঃকরণ। এ কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—"মন অন্যাসক্ত ছিল, তাই দেখি নাই। অন্যমনস্ক ছিলাম, তাই শুনিতে পাই নাই। মনের দ্বারা দেখে, মনের দ্বারাই শুনে।" ইত্যাদি। [কামাদয়...ইতি] কাম, সঙ্কল্প, বিকল্প ও শ্রদ্ধা প্রভৃতি সমস্তই মনের বৃত্তি (বিকার বা অবস্থাবিশেষ), ইহাও শ্রুতিকর্ত্তৃক দর্শিত হইয়াছে। বিচারের নিষ্কর্ষ এই যে, বুদ্ধিগুণের-প্রাধান্য লইয়া আত্মার অণুত্বাদিব্যপদেশ, এই সিদ্ধান্তই সৎ বা সঙ্গত ॥ ২। ৩। ৩২ ॥

তদ্গুণসারত্ব অধিকারে অর্থাৎ জীব বুদ্ধিধর্ম্মবিশিষ্ট, এতৎকথন উপলক্ষে

---

* বুদ্ধিসংশ্লিষ্টো জীবঃ কর্ত্তা, কস্মাৎ। শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ জীবস্য কর্তৃত্বে বিধিনিষেধশাস্ত্রমর্থবদ্ভবতি, অন্যথা তদ্বৈয়র্থ্যমিতি।

কর্ত্তা চায়ং জীবঃ স্যাৎ। কস্মাৎ। শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ। এবঞ্চ যজেত জুহুয়াৎ দদ্যাদিত্যেবম্বিধং বিধিশাস্ত্রমর্থবদ্ভবতি, অন্যথা তদনর্থকং স্যাৎ। তদ্ধি কর্ত্তুঃ সতঃ কর্ত্তব্যবিশেষমুপদিশতি। ন চাসতি কর্ত্তৃত্বে তদুপপদ্যতে। তথেদমপি শাস্ত্রমর্থবদ্ভবতি—"এষ হি দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ" ইতি ॥ ২। ৩। ৩৩ ॥

বিহারোপদেশাৎ ॥ ২। ৩। ৩৪ ॥ *

ইতশ্চ জীবস্য কর্ত্তৃত্বং, যজ্জীবপ্রক্রিয়ায়াং সন্ধ্যে স্থানে

তদ্ব্যুৎপাদনমনর্থকমিত্যত আহ—"তদ্গুণসারত্বাধিকারেণ" ইতি। তস্যৈব প্রপঞ্চঃ, যে পশ্যন্ত্যাত্মা ভোক্তৈব ন কর্ত্তেতি তন্নিরাকরণার্থঃ। শাস্ত্রফলং প্রয়োক্তরি তল্লক্ষণত্বাদিত্যাহ স্ম ভগবান্ জৈমিনিঃ। প্রয়োক্তর্য্যনুষ্ঠাতরি কর্ত্তরীতি যাবৎ। শাস্ত্রফলং স্বর্গাদি। কুতঃ। প্রয়োক্তৃফলসাধনতালক্ষণত্বাৎ শাস্ত্রস্য বিধেঃ। কর্ত্রপেক্ষিতোপায়তা হি বিধিঃ। বুদ্ধিশ্চেৎ কর্ত্রী, ভোক্তা চাত্মা, ততো যস্যাপেক্ষিতোপায়ো ভোক্তুর্ন তস্য কর্ত্তৃত্বং; যস্য কর্ত্তৃত্বং ন চ তস্যাপেক্ষিতোপায়ঃ, ইতি কিং কেন সঙ্গতমিতি শাস্ত্রস্যানর্থকত্বমবিদ্যমানাভিধেয়ত্বং, তথা চাপ্রয়োজনত্বং স্যাৎ। যথা চ তদ্গুণসারতয়াস্য বস্তুসদপি ভোক্তৃত্বং সাংব্যবহারিকম্, এবং কর্ত্তৃত্বমপি সাংব্যবহারিকং, ন তু ভাবিকম্। 'অবিদ্যাবদ্বিষয়ত্বঞ্চ শাস্ত্রস্যোপপাদিতমধ্যাসভাষ্য ইতি সর্ব্বমবদাতম্ ॥ ২। ৩। ৩৩ ॥

জীবের অন্য ধর্ম্মও কথিত হইয়াছে। যথা—জীব কর্ত্তা। হেতু এই যে, জীবের কর্ত্তৃত্ব পক্ষেই বিধি নিষেধ শাস্ত্রের সার্থকতা থাকে। জীব কর্ত্তা, জীবই করে, এইরূপ হইলেই, যাগ করিবেক, হোম করিবেক, দান করিবেক, ইত্যাদি শাস্ত্রের অর্থ থাকে, অন্যথা সে সকল নিরর্থক হয়। জীবের কর্ত্তৃত্ব আছে বলিয়াই শাস্ত্র তাহাকে তাহার কর্ত্তব্য উপদেশ করে এবং কর্ত্তৃত্ব না থাকিলে অর্থাৎ জীব অকর্ত্তা হইলে অবশ্যই ঐ সকল শাস্ত্র অনুপপন্ন বা নিরর্থক হইবে। অপিচ, জীবের কর্ত্তৃত্ব পক্ষে "ইনি দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা, বিজ্ঞানময় ও পুরুষ" এ-শাস্ত্রেরও অর্থ থাকে ॥ ২। ৩। ৩৩ ॥

জীব-কর্ত্তৃত্বে অন্যহেতু এই যে, শ্রুতি জীবপ্রকরণের সন্ধ্যাস্থানে (স্বপ্ন-

বুদ্ধি অচেতন, তাহার বোধ নাই, সুতরাং জীবই কর্ত্তা, জীবই করে। জীবের কর্ত্তৃত্ব থাকায় শাস্ত্রের সাফল্য বা প্রামাণ্য অক্ষত আছে।

* বিহারোপদেশাৎ স্বাপ্নসঞ্চরণোপদেশাৎ জীবস্যৈব কর্ত্তৃত্বমিতি শেষঃ।
জীব স্বপ্নে বিহার করেন, সঞ্চরণ করেন, এ হেতুতেও জীবের কর্ত্তৃত্ব নির্দ্ধারিত হয়।

বিহারমুপদিশতি "স ঈয়তেঽমৃতো যত্র কামম্" ইতি, "স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে" ইতি চ ॥ ২ । ৩ । ৩৪ ॥

উপাদানাৎ ॥ ২ । ৩ । ৩৫ ॥*

ইতশ্চাস্য কর্ত্তৃত্বং, যজ্জীবপ্রক্রিয়ায়ামেব করণানামুপাদানং সঙ্কীর্ত্তয়তি "তদেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানমাদায়" ইতি "প্রাণান্ গৃহীত্বা" ইতি চ ॥ ২ । ৩ । ৩৫ ॥

ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেন্নির্দ্দেশ-বিপর্য্যয়ঃ ॥ ২ । ৩ । ৩৬ ॥†

ইতশ্চ জীবস্য কর্ত্তৃত্বং, যদস্য লৌকিকীষু বৈদিকীষু চ ক্রি-

বিহারঃ সঞ্চারঃ ক্রিয়া, তত্র স্বাতন্ত্র্যং নাকর্ত্তুঃ সম্ভবতি। তস্মাদপি কর্ত্তা জীবঃ ॥ ২ । ৩ । ৩৪ ॥

তদেতেষাং প্রাণানামিন্দ্রিয়াণাং বিজ্ঞানেন বুদ্ধ্যা বিজ্ঞানং গ্রহণশক্তিমাদায়োপাদায়েত্যুপাদানে স্বাতন্ত্র্যং নাকর্ত্তুঃ সম্ভবতি।

অভ্যুচ্চয়মাত্রমেতৎ, ন সম্যগুপপত্তিঃ। বিজ্ঞানং কর্ত্তৃ। "যজ্ঞং তনুতে" ইতি।

স্থানে) জীবের বিহার বর্ণন করিয়াছেন। যথা—"সেই অমৃত আত্মা যথা ইচ্ছা তথা গমন করেন।" "শরীরে যথেষ্ট পরিবর্ত্তিত হন।" ইত্যাদি ॥ ২ । ৩ । ৩৪ ॥

জীব কর্ত্তা, এ বিষয়ে হেত্বন্তর এই যে, শ্রুতি জীবপ্রকরণে জীবকর্ত্তৃক ইন্দ্রিয়গণের গ্রহণ বর্ণন করিয়াছেন। যথা—"তিনি প্রাণের মধ্যে বিজ্ঞানের অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা জ্ঞানশক্তিযুক্ত ইন্দ্রিয়দিগকে গ্রহণ করিয়া শয়ন করেন।" "ইন্দ্রিয়দিগকে গ্রহণ করিয়া পরিবর্ত্তিত হন" ইত্যাদি ॥ ২ । ৩ । ৩৫ ॥

জীব কর্ত্তা, এতৎপ্রতি অন্যহেতু এই যে, শাস্ত্র লৌকিক ও বৈদিক কার্য্যে

---

* করণানাং (ইন্দ্রিয়াণাং) উপাদানাৎ গ্রহণাদপি জীবঃ কর্ত্তা নান্য ইত্যর্থঃ।

যেহেতু জীব ইন্দ্রিয়দিগকে গ্রহণ করেন, ইন্দ্রিয়দিগকে গ্রহণ করতঃ সুপ্ত হন, সেই হেতু জীবই কর্ত্তা।

† বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুত ইত্যাদিশাস্ত্রে লৌকিকবৈদিকক্রিয়ায়াং জীবকর্ত্তৃত্বস্য ব্যপদেশাৎ নির্দ্দেশাৎ জীব এব কর্ত্তা। নো চেৎ বিজ্ঞানশব্দেন জীবস্য নির্দ্দেশঃ স্যাৎ, তদা নির্দ্দেশবিপর্য্যয়োঽপি স্যাৎ, বিজ্ঞানেনেতি নিরদেক্ষ্যদিত্যর্থঃ।

শ্রুতি বিজ্ঞান-শব্দিত জীবকেই কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জীবকে যদি বিজ্ঞানশব্দে না বলিতেন, আর বুদ্ধিকেই বলিতেন, তাহা হইলে "বিজ্ঞানং" এইরূপ কর্ত্তৃপ্রয়োগ বা কর্ত্তৃরূপে উল্লেখ না করিয়া "বিজ্ঞানেন" এইরূপ করণকারকের উল্লেখ করিতেন। অতএব, জীবই কর্ত্তা।

য়াস্তু কর্ত্তৃত্বং ব্যপদিশতি শাস্ত্রং—"বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ" ইতি। নন্বু বিজ্ঞানশব্দো বুদ্ধৌ সমধিগতঃ, কথমনেন জীবস্য কর্ত্তৃত্বং সূচ্যত ইতি। নেত্যুচ্যতে। জীবস্যৈবৈষ নির্দ্দেশো ন বুদ্ধেঃ। ন চেজ্জীবস্য স্যাৎ, নির্দ্দেশবিপর্য্যঃ স্যাৎ—বিজ্ঞানেনেত্যেবং নিরদেক্ষ্যৎ। তথা হ্যন্যত্র বুদ্ধিবিবক্ষায়াং বিজ্ঞানশব্দস্য করণবিভক্তিনির্দ্দেশো দৃশ্যতে "তদেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানমাদায়" ইতি। ইহ তু "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে" ইতি কর্ত্তৃসামানাধিকরণ্যনির্দ্দেশাদ্ বুদ্ধিব্যতিরিক্তস্যৈবাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বং সূচ্যত ইত্যদোষঃ।

অত্রাহ—যদি বুদ্ধিব্যতিরিক্তো জীবঃ কর্ত্তা স্যাৎ, স স্বতন্ত্রঃ সন্ প্রিয়ং হিতঞ্চৈবাত্মনো নিয়মেন সম্পাদয়েৎ, ন বিপরীতং, বিপরীতমপি তু সম্পাদয়ন্নুপলভ্যতে। ন চ স্বতন্ত্র-

সর্ব্বত্র হি বুদ্ধিঃ করণরূপা করণত্বেনৈব ব্যপদিশ্যতে, ন কর্ত্তৃত্বেন। ইহ তু কর্ত্তৃত্বেন তস্যা ব্যপদেশে বিপর্য্যয়ঃ স্যাৎ। তস্মাদাত্মৈব বিজ্ঞানমিতি ব্যপদিষ্টঃ, তেন কর্ত্তেতি।

সূত্রান্তরমবতারয়িতুং চোদয়তি—"অত্রাহ। যদি" ইতি। প্রেক্ষাবান্ স্বতন্ত্র

জীবেরই কর্ত্তৃত্ব বলিয়াছেন। যথা—বিজ্ঞানই যজ্ঞ করে ও লৌকিক কার্য্য করে।" যদি বল, বিজ্ঞান-শব্দে জীব নহে, বুদ্ধি, তবে কিরূপে জীবের কর্ত্তৃত্ব বলা হইল? ইহার প্রত্যুত্তর, নিদর্শিতস্থলে বিজ্ঞান বুদ্ধি নহে। জীব অর্থেই উহার প্রয়োগ, বুদ্ধি অর্থে নহে। জীব অর্থে প্রয়োগ না হইলে 'বিজ্ঞানং' কর্ত্তৃ প্রয়োগ হইত না, 'বিজ্ঞানেন' এইরূপ করণেরই প্রয়োগ হইত। [তথা...দোষঃ] অন্য শ্রুতিতেও দেখা যায়, করণ-(তৃতীয়া) বিভক্তিযুক্ত করিয়া বুদ্ধি অর্থে বিজ্ঞান-শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। যথা—"এই সকল প্রাণের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ইনি বিজ্ঞানের দ্বারা (বুদ্ধির দ্বারা) জ্ঞানশক্তিমৎ ইন্দ্রিয়দিগকে গ্রহণপূর্ব্বক সুপ্ত হন।" নিদর্শিত স্থলে "বিজ্ঞানং" এই কর্ত্তৃসামান্যের নির্দ্দেশ থাকায় বুদ্ধিব্যতিরিক্ত আত্মারই কর্ত্তৃত্ব প্রতীত হয়, সুতরাং ঐ প্রয়োগ দোষাবহ নহে। [অত্রাহ...পঠতি] এই স্থলে কেহ কেহ আপত্তি করিবেন যে, বুদ্ধিব্যতিরিক্ত আত্মা যদি কর্ত্তা হয়, তাহা হইলে অবশ্যই তিনি স্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বাধীন। যে স্বাধীন, সে অবশ্যই নিয়মিতরূপে আপনার প্রিয় ও হিত নির্ব্বাহ করিবে, বিপরীত করিবে না। এখানে কিন্তু

স্যাত্মন ঈদৃশী প্রবৃত্তিরনিয়মেনোপপদ্যেত ইত্যত উত্তরং পঠতি—॥ ২। ৩। ৩৬ ॥

উপলব্ধিবদনিয়মঃ ॥ ২। ৩। ৩৭ ॥*

যথায়মাত্মোপলব্ধিং প্রতি স্বতন্ত্রোঽপ্যনিয়মেনেষ্টমনিষ্টঞ্চোপলভতে, এবমনিয়মেনৈবেষ্টমনিষ্টঞ্চ সম্পাদয়িষ্যতি। উপলব্ধাবপ্যস্বাতন্ত্র্যমুপলব্ধিহেতূপাদানোপলম্ভাদিতি চেৎ, ন, বিষয়প্রকল্পনামাত্র-প্রয়োজনত্বাদুপলব্ধিহেতূনাম্। উপলব্ধৌ ত্বনন্যাপেক্ষত্বমাত্মনশ্চৈতন্যযোগাৎ। অপি চ, অর্থক্রিয়ায়ামপি নাত্যন্তমাত্মনঃ স্বাতন্ত্র্যমস্তি, দেশকালনিমিত্তবিশেষাপেক্ষত্বাৎ।

ইষ্টমেবাত্মনঃ সম্পাদয়েন্নানিষ্টম, অনিষ্টসম্পত্তিরপ্যস্যোপলভ্যতে। তস্মান্ন স্বতন্ত্রস্তথা চ ন কর্ত্তা, তল্লক্ষণত্বাত্তস্যেত্যর্থঃ ॥ ২। ৩। ৩৬ ॥

অস্যোত্তরম্—

করণাদীনি কারকান্তরাণি কর্ত্তা প্রযুঙ্‌ক্তে, ন ত্বয়ং কারকান্তরৈঃ প্রযুজ্যতে, ইত্যেতাবন্মাত্রমস্য স্বাতন্ত্র্যং, ন তু কার্য্যং-ক্রিয়ায়াং ন কারকান্তরাণ্যপেক্ষত ইতি। ঈদৃশং হি স্বাতন্ত্র্যং নেশ্বরস্যাপ্যত্রভবতোঽস্তীত্যুৎসন্নসংকথঃ কর্ত্তা স্যাৎ। তথা চায়মদৃষ্টপরিপাকবশাদিষ্টমভিপ্রেপ্সুস্তৎসাধনবিভ্রমেণানিষ্টোপায়ং ব্যাপারয়ন্নিষ্টং প্রাপ্নুয়াদিত্যনিয়মঃ কর্ত্তৃত্বঞ্চেতি ন বিরোধঃ, বিষয়প্রকল্পনমাত্রপ্রয়োজনত্বাদিতি। নিত্যচৈতন্যস্বভাবস্য খল্বাত্মন ইন্দ্রিয়াদীনি করণানি স্ববিষয়মুপনয়ন্তি,

---

বিপরীত করিতে দেখা যায়। স্বাধীন আত্মার তাদৃশ অনিয়মিত প্রবৃত্তি যুক্তিযুক্ত নহে। এক্ষণে এই আপত্তির প্রত্যুত্তরার্থ সূত্র বলিতেছেন—

আত্মা উপলব্ধির (অনুভবের) প্রতি স্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বাধীন হইলেও তিনি অনিয়মিতরূপে ইষ্টানিষ্ট উপলব্ধি করেন (বুঝেন); সুতরাং যেমন বুঝেন, তেমনি ইষ্টানিষ্ট অনুষ্ঠান ও গ্রহণ করেন, তাহাতে দোষ হইবে কেন? আত্মা উপলব্ধিবিষয়ে অস্বতন্ত্র, কেন-না, তিনি উপলব্ধি-সামগ্রী অপেক্ষা করেন, এ কথা বলা যাইতে পারে না। কারণ এই যে, কেবল বিষয়কল্পনা করাই উপলব্ধিসামগ্রীর প্রয়োজন। চৈতন্যযোগ থাকায় তিনি উপলব্ধি-বিষয়ে অনপেক্ষ অর্থাৎ অন্য কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। অন্য কথা এই যে, অর্থক্রিয়াতে অর্থাৎ বস্তুব্যবহারে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন নহেন। তৎপ্রতি

---

* উপলব্ধিবৎ উপলব্ধিরিব। অনিয়মেনোপলম্ভতেঽতোঽনিয়মেন প্রবর্ত্তত ইত্যদোষঃ।

আত্মা অনিয়মিতরূপে ইষ্টানিষ্ট বুঝেন, তাই তিনি অনিয়মিতরূপে আপনার ইষ্টানিষ্ট করেন। ইষ্টভ্রান্তিতে অনিষ্টও করেন, অনিষ্টভ্রমে ইষ্টও করেন। যেমন বুঝেন, তেমনি করেন, সুতরাং ঐ আপত্তি অকিঞ্চিৎকর।

ন চ সহায়াপেক্ষস্য কর্ত্তুঃ কর্ত্তৃত্বং নিবর্ত্ততে। ভবতি হ্যেধোদকাদ্যপেক্ষস্যাপি পক্তুঃ পক্তৃত্বম্। সহকারিবৈচিত্র্যাচ্চেষ্টানিষ্টার্থক্রিয়ায়ামনিয়মেন প্রবৃত্তিরাত্মনো ন বিরুধ্যতে ॥২।৩।৩৭॥

শক্তিবিপর্য্যয়াৎ ॥ ২ । ৩ । ৩৮ ॥*

ইতশ্চ বিজ্ঞানব্যতিরিক্তো জীবঃ কর্ত্তা ভবিতুমর্হতি। যদি পুনর্ব্বিজ্ঞানশব্দবাচ্যা বুদ্ধিরেব কর্ত্রী স্যাৎ, ততঃ শক্তিবিপর্য্যয়ঃ স্যাৎ—করণশক্তির্বুদ্ধের্হীয়েত, কর্ত্তৃশক্তিশ্চাপদ্যেত। সত্যাঞ্চ বুদ্ধেঃ কর্ত্তৃশক্তৌ তস্যা এবাহম্প্রত্যয়বিষয়ত্বমভ্যুপগন্তব্যম্। অহঙ্কারপূর্ব্বিকায়া এব প্রবৃত্তেঃ সর্ব্বত্র দর্শনাৎ,'অহং গচ্ছাম্যহমাগচ্ছাম্যহং ভুঞ্জেঽহং পিবামি'ইতি চ। তস্যাশ্চ কর্ত্তৃশক্তিযুক্তায়াঃ সর্ব্বার্থকারিণ্যাঃ সর্ব্বার্থকারি করণমন্যৎ কল্পয়িতব্যম্। শক্তোঽপি হি সন্ কর্ত্তা করণমুপাদায় ক্রিয়াসু প্রবর্ত্তমানঃ

তেন বিষয়াবচ্ছিন্নমেব চৈতন্যং বৃত্তিরিতি বিজ্ঞানমিতি চাখ্যায়তে, তত্র চাস্যাস্তি স্বাতন্ত্র্যমিত্যর্থঃ ॥ ২ । ৩ । ৩৭ ॥

হেতু, সে বিষয়ে দেশকালাদি নিমিত্ত-বিশেষের অপেক্ষা আছে। [ন চ... বিরুধ্যতে] সহায় আবশ্যক হয় বলিয়া যে, কর্ত্তার কর্তৃত্ব লোপ হইবে, তাহা হইবে না। জল, বহ্নি, এ সকল সহকারী সত্ত্বেও পাচকের পাককর্তৃত্ব অক্ষত থাকে দেখা যায়। অতএব, সহকারীর বৈচিত্র্যে আত্মার অনিয়মিতরূপে ইষ্টানিষ্ট কার্য্যে প্রবৃত্তি হওয়া কদাপি বিরুদ্ধ নহে। ২। ৩। ৩৭ ॥

অন্য কারণেও জীবকে কর্ত্তা বলা উচিত। সে কারণ এই—যদি বিজ্ঞান-শব্দ-বোধ্য বুদ্ধি কর্ত্তা হয়, তাহা হইলে শক্তিবৈপরীত্য মানিতে হয়। অর্থাৎ বুদ্ধির করণ-শক্তির হানি ও কর্ত্রী-শক্তির প্রাপ্তি স্বীকার করিতে হয়। বুদ্ধির কর্তৃশক্তি মানিলে তাহাকে অহংজ্ঞানের গম্য বলা হইবে। যে কোন প্রবৃত্তি—সমস্তই অহংপূর্ব্বিকা। আমি যাইতেছি, আসিতেছি, ভোগ করিতেছি, ভোজন ও পান করিতেছি, এ সমস্তই অহং অর্থাৎ আমি উল্লেখে সম্পন্ন হয়। অতএব, সর্ব্বকার্য্যকারিণী কর্তৃশক্তিমতী বুদ্ধির একটী সর্ব্বকার্য্য-করণক্ষম করণ (যদ্দ্বারা সেই সেই কার্য্যনিষ্পন্ন হইতে পারে, তাহা) কল্পনা করা আবশ্যক। কারণ, প্রত্যেক সমর্থ কর্ত্তাকেই করণ (ক্রিয়া-নিষ্পাদক পদার্থান্তর) গ্রহণপূর্ব্বক

* বুদ্ধেঃ কর্তৃত্বে করণশক্তিবিপরীতা কর্তৃশক্তিঃ, সা স্যাদিতি সূত্রাক্ষরার্থঃ।

জীবই কর্ত্তা হইবার যোগ্য; বুদ্ধি নহে। বুদ্ধিকে কর্ত্তা বলিলে তাহার করণ-শক্তির লোপ ও কর্তৃশক্তি থাকার আপত্তি হইবে, তাহা অন্যায্য।

দৃশ্যতে। ততশ্চ সংজ্ঞামাত্রে বিসম্বাদঃ স্যাৎ, ন বস্তুভেদঃ কশ্চিৎ, করণব্যতিরিক্তস্য কর্ত্তৃত্বাভ্যুপগমাৎ॥ ২।৩।৩৮॥

সমাধ্যভাবাচ্চ॥ ২। ৩। ৩৯॥*

যোঽপ্যয়মৌপনিষদাত্মপ্রতিপত্তিপ্রয়োজনঃ সমাধিরুপদিষ্টো বেদান্তেষু "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ, সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" "ওঁমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানম্" ইত্যেবংলক্ষণঃ, সোঽপ্যসত্যাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বে নোপপদ্যতে। তস্মাদপ্যস্য কর্ত্তৃত্বসিদ্ধিঃ॥ ২। ৩। ৩৯॥

যথা চ তক্ষোভয়থা॥ ২। ৩। ৪০॥†

এবং তাবচ্ছাস্ত্রার্থবত্ত্বাদিভির্হেতুভিঃ কর্ত্তৃত্বং শারীরস্য

পূর্ব্বং কারকবিভক্তিবিপর্য্যয় উক্তঃ, সম্প্রতি কারকশক্তিবিপর্য্যয় ইত্যপুনরুক্তম্। অবিপর্য্যয়ায় তু করণান্তরকল্পনায়াং নাম্নি বিসম্বাদ ইতি॥ ২। ৩। ৩৮॥

সমাধিরিতি সংযমমুপলক্ষয়তি। ধারণাধ্যানসমাধয়ো হি সংযমপদবেদনীয়াঃ। যথাহুঃ—"ত্রয়মেকত্র সংযমঃ" ইতি। অত্র শ্রোতব্যো মন্তব্য ইতি ধারণোপদেশঃ। নিদিধ্যাসিতব্য ইতি ধ্যানোপদেশঃ। দ্রষ্টব্য ইতি সমাধেরুপদেশঃ। যথাহুঃ—"তদেব ধ্যানমর্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ" ইতি। সোঽয়মিহ কর্ত্রাত্মা সমাধাবুপদিশ্যমান আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বমবৈতীতি সূত্রার্থঃ॥২।৩।৩৯॥

অবান্তরসঙ্গতিমাহ—"এবং তাবৎ" ইতি। বিমৃশতি—"তৎ পুনঃ" ইতি।

কার্য্যসম্পাদনে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। যদি তাহাই হয়, তবে কেবল নামেই বিরোধ, বস্তুগত কোন বিরোধ নাই। যে কর্ত্তা, সে করণ হইতে পৃথক্, অতিরিক্ত, ইহা অবশ্যস্বীকার্য্য॥ ২। ৩। ৩৮॥

বেদান্তে যে, আত্মজ্ঞান-ফলক সমাধির উপদেশ আছে, "আত্মা দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য" অর্থাৎ শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন (ধ্যান) দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার করা কর্ত্তব্য, এবং "আত্মাই অন্বেষণীয়, আত্মাই বিচার দ্বারা বিজ্ঞেয়" "ওঁ এই অক্ষরে আত্মধ্যান কর" ইত্যাদি উপদেশ আত্মার কর্ত্তৃত্ব ব্যতীত সঙ্গত হয় না। অতএব, জ্ঞান-সাধন বিধিসমূহের সার্থক্যের নিমিত্ত আত্মাকেই কর্ত্তা বলা উচিত॥ ২। ৩। ৩৯॥

বিধিনিষেধ শাস্ত্রের সার্থক্য বা প্রামাণ্যপ্রভৃতি হেতুর দ্বারা জীবের কর্তৃত্ব

---

* অসত্যাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বে সমাধিশাস্ত্রমনর্থকং ভবতি, ততশ্চ তৎসার্থক্যায়াত্মনঃ কর্ত্তৃত্বং বাচ্যমেবেতি ভাবঃ।

শাস্ত্র যে, আত্মতত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশে সমাধির (যোগ-শাস্ত্রোক্তসংযমের) উপদেশ করিয়াছেন, আত্মার কর্তৃত্ব না থাকিলে তাহাও থাকিবেক না অর্থাৎ সে বিধানও বিফল হইবেক। কিন্তু তাহা (সে বিধানের বৈফল্য স্বীকার) অন্যায্য।

† যথা তক্ষা (ছুতার) বাস্যাদিকরণহস্তঃ কর্ত্তা দুঃখী ভবতি, স এব বিমুক্তবাস্যাদিসাধনঃ স্বস্থো নিবৃত্তব্যাপারঃ সুখী ভবতি, তথাত্মাপি স্বপ্নজাগরিতয়োঃ কর্ত্তা দুঃখী ভবতি, অথ সুষুপ্তাবকর্ত্তা

প্রদর্শিতং, তৎ পুনঃ স্বাভাবিকং বা স্যাদুপাধিনিমিত্তং বেতি চিন্ত্যতে। তত্র তৈরেব শাস্ত্রার্থবত্ত্বাদিভির্হেতুভিঃ স্বাভাবিকং কর্ত্তৃত্বম্ অপবাদহেত্বভাবাদিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। ন স্বাভাবিকং কর্ত্তৃত্বমাত্মনঃ সম্ভবতি, অনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গাৎ। কর্ত্তৃত্বস্বভাবত্বে হ্যাত্মনো ন কর্ত্তৃত্বান্নির্ম্মোক্ষঃ সম্ভবতি, অগ্নেরিবৌষ্ণ্যাৎ। ন চ কর্ত্তৃত্বাদনির্ম্মুক্তস্যাস্তি পুরুষার্থসিদ্ধিঃ, কর্ত্তৃত্বস্য দুঃখরূপত্বাৎ।

পূর্ব্বপক্ষং গৃহ্লাতি—"তত্র" ইতি। শাস্ত্রার্থবত্ত্বাদয়োহি হেতব আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বমাপাদয়ন্তি। ন চ স্বাভাবিকে কর্ত্তৃত্বে সম্ভবত্যঽসত্যপবাদে তদৌপাধিকং যুক্তম্, অতিপ্রসঙ্গাৎ। ন চ মুক্ত্যভাবপ্রসঙ্গোঽস্যাপবাদকঃ। যথা জ্ঞানস্বভাবো জ্ঞেয়াভাবেঽপি নাজ্ঞো ভবতি,এবং কর্ত্তৃস্বভাবোঽপি ক্রিয়াবেশাভাবেঽপি নাকর্ত্তা। তস্মাৎ স্বাভাবিকমেবাস্য কর্ত্তৃত্বমিতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে। নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং হি ব্রহ্ম ভূয়োভূয়ঃ শ্রূয়তে, তদস্য বুদ্ধত্বমসত্যপি বোদ্ধব্যে যুক্তং, বহ্নেরিবাসত্যপি দাহ্যে দগ্ধৃত্বং, তচ্ছীলস্য তস্যাবগমাৎ। কর্ত্তৃত্বং ত্বস্য ক্রিয়াবেশাদবগন্তব্যম্; ন চ নিত্যোদাসীনস্য কূটস্থস্য নিত্যস্যাসকৃচ্ছ্রুতস্য সম্ভবতি তস্য চ কদাচিদপ্যসংসর্গে কথং তচ্ছক্তিযোগঃ,নির্ব্বিষয়ায়াঃ শক্তেরসম্ভবাৎ। তথা চ যদি তৎসিদ্ধ্যর্থং তদ্বিষয়ঃ ক্রিয়াবেশোঽভ্যুপেয়তে, তথা সতি তৎস্বভাবস্য স্বভাবোচ্ছেদাভাবাত্তাবনাশপ্রসঙ্গঃ। ন চ মুক্তস্যাস্তি ক্রিয়াযোগ ইতি। ক্রিয়ায়া দুঃখত্বাৎ ন বিগলিতসকলদুঃখ-পরমানন্দাবস্থা মোক্ষঃ স্যাদিত্যাশয়বানাহ—"ন স্বাভাবিকং কর্ত্তৃত্বমাত্মনঃ" ইতি।

ব্যবস্থাপিত হইল। সেই কর্ত্তৃত্ব স্বাভাবিক কি নৈমিত্তিক, সম্প্রতি তাহাই বিচারণীয়। আপাত-দর্শনে দেখা যায়, জীবের কর্ত্তৃত্ব স্বাভাবিক। কারণ, স্বাভাবিক কর্ত্তৃত্ব পক্ষেও শাস্ত্রের সার্থক্য থাকে, এবং তদপবাদের (স্বাভাবিকত্ব নিষেধের) পক্ষে হেতুও নাই। জীবের স্বাভাবিক কর্ত্তৃত্ব আছে, এতৎ পক্ষ প্রাপ্তিতে বলা যায়, আত্মার স্বাভাবিক কর্ত্তৃত্ব সম্ভবে না। কারণ, স্বাভাবিক কর্ত্তৃত্বে মোক্ষাভাবপ্রাপ্তি দোষ আছে। কর্ত্তৃত্বই যদি আত্মার স্বভাব হয়, তাহা হইলে, তাহা হইতে আর মুক্ত হইবার আশা থাকে না। অগ্নি যেমন উষ্ণতা হইতে নির্ম্মুক্ত হয় না, তেমনি, আত্মাও কর্ত্তৃত্ব হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে পারে না, অথবা কর্ত্তৃত্ব ত্যাগ না হইলেও পুরুষার্থসিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষ হয় না। কর্ত্তৃত্বই দুঃখ, যদি তাহাই থাকিল, তাহা হইলে আর মোক্ষ হইল কৈ ?

সুখী ভবতি, এবং বিমুক্তাবস্থায়ামপ্যবিদ্যাধ্বান্তং বিদ্যাদীপেন বিধূয়াত্মৈব কেবলো নির্বৃতঃ সুখরূপঃ স্যাদিতি সূত্রাক্ষরার্থঃ। বিস্তরার্থস্তু ভাষ্যে।

যেমন একই ছুতার বাস্যাদি উপকরণ গ্রহণপূর্ব্বক কার্য্যকর্ত্তা হয়, হইয়া দুঃখানুভব করে, কিন্তু যখন সে ঐ সকল ত্যাগ করতঃ নির্ব্যাপার ও অকর্ত্তা হইয়া বিশ্রাম করে, তখন সে সুখী হয়, এইরূপ আত্মা জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালে ইন্দ্রিয়দিগকে গ্রহণ করতঃ কর্ত্তা হইয়া দুঃখী হন, সুষুপ্তিতে সে সকল ত্যাগ করতঃ অকর্ত্তা হওয়ায় সুখী হন, তথা মোক্ষকালেও অকর্ত্তা ও কেবল হইয়া সুখী হন।

নন্থ স্থিতায়ামপি কর্তৃত্বশক্তৌ কর্তৃত্বকার্য্য—পরিহারাৎ পুরুষার্থঃ সেৎস্যতি, তৎপরিহারশ্চ নিমিত্তপরিহারাৎ, যথাগ্নের্দ্দহনশক্তিযুক্তস্যাপি কাষ্ঠবিয়োগাদ্দহনকার্য্যাভাবঃ, তদ্বৎ। ন। নিমিত্তানামপি শক্তিলক্ষণেন সম্বন্ধেন সম্বন্ধানামত্যন্ত-পরিহারাসম্ভবাৎ। নন্থ মোক্ষসাধনবিধানান্মোক্ষঃ সেৎস্যতি। ন। সাধনায়ত্তস্যানিত্যত্বাৎ।

অপি চ, নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তাত্ম-প্রতিপাদনান্মোক্ষসিদ্ধিরভিহিতা। তাদৃগাত্মপ্রতিপাদনঞ্চ ন স্বাভাবিকে কর্তৃত্বেহবকল্পতে। তস্মাদুপাধিধর্ম্মাধ্যাসেনৈবাত্মনঃ কর্তৃত্বং, ন স্বাভাবিকম্। তথা চ শ্রুতিঃ "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" ইতি। "আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তে-

অভিপ্রায়মবুধ্বা চোদয়তি—"নন্থ স্থিতায়ামপি"ইতি। পরিহরতি—"ন নিমিত্তা-নামপি" ইতি। শক্তশক্যাশ্রয়া শক্তিঃ স্বসত্তয়াহবশ্যং শক্যমাক্ষিপতি, তথা চ তয়াক্ষিপ্তং শক্যং সদৈব স্যাদিতি ভাবঃ। চোদয়তি—"নন্থ মোক্ষসাধনবিধানাৎ" ইতি। পরিহরতি—"ন সাধনায়ত্তস্য" ইতি। অস্মাকন্তু ন মোক্ষঃ সাধ্যঃ, অপি তু ব্রহ্মস্বরূপং, তচ্চ নিত্যমিতি।

উক্তমভিপ্রায়মাবিষ্করোতি..."অপি চ নিত্যশুদ্ধ" ইতি। চোদয়তি—"পর এব

[নন্থ...নিত্যত্বাৎ] ভাল কথা, কর্তৃত্ব-শক্তি থাকে থাকুক, তথাপি কার্য্য ত্যাগে মোক্ষ হইতে পারে। কার্য্য ত্যাগ অর্থাৎ কার্য্যের (কর্তৃত্বের বিষয়ের) অভাব নিমিত্তের অভাবেই (নিমিত্ত = ধর্ম্মাধর্ম্ম, তাহার অভাবেই) হইতে পারে। যেমন কাষ্ঠের অভাবে দাহশক্তিযুক্ত অগ্নিরও দাহকার্য্য অভাব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, কার্য্যের অভাবে বা পরিহারে কর্তৃত্বের পরিহার হইতে পারে, ইহা বলিতে পার না। হেতু এই যে, নিমিত্ত সকল শক্তিলক্ষণ-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ থাকায় তাহার আত্যন্তিক পরিহার অসম্ভব। তাৎপর্য্য এই যে, শক্তি থাকিলে অবশ্যই তাহার শক্যকার্য্য হইবেক। বিশেষতঃ কাষ্ঠের ন্যায় আত্যন্তিক পরিহার (ধর্ম্মাধর্ম্মের) হয় না। মোক্ষ সাধনের বিধান আছে, তাহারই বলে, সাধনের প্রভাবে, মোক্ষ হইবেক (সাধনে দেবত্ব হয়, মোক্ষ না হইবে কেন ?) এ কথাও বলিতে পার না। কারণ, যাহা সাধনায়ত্ত, সাধন দ্বারা জন্মে, তাহা অনিত্য। (মোক্ষের অনিত্য-তাপক্ষে অনেক দোষ আছে।)

[অপিচ...সংহারাৎ] অন্য কথা এই যে, আত্মা নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব, মোক্ষে তদ্রূপ আত্মজ্ঞান হওয়াই শাস্ত্রের অভিমত; কিন্তু সেরূপ আত্মজ্ঞান আত্মার স্বাভাবিক কর্তৃত্বে অসম্ভব হয়। কাযেই মানিতে হয়, স্বীকার করিতে হয়, উপাধিধর্ম্মের অধ্যাসেই আত্মার কর্তৃত্ব; সুতরাং তাহা স্বাভাবিক নহে ;

ত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ” ইতি চোপাধিসংযুক্তস্যৈবাত্মনো ভোক্তৃত্বাদি-বিশেষলাভং দর্শয়তি। ন হি বিবেকিনাং পরস্মাদন্যো জীবো নাম কর্ত্তা ভোক্তা বা বিদ্যতে। “নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা” ইত্যাদিশ্রবণাৎ। পর এব তর্হি সংসারী কর্ত্তা ভোক্তা চ প্রসজ্যেত,—পরস্মাদন্যশ্চেৎ চিতিমান্ জীবো বুদ্ধ্যাদিসঙ্ঘাতব্যতিরিক্তো ন স্যাৎ। ন। অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতত্বাৎ কর্ত্তৃভোক্তৃত্বয়োঃ। তথা চ শাস্ত্রং “যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি” ইত্যবিদ্যাবস্থায়াং কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বে দর্শয়িত্বা বিদ্যা-

---

তর্হি সংসারী” ইতি। অয়মর্থঃ—পরশ্চেৎ সংসারী, তস্যাবিদ্যাপ্রবিলয়ে মুক্তৌ সর্ব্বে মুচ্যেরন্নবিশেষাৎ। ততশ্চ সর্ব্বসংসারোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। পরস্মাদন্যশ্চেৎ, স বুদ্ধ্যাদিসঙ্ঘাত এবেতি তস্যৈব তর্হি মুক্তিসংসারৌ নাত্মন ইতি। পরিহরতি—“নাবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতত্বাৎ” ইতি। ন পরমাত্মনো মুক্তিসংসারৌ, তস্য নিত্যমুক্তত্বাৎ। নাপি বুদ্ধ্যাদিসঙ্ঘাতস্য, তস্যাচেতনত্বাৎ, অপি ত্ববিদ্যোপস্থাপিতানাং বুদ্ধ্যাদিসঙ্ঘাতানাং ভেদাৎ, তদ্বুদ্ধ্যাদিসঙ্ঘাতভেদোপধান আত্মৈকোঽপি ভিন্ন ইব, বিশুদ্ধোঽপ্যবিশুদ্ধ ইব, ততশ্চৈকবুদ্ধ্যাদিসঙ্ঘাতাপগমে তত্র মুক্ত ইবেতরত্র বদ্ধ ইব, যথা মণিকৃপাণাদ্যুপধানভেদাদেকমেব মুখং নানেব দীর্ঘমিব বৃত্তমিব শ্যামমিবাবদাতমিব, অন্যতমোপধানবিগমে তত্র মুক্তমিবান্যত্রোপহিতমিবেতি নৈকমুক্তৌ সর্ব্বমুক্তিপ্রসঙ্গঃ। তস্মান্ন পরমাত্মনো মোক্ষসংসারৌ, নাপি বুদ্ধ্যাদিসঙ্ঘাতস্য, কিন্তু বুদ্ধ্যাদ্যুপহিতস্যাত্মস্বভাবস্য জীবভাবমাপন্নস্যেতি পরমার্থঃ। অত্রৈবান্বয়ব্যতিরেকৌ শ্রুতিভিরাদর্শয়তি—“তথা চ” ইতি।

কিন্তু ঔপাধিক। এ কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—“আত্মা যেন ধ্যানই করেন, যেন সঞ্চরণই করেন।” “আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মন, এই তিনের যোগে ভোক্তা (কর্ত্তাও বটে, ভোক্তাও বটে)।” এ শ্রুতি উপাধিযুক্ত আত্মারই ভোক্তৃত্বাদি বিশেষজ্ঞানলাভ হওয়া দেখাইয়াছেন। [ন হি...সংহারাৎ] বিবেকীর দৃষ্টিতে পরমাত্মা ব্যতীত পৃথক্ কর্ত্তা ভোক্তা জীব নাই। কেন-না, তাঁহারা “এই পরমাত্মা হইতে ভিন্ন, এমন দ্রষ্টা নাই” ইত্যাদি শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছেন (শ্রবণাদির দ্বারা ঐ তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন)। অবিবেকী ভ্রান্তেরাই মিথ্যা জীব-পরমাত্মার ভেদ জানে। জীব পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নহে। পরমাত্মা হইতে পৃথক্, এমন সঙ্ঘাতাতিরিক্ত চেতন জীব নাই। তাই বলিয়া পরমাত্মা যে, সংসারী ও কর্ত্তা ভোক্তা, তাহা নহে। কারণ, কর্ত্তৃত্বাদি অজ্ঞানকর্ত্তৃক উপস্থাপিত হয়। শাস্ত্র “যে অবস্থায় দ্বৈতের ন্যায় হয়, সেই অবস্থায় ভিন্ন বস্তুর দর্শন হয়” ইত্যাদি ক্রমে অবিদ্যাবস্থায় কর্ত্তৃত্বাদি সংঘটন হওয়া দেখাইয়া পরে বিদ্যাবস্থায় সে সকলের অভাব বলিয়া-

বস্থায়াং তে এব কর্তৃত্বভোক্তৃত্বে নিবারয়তি "যত্র ত্বস্য সর্ব্ব-মাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ"ইতি। তথা স্বপ্নজাগরিতয়োরাত্মন উপাধিসম্পর্ককৃতং শ্রমং শ্যেনস্যেবাকাশে বিপরিপততঃ শ্রাবয়িত্বা তদভাবং সুষুপ্তৌ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তস্য শ্রাবয়তি "তদ্বা অস্যৈতদাপ্তকামমাত্মকামমকামং রূপং শোকান্তরম্" ইত্যারভ্য "এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পদেষোঽস্য পরমো লোক এষোঽস্য পরম আনন্দঃ" ইত্যুপসংহারাৎ।

তদেতদাহাচার্য্যঃ "যথা চ তক্ষোভয়থা" ইতি। ত্বর্থে চায়ং চঃ পঠিতঃ। নৈবং মন্তব্যং স্বাভাবিকমেবাত্মনঃ কর্তৃত্বমগ্নেরিবৌষ্ণ্যমিতি। যথা তু তক্ষা লোকে বাস্যাদিকরণহস্তঃ কর্ত্তা দুঃখী ভবতি, স এব স্বগৃহং প্রাপ্তো বিমুক্তবাস্যাদিকরণঃ স্বস্থো নির্বৃতো নির্ব্ব্যাপারঃ সুখী ভবতি, এবমবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিত-দ্বৈতসংযুক্ত আত্মা স্বপ্নজাগরিতাবস্থয়োঃ কর্ত্তা দুঃখী

ইতশ্চোপাধিকং যদুপাধ্যভিভবোদ্ভবাভ্যামস্যাভিভবোদ্ভবৌ দর্শয়তি শ্রুতিরিত্যাহ—"তথা স্বপ্নজাগরিতয়োঃ" ইতি। অত্রৈবার্থে সূত্রং ব্যাচষ্টে—"তদেতদাহ" ইতি। সম্প্রসাদঃ সুষুপ্তিঃ। স্যাদেতৎ। তক্ষ্ণঃ পাণ্যাদয়ঃ সন্তি ; তৈরয়ং বাস্যাদীন্ ব্যাপারয়ন্ ভবতু দুঃখী, পরমাত্মা ত্বনবয়বঃ কেন মনঃপ্রভৃতীনি ব্যাপারয়েদিতি

ছেন। যথা—"যখন এ সমস্তই আত্মা হয় অর্থাৎ আত্মাতিরিক্ত দর্শন হয় না, তখন আর কে কি দিয়া কি দেখিবে ?" ইত্যাদি। অন্য শ্রুতিও আত্মার স্বপ্ন ও জাগ্রৎ এই দুই অবস্থায় বুদ্ধ্যাদি-উপাধি-সম্পর্কে শ্রম বা ক্লেশ হওয়া উড্ডীয়মান পক্ষীর দৃষ্টান্তে বর্ণন করিয়া, পরে সুষুপ্তিকালে পরমাত্ম-সম্পন্ন হওয়ায় সে সকল শ্রমের (ক্লেশের) অভাব বলিয়াছেন। "এই সুষুপ্তরূপ আত্মা আত্মকাম, আপ্তকাম, অকাম ও লোকস্পর্শশূন্য"* এইরূপ বলিয়া অবশেষে "ইহাই পরমাগতি, ইহাই পরম সম্পৎ, ইহাই পরম লোক ও পরম আনন্দ" এই কথায় উপসংহার (প্রস্তাব সমাপ্তি) করিয়াছেন।

[তদেতদাহাচার্য্যঃ...ভবতি] এই তত্ত্ব আচার্য্য (ব্যাস) "যথাচ" সূত্রে বলিয়াছেন। সূত্রের অর্থ এই যে, আত্মার কর্তৃত্ব অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় স্বাভাবিক, ইহা মনে করিও না। যেমন লোকমধ্যে দেখা যায়, তক্ষা (ছুতার)

---

* আত্মকাম—যে কেবল আপনাকে ইচ্ছা করে অর্থাৎ স্বরূপানন্দপ্রাপ্ত হয়। অকাম—যাহার আত্মা ব্যতীত অন্য কাম্য নাই। আপ্তকাম—যেহেতু আপনিই আপনার কাম্য, আপনিই আপনার সদা প্রাপ্ত, সেই হেতু তিনি আপ্তকাম। লোকস্পর্শ—ভোগসম্পর্ক।

ভবতি, স তচ্ছ্রমাপনুত্তয়ে স্বমাত্মানং পরং প্রবিশ্য বিমুক্ত-কার্য্যকরণসঙ্ঘাতোঽকর্ত্তা সুখী ভবতি সম্প্রসাদাবস্থায়াং, তথা মুক্ত্যবস্থায়ামপ্যবিদ্যাধ্বান্তং বিদ্যাপ্রদীপেন বিধূয়াত্মৈব কেবলো নির্বৃতঃ সুখী ভবতি। তক্ষদৃষ্টান্তশ্চৈতাবতাংশেন দ্রষ্টব্যঃ। তক্ষা হি বিশিষ্টেষু তক্ষণাদিব্যাপারেষ্বপেক্ষ্যৈব প্রতিনিয়তানি করণানি বাস্যাদীনি কর্ত্তা ভবতি, স্বশরীরেণ ত্বকর্ত্তৈব, এবময়মাত্মা সর্ব্বব্যাপারেষ্বপেক্ষ্যৈব মনআদীনি করণানি কর্ত্তা ভবতি, স্বাত্মনা ত্বকর্ত্তৈবেতি। ন ত্বাত্মনস্তক্ষ্ণ ইবাবয়বাঃ সন্তি, যৈর্হস্তাদিভিরিব বাস্যাদীনি তক্ষা মনআদীনি করণান্যাত্মোপাদদীত ন্যস্যেদ্বা।

বৈষম্যং তক্ষোদৃষ্টান্তেনেত্যত আহ—"তক্ষোদৃষ্টান্তশ্চ" ইতি। যথা স্বশরীরেণোদাসীনস্তক্ষা সুখী, বাস্যাদীনি তু করণানি ব্যাপারয়ন্ দুঃখী, তথা স্বাত্মনাত্মোদাসীনঃ সুখী, মনঃপ্রভৃতীনি তু করণাদীনি ব্যাপারয়ন্ দুঃখীত্যেতাবতাঽস্ত সাম্যং ন তু সর্ব্বথা। যথা আত্মা চ জীবোঽবয়বান্তরানপেক্ষঃ স্বশরীরং ব্যাপারয়তি, এবং মনঃপ্রভৃতীনি তু করণান্তরাণি ব্যাপারয়তীতি প্রমাণসিদ্ধে নিয়োগপর্য্যনুযোগানুপপত্তিঃ।

বাসি (অস্ত্রবিশেষ) প্রভৃতি উপকরণ গ্রহণপূর্ব্বক কার্য্যকর্ত্তা ও দুঃখী হয়, আবার সেই তক্ষাই গৃহাগত ও বাস্যাদিত্যাগী হইয়া স্বস্থ ও নিবৃত্তব্যাপার হইয়া সুখী হয়, সেইরূপ, আত্মাও অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিত নানাত্বে আবিষ্ট হইয়া স্বপ্ন-জাগ্রৎ কর্ত্তাও দুঃখী হন, আবার সেই আত্মাই সুষুপ্তিতে জাগ্রৎ-স্বপ্ন-শ্রান্তি-বিনাশার্থ স্বকীয় পরমরূপে প্রবেশপূর্ব্বক সংঘাতাভিমানশূন্য ও অকর্ত্তা হইয়া সুখী হন। মোক্ষাবস্থাতেও ঐরূপ জ্ঞানপ্রদীপে অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিয়া কেবল, নির্বৃত ও সুখী হন। [তক্ষ...ন্যস্যেদ্বা] তক্ষাদৃষ্টান্তটী সর্ব্বাংশে নহে। যে অংশে দৃষ্টান্ত, তাহা এই—তক্ষা তক্ষণ-(কাঠ চাঁচা)-ব্যাপার-কালে নিয়মিত বাস্যাদি উপকরণ অপেক্ষা করিয়া কর্ত্তা হয়; পরন্তু স্বীয় শরীরে সে অকর্ত্তাই থাকে; (তক্ষার কর্তৃত্ব বাস্যাদিসাপেক্ষ; বাস্যাদি ব্যতীত তক্ষণ-কার্য্যে তাহার কর্তৃত্ব সম্ভবে না) ; সেইরূপ, আত্মা তদীয় সমুদায় ব্যাপারে মনঃপ্রভৃতি করণ (ক্রিয়ানিষ্পাদক ইন্দ্রিয়) অপেক্ষা করিয়া কর্ত্তা হন, স্বীয় স্বরূপে তিনি অকর্ত্তাই থাকেন। (আত্মকর্তৃত্ব মন-আদি-সাপেক্ষ, তদভাবে তিনি অকর্ত্তা)। তক্ষার হস্তাদি অবয়ব আছে, তদ্দ্বারা সে বাস্যাদি গ্রহণ করে, করিয়া কর্ত্তা (কার্য্যনিষ্পাদক) হয়, আবার তাহা ত্যাগ করে, করিয়া অকর্ত্তা হয়। কিন্তু আত্মা নিরবয়ব; সুতরাং তাঁহার মন-আদি গ্রহণ তক্ষার অনুরূপ নহে, সেই জন্য সে অংশে দৃষ্টান্ত নহে।

যত্তূক্তং শাস্ত্রার্থবত্ত্বাদিভির্হেতুভিঃ স্বাভাবিকমাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বমিতি, তন্ন, বিধিশাস্ত্রং তাবৎ যথাপ্রাপ্তং কর্ত্তৃত্বমুপাদায় কর্ত্তব্যবিশেষমুপদিশতি, ন কর্ত্তৃত্বমাত্মনঃ প্রতিপাদয়তি। ন চ স্বাভাবিকমস্য কর্ত্তৃত্বমস্তি, ব্রহ্মাত্মত্বোপদেশাদিত্যবোচাম। তস্মাদবিদ্যাকৃতং কর্ত্তৃত্বমুপাদায় বিধিশাস্ত্রং প্রবর্ত্তিষ্যতে। 'কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ' ইত্যেবঞ্জাতীয়কমপি শাস্ত্রমনুবাদরূপত্বাদ্ যথাপ্রাপ্তমেবাবিদ্যাকৃতং কর্ত্তৃত্বমনুবদিষ্যতি। এতেন বিহারোপাদানে পরিহৃতে, তয়োরপ্যনুবাদরূপত্বাৎ। ননু সন্ধ্যে স্থানে প্রসুপ্তেষু করণেষু স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্তত ইতি বিহার উপদিশ্যমানঃ কেবলস্যাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বমাবহতি, তথোপাদানেঽপি

পূর্ব্বপক্ষহেতূননুভাষ্য দূষয়তি—"যত্তূক্তম্" ইতি। যৎপরং হি শাস্ত্রং স এব শাস্ত্রার্থঃ। কর্ত্রপেক্ষিতোপায়ভাবনাপরং তৎ ন কর্ত্তৃস্বরূপপরম্। তেন যথা লোকসিদ্ধং কর্ত্তারমপেক্ষ্য স্ববিষয়ে প্রবর্ত্তমানং ন পুংসঃ স্বাভাবিকং কর্ত্তৃত্বমবগময়িতুমুৎসহতে। তস্মাত্তত্ত্বমসীত্যাদ্যুপদেশবিরোধাদবিদ্যাকৃতং তদবতিষ্ঠতে। চোদয়তি—"ননু সন্ধ্যে স্থানে" ইতি। ঔপাধিকং হি কর্ত্তৃত্বং নোপাধ্যপগমে সম্ভবতীতি স্বাভাবিকমেব যুজ্যত ইত্যর্থঃ। অপি চ, যত্রাপি করণমস্তি, তত্রাপি কেবলস্যাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বশ্রবণাৎ স্বাভাবিকমেব যুক্তমিত্যাহ—"তথোপাদানেঽপি" ইতি।

[যত্তূক্তং...রূপত্বাৎ] বলিয়াছিলে, শাস্ত্রসার্থক্যাদি হেতুর দ্বারা আত্মার স্বাভাবিক কর্ত্তৃত্ব নিশ্চিত হয়, বস্তুতঃ তাহা নহে। বিধিশাস্ত্র আত্মার ব্যবহারিক কর্ত্তৃত্ব অনুবাদ করিয়া কর্ত্তব্যবিশেষ উপদেশ করে, কর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদন করে না। আত্মার কর্ত্তৃত্ব যে, স্বাভাবিক নহে, তাহা ব্রহ্মাত্মভাব উপদেশ থাকায় প্রতিপন্ন হয় এবং তাহা বলাও হইয়াছে। অতএব, অবিদ্যাকৃত কর্ত্তৃত্ব অবলম্বন করিয়াই বিধিশাস্ত্র প্রবৃত্ত এবং "কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ" ইত্যাদি অনুবাদরূপী শাস্ত্রও যথাপ্রাপ্ত আবিদ্যক কর্ত্তৃত্বের অনুবাদক। এই বিচারের দ্বারা "বিহার' ও 'উপাদান', এতদ্ঘটিত আপত্তিও পরিহৃত হইল (ইতিপূর্ব্বে এই দুইটী বিষয়পূর্ব্বপক্ষসূত্রে গ্রহণ করা হইয়াছিল)। কেন-না, সে শাস্ত্রও অনুবাদরূপী। [ননু... ইতি] যদি এমন বল যে, স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ প্রসুপ্ত (নির্ব্যাপার) হয়, আত্মা তখন শরীরে ইচ্ছানুরূপ বিহার করেন, এই যে, বিহারোপদেশ, এ উপদেশ কেবল (অসহায়) আত্মার কর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদন করিতেছে, তথা "বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানং আদায়—বিজ্ঞানের দ্বারা বিজ্ঞান গ্রহণ করিয়া" এই

"তদেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানমাদায়" ইতি করণেষু কর্ম্মকরণ-বিভক্তী শ্রূয়মাণে কেবলস্যৈবাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বং গময়ত ইতি।

অত্রোচ্যতে। ন তাবৎ সন্ধ্যে স্থানেঽত্যন্তমাত্মনঃ করণ-বিরমণমস্তি, "সধীঃ স্বপ্নো ভূত্বা ইমং লোকমতিক্রামতি" ইতি তত্রাপি ধীসম্বন্ধশ্রবণাৎ। তথা চ স্মরন্তি,—

"ইন্দ্রিয়াণামুপরমে মনোঽনুপরতং যদি।
সেবতে বিষয়ানেব তদ্বিদ্যাৎ স্বপ্নদর্শনম্" ॥ ইতি।

'কামাদয়শ্চ মনসো বৃত্তয়ঃ' ইতি শ্রুতিঃ। তাশ্চ স্বপ্নে দৃশ্যন্তে। তস্মাৎ সমনা এব স্বপ্নে বিহরতি। বিহারোঽপি চ তত্রত্যো বাসনাময় এব, ন তু পারমার্থিকোঽস্তি। তথা চ শ্রুতিঃ 'ইব' কারানুবন্ধমেব স্বপ্নব্যাপারং বর্ণয়তি "উতেব স্ত্রীভিঃ সহ মোদমানো যক্ষদুতেবাপি ভয়ানি পশ্যন্" ইতি। লৌকিকা অপি তথৈব স্বপ্নং কথয়ন্তি—আরুরুক্ষুমিব গিরিশৃঙ্গ-মদ্রাক্ষমিব বনরাজিমিতি। তথোপাদানেঽপি যদ্যপি করণেষু

তদেতৎ পরিহরতি—"ন তাবৎ সন্ধ্যে" ইতি। উপাধ্যপগমোঽসিদ্ধঃ, অন্তঃকরণস্যোপাধেঃ সন্ধ্যেঽপ্যবস্থানাদিত্যর্থঃ। অপি চ স্বপ্নে যাদৃশং জ্ঞানং তাদৃশো বিহারোঽপীত্যাহ—"বিহারোঽপি চ তত্র" ইতি। "তথোপাদানেঽপি" ইতি। যদ্যপি কর্ত্তৃবিভক্তিঃ কেবলে কর্ত্তরি শ্রূয়তে, তথাপি কর্ম্মকরণোপধানকৃতমস্য

উপাদান প্রক্রিয়ায় করণে (ইন্দ্রিয়বাচী শব্দে) শ্রুত কর্ম্মবিভক্তি ও করণ-বিভক্তিও কেবল আত্মারই কর্ত্তৃত্ব বলিতেছে।

[অত্রোচ্যতে...পারমার্থিকোঽস্তি] ইহার প্রত্যুত্তরে এই বলা যায় যে, স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়গণের আত্যন্তিক বিরাম হয় না। "বুদ্ধির সহিত সুপ্ত হন, হইয়া এ লোক অতিক্রম করেন" এই শ্রুতিতে স্বপ্নকালেও বুদ্ধিসম্বন্ধ থাকা শ্রুত হইতেছে। এ কথা স্মৃতিতেও আছে। যথা—"ইন্দ্রিয়গণ বিরত হইলেও মন যদি বিরত না হয়, বিষয়-সেবা করে, বিষয় দেখে, তাহা হইলে তাহা স্বপ্ন-দর্শন বলিয়া জানিবে।" শ্রুতি বলিয়াছেন, কামাদি মনের বৃত্তি। স্বপ্নেও তাদৃশ কামাদি বৃত্তির বিদ্যমানতা দেখা যায়; সুতরাং স্বপ্নে সমনস্ক আত্মারই বিহার, করণের নহে। স্বাপ্নিক বিহার বাসনাময়, সে জন্য তাহার পারমার্থিক সত্তা নাই। [তথাচ...মিতি] সেই জন্যই শ্রুতি স্বপ্নব্যাপারকে 'ইব' দিয়া বলিয়াছেন। যথা—"যেন স্ত্রীর সহিত আনন্দ সহকারে ক্রীড়মান, এবং যেন হাস্য করেন, অথবা দেখিয়া ভীত হন" ইত্যাদি। লোকেও স্বপ্নের কথা—"গিরিশৃঙ্গে উঠিতেছিলাম, যেন বন দেখিতেছিলাম" এইরূপে ব্যক্ত করে। [তথোপাদানে ...দৃষ্টত্বাৎ]

কর্ম্মকরণবিভক্তিনির্দ্দেশঃ, তথাপি তৎসংযুক্তস্যৈবাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বং দ্রষ্টব্যং, কেবলে কর্ত্তৃত্বাসম্ভবস্য দর্শিতত্বাৎ। ভবতি চ লোকেঽনেকপ্রকারা বিবক্ষা—যোধা যুধ্যন্তে, যোধৈ রাজা যুধ্যত ইতি।

অপি চ, অস্মিন্নুপাদানে করণব্যাপারোপরমমাত্রং বিবক্ষ্যতে, ন স্বাতন্ত্র্যং কস্যচিৎ, অবুদ্ধিপূর্ব্বকস্যাপি স্বাপে করণব্যাপারোপরমস্য দৃষ্টত্বাৎ। যস্ত্বয়ং ব্যপদেশো দর্শিতঃ "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে "ইতি, স বুদ্ধেরেব কর্ত্তৃত্বং প্রাপয়তি, বিজ্ঞানশব্দস্য তত্র প্রসিদ্ধত্বাৎ, মনোঽনন্তরপাঠাচ্চ, "তস্য শ্রদ্ধৈব শিরঃ"ইতি চ বিজ্ঞানময়স্যাত্মনঃ শ্রদ্ধাদ্যবয়বত্বসঙ্কীর্ত্তনাৎ, শ্রদ্ধাদীনাঞ্চ বুদ্ধিধর্ম্মত্বপ্রসিদ্ধেঃ,

---

কর্ত্তৃত্বং, ন শুদ্ধস্য। নহি পরশুসহায়শ্ছেত্তা কেবলশ্ছেত্তা ভবতি। ননু যদি ন কেবলস্য কর্ত্তৃত্বমপি তু করণাদিসহিতস্যৈব, তথা সতি করণাদিষ্বপি কর্ত্তৃবিভক্তিঃ স্যাৎ, ন চৈতদস্তীত্যাহ—"ভবতি চ লোকে" ইতি। করণাদিষ্বপি কর্ত্তৃবিভক্তিঃ কদাচিদস্ত্যেব বিবক্ষাবশাদিত্যর্থঃ। অপি চেয়মুপাদানশ্রুতিঃ করণব্যাপারোপরমমাত্রপরা ন স্বাতন্ত্র্যপরা।

কর্ত্তৃবিভক্তিস্ত ভাক্তী,—কূলং পিপতিষতীতিবৎ, অবুদ্ধিপূর্ব্বকস্য করণব্যাপারোপরমস্য দৃষ্টত্বাদিত্যাহ—"অপি চাস্মিন্নুপাদানে" ইতি। যস্ত্বয়ং ব্যপদেশ ইতি যৎ, তদুক্তমস্মাভিরভ্যুচ্চয়মাত্রমেতদিতি, তদিতঃ সমুত্থিতং "সর্ব্বকারকাণামেব" ইতি। বিক্লিদ্যন্তি তণ্ডুলাঃ, জ্বলন্তি কাষ্ঠানি, বিভর্ত্তি স্থালীতি হি স্বব্যাপারে সর্ব্বেষাং

উপাদান (গ্রহণ) স্থলে করণরূপী বিজ্ঞানশব্দে কর্ম্মবিভক্তি দ্বিতীয়া ও করণবিভক্তি তৃতীয় প্রয়োগ করিলেও তৎসংযুক্ত আত্মারই কর্ত্তৃত্ব বুঝা উচিত। কেবলের কর্ত্তৃত্ব অসম্ভব, তাহা দেখান হইয়াছে। বিবক্ষার (শব্দপ্রয়োগইচ্ছার) কোন নিয়ম নাই, তাহা অনেক প্রকার। যোদ্ধা যুদ্ধ করিতেছে, এরূপ প্রয়োগও দৃষ্ট হয়, আবার রাজা যোদ্ধার দ্বারা যুদ্ধ করিতেছেন, এরূপ প্রয়োগও দেখা যায়।

অতএব, উপাদানপ্রক্রিয়ায় মাত্র ইন্দ্রিয়ব্যাপার-নিবৃত্তিই বিবক্ষিত, স্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব বিবক্ষিত নহে। কেন-না, সুপ্তিকালে অবুদ্ধিপূর্ব্বক (বিনা যত্নে—আপনা আপনি) ইন্দ্রিয়ব্যাপার নিবৃত্ত হইতে দেখা যায়। [যস্ত্বয়ং…ধারণাৎ] 'বিজ্ঞান যজ্ঞ করে', এই শ্রৌত উল্লেখ—যাহা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাও বুদ্ধিরই কর্ত্তৃত্ব সমর্থন করে। কেন-না, বিজ্ঞান-শব্দ বুদ্ধিতেই রূঢ়। 'মনের পরে বিজ্ঞানশব্দ পঠিত হওয়াতেও উহা বুদ্ধিরই বাচক। "শ্রদ্ধা তাহার মস্তক" এতৎশ্রুতিতে শ্রদ্ধাকে বিজ্ঞানময় আত্মার উত্তমাঙ্গ বলা হইয়াছে। শ্রদ্ধা যে, বুদ্ধির ধর্ম্ম, তাহা সর্ব্বশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। প্রস্তাবের শেষেও "দেবতারা জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন" এই কথা আছে। যাহা প্রথমোৎপন্ন—তাহাই জ্যেষ্ঠ,

"বিজ্ঞানং দেবাঃ সর্ব্বে ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠমুপাসতে" ইতি চ বাক্য-শেষাৎ, জ্যেষ্ঠত্বস্য চ প্রথমজত্বস্য বুদ্ধৌ প্রসিদ্ধত্বাৎ, "স এষ বাচশ্চিত্তস্যোত্তরোত্তরক্রমো যদ্ যজ্ঞঃ" ইতি চ শ্রুত্যন্তরে যজ্ঞস্য বাগ্‌বুদ্ধিসাধ্যত্বাবধারণাৎ। ন চ বুদ্ধেঃ শক্তিবিপর্য্যয়ঃ করণানাং কর্ত্তৃত্বাভ্যুপগমে ভবতি, সর্ব্বকারকাণামেব স্বব্যাপারেষু কর্ত্তৃত্ব-স্যাবশ্যম্ভাবিত্বাৎ। উপলব্ধ্যপেক্ষন্ত্বেষাং করণত্বং, সা চাত্মনঃ। ন চ তস্যামপ্যস্য কর্ত্তৃত্বমস্তি, নিত্যোপলব্ধিস্বরূপত্বাৎ।

অহঙ্কারপূর্ব্বকমপি কর্ত্তৃত্বং নোপলব্ধুর্ভবিতুমর্হতি, অহঙ্কারস্যা-

কর্ত্তৃত্বম্। তৎ কিং বুদ্ধ্যাদীনাং কর্ত্তৃত্বমেব ন করণত্বমিত্যত আহ—"উপলব্ধ্যপেক্ষং তেষাং করণত্বম্"। নন্বেবং সতি তস্যামেবাত্মনঃ স্বাভাবিকং কর্ত্তৃত্বমস্ত, ইত্যত আহ—"ন চ তস্যাম্" উপলব্ধাবপ্যস্য স্বাভাবিকং "কর্ত্তৃত্বমস্তি"। কস্মাৎ "নিত্যোপলব্ধিস্বরূপত্বাৎ" আত্মনঃ। ন হি নিত্যে স্বভাবে চাস্তি ভাবস্য ব্যাপার ইত্যর্থঃ। তদেবং নাস্ত্যোপলব্ধৌ স্বাভাবিকং কর্ত্তৃত্বমস্তীত্যুক্তম্।

নাপি বুদ্ধ্যাদেরুপলব্ধিকর্ত্তৃত্বমাত্মন্যধ্যস্তং, যথা তদ্গতমধ্যবসায়াদিকর্ত্তৃত্বমিত্যাহ—"অহঙ্কারপূর্ব্বকমপি কর্ত্তৃত্বং নোপলব্ধুর্ভবিতুমর্হতি"। কুতঃ। "অহঙ্কারস্যাপ্যুপলভ্য-মানত্বাৎ"। ন হি শরীরাদি যস্যাং ক্রিয়ায়াং গম্যং, তস্যামেব গন্তৃ ভবতি। এতদুক্তং ভবতি—যদি বুদ্ধিরুপলব্ধ্রী ভবেৎ, ততস্তস্যা উপলব্ধৃত্বমাত্মন্যধ্যস্যেত, ন চৈতদস্তি। তস্যা জড়ত্বেনোপলভ্যমানতয়োপলব্ধিকর্ত্তৃত্বানুপপত্তেঃ। যদা চোপলব্ধৌ বুদ্ধেরকর্ত্তৃত্বং, তদা যদুক্তং বুদ্ধেরুপলব্ধৃত্বে করণান্তরং কল্পনীয়ং তথা

ইহা সর্ব্ববিদিত। (অভিপ্রায় এই যে, বুদ্ধিই সর্ব্ববিকারের প্রথমোৎপন্ন)। "যজ্ঞ-বাক্যের ও চিত্তের পূর্ব্বাপরীভাব" * এতৎশ্রুতিতেও যজ্ঞের বাগ্‌বুদ্ধি-নিষ্পাদ্যতা কথিত হইয়াছে। [ন চ...রূপত্বাৎ] করণ-কারকের কর্ত্তৃত্ব মান্য করিলেও অর্থাৎ বুদ্ধিকে কর্ত্তা বলিলেও তাহার শক্তিবিপর্য্যয় অর্থাৎ বুদ্ধির করণত্ববিলোপ হইবে না। কেন-না, প্রত্যেক কারকেরই আপন আপন ব্যাপারে কর্ত্তৃত্ব আছে। (তণ্ডুল কর্ম্মকারক হইলেও "বিক্লিদ্যন্তে তণ্ডুলাঃ"—তণ্ডুল গলিয়া যাইতেছে, এরূপ কর্ত্তৃ-প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়)। উপলব্ধি-অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গণ করণ, এবং সেই উপলব্ধিই আত্মার স্বরূপ। উপলব্ধিরূপী কেবল আত্মার কর্ত্তৃত্ব নাই। কেন-না, তিনি নিত্যোপলব্ধিরূপ।*

[অহঙ্কার···স্থিতম্] কর্ত্তৃত্ব, অহঙ্কারমূলক, অহঙ্কারও উপলব্ধির বিষয়, এ জন্যও কর্ত্তৃত্ব উপলব্ধিতে থাকে না। অপিচ, বুদ্ধির করণত্ব (দাত্র যেমন ছেদন-

* আগে চিত্তের বা বুদ্ধির দ্বারা ধ্যান অর্থাৎ যজ্ঞের স্বরূপ বুদ্ধিস্থ করা, পরে মন্ত্ররূপ বাক্যে তাহার নিষ্পত্তি। যজ্ঞে এইরূপে চিত্তের ও যজ্ঞবাক্যের পূর্ব্বাপরীভাব।

* অখণ্ড সাক্ষিচৈতন্য বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা বিভিন্নপ্রায় হয়। হইয়া বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য হয়। সেই বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যোপলব্ধিতে প্রাপ্ত বুদ্ধ্যাদিই করণ এবং বুদ্ধ্যুপহিত চৈতন্যই কর্ত্তা। অতএব ব্যাপার না থাকায় কেবলের অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যের কর্ত্তৃত্বাদি নাই।

প্যুপলভ্যমানত্বাৎ। ন চৈবং সতি করণান্তরকল্পনাপ্রসঙ্গঃ, বুদ্ধেঃ করণত্বাভ্যুপগমাৎ। সমাধ্যভাবস্তু শাস্ত্রার্থবত্ত্বেনৈব পরিহৃতঃ। যথাপ্রাপ্তমেব কর্ত্তৃত্বমুপাদায় সমাধিবিধানাৎ। তস্মাৎ কর্ত্তৃত্বমপ্যাত্মন উপাধিনিমিত্তমেবেতি স্থিতম্ ॥২।৩।৪০॥

পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ ॥ ২ । ৩ । ৪১ ॥*

যদিদমবিদ্যাবস্থায়ামুপাধিনিবন্ধনং কর্ত্তৃত্বং জীবস্যাভিহিতং, তৎ কিমনপেক্ষ্যেশ্বরং ভবতি? আহোস্বিৎ ঈশ্বরাপেক্ষম্? ইতি ভবতি বিচারণা। তত্র প্রাপ্তং তাবন্নেশ্বরমপেক্ষতে জীবঃ কর্ত্তৃত্ব ইতি। কস্মাৎ? অপেক্ষাপ্রয়োজনাভাবাৎ। অয়ং হি

চ নামমাত্রে বিসম্বাদ ইতি, তন্ন ভবতীত্যাহ—"ন চৈবং সতি করণান্তরকল্পনা", বুদ্ধেরুপলব্ধ ত্বাভাবাৎ। তৎকিমিদানীমকরণং বুদ্ধিরুপলব্ধাবাত্মা চানুপলব্ধেত্যত আহ—"বুদ্ধেঃ করণত্বাভ্যুপগমাৎ"। অয়মভিসন্ধিঃ—চৈতন্যমুপলব্ধিরাত্মস্বভাবো নিত্য ইতি ন তত্রাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বম্, নাপি বুদ্ধেঃ করণম্, কিন্তু চৈতন্যমেব বিষয়াবচ্ছিন্নং বৃত্তিরিতি চোপলব্ধিরিতি চাখ্যায়তে। তস্য তু তত্তদ্বিষয়াবচ্ছেদে বৃত্তৌ বুদ্ধ্যাদীনাং করণত্বমাত্মনশ্চ তদুপধানেনাহঙ্কারপূর্ব্বকং কর্ত্তৃত্বং যুজ্যত ইতি ॥ ২ । ৩ । ৪০ ॥

যদেতজ্জীবানামৌপাধিকং কর্ত্তৃত্বং, তৎ প্রবর্ত্তনালক্ষণেষু রাগাদিষু সৎসু নেশ্বরমপরং প্রবর্ত্তকং কল্পয়িতুমর্হতি, অতিপ্রসঙ্গাৎ। ন চেশ্বরো দ্বেষপক্ষপাত-

ক্রিয়ার করণ, তেমনি বুদ্ধিও জ্ঞানক্রিয়ার করণ) স্বীকৃত থাকায় করণান্তর কল্পনার প্রয়োজন হয় না। আত্মার কর্ত্তৃত্ব না থাকিলে সমাধিবিধান ব্যর্থ হইবে, এ আপত্তির পরিহার করা হইয়াছে। তাহাতে দেখান হইয়াছে, যথাবস্থিত কর্ত্তৃত্ব লইয়াই (ব্যবহারিক কর্ত্তৃত্বের অনুবাদ করিয়াই) শাস্ত্র সমাধির উপদেশ করিয়াছেন। এতাবৎ বিচারে স্থির হইতেছে যে, আত্মার কর্ত্তৃত্ব ঔপাধিক, স্বভাবিক নহে ॥ ২ । ৩ । ৪০ ॥

অবিদ্যাবস্থ জীবেরই বুদ্ধ্যাদি-উপাধি-নিবন্ধন কর্ত্তৃত্ব, ইহা স্থাপিত হইল। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, সেই কর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরায়ত্ত কি-না। প্রথমতই পাওয়া যায়, দেখা যায়, বুদ্ধ্যাদিসম্পন্ন জীব আপন কর্ত্তৃত্বে ঈশ্বরাপেক্ষী নহে। কেননা, অপেক্ষার প্রয়োজন দেখা যায় না। [অয়ং...বৈষম্যম্] জীব নিজেই নিজের

* তু-শব্দঃ পক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। জীবস্য কর্ত্তৃত্বমীশ্বরায়ত্তং স্বতো বেতি সংশয়ে স্বত ইত্যেতং পক্ষং তু-শব্দেন ব্যাবর্ত্ত্য সিদ্ধান্তপক্ষং স্থাপয়তি পরাদিতি। পরস্মাদেবাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বাদিলক্ষণঃ সংসার ইত্যবসীয়তে। কুতঃ? তচ্ছ্রুতেঃ। তস্যৈবেশ্বরস্য সর্ব্বকর্ত্তৃত্বশ্রবণাদিত্যর্থঃ।

কি কর্ত্তৃত্ব কি ভোক্তৃত্ব, সমস্তই পরমাত্মার অধীন। তৎপ্রতি হেতু—শ্রুতি পরমেশ্বরকেই সমস্ত প্রবৃত্তির কারণ বলিয়াছেন।

জীবঃ স্বয়মেব রাগদ্বেষাদিদোষপ্রযুক্তঃ কারকান্তরসামগ্রী-সম্পন্নঃ কর্ত্তৃত্বমনুভবিতুং শক্নোতি, তস্য কিমীশ্বরঃ করিষ্যতি। ন চ লোকে প্রসিদ্ধিরস্তি কৃষ্যাদিকাসু ক্রিয়াসু অনডুহাদি-বদীশ্বরোঽপরোঽপেক্ষিতব্য ইতি। ক্লেশাত্মকেন চ কর্ত্তৃ-ত্বেন জন্তূন্ সংসৃজত ঈশ্বরস্য নৈর্ঘৃণ্যং প্রসজ্যেত, বিষম-ফলঞ্চৈষাং কর্ত্তৃত্বং বিদধতো বৈষম্যম্। নন্বু, "বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ" ইত্যুক্তম্, সত্যমুক্তম্, সতি তু ঈশ্বরস্য সাপেক্ষত্ব-সম্ভবে, সাপেক্ষত্বঞ্চ ঈশ্বরস্য সম্ভবতি—সতোর্জ্জন্তূনাং ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ, তয়োশ্চ সম্ভাবঃ—সতি জীবস্য কর্ত্তৃত্বে। তদেব চেৎ কর্ত্তৃত্বং

রহিতো জীবান্ সাধ্বসাধুনি কর্ম্মণি প্রবর্ত্তয়িতুমর্হতি, যেন ধর্ম্মাধর্ম্মাপেক্ষয়া জগদ্বৈচিত্র্যমুপপদ্যেত। স হি স্বতন্ত্রঃ কারুণিকো ধর্ম্ম এব জন্তূন্ প্রবর্ত্তয়েন্নাধর্ম্মে। ততশ্চ তৎপ্রেরিতা জন্তবঃ সর্ব্বে ধার্ম্মিকা এবেতি সুখিন এব স্যুর্ন দুঃখিনঃ। স্বতন্ত্রাস্তু রাগাদিপ্রযুক্তাঃ প্রবর্ত্তমানা ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রচয়বন্তো বৈচিত্র্যমনুভবন্তীতি যুক্তম্। এবঞ্চ বিধিনিষেধয়োরর্থবত্ত্বম্, ইতরথা তু সর্ব্বথা জীবা অস্বতন্ত্রা ইতীশ্বরেণৈব প্রবর্ত্ত্যন্ত ইতি কৃতং বিধিনিষেধাভ্যাম্। ন হি বলবদ-

---

রাগ দ্বেষাদি দোষে প্রেরিত হয়, তাহার ক্রিয়ানিষ্পাদক সমস্ত সামগ্রী বিদ্যমান আছে, তদ্দ্বারা সে কর্ত্তৃত্ব অনুভব করিতে সমর্থ। ঈশ্বর তাহার কি করিবেন? কি উপকার বা সহায়তা করিবেন? সমস্ত লোকেই জানে, বৃষ ব্যতিরেকে কৃষি হয় না, কিন্তু ঈশ্বর ব্যতিরেকে হয়। প্রত্যেক কৃষক বৃষের অপেক্ষা করে, কিন্তু কেহই ঈশ্বরের অপেক্ষা করে না। ঈশ্বর কর্ত্তা হইলে প্রয়োজক হইলে, তাঁহার নির্দ্দয়তাই স্থির হয়। কেন-না, তিনি জীবকে ক্লেশাত্মক কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করেন। অপিচ, তাঁহার বিহিত কর্ত্তৃত্বের ফল সমান নহে, (সকলকে সমান ভাবে কর্ত্তা করেন না); তজ্জন্য তাঁহাকে বিষমকারীও বলা যাইতে পারে। [নন্বু... মিতি] জীব করে, ঈশ্বর করান্, এতন্মধ্যে ঈশ্বরের কারয়িতৃত্ব জীবকর্ম্মসাপেক্ষ অর্থাৎ জীব পূর্ব্বজন্মে যেমন কর্ম্ম করে, যেমন ধর্ম্মাধর্ম্ম সঞ্চয় করে, পর-দেহে ঈশ্বর তাহাকে তদনুরূপ কর্ম্মে নিযুক্ত করান্, সুতরাং তাঁহাকে বিষমকারী ও নির্দ্দয় বলা যায়।না, সুতরাং বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য, এই দুইটী দোষের পরিহার হয়। হাঁ, এ কথা বলিয়াছ সত্য; উক্ত দোষদ্বয়ের পরিহারও হইতে পারে সত্য, যদি তাঁহার জীব-কর্ম্মসাপেক্ষতা সিদ্ধ হয়, কিন্তু কর্ম্মসাপেক্ষতা অসম্ভব ও অসিদ্ধ। হেতু এই যে, প্রথমতঃ জীবকর্ত্তৃত্বের ঈশ্বরাধীনতা সিদ্ধ হইলে তাহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম হওয়া বা থাকা সিদ্ধ হইবে এবং ধর্ম্মাধর্ম্মসম্ভাব সিদ্ধ হইলে তাঁহারও তৎসাপেক্ষ (তদনুযায়ী) কারয়িতৃত্ব সিদ্ধ হইবে। আবার, ঈশ্বরের কারয়িতৃত্ব সিদ্ধ হইলে, তৎপরে জীবের কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইবে। এইরূপে চক্রকদোষ (তর্ক-

ঈশ্বরাপেক্ষং স্যাৎ, কিংবিষয়মীশ্বরস্য সাপেক্ষত্বমুচ্যেত। অকৃতাভ্যাগমশ্চৈবং জীবস্য প্রসজ্যেত। তস্মাৎ স্বত এব জীবস্য কর্ত্তৃত্বমিতি।

এতাং প্রাপ্তিং তু-শব্দেন ব্যাবর্ত্ত্য প্রতিজানীতে—"পরাৎ" ইতি। অবিদ্যাবস্থায়াং কার্য্যকরণসঙ্ঘাতাবিবেকদর্শিনো জীবস্যাবিদ্যা-তিমিরান্ধস্য সতঃ পরস্মাদাত্মনঃ কর্ম্মাধ্যক্ষাৎ সর্ব্বভূতাধিবাসাৎ সাক্ষিণশ্চেতয়িতুরীশ্বরাৎ তদনুজ্ঞয়া কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বলক্ষণস্য সংসারস্য সিদ্ধিঃ, তদনুগ্রহহেতুকেনৈব চ বিজ্ঞানেন মোক্ষসিদ্ধির্ভবিতুমর্হতি। কুতঃ? তচ্ছ্রুতেঃ। যদ্যপি রাগাদিদোষপ্রযুক্তঃ সামগ্রীসম্পন্নশ্চ জীবঃ, যদ্যপি চ লোকে কৃষ্যাদিষু কর্ম্মসু নেশ্বরকারণত্বং প্রসিদ্ধং, তথাপি সর্ব্বাস্বেব প্রবৃত্তি-

নিলসলিলৌঘমুহ্যমানং প্রত্যুপদেশোঽর্থবান্। তস্মাৎ এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি"ইত্যাদয়ঃ শ্রুতয়ঃ সমস্তবিধিনিষেধশ্রুতিবিরোধাল্লোকবিরোধাচ্চৈশ্বর্য্যপ্রশংসাপরতয়া নেয়া ইতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

"এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি"ইত্যাদয়স্তাবচ্ছ্রুতয়ঃ সর্ব্বব্যাপারেষু জন্তূনামীশ্বরতন্ত্রতামাহুঃ। তদসতি বাধকে ন প্রশংসাপরতয়া ব্যাখ্যাতুমুচিতম্। ন চ

দোষ) উপস্থিত থাকায় ঈশ্বরের কর্ম্মসাপেক্ষতা অসম্ভব বা অনিশ্চিত হইয়া পড়ে। কর্ম্মসাপেক্ষতা অসম্ভব বা অনিশ্চিত হইলে কিংসাপেক্ষতা বলিবে? মানিবে? ঈশ্বর জীবের পূর্ব্বকর্ম্ম পর্য্যালোচন করেন না, অথচ প্রবর্ত্তিত করেন, এরূপ হইলে অকৃতাভ্যাগম দোষ প্রসক্ত হইবেক। (জীব কর্ম্ম করিয়াও ফল পাইবে না, না করিয়াও পাইবে, ইহা একপ্রকার দোষ অর্থাৎ যুক্তিবিরুদ্ধ কুসিদ্ধান্ত)। প্রদর্শিত হেতুবাদ থাকায় মানা উচিত জীবের কর্ত্তৃত্ব স্বাধীন, ঈশ্বরাধীন নহে।

[এতাং...সীয়তে] এই রূপে প্রাপ্তপক্ষ তুশব্দের দ্বারা বিদূরিত করতঃ "পরাত্তু" সূত্রে সিদ্ধান্ত বলিতেছেন। অবিদ্যাবস্থায় কর্ম্মাধ্যক্ষ, সর্ব্বভূতাধিবাস, সর্ব্বসাক্ষী ও চেতয়িতা পরমাত্মা পরমেশ্বর হইতে কার্য্য-করণ-সংঘাতাবিবেকী (কার্য্য= দেহ, করণ=ইন্দ্রিয়, সংঘাত=মিলিত=তৎসমষ্টি। অবিবেক=তদ্বিষয়ক বিবেক জ্ঞান না থাকা অর্থাৎ তদ্ভাবাপন্ন হইয়া থাকা,) অজ্ঞান-তিমিরান্ধ জীবের কর্ত্তৃত্বাদিলক্ষণ সংসার সিদ্ধ হয়, এবং তদনুগ্রহমূলক বিজ্ঞানের উদয় হইলে তদ্দ্বারা মোক্ষসিদ্ধিও হয়। এ কথা এই জন্য বলি, যেহেতু তাহা শ্রুতিপ্রমাণে প্রমিত হয়। যদিও জীব রাগাদিদোষ বশতঃ কার্য্যেপ্রবৃত্ত হয়, যদিও সে সর্ব্বকারকসম্পন্ন, এবং যদিও লোকমধ্যে কৃষ্যাদিকার্য্যে ঈশ্বরের কারণতা অপ্রসিদ্ধ, তথাপি, সর্ব্বকার্য্যের

হ্যীশ্বরো হেতুকর্ত্তেতি শ্রুতেরবসীয়তে। তথা হি শ্রুতির্ভবতি "এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং, যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে, এষ হ্যেবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং, যমধো নিনীষতে" ইতি, "য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মানমন্তরো যময়তি" ইতি চৈবঞ্জাতীয়কা ॥ ২। ৩। ৪১ ॥

নন্বেবমীশ্বরস্য কারয়িতৃত্বে সতি বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে স্যাতামকৃতাভ্যাগমশ্চ জীবস্যেতি, নেত্যুচ্যতে—

কৃত-প্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিত-প্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ ॥ ২। ৩। ৪২ ॥*

তু-শব্দশ্চোদিতদোষব্যাবর্ত্তনার্থঃ। কৃতো যঃ প্রযত্নো জীবস্য ধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণস্তদপেক্ষ এবৈনমীশ্বরঃ কারয়তি, ততশ্চৈতে

শ্রুতিসিদ্ধস্য কল্পনীয়তা, যেন প্রবর্ত্তকেষু রাগাদিষু সৎসু তৎকল্পনা বিরুধ্যেত। ন চেশ্বরতন্ত্রত্বে ধর্ম্ম এব জন্তূনাং প্রবৃত্তেঃ সুখিত্বমেব, ন বৈচিত্র্যমিতি যুক্তম্ ॥ ২। ৩। ৪১ ॥

যদ্যপ্যয়মীশ্বরো বীতরাগস্তথাপি পূর্ব্বপূর্ব্বজন্তু-কর্ম্মাপেক্ষয়া জন্তূন্ ধর্ম্মা-

---

বা সর্ব্বপ্রবৃত্তির মূলে ঈশ্বরের নিমিত্ততা (কারণতা) আছে, ইহা শ্রুতির দ্বারা নিশ্চিত হয়। [তথাহি...জাতীয়কা] যথা—"ঈশ্বর যাহাকে এ লোক হইতে উচ্চলোকে লইবার ইচ্ছা করেন, তাহাকে তিনি শোভন কর্ম্ম করান, আর যাহাকে অধোগামী করিবার ইচ্ছা করেন, তাহাকে আশোভন কার্য্য করান্।" "যিনি আত্মায় (দেহে) ও আত্মার অন্তরে অবস্থান করতঃ আত্মাকে (জীবকে) নিয়মন করেন" ইত্যাদি ॥ ২। ৩। ৪১ ॥

[নন্বেবং...নেত্যুচ্যতে] যদি বল, ঈশ্বর করান ও জীব করে, এরূপ হইলে বিষমকারিত্ব ও নির্দ্দয়তা, এই দুই দোষ ঈশ্বরের প্রতি অর্পণ করা হয় এবং জীবেরও অকৃতপ্রাপ্তি স্বীকার করা হয়, কিন্তু বাস্তব পক্ষ দেখিতে গেলে, তাহা নহে। কেন, তাহা সূত্রকার বলিতেছেন—

তু শব্দের অর্থ—প্রদত্ত দোষের নিষেধ অর্থাৎ উল্লিখিত দোষ হয় না।

---

* আদিশব্দেন পুরুষকারবৈয়র্থ্যং গ্রাহ্যম্। ঈশ্বরস্তু জীবকৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্ততো নোক্তদোষঃ। জীবেন কৃতঃ প্রযত্নো ধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণস্তস্মিন্নপেক্ষা যস্যেতি বিগ্রহঃ। কুত এতজ্জ্ঞায়তে? তত্রাহ বিহিতেতি। বিধিনিষেধশাস্ত্রপ্রামাণ্যাৎ পুরুষকারাবৈয়র্থ্যাচ্চেত্যভিপ্রায়ঃ।—

জীবের প্রযত্ন অর্থাৎ জীব যে, ধর্ম্মাধর্ম্ম সঞ্চয় করে, ঈশ্বর তদনুসারে তাহাকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করান্। সুতরাং প্রদত্ত দোষের উদ্ধার হয় এবং শাস্ত্রসার্থক্যও বজায় থাকে।

চোদিতা দোষা ন প্রসজ্যন্তে। জীবকৃত-ধর্ম্মাধর্ম্মবৈষম্যাপেক্ষ এব তত্তৎফলানি বিষমং বিভজতে পর্জ্জন্যবদীশ্বরো নিমিত্তত্ব-মাত্রেণ। যথা লোকে নানাবিধানাং গুচ্ছগুল্মাদীনাং ব্রীহি-যবাদীনাঞ্চাসাধারণেভ্যঃ স্বস্ববীজেভ্যো জায়মানানাং সাধারণং নিমিত্তং ভবতি পর্জ্জন্যঃ। ন হ্যসতি পর্জ্জন্যে রসপুষ্পফল-পলাশাদিবৈষম্যং তেষাং জায়তে, নাপ্যসৎসু স্বস্ববীজেষু; এবং জীবকৃতপ্রযত্নাপেক্ষ ঈশ্বরস্তেষাং শুভাশুভং বিদধ্যাদিতি শ্লিষ্যতে। ননু কৃতপ্রযত্নাপেক্ষত্বমেব জীবস্য পরায়ত্তে কর্ত্তৃত্বে নোপপদ্যতে।

নৈষ দোষঃ। পরায়ত্তেঽপি হি কর্ত্তৃত্বে করোত্যেব জীবঃ, কুর্ব্বন্তং হি তমীশ্বরঃ কারয়তি। অপি চ, পূর্ব্বপ্রযত্নমপেক্ষ্যেদানীং

ধর্ম্ময়োঃ প্রবর্ত্তয়ন্ ন দ্বেষ-পক্ষপাতাভ্যাং বিষমঃ, নাপি নির্ঘৃণঃ। ন চ কর্ম্ম-প্রচয়স্যাদিরস্তি, অনাদিত্বাৎ সংসারস্য। ন চেশ্বরতন্ত্রস্য কৃতং বিধিনিষেধাভ্যামিতি সাম্প্রতম্। ন হীশ্বরঃ প্রবলতরপবন ইব জন্তূন্ প্রবর্ত্তয়তি, অপি তু তচ্চৈতন্য-মনুরুধ্যমানো রাগাদ্যপহারমুখেন। এবঞ্চেষ্টানিষ্টপ্রাপ্তিপরিহারার্থিনো বিধি-নিষেধাবর্থবন্তৌ ভবতঃ।

তদনেনাভিসন্ধিনোক্তং "পরায়ত্তেঽপি হি কর্ত্তৃত্বে করোত্যেব জীবঃ" ইতি।

যে জীবের যেরূপ প্রযত্ন অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মনামক কর্ম্ম-সংস্কার সঞ্চিত থাকে, ঈশ্বর সে জীবকে সেইরূপ কার্য্যই করান, এরূপ হইলে আর পূর্ব্বোল্লিখিত দোষ থাকে না। জীবকৃত ধর্ম্মাধর্ম্ম সমান বা একরূপ নহে, সেইজন্য সে-সকলের ফলও একরূপ নহে। ঈশ্বর ফল-বৈষম্যের প্রতি পর্জ্জন্যের ন্যায় সাধা-রণ কারণ। [যথা...শ্লিষ্যতে] যেমন লোকমধ্যে দেখা যায়, স্বীয় স্বীয় বীজে সমুৎপন্ন গুচ্ছ, গুল্ম, ধান্য, যব ও গোধূম প্রভৃতির সাধারণ নিমিত্ত (কারণ) মেঘ। মেঘ না থাকিলে রস, পুষ্প, ফল ও পত্র প্রভৃতি অসমান বা বিভিন্ন পদার্থ জন্মিত না, পৃথক্ পৃথক্ বীজ না থাকিলেও পৃথক্ পদার্থ জন্মিত না। তেমনি, ঈশ্বর ও জীবকৃত প্রযত্ন না থাকিলে এরূপ সৃষ্টিবৈচিত্র্য হইত না। ঈশ্বর জীবকৃত প্রযত্ন অনুসারে জীবগণের শুভাশুভ বিধান করেন, জীবেরাও তদ্বিধানবশ্য হইয়া ইচ্ছাবান্ হয়, হইয়া কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান করে, এ তত্ত্ব বিস্পষ্ট। [ননু...নবক্তম্] বলিয়াছিলে যে, জীবের কর্ত্তৃত্বকে পরাধীন অর্থাৎ ঈশ্বরাধীন বলিতে গেলে ঈশ্বরের জীবকৃতপ্রযত্নাপেক্ষতা উপপন্ন বা সঙ্গত হয় না, কিন্তু আমরা বলি, তাহা হয়।

জীব পরাধীন কর্ত্তা হইলেও জীব করে ও ঈশ্বর করান্। (অধ্যাপকাধীন ছাত্রের পাঠ মুখ্য কর্ত্তৃত্ব দৃষ্ট হয়)। অথবা সংসার অনাদি। যেহেতু অনাদি—

কারয়তি, পূর্ব্বতরঞ্চ প্রযত্নমপেক্ষ্য পূর্ব্বমকারয়দিত্যনাদিত্বাৎ সংসারস্যেনবদ্যম্। কথং পুনরবগম্যতে—কৃতপ্রযত্নাপেক্ষ ঈশ্বর ইতি? বিহিত-প্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্য ইত্যাহ। এবং হি "স্বর্গকামো যজেত," "ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ" ইত্যেবঞ্জাতীয়কস্য বিহিতস্য প্রতিষিদ্ধস্য চাবৈয়র্থ্যং ভবতি, অন্যথা তদনর্থকং স্যাৎ। ঈশ্বর এব বিধি-প্রতিষেধয়োর্নিযুজ্যেত, অত্যন্তপরতন্ত্রত্বাৎ জীবস্য। তথা বিহিতকারিণমপ্যনর্থেন সংসৃজেৎ প্রতিষিদ্ধকারিণমপ্যর্থেন। ততশ্চ প্রামাণ্যং বেদস্যাস্তমিয়াৎ। ঈশ্বরস্য চাত্যন্তানপেক্ষত্বে লৌকিকস্যাপি পুরুষকারস্য বৈয়র্থ্যং, তথা দেশ-কালনিমিত্তানাং পূর্ব্বোক্তদোষপ্রসঙ্গশ্চেত্যেবঞ্জাতীয়কং দোষজাতমাদিগ্রহণেন দর্শয়তি ॥ ২। ৩। ৪২ ॥

তস্মাদ্বিধিনিষেধশাস্ত্রাবিরোধাল্লোকস্য স্থূলদর্শিত্বাৎ "এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি" ইত্যাদিশ্রুতেঃ—

"অজ্ঞো জন্তুরনীশোঽয়মাত্মনঃ সুখদুঃখয়োঃ।
ঈশ্বরপ্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং বা শ্বভ্রমেব বা" ॥ ইতি

স্মৃতেশ্চেশ্বরতন্ত্রাণামেব জন্তূনাং কর্ত্তৃত্বং, ন তু স্বতন্ত্রাণামিতি সিদ্ধম্। ঈশ্বর এব বিধিনিষেধয়োঃ স্থানে নিযুজ্যেত, যদ্বিধিনিষেধয়োঃ ফলং, তদীশ্বরেণ তৎপ্রতিপাদিতধর্ম্মাধর্ম্মনিরপেক্ষেণ কৃতমিতি বিধিনিষেধয়োরানর্থক্যম্। ন কেবলমানর্থক্যং বিপরীতঞ্চাপদ্যত ইত্যাহ—"তথা বিহিতকারিণম্" ইতি। পূর্ব্বোক্তশ্চ দোষঃ কৃতনাশাকৃতাভ্যাগমঃ প্রসজ্যেত। অতিরোহিতার্থমন্যৎ ॥ ২। ৩। ৪২ ॥

সেই হেতুই ঐ দোষ নগণ্য। ঈশ্বর পূর্ব্বকৃত প্রযত্ন (ধর্ম্মাধর্ম্ম) অনুসারে জীবকে এতৎকালে করান, তৎপূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারে তৎপূর্ব্বে করাইয়াছিলেন, এইরূপ অনাদিপ্রবাহ অনিন্দীয়। [কথং...মিয়াৎ] ঈশ্বর যে, জীবকৃত প্রযত্নাপেক্ষ, তাহা বিহিত নিষিদ্ধের সার্থক্যাদির দ্বারা জানা যায়। অর্থাৎ ঐরূপ হইলেই "স্বর্গকামনায় যাগ করিবেক" "ব্রাহ্মণ বধ করিবেক না" ইত্যাদি ইত্যাদি বিধি ও নিষেধশাস্ত্রের সার্থক্য থাকিতে পারে, এবং অন্যরূপ (ঈশ্বর জীবকৃত প্রযত্নাপেক্ষ না হইয়া সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী) হইলে ঐ সকল বিধানের ও অনুষ্ঠানের আনর্থক্য ঘটনা হয়। জীব অত্যন্ত পরাধীন, ঈশ্বরাধীন, ঈশ্বরই তাহাদিগকে বৈধাবৈধ কার্য্য করান, বৈধকারীকে অনিষ্টে পাতিত ও অবৈধকারীকে ইষ্টফলে যোজিত করেন, এরূপ হইলে বেদের প্রামাণ্য অস্তগত হয় অর্থাৎ বেদকে মিথ্যা বলা হয়। [ঈশ্বরস্য...দর্শয়তি] সূত্রে 'আদি' শব্দ দিয়া দেখাইয়াছেন যে, ঈশ্বর অত্যন্ত নিরপেক্ষ হইলে লৌকিক পুরুষকারেরও বৈফল্য এবং দেশ, কাল, নিমিত্ত, এ সকলের প্রতি ও পূর্ব্বোক্ত দোষ আপতিত হয় ॥ ২। ৩। ৪২ ॥

অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাশকিতবাদিত্বমধীয়ত একে ॥ ২ । ৩ । ৪৩ ॥*

জীবেশ্বরয়োরুপকার্য্যোপকারকভাব উক্তঃ। স চ সম্বন্ধয়োরেব লোকে দৃষ্টঃ। যথা স্বামিভৃত্যয়োর্যথাবাঽগ্নিস্ফুলিঙ্গয়োঃ। ততশ্চ জীবেশ্বরয়োরপ্যুপকার্য্যোপকারকভাবাভ্যুপগমাৎ কিং স্বামিভৃত্যবৎ সম্বন্ধঃ? আহোস্বিৎ অগ্নি-বিস্ফুলিঙ্গবদিত্যস্যাং বিচিকিৎসায়ামনিয়মো বা প্রাপ্নোতি, অথবা স্বামিভৃত্যপ্রকারেষ্বেব ঈশিত্রীশিতব্যভাবস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ তদ্বিধ এব সম্বন্ধ ইতি প্রাপ্নোতি, অতো ব্রবীতি 'অংশঃ' ইতি। জীব ঈশ্বরস্যাংশো ভবিতুমর্হতি,—যথাগ্নের্ব্বিস্ফুলিঙ্গঃ। অংশ

অবান্তরসঙ্গতিমাহ—"জীবেশ্বরয়োঃ" ইতি। উপকার্য্যোপকারকভাবঃ প্রযোজ্য-প্রযোজকভাবঃ। অত্রাপাততো বিনগমনাহেতোরভাবাদনিয়মোঽনিশ্চয় ইত্যুক্ত নিশ্চয়হেত্বাভাসদর্শনেন। ভেদপক্ষমালম্ব্যাহ—"অথবা" ইতি। ঈশিত-

জীবেশ্বরের উপকার্য্য-উপকারকভাব বর্ণিত হইল। (জীব উপকার্য্য, ঈশ্বর উপকারক), পরন্তু ঐ ভাবটী পরস্পর সম্বন্ধ, অর্থাৎ সম্বন্ধবিশিষ্ট দ্বয়ের মধ্যে দৃষ্ট হয়। 'ইহা প্রভু-ভৃত্যের মধ্যেও দেখা যায়, অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের মধ্যেও দেখা যায়। প্রোক্ত দ্বিবিধ দৃষ্টান্ত ও জীবেশ্বরের উপকার্য্য-উপকারক ভাব স্বীকার থাকায় সন্দেহ হয়, জীবেশ্বরের সম্বন্ধ কিম্বিধ?—প্রভু-ভৃত্য-সদৃশ সম্বন্ধ? না অগ্নি-স্ফুলিঙ্গসমান সম্বন্ধ? সন্দেহের পর প্রথম কোটীতে পাওয়া যায়, সম্বন্ধের নিয়ম নাই। অথবা স্বামি-ভৃত্য-সদৃশ সম্বন্ধই আছে। প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যেই নিয়ন্তৃ-নিয়ম্যভাব (প্রভু নিয়ন্তা, ভৃত্য তাহার নিয়ম্য) প্রসিদ্ধ। জীবেশ্বরের মধ্যেও ঐরূপ সম্বন্ধ (জীব নিয়ম্য, ঈশ্বর তাহার নিয়ন্তা) যুক্তিলভ্য। [অতো... যুজ্যতে] এতদ্রূপ প্রাপ্ত পক্ষের পরিহারার্থ বলিতেছেন, জীব ঈশ্বরাংশ হইবার যোগ্য। অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ যদ্রূপ, ব্রহ্মের জীবভাবও তদ্রূপ। নিরবয়ব পদার্থের

* জীবো ব্রহ্মণোঽংশো ভবিতুমর্হত্যগ্নের্বিস্ফুলিঙ্গ ইবেতি প্রতিজ্ঞা। অত্র হেতুর্নানেতি। ভবতি হি ভেদেনোপদেশো জীবপরয়োঃ "সোঽন্বেষ্টব্য" ইত্যাদৌ। অন্যথাপি প্রকারান্তরেণ চ। একে শাখিনস্তস্য দাশকিতবাদিভাবমধীয়তে। বিস্তরস্তু ভাষ্যে।

জীবেশ্বরের সম্বন্ধ কিরূপ? সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ? না অগ্নিবিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় অংশাংশিভাব (ভেদাভেদ) সম্বন্ধ? ইহার সিদ্ধান্ত, জীব পরব্রহ্মের অংশ। কেন-না, শ্রুতিতে ভেদকথন ও অন্য প্রকার অর্থাৎ ভেদাভেদ কথন উভয়ই আছে। কোন কোন শাখায় ব্রহ্ম দাশাদিভাবে বর্ণিত হইয়াছেন। অর্থাৎ দাশাদিও ব্রহ্ম, এইরূপ কথন আছে।

ইবাংশঃ। ন হি নিরবয়বস্য মুখ্যোঽংশঃ সম্ভবতি। কস্মাৎ পুনর্নিরবয়বত্বাৎ স এব ন ভবতি? নানাব্যপদেশাৎ। "সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" "এতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি" "য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মানমন্তরো যময়তি" ইতি চৈবঞ্জাতীয়কো ভেদনির্দ্দেশো নাসতি ভেদে যুজ্যতে।

নমু চায়ং নানাব্যপদেশঃ সুতরাং স্বামিভৃত্যসারূপ্যে যুজ্যত-ইতি, অত আহ—অন্যথা চাপীতি। ন চ নানাব্যপদেশাদেব কেবলাদংশত্বপ্রতিপত্তিঃ। কিন্তর্হি? অন্যথা চাপি ব্যপদেশো ভবত্যনানাত্বস্য প্রতিপাদকঃ। তথা হি—একে শাখিনো দাশকিতবাদিভাবং ব্রহ্মণ আমনন্তি আথর্ব্বণিকা ব্রহ্মসূক্তে—"ব্রহ্ম দাশা ব্রহ্ম দাসা ব্রহ্মেমে কিতবা উত" ইত্যাদিনা। দাশা য এতে কৈবর্ত্তাঃ প্রসিদ্ধাঃ, যে চামী দাসাঃ স্বামিষ্বাত্মানমুপক্ষিপন্তি, যে চান্যে কিতবা দ্যূতবৃত্তাঃ,তে সর্ব্বে ব্রহ্মৈবেতি হীনজন্তূদাহরণেন

ব্যেশিতৃভাবশ্চান্বেষ্যান্বেষ্টৃভাবশ্চ জ্ঞেয়জ্ঞাতৃভাবশ্চ নিয়ম্যনিয়ন্তৃভাবশ্চাধারাধেয়ভাবশ্চ ন জীবপরমাত্মনোরভেদেঽবকল্পতে।

ন চ "ব্রহ্ম দাশা ব্রহ্ম কিতবাঃ" ইত্যাদ্যাশ্চ শ্রুতয়ঃ—দাশা ব্রহ্ম, কিতবা ব্রহ্ম, ইত্যাদিপ্রতিপাদনপরা জীবানাং ব্রহ্মণোঽভেদেঽবকল্পন্তে। ন চৈতাভির্ভেদা-

বাস্তব অংশ না থাকায় কল্পিত অংশ গ্রহণীয়। নিরবয়বত্ব বিধায় বাস্তব অংশ না থাকিলেও জীব ব্রহ্মাংশ, ব্রহ্ম নহে। কেন-না,'শ্রুতিতে তদুভয়ের ভেদ-ব্যপদেশ (ভিন্নভাবে গণনা) আছে। যথা—"তিনি জীবের অন্বেষণীয়, তিনি বিচারণীয়—বিচারপূর্ব্বক জ্ঞেয়।" "ইহাঁকে জানিয়া মুনি হয়।" "যিনি আত্মায় অবস্থিত ও অন্তরে থাকিয়া আত্মাকে নিযোজিত করেন।" ইত্যাদি। ভেদ না থাকিলে শ্রুতি ঐরূপ ভেদ নির্দ্দেশ করিতেন না।

[নমু চায়ং...দিনা] যদি কেহ মনে করেন, ঐ ভেদ প্রভু-ভৃত্য-ভাবেও সঙ্গত হয়, তাই তৎপরিহারার্থ বলিয়াছেন, "অন্যথা চাপি" অন্য প্রকারেও অংশত্ব প্রতীতি হয়। কেবল ভেদ-কথন দ্বারাই যে, অংশত্ব প্রতীতি হয়, তাহা নহে, ভেদ-বোধক অন্য ব্যপদেশও (বর্ণনাও) আছে। তাহারই উদাহরণার্থ কোন কোন শাখা ব্রহ্মের দাশভাবে অবস্থান গান করিয়াছেন। অথর্ব্ববেদীয় ব্রহ্মসূক্তে "দাশেরা ব্রহ্ম, দাশেরা ব্রহ্ম, এই সকল ধূর্ত্তেরাও ব্রহ্ম"ইত্যাদি ক্রমে গীত হইয়াছে। [দাশা...মাহঃ] কৈবর্ত্তাদি জাতি দাশ-শব্দে প্রসিদ্ধ। ভৃত্যেরা দাস-শব্দে খ্যাত। দ্যূতসেবীরা (যাহারা জুয়া খেলে) কিতব নামে পরিচিত। ইহারা

সর্ব্বেষামেব নামরূপকৃত-কার্য্যকরণসঙ্ঘাতপ্রবিষ্টানাং জীবানাং ব্রহ্মত্বমাহুঃ।

তথা অন্যত্রাপি ব্রহ্মপ্রক্রিয়ায়ামেবায়মর্থঃ প্রপঞ্চ্যতে—"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি, ত্বং কুমার উত বা কুমারী, ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি, ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ" ইতি, "সর্ব্বাণি রূপাণি-বিচিত্য ধীরো নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে" ইতি চ। "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চাস্যার্থস্যসিদ্ধিঃ। চৈতন্যঞ্চাবিশিষ্টং জীবেশ্বরয়োঃ—যথা অগ্নিবিস্ফুলিঙ্গয়োরৌষ্ণ্যম্। অতো ভেদাভেদাবগমাভ্যামংশত্বাবগমঃ ॥২।৩।৪৩॥

কুতশ্চাংশত্বাবগমঃ ?

ভেদপ্রতিপাদনপরাভিঃ শ্রুতিভিঃ সাক্ষাদংশত্বপ্রতিপাদকাচ্চ মন্ত্রবর্ণাৎ "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি" ইত্যাদেঃ, স্মৃতেশ্চ "মমৈবাংশঃ" ইত্যাদের্জ্জীবানামীশ্বরাংশত্বসিদ্ধিঃ। নিরতিশয়োপাধিসম্পদা চ বিভূতিযোগেনেশ্বরঃ স্বাংশানামপি নিকৃষ্টোপাধীনামীষ্ট ইতি যুজ্যতে। ন হি তাবদনবয়বেশ্বরস্য জীবা ভবিতুমর্হন্ত্যংশাঃ।

অপি চ জীবানাং ব্রহ্মাংশত্বে তদ্গতা বেদনা ব্রহ্মণো ভবেৎ, পাদাদিগতা ইব বেদনা দেবদত্তস্য। ততশ্চ ব্রহ্মভূয়ংগতস্য সমস্তজীবগতবেদনানুভবপ্রসঙ্গ ইতি বরং সংসার এব মুক্তেঃ। তত্র হি স্বগতবেদনামাত্রানুভবাৎ ন ভূরি দুঃখমনুভবতি। মুক্তশ্চ সর্ব্বজীববেদনাভাগিতি প্রযত্নেন মুক্তিরনর্থবহুলতয়া পরিহর্ত্তব্যা স্যাদিতি।

সকলেই ব্রহ্ম। শ্রুতি উদাহরণ প্রসঙ্গে ঐরূপ ও অন্যরূপ নীচ জাতির উল্লেখ করিয়া দেহপ্রবিষ্ট সমুদায় জীবের ব্রহ্মত্ব খ্যাপন করিয়াছেন।

[তথা...গমঃ] অন্য শ্রুতির ব্রহ্মপ্রস্তাবেও ঐ অর্থ বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—"তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার, তুমি কুমারী, তুমিই বৃদ্ধ হইয়া যষ্টি ধারণপূর্ব্বক গমন কর, তুমিই জন্মগ্রহণ কর ও তুমি সর্ব্বতোমুখ অর্থাৎ সর্ব্বময়।" "বিনি নাম ও রূপ (সংজ্ঞা ও মূর্ত্তি) সৃজন করতঃ তন্মধ্যঃপ্রবিশিষ্ট আছেন।" ইত্যাদি। "ইহাঁ ব্যতীত অন্য দ্রষ্টা নাই" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারাও ঐ অভিপ্রায়ই লব্ধ হয়। জীবের ও ঈশ্বরের চৈতন্য অবিশিষ্ট অর্থাৎ চৈতন্যাংশে ভিন্নতা নাই। যেমন অগ্নিতে ও তাহার স্ফুলিঙ্গে উষ্ণতাবিষয়ে বিশেষ বা ভেদ নাই। বিচারের উপসংহার এই যে, শ্রুতির দ্বারা ভেদ ও অভেদ অবগত হওয়া যায় বলিয়া জীব-ব্রহ্মের মধ্যে অংশাংশিভাব প্রতীত হয়॥ ২। ৩। ৪৩॥

এতদ্ভিন্ন, অন্য হেতুতেও জীবের অংশভাব নিশ্চিত হয়।

মন্ত্রবর্ণাচ্চ ॥ ২ । ৩ । ৪৪॥*

মন্ত্রবর্ণ শ্চৈতমর্থমবগময়তি—

"তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ।

পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥" ইতি।

অত্র ভূতশব্দেন জীবপ্রধানানি স্থাবরজঙ্গমানি নির্দ্দিশতি—

তথা ভেদাভেদয়োঃ পরস্পরবিরোধিনোরেকত্রাসম্ভবান্নাংশত্বং জীবানাম্। ন চ ব্রহ্মৈব সৎ, অসন্তস্তু জীবা ইতি যুক্তং, সুখদুঃখমুক্তিসংসারব্যবস্থাভাবপ্রসঙ্গাদ-মুজ্ঞাপরিহারাভাবপ্রসঙ্গাচ্চ। তস্মাজ্জীবা এব পরমার্থসন্তো ন ব্রহ্মৈকমদ্বয়ম্। অদ্বৈতশ্রুতয়স্তু জাতিদেশকালাভেদনিমিত্তোপচারাদিতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে। অনধিগতার্থাববোধনানি প্রমাণানি—বিশেষতঃ শব্দঃ। তত্র ভেদো লোকসিদ্ধত্বান্ন শব্দেন প্রতিপাদ্যঃ। অভেদস্ত্বনধিগতত্বাদধিগতভেদানুবাদেন প্রতিপাদান-মর্হতি। যেন চ বাক্যমুপক্রম্যতে, মধ্যে চ পরামৃশ্যতে, অন্তে চোপসংহ্রিয়তে, তত্রৈব তস্য তাৎপর্য্যম্। উপনিষদশ্চাদ্বৈতোপক্রম-তৎপরামর্শ-তদুপসংহারা অদ্বৈত-পরা এব যুজ্যন্তে। ন চ যৎপরাস্তদৌপচারিকং যুক্তম্। অভ্যাসে হি ভূয়-স্ত্বমর্থস্য ভবতি নাল্পত্বমপি, প্রাগেবোপচরিতত্বমিত্যুক্তম্। তস্মাদদ্বৈতে তাবিকে স্থিতে জীবভাবস্তস্য ব্রহ্মণোঽনাদ্যনির্ব্বচনীয়াবিদ্যোপধানভেদাৎ একস্যেব বিম্বস্য দর্পণাদ্যুপাধিভেদাৎ প্রতিবিম্বভেদাঃ। এবঞ্চানুজ্ঞাপরিহারৌ লৌকিকবৈদিকৌ সুখদুঃখমুক্তিসংসারব্যবস্থা চোপপদ্যতে। ন চ মোক্ষস্যানর্থবহুলতা, যতঃ প্রতিবিম্বানামিব শ্যামতাবদাততাদির্জ্জীবানামেব নানাবেদনাভিসম্বন্ধঃ, ব্রহ্মণস্তু বিম্বস্যেব ন তদভিসম্বন্ধঃ। যথা চ দর্পণাপনয়ে তৎপ্রতিবিম্বং বিম্বভাবেনাব-তিষ্ঠতে, ন কৃপাণে প্রতিবিম্বিতম্, এবমবিদ্যোপধানবিগমে জীবে ব্রহ্মভাবঃ, ইতি সিদ্ধং জীবো ব্রহ্মাংশ ইব তত্ত্বস্তুতয়া, ন ত্বংশ ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥২।৩।৪৩॥

[রত্নপ্রভা। অস্য সহস্রশীর্ষপুরুষস্য তাবান্ প্রপঞ্চো মহিমা বিভূতিঃ, পুরুষস্তস্মাৎ প্রপঞ্চাৎ জ্যায়ান্মহত্তরঃ। ভূতানি দেহিনো জীবাঃ, ইত্যত্র নিয়ামকমাহ—

বেদ-মন্ত্রের বর্ণনাও ঐ অর্থ বোধ করায়। যথা—"এতাবৎ বস্তু অর্থাৎ সমুদায় জগৎপ্রপঞ্চ এই সহস্রশিরা পুরুষের (বিরাট্-পুরুষের) মহিমা অর্থাৎ বিভূতি। পুরুষ তদপেক্ষাও জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ মহত্তর। সমুদায় ভূত তাঁহার পাদ অর্থাৎ একাংশ এবং অন্য ত্রিপাদ স্বর্গীয় প্রপঞ্চাতীত।" উদাহৃত শ্রুতিতে যে, ভূত-শব্দ আছে, তদ্দ্বারা জীবপ্রধান স্থাবর-জঙ্গমের নির্দ্দেশ হইয়াছে। "সর্ব্ব-ভূতেষু অহিংসা" ইত্যাদি প্রয়োগে ভূত-শব্দে জীবপ্রধান স্থাবর-জঙ্গম অভি-

* মন্ত্রবর্ণাৎ শ্লোকাত্মক-বেদভাগাদপি এষোঽর্থঃপ্রতীয়তে।

শ্লোকাত্মক বেদ-শব্দের দ্বারাও অর্থাৎ বৈদিক শ্লোকের বর্ণনাবিশেষের দ্বারাও অংশত্ব প্রতীতি হয়। মন্ত্র—বৈদিক-শ্লোক।

"অহিংসন্ সর্ব্বভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্যঃ" ইতি প্রয়োগাৎ। অংশঃ পাদো ভাগ ইত্যনর্থান্তরম্। তস্মাদপ্যংশত্বাবগমঃ ॥ ২ । ৩ । ৪৪ ॥

কুতশ্চাংশত্বাবগমঃ ?

অপি চ স্মর্য্যতে ॥ ২ । ৩ । ৪৫ ॥*

ঈশ্বরগীতাস্বপি চেশ্বরাংশত্বং জীবস্য স্মর্য্যতে "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" ইতি। তস্মাদপ্যংশত্বাবগমঃ। যত্তূক্তং স্বামিভৃত্যাদিষ্বেবেশিত্রীশিতব্যভাবো লোকে প্রসিদ্ধ ইতি। যদ্যপ্যেষা লোকে প্রসিদ্ধিঃ, তথাপি শাস্ত্রাত্ত্বত্রাংশাংশিত্বমীশিত্রীশিতব্যভাবশ্চ নিশ্চীয়তে। নিরতিশয়োপাধিসম্পন্নশ্চেশ্বরো নিহীনোপাধিসম্পন্নান্ জীবান্ প্রশাস্তীতি ন কিঞ্চিদ্বিপ্রতিষিধ্যতে ॥ ২ । ৩ । ৪৫ ॥

অত্রাহ—ননু জীবস্য ঈশ্বরাংশত্বাভ্যুপগমে তদীয়েন সংসার-

"অহিংসন্" ইতি। তীর্থানি শাস্ত্রোক্তকর্ম্মাণি, তেভ্যোঽন্যত্র সর্ব্বপ্রাণিহিংসামকুর্ব্বন্ ব্রহ্মলোকমাপ্নোতীত্যর্থঃ। অত্র ভূতশব্দস্য প্রাণিষু প্রয়োগাৎ সূক্তোক্তমন্ত্রেঽপি তথেতি ভাবঃ। ভূতানাং পাদত্বেঽপি অংশত্বং কুতস্তত্রাহ—অংশঃ পাদ ইতি ॥ ২ । ৩ । ৪৪ ॥ ইতি রত্নপ্রভা]

[রত্নপ্রভা। জীবস্য পুরুষসূক্তমন্ত্রোক্তভগবদংশত্বে ভগবদ্গীতামুদাহরতি সূত্রকারঃ। অপি চেতি। অত্যন্তভিন্নে ঈশিত্রীশিতব্যভাবপ্রসিদ্ধেঃ ঈশিতব্যজীবস্য কথমীশ্বরাংশত্বমিত্যাশঙ্ক্য কল্পিতভেদেনাপীশিতব্যত্বোপপত্তেরন্যথাসিদ্ধাভেদশাস্ত্রবলাদংশত্বমিত্যাহ যত্ত্বিত্যাদিনা। ঔপাধিকে ঈশ্বরস্য নিয়ন্তৃত্বে জীব

হিত হইতে দেখা যায়। অংশ, পাদ, ভাগ, এ সকল শব্দ সমানার্থক। অতএব মন্ত্র-বর্ণনার দ্বারাও জীবের অংশত্ব প্রতীতি হয় ॥২।৩।৪৪॥

কেন অংশত্ব প্রতীতি হয় ? এইরূপ পুনরাকাঙ্ক্ষা হওয়ায় বলিতেছেন—

জীব যে, ঈশ্বরাংশ, তাহা ঈশ্বরগীতাতেও স্মৃত হইয়াছে। যথা—"আমারই অংশ জীবলোকে সনাতন জীবভাবে অবস্থান করিতেছে।" এ স্মৃতির দ্বারাও জীবের ঈশ্বরাংশতা প্রতীত হয়। বলিয়াছিলে যে, প্রভু-ভৃত্যের মধ্যেই শাষ্য শাসকভাব প্রসিদ্ধ, তাহার প্রত্যুত্তর দিতেছি। [যত্তূক্তং...ষিধ্যতে] যদিও লোকে তথাবিধপ্রসিদ্ধি দেখা যায়, তথাপি, শাস্ত্রের দ্বারা অংশাংশিত্ব ও শিষ্য-শাসকভাব নিশ্চিত হইতেছে। উৎকৃষ্ট উপাধিসম্পন্ন ঈশ্বর হীনোপাধিবিশিষ্ট জীবদিগকে শাসন করেন, এ সিদ্ধান্তে অল্পমাত্রও বিরোধ নাই ॥ ২ । ৩ । ৪৫ ॥

[অত্রাহ...অত্রোচ্যতে] এই স্থানে কেহ কেহ বলিবেন,—আপত্তি করিবেন

---

* জীবস্যেশ্বরাংশত্বং স্মর্য্যতে স্মৃতিষূচ্যতে যতঃ, ততোঽপি।

স্মৃতিতেও জীবের ঈশ্বরাংশতা কথিত আছে। স্মৃতিতে কথিত থাকাও অংশত্ব প্রতীতির অন্যতম হেতু।

দুঃখোপভোগেনাংশিন ঈশ্বরস্যাপি দুঃখিত্বং স্যাৎ, যথা লোকে হস্তপাদাদ্যন্যতমাঙ্গগতেন দুঃখেনাঙ্গিনো দেবদত্তস্য দুঃখিত্বং, তদ্বৎ। ততশ্চ তৎপ্রাপ্তানাং মহত্তরং দুঃখং প্রাপ্নুয়াৎ। অতো বরং পূর্ব্বাবস্থঃ সংসার এবাস্ত্বিতি সম্যগদর্শনানর্থক্যপ্রসঙ্গঃ স্যাদিতি। অত্রোচ্যতে—

প্রকাশাদিবন্নৈবং পরঃ ॥ ২ । ৩ । ৪৬ ॥*

যথা জীবঃ সংসারদুঃখমনুভবতি, নৈবং পর ঈশ্বরোঽনুভ-

এব তন্নিয়ন্তা কিং ন স্যাদিত্যত আহ—নিরতিশয়েতি। নিতরাং হীনঃ শরীরাদ্যুপাধিঃ, আজ্ঞানিকোপাধিতারতম্যাদীশেশিতব্যব্যবস্থা, ন বস্তুতঃ। তদুক্তং সুরেশ্বরাচার্য্যৈঃ "ঈশেশিতব্যসম্বন্ধঃ প্রত্যগজ্ঞানহেতুজঃ। সম্যগ্‌জ্ঞানে তমোধ্বস্তাবীশ্বরাণামপীশ্বরঃ" ইতি ॥ ২ । ৩ । ৪৫ ॥ রত্নপ্রভা ॥]

'[রত্নপ্রভা। উত্তরসূত্রমবতারয়তি—"অত্রাহ" ইতি। ঈশ্বরঃ স্বাংশদুঃখৈর্দুঃখী অংশিত্বাৎ দেবদত্তবদিত্যর্থঃ। ততঃ কিং, তত্রাহ—"ততশ্চ" ইতি। জ্ঞানাৎ সর্ব্বাংশদুঃখসমষ্টিপ্রাপ্ত্যাপেক্ষয়া সংসারো বরং, তত্র স্বদুঃখমাত্রানুভবাদিত্যর্থঃ।

নৈবং পর ইতি প্রতিজ্ঞাং বিভজতে—"যথা জীবঃ" ইতি। দেবদত্তদৃষ্টান্তে

যে, জীবকে যদি ঈশ্বরের অংশ বল, তাহা হইলে জীবের সংসার-দুঃখের-ভোগ অংশী ঈশ্বরেরও সংসারদুঃখভোগ মান্য করিতে হইবেক। লোকেও দেখা যায়, হস্তের অথবা অন্য অঙ্গের দুঃখে অঙ্গী দেবদত্ত দুঃখিত হন। অঙ্গের দুঃখে অঙ্গীর দুঃখভোগ, এতদ্দৃষ্টান্তে অংশের (জীবের) দুঃখে অংশীর (ঈশ্বরের) দুঃখ অবশ্যই অনুমেয়। ঐ অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরত্বপ্রাপ্ত জীব পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখী হয়, ইহাও অনুমেয় হইবেক। সাধন দ্বারা সংসারমুক্ত বা ঈশ্বরপ্রাপ্ত জীবের যদি অধিক দুঃখই হয়, তাহা হইলে সংসার থাকাই ভাল, মোক্ষ ভাল নহে। সংসার থাকুক, মোক্ষে প্রয়োজন নাই। মোক্ষে সর্ব্বাংশগত দুঃখে দুঃখী, আর সংসারে একাংশমাত্র দুঃখী। অতএব, মোক্ষ অপ্রয়োজনীয় হওয়ায় তত্ত্বজ্ঞানের ও তত্ত্বজ্ঞানোপদেশক শাস্ত্রাদিরও বৈফল্যাপত্তি হইতেছে। বাদিগণের এই আপত্তি বিদূরিত করিবার জন্য সূত্র—

জীব যদ্রূপ সংসারদুঃখ অনুভব করে, পর অর্থাৎ ঈশ্বর সেরূপ করেন না। জীব

---

* যথা জীবস্তথা পরঃ পরমেশ্বরো ন ভবতি। প্রকাশাদিবদিতি দৃষ্টান্তঃ। যথা প্রকাশঃ সৌর্য্যশ্চান্দ্রমসো বা পরমার্থতস্তত্তদ্ভাবং ন প্রতিপদ্যতে, তথেতি যোজনা। আদিশব্দাদাকাশাদিদৃষ্টান্তো গ্রাহ্যঃ।

যেমন সৌরালোক প্রভৃতি অঙ্গুল্যাদি উপাধির দ্বারা বক্রাদিভাব প্রাপ্ত হইলেও তাহাদের স্বরূপে সে সকলের অভাব আছে, সেইরূপ, বুদ্ধ্যাদি-উপাধি-সংসর্গে জীবাংশের দুঃখ হওয়া দৃষ্ট হইলেও

বতীতি প্রতিজানীমহে। জীবো হ্যবিদ্যাবেশবশাৎ দেহাদ্যাত্মভাবমিব গত্বা তৎকৃতেন দুঃখেন দুঃখ্যহমিত্যবিদ্যাকৃতং দুঃখোপভোগমভিমন্যতে, নৈবং পরমেশ্বরস্য দেহাদ্যাত্মভাবো দুঃখাভিমানো বাস্তি। জীবস্যাপ্যবিদ্যাকৃত-নামরূপনির্বৃত্ত-দেহেন্দ্রিয়াদ্যুপাধ্যবিবেকভ্রমনিমিত্ত এব দুঃখাভিমানো ন তু পারমার্থিকোঽস্তি। যথা চ স্বদেহগতং দাহচ্ছেদাদিনিমিত্তং দুঃখং তদভিমানভ্রান্ত্যানুভবতি, তথা পুত্রমিত্রাদিগোচরমপি দুঃখং তদভিমানভ্রান্ত্যৈবানুভবতি—অহমেব পুত্রোঽহমেব মিত্রমিত্যেবং স্নেহবশেন পুত্রমিত্রাদিষ্বভিনিবিশমানঃ। ততশ্চ নিশ্চিতমেতদবগম্যতে মিথ্যাভিমানভ্রমনিমিত্ত এব দুঃখানুভব-ইতি।

ব্যতিরেকদর্শনাচ্চৈবমবগম্যতে তথাহি—পুত্রমিত্রাদিমৎসু

ভ্রান্তিকামকর্ম্মরূপদুঃখসামগ্রীসত্ত্বমুপাধিঃ। তদভাবাদীশ্বরস্য দুঃখিত্বপ্রাপ্তিঃ। উক্তঞ্চৈতদভেদেঽপি বিম্বপ্রতিবিম্বয়োর্ধর্ম্মব্যবস্থেতি ভাবঃ। দুঃখস্য ভ্রান্তিকৃতত্বং প্রপঞ্চয়তি—"জীবস্যাপি" ইত্যাদিনা।

ভ্রান্তৌ সত্যাং দুঃখমিত্যন্বয়মুক্ত্বা ভ্রান্ত্যভাবে দুঃখাভাবদর্শনাচ্চ ভ্রান্তিকৃতমেব দুঃখমিতি নিশ্চীয়ত ইত্যাহ—"ব্যতিরেক" ইতি। ইতরেষু অভিমানশূন্যেষ্বিত্যর্থঃ।

অবিদ্যার বশ্য হইয়া দেহাদিতে আত্মভাব (অহংজ্ঞান) স্থাপন করতঃ দেহাদির দুঃখে দুঃখী হন, মোহবশতঃ আমি দুঃখী এইরূপ ভাবেন, পরমেশ্বরের সেরূপ দুঃখাভিমান ও দেহাদিতে আত্মভাব নাই। জীবগত দুঃখাভিমানও পারমার্থিক নহে, তাহাও ভ্রমমূলক। অবিদ্যা যে নামরূপবিশিষ্ট দেহাদি উৎপাদন করিয়াছে, জীব অভিমান বা অধ্যাসবশতঃ তাহার সহিত একীভূত, সুতরাং ভ্রান্ত, ভ্রান্ত হওয়াতেই তাহার দুঃখ। [যথা চ...ভব ইতি] যেমন দেহাদিতে আত্মাভিমানরূপ ভ্রান্তি থাকায় জীব দেহাদিস্থিত দুঃখকে আপনাতে আরোপিত করতঃ 'আমি দুঃখী' ইত্যাকার অনুভব করে, তেমনি, অত্যন্ত বাহ্য পুত্রমিত্রাদিস্থিত দুঃখকেও আরোপ দ্বারা আপনাতে আনয়নপূর্ব্বক 'আমি দুঃখী, ইত্যাকার অনুভব করিয়া থাকে। পুত্রাদিতে অহং-মমাভিমানরূপ ভ্রম থাকাতেই জীব স্নেহের বশ্য হয়, হইয়া দুঃখী হয়। ইহার দ্বারাও নিশ্চয় হয় যে, দুঃখবোধ মিথ্যা বা ভ্রমমূলক।

[ব্যতিরেক...প্রসঙ্গঃ] ব্যতিরেক দর্শনেও অর্থাৎ ভ্রান্তির অভাবে দুঃখাভাব দৃষ্ট হওয়াতেও স্থির হয় যে, দুঃখ ভ্রান্তিকৃত। নিদর্শন দেখ,—যাহাদের পুত্র

সে দুঃখের দ্বারা অংশী পরমেশ্বরের স্বরূপ দুঃখিত হয় না। কেননা, স্বরূপে তাহার অভাব আছে। অর্থাৎ পরমেশ্বরের দুঃখ হয় না, ভ্রান্ত-জীবেরই ভ্রমবশতঃ দুঃখ হয়।

বহুষূপবিষ্টেষু তৎসম্বন্ধাভিমানিষিতরেষু চ, পুত্রো মৃতো মিত্রং মৃতমিত্যেবমাদ্যুদ্ঘোষিতে যেষামেব পুত্রমিত্রাদিমত্ত্বাভিমানস্তেষামেব তন্নিমিত্তং দুঃখমুৎপদ্যতে, নাভিমানহীনানাং পরিব্রাজকানাম্। অতশ্চ লৌকিকস্যাপি পুংসঃ সম্যগ্‌দর্শনার্থবত্ত্বং দৃষ্টং, কিমুত বিষয়শূন্যাদাত্মনোঽন্যদ্ বস্ত্বন্তরমপশ্যতো নিত্যচৈতন্যমাত্রস্বরূপস্যেতি। তস্মান্নাস্তি সম্যগ্দর্শনানর্থক্যপ্রসঙ্গঃ।

প্রকাশাদিবদিতি নিদর্শনোপন্যাসঃ। যথা প্রকাশঃ সৌর্য্যশ্চান্দ্রমসো বা বিয়দ্ব্যাপ্যাবতিষ্ঠমানোঽঙ্গুল্যাদ্যুপাধিসম্বন্ধাৎ তেষ্বৃজুবক্রাদিভাবং প্রতিপদ্যমানেষু তত্তদ্ভাবমিব প্রতিপদ্যমানোঽপি ন পরমার্থতস্তত্তদ্ভাবং প্রতিপদ্যতে, যথা চাকাশো ঘটাদিষু গচ্ছৎসু গচ্ছন্নিব বিভাব্যমানোঽপি ন পরমার্থতো গচ্ছতি, যথা বা উদশরাবাদিকম্পনাৎ তদ্গতে সূর্য্যপ্রতিবিম্বে কম্পমানেঽপি ন

জীবস্যাপি সম্যগ্‌জ্ঞানে দুঃখাভাবো দৃষ্টঃ, কিমু বাচ্যং নিত্যসর্ব্বজ্ঞেশ্বরস্যেত্যাহ—"অতশ্চ" ইতি। এবমংশিত্বে হেতোঃ সোপাধিকত্বমুক্তা যোঽংশী, স বস্তুতঃ স্বাংশধর্ম্মবানিতি ব্যাপ্তিং স্থলত্রয়ে ব্যভিচারয়তি—"প্রকাশাদিবৎ" ইতি।

মিত্রাদি আছে, অথবা যাহাদের অমুক আমার পুত্র ইত্যাদিবিধ অভিমান আছে, এবং যাহাদের সে সকল বিষয়, বা তদ্বিষয়ক অভিমান নাই, এমন অনেকগুলি লোক একস্থানে উপবিষ্ট আছে, এমন সময় যদি কেহ বলে, অমুক পুত্র মরিয়াছে, অথবা মিত্র মরিয়াছে, তাহা হইলে যাহাদের পুত্রাদি থাকার অভিমান আছে, তাহাদেরই দুঃখ হয়, যাহারা অনভিমানী সন্ন্যাসী, তাহাদের তাহা হয় না। যখন লৌকিক পুরুষেরও তত্ত্বজ্ঞানের পার্থক্য দৃষ্ট হইতেছে, তখন যে, বিষয়সম্পর্কশূন্য অদ্বয় নিত্যচৈতন্যরূপ আত্মার দুঃখ নাই বা হয় না, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানের বৈফল্যপ্রসক্তি নাই বা হয় না।

[প্রকাশাদি...ত্যুক্তম্] উদাহরণের নিমিত্ত 'প্রকাশাদিবৎ' বলা হইয়াছে। যেমন সূর্য্যের অথবা চন্দ্রের আলোক সমস্তাকাশব্যাপী হইলেও অঙ্গুলিপ্রভৃতি উপাধির যোগে যেন বক্রাদিভাব প্রাপ্ত হয়, সেই আলোক যেন বাঁকিয়া গিয়াছে, চঞ্চল হইতেছে অথবা সরল রেখাকারে আছে বলিয়া বোধ হয়, বোধ হইলেও বাস্তবিকপক্ষে তাহা তত্তদাকার প্রাপ্ত হয় না। যেমন আকাশকে ঘটাদির চলনে চলিতের ন্যায় দেখাইলেও বাস্তবিক তাহা চলে না, যেমন শরাবস্থ জলের কম্পনে

তদ্বান্ সূর্য্যঃ কম্পতে, এবমবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতে বুদ্ধ্যাদ্যুপাধ্যুপহিতে জীবাখ্যেঽংশে দুঃখায়মানেঽপি ন তদ্বানীশ্বরো দুঃখায়তে। জীবস্যাপি দুঃখপ্রাপ্তিরবিদ্যানিমিত্তৈবেত্যুক্তম্। তথা চাবিদ্যানিমিত্তজীবভাবব্যুদাসেন ব্রহ্মভাবমেব জীবস্য প্রতিপাদয়ন্তি বেদান্তাঃ "তত্ত্বমসি" ইত্যেবমাদয়ঃ। তস্মান্নাস্তি জৈবেন দুঃখেন পরমাত্মনো দুঃখিত্বপ্রসঙ্গঃ ॥ ২। ৩। ৪৬ ॥

স্মরন্তি চ ॥ ২। ৩। ৪৭ ॥*

স্মরন্তি চ ব্যাসাদয়ো যথা জৈবেন দুঃখেন ন পরমাত্মা দুঃখায়ত ইতি—

"তত্র যঃ পরমাত্মা হি স নিত্যো নির্গুণঃ স্মৃতঃ।
ন লিপ্যতে ফলৈশ্চাপি পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥

বস্তুতঃ স্বাংশদুঃখিত্বসাধ্যস্য দেবদত্তদৃষ্টান্তে বৈকল্যমপ্যাহ—"জীবস্য" ইতি। কল্পিতদুঃখিত্বসাধ্যস্তু ভ্রান্ত্যাদ্যভাবাদীশ্বরে নাস্তীত্যুক্তম্। কিঞ্চ, জীবস্যেশ্বরস্য বা বস্তুতো দুঃখিত্বানুমানং ন যুক্তমাগমবাধাদিত্যাহ—"তথা চ" ইতি। দুঃখিত্বে তদ্ভাবোপদেশো ন স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২। ৩। ৪৬ ॥ ইতি রত্নপ্রভা।]

সপ্তদশসংখ্যাপরিমিতো রাশির্গণঃ সপ্তদশকঃ। তদ্যথা বুদ্ধিকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি

তত্রস্থ প্রতিবিম্বের কম্পন হয় না, সূর্য্য যেমন তেমনিই থাকে, তেমনি, অবিদ্যাজনিত বুদ্ধ্যাদিতে উপহিত জীবনামক অংশ বুদ্ধিযোগবশতঃ দুঃখিতের ন্যায় হইলেও তাহাতে অংশী ঈশ্বর দুঃখিত হন না। জীবের দুঃখসংযোগ আবিদ্যক অর্থাৎ মিথ্যা বা ভ্রান্তিকৃত, ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। [তথা...প্রসঙ্গঃ] অপিচ, "তত্ত্বমসি—তিনিই তুমি" ইত্যাদি বেদান্তবাক্য অবিদ্যাকৃত জীবভাব নিরসন দ্বারা জীবের ব্রহ্মত্ব বোধন করায়। এই সকল কারণে বলিতে হয় যে, জীবসম্বন্ধীয় দুঃখে পরমাত্মার দুঃখপ্রাপ্তি হয় না ॥ ২। ৩। ৪৬ ॥

ব্যাসাদি ঋষিগণও স্মরণ করিয়াছেন অর্থাৎ বলিয়াছেন যে, জীবের দুঃখ হয় বলিয়া যে পরমাত্মারও দুঃখ হয়, তাহা হয় না। যথা—"তন্মধ্যে যিনি পরমাত্মা, তিনি নিত্য ও নির্গুণ। পদ্মপত্র যদ্রূপ জলের দ্বারা লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ, গুণাতীত পরমাত্মাও কর্ম্মফলে লিপ্ত হন না। যিনি একই কর্ম্মাত্মা অর্থাৎ কর্ম্মাশ্রয় জীব, তাঁহারই বন্ধন, তাঁহারই মোক্ষ এবং তিনি সপ্তদশ সংখ্যক রাশিতে

* ব্যাসাদয় ইতি যোজ্যম্। সমামনন্তীতি চ পূরণীয়ম্।
জীবের দুঃখ পরমাত্মায় স্পৃষ্ট হয় না, একথা ব্যাসাদি ঋষি বলিয়াছেন ও শ্রুতিতেও পঠিত হইয়াছে।

কর্ম্মাত্মা ত্বপরো যোঽসৌ মোক্ষবন্ধৈঃ স যুজ্যতে।
স সপ্তদশকেনাপি রাশিনা যুজ্যতে পুনঃ ॥" ইতি।

চ-শব্দাৎ সমামনন্তি চেতি বাক্যশেষঃ।

"তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি" ইতি,

একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ" ইতি চ ॥ ২ । ৩ । ৪৭ ॥

অত্রাহ—যদি তর্হি এক এব সর্ব্বেষাং ভূতানামন্তরাত্মা স্যাৎ, কথমনুজ্ঞাপরিহারৌ স্যাতাং লৌকিকৌ বৈদিকৌ চেতি। ননু চাংশো জীব ঈশ্বরস্যেত্যুক্তং, তদ্ভেদাচ্চানুজ্ঞাপরিহারৌ তদাশ্রয়াবব্যতিকীর্ণাবুপপদ্যেতে, কিমত্র চোদ্যত ইতি। উচ্যতে। নৈতদেবম্। অনংশত্বমপি হি জীবস্যাভেদবাদিন্যঃ শ্রুতয়ঃ প্রতিপাদয়ন্তি "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা" "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি"

বাহ্যানি দশ, বুদ্ধিমনসী বৃত্তিভেদমাত্রেণ ভিন্নে অপ্যেকীকৃত্যৈকমন্তঃকরণং, শরীরং, পঞ্চ বিষয়া ইতি সপ্তদশকোরাশিঃ ॥ ২ । ৩ । ৪৭ ॥

সম্মিলিত অর্থাৎ লিঙ্গশরীরবিশিষ্ট।" (১০ ইন্দ্রিয়, ৫ প্রাণ, ১ মন, ১ বুদ্ধি, সমুদায়ে ১৭)। সূত্রে যে, চ-শব্দ আছে, তদ্দ্বারা "শ্রুতিবাক্যও আছে" এইরূপ অর্থ উহ্য করিবে। উহ্যযোগ্য শ্রুতি এই—"সেই দুএর একটী সুস্বাদ জ্ঞানে কর্ম্ম-ফল ভোগ করে, অন্যটী ভোগ না করিয়া সাক্ষীরূপে প্রত্যক্ষ করেন।" এইরূপ, সর্ব্বপ্রাণীর অন্তরাত্মা সেই এক অর্থাৎ দ্বিতীয়রহিত বস্তু অসঙ্গস্বভাবতাহেতু লোকের দুঃখে দুঃখিত (দুঃখলিপ্ত) হন না। অর্থাৎ জীবকৃত দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করে না" ॥ ২ । ৩ । ৪৭ ॥

[অত্রাহ...জাতীয়কাঃ] এই স্থানে কেহ কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, যদি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা একই হয়, তাহা হইলে লৌকিক ও বৈদিক বিধি-নিষেধ কিরূপে সঙ্গত হইবে? কিরূপে সে সকলের সার্থক্য থাকিবে? (লৌকিক বৈদিক ব্যবহার নির্ব্বাহ পায় কৈ? দ্বৈত ব্যতীত কি ব্যবহার চলে? তাহা চলে না।) যদি বল, জীব ঈশ্বরের অংশ, সে ভাবে জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন, ভিন্নতা থাকায় বিধি-নিষেধ নির্ব্বাহিত হয়, ইহাতে আবার পূর্ব্বপক্ষ কি? আপত্তি কি? আপত্তি বা পূর্ব্বপক্ষ বীজ কি? তাহা বলিতেছি। জীব ঈশ্বরের অংশ, কেবল এ কথা নহে, শ্রুতিতে অনংশত্ববোধক কথাও আছে। "তিনি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট আছেন।" "ইহা ব্যতীত অন্য বা পৃথক্ দ্রষ্টা নাই।" "যে লোক আত্মায়

"তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যেবঞ্জাতীয়কাঃ। নম্বু ভেদাভেদাবগমাভ্যামংশত্বং সিধ্যতীত্যুক্তম্। স্যাদেতদেবং, যদ্যুভাবপি ভেদাভেদৌ প্রতিপিপাদয়িষিতৌ স্যাতাম্, অভেদ এব ত্বত্র প্রতিপিপাদয়িষিতঃ। ব্রহ্মাত্মত্বপ্রতিপত্তৌ পুরুষার্থসিদ্ধেঃ। স্বভাবপ্রাপ্তস্তু ভেদোহনূদ্যতে। ন চ নিরবয়বস্য ব্রহ্মণো মুখ্যোহংশো জীবঃ সম্ভবতীত্যুক্তম্। তস্মাৎ পর এবৈকঃ সর্ব্বেষাং ভূতানামন্তরাত্মা জীবভাবেনাবস্থিত ইত্যতো বক্তব্যানুজ্ঞাপরিহারোপপত্তিঃ, তাং ক্রমঃ—

অনুজ্ঞাপরিহারৌ দেহসম্বন্ধাজ্জ্যোতিরাদিবৎ ॥ ২ । ৩ । ৪৮ ॥ *

"ঋতৌ ভার্য্যামুপেয়াৎ" ইত্যনুজ্ঞা। "গুর্ব্বঙ্গনাং নোপগচ্ছেৎ" ইতি পরিহারঃ। তথা "অগ্নীষোমীয়ং পশুং সংজ্ঞপয়েৎ"

অনুজ্ঞা বিধিরভিমতঃ, ন তু প্রবৃত্তপ্রবর্ত্তনা। অপৌরুষেয়ে বেদে প্রবর্ত্তয়ি-

(আপনাতে) ভেদ দর্শন করে—সে মৃত্যুর পর মরণ প্রাপ্ত হয়।" "তিনিই তুমি" "আমি ব্রহ্ম" ইত্যাদি ইত্যাদি বহু অভেদবাদিনী শ্রুতি বিদ্যমান আছে। [নম্বু…ত্যুক্তম্] জীব-ব্রহ্মের ভেদ ও অভেদ, উভয়রূপতা প্রতীতি হয় বলিয়া জীবের অংশত্ব সিদ্ধ হয়, একথা বলিয়াছ সত্য ; কিন্তু তাহা সাধু হইত—যদি ভেদ ও অভেদ উভয় প্রতিপাদন করাই শ্রুতির ইষ্ট হইত। উভয় প্রতিপাদন করা ত শ্রুতির ইষ্ট নহে ; অভেদ প্রতিপাদন করাই শ্রুতির ইষ্ট। কেন-না, ব্রহ্মাত্মজ্ঞানে জীবের মোক্ষরূপ পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। অতএব, শ্রুতি স্বভাবপ্রাপ্ত ভেদের অনুবাদ করিয়া অভেদোপদেশ করিয়াছেন, ইহাই অবধারিত হয়। ব্রহ্ম নিরবয়ব, তাঁহার মুখ্য অংশ সম্ভবে না, একথাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। [তস্মাৎ… ক্রমঃ] যেহেতু একই পরমাত্মা সমুদায় ভূতের অন্তরাত্মা ও জীবভাবে অবস্থিত, সেই হেতু বিধি-নিষেধ-শাস্ত্রের সামঞ্জস্য হয়। যেরূপে হয়, তাহা বলিতেছি—

ঋতুকালে ভার্য্যায় উপগত হইবেক, এই একটী অনুজ্ঞা অর্থাৎ শাস্ত্রীয় আদেশ (বিধি)। গুরু-পত্নীতে উপগত হইবেক না, এই একটী পরিহার

* দেহসম্বন্ধাৎ দেহেন সহ দেহে বা সম্বন্ধস্তু সত্ত্বাৎ অনুজ্ঞাপরিহারৌ বিধিনিষেধৌ বৈদিকৌ লৌকিকৌ চ জ্যোতিরাদিদৃষ্টান্তেনোপপদ্যেতে।

দেহের সহিত সম্বন্ধ থাকায় আলোক প্রভৃতির দৃষ্টান্তে শাস্ত্রীয় ও লৌকিক বিধিনিষেধের সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য হয়। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

ইত্যনুজ্ঞা। "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" ইতি পরিহারঃ। এবং লোকেঽপি মিত্রমুপসেবিতব্যমিত্যনুজ্ঞা, শত্রুঃ পরিহর্ত্তব্য ইতি পরিহারঃ। এবম্প্রকারাবনুজ্ঞাপরিহারাবেকত্বেঽপ্যাত্মনো দেহ-সম্বন্ধাৎ স্যাতাম্। দেহৈঃ সম্বন্ধো দেহসম্বন্ধঃ। কঃ পুনর্দ্দেহ-সম্বন্ধঃ। দেহাদিরয়ং সঙ্ঘাতোঽহমেবেত্যাত্মনি বিপরীত-প্রত্যয়োৎপত্তিঃ। দৃষ্টা চ সা সর্ব্বপ্রাণিনাম্—অহং গচ্ছাম্য-হমাগচ্ছাম্যহমন্ধোঽহমনন্ধোঽহং মূঢ়োঽহমমূঢ় ইত্যেবমাত্মিকা। ন হ্যস্যাঃ সম্যগ্দর্শনাদন্যন্নিবারকমস্তি। প্রাক্ তু সম্যগ্দর্শনাৎ প্রততৈষা ভ্রান্তিঃ সর্ব্বজন্তুনাম্। তদেবমবিদ্যানিমিত্ত-দেহাদ্যুপাধি-সম্বন্ধকৃতাদ্বিশেষাদেকাত্ম্যাভ্যুপগমেঽপ্যনুজ্ঞাপরিহারাববকল্প্যেতে।

তুরভিপ্রায়ানুরোধাসম্ভবাৎ। ক্রত্বর্থায়ামগ্নীষোমীয়হিংসায়াং প্রবৃত্তপ্রবর্ত্তনানুপ-পত্তেশ্চ। পুরুষার্থেঽপি নিয়মাংশেঽপ্রবৃত্তেঃ।

"কঃ পুনর্দ্দেহসম্বন্ধঃ" ইতি। ন হি কূটস্থনিত্যস্যাত্মনোঽপরিণামিনোঽস্তি দেহেন সংযোগঃ সমবায়ো বা অন্যো বা কশ্চিৎ সম্বন্ধঃ, সকলধর্ম্মাতিগত্বাদিত্যভি-সন্ধিঃ। উত্তরং "দেহাদিরয়ং সঙ্ঘাতোঽহমেবেত্যাত্মনি বিপরীতপ্রত্যয়োৎ-পত্তিঃ"। অয়মর্থঃ—সত্যং নাস্তি কশ্চিদাত্মনো দেহাদিভিঃ পারমার্থিকঃ সম্বন্ধঃ, কিন্তু বুদ্ধ্যাদিজনিতাত্মবিষয়া বিপরীতা বৃত্তিরহমেব দেহাদিসংঘাত ইত্যেবং-রূপা, অস্যাং দেহাদিসঙ্ঘাত আত্মতাদাত্ম্যেন ভাসতে। সোঽয়ং সাংবৃতস্তাদা-ত্ম্যলক্ষণঃ সম্বন্ধো ন পারমার্থিক ইত্যর্থঃ।

অর্থাৎ ত্যাগবিষয়ক শাস্ত্রীয় আদেশ (নিষেধ)। অগ্নি ও সোম দেবতার উদ্দেশে পশুবধ করিবেক, এই আর একটী অনুজ্ঞা। সমুদায় ভূতে হিংসা বর্জ্জন করিবেক, ইহাও অন্য একটী পরিহার। মিত্রসমীপে গমন করিবেক, শত্রুকে পরিহার (ত্যাগ) করিবেক, ইত্যাদি বৈদিক ও লৌকিক বিধি ও নিষেধ আছে। আত্মা এক হইলেও ঐরূপ ঐরূপ অনুজ্ঞাও পরিহার (বিধি ও নিষেধ) দেহসম্বন্ধ থাকায় সফল হয়। দেহসম্বন্ধ অর্থাৎ দেহের সহিত সম্বন্ধ। দেহে আত্মার সম্বন্ধ কিম্বিধ? তাহা বলিতেছি। [দেহাদি...জন্তূনাম্] এই দেহাদি সংঘাতে (পরস্পর সংযুক্ত দেহেন্দ্রিয়াদিতে) 'আমি' এতদ্রূপ বিপর্য্যয় জ্ঞান হওয়ার নাম দেহসম্বন্ধ। শরীরাদিতে যে তাদৃশ অহংভাব আছে, তাহা সমুদায় জীবের "আমি যাইতেছি, আমি আসিতেছি, আমি অন্ধ, আমি মূঢ়" ইত্যাদিবিধ ব্যবহারে প্রকাশিত আছে বা হইতেছে।

সম্যগ্দর্শিনস্তহ্যনুজ্ঞাপরিহারানর্থক্যং প্রাপ্তম্। ন। তস্য কৃতার্থত্বান্নিযোজ্যত্বানুপপত্তেঃ। হেয়োপাদেয়য়োর্হি নিযোজ্যো নিযোক্তব্যঃ স্যাৎ, আত্মনস্ত্বতিরিক্তং হেয়মুপাদেয়ং বা বস্ত্বপশ্যন্ কথং নিযুজ্যেত। ন চাত্মাত্মন্যেব নিযোজ্যঃ স্যাৎ। শরীরব্যতিরেকদর্শিন এব নিযোজ্যত্বমিতি চেৎ, ন, তৎসংহতত্বাভিমানাৎ।

সত্যং ব্যতিরেকদর্শিনো নিযোজ্যত্বং, তথাপি ব্যোমাদিবদ্দেহাদ্যসংহতত্বমপশ্যত এবাত্মনো নিযোজ্যত্বাভিমানঃ। ন হি দেহাদ্যসংহতত্বদর্শিনঃ কস্যচিদপি নিয়োগো দৃষ্টঃ, কিমুতৈকাত্ম্যদর্শিনঃ। ন চ নিয়োগাভাবাৎ সম্যগ্দর্শিনো যথেষ্টচেষ্টাপ্রসঙ্গঃ,

গূঢ়াভিসন্ধিশ্চোদয়তি—"সম্যগ্দর্শিনস্তর্হি" ইতি। উত্তরং "ন, তস্য" ইতি। যদি সূক্ষ্মস্থূলদেহাদিসঙ্ঘাতোঽহবিদ্যোপদর্শিত একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মাস্মীতি সম্যগ্দর্শনমভিমতম্, অদ্ধা, তদ্বন্তং প্রতি বিধিনিষেধয়োরানর্থক্যমেব। এতদেব বিশদয়তি—"হেয়োপাদেয়য়োঃ" ইতি। চোদকো নিগূঢ়াভিসন্ধিমাবিষ্করোতি। "শরীরব্যতিরেকদর্শিন এব"। আমুষ্মিকফলেষু কর্ম্মসু দর্শপূর্ণমাসাদিষু নিযোজ্যত্বমিতি চেৎ, পরিহরতি—"ন, তৎসংহতত্বাভিমানাৎ"।

এতদ্বিভজতে—"সত্যম্" ইতি। যো হ্যাত্মনঃ ষাট্কৌশিকাদ্দেহাদুপপত্ত্যা ব্যতিরেকং বেদ, ন তু সমস্তবুদ্ধ্যাদিসঙ্ঘাতব্যতিরেকং, তস্যামুষ্মিক-

সম্যক্ দর্শন অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত অন্য কেহ ঐ ভ্রমের নিবারক নহে। যাবৎ না সম্যক্ দর্শন হয়, আত্মযাথাত্ম্য সাক্ষাৎকৃত হয়, তাবৎ ঐ ভ্রান্তি অবিচ্ছেদে প্রবাহিত থাকে। [তদেব...স্যাৎ] আত্মা একই, ইহা স্বীকার করিলেও তন্মধ্যে প্রদর্শিত অবিদ্যাজনিত উপাধি (দেহাদি) সম্পর্ককৃত বিশেষ অর্থাৎ ভিন্নতা থাকায় অনুজ্ঞা ও পরিহার (বিধি ও নিষেধ উভয়ই) অব কৃপ্ত অর্থাৎ স্বকার্য্যসাধনে সমর্থ হয়। তবে কি জ্ঞানীর সম্বন্ধে উক্ত উভয়ই অনর্থক? না—তাহাও নহে। কেন না, জ্ঞানী কৃতার্থ, তাঁহার ত্যাজ্যাত্যাজ্য বুদ্ধি অভাব প্রাপ্ত হইয়াছে; সুতরাং তাঁহার নিযোজ্যতা অসম্ভব। যে নিযোজ্য, নিযোক্তা তাঁহাকে—হয় হেয় বিষয়ে, না হয় উপাদেয় গোচরে নিয়োগ করে। যে আত্মাতিরিক্ত হেয় ও উপাদেয় দেখে না, বিধিও নিষেধ তাহাকে কিসে নিয়োগ করিবে? কর বলিয়া প্রেরণ করিবে? আপনিই আপনার নিযোজ্য, ইহাও হয় না। [শরীরব্যতি...দর্শিনঃ] আত্মা শরীরাতিরিক্ত, শরীর হইতে ভিন্ন, ইহা যাহারা জানে, কেবল তাহারাই যে, নিযোজ্য (শাস্ত্রীয় নিয়োগের অর্থাৎ বিধিনিষেধের পাত্র), তাহা নহে। তাহাদের শরীরসম্বন্ধাভিমান থাকা আবশ্যক হয়। ব্যতিরেকদর্শী (যে আপনাকে দেহাতিরিক্ত বলিয়া জানে, সে) নিযোজ্য, এ কথা সত্য হইলেও যাঁহারা আপনাকে আকাশের

সর্ব্বত্রাভিমানস্যৈব প্রবর্ত্তকত্বাৎ, অভিমানাভাবাচ্চ সম্যগ্দর্শিনঃ। তস্মাদ্দেহসম্বন্ধাদেবানুজ্ঞাপরিহারৌ, জ্যোতিরাদিবৎ। যথা জ্যোতিষ একত্বেঽপ্যগ্নিঃ ক্রব্যাদ্ পরিহ্রিয়তে, নেতরঃ, যথা চ প্রকাশ একস্যাপি সবিতুরমেধ্যপ্রদেশসম্বন্ধঃ পরিহ্রিয়তে, নেতরঃ শুচিভূমিষ্ঠঃ, তথা ভৌমাঃ প্রদেশা বজ্রবৈদূর্য্যাদয় উপাদীয়ন্তে, ভৌমা অপি সন্তো নরকলেবরাদয়ঃ পরিহ্রিয়ন্তে, তথা মূত্রপুরীষং গবাং পবিত্রতয়া পরিগৃহ্যতে, তদেব জাত্যন্তরে পরিবর্জ্যতে, তদ্বৎ ॥ ২ । ৩ । ৪৮ ॥

ফলেষ্বধিকারঃ। সমস্তবুদ্ধ্যাদিব্যতিরেকবেদিনস্তু কর্ত্তৃভোক্তৃত্বাভিমানরহিতস্য নাধিকারঃ কর্ম্মণি, তথা চ ন যথেষ্টচেষ্টা, অভিমানবিকলস্য তস্যা অপ্যভাবাদিতি ॥ ২ । ৩ ৪৮ ॥

ন্যায় নির্লিপ্ত না জানেন—তাঁহাদেরই নিযোজ্যাভিমান হয়, অন্যের নহে, সুতরাং একাত্মদর্শী নিযোজ্য নহে, একথা বলাই বাহুল্য। কেন-না, কোনও আত্মতত্ত্বদর্শীর (যে আপনাকে দেহাদি সম্পর্কশূন্য বলিয়া জানে, তাহার কিম্বা যাহাব দেহাত্মভ্রান্তি নাই, তাহার) নিযোজ্যতা দৃষ্ট হয় না।

* যদিও জ্ঞানীর প্রতি নিয়োগ নাই, বিধি নিষেধ শাস্ত্র আত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানীকে স্বীয় বিষয়ে প্রবৃত্ত করায় না, তথাপি, তাঁহার যথেষ্টাচার সংঘটন হয় না। না হইবার কারণ—অভিমানাভাব। অভিমানই প্রবর্ত্তক, অভিমানেই বৈধাবৈধ বিষয়ে প্রবৃত্ত করায়। জ্ঞানীর তাদৃশ অভিমান নাই, তাদৃশ অভিমান না থাকায় তাঁহার যথেষ্টাচার হয় না। [তস্মাদ্...তদ্বৎ] অতএব, দেহসম্বন্ধ অর্থাৎ দেহে আত্মাভিমান থাকায় জ্যোতিঃপ্রভৃতির দৃষ্টান্তে অনুজ্ঞার ও পরিহারের (লৌকিক বৈদিক বিধি নিষেধের) সার্থক্য সংঘটন হয়। যেমন অগ্নি এক হইলেও অশুচিজ্ঞানে শ্মশানাগ্নির ত্যাগ ও শুচিজ্ঞানে অন্য অগ্নির গ্রহণ, সূর্য্যালোক এক হইলেও অমেধ্য দেশস্থের পরিহার ও শুচিদেশস্থের গ্রহণ, সমস্তই মৃত্তিকার অথচ হীরকাদির গ্রহণ ও দেহাদির পরিবর্জন, পবিত্রজ্ঞানে গোজাতির মূত্রপুরীষাদির গ্রহণ ও অপবিত্র জ্ঞানে অন্যজাতির মূত্রপুরীষের পরিবর্জ্জন হইয়া থাকে, সেইরূপ, আত্মা এক হইলেও দেহাদি-উপাধিসম্পর্কে লৌকিক বৈদিক অনুজ্ঞা ও পরিহার, উভয়ই সঙ্গতার্থ হয় ॥ ২ । ৩ । ৪৮ ॥

* সমুদায় কথার নিষ্কর্ষ এই যে, কর, করিবেক, করিলে অমুক ফল হয়, অমুক কর্ম্মের অমুক ফল, এইরূপ এইরূপ শাস্ত্রীয় বাক্যের নাম বিধি, অনুজ্ঞা ও নিয়োগ। নিয়োগ শ্রবণে যাহার সেই সেই কার্য্য করিতে ইচ্ছা হয়, সে-ই নিয়োগের নিযোজ্য। দেহাত্মজ্ঞানী ও তত্ত্বজ্ঞানী উভয়ের কেহই নিযোজ্য নহে। কারণ, আজ যজ্ঞ করিলাম, দেহান্তে স্বর্গফল ভোগ করিব, এ জ্ঞান উভয়েরই নাই। দেহাত্মজ্ঞানী দেহকেই আত্মা বলিয়া জানে, সুতরাং তাহার জ্ঞানে দেহান্তই শেষ। তত্ত্বজ্ঞানীও আত্মা ব্যতীত অন্য কিছু দেখে না, সুতরাং তাহার জ্ঞানেও

অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ ॥ ২ । ৩ । ৪৯ ॥*

স্যাতাং নামানুজ্ঞাপরিহারাবেকস্যাপ্যাত্মনো দেহবিশেষযোগাৎ। যস্ত্বয়ং কর্ম্মফলসম্বন্ধঃ, স চৈকাত্ম্যাভ্যুপগমে ব্যতিকীর্য্যেত, স্বাম্যেকত্বাদিতি চেৎ, নৈতদেবং, অসন্ততেঃ। ন হি কর্ত্তুর্ভোক্তুশ্চাত্মনঃ সন্ততিঃ সর্ব্বৈঃ শরীরৈঃ সম্বন্ধোঽস্তি।

[রত্নপ্রভা।] শঙ্কোত্তরত্বেন সূত্রং ব্যাচষ্টে—স্যাতামিত্যাদিনা। যদ্যপি স্থূলদেহসম্বন্ধাদুপাদানপরিত্যাগৌ স্যাতাং, তথাপ্যন্যকৃতকর্ম্মফলমিতরেণাপি ভুজ্যেত, ইতি কর্ম্মফলব্যতিকরঃ সাঙ্কর্য্যং স্যাৎ, ইতি বিশিষ্টস্য স্বর্গাদিভোগাযোগেণাবিশিষ্টাত্মন একস্যৈব ভোক্তৃত্বাৎ। তস্মাৎ স্বর্গী নারকী চেতি ব্যবস্থাসিদ্ধয়ে আত্মস্বরূপভেদো বাচ্য ইতি শঙ্কার্থঃ। ভবেত্তদা সাঙ্কর্য্যং, যদ্যনুপহিতাত্মন এব ভোক্তৃত্বং স্যাৎ, ন ত্বেতদস্তি। তদ্গুণসারত্বাদিত্যত্র মোক্ষস্যাপি বুদ্ধ্যুহিতস্যৈব কর্ত্তৃত্বাদি-

আশঙ্কা—দেহবিশেষের সহিত সম্বন্ধ থাকায় শাস্ত্রীয় অনুজ্ঞা ও পরিহার অসঙ্গত বা অনর্থক হয় না বটে ; কিন্তু একাত্মবাদে কর্ম্মের ও কর্ম্মফলের সাঙ্কর্য্যপ্রসক্তি (প্রাপ্তি) হয়। তৎপ্রতি হেতু এই যে, স্বামী অর্থাৎ কর্ম্মকর্ত্তা আত্মা এক। (যে আত্মা আমার দেহে, সেই আত্মাই তোমার দেহে। তুমি আমি ভাল মন্দ কার্য্য করিতেছি, কিন্তু দেহান্তে তাহার ফলভোক্তা একই আত্মা। আমি নরকের কার্য্য না করিলেও তোমার কার্য্যে আমার নরক হইতে পারে, এবং স্বর্গের কার্য্য না করিলেও মৎকৃত স্বর্গজনক কার্য্যে তোমারও স্বর্গ হইতে পারে। এরূপ হওয়ার অন্য নাম ব্যতিকর ও সাঙ্কর্য্য), ইহার সমাধান এই যে, অসন্ততি অর্থাৎ অন্য দেহের সহিত সম্বন্ধাভাব থাকায় ঐ আশঙ্কার বিরাম হয়। [নহি...ভবিষ্যতি] কর্ত্তৃ-আত্মার সহিত সকল শরীরের সম্বন্ধ নাই। যে আত্মা (জীব) যে শরীরে থাকিয়া কর্ম্ম করে, সে আত্মার সহিত অন্য শরীরের ও অন্য শরীরস্থ বুদ্ধ্যুপহিত জীবের কর্ম্মসম্বন্ধ হয় না, হওয়া অসম্ভব। জীব উপাধির

স্বর্গাদি নাই। সেই জন্যই "স্বর্গকামো যজেত" এই শাস্ত্র তত্ত্বজ্ঞানীকে স্বর্গফলপ্রদ যাগে প্রবৃত্ত করাইতে পারে না ; এবং সেই জন্যই জ্ঞানী ঐ নিয়োগের নিযোজ্য নহে।

* অসন্ততেঃ সর্ব্বৈঃ শরীরৈঃ সম্বন্ধাভাবাৎ অব্যতিকরঃ কর্ম্মণস্তৎফলস্য বা অসাঙ্কর্য্যং ভবিষ্যতীতি শেষঃ। বুদ্ধেঃ পরদেহাসম্বন্ধাৎ তদুপহিতস্য জীবস্য নাস্তি পরদেহসম্বন্ধ ইতি বুদ্ধিভেদেন ভোক্তৃভেদাৎ নাস্তি কর্ম্মব্যতিকরাশঙ্কেতি নিষ্কর্ষঃ।

সকল দেহে এক আত্মা, এরূপ স্বীকার করিলে একের কর্ম্মে অন্যের ভোগ হইতে পারে। অমুক স্বর্গী, অমুক নারকী, এ ব্যবস্থা থাকে না। কর্ম্মসঙ্কর বা ফলসঙ্কর হইয়া পড়ে। এ আশঙ্কা করিও না, করা উচিতও নহে। কারণ এই যে, অসন্ততি অর্থাৎ অন্য দেহের সহিত অন্যের সেরূপ সম্বন্ধ নাই। অভিপ্রায় এই যে, স্বীয় বুদ্ধির সহিত পরদেহের তাদৃশ সম্বন্ধ নাই, সেই কারণে তদুপহিত জীবের সহিত দেহান্তরের সেরূপ সম্বন্ধের অভাব আছে। বুদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন, সুতরাং কর্ত্তা ও ফলভোক্তা উভয়ই ভিন্ন ভিন্ন। তদ্রূপ বিভিন্নতা নিবন্ধন কর্ম্মফলের (স্বর্গনরকাদির) ব্যবস্থা ঠিক থাকে, সঙ্কর হয় না। অর্থাৎ যে বুদ্ধ্যুপহিত জীব যে-কর্ম্ম করে, সে সেই কর্ম্মেরই ফলভোগ করে, অন্য বুদ্ধ্যুপহিত জীব তাহাতে অসম্বন্ধ বা উদাসীন থাকে।

উপাধিতন্ত্রো হি জীব ইত্যুক্তম্। উপাধ্যসন্তানাচ্চ নাস্তি জীবসন্তানঃ। ততশ্চ কর্ম্মব্যতিকরঃ ফলব্যতিকরো বা ন ভবিষ্যতি ॥ ২ । ৩ । ৪৯ ॥

আভাস এব চ ॥ ২ । ৩ । ৫০ ॥*

আভাস এব চৈষ জীবঃ পরস্যাত্মনো জলসূর্য্যকাদিবৎ প্রতিপত্তব্যঃ, ন স এব সাক্ষাৎ, নাপি বস্ত্বন্তরম্। অতশ্চ যথা নৈকস্মিন্ জলসূর্য্যকে কম্পমানে জলসূর্য্যকান্তরং কম্পতে, এবং নৈকস্মিন্ জীবে কর্ম্মফলসম্বন্ধিনি জীবান্তরস্য তৎসম্বন্ধঃ, এবমব্যতিকর এব কর্ম্ম-ফলয়োঃ। আভাসস্য চাবিদ্যাকৃতত্বাৎ তদাশ্রয়স্য সংসারস্যাবিদ্যাকৃতত্বোপপত্তিরিতি তদ্ব্যুদাসেন চ পারমার্থিকস্য ব্রহ্মাত্মভাবস্যোপদেশোপপত্তিঃ।

যেষান্তু বহব আত্মানঃ, তে চ সর্ব্বে সর্ব্বগতাঃ, তেষামেবৈষ

স্থাপনাৎ। তথা চ বুদ্ধেঃ পরদেহাসম্বন্ধাৎ তদুপহিতজীবস্য নাস্তি পরদেহসম্বন্ধ ইতি বুদ্ধিভেদেন ভোক্তৃভেদান্ন কর্ম্মাদিসাঙ্কর্য্যমিতি সমাধানার্থঃ। ইতি রত্নপ্রভা ॥ ২ । ৩ । ৪৯ ॥]

যেষান্তু সাংখ্যানাং বৈশেষিকাণাং বা সুখদুঃখব্যবস্থাং পারমার্থিকীমিচ্ছতাং

অধীন, ইহা বলা হইয়াছে এবং প্রতিপাদন করাও হইয়াছে। উপাধির অসন্তান অর্থাৎ অন্য দেহের সহিত সম্বন্ধাভাব হেতু অন্য দেহস্থ জীবের সহিতও তত্তৎকর্ম্ম-সম্বন্ধের অভাব এবং কর্ম্মসম্বন্ধের অভাব হেতু কর্ম্মের ও ফলের অসাঙ্কর্য্য ॥২।৩।৪৯॥

জলসূর্য্য (জলে সূর্য্যপ্রতিবিম্ব) যেমন বিম্বভূত সূর্য্যের আভাস (প্রতিবিম্ব), তেমনি, জীবও পরমাত্মার আভাস (প্রতিবিম্ব) ইহা জানিতে হইবে। যেহেতু আভাস, সেই হেতুই জীব সাক্ষাৎ পরমাত্মা নহে, পদার্থান্তরও নহে। যেমন একটী জলসূর্য্য কম্পিত হইলে অন্য জলসূর্য্য কম্পিত হয় না, তেমনি, এক জীবে কর্ম্ম-ফল-সম্বন্ধ ঘটিলেও অন্য জীবকে তাহা স্পর্শ করে না। প্রদর্শিত প্রকারেই কর্ম্ম-ফলের ব্যতিকর অর্থাৎ সাঙ্কর্য্য নিবারিত হয়। যেহেতু অবিদ্যা আভাসের জনক, সেই হেতু আভাসাশ্রিত সংসারের অবিদ্যামূলকতা যুক্তিসিদ্ধ। অবিদ্যা অস্তগত হইলেই পারমার্থিক ব্রহ্মাত্মভাব স্ফুরিত হয়, এ উপদেশ যুক্তিযুক্ত ও সার্থক।

[যেষান্তু...সাংখ্যাঃ] যাঁহারা বলেন, আত্মা সর্ব্বগত ও বহু, তাঁহাদের মতে

* স এব জীবঃ পরমাত্মনঃ [ন কেবলমংশঃ] আভাসঃ প্রতিবিম্ব এব চ।

জীব কি ? জীব পরমাত্মার প্রতিবিম্ব। যেমন জলে সূর্য্য-প্রতিবিম্ব, তেমনি, জীবও বুদ্ধিতে পরমাত্মার প্রতিবিম্ব। (ভাষ্যব্যাখ্যা দেখ)।

ব্যতিকরঃ প্রাপ্নোতি। কথম্? বহবো বিভবশ্চাত্মানশ্চৈতন্যমাত্রস্বরূপা নিগু'ণা নিরতিশয়াশ্চ, তদর্থং সাধারণং প্রধানং, তন্নিমিত্তৈষাং ভোগাপবর্গসিদ্ধিরিতি সাঙ্খ্যাঃ। সতি বহুত্বে বিভুত্বে চ ঘটকুড্যাদিসমানা দ্রব্যমাত্রস্বরূপাঃ স্বতোঽচেতনা আত্মানস্তদুপকরণানি চাণূনি মনাংস্যচেতনানি। তত্রাত্মদ্রব্যাণাং মনোদ্রব্যাণাঞ্চ সংযোগান্নবেচ্ছাদয়ো বৈশেষিকা আত্মগুণা উৎপদ্যন্তে। তে চাব্যতিকরেণ প্রত্যেকমাত্মসু সমবয়ন্তি, স সংসারঃ। তেষাং নবানামাত্মগুণানামত্যন্তানুৎপাদো মোক্ষ ইতি কাণাদাঃ। তত্র সাখ্যানাং তাবচ্চৈতন্যস্বরূপত্বাৎ সর্ব্বাত্মনাং সন্নিধানাদ্যবিশেষাচ্চৈকস্য সুখদুঃখসম্বন্ধে সর্ব্বেষাং সুখদুঃখসম্বন্ধঃ প্রাপ্নোতি।

স্যাদেতৎ। প্রধানপ্রবৃত্তেঃ পুরুষকৈবল্যার্থত্বাৎ ব্যবস্থা

বহব আত্মানঃ সর্ব্বগতাঃ, তেষামেবৈষ ব্যতিকরঃ প্রাপ্নোতি। তত্র প্রশ্নপূর্ব্বকং সাংখ্যান্ প্রতি ব্যতিক্রমং তাবদাহ—"কথম্" ইতি। যাদৃশস্তাদৃশো গুণসম্বন্ধঃ সর্ব্বান্ পুরুষান্ প্রত্যবিশিষ্টঃ, ইতি তৎকৃতে সুখদুঃখে সর্ব্বান্ প্রত্যবিশিষ্টে। ন চ কর্ম্মনিবন্ধনা ব্যবস্থা, কর্ম্মণঃ প্রাকৃতত্বেন, প্রকৃতেশ্চ সাধারণত্বেনাব্যবস্থাতাদবস্থ্যাৎ।
চোদয়তি—"স্যাদেতৎ" ইতি। অয়মর্থঃ—ন প্রধানং স্ববিভূতিখ্যাপনায়

কর্ম্মফলের সাঙ্কর্য্য হইতে পারে। কি প্রকারে, তাহা বলিতেছি। সাঙ্খ্যমতে আত্মা বহু, সকল আত্মাই বিভু, চৈতন্যমাত্র, নির্গুণ ও নিরতিশয় (তারতম্যরহিত)। প্রধান (প্রকৃতি) সমুদায় আত্মার সাধারণ বস্তু, এবং প্রধান থাকাতেই সে সকলের ভোগ ও মোক্ষ ঘটনা হইতেছে। [সতি...কাণাদাঃ] কণাদ-শিষ্যগণ বলেন, বহু ও বিভু (সর্ব্বব্যাপী) হইলেও আত্মা দ্রব্যমাত্ররূপী ও ঘটকুড্যাদির ন্যায় অচেতন। আত্মার উপকরণ মনঃও বহু ও অচেতন। অথচ সে সকল সূক্ষ্ম—পরমাণুতুল্য। তাদৃশ মনোদ্রব্যের সংযোগে আত্মদ্রব্যে ইচ্ছাদি নয়টী গুণ জন্মে এবং সে সকল গুণ ব্যামিশ্রিত না হইয়া প্রতি আত্মায় সমবেত হয় (সমবায় সম্বন্ধেথাকে বা উৎপন্ন হয়)। তদ্রূপ গুণোদ্ভবেরই নাম সংসার, এবং আত্মদ্রব্যে ইচ্ছাদি নবগুণের আত্যন্তিক উৎপত্ত্যভাব হওয়ার নামই মোক্ষ। [তত্র... প্রাপ্নোতি] যেহেতু সাঙ্খ্যমতে আত্মা চৈতন্যরূপী, অথচ সে সকলের প্রকৃতি-সন্নিধানাদির কোন ইতর বিশেষ নাই, প্রকৃতি প্রত্যেক পুরুষেরই ভোগ-মোক্ষার্থ সমানরূপে প্রবৃত্তা, সেই হেতু, একের সুখদুঃখসম্বন্ধে সর্ব্বাত্মার সুখদুঃখসম্বন্ধ হইতে পারে।

[স্যাদেতৎ...ব্যতিকরঃ] সাঙ্খ্য হয় ত বলিবেন, পুরুষমোক্ষের উদ্দেশেই প্রধা-

ভবিষ্যতি। অন্যথা হি স্ববিভূতিখ্যাপনার্থা প্রধানপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ, তথা-চানির্ম্মোক্ষঃ প্রসজ্যেতেতি। নৈতৎ সারম্। ন হ্যভিলষিত-সিদ্ধিনির্বন্ধনা ব্যবস্থা শক্যা বিজ্ঞাতুম্। উপপত্ত্যা তু কয়াচিৎ ব্যবস্থোচ্যেত, অসত্যাং পুনরুপপত্তৌ কামং মাভূদভিলষিতং পুরুষকৈবল্যম্; প্রাপ্নোতি তু ব্যবস্থাহেত্বভাবাদ্ব্যতিকরঃ। কাণাদানামপি যদেকেনাত্মনা মনঃ সংযুজ্যতে, তদাত্মান্তরৈরপি নান্তরীয়কঃ সংযোগঃ স্যাৎ, সন্নিধানাদ্যবিশেষাৎ। ততশ্চ হেত্ববিশেষাৎ ফলাবিশেষ ইত্যেকস্যাত্মনঃ সুখদুঃখসংযোগে সর্ব্বাত্মনামেব সমানং সুখদুঃখিত্বং প্রসজ্যেত ॥ ২ । ৩ । ৫০ ॥

স্যাদেতৎ, অদৃষ্টনিমিত্তো নিয়মো ভবিষ্যতীতি, নেত্যাহ—

প্রবর্ত্ততে, কিন্তু পুরুষার্থম্। যঞ্চ পুরুষং প্রত্যনেন ভোগাপবর্গৌ পুরুষার্থৌ সাধিতৌ, তং প্রতি সমাপ্তাধিকারতয়া নিবর্ত্ততে, পুরুষান্তরন্তু প্রত্যসমাপ্তাধিকারং প্রবর্ত্ততে। এবঞ্চ মুক্তসংসারিব্যবস্থোপপত্তেঃ সুখদুঃখব্যবস্থাপি ভবিষ্যতীতি। নিরাকরোতি—"ন হি" ইতি। সর্ব্বেষাং পুরুষাণাং বিভুত্বাৎ প্রধানস্য চ সাধারণ্যাদমুং পুরুষং প্রত্যনেনার্থঃ সাধিত ইত্যেতদেব নাস্তি। তস্মাৎ প্রয়োজনবশেন বিনা হেতুং ব্যবস্থাস্থেয়া, সা চাযুক্তা, হেত্বভাবাদিত্যর্থ ॥ ২ । ৩ । ৫০ ॥

নের প্রবৃত্তি; সুতরাং তাহা নিয়মিত। ইহা অস্বীকার করিলে তাহার প্রবৃত্তি কেবল নিজ মহিমামাত্র প্রদর্শনী হইয়া পড়ে এবং অনিয়মিত প্রবৃত্তিপক্ষে পুরুষের মোক্ষ না হইতেও পারে, সুতরাং প্রধানের প্রবৃত্তি উদ্দেশ্যশূন্য হইয়া পড়ে। সেই কারণে নিয়মিত প্রবৃত্তি অবশ্য স্বীকার্য্য। সাঙ্খ্যের এই বাক্য অসার। কেন-না, ব্যবস্থা অভিলষিত সিদ্ধির অনুবন্ধনী(কারণ) নহে, যুক্তিই ব্যবস্থা-সিদ্ধির কারণ। (কথাগুলির অভিপ্রায় এই যে, প্রধান জড়, তাহার উদ্দেশ্যবিবেক থাকা অসম্ভব, সুতরাং ঐ বাক্য যুক্তিশূন্য বা প্রমাণশূন্য), নিয়ামিকা যুক্তির অভাবে কৈবল্য-সিদ্ধি না হয়, না হউক, ফল-কথা, সাংখ্য মতে ব্যবস্থা-কারণের অভাবে কর্ম্ম-ফলের বা সুখদুঃখভোগের সাঙ্কর্য্যপ্রাপ্তি হয়। [কাণাদা..... প্রসজ্যেত] কণাদ সম্প্রদায়ের (বৈশেষিক দর্শনের) মতেও সাঙ্কর্য্য দোষ হয়। বিবেচনা কর, তন্মতে সকল আত্মাই সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং যে সময়ে মন এক আত্মায় সংযুক্ত হয়, সন্নিধানাদির বিশেষ না থাকায় সেই সময়ে তাহা অবাধে অন্য আত্মায়ও সংযুক্ত হইতে পারে। ফলিতার্থ এই যে, হেতুর সাধারণতাপ্রযুক্ত ফলও সাধারণ হওয়া উচিত, অর্থাৎ এক আত্মার সুখদুঃখ-সংযোগে আত্মান্তরেরও সুখিত্ব-দুঃখিত্ব-প্রাপ্তি হইতে পারে। (হেতু — মনঃসংযোগ, ফল — সুখাদি) ॥ ২ । ৩ । ৫০ ॥

অদৃষ্টানিয়মাৎ ॥ ২ । ৩ । ৫১ ॥*

বহুষ্বাত্মসু আকাশবৎ সর্ব্বগতেষু প্রতিশরীরং বাহ্যাভ্যন্তরাবিশেষেণ সন্নিহিতেষু মনোবাক্কায়ৈর্ধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণমদৃষ্টমুপার্জ্জ্যতে। সাঙ্খ্যানাং তাবৎ তদনাত্মসমবায়ি প্রধানবর্ত্তি প্রধানসাধারণ্যান্ন প্রত্যাত্মং সুখদুঃখোপভোগস্য নিয়ামকমুপপদ্যতে। কাণাদানামপি পূর্ব্ববৎ সাধারণেনাত্মমনঃসংযোগেন নির্ব্বর্ত্তিতস্যা-

---

ভবতু,সাংখ্যানামব্যবস্থা, প্রধানসমবায়াদদৃষ্টস্য প্রধানস্য চ সাধারণ্যাৎ। কাণাদাদীনান্তু আত্মসমবায়্যদৃষ্টং প্রত্যাত্মমসাধারণং, তৎকৃতশ্চ মনসা সহাত্মনঃ স্বস্বামিভাবলক্ষণঃ সম্বন্ধোঽনাদিরদৃষ্টভেদানামনাদিত্বাৎ। তথা চাত্মমনঃসংযোগস্য সাধারণ্যেঽপি স্বস্বামিভাবস্যাসাধারণ্যাদভিসন্ধ্যাদিব্যবস্থোপপদ্যত এব। ন চ সংযোগোঽপি সাধারণঃ, ন হি তস্য মনস আত্মান্তরৈর্যঃ সংযোগঃ, স এব স্বামিনাপি, আত্মসংযোগস্য প্রতিসংযোগভেদেন ভেদাৎ। তস্মাদাত্মৈকত্বস্যাগমসিদ্ধত্বাদ্ব্যবস্থায়াশ্চৈকত্বেঽপ্যুপপত্তের্নানেকাত্মকল্পনা, গৌরবাদাগমবিরোধাচ্চ। অন্ত্যবিশেষবত্ত্বেন চ ভেদকল্পনায়ামন্যোন্যাশ্রয়াপত্তেঃ। ভেদে হি তৎকল্পনা, ততশ্চ ভেদ ইতি। এতদেব কাণাদমতদূষণং ভাষ্যকৃতা তু প্রৌঢ়বাদিতয়া

[স্যাদেতৎ... ..নেত্যাহ] সাংখ্য হয়-ত বলিবেন, অদৃষ্টই নিয়ামক অর্থাৎ ব্যবস্থা করিবেক, সঙ্কর হইতে দিবেক না, অর্থাৎ যে আত্মার অদৃষ্ট স্বীয় আশ্রয়ীভূত আত্মায় মনঃসংযোগ জন্মায়, সেই আত্মারই তজ্জনিত সুখ-দুঃখাদি হয়, আত্মান্তরের সহিত তাহার সম্পর্ক থাকে না, ব্যাসদেব ইহার প্রত্যুত্তরে বলিতেছেন যে, না—তাহা নহে।

আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী সমুদায় আত্মাই অন্তরে বাহিরে অবিশেষরূপে শরীরে শরীরে অবস্থান করতঃ মনের, বাক্যের ও শরীরের দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মনামক অদৃষ্ট উপার্জ্জন করিতেছে। সাংখ্যের মতে তাহা (ধর্ম্মাধর্ম্ম) আত্মসমবেত নহে, আত্মায় থাকে না, কিন্তু প্রধানে থাকে। প্রধান সাধারণ অর্থাৎ সকল আত্মারই সমান নির্ব্বিশেষ কারণ। সে কারণ, তাহা ভিন্ন ভিন্ন আত্মার ভিন্ন ভিন্ন সুখদুঃখাদির নিয়ামক হইতে পারে না। সাধারণতঃ আত্মমনঃসংযোগ নিষ্পন্ন হয় বলিয়া কণাদ-মতের অদৃষ্টও সর্ব্বাত্ম-সাধারণ; সুতরাং কণাদ মতেও নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা নির্ব্বাহ পায় না। অর্থাৎ তন্মতে এই আত্মার এই অদৃষ্ট, অন্যের সহিত ইহার সম্পর্ক নাই, বা হইবে না, এ নিয়মের

---

* অদৃষ্টানামপি সর্ব্বসাধারণত্বাৎ ন ব্যবস্থেত্যর্থঃ।

অদৃষ্ট নিয়মের অর্থাৎ অমুক আত্মার এই অদৃষ্ট, এতদ্রূপ চিহ্নিতরূপের গমক হেতু না থাকায় প্রদত্ত দোষ তদবস্থই থাকে।

দৃষ্টস্যাপি, অস্যৈবাত্মন ইদমদৃষ্টমিতি নিয়মে হেত্বভাবাদেষ এব দোষঃ ॥ ২ । ৩ । ৫১ ॥

স্যাদেতৎ। অহমিদং ফলং প্রাপ্নুবানীদং পরিহরাণি, ইত্থং প্রযতৈ, ইত্থং করবাণীত্যেবম্বিধা অভিসন্ধ্যাদয়ঃ প্রত্যাত্মং প্রবর্ত্তমানা অদৃষ্টস্যাত্মনাঞ্চ স্বস্বামিভাবং নিয়ংস্যন্তীতি। নেত্যাহ—

অভিসন্ধ্যাদিষ্বপি চৈবম্ ॥ ২ । ৩ । ৫২ ॥*

'অভিসন্ধ্যাদীনামপি সাধারণেনৈবাত্ম-মনঃসংযোগেন' সর্ব্বাত্মসন্নিধৌ ক্রিয়মাণানাং নিয়মহেতুত্বানুপপত্তেরুক্তদোষানুষঙ্গ এব ॥ ২ । ৩ । ৫২ ॥

কাণাদান্ প্রত্যপ্যদৃষ্টানিয়মাদিত্যাদীনি সূত্রাণি যোজিতানি, সাংখ্যমতদূষণপরাণ্যেবেতি তু রোচয়ন্তে কেচিৎ। তদাস্তাং তাবৎ ॥ ২ । ৩ । ৫১ ॥

ইতি শ্রীবাচস্পতিমিশ্রবিরচিতে শারীরকমীমাংসাভাষ্যবিভাগে ভামত্যাং দ্বিতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ২ । ৩ ॥

[রত্নপ্রভা] পূর্ব্ববৎ মনঃসংযোগবৎ। অদৃষ্টস্যাঽপি সর্ব্বাত্মসাধারণত্বাৎ ন ব্যবস্থেত্যর্থঃ। রাগাদিনিয়মাৎ তজ্জাদৃষ্টনিয়ম ইত্যাশঙ্ক্যোত্তরত্বেন সূত্রং গৃহ্ণাতি স্যাদেতদিত্যাদিনা। অনিয়মঃ উক্তদোষঃ ॥ ২ । ৩ । ৫২ ॥

নিয়ামক নাই। নিয়ামক না থাকাতেই কণাদ মতেও সাঙ্কর্য্য দোষ অপরিহার্য্য হয় ॥ ২ । ৩ । ৫১ ॥

[স্যাদেতৎ......নেত্যাহ] যদি এমনই হয় যে, আমি এই ফল পাইয়াছি, ইহা পরিত্যাগ করিব, এইরূপ চেষ্টা করিব, অমুক প্রকারে নির্ব্বাহ করিব, ইত্যাদিবিধ অভিসন্ধি ও চেষ্টা-বিশেষ প্রতি আত্মায় উৎপন্ন হয়, সেই অভিসন্ধ্যাদিই আত্মার ও অদৃষ্টের স্বস্বামিভাব নিয়মিত করিবেক, অর্থাৎ যে আত্মার যে অদৃষ্ট—তাহা নির্দ্দিষ্ট করিবেক, তাহা হইলেও প্রদত্ত দোষের পরিহার হয় না।

অভিসন্ধিপ্রভৃতিও সাধারণ অর্থাৎ নির্ব্বিশেষরূপে আত্মমনঃসংযোগ দ্বারা সর্ব্বাত্ম-সন্নিধানেই কৃত বা উৎপন্ন হয়; সুতরাং সে সকলের দ্বারাও নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা সিদ্ধ হয় না। তাহা না হওয়ায় প্রদত্ত দোষ তদবস্থই থাকে ॥ ২ । ৩ । ৫২ ॥

---

* এবং উক্তদোষাবানুষঙ্গঃ।

অভিসন্ধি প্রভৃতিও সাধারণ, অসাধারণ নহে; সুতরাং প্রদত্ত দোষ পরিহারার্থ সে সকলের গ্রহণ করিলেও পরিহার হইবেক না।

প্রদেশাদিতি চেন্নান্তর্ভাবাৎ ॥ ২। ৩। ৫৩ ॥*

অথোচ্যেত—বিভুত্বেঽপ্যাত্মনঃ শরীরপ্রতিষ্ঠেন মনসা সংযোগঃ শরীরাবচ্ছিন্ন এবাত্মপ্রদেশে ভবিষ্যতি। অতঃ প্রদেশকৃতা ব্যবস্থাঽভিসন্ধ্যাদীনামদৃষ্টস্য সুখদুঃখয়োশ্চ ভবিষ্যতীতি, তদপি নোপপদ্যতে। কস্মাৎ? অন্তর্ভাবাৎ। বিভুত্বাবিশেষাদ্ধি সর্ব্ব এবাত্মানঃ সর্ব্বশরীরেষ্বন্তর্ভবন্তি। তত্র ন বৈশেষিকৈঃ শরীরাবচ্ছিন্নোঽপ্যাত্মনঃ প্রদেশঃ কল্পয়িতুং শক্যঃ। কল্প্যমানোঽপ্যয়ং নিষ্প্রদেশস্যাত্মনঃ প্রদেশঃ কাল্পনিকত্বাদেব ন পারমার্থিকং কার্য্যং নিয়ন্তুং শক্নোতি। শরীরমপি সর্ব্বাত্মসন্নিধাবুৎপদ্যমানমস্যৈবাত্মনো নেতরেষামিতি ন নিয়ন্তুং

[রত্নপ্রভা] আত্মান্তরপ্রদেশস্য পরদেহে অন্তর্ভাবাৎ ব্যবস্থেতিশঙ্কার্থঃ। কিং মনসা সংযুক্ত আত্মৈবাত্মনঃ প্রদেশঃ? উত কল্পিতঃ। আদ্যে সর্ব্বাত্মনাং সর্ব্বদেহেষু অন্তর্ভাব ইতি ব্যবস্থা। দ্বিতীয়ং দূষয়তি—তত্র ন বৈশেষিকৈরিতি। সর্ব্বাত্মসান্নিধ্যে সতি কস্যচিদেব প্রদেশঃ কল্পয়িতুমশক্যঃ, নিয়ামকাভাবাদিত্যর্থঃ। প্রদেশকল্পনামঙ্গীকৃত্যাহ—কল্প্যেতি। কার্য্যমভিসন্ধ্যাদিকং, যস্যাত্মনো যচ্ছরীরং তত্র তস্যৈব ভোগ ইতি ব্যবস্থামাশঙ্ক্যাহ শরীরমপীতি।

যদি এমন বল যে, পরস্পর সকল আত্মাই বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী। হাঁ, এ কথা সত্য বটে; কিন্তু শরীরপ্রতিষ্ঠিত মনের সংযোগ শরীরাবচ্ছিন্ন আত্ম-প্রদেশেই হয়, অন্যত্র হয় না, এ জন্য অভিসন্ধিপ্রভৃতির, অদৃষ্টের ও সুখদুঃখাদির নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা নির্ব্বাহ পায়। এরূপ বলিলেও তাহা যুক্তিতে সিদ্ধ বা নিশ্চিত হইবে না। কেন-না, সমুদায় আত্মা সমুদায় শরীরের অন্তর্ভূত। [বিভুত্বা... সম্ভবাৎ] যখন সর্ব্বব্যাপিতার ইতরবিশেষ নাই, সকল আত্মাই সমান সর্ব্বব্যাপী, তখন অবশ্যই সকল আত্মা সকল শরীরের অন্তর্ভূত। কি করিয়া বৈশেষিক আত্মার শরীরাবচ্ছিন্ন-প্রদেশ স্থির করিবেন? অথবা কল্পনা করিবেন? (সকল প্রদেশই-ত শরীরাবচ্ছিন্ন!) প্রদেশ-রহিত আত্মার প্রদেশ বলিতে গেলে তাহা কাল্পনিক হইবে। কাল্পনিক হইলে তদ্দ্বারা পারমার্থিক কার্য্যনিয়ম

---

* শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মপ্রদেশত্বস্মাৎ তৎস্বীকারাৎ ব্যবস্থা ভবিষ্যতীতি ন বাচ্যং, যতঃ সোঽপি সর্ব্বদেহেষ্বন্তর্ভবতি।

শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মপ্রদেশেই মনঃসংযোগ হয়, অন্যত্র হয় না, এ কথা বলিলেও নিস্তার নাই। কেন-না, তাহাও সর্ব্বশরীরের অন্তর্ভূত (ভাষ্য ব্যাখ্যা দেখ)।

শক্যম্। প্রদেশবিশেষাভ্যুপগমেঽপি চ দ্বয়োরাত্মনোঃ সমানসুখদুঃখভাজোঃ কদাচিদেকেনৈব তাবচ্ছরীরেণোপভোগসিদ্ধিঃ স্যাৎ, সমানপ্রদেশস্যাপি দ্বয়োরাত্মনোরদৃষ্টস্য সম্ভবাৎ।

তথা হি দেবদত্তো যস্মিন্ প্রদেশে সুখদুঃখমন্বভূৎ, তস্মাৎ প্রদেশাদপক্রান্তে তচ্ছরীরে, যজ্ঞদত্তশরীরে চ তং দেশমনুপ্রাপ্তে, তস্যাপীতরেণ সমানঃ সুখদুঃখানুভবো দৃশ্যতে, স ন স্যাৎ—যদি দেবদত্ত-যজ্ঞদত্তয়োঃ সমানপ্রদেশমদৃষ্টং ন স্যাৎ। স্বর্গাদ্যনুপভোগপ্রসঙ্গশ্চ প্রদেশবাদিনঃ স্যাৎ, ব্রাহ্মণাদিশরীরপ্রদে-

প্রদেশপক্ষে দোষান্তরমাহ—প্রদেশেতি। যস্মিন্নাত্মপ্রদেশেঽদৃষ্টোৎপত্তিঃ, স কিং চলঃ স্থিরো বা, নাদ্যঃ, অচলেঽংশিন্যংশস্য চলনবিভাগয়োরসম্ভবাদনাত্মবাদাপাতাচ্চ। দ্বিতীয়ে, তস্মিন্নেব প্রদেশে পরস্যাঽপি ভোগদর্শনাদদৃষ্টমস্তীত্যেকেনাপি শরীরেণ দ্বয়োরাত্মনোর্ভোগপ্রসঙ্গঃ। যদ্যাত্মভেদাৎ প্রদেশয়োর্ভেদঃ, তদাপি তয়োরেকদেহান্তর্ভাবাদ্ভোগসাঙ্কর্য্যং তদবস্থং সাবয়বাত্মবাদপ্রসঙ্গশ্চ। কিঞ্চ, যত্র যত্রাত্মনঃ প্রদেশে শরীরাদিসংযোগাদদৃষ্টমুৎপন্নং, তত্তত্রৈবাচলপ্রদেশে স্থিতমিতি স্বর্গাদিশরীরাবচ্ছিন্নাত্মন্যদৃষ্টাভাবাৎ ভোগো ন স্যাৎ, অতঃ প্রদেশভেদো ন ব্যবস্থাপকঃ। যত্ত্বত্রোৎপন্নমদৃষ্টং স্বাশ্রয়ে যত্র ক্বচিৎ ভোগহেতুরিতি স্বর্গাদিভোগসিদ্ধিরিতি, তন্ন। ভোগশরীরাৎ দূরস্থাদৃষ্টে মানাভাবাদিতি ভাবঃ। যদপি কেচিদাহুঃ—মনস একত্বেঽপ্যাত্মনাং ভেদেন সংযোগব্যক্তীনাং ভেদাৎ কয়াচিৎ সংযোগব্যক্ত্যা কস্মিংশ্চিদেবাত্মন্যদৃষ্টাদিকমিত্যসাঙ্কর্য্যমিতি,

(কার্য্যের ব্যবস্থা) নিষ্পন্ন হইবেক না। অপিচ, শরীর যখন সর্ব্বাত্ম-সন্নিধানেই জন্মে, তখন কি করিয়া অমুক আত্মার এই শরীর, ইহা অমুক আত্মার নহে, ইহা স্থির করিবে? ঐ নিয়ম সিদ্ধ করিবে? তাহা পারিবে না। প্রদেশবিশেষ স্বীকার করিলেও সমসুখদুঃখভোগী দুই আত্মার এক শরীর দ্বারা সেই সেই ভোগ সিদ্ধ হওয়ার আপত্তি হইবেক। কেন-না, আত্মদ্বয়ের অদৃষ্টের প্রদেশসাম্য হেতু তাহা অসম্ভব নহে; প্রত্যুত সুসম্ভব।

[তথা হি......ভাবাৎ] বিবেচনা কর, দেবদত্ত যে আত্মপ্রদেশে সুখদুঃখভোগ করিতেছিলেন, তাঁহার শরীর সে আত্মপ্রদেশ ত্যাগ করিয়া প্রদেশান্তরে গেল, সেই মুহূর্ত্তে তৎপ্রদেশে যজ্ঞদত্তের শরীর আসিল, এমত স্থলে কেন দেবদত্ত যজ্ঞদত্তের সহিত সমসুখদুঃখী হয়? যদি দেবদত্তের ও যজ্ঞদত্তের অদৃষ্ট সমপ্রদেশ না হইত, তাহা হইলে কদাচ ঐরূপ হইত না। এতদ্ভিন্ন, প্রদেশবাদীর মতে, স্বর্গাদি ভোগের অনুপপত্তি-আপত্তিও হয়। বিবেচনা কর, ব্রাহ্মণাদিশরীরপ্রদেশে হইল অদৃষ্টোৎপত্তি, আর অন্যপ্রদেশে হইবে তাহার কার্য্য, ইহা হইতেই পারে না। অপিচ, দৃষ্টান্ত না থাকায় বহু আত্মার সর্ব্বব্যাপিতা ও স্বর্গাদি ভোগ উভয়ই অসিদ্ধ

শেষদৃষ্টনিষ্পত্তেঃ, প্রদেশান্তরবর্ত্তিত্বাচ্চ স্বর্গাদ্যুপভোগস্য, সর্ব্বগতত্বানুপপত্তিশ্চ বহূনামাত্মনাং, দৃষ্টান্তাভাবাৎ। বদ তাবৎ ত্বং—কে বহবঃ সমানপ্রদেশাশ্চেতি। রূপাদয় ইতি চেৎ, ন, তেষামপি ধর্ম্ম্যংশেনাভেদাল্লক্ষণভেদাচ্চ। ন তু বহূনামাত্মনাং লক্ষণভেদোঽস্তি, অন্ত্যবিশেষবশাদ্ভেদোপপত্তিরিতি চেৎ, ন, ভেদকল্পনায়া অন্ত্যবিশেষকল্পনায়াশ্চেতরেতরাশ্রয়ত্বাৎ। আকা-

ত্তম্। সংযোগব্যক্তীনাং বৈজাত্যাভাবেন সর্ব্বাসামেবৈকদেহান্তঃ সর্ব্বাত্মস্বদৃষ্টহেতুত্বাপত্তেঃ। তথাচ সর্ব্বাত্মনামেকস্মিন্ দেহে ভোক্তৃত্বং দুর্ব্বারম্।

কিঞ্চ, বহূনাং বিভুত্বমঙ্গীকৃত্য সাঙ্কর্য্যমুক্তং, সম্প্রতি কর্ত্তৄণাং বিভুত্বমসিদ্ধম্, অহমিহৈবাস্মি—ইত্যল্পত্বানুভবাৎ মানাভাবাচ্চেত্যাহ—"সর্ব্বগতত্বানুপপত্তিশ্চ" ইতি। কিঞ্চ, বহূনাং বিভুত্বে সমানদেশত্বং বাচ্যং, তচ্চাযুক্তং, অদৃষ্টত্বাদিত্যাহ—বদেতি। ননু রূপরসাদীনামেকঘটস্থত্বং দৃষ্টমিতি চেৎ, নায়মস্মৎসম্মতো দৃষ্টান্তঃ। রূপস্য তেজোমাত্রত্বাদ্রসস্য জলমাত্রত্বাৎ গন্ধস্য পৃথিবীমাত্রত্বাৎ ইত্যেবং তত্তদ্গুণস্য স্বস্বধর্ম্ম্যংশেনাভেদাৎ তেজআদিধর্ম্মাতিরিক্তপটাভাবাৎ। কিঞ্চাত্মনাং বহুত্বমপ্যসিদ্ধম্, আত্মত্বরূপলক্ষণস্যাভেদাৎ। তথা চ দেবদত্তাত্মা যজ্ঞদত্তাত্মনো ন ভিন্নঃ, আত্মত্বাদ্ যজ্ঞদত্তাত্মবৎ। অত্র বৈশেষিকঃ শঙ্কতে—অন্ত্যবিশেষেতি। নিত্যদ্রব্যমাত্রবৃত্তয়ো বিশেষাস্তে চ স্বয়ং স্বাশ্রয়ব্যাবর্ত্তকা এব, ন স্বেষাং ব্যাবর্ত্তকমপেক্ষন্তে, ইত্যন্ত্যা উচ্যন্তে। তথা চ বিশেষরূপলক্ষণভেদাৎ ভবত্যাত্মভেদ ইত্যর্থঃ। ন তাবদাত্মন্যনাত্মনঃ সকাশাদ্ভেদজ্ঞানার্থা বিশেষকল্পনা আত্মত্বাদেবানাত্মভেদসিদ্ধেঃ। নাপ্যাত্মনাং মিথো ভেদজ্ঞানার্থং তৎকল্পনা, আত্মভেদস্যাদ্যাপ্যসিদ্ধেঃ। ন চ বিশেষভেদকল্পনাদেবাত্মভেদকল্পনা যুক্তা, আত্মভেদজ্ঞপ্তাবাত্মসু বিশেষভেদসিদ্ধিস্তৎসিদ্ধৌ তৎসিদ্ধিরিত্যন্যোন্যাশ্রয়াদিতি পরিহারার্থঃ। যস্তু বহূনাং বিভুত্বে আকাশদিক্কালদৃষ্টান্ত ইতি, সোঽপ্যসম্মত ইত্যাহ—"আকাশাদীনাম্" ইতি।

ও যুক্তিবহির্ভূত। [বদ...সিদ্ধম্] তুমিই বল, সমপ্রদেশ অথচ বহু, এমন কোন্ পদার্থ দেখিয়াছ? যদি বল, রূপাদি পদার্থ দেখিয়াছি। আমরা বলি, তাহা ভ্রম। কেন-না, একাধারে রূপ রস গন্ধ প্রভৃতি যেগুলি দেখিয়াছ ও দৃষ্টান্ত দেখাইবে, সে গুলিরও স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মী (আশ্রয়) অংশে অভিন্নতা আছে, ভিন্নতা নাই। (যে রূপ, সে-ই তেজ, যে জল, সে-ই রস, ইত্যাদি)। * অপিচ, লক্ষণের অভেদও আছে। লক্ষণের অভেদ (সর্মলক্ষণ) থাকায় বহুত্বই

* সমুদায় কথার সার সঙ্কলন এই যে, বৈশেষিক দর্শনের মতে আত্মা অসংখ্য এবং সকল আত্মাই বিভু। অন্তরে বাহিরে কোনও স্থানে কোনও আত্মার অভাব নাই, সর্ব্বত্রই সর্ব্ব আত্মা আছে। যেখানে আমার মন, আমার শরীর, সেইখানেই আমার আত্মা, তোমার আত্মা, অন্যান্য আত্মা, সকল আত্মাই আছে। অতএব, শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মপ্রদেশ ও মনঃসংযোগ, এই দুইটীই সাধারণ অর্থাৎ সকল আত্মার পক্ষে সমান। সুতরাং সকল প্রদেশই এতচ্ছরীরাবচ্ছিন্ন এবং সমুদায় আত্মপ্রদেশেই মনের স্থিতি। ইহা বৈশেষিকের ইচ্ছা না থাকিলেও স্বীকার্য্য এবং

শাদীনামপি বিভুত্বং ব্রহ্মবাদিনোঽসিদ্ধং, কার্য্যত্বাভ্যুপগমাৎ। তস্মাদাত্মৈকত্বপক্ষ এব সর্ব্বদোষাভাব ইতি সিদ্ধম্ ॥২।৩।৫৩॥

ইতি শ্রীমদ্‌গোবিন্দভগবৎপূজ্যাপাদশিষ্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদ-কৃতৌ শারীরকমীমাংসাভাষ্যে দ্বিতীয়স্যাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥*॥

বিভুত্বৈস্যৈকবৃত্তিত্বে লাঘবান্ন বিভুভেদঃ। যথৈকস্মিন্নাকাশে ভেরীবীণাদিভেদেন তারমন্দ্রাদিশব্দব্যবস্থা, এবমেকস্মিন্নপ্যাত্মনি বুদ্ধ্যুপাধিভেদেন সুখাদিব্যবস্থোপপত্তেঃ, আত্মভেদেঽপি ব্যবস্থানুপপত্তেরুক্তত্বান্মুধা ভেদকল্পনেত্যুপসংহরতি—তস্মাদিতি। এবম্ভূতভোক্তৃশ্রুতীনাং বিরোধাভাবাৎ ব্রহ্মণ্যদ্বয়ে সমন্বয় ইতি সিদ্ধম্ ॥ ২। ৩। ৫৩॥ ইতি রত্নপ্রভা।]

অসিদ্ধ। আত্মা বহু, ইহা কথায় বলিতেছ, কিন্তু লক্ষণ এক। লক্ষণের ভেদ থাকিলে তদ্দ্বারা ভেদসিদ্ধি হয়, তাহা না থাকিলে হয় না। বিশেষ * পদার্থের দ্বারা ভেদসিদ্ধি হইবেক, এ কথাও বলিবার অযোগ্য। কেন-না, বিশেষ পদার্থের কল্পনা ও ভেদকল্পনা পরস্পরাধীন; সুতরাং তাহাতে ইতরেতরাশ্রয় দোষ—যাহা বুঝিবার ও হইবার প্রতিবন্ধক, তাহা আছে। ব্রহ্মবাদীর পক্ষে আকাশের বিভুত্ব অসিদ্ধ। তৎপ্রতি হেতু, তন্মতে আকাশও ব্রহ্মজন্য। এ জন্য বেদান্তীকে আকাশাদির দৃষ্টান্তে বহু বিভু স্বীকার করান ঘটিবে না। বিচারের উপসংহার এই যে, প্রদর্শিত কারণে একাত্মবাদই নির্দ্দোষ ॥ ২। ৩। ৫৩॥

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

স্বীকার্য্য বলিয়াই বৈশেষিকের মতে সুখদুঃখভোগের সাঙ্কর্য্যপ্রাপ্তি অনিবার্য্য। অদৃষ্ট স্বীকার করিলেও সাঙ্কর্য্য বারণ হয় না। কেন-না, যে আত্ম-প্রদেশে অদৃষ্টোৎপত্তি হয়, সে আত্মপ্রদেশ এখানে সেখানে চলিয়া বেড়ায় না, ইহা বৈশেষিককে অবশ্যই মানিতে হইবে। তাহা মানিলে ইহাও মানিতে হইবে যে, সেই প্রদেশে অন্যের অদৃষ্টও আছে। তাহার কারণ, সেই প্রদেশেই অন্যের ভোগ দেখা যায়। অপিচ অচলত্ব নিবন্ধন সে প্রদেশ স্বর্গে না যাওয়ায় ও স্বর্গীয় শরীরাবচ্ছিন্ন প্রদেশে অদৃষ্ট না থাকায় স্বর্গভোগ অসম্ভব হয়। আরও কথা এই যে, কর্ত্তার বিভুত্ব অসিদ্ধ। 'অহং=আমি' এই অনুভব কর্ত্তার পরিমিতপরিমাণ থাকার সাধক। ইত্যাদি।

* বিশেষ—কণাদের পরিকল্পিত পদার্থ-বিশেষ। ইহা পরমাণু, প্রভৃতি নিত্যপদার্থে থাকে, থাকিয়া অন্য হইতে আপন আশ্রয়ের ভেদ জন্মায় অর্থাৎ পার্থক্য অবধারণ করায়।

চতুর্থঃ পাদঃ।

তথা প্রাণাঃ ॥ ২। ৪। ১॥ *

বিয়দাদিবিষয়ঃ শ্রুতিবিপ্রতিষেধস্তৃতীয়েন পাদেন পরিহৃতঃ, চতুর্থেনেদানীং প্রাণবিষয়ঃ পরিহ্রিয়তে। তত্র তাবৎ "তত্তেজোঽসৃজত" ইতি "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইতি চৈবমাদিষূৎপত্তিপ্রকরণেষু প্রাণানামুৎপত্তির্নাম্নায়তে। কচিচ্চানুৎপত্তিরেবৈষামাম্নায়তে—"অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ, তদাহুঃ কিং তদসদাসীদিত্যৃষয়ো বাব তেঽগ্রেঽসদাসীৎ, তদাহুঃ কে তে ঋষয় ইতি, প্রাণা বা ঋষয়ঃ" ইতি। অত্র প্রাগুৎপত্তেঃ প্রাণানাং সদ্ভাবশ্রবণাৎ। অন্যত্র তু প্রাণানামপ্যুৎ-

---

যদ্যপি ব্রহ্মবেদনে সর্ব্ববেদনপ্রতিজ্ঞা-তদুপপাদনশ্রুতিবিরোধাদ্বহুতরাদ্বৈতশ্রুতিবিরোধাচ্চ প্রাণানাং সর্গাদৌ সদ্ভাবশ্রুতির্ব্বিয়দমৃতত্বাদিশ্রুতয় ইবান্যথা কথঞ্চিন্নেতুমুচিতাঃ, তথাপ্যন্যথানয়নপ্রকারমবিদ্বানন্যথানুপপদ্যমানৈকাপি শ্রুতির্ব্বহ্বীরন্যথয়েদিতি মন্বানঃ পূর্ব্বপক্ষয়তি। অত্র চাভ্যুচ্চয়তয়া বিয়দধিকরণপূর্ব্বপক্ষহেতূন্ স্মারয়তি—"তত্র তাবৎ" ইতি। শব্দৈকপ্রমাণসমধিগম্যা হি মহাভূতোৎপত্তিস্তস্যা যত্র শব্দোনিবর্ত্ততে, তত্র তৎপ্রমাণাভাবেন তদভাবঃ প্রতীয়তে। যথা চৈত্যবন্দন-তৎকর্ম্মধর্ম্মত্বাম্না ইত্যর্থঃ। অত্রাপাততঃ শ্রুতিবিপ্রতিপত্ত্যান-

---

আকাশাদি-বিষয়ে যে, শ্রুতিবিরোধ ছিল, তৃতীয়পাদে তাহার পরিহার দেখান হইয়াছে। সম্প্রতি এই চতুর্থপাদে প্রাণবিষয়ক বিরোধের পরিহার বলা হইবেক। (প্রাণ = ইন্দ্রিয় ও জীবনবায়ু)।

"তিনি তেজ সৃজন করিলেন", "তাঁহা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে" ইত্যাদি ইত্যাদি সৃষ্টিপ্রকরণে প্রাণের উৎপত্তি কথিত হয় নাই, প্রত্যুত কোন কোন শ্রুতিতে প্রাণের অনুৎপত্তিই অভিহিত হইয়াছে। যথা—"আগে অসৎ-ই ছিল। কি অসৎ ছিল? সেই ঋষিরাই অগ্রে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎ ছিল। ঋষি কাহারা? প্রাণেরাই ঋষি।" এই শ্রুতিতে সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রাণের অনুৎপত্তি বা প্রাণসদ্ভাব শ্রুত হইতেছে। [অন্যত্র…দেশেষু] আবার শ্রুত্যন্তরে,

---

* যথা পরস্মাদ্‌ব্রহ্মণ আকাশাদয় উৎপদ্যন্তে, তথা প্রাণা অপ্যুৎপদ্যন্তে ইতি যোজনা।

যেরূপে পরব্রহ্ম হইতে আকাশাদির জন্ম হইয়াছে, সেইরূপে তাঁহা হইতে প্রাণেরও জন্ম হইয়াছে। এ স্থানে প্রাণ-শব্দে ইন্দ্রিয়।

পত্তিঃ পঠ্যতে—"যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবৈতস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ" ইতি, "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" ইতি, "সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ" ইতি, "প্রাণমসৃজত প্রাণাচ্ছ্রদ্ধা খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবীন্দ্রিয়ং মনোঽন্নম্" ইতি চৈবমাদিপ্রদেশেষু। তত্র তত্র শ্রুতিবিপ্রতিষেধাদন্যতরনির্ধারণকারণানিরূপণাচ্চাপ্রতিপত্তিঃ প্রাপ্নোতি, অথবা প্রাগুৎপত্তেঃ সদ্ভাবশ্রবণাদ্ গৌণী প্রাণানামুৎপত্তিশ্রুতিরিতি প্রাপ্নোতি, অত ইদং পঠতি—"তথা প্রাণাঃ" ইতি।

কথং পুনরত্র তথেত্যক্ষরানুলোম্যম্, প্রকৃতোপমানাভাবাৎ। সর্ব্বগতাত্মবহুত্ববাদিদূষণমতীতানন্তরপাদান্তে প্রকৃতং, তৎ তাবন্নোপমানং সম্ভবতি, সাদৃশ্যাভাবাৎ। সাদৃশ্যে হি

ধ্যবসায়েন পূর্ব্বপক্ষয়িত্বা অথ বেত্যভিহিতং পূর্ব্বপক্ষমবতারয়তি। অভিপ্রায়োঽস্য দর্শিতঃ 'পানব্যাপচ্চ তদ্বৎ' ইত্যত্র। অর্থপ্রতিগ্রহেষ্ট্যাত্বধিকরণপূর্ব্বপক্ষসূত্রার্থসাদৃশ্যং তদা পরামৃষ্টম্। রাদ্ধান্তস্তু—স্যাদেতদেবং, যদি সর্গাদৌ প্রাণসদ্ভাবশ্রুতিরনন্যথাসিদ্ধা ভবেৎ, অন্যথৈব ত্বেষা সিধ্যতি। অবান্তরপ্রলয়ে হ্যগ্নিসাধ-

প্রাণের উৎপত্তিও পঠিত হইতে দেখা যায়। যথা—"যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ বিসর্পিত হয়, তেমনি, আত্মা হইতে প্রাণ সকল উৎপন্ন হয়।" "ইহাঁ হইতে প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়গণ জন্মিয়াছে।" "সাত প্রাণ তাঁহা হইতে জন্মে।" "তিনি প্রাণ সৃজন করিলেন। প্রাণ হইতে শ্রদ্ধা, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মন ও অন্ন জন্মিল।" [তত্র তত্র...প্রাণা ইতি] প্রদর্শিত ভিন্ন ভিন্ন শ্রুতিতে ভিন্ন ভিন্ন কথা থাকায় এবং একতর নির্দ্ধারণের কারণবিশেষ না থাকায় প্রাণ উৎপন্ন, কি অনুৎপন্ন (জন্য কি নিত্য), তাহা বুঝা যায় না। কিংবা "সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রাণ ছিল" এই শ্রুতির মুখ্যরূপে গ্রহণ ও উৎপত্তিবোধক শ্রুতিগুলির গৌণার্থে স্থাপন, ইহাই পাওয়া যায়। এতদ্রূপ সংশয়িত পক্ষপ্রাপ্তে "তথা প্রাণাঃ" সূত্র পঠিত হইয়াছে।

[কথং...ভবেৎ] এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, সূত্রের প্রথমেই তথা-শব্দের প্রয়োগ সম্ভবে কিরূপে? সবে এই মাত্র আরম্ভ, এখানে কোন প্রকার উপমান পদার্থ উপস্থিত নাই। যথা অমুক, তথা অমুক, এরূপ না হইলে তথা-শব্দের সঙ্গতি হয় না। কিন্তু এখনও যথা-শব্দ প্রয়োগের যোগ্য পদার্থ কথিত হয় নাই,

সত্ত্যপমানং স্যাৎ, যথা সিংহস্তথা বলবর্ম্মেতি। অদৃষ্টসাম্য-প্রতিপাদনার্থমিতি যদ্ব্যুচ্যেত—যথা অদৃষ্টস্য সর্ব্বাত্মসন্নিধাবুৎ-পদ্যমানস্যানিয়তত্বং, এবং প্রাণানামপি সর্ব্বাত্মনঃ প্রত্যনিয়-তত্বমিতি, তদপি দেহানিয়মেনৈবোক্তত্বাৎ পুনরুক্তং ভবেৎ। ন চ জীবেন প্রাণা উপমীয়েরন্, সিদ্ধান্তবিরোধাৎ। জীবস্য হ্যনুৎপত্তিরাখ্যাতা, প্রাণানাং তূৎপত্তিরাচিখ্যাসিতা। তস্মাৎ তথেত্যসম্বদ্ধমেতৎ প্রতিভাতি। ন, উদাহরণোপাত্তেনা-প্যুপমানেন সম্বন্ধোপপত্তেঃ। অত্র প্রাণোৎপত্তিবাদিবাক্য-জাতমুদাহরণং—"এতস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি চ ব্যুচ্চরন্তি" এবঞ্জাতীয়কম্।

নানাং সৃষ্টির্ব্বক্তব্যেতি তদর্থোঽসাবুপক্রমঃ। তত্রাধিকারিপুরুষঃ প্রজাপতিরপ্রণষ্ট এব, ত্রৈলোক্যমাত্রং প্রলীনম্, অতস্তদীয়ান্ প্রাণানপেক্ষ্য সা শ্রুতিরুপপন্নার্থা। তস্মাদ্ভূয়সীনাং শ্রুতীনামনুগ্রহায় সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞোপপত্ত্যর্থস্য চোত্তরস্য সন্দর্ভস্য, গৌণত্বে তু প্রতিজ্ঞাতার্থানুগুণ্যাভাবেনানপেক্ষিতার্থত্বপ্রসঙ্গাৎ প্রাণ

সুতরাং তথা-শব্দের প্রয়োগ অসমঞ্জস। অতীত পাদের শেষে সর্ব্বগত অনে-কাত্মবাদ দূষিত হইয়াছে, সাদৃশ্য না থাকায় তাহাও যথা-শব্দের যোগ্য উপমান নহে, সুতরাং তদনুসারেও তথা-শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না। সাদৃশ্য থাকিলে উপমান হয়, নচেৎ হয় না। যেমন, সিংহ যদ্রূপ, বলবর্ম্মাও তদ্রূপ, ইত্যাদি। (অর্থাৎ বলবর্ম্মার শৌর্য্য-বীর্য্য সিংহের শৌর্য্য-বীর্য্যের সদৃশ)। অতীত পাদের শেষে অদৃষ্টের কথা আছে, তৎসমানতা বুঝাইবার জন্য তথা-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, সর্ব্বাত্মসন্নিধানে সমুৎপন্ন অদৃষ্ট যেমন অনিয়ত, তেমনি প্রাণও সর্ব্বাত্ম-সম্বন্ধে অনিয়ত, (ইহা বুঝাইবার জন্য তথা-শব্দের প্রয়োগ), এ কথাও বলা যায় না। কারণ, দেহের অনিয়ম বলাতে প্রাণেরও অনিয়ম বলা হইয়াছে, সুতরাং তথা-শব্দের পৌনরুক্ত্য হইতে পারে। [ন চ...ভাতি] পূর্ব্বোক্ত জীবাত্মা উপমান হইবেক, অর্থাৎ প্রাণ জীবের দ্বারা তুলিত, ইহাও বাচ্য নহে। কারণ, তাহা হইলে সিদ্ধান্ত বিরোধ হইবেক। সিদ্ধান্ত বিরোধ এই যে, সেখানে জীবের অনুৎপত্তি বলা হইয়াছে, কিন্তু এখানে প্রাণের উৎপত্তি বলিতে উদ্যত। অতএব, সূত্রের তথা-শব্দটী অসম্বদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইতেছে। [ন...পত্তে] না—, তাহা প্রতীত হয় না। উদাহরণে যাহা পাওয়া যায়, তাহাই উপমান, এবং সেই উপমানের দ্বারা তথা-শব্দের অসম্বদ্ধতা নিবারিত হয়। [অত্র...তব্যম্] প্রাণোৎপত্তিবাদী উদাহরণবাক্য এই—"এই আত্মা হইতে সমুদায় প্রাণ, সমুদায়

যথা লোকাদয়ঃ পরস্মাদ্‌ব্রহ্মণ উৎপদ্যন্তে, তথা প্রাণা অপী-ত্যর্থঃ। তথা—

"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥"

ইত্যেবমাদিষ্বপি খাদিবৎ প্রাণানামুৎপত্তিরিতি দ্রষ্টব্যম্। অথবা "পানব্যাপচ্চ তদ্বৎ" ইত্যেবমাদিষু ব্যবহিতোপমানসম্বন্ধস্যাপ্যা-শ্রিতত্বাৎ, যথাতীতানন্তরপাদাদ্যুক্তা বিয়দাদয়ঃ পরস্য ব্রহ্মণো বিকারাঃ সমধিগতাঃ, তথা প্রাণা অপি পরস্য ব্রহ্মণো বিকারা ইতি যোজয়িতব্যম্। কঃ পুনঃ প্রাণানাং বিকারত্বে হেতুঃ? শ্রুত-

অপি নভোবদ্‌ব্রহ্মণো বিকারা ইতি। ন চ চৈত্যবন্দনাদিবৎ সর্ব্বথা প্রাণানামুৎ-পত্ত্যশ্রুতিঃ। ক্বচিৎ খল্বেষামুৎপত্ত্যশ্রবণং, উৎপত্তিশ্রুতিস্তু তত্র তত্র দর্শিতা।

লোক, সমুদায় দেব ও সমুদায় ভূত আবির্ভূত হইয়াছে।" এইরূপ আরও আছে। সেই সেই বাক্যে যে লোকাদির উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, সেই লোকাদির উৎপত্তিই প্রাণোৎপত্তির উপমান। লোকাদি যেমন পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, তেমনি প্রাণও তাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়, এই অর্থ তথা-শব্দের প্রয়োগে প্রকটিত হইয়াছে। অপিচ, "ইহাঁ হইতে প্রাণ, মন সমুদায় ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও বিশ্বাধার পৃথিবী জন্মিয়াছে" ইত্যাদি উদাহরণেও আকাশাদির ন্যায় প্রাণের উৎপত্তি, ইহা বুঝিতে হইবে। কিংবা এরূপ বলিতেও পার, জৈমিনি যেমন "পানব্যাপৎ" ইত্যাদি স্থলে বহু সূত্র ব্যবহিত উপমানের গ্রহণ * করিয়াছেন, তেমনি ব্যাসও অতীত পূর্ব্বপাদোক্ত আকাশাদি লক্ষ্য করিয়া, আকাশাদি যেমন পরব্রহ্মোৎপন্ন, তেমনি প্রাণও পরব্রহ্মোৎপন্ন, এইরূপ বলিয়াছেন। [কঃ…সূক্তম্] প্রাণ যে বিকারী অর্থাৎ জন্মবান্, তৎপ্রতি হেতু শ্রুতি। শ্রুতি বলিয়াছেন বলিয়াই প্রাণের জন্মবত্তা স্বীকার করা যায়। কোন কোন শ্রুতিতে প্রাণের অনুৎপত্তি-শ্রবণ থাকিলেও শ্রুত্যন্তরে তাহার উৎপত্তি

* যে অশ্বপ্রতিগ্রহ করিবে, সে বারুণ যাগ করিবেক, এইরূপ একটী শ্রুতি আছে। জৈমিনি তাহার বিচার করিয়াছেন।—ঐ বারুণ যাগ কে করিবে? অশ্বদাতা? না অশ্বপ্রতিগ্রহীতা? "প্রতিগ্রহ" শব্দ থাকায় গ্রহীতাই করিবেক, এইরূপ পাওয়া যায় বটে; কিন্তু অশ্বদাতার প্রস্তাবে ঐ বিধান কথিত হওয়ায় উহা অশ্বদাতারই কর্ত্তব্য। ঐ স্থলে, যে প্রতিগ্রহ করায় অর্থাৎ দেয়, এইরূপ বাক্যার্থ গ্রাহ্য। এস্থলে ইহাও দেখিতে হইবেক যে, ঐ অশ্বদান লৌকিক কি বৈদিক। শাস্ত্রে নিষিদ্ধ অশ্বদান করিলে দোষ হওয়ার কথা থাকায় লৌকিক অশ্বদাতারই দোষ ক্ষয়ার্থ বারুণ যাগ কর্ত্তব্য, এইরূপ পক্ষ স্থাপন পূর্ব্বক পরে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সদোষ যজ্ঞাশ্বদানে জলোদর রোগ হয়, তদ্দোষ নাশার্থ বারুণ-যাগ কর্ত্তব্য। ইহারই পরে বলিয়াছেন, "পানব্যাপচ্চ তদ্বৎ।" সোমপান করিলে যদি ব্যাপৎ অর্থাৎ বমন হয়, তবে সোমেন্দ্র চরুহোম করিবেক।

ত্বমেব। নন্বু কেষুচিৎ প্রদেশেষু ন প্রাণানামুৎপত্তিঃ শ্রূয়তে ইত্যুক্তম্। তদযুক্তং, প্রদেশান্তরেষু শ্রবণাৎ। ন হি ক্বচিদশ্রবণমন্যত্র শ্রুতং নিবারয়িতুমুৎসহতে। তস্মাচ্ছ্রুতত্বাবিশেষাদাকাশাদিবৎ প্রাণা অপ্যুৎপদ্যন্ত ইতি সূক্তম্ ॥২।৪।১॥

গৌণ্যসম্ভবাৎ ॥ ২ । ৪ । ২ ॥ *

যৎ পুনরুক্তং—প্রাগুৎপত্তেঃ সদ্ভাবশ্রবণাৎ গৌণী প্রাণানামুৎপত্তিরিতি, তৎ প্রত্যাহ—গৌণ্যসম্ভবাদিতি। গৌণ্যা অসম্ভবো গৌণ্যসম্ভবঃ। ন হি প্রাণানামুৎপত্তিশ্রুতিগৌ'ণী সম্ভবতি, প্রতিজ্ঞাহানিপ্রসঙ্গাৎ। "কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং

তস্মাদ্বৈষম্যং   চৈত্যবন্দন-পোষধাদিভিরিতি। (পোষধ শব্দ উপবাসবাচী বৌদ্ধশাস্ত্রে) ॥ ২ । ৪ । ১ ॥

কেচিদ্বিয়দধিকরণব্যাখ্যানেন গৌণ্যসম্ভবাদিতি সূত্রং ব্যাচক্ষতে। গৌণী

শুনা যায়। যাহা বহুতর প্রবল শ্রুতিতে শুনা যায়, একস্থানে অশ্রবণ তাহার নিষেধ করিতে পারে না। অতএব, শ্রুতত্বের বিশেষ না থাকায় আকাশাদির ন্যায় প্রাণও উৎপন্ন পদার্থ, এ উক্তি নির্দ্দোষ ॥ ২ । ৪ । ১ ॥

বলিয়াছিলে, সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রাণের অস্তিত্ব শ্রবণ থাকায় শ্রুত্যন্তরোক্ত উৎপত্তি মুখ্য উৎপত্তি নহে, কিন্তু গৌণী, তাহার প্রত্যুত্তর এই যে, গৌণত্বের সম্ভাবনা নাই। [ন হি...ভব্য।] যেহেতু প্রতিজ্ঞাহানি প্রসক্ত হয়, সেই হেতু প্রাণের উৎপত্তি গৌণ নহে। "ভগবন্! কি বিজ্ঞাত হইলে এ সমস্তই বিজ্ঞাত হয়?" শ্রুতি এই একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞার সাধনার্থ "ইহাঁ হইতে প্রাণ জন্মিয়াছে" ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন। ঐ প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইতে পারে,

এখানেও লৌকিক সোমপানে অথবা যজ্ঞীয় সোম পানে বমন-জনিত দোষ বিনাশার্থ হোম করিতে হইবেক, এইরূপ আশঙ্কা উত্থাপনপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যজ্ঞীয় সোম পান করিলে যদি বমন হয়, তবেই কর্ম্মবৈগুণ্য নিবন্ধন দোষ জন্মে, সে দোষ নিবারণার্থ সোমেন্দ্র চরু হোম কর্ত্তব্য। এখানে দেখ, জৈমিনি বহু সূত্র ব্যবহিত অনুষ্ঠান-জনিত দোষকে উপমান করিয়া "তদ্বৎ" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। ফলিতার্থ, দৃষ্টান্ত অব্যবহিত পূর্ব্বে থাকুক বা, কিছু দূরে থাকুক, তাহা গ্রহণ করার রীতি আছে।

* গৌণ্যা অসম্ভবো গৌণ্যসম্ভবস্তস্মাৎ। প্রতিজ্ঞাহান্যাদিপ্রসঙ্গাৎ প্রাণোৎপত্তিবাদিনী শ্রুতির্ন গৌণী, কিন্তু মুখ্যেত্যর্থঃ।

প্রাণোৎপত্তিবাদিনী শ্রুতির গৌণার্থ গ্রহণ করিতে গেলে প্রতিজ্ঞাহান্যাদি দোষ আগমন করে, সেইজন্য, গৌণার্থ গ্রহণের সম্ভাবনা নাই, মুখ্যার্থই গ্রাহ্য। অর্থাৎ স্বয়ং শ্রুতিই প্রাণের উৎপত্তি বলিয়াছেন, সুতরাং প্রাণ সত্য সত্যই উৎপন্ন পদার্থ।

বিজ্ঞাতং ভবতি” ইতি হ্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায়, তৎসাধনায়েদমাম্নায়তে “এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ” ইত্যাদি। সা চ প্রতিজ্ঞা প্রাণাদেঃ সমস্তস্য জগতঃ ব্রহ্মবিকারত্বে সতি প্রকৃতি-ব্যতিরেকেণ বিকারাভাবাৎ সিধ্যতি, গৌণ্যান্তু প্রাণানামুৎপত্তিশ্রুতৌ প্রতিজ্ঞেয়ং হীয়েত। তথা চ প্রতিজ্ঞা-তার্থমুপসংহরতি “পুরুষ এবেদং বিশ্বং তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্” ইতি, “ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠং” ইতি চ। তথা “আত্মনো বা’অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্” ইত্যেবঞ্জাতীয়কাসু শ্রুতিষ্বেবৈব প্রতিজ্ঞা যোজয়িতব্যা।

কথং পুনঃ প্রাগুৎপত্তেঃ প্রাণানাং সদ্ভাবশ্রবণম্? নৈতন্মূলপ্রকৃতিবিষয়ম্, “অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ” ইতি মূলপ্রকৃতেঃ প্রাণাদিসমস্তবিশেষরহিতত্বাবধারণাৎ। অবান্তরপ্রকৃতিবিষয়ন্ত্বেতৎ স্ববিকারাপেক্ষং প্রাগুৎপত্তেঃ প্রাণানাং

প্রণানামুৎপত্তিশ্রুতিরসম্ভবাদুৎপত্তেরিতি, তদযুক্তং, বিকল্পাসহত্বাৎ। তথাহি— প্রাণানাং জীববদ্বাঽবিকৃতব্রহ্মাত্মতয়ানুপপত্তিঃ স্যাৎ? ব্রহ্মণস্তত্ত্বান্তরতয়া বা? ন তাবজ্জীববদেষামবিকৃতব্রহ্মাত্মতা, জড়ত্বাৎ। তস্মাত্তত্ত্বান্তরত্বয়ৈষামনুৎপত্তি-

---

যদি প্রাণ প্রভৃতি সমুদায় জগৎ ব্রহ্মোৎপন্ন হয়। কেন না, প্রকৃতিব্যতিরিক্ত বিকৃতি নাই। অভিপ্রায় এই যে, প্রকৃতিই বস্তুসৎ, বিকৃতির পৃথক্-অস্তিত্ব নাই। মৃত্তিকাই বস্তু, ঘট নামমাত্র। প্রাণোৎপত্তি গৌণী হইলে অবশ্যই ঐ প্রতিজ্ঞার হানি হইবে। প্রতিজ্ঞাও গৌণী, এরূপ বলিবার উপায় নাই। কেন-না, শ্রুতি উপসংহারেও ব্রহ্মকে বিশ্বাভিন্ন বলিয়াছেন। যথা— “এ বিশ্ব ব্রহ্মই, অন্য কিছু নহে। তপঃই পর (শ্রেষ্ঠ) অমৃত ও ব্রহ্ম।” “এই বিশ্ব বরিষ্ঠ ব্রহ্ম।” “আত্মা শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা বিজ্ঞাত হইলে এ সমস্তও বিজ্ঞাত হয়” ইত্যাদি শ্রুতিতেও ঐ প্রতিজ্ঞা যোজিত করিবে।

[কথং…সিদ্ধেঃ]. যদি বল, সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রাণসদ্ভাব শ্রবণের গতি কি? তাহার প্রত্যুত্তর, সে কথন মূলপ্রকৃতিবিষয়ক নহে। অর্থাৎ প্রাণ পরম মূল নহে। যাহা পরম মূল, তাহা “অপ্রাণ, অমন, শুভ্র ও পর, অক্ষর হইতেও পর (শ্রেষ্ঠ)” এই শ্রুতিতে প্রাণাদি সর্ব্ববিশেষ বর্জ্জিত বলিয়া অবধারিত আছে। ঐ বাক্য (প্রাণসদ্ভাব বোধক বাক্য) অবান্তর প্রকৃতি বিষয়কক। তাহার অর্থ, সুতরাং স্ববিকার অপেক্ষা উৎপত্তির পূর্ব্বে প্রাণের অস্তিত্ব। ব্যাকৃত (আবির্ভাব বা উৎপত্তি) বিষয়ের যে বহু অবস্থা, তাহা শ্রুতি স্মৃতি উভয়ত্রই প্রকৃতি

সম্ভাবাবধারণমিতি দ্রষ্টব্যম্। ব্যাকৃতবিষয়াণামপি ভূয়সীনামবস্থানাং শ্রুতিস্মৃত্যোঃ প্রকৃতি-বিকারভাবপ্রসিদ্ধেঃ। বিয়দধিকরণে হি গৌণ্যসম্ভবাদিতি পূর্ব্বপক্ষসূত্রত্বাৎ গৌণী জন্মশ্রুতিরসম্ভবাদিতি ব্যাখ্যাতম্। প্রতিজ্ঞাহান্যা চ তত্র সিদ্ধান্তোঽভিহিতঃ, ইহ তু সিদ্ধান্তসূত্রত্বাৎ গৌণ্যা জন্মশ্রুতেরসম্ভবাদিতি ব্যাখ্যাতম্। তদনুরোধেন ত্বিহাপি গৌণী জন্মশ্রুতিরসম্ভবাদিতি ব্যাচক্ষাণৈঃ প্রতিজ্ঞাহানিরুপেক্ষিতা স্যাৎ ॥ ২।৪।২॥

তৎ প্রাক্ শ্রুতেঃ ॥ ২।৪।৩॥ *

ইতশ্চাকাশাদীনামিব প্রাণানামপি মুখ্যৈব জন্মশ্রুতিঃ—

রাস্থেয়া। তথা চ ব্রহ্মবেদনেন সর্ব্ববেদনপ্রতিজ্ঞাব্যাহতিঃ, সমস্তবেদান্তব্যাকোপশ্চেত্যেতদাহ—"বিয়দধিকরণেহি" ইতি ॥ ২।৪।২॥

নিগদব্যাখ্যাতমস্য ভাষ্যম্ ॥ ২।৪।৩॥

বিকৃতিভাবে প্রসিদ্ধ। (অভিপ্রায় এই যে, মহাপ্রলয়ে পরমকারণ পরব্রহ্ম মাত্রের অস্তিত্ব, তাঁহারই মুখ্য প্রাণতা, ঐ বাক্য তাঁহাকে লক্ষ্য করে নাই, কিন্তু খণ্ড বা অবান্তর প্রলয়ে যে হিরণ্য-গর্ভ ও প্রাণ নামক অবান্তর প্রকৃতি থাকেন, প্রদর্শিত প্রাণাস্তিত্ববাদিনী শ্রুতি তাঁহাকেই লক্ষ্য করিতেছে বা বলিতেছে। জন্মবান্ বা কারণ-ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ স্বকীয় সৃষ্টির মূল কারণ, ইহা "প্রথমে হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হইলেন" "তিনি ভূত-নিবহের আদি কর্ত্তা" ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতিতে কথিত আছে)। [বিয়দধি...স্যাৎ] পূর্ব্বে বিয়দধিকরণে (আকাশোৎপত্তি বিচারে) গৌণ্যসম্ভবাৎ সূত্র পূর্ব্বপক্ষ কোটীতে কথিত হইয়াছিল, সুতরাং "জন্মশ্রবণ মুখ্য নহে, কিন্তু গৌণ, কেন-না, মুখ্য জন্ম অসম্ভব" এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়া পরে প্রতিজ্ঞাহানি দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত বলা হইয়াছিল। কিন্তু এখানে এটী সিদ্ধান্ত সূত্র, "সেই জন্য, জন্ম শ্রবণ গৌণ, ইহা সম্ভব হয় না।" এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইল এবং সেই অনুরোধে এখানেও "মুখ্যাসম্ভব হেতু গৌণ জন্ম শ্রবণ" এরূপ ব্যাখ্যা করিতে গেলে প্রতিজ্ঞাহানি দোষ উপেক্ষিত হইবেক। অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাহানি দোষ নিবারিত হইবেক না ॥ ২।৪।২॥

প্রাণের উৎপত্তিও আকাশাদি উৎপত্তির ন্যায় মুখ্য, এতৎপ্রতি অন্য হেতু

* তৎ জায়ত ইতি জন্মবাচিপদম্। তৎ তস্য জায়ত ইতি পদস্য প্রাক্ পূর্ব্বং শ্রুতেঃ শ্রবণাৎ—শ্রুতস্য 'জায়তে' ইতি পদস্যাকাশাদিষু মুখ্যস্য পাঠাপেক্ষয়া প্রাচীনেষু প্রাণেষু শ্রবণাৎ তেষামপি মুখ্যং জন্মেতি সূত্রার্থঃ।

জায়ত অর্থাৎ জন্মে, এই কথাটীর সহিত প্রাণেরও অন্বয় হয়, সুতরাং প্রাণও আকাশাদির ন্যায় জন্মবান্।

যৎ 'জায়তে' ইত্যেকং জন্মবাচি পদং প্রাণেষু প্রাক্ শ্রুতং সৎ উত্তরেম্বাকাশাদিম্বনুবর্ত্ততে। "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ" ইত্যত্রাকাশাদিষু মুখ্যং জন্মেতি প্রতিষ্ঠাপিতং, তৎসামান্যাৎ প্রাণেম্বপি মুখ্যমেব জন্ম ভবিতুমর্হতি। ন হ্যেকস্মিন্ প্রকরণে একস্মিন্ বাক্যে একঃ শব্দঃ সকৃদুচ্চরিতো বহুভিঃ সম্বধ্যমানঃ কচিন্মুখ্যঃ কচিদ্গৌণ ইত্যধ্যবসাতুং শক্যঃ, বৈরূপ্যপ্রসঙ্গাৎ।

তথা "স প্রাণমসৃজত প্রাণাচ্ছ্রদ্ধা" ইত্যত্রাপি প্রাণেষু শ্রুতঃ সৃজতিঃ পরেম্বপ্যুৎপত্তিমৎস্থ শ্রদ্ধাদিম্বনুষজ্যতে। যত্রাপি পশ্চাচ্ছ্রুত উৎপত্তিবচনঃ শব্দঃ পূর্ব্বৈঃ সম্বধ্যতে, তত্রাপ্যেষ এব ন্যায়ঃ। যথা "সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি" ইত্যয়মন্তে পঠিতো 'ব্যুচ্চরন্তি' শব্দঃ পূর্ব্বৈরপি প্রাণাদিভিঃ সম্বধ্যতে ॥ ২। ৪। ৩॥

[রত্নপ্রভা। তস্য জায়ত ইতি পদস্যাকাশাদিষু মুখ্যস্য পাঠাপেক্ষয়া প্রাচীনেষু প্রাণেষু শ্রুতের্মুখ্যং জন্মেতি সূত্রযোজনা। তৎসামান্যাদিতি। তেনাকাশাদিজন্মনা সামান্যমেকশব্দোক্তত্বং, তস্মাদিত্যর্থঃ। একস্মিন্ বাক্যে একস্য শব্দস্য কচিন্মুখ্যত্বং কচিৎ গৌণত্বমিতি বৈরূপ্যং ন যুক্তমিতি ন্যায়মন্যত্রাপ্যতিদিশতি—যত্রাপি পশ্চাচ্ছ্রুত ইতি॥ ইতি রত্নপ্রভা॥ ২। ৪। ৩॥]

এই যে, "জায়তে" এই জন্মবাচী পদটী প্রথমতঃ প্রাণবিষয়ে শ্রুত হইয়া পরে আকাশাদি পর পর পদার্থে অনুবর্ত্তিত হওয়ায় এবং আকাশাদির জন্ম মুখ্য, গৌণ নহে, ইহা স্থাপিত হওয়ায়, সুতরাং আকাশাদির সহিত পঠিত প্রাণের জন্মও মুখ্য, গৌণ নহে, ইহাও স্থাপিত বা সিদ্ধ হইবেক। [ন হ্যেক... সঙ্গাৎ] প্রকরণ এক, বাক্য এক, শব্দ এক, একবার মাত্র উচ্চরিত, এতাদৃশ শব্দ বহুর সহিত অন্বিত হইয়া একস্থানে মুখ্যার্থ ও অন্য স্থানে গৌণার্থ বলিবে, এরূপ নিশ্চয় অন্যায্য। এক স্থানে ও একবাক্যে একোচ্চারিত একশব্দের দ্বিরূপতা (গৌণত্ব ও মুখ্যত্ব) ন্যায্য নহে।

[তথা...সম্বধ্যতে] আরও দেখ, "তিনি প্রাণ সৃজন করিলেন, প্রাণ হইতে শ্রদ্ধার—" এখানেও প্রাণ-বিষয়ে শ্রুত সৃজনশব্দ পরোৎপন্ন শ্রদ্ধাদিতে অনুষজ্জিত হইয়াছে। যখন পশ্চাৎ শ্রুত উৎপত্তিবাচী শব্দের পূর্ব্বের সহিত সম্বদ্ধ হইতে দেখা যায়, তখন এখানে অবশ্যই তদ্রূপ সম্বন্ধ ন্যায্য হইবেক। যথা—"সমুদায় ভূত ব্যুচ্চরন্তি অর্থাৎ উৎপন্ন হয়" অত্রস্থ ব্যুচ্চরিত শব্দও তৎপূর্ব্বস্থ প্রাণাদির সহিত অন্বিত।

তৎপূর্ব্বকত্বাদ্বাচঃ ॥ ২ । ৪ । ৪ ॥ *

যদ্যপি "তত্তেজোঽসৃজত" ইত্যেতস্মিন্ প্রকরণে প্রাণানামুৎপত্তির্ন পঠ্যতে, তেজোঽবন্নানামেব ত্রয়াণাং ভূতানামুৎপত্তিশ্রবণাৎ, তথাপি ব্রহ্মপ্রকৃতিক-তেজোঽবন্নপূর্ব্বকত্বাভিধানাদ্ বাক্‌প্রাণমনসাং, তৎসামান্যাচ্চ সর্ব্বেষামেব প্রাণানাং ব্রহ্মপ্রভবত্বং সিদ্ধং ভবতি। তথা হ্যস্মিন্নেব প্রকরণে তেজোঽবন্নপূর্ব্বকত্বং বাক্‌প্রাণমনসামাম্নায়তে "অন্নময়ং হি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাক্" ইতি। তত্র যদি তাবৎ মুখ্যমেবৈষামন্নাদিময়ত্বং, ততো বর্ত্তত এব ব্রহ্মপ্রভবত্বম্।

অথ ভাক্তং, তথাপি ব্রহ্মকর্ত্তৃকায়াং নামরূপব্যাক্রিয়ায়াং শ্রবণাৎ "যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি" ইতি চোপক্রমাৎ "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং" ইতি চোপসংহারাৎ শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধেশ্চ ব্রহ্মকা-

বাচ ইতি বাক্‌প্রাণমনসামুপলক্ষণম্। অয়মর্থঃ—তেজঃপ্রভৃতীনাং সৃষ্টৌ প্রাণসৃষ্টির্নোক্তেতি ব্রূষে, তত্রাপ্যুক্তেতি ব্রূমহে। তথাহি, যস্মিন্ প্রকরণে তেজোঽবন্নপূর্ব্বকত্বং বাক্‌প্রাণমনসামাম্নায়তে অন্নময়ং হীত্যাদিনা, তদ্‌যদি মুখ্যার্থং, ততস্তৎসামান্যাৎ সর্ব্বেষামেব প্রাণানাং সৃষ্টিরুক্তা।

অথ গৌণং, তথাপি ব্রহ্মকর্ত্তৃকায়াং নামরূপব্যাক্রিয়ায়ামুপক্রমোপসংহার-

যদিও ছান্দোগ্য উপনিষদের "তিনি তেজ সৃজন করিলেন" এই উৎপত্তি প্রস্তাবে প্রাণের উৎপত্তি কথিত হয় নাই, কেন-না, সেখানে তেজ, জল, পৃথিবী, মাত্র এই ভূতত্রয়ের উৎপত্তি শ্রুত হইয়াছে, তথাপি, সেখানে ব্রহ্মপ্রভব তেজের বাক্য, প্রাণ, মন, এই তিনের কারণতা কথিত হওয়ায় তৎসাধারণ্যে প্রাণেরও ব্রহ্মপ্রভবত্ব নির্ণীত হয়। [তথা...সিদ্ধিঃ] ছান্দোগ্যের ঐ প্রকরণেই বাক্য, প্রাণ, মন, এই তিনের তেজ, জল ও পৃথিবীমূলকত্ব কথিত হইয়াছে। যথা—"হে সোম্য, মন অন্নময় (অন্নের বিকার), প্রাণ জলময় ও বাগিন্দ্রিয় তেজোময়।" মনঃপ্রভৃতির এই অন্নময়ত্বাদি কথন মুখ্য হইলেও ব্রহ্মপ্রভবতত্ত্ব আছেই।

আর ভাক্ত অর্থাৎ গৌণ হইলে বুঝিতে হইবেক যে, ব্রহ্মকর্ত্তৃক নানারূপাত্মক বিকারের উৎপত্তিবিষয়ে ঐ বাক্যের শ্রবণ, "যাহা শুনিলে অশ্রুতও শ্রুত হয়" এই

* বাক্‌পদং প্রাণমনসোরুপলক্ষণম্। বাক্‌প্রাণমনসাং তৎপূর্ব্বকত্বাৎ ব্রহ্মকারণকত্বাৎ সমানমেব তত্রয়াণাং ব্রহ্মপ্রভবত্বমিতি যোজনা।

বাক্য, প্রাণ মন এই তিনের ব্রহ্মমূলকতা কথিত থাকায় বাক্যের ও মনের ন্যায় প্রাণেরও মুখ্য জন্য বুঝা যায়।

র্য্যত্বপ্রপঞ্চনার্থমেব মনআদীনামন্নাদিময়ত্ববচনমিতি গম্যতে। তস্মাদপি প্রাণানাং ব্রহ্মবিকারত্বসিদ্ধিঃ ॥ ২ । ৪ । ৪ ॥

সপ্ত গতের্ব্বিশেষিতত্বাচ্চ ॥ ২ । ৪ । ৫ ॥ *

উৎপত্তিবিষয়ঃ শ্রুতিবিপ্রতিষেধঃ প্রাণানাং পরিহৃতঃ, সঙ্খ্যাবিষয় ইদানীং পরিহ্রিয়তে। তত্র মুখ্যং প্রাণমুপরিষ্টা-দ্বক্ষ্যতি, সম্প্রতি তু কতীতরে প্রাণা ইতি সম্প্রধারয়তি। শ্রুতিবিপ্রতিপত্তেশ্চাত্র বিষয়ঃ। ক্বচিৎ সপ্ত প্রাণাঃ সঙ্কী-র্ত্ত্যন্তে "সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ" ইতি। ক্বচিদষ্টৌ প্রাণা গ্রহত্বেন গুণেন সঙ্কীর্ত্ত্যন্তে, "অষ্টৌ গ্রহা অষ্টাবতি-গ্রহাঃ" ইতি। ক্বচিন্নব "সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যাঃ প্রাণা দ্বাববাঞ্চৌ"

পর্য্যালোচনয়া শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধেশ্চ ব্রহ্মকার্য্যত্বপ্রপঞ্চনার্থমেব প্রাণাদীনামাপোময়ত্বা-ভ্যভিধানমিত্যুক্তেব তত্রাপি প্রাণসৃষ্টিরিতি সিদ্ধম্ ॥ ২ । ৪ । ৪ ॥

অবান্তরসঙ্গতিমাহ—"উৎপত্তিবিষয়" ইতি। সংশয়কারণমাহ—"শ্রুতিবিপ্রতি-পত্তেঃ"ইতি। বিশয়ঃ" সংশয়ঃ। ক্বচিৎ সপ্ত প্রাণাঃ। তদ্‌যথা—চক্ষুর্ঘাণরসন-বাক্‌শ্রোত্রমনস্ত্বগিতি। ক্বচিদষ্টৌ প্রাণা গ্রহত্বেন বন্ধনেন গুণেন সঙ্কীর্ত্ত্যন্তে। তদ্‌যথা—ঘ্রাণরসনবাক্‌চক্ষুঃশ্রোত্রমনোহস্তত্বগিতি। ত এতে গ্রহাঃ। এষাঞ্চ বিষয়া অতিগ্রহাস্ত্বষ্টাবেব। প্রাণো বৈ গ্রহঃ সোহপানেনাতিগ্রহেণ গৃহীতোহ-পানেন হি গন্ধান্ জিঘ্রতীত্যাদিনা সন্দর্ভেণোক্তাঃ। ক্বচিন্নব। তদ্‌যথা—"সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যা প্রাণাঃ দ্বাববাঞ্চৌ" ইতি। দ্বে শ্রোত্রে দ্বে চক্ষুষী দ্বে ঘ্রাণে একা

উপক্রম, "এ সমস্তই এতদাত্মক অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মক" এই উপসংহার ও শ্রুত্যন্তরোক্ত প্রসিদ্ধি এই সকল হেতুবাদের দ্বারা ইহাই জানা যায় যে, মনঃপ্রভৃতির অন্নবিকারত্ব কথনের ব্রহ্মকার্য্য বিস্তার করণ ব্যতীত অন্য অর্থ বা তাৎপর্য্য নাই। সুতরাং সে পক্ষেও প্রাণের ব্রহ্মবিকারত্ব সিদ্ধ হয় ॥ ২ । ৪ । ৪ ॥

প্রাণ সমূহের উৎপত্তিবিষয়ক বিরোধ ভঞ্জন হইল, এক্ষণে সংখ্যা-বিষয়ক বিরোধের পরিহার হইবেক। মুখ্য প্রাণ কি ? তাহা পরে বলা হইবে। আগে প্রাণ কতগুলি, তাহা অবধারণ করা হউক। [শ্রুতি…ইত্যত্র] ভিন্ন ভিন্ন শ্রুতি ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা বলায় সংখ্যা-বিষয়ক সংশয় জন্মে। কোন শ্রুতি সপ্ত প্রাণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা—"তাঁহা হইতে সপ্ত প্রাণ জন্মিয়াছে।" কোন কোন

---

* গতেঃ অবগতেঃ বিশেষিতত্বাচ্চ প্রাণাঃ সপ্ত ইতি যোজনা।

যেহেতু শ্রুতিতে দেখা যায় এবং নির্দ্দেশ আছে, সেইহেতু প্রাণের সংখ্যা সপ্ত, ন্যূনাধিক নহে। (ভাষ্য ব্যাখ্যা দেখ)।

ইতি। ক্বচিদ্দশ "নব বৈ পুরুষে প্রাণা নাভির্দ্দশমী" ইতি। ক্বচিদেকাদশ "দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশ" ইতি। ক্বচিদ্দ্বাদশ "সর্ব্বেষাং স্পর্শানাং ত্বগেকায়তনম্" ইত্যত্র। ক্বচিত্রয়োদশ "চক্ষুশ্চ দ্রষ্টব্যঞ্চ" ইত্যত্র। এবং হি বিপ্রতিপন্নাঃ প্রাণেয়ত্তাং প্রতি শ্রুতয়ঃ।

কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্? সপ্তৈব প্রাণা ইতি। কুতঃ? গতেঃ। যতস্তাবন্তোঽবগম্যন্তে "সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ" ইত্যেবম্বিধাসু শ্রুতিষু। বিশেষিতাশ্চৈতে "সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যাঃ প্রাণাঃ" ইত্যত্র। ননু "গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত" ইতি বীপ্সা শ্রূয়তে, সা সপ্তভ্যোঽতিরিক্তান্ প্রাণান্ গময়তীতি। নৈষ

বাগিতি সপ্ত। পায়ুপস্থৌ বুদ্ধিমনসী বা দ্বাববাঞ্চাবিতি নব। ক্বচিদ্দশ। নব বৈ পুরুষে প্রাণাস্তু উক্তা নাভির্দ্দশমীতি। ক্বচিদেকাদশ—দশেমে পুরুষে প্রাণাঃ। তদ্‌যথা—বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি ঘ্রাণাদীনি পঞ্চ, কর্ম্মেন্দ্রিয়াণ্যপি হস্তাদীনি পঞ্চ, আত্মৈকাদশ। আপ্নোতি ব্যাপ্নোত্যধিষ্ঠানেনেত্যাত্মা মনঃ, স একাদশ ইতি। ক্বচিদ্দ্বাদশ, সর্ব্বেষাং স্পর্শানাং ত্বগেকায়নমিত্যত্র। তদ্‌যথা, ত্বগ্‌নাসিকারসনচক্ষুঃশ্রোত্রমনোহৃদয়হস্তপাদোপস্থপায়ুবাগিতি। ক্বচিদেত এব প্রাণা অহঙ্কারাধিকাস্ত্রয়োদশ। এবং বিপ্রতিপন্নাঃ প্রাণেয়ত্তাং প্রতি শ্রুতয়ঃ।

অত্র প্রশ্নপূর্ব্বং পূর্ব্বপক্ষং গৃহ্লাতি "কিং তাবৎ প্রাপ্তম্? সপ্তৈব" ইতি। সপ্তৈব প্রাণাঃ। কুতঃ। "গতেঃ অবগতঃ, শ্রুতিভ্যঃ "সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি"ইত্যাদিভ্যঃ। ন কেবলং শ্রুতিতোঽবগতির্ব্বিশেষণাদপ্যেবমেবেত্যাহ—"বিশেষিতত্বাচ্চ"—"সপ্ত

শ্রুতি গ্রহত্বগুণ লইয়া অষ্ট প্রাণের কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা—সাতটী গ্রহ এবং অষ্টম অতিগ্রহ।" (গ্রহ = ইন্দ্রিয়। অতিগ্রহ = বিষয়)। কোন শ্রুতিতে নব প্রাণের উল্লেখ আছে। যথা—"উত্তমাঙ্গস্থিত প্রাণ সাত, তন্নিম্নস্থ প্রাণ দুই।" কোন এক শ্রুতিতে দশ প্রাণের কথা আছে। যথা—"পুরুষে নব প্রাণ, তাহার দশম প্রাণ নাভি।" কোন কোন শ্রুতিতে একাদশ প্রাণের বর্ণন দেখা যায়। যথা—"পুরুষে দশটী প্রাণ, আর আত্মা একাদশ প্রাণ।" "সমুদায় স্পর্শের মুখ্য আয়তন ত্বক্" ইত্যাদি শ্রুতিতে দ্বাদশ প্রাণ বর্ণিত হইয়াছে। "চক্ষু ও দ্রষ্টব্য" ইত্যাদি শ্রুতিতে ত্রয়োদশ প্রাণ কথিত হইয়াছে। প্রাণ-সংখ্যা-বিষয়ে শ্রুতিগণের মধ্যে ঐরূপ বিরুদ্ধ বাদ দেখা যায়।

[কিং...গমাতে] বিচারে পাওয়া যায়, প্রাণের সংখ্যা সপ্ত। ন্যূনও নহে, অধিকও নহে। কেন না, "তাঁহা হইতে সপ্ত প্রাণ উৎপন্ন হইয়াছে" ইত্যাদি শ্রুতিতে সপ্ত সংখ্যারই প্রতীতি হয় এবং "শীর্ষদেশস্থ সাত প্রাণ" এই শ্রুতিতে সেগুলি আবার বিশেষণের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। [ননু...প্রাণা ইতি] "স্বস্থানে

দোষঃ। পুরুষভেদাভিপ্রায়েয়ং বীপ্সা—প্রতি পুরুষং সপ্ত সপ্ত প্রাণা ইতি, ন তত্ত্বভেদাভিপ্রায়া—সপ্ত সপ্তান্যেঽন্যে প্রাণা ইতি। নন্বষ্টত্বাদিকাপি সঙ্খ্যা প্রাণেষূদাহৃতা, কথং সপ্তৈব স্যুঃ। সত্যমুদাহৃতা, বিরোধাত্ত্বন্যতমা সঙ্খ্যাধ্যবসাতব্যা। তত্র স্তোককল্পনোপরোধাৎ সপ্তসঙ্খ্যাধ্যবসানং, বৃত্তিভেদাপেক্ষঞ্চ সঙ্খ্যান্তরশ্রবণমিতি গম্যতে ॥ ২ । ৪ । ৫ ॥

অত্রোচ্যতে—

হস্তাদয়স্তু স্থিতেঽতো নৈবম্ ॥২।৪।৬॥*

হস্তাদয়স্তু অপরে সপ্তভ্যোঽতিরিক্তাঃ প্রাণাঃ শ্রূয়ন্তে "হস্তো বৈ শীর্ষণ্যাঃ প্রাণাঃ" ইতি। যে সপ্ত শীর্ষণ্যাঃ শ্রোত্রাদয়স্তে প্রাণা ইত্যুক্তে ইতরেষামশীর্ষণ্যানাং হস্তাদীনামপ্রাণত্বং গম্যতে। যথা দক্ষিণেনাক্ষ্ণা পশ্যতীত্যুক্তে বামেন ন পশ্যতীতি গম্যতে। এতদুক্তম্ভবতি—যদ্যপি শ্রুতিবিপ্রতিষেধঃ, যদ্যপি চ পূর্ব্বসংখ্যাসু ন পরাসাং সংখ্যানাং নিবেশঃ, তথাঽপ্যবচ্ছেদকত্বেন বহ্বীনাং সংখ্যানামসম্ভবাদেকস্যাং কল্প্যমানায়াং সপ্তত্বমেব যুক্তং, প্রাথম্যাল্লাঘবাচ্চ, বৃত্তিভেদমাত্রবিবক্ষয়া ত্বষ্টত্বাদয়ো গময়িতব্যা ইতি প্রাপ্তম্ ॥ ২ । ৪ । ৫ ॥

এবং প্রাপ্ত উচ্যতে—

তুশব্দঃ পক্ষং ব্যবর্ত্তয়তি। ন সপ্তৈব, কিন্তু হস্তাদয়োঽপি প্রাণাঃ। প্রমা-

নিক্ষিপ্ত (অবস্থিত) হৃদয়শায়ী সাত সাত" এই শ্রুতিতে বীপ্সা থাকায় সাতের অধিক প্রাণ (চৌদ্দ। জ্ঞানেন্দ্রিয় ৫, কর্ম্মেন্দ্রিয় ৫, মন ১, অহঙ্কার ১, চিত্ত ১, এই ১৪) বুদ্ধিস্থ হইলেও তাহা দোষাবহ নহে। অর্থাৎ তাহা সপ্তসংখ্যা জ্ঞানের বাধাদায়ক নহে। কেন না, পুরুষ ভিন্ন, তদনুসারে তদাশ্রিত প্রাণসপ্তকও ভিন্ন, এই অভিপ্রায়েই বীপ্সা প্রয়োগ (দুইবার বলা), বস্তুভেদাভিপ্রায়ে বীপ্সা প্রয়োগ নহে। [নন্বষ্টত্বা...অত্রোচ্যতে] বলিতে পার,—অষ্ট প্রাণ, নব প্রাণ, ইত্যাদি ইত্যাদি প্রাণবিষয়ক অষ্ট প্রভৃতি সংখ্যার উদাহরণ আছে, তবে কিরূপে সপ্ত সংখ্যাই নিশ্চিত হয়? যদি প্রত্যুত্তর দাও যে, উদাহরণ আছে সত্য ; কিন্তু বিরোধ হেতু এক বস্তুতে বিভিন্ন বহু সংখ্যা গৃহীত হইতে পারে না, কাযেই অন্যতম (নির্দ্দিষ্ট একটী) সংখ্যা গ্রহণ করিতে হয়, তন্মধ্যে লঘু কল্পনার ন্যায্যতার অনুরোধে সপ্তসংখ্যা গ্রহণ করাই উচিত। সংখ্যান্তরের শ্রবণও বৃত্তিবহুত্ব অনুসারে ন্যায্য ॥ ২। ৪ । ৫ ॥

অত্রোচ্যতে—সূত্রকার এই বিষয়ের সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—

"হস্তও একপ্রকার গ্রহ অর্থাৎ প্রাণ। হস্ত গ্রহণকার্য্যে গৃহীত অর্থাৎ সম্বদ্ধ।

* পক্ষব্যাবর্ত্তনার্থস্তুশব্দঃ। ন সপ্তৈব প্রাণাঃ, কিন্তু হস্তাদয়োঽপীতি তদর্থঃ। অতঃ অস্মিন্ প্রত্যক্ষরসিদ্ধপ্রাণানামেকাদশত্বে স্থিতে অবধারিতে সতি নৈবং ন লাঘবাৎ সপ্তত্বমিতি যোজনা
শ্রুতিতে সপ্তাতিরিক্ত হস্তাদি প্রাণের উল্লেখ থাকায় সপ্তসংখ্যাই স্থির, ইহা বলিতে পার না।

বৈ গ্রহঃ, স কর্ম্মণাতিগ্রহেণ গৃহীতঃ। হস্তাভ্যাং হি কর্ম্ম করোতি" ইত্যেবমাদ্যাসু শ্রুতিষু। স্থিতে চ সপ্তত্বাতিরেকে সপ্তত্বমন্তর্ভাবাচ্ছক্যতে সম্ভাবয়িতুম্। হীনাধিকসঙ্খ্যাবিপ্রতিপত্তৌ হ্যধিকা সঙ্খ্যা সংগ্রাহ্যা ভবতি, তস্যাং হীনান্তর্ভবতি, ন তু হীনায়ামধিকা। অতশ্চ নৈবং মন্তব্যং স্তোককল্পনানুরোধাৎ সপ্তৈব প্রাণাঃ স্যুরিতি। উত্তরসঙ্খ্যানুরোধাত্তু একাদশৈব তে প্রাণাঃ স্যুঃ। তথা চোদাহৃতা শ্রুতিঃ—"দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশ" ইতি। আত্ম-শব্দেন চাত্রান্তঃকরণং পরিগৃহ্যতে, করণাধিকারাৎ। নন্বেকাদশত্বাদপ্যধিকে দ্বাদশ-ত্রয়োদশত্বে উদাহৃতে। সত্যমুদাহৃতে, ন ত্বেকাদশভ্যঃ কার্য্যজাতেভ্যোঽধিকং কার্য্যজাতমস্তি, যদর্থমধিকং করণং কল্প্যেত। শব্দ-

ণান্তরাদেকাদশত্বে প্রাণানাং স্থিতে, অতোঽস্মিন্ সতি, সার্ব্ববিভক্তিকস্তসিঃ। নৈবম্। লাঘবাৎ প্রাথম্যাচ্চ সপ্তত্বমিত্যক্ষরার্থঃ। এতদুক্তম্ভবতি—যদ্যপি শ্রুতয়ঃ স্বতঃ প্রমাণতয়াঽনপেক্ষাঃ, তথাপি পরস্পরবিরোধান্নার্থতত্ত্বপরিচ্ছেদায়াঽলম্। ন চ সিদ্ধে বস্তুন্যনুষ্ঠান ইব বিকল্পঃ সম্ভবতি। তস্মাৎ প্রমাণান্তরোপনীতার্থবশেন যথা স্রুবেণাবদ্যতীতি মাংসপুরোড়াশাবদানাসম্ভবাৎ সম্ভবাচ্চ দ্রবদ্রব্যাবদানস্য স্রুবাবদানে দ্রবাণীতি ব্যবস্থাপ্যতে। এবমিহাপি রূপাদিবুদ্ধিপঞ্চককার্য্যব্যবস্থাতশ্চক্ষুরাদিবুদ্ধীন্দ্রিয়করণপঞ্চকব্যবস্থা। ন হ্যন্ধাদয়ঃ সৎস্বপীতরেষু ঘ্রাণাদিষু গন্ধাদ্যুপলব্ধ্যাহুমিতসদ্ভাবেষু রূপাদীনুপলভন্তে। তথা বচনাদিলক্ষণকার্য্যপঞ্চকব্যবস্থাতো বাক্‌পাণ্যাদিলক্ষণকর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকব্যবস্থা। ন হি জাতু মূকাদয়ঃ সৎস্বপি বিহরণাদ্যর্থগতসদ্ভাবেষু পাদাদিষু বুদ্ধীন্দ্রিয়েষু বা বচনাদিমন্তো ভবন্তি। এবং কর্ম্মবুদ্ধীন্দ্রিয়াসম্ভ-

জীব হস্তের দ্বারাই কর্ম্ম করে'।" এই শ্রুতিতে হস্তাদি প্রাণের উপদেশ আছে এবং তাহা সাতের সধিক (অতিরিক্ত) শ্রুতিপ্রমাণে অধিক সংখ্যার স্থিরত্ব থাকায় সপ্তত্ব সম্ভাবনা দূরাপেত। যেখানে সংখ্যার বিরোধ, সেখানে অধিক সংখ্যাই গ্রাহ্য। কেননা, অধিকের মধ্যেই অল্পের অন্তর্ভাব হয়, অল্পের মধ্যে অধিকের অন্তর্ভাব হয় না। এই কারণে ইহা মান্য করা উচিত হয় না যে, লঘু কল্পনার অনুরোধে সপ্ত সংখ্যাই গ্রাহ্য। [উত্তর...কারাৎ] অতএব, অধিক সংখ্যার অনুরোধে একাদশ সংখ্যা গ্রাহ্য অর্থাৎ প্রাণের একাদশ সংখ্যাই স্থির। একাদশ প্রাণের উদাহরণ—"পুরুষের এই দশ প্রাণ ও আত্মা একাদশ" এই শ্রুতিতে দর্শিত হইয়াছে। করণাধিকারে পঠিত বলিয়া এখানে আত্মা শব্দে অন্তঃকরণ এবং দশ ইন্দ্রিয়, এই একাদশ। [নম্ন...ইতি একাদশেরও অধিক অর্থাৎ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ প্রাণের উদাহরণ দেখাইয়াছ সত্য; কিন্তু একাদশের

একাদশ সংখ্যাও শ্রুতির অভিপ্রেত, ইহা যুক্তিতেও পাওয়া যায়। (ভাষ্যানুবাদ দেখ, বিশদার্থ পাইবে)।

স্পর্শরূপরসগন্ধবিষয়াঃ পঞ্চ বুদ্ধিভেদাঃ, তদর্থানি পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি। বচনাদানবিহরণোৎসর্গানন্দাঃ পঞ্চ কর্ম্মভেদাঃ, তদর্থানি চ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি। সর্ব্বার্থবিষয়ং ত্রৈকাল্যবৃত্তি মন একমনেকবৃত্তিকং, তদেব বৃত্তিভেদাৎ ক্বচিদ্ভিন্নবদ্ব্যপদিশ্যতে "মনো বুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তঞ্চ" ইতি। তথা চ শ্রুতিঃ কামাদ্যা নানাবিধা বৃত্তীরনুক্রম্যাহ "এতৎ সর্ব্বং মন এব" ইতি।

অপি চ, সপ্তৈব শীর্ষণ্যান্ প্রাণানভিমন্যমানস্য চত্বার এব প্রাণা অভিমতাঃ স্যুঃ, স্থানভেদাদ্ধ্যেতে চত্বারঃ সন্তঃ সপ্ত গণ্যন্তে,

বিন্যা সঙ্কল্পাদিক্রিয়াব্যবস্থয়ান্তঃকরণব্যবস্থানুমানম্। একমপি চান্তঃকরণমনেকক্রিয়াকারি ভবিষ্যতি। যথা প্রদীপ একো রূপপ্রকাশবর্ত্তিবিকারস্নেহশোষণহেতুঃ। তস্মান্নান্তঃকরণভেদঃ। একমেব ত্বন্তঃকরণং মননান্মন ইতি চাভিমানাদহঙ্কার ইতি চাধ্যবসায়াদ্বুদ্ধিরিতি চাখ্যায়তে। বৃত্তিভেদাচ্চাভিন্নমপি ভিন্নমিবোপচর্য্যতে ত্রয়মিতি। তত্ত্বেন ত্বেকমেব, ভেদে প্রমাণাভাবাৎ। তদেবমেকাদশানাং কার্য্যাণাং ব্যবস্থানাদেকাদশ প্রাণা ইতি শ্রুতিরাঞ্জসী। তদনুগুণতয়া ত্বিতরাঃ শ্রুতয়ো নেতব্যাঃ। তত্রাবযুত্যনুবাদেন সপ্তাষ্টনবদশসংখ্যাশ্রুতয়ঃ, যথৈকং বৃণীতে দ্বৌ বৃণীত ইতি ত্রীন্ বৃণীত ইত্যেতদানুগুণ্যাৎ। দ্বাদশত্রয়োদশসংখ্যাশ্রুতী তু কথঞ্চিদ্বৃত্তিভেদেন ভেদং বিবক্ষিত্বোপাসনাদিপরতয়া নেতব্যে। তস্মাদেকাদশৈব প্রাণা নেতর ইতি সিদ্ধম্।

অপি চ, শীর্ষণ্যানাং প্রাণানাং যৎ সপ্তত্বাভিধানং, তদপি চতুর্দ্ধৈব ব্যবস্থাপনীয়ং, প্রমাণান্তরবিরোধাৎ। ন খলু দ্বে চক্ষুষী, রূপোপলব্ধিলক্ষণস্য কার্য্যস্যাভেদাৎ। পিহিতৈকচক্ষুষস্ত ন তাদৃশী রূপোপলব্ধির্ভবতি, যাদৃশী সমগ্রচক্ষুষঃ।

অধিক কার্য্যকূট না থাকায় একাদশাধিক করণের অস্তিত্ব (প্রাণের) কল্পনা (অনুমান) করিতে পার না। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পঞ্চবিষয়ক পঞ্চ বুদ্ধি (জ্ঞান), এতত্তদর্থ ইন্দ্রিয় পাঁচ। আর বচন, গ্রহণ, গমনাগমন, মলত্যাগ, আনন্দ, এই পাঁচ প্রকার কর্ম্ম, এতদর্থ ইন্দ্রিয় পাঁচ। আর সর্ব্ববিষয়ক ত্রৈকাল্যবৃত্তি (ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বস্তুর জ্ঞাতা) অন্তঃকরণ এক। এই ত্রয়োদশ, এতদতিরিক্ত বিষয় নাই, সুতরাং তদ্গ্রাহক ইন্দ্রিয়ও নাই। মন বা অন্তঃকরণ এক, কিন্তু বৃত্তি (কার্য্য) ভেদে তাহা কোন কোন স্থলে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত এই চতুঃপ্রকারে ব্যপদিষ্ট হয়। মন এক, কিন্তু তাহার বৃত্তি অনেক, এ কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন। শ্রুতি নানাপ্রকার মনোবৃত্তির উল্লেখ করিয়া অবশেষে বলিয়াছেন "এ সমস্তই মন, অন্য কিছু নহে।

[অপি…স্থিতম্] আরও দেখ, শীর্ষস্থ প্রাণ সাত, এ কথাতেও শীর্ষভব প্রাণ ৫ ; পরন্তু স্থানভেদে সাত। যথা—দুই শ্রোত্র, দুই চক্ষু, দুই নাসিকা ও বাগিন্দ্রিয়

"দ্বে শ্রোত্রে, দ্বে চক্ষুষী, দ্বে নাসিকে, একা বাক্" ইতি। ন চ তাষতামেব বৃত্তিভেদা ইতরে প্রাণা ইতি শক্যতে বক্তুং, হস্তাদিবৃত্তীনামত্যন্তবিজাতীয়ত্বাৎ। তথা "নব বৈ পুরুষে প্রাণা নাভির্দ্দশমী" ইত্যত্রাপি দেহচ্ছিদ্রভেদাভিপ্রায়েণৈব দশ প্রাণা উচ্যন্তে, ন প্রাণতত্ত্বভেদাভিপ্রায়েণ, 'নাভির্দ্দশমী' ইতি বচনাৎ। ন হি নাভির্নাম কশ্চিৎ প্রাণঃ প্রসিদ্ধোঽস্তি। মুখ্যস্য তু প্রাণস্য ভবতি নাভিরপ্যেকং বিশেষায়তনম্, ইত্যতো নাভির্দ্দশমীত্যুচ্যতে। ক্বচিদুপাসনার্থং কতিচিৎ প্রাণা গণ্যন্তে, ক্বচিৎ প্রদর্শনার্থম্। তদেবং বিচিত্রে প্রাণেয়ত্তাম্নানে সতি ক্ব কিংপরমাম্নানমিতি বিবেক্তব্যম্। কার্য্যজাতবশাত্ত্বেকাদশত্বাম্নানং প্রাণবিষয়ং প্রমাণমিতি স্থিতম্।

ইয়মপরা সূত্রদ্বয়যেজনা। সপ্তৈব প্রাণাঃ স্যুঃ, যতঃ সপ্তানামেব গতিঃ শ্রূয়তে "তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনুৎক্রামতি,

---

তস্মাদেকমেব চক্ষুরধিষ্ঠানভেদেন তু ভিন্নমিবোপচর্য্যতে। কাণস্যাপ্যেকগোলকগতেন চক্ষুরবয়বেনোপলম্ভঃ। এতেন ঘ্রাণশ্রোত্রে অপি ব্যাখ্যাতে।

"ইয়মপরা সূত্রদ্বয়যোজনা।—সপ্তৈব প্রাণাঃ" চক্ষুর্ঘ্রাণরসনবাক্শ্রোত্রমনস্ত্বচ

এক। অন্যান্য প্রাণ যে, ঐ গুলিরই বৃত্তিভেদ, তাহা নহে। কেন-না, হস্তাদির বৃত্তি অত্যন্ত বিজাতীয়। "পুরুষে নব প্রাণ, নাভি তাহার দশম" এ শ্রুতিতেও দেহচ্ছিদ্রাভিপ্রায়ে দশ প্রাণ কথিত হইয়াছে, প্রাণসংখ্যা নির্দ্ধারণাভিপ্রায়ে নহে। "নাভি দশমী" এই উক্তিই তাহার প্রমাণ। নাভি নামে কোন প্রখ্যাত প্রাণ নাই যে, তৎপ্রদর্শনার্থ তাহার কথন হইবেক। নাভি মুখ্য প্রাণের একটি বিশেষ স্থান, তাই "নাভি দশমী" এই কথা বলা হইয়াছে। কোন কোন শ্রুতিতে কেবল উপাসনার্থ কতিপয় প্রাণের গণনা আছে এবং কোথাও বা তাহা কেবল প্রদর্শনার্থ পঠিত হইয়াছে। প্রাণসংখ্যার কথন ঐরূপে বিচিত্র অর্থাৎ নানা, তন্মধ্যে কোন কথন যে, পারমার্থিক, তাহা বিচার দ্বারা পরিজ্ঞেয়। বিচারে সিদ্ধ হয়, পাওয়া যায়, কার্য্য যখন একাদশবিধ, তখন প্রাণও একাদশবিধ; সুতরাং একাদশত্ব কথনই মুখ্য বা পারমার্থিক।

[ইয়...নান্য ইতি] সূত্রদ্বয়ের অন্যপ্রকার ব্যাখ্যাও হইতে পারে। যথা—প্রাণ সাত, অধিক নহে। কেন-না, "তিনি উৎক্রমণার্থ উদ্যত হইলে মুখ্য প্রাণ উৎক্রমণ করিতে উদ্যত হয়, মুখ্য প্রাণের উৎক্রমণে অন্যান্য প্রাণও

প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি" ইত্যত্র। ননু সর্ব্বশব্দোঽপ্যত্র পঠ্যতে, কথং সপ্তানামেব গতিঃ প্রতিজ্ঞায়ত-ইতি ? বিশেষিতত্বাদিত্যাহ। সপ্তৈব হি প্রাণাশ্চক্ষুরাদয়ঃ ত্বক্-পর্য্যন্তা বিশেষিতা ইহ প্রকৃতাঃ। "স যত্রৈষ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ পরাঙ্ পর্য্যাবর্ত্ততে, অথারূপজ্ঞো ভবত্যেকীভবতি ন পশ্যতী-ত্যাহুঃ" ইত্যেবমাদিনানুক্রমণেন। প্রকৃতগামী চ সর্ব্বশব্দো ভবতি। যথা 'সর্ব্বে ব্রাহ্মণা ভোজয়িতব্যাঃ' ইতি—যে নিমন্ত্রিতাঃ প্রকৃতা ব্রাহ্মণাস্ত এব সর্ব্বশব্দেনোচ্যন্তে নান্যে ; এবমিহাপি যে প্রকৃতাঃ সপ্ত প্রাণাস্ত এব সর্ব্বশব্দেনোচ্যন্তে, নান্য ইতি।

নন্বত্র বিজ্ঞানমষ্টমমনুক্রান্তং, কথং সপ্তানামেবানুক্রমণম্। নৈষ দোষঃ। মনোবিজ্ঞানয়োস্তত্ত্বাভেদাদ্ বৃত্তিভেদেঽপি সপ্তত্বোপ-পত্তেঃ। তস্মাৎ সপ্তৈব প্রাণা ইত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—

উৎক্রান্তিমন্তঃ স্যুঃ। সপ্তানামেব গতিশ্রুতের্ব্বিশেষিতত্বাদিতি ব্যাখ্যাতুং শঙ্কতে—"ননু সর্ব্বশব্দোঽপ্যত্র" ইতি। অস্যোত্তরং "বিশেষিতত্বাৎ" ইতি। চক্ষুরাদয়স্ত্বক্-পর্য্যন্তা উৎক্রান্তৌ বিশেষিতাঃ। তস্মাৎ সর্ব্বশব্দস্য প্রকৃতাপেক্ষত্বাৎ সপ্তৈব প্রাণা উৎক্রামন্তি, ন পাণ্যাদয় ইতি প্রাপ্তম্। চোদয়তি—"নন্বত্র বিজ্ঞানমষ্টমং" ইতি। ন বিজানাতীত্যাহুরিত্যনেনানুৎক্রান্তম্। পরিহরতি—"নৈষ দোষঃ"।

উৎক্রান্ত হয়।" এই শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট সাত প্রাণের গতি অভিহিত আছে। বলিতে পার, শ্রুতিতে কেবল সর্ব্ব-শব্দ আছে, সপ্ত সংখ্যার প্রসঙ্গও নাই, তবে কিসে জানা গেল, উদাহৃত শ্রুতিতে সপ্তপ্রাণের গতি (নির্গমন) অভি-হিত হইয়াছে ? ইহার প্রত্যুত্তরার্থ "বিশেষিতত্বাৎ" অংশ বলা হইয়াছে। অর্থ এই যে, চক্ষুঃ হইতে ত্বক্ পর্য্যন্ত সাত প্রাণই বিশেষিত অর্থাৎ প্রকৃত। "এই চাক্ষুষ পুরুষ পর্য্যাবর্ত্তিত হন, অনন্তর জীব রূপজ্ঞানশূন্য হন। যেহেতু এক হয়, সেই হেতু দেখিতে পায় না।" ইত্যাদি ক্রমে চক্ষুরাদি প্রাণসপ্তক প্রকৃত বা প্রস্তাবিত হইয়াছে, সেই প্রস্তাবে ঐ সর্ব্বশব্দঘটিত বাক্য আছে, সেই জন্য ঐ সর্ব্বশব্দ সপ্ত প্রাণেরই বোধক। সর্ব্বব্রাহ্মণ ভোজিত হইয়াছে, এতদ্বাক্যস্থ সর্ব্ব শব্দ যেমন পূর্ব্বপ্রস্তাবিত নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের বোধক, সেইরূপ, যে সপ্ত প্রাণ প্রকৃত, সেই সপ্তপ্রাণই ঐ সর্ব্ব শব্দের দ্বারা বোধিত হয়। [নন্বত্র...প্রাপ্তিম্] যদি বল, প্রস্তাবিত বাক্যে অষ্টম বিজ্ঞানের কথন আছে, তাহা থাকায় কিপ্রকারে সাতের অনুক্রম, অধিকের নহে, ইহা বলিতে পার ? ইহার প্রত্যুত্তর—বৃত্তিভেদেই মনের ও বিজ্ঞানের ভেদ, পদার্থ

হস্তাদয়স্ত্বপরে সপ্তভ্যোঽতিরিক্তাঃ প্রাণাঃ প্রতীয়ন্তে "হস্তো বৈ গ্রহঃ" ইত্যাদিশ্রুতিষু। গ্রহত্বঞ্চ বন্ধনভাবঃ, গৃহ্যতে বধ্যতে ক্ষেত্রজ্ঞোঽনেন গ্রহসংজ্ঞকেন বন্ধনেনেতি। স চ ক্ষেত্রজ্ঞো নৈকস্মিন্নেব শরীরে বধ্যতে, শরীরান্তরেষ্বপি তুল্যত্বাদ্বন্ধনস্য। তস্মাচ্ছরীরান্তরসঞ্চারীদং গ্রহসংজ্ঞকং বন্ধনমিত্যর্থাদুক্তং ভবতি। তথা চ স্মৃতিঃ

"পুর্য্যষ্টকেন লিঙ্গেন প্রাণাদ্যেন স যুজ্যতে।
তেন বদ্ধস্য বৈ বন্ধো মোক্ষো মুক্তস্য তেন চ॥"

ইতি প্রাগ্মোক্ষাদ্ গ্রহসংজ্ঞকেনানেন বন্ধনেনাবিয়োগং দর্শয়তি। আথর্ব্বণে চ বিষয়েন্দ্রিয়ানুক্রমণে "চক্ষুশ্চ দ্রষ্টব্যঞ্চ" ইত্যত্র তুল্যবদ্ হস্তাদীনীন্দ্রিয়াণি সবিষয়াণ্যনুক্রামতি "হস্তৌ চাদাতব্যঞ্চোপস্থশ্চানন্দয়িতব্যঞ্চ পায়ুশ্চ বিসর্জ্জয়িতব্যঞ্চ পাদৌ চ

সিদ্ধান্তমাহ—"হস্তাদয়স্ত্বপরে সপ্তভ্যোঽতিরিক্তাঃ প্রাণাঃ"। উৎক্রান্তিভাজোঽবগম্যন্তে, গ্রহত্বশ্রুতের্হস্তাদীনাম্। এবং খল্বেষাং গ্রহত্বাম্নানমুপপদ্যেত, যদ্যামুক্তেরাত্মানং বধ্নীয়ুঃ, ইতরথা ষাট্কৌশিকশরীরবদেষাং গ্রহত্বং নাম্নায়েত। অতএব চ স্মৃতিরেষাং মুক্ত্যবধিতামাহ—"পুর্য্যষ্টকেন" ইতি। তথাথর্ব্বণশ্রুতিরপ্যেষামেকা-

একই; সুতরাং বিজ্ঞানের অনুক্রম থাকিলেও তাহা দোষ নহে; তাহাতেও সপ্তত্ব উপপন্ন হয়। অতএব, প্রাণের সংখ্যা সপ্ত, অধিক নহে, এই প্রবল পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তে সিদ্ধান্ত—

"হস্ত গ্রহ" ইত্যাদি শ্রুতিতে সাতের অধিক হস্তাদি প্রাণের প্রতীতি হয়। [গ্রহত্বঞ্চ...দর্শয়তি] গ্রহ অর্থাৎ বন্ধন। জীব গৃহীত হয় অর্থাৎ বদ্ধ হয় যাহার দ্বারা—তাহা গ্রহ। জীব শরীরাদিতে বদ্ধ, এ জন্য তাহাও গ্রহ। জীব একই শরীরে বন্ধনগ্রস্ত নহেন, শরীরান্তরেও বদ্ধ হন; সে জন্য গ্রহসংজ্ঞক বন্ধন শরীরান্তর-সঞ্চারী অর্থাৎ ভবিষ্য-শরীরেও গমন করে, ইহাও ঈঙ্গিতক্রমে বলা হইল। ("জীব প্রাণাদিলিঙ্গশরীররূপ পূর্য্যষ্টকযুক্ত। সুতরাং তাহার দ্বারাই বদ্ধ এবং তাহার বিমোক্ষেই মোক্ষ।") এই স্মৃতিও জীবের মোক্ষের পূর্ব্বে গ্রহসংজ্ঞক বন্ধনে বদ্ধ থাকা বলিয়াছেন। (প্রাণাদি পঞ্চক, ভূতসূক্ষ্ম-পঞ্চক, জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চক, কর্ম্মেন্দ্রিয়-পঞ্চক, অন্তঃকরণ-চতুষ্টয়, অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্ম (সঙ্কল্পও অদৃষ্ট), এই গুলির নাম পূর্য্যষ্টক। ইহা আত্মার জ্ঞাপক বলিয়া লিঙ্গ। শীর্ণ হয় বলিয়া শরীর)। [আথর্ব্বণে...ইতি] আথর্ব্বণ শ্রুতিতেও "চক্ষুঃ ও দ্রষ্টব্য" ইত্যাদিক্রমে সবিষয় ইন্দ্রিয়ের গণনায় তুল্যরূপে সবিষয় হস্তাদি-ইন্দ্রিয়ের গণনা দৃষ্ট হয়। যথা—"হস্ত ও গৃহীতব্য, উপস্থ ও আনন্দ-

গন্তব্যঞ্চ” ইতি। তথা “দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশঃ; তে যদাস্মাচ্ছরীরান্মর্ত্ত্যাদুৎক্রামন্ত্যথ রোদয়ন্তি” ইত্যেকাদশানাং প্রাণানামুৎক্রান্তিং দর্শয়তি। সর্ব্বশব্দোঽপি চ প্রাণশব্দেন সম্বধ্যমানোঽশেষান্ প্রাণানভিদধানো ন প্রকরণবশেন সপ্তস্বেব ব্যবস্থাপয়িতুং শক্যতে, প্রকরণাচ্ছব্দস্য চ বলীয়স্ত্বাৎ। ‘সর্ব্বে ব্রাহ্মণা ভোজয়িতব্যাঃ’ ইত্যত্রাপি সর্ব্বেষামেবাবনীবর্ত্তিনাং ব্রাহ্মণানাং গ্রহণং ন্যায্যং, সর্ব্বশব্দসামর্থ্যাৎ; সর্ব্বভোজনাসম্ভবাত্তু তত্র নিমন্ত্রিতমাত্রবিষয়া সর্ব্বশব্দস্য বৃত্তিরাশ্রিতা। ইহ তু ন কিঞ্চিৎ সর্ব্বশব্দার্থসঙ্কোচকারণমস্তি। তস্মাৎ সর্ব্বশব্দেনাত্রাশেষাণাং প্রাণানাং পরিগ্রহপ্রদর্শনার্থং সপ্তানামনুক্রমণমিত্যনবদ্যম্। তস্মাদেকাদশৈব প্রাণাঃ শব্দতঃ কার্য্যতশ্চেতি সিদ্ধম্ ॥ ২।৪।৬॥

দশানামুৎক্রান্তিমভিবদতি। তস্মাচ্ছ্রুত্যন্তরেভ্যঃ স্মৃতেশ্চ সর্ব্বশব্দার্থাসঙ্কোচাচ্চ সর্ব্বেষামুৎক্রমণে স্থিতেঽস্মিন্নেবং, যদুক্তং সপ্তৈবেতি, কিন্তু প্রদর্শনার্থং সপ্তত্বসঙ্খ্যেতি সিদ্ধম্ ॥ ২।৪।৬॥

য়িতব্য, পায়ু ও বিসর্জ্জয়িতব্য, পদ ও গন্তব্য” ইত্যাদি। [তথা…দর্শয়তি] “পুরুষে এই দশ প্রাণ, আত্মা অর্থাৎ অন্তঃকরণ একাদশ, এই একাদশ প্রাণ যখন এই মরণশীল শরীর হইতে উৎক্রান্ত হয়, তখন জ্ঞাতিগণ রোদন করে।” এ শ্রুতিও একাদশ প্রাণের উৎক্রান্তি” (দেহত্যাগপূর্ব্বক গতি) দেখাইয়াছেন (বর্ণন করিয়াছেন)। [সর্ব্ব…সিদ্ধম্] প্রাণের সহিত সম্বন্ধ থাকায় সর্ব্ব-শব্দ সমুদায় প্রাণের বোধক হয়, সুতরাং প্রকরণ দৃষ্টে তাহার (সর্ব্বশব্দের) সপ্তপ্রাণবোধকতা স্থাপন করিতে পার না। প্রকরণ অপেক্ষা শব্দের বলবত্তা আছে। “সর্ব্ব ব্রাহ্মণ ভোজিত হইয়াছে” এখানে সর্ব্বশব্দটী ব্রাহ্মণমাত্রের বোধক নহে। সর্ব্বশব্দ আছে বলিয়াই যে প্রদর্শিত স্থলে অনিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণেরও গ্রহণ করিবে, তাহা পারিবে না। সর্ব্ব ব্রাহ্মণ ভোজন করান অসম্ভব, কাযেই সর্ব্বশব্দের নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ অর্থে তাৎপর্য্য; কিন্তু প্রদর্শিত স্থলে সর্ব্বশব্দের ব্যাপক অর্থের সঙ্কোচ হইবার কোন কারণ নাই। কারণ না থাকায় তাহা নিখিল প্রাণের অভিধায়ক, এবং ঐ সাতের অনুক্রমও (উল্লেখ) নিখিল প্রাণের উপলক্ষক। যেহেতু উহা উপলক্ষণভাবে প্রযুক্ত— সেই সেতু সাতের অনুক্রম কোনও রূপ দোষ বহন করে না। • এতাবৎ বিচারে সিদ্ধ হইতেছে, নামে ও কার্য্যে সর্ব্ব প্রকারেই একাদশ প্রাণ ॥ ২।৪।৬॥

অণবশ্চ ॥ ২ । ৪ । ৭ ॥ *

অধুনা প্রাণানামেব স্বভাবান্তরমভ্যুচ্চিনোতি। অণবশ্চৈতে প্রকৃতাঃ প্রাণাঃ প্রতিপত্তব্যাঃ। অণুত্বঞ্চৈষাং সৌক্ষ্ম্য-পরিচ্ছেদৌ, ন পরমাণুতুল্যত্বং, কৃৎস্নদেহব্যাপিকার্য্যানুপপত্তি-প্রসঙ্গাৎ। সূক্ষ্মা এতে প্রাণাঃ। স্থূলাশ্চেৎ স্যুঃ, মরণকালে শরীরান্নির্গচ্ছন্তো বিলাদহিরিবোপলভ্যেরন্ ম্রিয়মাণস্য পার্শ্বস্থৈঃ। পরিচ্ছিন্নাশ্চৈতে প্রাণাঃ। সর্ব্বগতাশ্চেৎ স্যুং, উৎক্রান্তিগত্যাগতিশ্রুতিব্যাকোপঃ স্যাৎ, তদ্‌গুণসারত্বঞ্চ জীবস্য ন সিধ্যেৎ। সর্ব্বগতানামপি বৃত্তিলাভঃ শরীরদেশে স্যাদিতি চেৎ, ন, বৃত্তিমাত্রস্য করণত্বোপপত্তেঃ। যদেব তূপলব্ধি-

অত্র সাঙ্খ্যানামাহঙ্কারিকত্বাদিন্দ্রিয়াণামহঙ্কারস্য চ জগন্মণ্ডলব্যাপিত্বাৎ সর্ব্বগতাঃ প্রাণাঃ। বৃত্তিস্তেষাৎ শরীরদেশতয়া প্রাদেশিকী, তন্নিবন্ধনা চ গত্যাগতিশ্রুতিরিতি মন্যন্তে, তান্ প্রত্যাহ—"অণবশ্চ" প্রাণাঃ। অনুদ্ভূতরূপস্পর্শতা চাণুত্বং দুরধিগমত্বাৎ, নতু পরমাণুত্বং, দেহব্যাপিকার্য্যানুৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ। তাপদূনস্য শিশিরহ্রদনিমগ্নস্য সর্ব্বাঙ্গীণশীতস্পর্শোপলব্ধিরস্তীত্যুক্তম্। এতদুক্তম্ভবতি—যদি সর্ব্বগতানীন্দ্রিয়াণি ভবেয়ুঃ, ততো ব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টবস্তূপলম্ভপ্রসঙ্গঃ। সর্ব্বগতত্বেঽপি দেহাবচ্ছিন্নানামেব করণত্বং, তেন ন ব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টবস্তূপলম্ভপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ,

এক্ষণে প্রাণের অন্য একটী স্বভাব নিরূপিত হইবে। প্রস্তাবিত প্রাণসমুদায়কে অণু বলিয়া জানিবে। প্রাণের অণুত্ব কি? সূক্ষ্মতা ও পরিচ্ছিন্নতাই প্রাণের অণুত্ব; কিন্তু পরমাণু-তুল্যতা নহে। প্রাণ পরমাণুতুল্য হইলে যুগপৎ সর্ব্বশরীরব্যাপী কার্য্য হইতে পারে না। সুতরাং প্রস্তাবিত সেই সকল প্রাণ সূক্ষ্ম অর্থাৎ দৃষ্টিপথাতীত (অদৃশ্য স্বভাব) মাত্র। সর্প গর্ত্ত হইতে নির্গত হয়, তাহা দেখা যায়, তেমনি, প্রাণ স্থূলস্বভাব হইলে মুমূর্ষু-পার্শ্বস্থ লোক মুমূর্ষুর প্রাণনির্গমন দেখিতে পাইত। [পরিচ্ছিন্না...সিধ্যেৎ] প্রাণ পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী নহে। সর্ব্বব্যাপী বা পূর্ণ পদার্থ হইলে প্রাণের গমনাগমন-প্রতিপাদিনী শ্রুতির ব্যাকোপ (প্রামাণ্য হানিদোষ) ও জীবের বুদ্ধিগুণপ্রাধান্য অসিদ্ধ হইবেক। [সর্ব্ব...নিরর্থিকা] সর্ব্বগামী হইলে শ্রুতিবাক্যোপ হইবে কেন? শরীরদেশে বৃত্তি (কার্য্য) হইবেক? এরূপ বলিতে পার না। কারণ, বৃত্তিরই করণত্ব যুক্তিলভ্য। যাহা উপলব্ধির সাধন—তাহাকে বৃত্তি, অথবা অন্য যে-কিছু বল, আমাদের মতে তাহাই করণ (জ্ঞানাদি ক্রিয়োৎপত্তির সাক্ষাৎ বা অন্তরঙ্গ কারণ)। তাহাতে এই

* অণবঃ সূক্ষ্মা প্রত্যেতব্যাঃ প্রাণা ইতি শেষঃ।

প্রাণ সকল সূক্ষ্ম। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

সাধনং বৃত্তিরন্যদ্বা, তস্যৈব নঃ করণত্বম্। তেন সংজ্ঞামাত্রে বিবাদ ইতি করণানাং ব্যাপিত্বকল্পনা নিরর্থিকা। তস্মাৎ সূক্ষ্মাঃ পরিচ্ছিন্নাশ্চৈতে প্রাণা ইত্যধ্যবস্যামঃ ॥ ২ । ৪ । ৭ ॥

শ্রেষ্ঠশ্চ ॥ ২ । ৪ । ৮ ॥ *

মুখ্যশ্চ প্রাণ ইতরপ্রাণবদ্‌ব্রহ্মবিকার ইত্যতিদিশতি। নন্ববিশেষেণৈব সর্ব্বপ্রাণানাং ব্রহ্মবিকারত্বমাখ্যাতং "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" ইতি সেন্দ্রিয়মনোব্যতিরেকেণাপি প্রাণস্যোৎপত্তিশ্রবণাৎ, "স প্রাণমসৃজত" ইত্যাদিশ্রবণেভ্যশ্চ। কিমর্থঃ পুনরতিদেশঃ? অধিকাশঙ্কাবারণার্থঃ। নাসদাসীয়ে হি ব্রহ্মপ্রধানে সূক্তে মন্ত্রবর্ণো ভবতি—

হস্ত, প্রাপ্তাপ্রাপ্তবিবেকেন শরীরাবচ্ছিন্নানামেব তেষাং করণত্বমিন্দ্রিয়ত্বমিতি ন ব্যাপিনামিন্দ্রিয়ভাবঃ। তথা চ নামমাত্রে বিসম্বাদো নার্থে, অস্মাভিস্তদিন্দ্রিয়মুচ্যতে, ভবদ্ভিস্তু বৃত্তিরিতি সিদ্ধমণবঃ প্রাণা ইতি ॥ ২ । ৪ । ৭ ॥

ন কেবলমিতরে প্রাণা ব্রহ্মবিকারাঃ শ্রেষ্ঠশ্চ প্রাণো ব্রহ্মবিকারঃ। নাসদাসীদিত্যধিকৃত্য প্রবৃত্তে ব্রহ্মসূক্তে নাসদাসীয়ে সর্গাৎ প্রাগানীদিতি প্রাণব্যা-

ফল ফলে যে, কেবল নামেই বিবাদ, পদার্থে বিবাদ নাই। যেহেতু পদার্থে বিসম্বাদ নাই, সেই হেতু করণের ব্যাপিত্ব কল্পনা নিষ্প্রয়োজন। [তস্মাৎ...স্যামঃ] প্রদর্শিত হেতুবাদে আমরা নিশ্চয় করি, প্রাণ সকল সূক্ষ্ম ও পরিচ্ছিন্ন ॥২।৪।৭॥

এটি অতিদেশ-সূত্র। অতিদেশের ব্যাখ্যা এইরূপ—অন্যান্য প্রাণ যেমন, মুখ্য প্রাণও তেমনই। অর্থাৎ যে যুক্তিতে ইতর প্রাণের ব্রহ্মবিকারত্ব সিদ্ধ হয়, সেই যুক্তিতেই মুখ্য প্রাণেরও তত্তবত্ব পাওয়া যায়। এক্ষণে বলিতে পার, "তাঁহা হইতে প্রাণ, মন ও সমুদায় ইন্দ্রিয় জন্মলাভ করিয়াছে" এই শ্রুতিতে নির্ব্বিশেষরূপে সমুদায় প্রাণের জন্মকথন আছে, এবং "তিনি প্রাণ সৃজন করিলেন" এ শ্রুতিতেও প্রাণের উৎপত্তি অভিহিত আছে, তবে আবার অতিদেশ কেন? যখন মুখ্য প্রাণের উৎপত্তি অসংশয়িত (নিশ্চিত) আছে, তখন অবশ্যই ঐ অতিদেশ ব্যর্থ। ইহার প্রতিবাদ; একটী অতিরিক্ত আশঙ্কা নিরাসার্থ এই সূত্র বা ঐ অতিদেশ বলা হইয়াছে। [নাসদাসীয়ে...সূচয়তি] ব্রহ্মপ্রধান নাসদাসীয় সূক্তে † একটী মন্ত্র আছে, তাহাতে পাওয়া যায়, প্রাণ যেন প্রলয়কালেও ছিল। যথা—

* শ্রেষ্ঠশ্চ মুখ্যোঽপি প্রাণ ইতরপ্রাণবদ্‌ব্রহ্মজন্যেতি সূত্রার্থঃ।
মুখ্যপ্রাণও অন্যান্য প্রাণের ন্যায় ব্রহ্মপ্রভব।

† ব্রহ্মপ্রধান—ব্রহ্ম যাহায় মুখ্য প্রতিপাদ্য। নাসদাসীয়—ন অসৎ আসীৎ—অসৎ ছিল না, ইত্যাদিরূপে যাহা পঠিত হইয়াছে। সূক্ত—মন্ত্রসমষ্টি।

"ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি, ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরং কিঞ্চনাস" ॥ ইতি।

আনীদিতি প্রাণকর্ম্মোপাদানাৎ প্রাগুৎপত্তেঃ সন্তমিব প্রাণং সূচয়তি। তস্মাৎ অজঃ প্রাণ ইতি জায়তে কস্যচিন্মতিঃ, তামতিদেশেনাপনুদতি। আনীচ্ছব্দোঽপি ন প্রাগুৎপত্তেঃ প্রাণসদ্ভাবং সূচয়তি। অবাতমিতি বিশেষণাৎ। "অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রঃ" ইতি চ মূলপ্রকৃতেঃ প্রাণাদিসমস্তবিশেষরহিতত্বস্য দর্শিতত্বাৎ। তস্মাৎ কারণসদ্ভাবপ্রদর্শনার্থ এবায়মানীচ্ছব্দ ইতি।

শ্রেষ্ঠ ইতি চ মুখ্যং প্রাণমভিদধাতি "প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ" ইতি শ্রুতিনির্দ্দেশাৎ। জ্যেষ্ঠশ্চ প্রাণঃ শুক্রনিষেককালাদারভ্য তস্য বৃত্তিলাভাৎ। ন চেৎ তস্য তদানীং বৃত্তিলাভঃ

পারশ্রবণাৎ, অসতি চ ব্যাপারবতি ব্যাপারানুপপত্তেঃ। প্রাণসদ্ভাবাজ্জ্যেষ্ঠত্বশ্রুতেশ্চ ন ব্রহ্মবিকারঃ প্রাণ ইতি মন্বানস্য বহুশ্রুতিবিরোধেঽপি চ শ্রুত্যোরেতয়োর্গতি-

"প্রলয়কালে মৃত্যু (মারক বা মৃত্যুমৎ বস্তু) ছিল না, দেবভোগ্য অমৃত ছিল না, রাত্রের চিহ্ন চন্দ্র ও দিবসের চিহ্ন সূর্য্য ছিল না, পিতৃদের অন্নের নাম স্বধা—তাহা ছিল না, অথবা ব্রহ্ম মায়ার সহিত ছিলেন না, বাতবর্জ্জিত প্রাণ চেষ্টা করিয়াছিল, ব্রহ্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অন্য কিছুই ছিল না।" এই শ্রুতিতে যে 'আনীৎ' কথা আছে, তাহার অর্থ প্রাণন অর্থাৎ প্রাণচেষ্টা। প্রাণচেষ্টাবোধক শব্দ থাকাতেই তৎকালে প্রাণ ছিল, এইরূপ প্রতীতি হয় এবং তৎশ্রবণে কাহার কাহার প্রাণ অজ, জন্মবান্ বা সৃষ্ট নহে, এইরূপ বুদ্ধি হইতে পারে। তাহা না হউক, এই অভিপ্রায়ে ঐ অতিদেশবাক্য বলা হইয়াছে এবং তাহাতে ঐ আশঙ্কা বিদূরিত হইতে পারিবে : [অবাতমিতি...ইতি] প্রলয়কালাবস্থিত মূল প্রকৃতির বিশেষণে "অবাত" শব্দ আছে, ঐ অবাত শব্দ তাহার (প্রকৃতির) প্রাণাদি বিশেষ রাহিত্য দেখাইতেছে। তাহাতে বুঝা যায়, পাওয়া যায়, তৎকালে কারণ মাত্রের অস্তিত্ব দেখানই "আনীৎ" শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য। [শ্রেষ্ঠ...শ্রুতেশ্চ] শ্রেষ্ঠ শব্দও মুখ্য প্রাণের অভিধায়ক অর্থাৎ বাচক।

"প্রাণ জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ" এই শ্রৌত নির্দ্দেশই শ্রেষ্ঠ-শব্দের প্রাণ-বাচকত্বে প্রমাণ। প্রাণের জ্যেষ্ঠতাও আছে। কেননা, শুক্র নিষেক কাল হইতেই প্রাণ বৃত্তিলাভ করে, অর্থাৎ গর্ভস্থ শুক্র স্পন্দনক্রিয়ান্বিত হয়। নিষেক সময়ে শুক্রে প্রাণ-

স্যাৎ, যোনৌ নিষিক্তং শুক্রং পূয়েত, ন সম্ভবেদ্বা। শ্রোত্রাদীনাস্তু কর্ণশষ্কুল্যাদিস্থানবিভাগনিষ্পত্তৌ বৃত্তিলাভান্ন জ্যেষ্ঠত্বম্। শ্রেষ্ঠশ্চ প্রাণো গুণাধিক্যাৎ, "ন বৈ শক্ষ্যামস্ত্বদৃতে জীবিতুম্" ইতি শ্রুতেশ্চ ॥ ২। ৪। ৮ ॥

ন বায়ু-ক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ ॥২।৪।৯॥*

স পুনর্ম্মুখ্যঃ প্রাণঃ কিংস্বরূপ ইতীদানীং জিজ্ঞাস্যতে। তত্র প্রাপ্তং তাবৎ শ্রুতের্ব্বায়ুঃ প্রাণ ইতি। এবং হি শ্রূয়তে—"যঃ প্রাণঃ স বায়ুঃ, স এষ বায়ুঃ পঞ্চবিধঃ প্রাণোঽপানো ব্যানি উদানঃ সমানঃ" ইতি। অথবা তন্ত্রান্তরীয়াভিপ্রায়াৎ সমস্তকরণবৃত্তিঃ

মপশ্যতঃ পূর্ব্বপক্ষঃ। রাদ্ধান্তস্তু বহুশ্রুতিবিরোধাদেবানীদিতি ন প্রাণব্যাপারপ্রতিপাদিনী, কিন্তু সৃষ্টিকারণমানীৎ জীবতি স্ম, আসীদিতি যাবৎ। তেন তৎসম্ভাবপ্রতিপাদনপরা।

জ্যেষ্ঠত্বঞ্চ শ্রোত্রাদ্যপেক্ষমিতি গময়িতব্যম্। তস্মাৎ বহুশ্রুত্যনুরোধান্মুখ্যস্যাপি প্রাণস্য ব্রহ্মবিকারত্বমিতি সিদ্ধম্ ॥ ২। ৪। ৮ ॥

সম্প্রতি মুখ্যপ্রাণস্বরূপং নিরূপ্যতে। অত্র হি যঃ প্রাণঃ, স বায়ুরিতি শ্রুতের্ব্বায়ুরেব প্রাণ ইতি প্রতিভাতি। অথবা "প্রাণ এব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ, স বায়ুনা জ্যোতিষা" ইতি বায়োর্ভেদেন প্রাণস্য শ্রবণাদেতদ্বিরোধাদ্বরং তন্ত্রান্তরীয়মেব প্রাণস্য স্বরূপমস্তু, শ্রুতী চ বিরুদ্ধার্থে কথঞ্চিন্নেয্যেতে, ইতি সামান্যকরণ-

বৃত্তি উদ্ভূত না হইলে যোনিনিষিক্ত শুক্র অপত্যাকারে পরিণত হইত না, পচিয়া যাইত। শ্রোত্রাদি প্রাণ (ইন্দ্রিয়) অনেক দিন পরে স্বীয় স্বীয় স্থানের বিভাগনিষ্পত্তি হওয়ার পর সেই সেই স্থানে বৃত্তিলাভ করে, সেজন্য তাহারা জ্যেষ্ঠ (অগ্রজ) নহে। গুণাধিক্য-প্রযুক্তও মুখ্য প্রাণ শ্রেষ্ঠ। শ্রুতি তাহা "চক্ষুরাদি প্রাণ মুখ্য প্রাণকে বলিল, তোমা ব্যতীত আমরা জীবিত থাকি না।" ইত্যাদিক্রমে বর্ণন করিয়াছেন ॥ ২। ৪। ৮ ॥

প্রস্তাবিত মুখ্য প্রাণ, কিংস্বরূপ? তাহা ইদানীং বিচারিত হইবে। বিচারের প্রথম কোটীতে (পূর্ব্বপক্ষে) পাওয়া যায়, শ্রুতি-প্রমাণ অনুসারে এই বায়ুই প্রাণ। শ্রুতি যথা—"যে প্রাণ, সে-ই বায়ু। বায়ু পাঁচ প্রকার—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান।" শাস্ত্রান্তরের অর্থাৎ সাঙ্খ্য-শাস্ত্রের অভিপ্রেত পক্ষও

* প্রাণো ন বায়ুর্ন বা ক্রিয়া করণানাং ব্যাপারঃ, কিন্তু তত্ত্বান্তরমেব। যতঃ প্রাণস্য তাভ্যাং পৃথক্ত্বং শ্রূয়তে। বিস্তরার্থস্তু ভাষ্যে।

মুখ্যপ্রাণ এই ভৌতিক বায়ু নহে, ভৌতিক বায়ুর বিকারও নহে, ইন্দ্রিয় সমষ্টির পুঞ্জীভূত সাধারণ ব্যাপারও নহে। তাহা এক স্বতন্ত্র বা পৃথক্তত্ত্ব। এতৎপ্রতি হেতু, শ্রুতিতে পৃথক্তত্ত্ব বলিয়াই উপদিষ্ট আছে। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

প্রাণ ইতি প্রাপ্তম্। এবং হি তন্ত্রান্তরীয়া আচক্ষতে—"সামান্য-করণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ" ইতি।

অত্রোচ্যতে—ন বায়ুঃ প্রাণঃ, নাপি করণব্যাপারঃ। কুতঃ? পৃথগুপদেশাৎ। বায়োস্তাবৎ প্রাণস্য পৃথগুপদেশো ভবতি—"প্রাণ এব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ, স বায়ুনা জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ" ইতি। ন হি বায়ুরেব সন্ বায়োঃ পৃথগুপদিশ্যেত। তথা করণবৃত্তেরপি পৃথগুপদেশো ভবতি। বাগাদীনি করণান্যনুক্রম্য তত্র তত্র পৃথক্ প্রাণস্যানুক্রমণাৎ, বৃত্তি-বৃত্তিমতোশ্চাভেদাৎ। ন হি করণব্যাপার এব সন্ করণেভ্যঃ পৃথগুপদিশ্যেত। তথা "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুঃ" ইত্যেবমাদয়োঽপি বায়োঃ করণেভ্যশ্চ প্রাণস্য পৃথগুপদেশা অনু-

বৃত্তিরেব প্রাণোঽস্ত। ন চাত্রাপি করণেভ্যঃ পৃথক্ প্রাণস্যানুক্রমণশ্রুতিবিরোধো বৃত্তিবৃত্তিমতোর্ভেদাদিতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ।

সিদ্ধান্তস্তু—ন সামান্যেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ প্রাণঃ। স হি মিলিতানাং বেন্দ্রিয়াণাং বৃত্তির্ভবেৎ, প্রত্যেকং বা। ন তাবন্মিলিতানাম্। একদ্বিত্রিচতুরিন্দ্রিয়াভাবে তদভাবপ্রসঙ্গাৎ। নো খলু চূর্ণহরিদ্রাসংযোগজন্মাঽরুণগুণস্তয়োরন্যতরাভাবে ভবিতুমর্হতি। ন চ বহুবিষ্টিসাধ্যং শিবিকোদ্বহনং দ্বিত্রিবিষ্টিসাধ্যং ভবতি। ন চ ত্বগেকসাধ্যম্, তথা সতি সামান্যবৃত্তিত্বানুপপত্তেঃ।

পূর্ব্ব কোটীতে উপস্থিত হয়। সাঙ্খ্যবাদীরা বলেন, প্রাণ আর কিছুই নহে, ইন্দ্রিয়গণের সাধারণ বৃত্তিই (ক্রিয়াই) প্রাণ। যথা—"প্রাণাদি বায়ুপঞ্চক করণের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের সাধারণী বৃত্তি।" [অত্রোচ্যতে...সর্ত্তব্যাঃ] এই প্রাপ্ত পক্ষদ্বয়ের উপর বলা যাইতেছে, প্রাণ বায়ু নহে, ইন্দ্রিয়-ব্যাপারও নহে। কেননা, প্রাণ পৃথক্‌রূপে উপদিষ্ট আছে। "প্রাণ ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ। ব্রহ্মচতুর্থ পাদ প্রাণ বায়ুরূপ জ্যোতির দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া তাপপ্রদ অর্থাৎ কার্য্যক্ষম হয়।" এই শ্রুতি প্রাণকে বায়ু হইতে পৃথক্ বলিয়াছেন। প্রাণ বায়ু হইলে বায়ু হইতে পৃথক্ বলিয়া উপদিষ্ট হইবে কেন? ইন্দ্রিয়বৃত্তি হইতেও প্রাণের পার্থক্য আছে, এবং বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গণনায় প্রাণের গণনা ও বৃত্তি-বৃত্তিমানের অভেদোপচার স্বীকার আছে। প্রাণ ইন্দ্রিয়ব্যাপার হইলে তাহা ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্‌রূপে কথিত হইবে কেন? "তাঁহা হইতে প্রাণ, মন, সমুদায় ইন্দ্রিয়, আকাশ ও বায়ু জন্মিয়াছে" ইত্যাদি শ্রুতিও বায়ু ও ইন্দ্রিয় হইতে প্রাণের ভিন্নতা-কথনের উদাহরণ। [ন চ...রকত্বাৎ] সাংখ্য বলেন, প্রাণ সমুদায়

সর্ব্বব্যাঃ। ন চ সমস্তানাং করণানামেকা বৃত্তিঃ সম্ভবতি, প্রত্যেকমেকৈকবৃত্তিত্বাৎ, সমুদায়স্য চাকারকত্বাৎ।

নন্বু পঞ্জরচালনন্যায়েনৈতদ্ভবিষ্যতি। যথৈকপঞ্জরবর্ত্তিন একাদশ পক্ষিণঃ প্রত্যেকং প্রতিনিয়তব্যাপারাঃ সন্তঃ সম্ভূয়ৈকং পঞ্জরং চালয়ন্তি, এবমেকশরীরবর্ত্তিন একাদশ প্রাণাঃ প্রত্যেকং নিয়তবৃত্তয়ঃ সন্তঃ সম্ভূয়ৈকাং প্রাণাখ্যাং বৃত্তিং প্রতিলপ্স্যন্ত ইতি। নেত্যুচ্যতে। যুক্তং তত্র প্রত্যেকবর্ত্তিভিরবান্তরব্যাপারৈঃ পঞ্জরচালনানুরূপৈরেবোপেতাঃ পক্ষিণঃ সম্ভূয়ৈকং পঞ্জরং চালয়েয়ুরিতি, তথা দৃষ্টত্বাৎ। ইহ তু শ্রবণাদ্যবান্তরব্যাপারোপেতাঃ প্রাণা ন সম্ভূয় প্রাণ্যুরিতি যুক্তং, প্রমাণাভাবাদত্যন্ত-

অপি চ, যৎ সম্ভূয় কারকাণি নিষ্পাদয়ন্তি, তৎ প্রধানব্যাপারানুগুণাবান্তরব্যাপারেণৈব। যথা বয়সাং প্রাতিস্বিকো ব্যাপারঃ পঞ্জরচালনানুগুণঃ। ন চেন্দ্রিয়াণাং প্রাণে প্রধানব্যাপারে জনয়িতব্যেঽস্তি তাদৃশঃ কশ্চিদবান্তরব্যাপারস্তদনুগুণঃ। যে চ রূপাদিপ্রত্যয়াঃ, ন তে তদনুগুণাঃ। তস্মান্নেন্দ্রিয়াণাং সামান্যবৃত্তিঃ প্রাণঃ। তথা চ বৃত্তিবৃত্তিমতোঃ কথঞ্চিদভেদবিবক্ষয়া ন পৃথগুপ-

ইন্দ্রিয়ের কার্য্য, তাহা অসম্ভব। এক একটী ইন্দ্রিয় এক একটী কার্য্যই করে, মিলিত হইয়া কিছু করে না।

[নন্বু...প্রাণনস্য] সাঙ্খ্য হয় ত বলিবেন, পঞ্জর-পরিচালনের দৃষ্টান্তে তাহা হইতে পারে, অর্থাৎ মিলিত ইন্দ্রিয়গণ প্রাণকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে। যেমন এক পঞ্জরস্থ একাদশ পক্ষীর প্রত্যেক পক্ষী নিয়ত নিজ নিজ কার্য্য করে; এবং সে সকলের মেলনে পঞ্জরটী চালিত হয়, সেইরূপ, এক-শরীরবর্ত্তী একাদশ ইন্দ্রিয়ও প্রত্যেকে নিজ নিজ কার্য্য করে; আর তাহাদের মেলনে প্রাণন-কার্য্য নির্ব্বাহ পায়। ইহার প্রত্যুত্তরার্থ আমরা বলি, তাহা নহে। অর্থাৎ তাহা হয় না —পঞ্জর-চালনের দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় না। পঞ্জর পরিচালিত হইতে পারে, এরূপ অবান্তর ব্যাপার প্রত্যেক পক্ষীই করিয়া থাকে, তাহাতেই তাহারা মিলিত হইয়া পঞ্জরকে চালিত করে, ইহা প্রত্যক্ষ ও যুক্তিসিদ্ধ, কিন্তু প্রস্তাবিতস্থল সেরূপ নহে। প্রাণের (ইন্দ্রিয়ের) শ্রবণাদি ব্যাপার ব্যতীত এমন কোনও অবান্তর ব্যাপার প্রমাণে পাওয়া যায় না, যাহা থাকাতে তাহারা মিলিত হইয়া প্রাণন (শ্বাসপ্রশ্বাস) করিতে পারে। বিশেষতঃ প্রাণন কার্য্যটী শ্রবণাদি কার্য্যের নিতান্ত বিজাতীয়। [পক্ষীর প্রাতিস্বিক ব্যাপার নিজ দেহের স্পন্দন, তৎসম্পর্কে তাহার অবান্তর ব্যাপার পঞ্জরের স্পন্দন ঘটে; সুতরাং তদুভয়ের সাজাত্য আছে। কিন্তু প্রাণনের সহিত শ্রবণাদিকার্য্যের সেরূপ সাজাত্য

বিজাতীয়ত্বাচ্চ শ্রবণাদিভ্যঃ প্রাণনস্য। তথা প্রাণস্য শ্রেষ্ঠতাদ্যুদ্‌ঘোষণং গুণভাবোপগমশ্চ তং প্রতি বাগাদীনাং, ন করণবৃত্তিমাত্রে প্রাণেঽবকল্পতে। তস্মাদন্যো বায়ু-ক্রিয়াভ্যাং প্রাণঃ। কথং তর্হীয়ং শ্রুতিঃ—"যঃ প্রাণঃ স বায়ুঃ" ইতি। উচ্যতে। বায়ুরেবায়মধ্যাত্মমাপন্নঃ পঞ্চব্যূহো বিশেষাত্মনাবতিষ্ঠমানঃ প্রাণো নাম ভণ্যতে, ন তত্ত্বান্তরং, নাপি বায়ুমাত্রম্। অতশ্চোভে অপি ভেদাভেদশ্রুতী ন বিরুধ্যেতে ॥ ২ । ৪ । ৯ ॥

স্যাদেতৎ। প্রাণোঽপি তর্হি জীববদস্মিন্ শরীরে স্বাতন্ত্র্যং প্রাপ্নোতি, শ্রেষ্ঠত্বাৎ গুণভাবোপগমাচ্চ তং প্রতি বাগাদীনামিন্দ্রিয়াণাম্। তথা হ্যনেকবিধা বিভূতিঃ প্রাণস্য শ্রাব্যতে। "সুপ্তেষু বাগাদিষু প্রাণ এবৈকো জাগর্ত্তি। প্রাণ এবৈকো

দেশো গময়িতব্যঃ। তস্মান্ন ক্রিয়া, নাপি বায়ুমাত্রং প্রাণঃ, কিন্তু বায়ুভেদ এবাধ্যাত্মমাপন্নঃ পঞ্চব্যূহঃ প্রাণ ইতি।

স্যাদেতৎ। যথা চক্ষুরাদীনাং জীবং প্রতি গুণভূতত্বাৎ জীবস্য চ শ্রেষ্ঠত্বাজ্জীবঃ স্বতন্ত্রঃ, এবং প্রাণোঽপি প্রাধান্যাৎ শ্রেষ্ঠত্বাচ্চ স্বতন্ত্রঃ প্রাপ্নোতি। ন চ দ্বয়োঃ

নাই। সাজাত্য না থাকায় তাহা অনুমানেরও অবিষয়) [তথা...প্রাণঃ] প্রাণকে ইন্দ্রিয়-সমষ্টির সাধারণ বৃত্তি (কার্য্য) বলিতে গেলে প্রাণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অন্যান্য ইন্দ্রিয় তাহার অধীন, এ সকল কথা সঙ্গত হইবে না, প্রত্যুত প্রলাপতুল্য হইবে। ইত্যাদি ইত্যাদি কারণে প্রাণ যে, বায়ু ও ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া হইতে ভিন্ন, ইহা নিশ্চিত হয়। [কথং...বিরুধ্যেতে] "যে প্রাণ, সে-ই বায়ু" এ শ্রুতির গতি কি? অভিপ্রায় কি? তাহা বলিতেছি। ব্রহ্মপ্রভব বায়ু ভূতই অধ্যাত্মভাব প্রাপ্ত পঞ্চব্যূহ হইয়া ও বাহ্যবায়ু অপেক্ষা বিশেষগুণযুক্ত হইয়া অবস্থান করায় তাহা প্রাণ নামে কথিত হয়, এ জন্য উহা ঠিক্ বায়ু (বাহ্যবায়ু) নহে এবং ঐকান্তিক পৃথক্ পদার্থও নহে। সেই কারণে ভেদশ্রুতি ও অভেদশ্রুতি উভয়ই পরস্পর অবিরুদ্ধ। (যে-শ্রুতি প্রাণকে বায়ু বলে, তাহা অভেদ-শ্রুতি, আর তদ্বিপরীতা ভেদ শ্রুতি) ॥ ২ । ৪ । ৯ ॥

[স্যাদেতৎ...হরতি] বলিতে পার, তবে এইরূপ না হয় কেন? জীব যেমন এই শরীরে স্বতন্ত্র, স্বাধীন, তেমনি প্রাণও স্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বাধীন; কেন-না, শ্রুতিতে প্রাণের শ্রেষ্ঠতা ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের তদধীনতা কথিত আছে। অপিচ প্রাণেরও অনেকপ্রকার বিভূতি (মহিমা) শুনা যায়। "বাক্য প্রভৃতি সমস্তই সুপ্ত হয়, কেবল একমাত্র প্রাণ জাগ্রৎ থাকে।" "মৃত্যু কেবল প্রাণকে গ্রাস

মৃত্যুনানাপ্তঃ। প্রাণঃ সম্বর্গো বাগাদীন্ সংবৃঙ্‌ক্তে। প্রাণ ইতরান্ প্রাণান্ রক্ষতি মাতেব পুত্রান্" ইতি। তস্মাৎ প্রাণস্যাপি জীববৎ স্বাতন্ত্র্যপ্রসঙ্গঃ। তং পরিহরতি—

চক্ষুরাদিবত্তু তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ ॥২।৪।১০॥*

তু-শব্দঃ প্রাণস্য স্বাতন্ত্র্যং ব্যাবর্ত্তয়তি। যথা চক্ষুরাদীনি রাজপ্রকৃতিবৎ জীবস্য কর্ত্তৃত্বং ভোক্তৃত্বঞ্চ প্রত্যুপকরণানি, ন স্বতন্ত্রাণি। তথা মুখ্যোঽপি প্রাণো রাজমন্ত্রিবৎ জীবস্য সর্ব্বার্থত্বেনোপকরণভূতো ন স্বতন্ত্রঃ। কুতঃ? তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ। তৈশ্চক্ষুরাদিভিঃ সহৈব প্রাণঃ শিষ্যতে প্রাণসম্বাদাদিষু। সমানধর্ম্মাণাঞ্চ সহশাসনং যুক্তং, বৃহদ্রথন্তরাদিবৎ। আদি-

---

স্বতন্ত্রয়োরেকস্মিন্ শরীরে একবাক্যত্বমুপপদ্যত ইত্যপর্য্যায়ং বিরুদ্ধানেকদিক্‌ক্রিয়তয়া দেহ উন্মথ্যেতেতি প্রাপ্ত উচ্যতে—॥ ২। ৪। ৯॥

যদ্যপি চক্ষুরাদ্যপেক্ষয়া শ্রেষ্ঠত্বং প্রাধান্যঞ্চ প্রাণস্য, তথাপি সংহতত্বাদচেতনত্বাদ্ভৌতিকত্বাৎ চক্ষুরাদিভিঃ সহ শিষ্টত্বাচ্চ পুরুষার্থত্বাৎ পুরুষং প্রতি পারতন্ত্র্যং

করে না।" "প্রাণই সম্বর্গ। কেন-না, সে বাগাদি ইন্দ্রিয়কে সম্বরণ (সংহার) করে।" "প্রাণ জননীর ন্যায় হইয়া অন্যান্য অধীন প্রাণকে রক্ষা করে।" ইত্যাদি। এই সকল হেতুবাদে এই শরীরে প্রাণেরও জীবসদৃশ প্রাধান্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই প্রাপ্তির পরিহার এই—

প্রাণ যে স্বতন্ত্র নহে, ভোক্তা নহে, তাহা তু-শব্দের দ্বারা বোধিত হইয়াছে। অমাত্যগণ যেমন রাজাদিগের ন্যায় স্বতন্ত্র নহে, ভোক্তা নহে, কিন্তু ভোগোপকরণ, তেমনি, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ও জীবের ন্যায় স্বতন্ত্র বা ভোক্তা নহে, কিন্তু তাহার (জীবের) কর্ত্তৃত্বের ও ভোক্তৃত্বের উপকরণ মাত্র। যেমন ইন্দ্রিয়গণ ভোগসাধন, তেমনি মুখ্য প্রাণও তাহার (জীবের) ভোগসাধন বা ভোগের উপকরণ। হেতু এই যে, প্রাণ চক্ষুরাদির সহিত পরিপঠিত হইয়াছে। সমধর্ম্ম পদার্থেরই সহপাঠ হয় এবং সেইরূপ পাঠই যুক্তিযুক্ত। তাহার দৃষ্টান্ত বৃহদ্রথন্তর, (বৃহদ্রথন্তর একপ্রকার গান—যাহা সামবেদে উক্ত আছে। তাহার দুইটী সর্ব্বস্থানে বা সমুদায় যজ্ঞে এক সঙ্গে পঠিত হয়)। সূত্রকার সূত্রে আদি শব্দ দিয়া ইহাই দেখাইয়াছেন যে, প্রাণের সংহতত্বাদি ধর্ম্মও তাহার ভোক্তৃত্বের বাধক। (যাহা যাহা সংহত, যাহা যাহা অচেতন, তাহা তাহা ভোক্তা নহে. ভোক্তার ভোগোপ-

---

* তৈশ্চক্ষুরাদিভিঃ সহশিষ্টিঃ শাসনমুপদেশঃ পাঠ ইতি যাবৎ, তদাদিহেতুভ্যঃ প্রাণো ন জীববৎ স্বতন্ত্রো ভোক্তা, কিন্তু চক্ষুরাদিবত্তদুপকরণভূতো ভোগ্য এবেত্যর্থঃ। আদিপদাৎ সংহতত্বাচেতনত্বাদীনি প্রাণস্বাতন্ত্র্যনিরাকরণকারণানি গ্রাহ্যাণি।

শব্দেন সংহতত্বাচেতনত্বাদীন্ প্রাণস্য স্বাতন্ত্র্যনিরাকরণহেতূন্ দর্শয়তি ॥২।৪।১০॥

স্যাদেতৎ। যদি চক্ষুরাদিবৎ প্রাণস্য জীবং প্রতি করণভাবোঽভ্যুপগম্যেত, বিষয়ান্তরং রূপাদিবৎ প্রসজ্যেত। রূপালোচনাদ্যাভির্বৃত্তিভির্যথাস্বং চক্ষুরাদীনাং জীবং প্রতি করণভাবো ভবতি। অপি চ, একাদশৈব কার্য্যজাতানি রূপালোচনাদীনি পরিগণিতানি, যদর্থমেকাদশ প্রাণাঃ সংগৃহীতাঃ। ন তু দ্বাদশমপরং কার্য্যজাতমবগম্যতে, যদর্থময়ং দ্বাদশঃ প্রাণঃ প্রতিজ্ঞায়েত ইতি। অত উত্তরং পঠতি—

শয়নাসনাদিবদ্ভবেৎ। তথা চ যথা মন্ত্রী ইতরেষু নৈয়োগিকেষু প্রধানমপি রাজানমপেক্ষ্যাস্বতন্ত্রঃ, এবং প্রাণোঽপি চক্ষুরাদিষু প্রধানমপি জীবেঽস্বতন্ত্র ইতি।

স্যাদেতৎ। চক্ষুরাদিভিঃ সহ শাসনেন করণং চেৎ প্রাণঃ, এবং সতি চক্ষুরাদিবিষয়-রূপাদিবদস্যাপি বিষয়ান্তরং বক্তব্যম্। ন চ তচ্ছক্যং বক্তুম্। একাদশ-করণ-গণনব্যাকোপশ্চেতি দোষং পরিহরতি—॥ ২। ৪। ১০ ॥

করণ মাত্র। যেমন শরীর। প্রাণও সংহত ও অচেতন, সে কারণ, প্রাণও ভোক্তা নহে, কিন্তু ভোক্তার (জীবের) ভোগোপকরণ মাত্র ॥ ২ ॥ ১০ ॥

[স্যাদেতৎ...পঠতি] এক্ষণে শঙ্কা করিতে পার, যদি চক্ষুরাদির ন্যায় প্রাণেরও করণত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে রূপাদি বিষয়ের ন্যায় তাহারও অসাধারণ বিষয় থাকা স্বীকার করিতে হয়। যেমন চক্ষুর অসাধারণ (নির্দ্দিষ্ট) বিষয় রূপ, তেমনি প্রাণেরও এমন কোন একটা অসাধারণ বিষয় থাকা আবশ্যক, যাহা থাকাতে প্রাণ চক্ষুরাদির সমান অর্থাৎ চক্ষুরাদির ন্যায় ইন্দ্রিয় হইতে পারে, করণ হইতে পারে। তাহা কৈ? প্রাণের ত সেরূপ কোন অসাধারণ কার্য্য দেখা যায় না? আরও দেখ, গণনায় রূপালোচনাদি এগারটী মাত্র কার্য্য পাওয়া যায়, তদনুসারে একাদশ প্রাণের সংগ্রহ হইতে পারে। কিন্তু এমন কোনও দ্বাদশ (একাদশের অধিক) কার্য্য দেখা যায় না, যে অসাধারণ কার্য্যের জন্য দ্বাদশ প্রাণের অস্তিত্ব প্রতিজ্ঞাত হইতে পারে। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া তদুত্তরার্থ সূত্র বলিতেছেন—

মুখ্য প্রাণ জীবের ন্যায় নহে, কিন্তু চক্ষুরাদির ন্যায়। জীব যেমন ইহ-শরীরে স্বতন্ত্র অর্থাৎ কর্ত্তা ও ভোক্তা, মুখ্য প্রাণ সেরূপ কর্ত্তা বা ভোক্তা নহে; প্রত্যুত তাহা চক্ষুরাদির ন্যায় জীবের ভোগোপকরণ। জীব যেমন চক্ষুরাদির দ্বারা ভোগবান্, তেমনি, মুখ্যপ্রাণের দ্বারাও ভোগবান্। এ কথা এই জন্য বলি, শাস্ত্রে ঐ মুখ্য প্রাণ চক্ষুরাদির সহিত উপদিষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহাতে অচেতনত্ব প্রভৃতি ভোগ্য-ধর্ম্মও আছে।

অকরণত্বাচ্চ ন দোষস্তথা হি দর্শয়তি ॥ ২ । ৪ । ১১ ॥*

ন তাবদ্বিষয়ান্তরপ্রসঙ্গো দোষঃ, অকরণত্বাৎ প্রাণস্য। ন হি চক্ষুরাদিবৎ প্রাণস্য বিষয়পরিচ্ছেদেন করণত্বমভ্যুপগম্যতে। ন চাস্যৈতাবতা কার্য্যাভাব এব। কস্মাৎ? তথা হি শ্রুতিঃ প্রাণান্তরেষ্বসম্ভাব্যমানং মুখ্যপ্রাণস্য বৈশেষিকং কার্য্যং দর্শয়তি প্রাণসম্বাদাদিষু "অথ হ প্রাণা অহংশ্রেয়সে ব্যূদিরে" ইত্যুপক্রম্য "যস্মিন্ ব উৎক্রান্ত ইদং শরীরং পাপিষ্ঠতরমিব দৃশ্যতে, স বঃ শ্রেষ্ঠঃ" ইতি চোপন্যস্য প্রত্যেকং বাগাদ্যুৎক্রমণেন তদ্বৃত্তিমাত্রহীনং যথাপূর্ব্বং জীবনং মুখ্যপ্রাণস্য বৈশেষিকং কার্য্যং দর্শয়িত্বা প্রাণোচ্চিক্রমিষায়াং বাগাদিশৈথিল্যাপত্তিং শরীরপাতপ্রসঙ্গঞ্চ

ন প্রাণঃ পরিচ্ছেদধারণাদিকরণমস্মাভিরভ্যুপেয়তে, যেনাস্য বিষয়ান্তরমন্বিষ্যেত, একাদশত্বঞ্চ করণানাং ব্যাকুপ্যেত, অপি তু প্রাণান্তরাসম্ভবি দেহেন্দ্রিয়বি-

প্রাণকে করণ বলা হইল, চক্ষুরাদির সহিত তুলনা করা হইল, সে কারণে চক্ষুরাদির রূপাদি বিষয়ের ন্যায় প্রাণেরও বিষয়ান্তর থাকা প্রসক্ত হয় (প্রাপ্ত হওয়া যায়) সত্য; কিন্তু সে প্রসক্তি বা প্রাপ্তি দোষাবহ নহে। কেন-না, প্রাণ অকরণ অর্থাৎ করণ সদৃশ। অভিপ্রায় এই যে, প্রাণ জ্ঞান-ক্রিয়ার করণ (অন্তরঙ্গ কারণ) নহে, তাহা শরীরাদির ন্যায় জীবের ভোগোপকরণ মাত্র। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় রূপাদি বিষয়ের আলোচনা করে, তাই তাহারা করণ, প্রাণ তাহা বা তদনুরূপ কিছু করে না, সে জন্য তাহার করণত্ব স্বীকার নাই; নাই বলিয়া যে, তাহার প্রয়োজন নাই বা কার্য্য নাই, তাহা নহে। কেন-না, তাহারও অসাধারণ বা বিশেষ কার্য্য আছে—যে কার্য্য প্রাণান্তরের (বাগাদি ইন্দ্রিয়ের) নহে; প্রত্যুত প্রাণান্তরে অসম্ভব। মুখ্য প্রাণের সেই বিশেষ কার্য্য শ্রুতিকর্ত্তৃক প্রাণসম্বাদ-প্রস্তাবে দর্শিত হইয়াছে। যথা—[অথ…ইতি চ] "প্রাণেরা আপন আপন শ্রেষ্ঠতা লইয়া বিবাদ করিল।" শ্রুতি এইরূপে প্রস্তাব আরম্ভ করিয়া মধ্যে বলিয়াছেন, "যে উৎক্রান্ত হইলে অর্থাৎ শরীর ত্যাগ করিলে এই সুন্দর শরীর ঘৃণার্হ হইবে, তোমাদের মধ্যে সে-ই শ্রেষ্ঠ।" পরে "বাগাদি ইন্দ্রিয় একে একে শরীর ত্যাগ করিল, তাহাতে শরীর কেবল সেই সেই কার্য্য-বিহীন হইল, কিন্তু জীবন পূর্ব্ববৎই থাকিল।

* বিষয়পরিচ্ছেদং প্রতি তস্য করণত্বাভাবাদপি বিষয়ান্তরপ্রাপ্তিন দোষঃ। যতশ্চ্চদন্যেব। শ্রুতিস্তু তস্য কার্য্যবিশেষং বিষয়ং বা দর্শয়তি প্রাণসম্বাদাদিষিতি যোজনা।

চক্ষুরাদি যেমন জ্ঞানক্রিয়ার করণ, অন্তরঙ্গ কারণ, মুখ্যপ্রাণ সেরূপ করণ না হইলেও তাহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে, শ্রুতি তাহা দেখাইয়াছেন।

দর্শয়ন্তী শ্রুতিঃ প্রাণনিমিত্তাং শরীরেন্দ্রিয়স্থিতিং দর্শয়তি "তান্ বরিষ্ঠঃ প্রাণ উবাচ—মা মোহমাপদ্যথাহমেবৈতৎ পঞ্চ-ধাত্মানং প্রবিভজ্যৈতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামি" ইতি চ। এত-মেবার্থং শ্রুতিরাহ। "প্রাণেন রক্ষন্নবরং কুলায়ং" ইতি চ সুপ্তেষু চক্ষুরাদিষু প্রাণনিমিত্তাং শরীররক্ষাং দর্শয়তি। "যস্মাৎ কস্মাচ্চাঙ্গাৎ প্রাণউৎক্রামতি, তদৈব তচ্ছুষ্যতি, তেন যদশ্নাতি যৎ পিবতি, তেনেতরান্ প্রাণানবতি" ইতি চ প্রাণনিমিত্তাং শরীরেন্দ্রিয়পুষ্টিং দর্শয়তি। "কস্মিন্নহমুৎক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি, কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতেঽহং প্রতিষ্ঠাস্যামীতি, স প্রাণ-মসৃজত" ইতি প্রাণনিমিত্তে এব জীবস্যোৎক্রান্তি-প্রতিষ্ঠে দর্শয়তি ॥ ২। ৪। ১১ ॥

ধারণকারণং প্রাণঃ। তচ্চ শ্রুতিপ্রবন্ধেন দর্শিতম্, ন কেবলং শরীরেন্দ্রিয়-ধারণমস্য কার্য্যম্ ॥ ২। ৪ ১১ ॥

অপি চ—

তাহাতে স্থির হইল যে, জীবন মুখ্য প্রাণেরই বিশেষ কার্য্য। পরে যখন মুখ্য প্রাণ উৎক্রান্ত হইবার উদ্যোগ করিল, তখন সমুদায় ইন্দ্রিয় শিথিল ও শরীর পতনোন্মুখ হইল।" এই উপাখ্যানে দেখান হইয়াছে যে, শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের অবস্থান মুখ্য প্রাণেরই অধীন। "অনন্তর প্রধান প্রাণ অপ্রধান প্রাণদিগকে বলিলেন, তোমরা মুগ্ধ হইও না, আমিই আপনাকে পঞ্চধা বিভক্ত করিয়া এই শরীর ধৃত রাখিতেছি।" [এত...দর্শয়তি] এ বিষয় অন্য শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—"চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সুপ্ত হইলে এই নীচতম দেহ-গৃহ প্রাণের দ্বারাই রক্ষিত হয়।" 'প্রাণ যখন যে অঙ্গ ত্যাগ করে, সে অঙ্গ তৎক্ষণাৎ শুষ্ক হয়। প্রাণ যে পান করে, ভোজন করে, তাহাতেই ইতর প্রাণ সকল রক্ষা পায়, জীবিত থাকে।" এ শ্রুতিতেও প্রাণকর্তৃক শরীরেন্দ্রিয়ের পুষ্টি বর্ণিত হইয়াছে। "আত্মা ভাবিলেন, কে উৎক্রান্ত হইলে আমি উৎক্রান্ত হইব? শরীর ত্যাগ করিয়া যাইব? কাহার অবস্থানে আমি স্থিতি করিব? অনন্তর তিনি প্রাণকে সৃজন করিলেন।" এ শ্রুতিও জীবের প্রাণাধীন উৎক্রান্তি ও স্থিতি বলিয়াছেন। (এতাবতা বলা হইল যে, প্রাণেরও বিশেষ কার্য্য আছে)।

পঞ্চবৃত্তির্ম্মনোবদ্ব্যপদিশ্যতে॥ ২।৪।১২॥*

ইতশ্চাস্তি মুখ্যপ্রাণস্য বৈশেষিকং কার্য্যং, যৎকারণং পঞ্চবৃত্তিরয়ং ব্যপদিশ্যতে শ্রুতিষু "প্রাণোঽপানো ব্যান উদানঃ সমানঃ" ইতি। বৃত্তিভেদশ্চায়ং কার্য্যভেদাপেক্ষঃ। "প্রাণঃ প্রাগ্‌বৃত্তিরুচ্ছ্বাসাদিকর্ম্মা, অপানোঽবাগ্‌বৃত্তিরুৎসর্গাদিকর্ম্মা, ব্যানঃ তয়োঃ সন্ধৌ বর্ত্তমানো বীর্য্যবৎ-কর্ম্মহেতুঃ, উদানঃ ঊর্দ্ধবৃত্তিরুৎক্রান্ত্যাদিহেতুঃ, সমানঃ সমং সর্ব্বেষ্বঙ্গেষু যোঽন্নরসান্নয়তি" ইতি। এবং পঞ্চবৃত্তিঃ প্রাণো মনোবৎ,—যথা মনসঃ পঞ্চ বৃত্তয়ঃ, এবং প্রাণস্যাপীত্যর্থঃ। শ্রোত্রাদিনিমিত্তাঃ শব্দাদিবিষয়া মনসঃ পঞ্চ বৃত্তয়ঃ প্রসিদ্ধাঃ। ন তু কামঃ সঙ্কল্প ইত্যাদ্যাঃ পরিপঠিতাঃ পরিগৃহ্যেরন্, পঞ্চসংখ্যাতিরেকাৎ।

"বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্।" যথা মরুমরীচিকাদিষু সলিলাদিবুদ্ধয়ঃ। অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠতা চ সংশয়েঽপ্যস্তি, তস্যৈকাপ্রতিষ্ঠানাৎ। অতঃ সোঽপি সংগৃহীতঃ। "শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ। যদ্যপি মিথ্যাজ্ঞানেঽপ্যস্তি বস্তুশূন্যতা, তথাপি ন তস্য ব্যবহারহেতুতাস্তি। অস্য তু পণ্ডিতরূপবিচারাসহস্যাপি শব্দজ্ঞানমাহাত্ম্যাদ্ ব্যবহারহেতুভাবোঽস্ত্যেব। যথা পুরুষস্য চৈতন্যমিতি। ন

মুখ্য প্রাণের যে, বিশেষ (নিজের নির্দ্দিষ্ট) কার্য্য আছে, তাহা এই হেতুতে জানা যায়, যেহেতু শ্রুতিতে প্রাণ পঞ্চবৃত্তি বলিয়া কথিত আছে। (বৃত্তি=অবস্থা)। যথা—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান।" [বৃত্তি... ইতি] প্রাণের এই পাঁচটী বৃত্তি (অবস্থা) ক্রিয়াভেদ দৃষ্টে নির্দ্ধারিত। যথা—প্রাগ্‌বৃত্তির নাম প্রাণ, তাহার কার্য্য উচ্ছ্বাসাদি। অবাগ্‌বৃত্তির নাম অপান, তাহার কার্য্য উৎসর্গাদি (মলমূত্র ত্যাগাদি)। যাহা উক্ত উভয়ের সন্ধিস্থলে বৃত্তিমান্, তাহার নাম ব্যান, ইহার কার্য্য বীর্য্যবৎ (অগ্নিমথনাদি বলসাধ্য) কার্য্য নির্ব্বাহ করা। ঊর্দ্ধবৃত্তির নাম উদান, ইহা উৎক্রান্ত্যাদির কারণ, যাহা সর্ব্বাঙ্গে সমবৃত্তি, তাহা সমান। সমানের দ্বারা ভুক্তান্ন রসরক্তাদিভাব প্রাপ্ত হয়, হইয়া সর্ব্বাঙ্গে নীত হয়। [এবং...রেকাৎ] এইরূপে প্রাণও মনের ন্যায় পঞ্চবৃত্তিক। অর্থাৎ যেমন মনের পাঁচটী বৃত্তি, তেমনি প্রাণেরও পাঁচ বৃত্তি। এ স্থলে সর্ব্বপরিচিত শ্রবণাদিজনিত শব্দাদি বিষয়বিজ্ঞানরূপ মনের বৃত্তিরই গ্রহণ, কামাদিরূপ মনোবৃত্তি সমূহের গ্রহণ নহে। কেন-না, কামাদিবৃত্তি পঞ্চসংখ্যার অধিক, কাম, সঙ্কল্প, সন্দেহ, লজ্জা, ভয়, ইত্যাদি।

* যথা মনশ্চতুর্বৃত্তি, তথা প্রাণোঽপি পঞ্চবৃত্তিরুচ্যতে শ্রুতিবিদিতি বোদ্ধব্যা।

যদ্রূপ মনের চারিটী বৃত্তি, তদ্রূপ প্রাণেরও পাঁচটী বৃত্তি। এ কথা শ্রুতিতেও আছে। সেই বৃত্তিগুলিই প্রাণের অসাধারণ কার্য্য।

নন্বত্রাপি শ্রোত্রাদিনিরপেক্ষা ভূতভবিষ্যদাদিবিষয়াঽপরা মনসো বৃত্তিরস্তীতি সমানঃ পঞ্চসঙ্খ্যাতিরেকঃ। এবং তর্হি পরমতমপ্রতিসিদ্ধমনুমতং ভবতীতি ন্যায়াদিহাপি যোগশাস্ত্রপ্রসিদ্ধা মনসঃ পঞ্চ বৃত্তয়ঃ পরিগৃহ্যন্তে—প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতয়ো নাম। বহুবৃত্তিত্বমাত্রেণ বা মনঃ প্রাণস্য নিদর্শনমিতি দ্রষ্টব্যম্। জীবোপকরণত্বমপি প্রাণস্য পঞ্চবৃত্তিত্বাদ্মনোবদিতি যোজয়িতব্যম্ ॥ ২ । ৪ । ১২ ॥

অণুশ্চ ॥ ২ । ৪ । ১৩ ॥*

অণুশ্চায়ং মুখ্যঃ প্রাণঃ প্রত্যেতব্যঃ, ইতরপ্রাণবৎ। অণুত্বঞ্চেহাপি সৌক্ষ্ম্যপরিচ্ছেদৌ, ন পরমাণুতুল্যত্বম্। পঞ্চভির্বৃত্তিভিঃ কৃৎস্নশরীরব্যাপিত্বাৎ সূক্ষ্মঃ প্রাণঃ, উৎক্রান্তৌ পার্শ্বস্থে-

---

হৃত্র ষষ্ঠ্যর্থঃ সম্বন্ধোঽস্তি, তস্য ভেদাধিষ্ঠানত্বাৎ। চৈতন্যস্য পুরুষাদত্যন্তাভেদাৎ। যদ্যপি চাত্রাভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নেষ্যতে, তথাপি বিক্ষেপসংস্কারলক্ষণা মনোবৃত্তিরিহাস্ত্যেবেতি সর্ব্বমদাতম্ ॥ ২ । ৪ । ১২ ॥

সমস্ত্রিভিলে াকৈরিতি বিভুত্বশ্রবণাৎ বিভুঃ প্রাণঃ। সমঃপ্লুষিণেত্যাদ্যাস্তু শ্রুতয়ো বিভোরপ্যবচ্ছেদাদ্ভবিষ্যন্তি। যথা বিভুন আকাশস্য ঘটকরকাদ্যবচ্ছেদাৎ ঘটাদি-

---

[নন্বত্রাপি...তব্যম্] যদি এমন মনে কর যে, মনের শ্রোত্রাদিনিরপেক্ষ ভূতভবিষ্যৎ-বিদ্যমানগোচরক আরও বৃত্তি আছে, সেগুলি গ্রহণ করিলে গণনায় পঞ্চাধিক হইবে, তবে "নিষেধ না থাকিলেই পরকীয় মতে সম্মতি দেওয়া হয়" এই লৌকিক ন্যায়ের অনুসরণ কর, করিয়া যোগশাস্ত্রোক্ত পঞ্চবিধ মনোবৃত্তি গ্রহণ কর। যথা—প্রমাণবৃত্তি, বিপর্য্যয়বৃত্তি, বিকল্পবৃত্তি, নিদ্রাবৃত্তি ও স্মৃতিবৃত্তি। † অথবা বহুবৃত্তিত্ব দৃষ্টে মনকে উদাহরণ স্থলে গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহার ফলিতার্থ এই যে, মন যদ্রূপ বহুবৃত্তিক, তদ্রূপ প্রাণও বহুবৃত্তিক। যেহেতু প্রাণ পঞ্চবৃত্তিক, সেই হেতু প্রাণও মনের ন্যায় জীবের ভোগোপকরণ, এরূপ যোজনাও (অর্থ) করিতে পার ॥ ২ । ৪ । ১২ ॥

মুখ্য প্রাণও ইতর প্রাণের ন্যায় অণু, ইহা জানিতে হইবে। পরমাণুর সমান বলিয়া যে, অণু, তাহা নহে। সূক্ষ্ম (দৃষ্টির অগোচর) ও পরিমিত বলিয়া অণু। প্রাণ

---

* অণুঃ সূক্ষ্মঃ মুখ্যঃ প্রাণ ইত্যনুবর্ত্তনীয়ম্।

এই মুখ্য প্রাণ অন্যান্য প্রাণের ন্যায় অণু অর্থাৎ সূক্ষ্ম।

† প্রমাণবৃত্তি—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দজনিত যথার্থ জ্ঞান। বিপর্য্যয়বৃত্তি—ভ্রমজ্ঞান। বিকল্পবৃত্তি—বস্তুশূন্য ব্যবহারগোচর জ্ঞান—মিথ্যা জ্ঞান। যেমন শশবিষাণ, খপুষ্প, ও নরশৃঙ্গ প্রভৃতি। অন্য দুইটী সর্ব্ববিদিত।

নানুপলভ্যমানত্বাৎ, পরিচ্ছিন্নশ্চোৎক্রান্তিগত্যাগতিশ্রুতিভ্যঃ। নন্বু বিভুত্বমপি প্রাণস্য সমাম্নায়তে,—"সমঃ প্লুষিণা সমো মশকেন সমো নাগেন সম এভিস্ত্রিভির্লোকৈঃ সমোঽনেন সর্ব্বেণ" ইত্যেবমাদিষু প্রদেশেষু। তদুচ্যতে, আধিদৈবিকেন সমষ্টিরূপেণ হৈরণ্যগর্ভেণ প্রাণাত্মনা এতদ্বিভুত্বমাম্নায়তে, নাধ্যাত্মিকেন ব্যষ্টিরূপেণ। অপি চ, "সমঃ প্লুষিণা" ইত্যাদিনা সাম্যপ্রবচনেন প্রতিপ্রাণিবর্ত্তিনঃ প্রাণস্য পরিচ্ছেদ এব প্রদর্শ্যতে, তস্মাদদোষঃ॥ ২। ৪। ১৩॥

জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানন্তু তদামননাৎ ॥২।৪।১৪॥*

তে পুনঃ প্রকৃতাঃ প্রাণাঃ কিং স্বমহিম্নৈব স্বস্মৈ স্বস্মৈ

সাম্যমিতি প্রাপ্ত আহ—"অণুশ্চ"। উৎক্রান্তিগত্যাগতিশ্রুতিভ্য আধ্যাত্মিকস্য প্রাণস্যাঽবচ্ছিন্নতা ন বিভুত্বম্। দুরধিগমতামাত্রেণ চ শরীরব্যাপিনোঽপ্যণুত্বমুপচর্য্যতে, ন ত্বণুত্বমিত্যুক্তমধস্তাৎ। যত্বস্য বিভুত্বাম্নানং, তদাধিদৈবিকেন সূত্রাত্মনা সমষ্টিরূপেণ, ন ত্বাধ্যাত্মিকেন ব্যষ্টিরূপেণ। তদাশ্রয়াশ্চ সমঃ প্লুষিণেত্যেবমাদ্যাঃ শ্রুতয়ো দেহসাম্যমেব প্রাণস্যাহুঃ স্বরূপতঃ, ন তু করকাকাশবৎ পরোপাধিকতয়া কথঞ্চিন্নেতব্যা ইতি॥ ২। ৪ ১৩॥

যদ্ধি যৎ কার্য্যং কুর্ব্বদ্দৃষ্টং, তৎ স্বমহিম্নৈব করোতীত্যেব তাবদুৎসর্গঃ, পরা-

অবস্থাপককে সমুদায় শরীরে ব্যাপ্ত আছে, সে জন্য পরমাণুর সমান হইতে পারেনা। যখন উৎক্রান্ত হয়, তখন ইহাঁকে পার্শ্বস্থ নিপুণ পুরুষেরাও দেখিতে পান না। সে কারণে প্রাণ সূক্ষ্ম। শ্রুতিতে উৎক্রান্তি, গতি ও আগতি কথিত আছে, সে হেতুতে ইহা পরিচ্ছিন্ন (পরিমিত পদার্থ)। [নন্বু...দোষঃ] "প্রাণ মশক অপেক্ষাও ক্ষুদ্রজন্তুর সমান, মশকের সমান, সর্পের সমান, এই তিন লোকের সমান, অধিক কি—সমস্ত জগতের সমান।" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রদেশে যে প্রাণের ব্যাপিত্ব কথন আছে, তাহার কারণ বলিতেছি। প্রাণের ঐ ব্যাপিত্ব কথন আধিদৈবিক অভিপ্রায়ে, আর অব্যাপিত্ব-কথন আধ্যাত্মিক অভিপ্রায়ে। আধিদৈবিক প্রাণ সমষ্টিরূপ, ইহাঁরই অন্য নাম হিরণ্যগর্ভ। আর আধ্যাত্মিক প্রাণ ব্যষ্টিরূপ, তাহার অন্য নাম প্রাণ। ঐ বিভুত্ব কথন আধিদৈবিকের, আধ্যাত্মিকের নহে। প্লুষির অর্থাৎ মশকাপেক্ষা ক্ষুদ্র জন্তুর সমান, এই উক্তিতে প্রতিজীববর্ত্তী প্রাণের পরিচ্ছেদ বলা হইয়াছে। সুতরাং ঐ উক্তি নির্দ্দোষ॥ ২। ৪। ১৩॥

প্রস্তাবিত প্রাণসকল কি আপন আপন মহিমায় (স্বাধীন ক্ষমতায়) আপন

* প্রাণাঃ স্বমহিম্নৈব স্বস্মৈ স্বস্মৈ কার্য্যায় প্রভবন্তীতি পক্ষব্যাবর্ত্তনার্থস্তুশব্দঃ। ন শক্তিযোগাৎ স্বমহিম্নৈব প্রবর্ত্তন্তে, প্রাণাঃ জ্যোতিরাদিভিরগ্ন্যাদ্যভিমানিনীভির্দেবতাভিরধিষ্ঠিতা এব স্বকার্য্যে প্রবর্ত্তন্তে। হেতুমাহ তদিতি। তথাবিধার্থকশ্রুতিবাক্যাদিত্যর্থঃ।

কার্য্যায় প্রভবন্তি, আহোস্বিদ্দেবতাধিষ্ঠিতাঃ প্রভবন্তীতি বিচার্য্যতে। তত্র প্রাপ্তং তাবদ্ যথাস্বংকার্য্যশক্তিযোগাৎ স্বমহিম্নৈব প্রাণাঃ প্রবর্ত্তেরন্নিতি। অপি চ, দেবতাধিষ্ঠিতানাং প্রাণানাং প্রবৃত্তাবভ্যুপগম্যমানায়াং তাসামেবাধিষ্ঠাত্রীণাং দেবতানাং ভোক্তৃত্বপ্রসঙ্গাৎ শারীরস্য ভোক্তৃত্বং প্রলীয়েত। অতঃ স্বমহিম্নৈবৈষাং প্রবৃত্তিরিতি। এবং প্রাপ্ত ইদমুচ্যতে—জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানন্ত্বিতি।

তু-শব্দেন পূর্ব্বপক্ষো ব্যাবর্ত্ত্যতে। জ্যোতিরাদিভিরগ্ন্যাদ্যভিমানিনীভির্দ্দেবতাভিরধিষ্ঠিতং বাগাদিকরণজাতং স্বকার্য্যেষু প্রবর্ত্তত ইতি প্রতিজানীতে। হেতুঞ্চ ব্যাচষ্টে তদামননাদিতি। তথা হ্যামনন্তি—"অগ্নির্ব্বাগ্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ" ইত্যাদি।

ধিষ্ঠানন্তু তস্য বলবৎপ্রমাণান্তরবশাৎ। স্যাদেতৎ। বাষ্বাদীনাং তক্ষাদ্যধিষ্ঠিতানামচেতনানাং কার্য্যকারিত্বদর্শনাদচেতনত্বেনেন্দ্রিয়াণামপ্যধিষ্ঠাতৃদেবতাকল্পনেতি চেৎ, ন, জীবস্যৈবাধিষ্ঠাতুশ্চেতনস্য বিদ্যমানত্বাৎ। ন চ "অগ্নির্ব্বাগ্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যো দেবতানামপ্যধিষ্ঠাতৃত্বমভ্যুপগন্তুং যুক্তম্। অনেকাধিষ্ঠানাভ্যুপগমে হি তেষামেকাভিপ্রায়নিয়মনিমিত্তাভাবান্ন কিঞ্চিৎ কার্য্যমুৎপদ্যেত, বিরোধাৎ। অপি চ, য ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাতা, স এব ভোক্তেতি দেবতানাং ভোক্তৃত্বেন স্বামিত্বং শরীরে—ইতি ন জীবঃ স্বামী স্যাদ্ ভোক্তা চ।

আপন কার্য্য করেন? অথবা দেবতার অধিষ্ঠান থাকায় তাঁহাদেরই শক্তিতে কার্য্য করেন? এক্ষণে ইহাই বিচারিত হইবেক। বিচারের প্রথম কোটিতে অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, কার্য্যশক্তির যোগ থাকায় প্রাণেরা নিজ নিজ মহিমায়ই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।* দেবতাধিষ্ঠিত প্রাণগণের কার্য্যপ্রবৃত্তি, অর্থাৎ তাহারা দেবতাবিশেষের অনুগ্রহে, স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, ইহা স্বীকার কবিতে গেলে সেই সেই দেবতারই ভোক্তৃত্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনা হয়, সুতরাং জীবের ভোক্তৃত্ব লোপ প্রাপ্ত হয়। তৎপরিহারার্থ প্রাণগণের স্বাধীন প্রবৃত্তি স্বীকার করাই উচিত। এইরূপ পক্ষ প্রাপ্ত হওয়ায় 'জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানং' সূত্র বলা হইল।

[তু-শব্দেন...দৃশ্যতে] তু-শব্দ প্রদর্শিত পূর্ব্বপক্ষের নিরাসক। সিদ্ধান্ত পক্ষ এই যে, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়াই বাগাদি ইন্দ্রিয় আপন আপন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। তৎপ্রতি হেতু শ্রুতির কথন অর্থাৎ শ্রুতি তাহাই বলিয়াছেন। যথা—"অগ্নি বাক্য হইয়া মুখে প্রবেশ করিয়াছেন ইত্যাদি।" অগ্নির এই বাক্যভাব ও মুখপ্রবেশ দেবতাত্মার অধিষ্ঠানই (আধিদৈবিক অগ্নির

---

* প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ আপন মহিমায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। অগ্ন্যাদি দেবতার অধিষ্ঠান থাকায় তাহাদেরই প্রেরণায় স্বকার্য্য করিতে সমর্থ হয়।

অগ্নেশ্চায়ং বাগ্ভাবো মুখপ্রবেশশ্চ দেবতাত্মনাধিষ্ঠাতৃত্বমঙ্গীকৃত্যোচ্যতে। ন হি দেবতাসম্বন্ধং প্রত্যাখ্যায়াগ্নের্ব্বাচি মুখে বা কশ্চিদ্বিশেষঃ সম্বন্ধো দৃশ্যতে। তথা "বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ" ইত্যেবমাদ্যপি যোজয়িতব্যম্। তথান্যত্রাপি "বাগেব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ, সোঽগ্নিনা জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ" ইত্যেবমাদিনা বাগাদীনামগ্ন্যাদিজ্যোতিষ্ট্ববচনেনৈতমেবার্থং দ্রঢ়য়তি। "স বৈ বাচমেব প্রথমামত্যবহৎ, সা যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত, সোঽগ্নিরভবৎ" ইতি চ—এবমাদিনা বাগাদীনামগ্ন্যাদিভাবাপত্তিবচনেনৈতমেবার্থং দ্যোতয়তি। সর্ব্বত্র চাধ্যাত্মাধিদৈবতবিভাগেন বাগাদ্যগ্ন্যাদ্যনুক্রমণমনয়ৈব প্রত্যাসত্ত্যা ভবতি।

স্মৃতাবপি—

"বাগধ্যাত্মমিতি প্রাহুর্ব্রাহ্মণাস্তত্ত্বদর্শিনঃ।
বক্তব্যমধিভূতন্তু বহ্নিস্তত্রাধিদৈবতম্॥"

তস্মাদগ্ন্যাদ্যুপচারো বাগাদিষু প্রকাশকত্বাদিনা কেনচিন্নিমিত্তেন গময়িতব্যঃ, ন তু স্বরূপেণাগ্ন্যাদিদেবতানাং মুখাদ্যনুপ্রবেশ ইতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে। নানাবিধাসু তাবচ্ছ্রুতিষু স্মৃতিষু চ তত্র তত্র বাগাদিষ্বগ্ন্যাদিদেবতাধিষ্ঠানমবগম্যতে। ন চ তদসত্যামনুপপত্তৌ ক্লেশেন ব্যাখ্যাতুমুচিতম্। ন চ স্বরূপোপযোগভেদজ্ঞানবিরহিণো জীবস্যেন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃত্বসম্ভবঃ। সম্ভবতি তু দেবতানামিন্দ্রিয়াম্নার্ষেণ জ্ঞানেন সাক্ষাৎকৃতবতীনাং তৎস্বরূপভেদ-তদুপযোগভেদবিজ্ঞানম্। তস্মাৎ তাস্তা এব দেবতাস্তত্তৎকরণাধিষ্ঠাত্র্য ইতি যুক্তং, ন তু জীবঃ। ভবতু বা জীবোঽপ্যধিষ্ঠাতা, তথাপ্যদোষঃ। অনেকেষামধিষ্ঠাতৄণামেকঃ পরমে-

---

অনুগ্রহই) রূপকে কথিত। দেবতার অধিষ্ঠান অর্থাৎ সম্বন্ধ-বিশেষ ব্যতীত বাক্যে অথবা মুখে প্রসিদ্ধ অগ্নির অন্য কোনরূপ বিশেষ সম্পর্ক দেখা যায় না। [তথা… দ্রঢ়য়তি] "বায়ু প্রাণ হইয়া নাসিকায় প্রবেশ করিয়াছেন" এ সকল শ্রুতিও ঐরূপে যোজনা (ব্যাখ্যা) করিবে। অন্যান্য স্থানেও শ্রুতি "বাক্ ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ, বাক্ জ্যোতীরূপ অগ্নির দ্বারা প্রকাশ পায় ও তাপ দেয় (স্বকার্য্যে ক্ষমবান্ হয়)" ইত্যাদিবিধ বাক্যে ঐ অর্থকেই অবিচাল্য করিয়াছেন। [স বৈ…ভবতি] "তিনি প্রধান (সামগান বিষয়ে শ্রেষ্ঠ উপকরণ) বাক্যকে মিথ্যাদি পাপরূপ মৃত্যু হইতে মুক্ত করিয়া অগ্নিদেবতাত্ব প্রাপ্ত করাইলেন, তাহাতেই অগ্নি দেবতা হইল।" ইত্যাদি বাক্যেও বাক্যাদির অগ্ন্যাদিভাব অভিহিত হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত অর্থই প্রকাশ পাইতেছে। অধিক কি, সর্ব্বত্র আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক বিভাগে বাক্যাদির অগ্ন্যাদিভাবের অনুক্রমই (উল্লেখ) সঙ্গত। [স্মৃতা…দর্শিতম্] স্মৃতিতেও "তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণ বলেন, বাক্ (ইন্দ্রিয়)

ইত্যাদিনা বাগাদীনামগ্ন্যাদিদেবতাধিষ্ঠিতত্বং সপ্রপঞ্চং প্রদর্শিতম্। যত্তুক্তং স্বকার্য্যশক্তিযোগাৎ স্বমহিম্নৈব প্রাণাঃ প্রবর্ত্তেরন্নিতি, তদযুক্তম্। শক্তানামপি শকটাদীনামনডুহাদ্যধিষ্ঠিতানাং প্রবৃত্তিদর্শনাৎ। উভয়থোপপত্তৌ চাগমাদ্দেবতাধিষ্ঠিতত্বমেব নিশ্চীয়তে ॥ ২ । ৪ । ১৪ ॥

যদপ্যুক্তং দেবতানামেবাধিষ্ঠাত্রীণাং ভোক্তৃত্বপ্রসঙ্গো ন শারীরস্য জীবস্যেতি, তৎ পরিহ্রিয়তে—

প্রাণবতা শব্দাৎ ॥ ২ । ৪ । ১৫ ॥*

সতীষ্বপি প্রাণানামধিষ্ঠাত্রীষু দেবতাসু প্রাণবতা কার্য্য-

শ্বরোঽস্তি নিয়ন্তান্তর্যামী, তদ্বশাদ্বিপ্রতিপিৎসবোঽপি ন বিপ্রতিপত্তুমর্হন্তি। তথা চৈকবাক্যতয়া ন তৎকার্য্যোৎপত্তিপ্রত্যূহঃ। ন চৈতাবতা দেবতানামত্র শরীরে ভোক্তৃত্বম্। ন হি যন্তা রথমধিতিষ্ঠন্নপি তৎসাধ্যবিজয়াদের্ভোক্তা, অপি তু স্বাম্যেব। এবং দেবতা অধিষ্ঠাত্র্যোঽপি ন ভোক্ত্র্যঃ, তাসাং তাবন্মাত্রস্য শ্রুতত্বাৎ। ভোক্তা তু জীব এব। ন চ নরাদিশরীরোচিতং দুঃখবহুলমুপভোগং সুখময্যো দেবতা অর্হন্তি। তস্মাৎ প্রাণানামধিষ্ঠাত্র্যো দেবতা ইতি সিদ্ধম্। শেষমতিরোহিতার্থম্ ॥ ২ । ৪ । ১৪ ॥

[রত্নপ্রভা। শারীরস্যৈবেতি। ভোক্তৃত্বেতি শেষঃ। সম্বন্ধো ভোক্তৃভোগ্য-

---

আধ্যাত্মিক, বক্তব্য সকল আধিভৌতিক, বহ্নি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।" ইত্যাদি ক্রমে বাক্যাদিতে অগ্ন্যাদি দেবতার অধিষ্ঠান দর্শিত হইয়াছে। [যত্তুক্তং... নিশ্চীয়তে] বলিয়াছিলে যে, স্বকার্য্যশক্তি থাকায় প্রাণসকল আপন আপন মহিমায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, কার্য্য করে, সে কথা অযুক্ত। কেন-না, স্বকার্য্যে সক্ষম শকট প্রভৃতিকেও বৃষাদিকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত (পরিচালিত) হইয়া কার্য্য করিতে দেখা যায়। যদিও স্বকার্য্যশক্তি থাকায় স্বীয় মহিমায় অথবা দেবতাধিষ্ঠিত হইয়া, এই দুই প্রকারে সঙ্গতি করিতে পার, তথাপি, শাস্ত্রানুসারে দেবতাধিষ্ঠান পক্ষই নিশ্চেয় ॥ ২ । ৪ । ১৪ ॥

[যদপ্যুক্তং...পরিহ্রিয়তে] আর এক কথা বলিয়াছিলে যে, অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা স্বীকার করিতে গেলে সেই সেই দেবতারই ভোক্তৃত্ব মানিতে হয়, জগতে জীবের আর ভোক্তৃত্ব থাকে না, সে কথার প্রত্যুত্তর দেওয়া যাইতেছে।

---

* শব্দাৎ শাস্ত্রাৎ প্রাণবতা জীবেন প্রাণানাং সম্বন্ধোঽবগম্যতে। ততশ্চ জীবস্যৈব ভোক্তৃত্বমিতি।

অধিষ্ঠাত্রী দেবতা থাকিলেও জীবের সহিতই প্রাণগণের সম্বন্ধ, ইহা শাস্ত্র-প্রমাণে পাওয়া যায়, সুতরাং জীবেরই ভোক্তৃত্ব, দেবতার নহে।

করণসঙ্ঘাতস্বামিনা শারীরেণৈবৈষাং প্রাণানাং সম্বন্ধঃ শ্রুতেরবগম্যতে। তথা হি শ্রুতিঃ—"অথ যত্রৈতদাকাশমনুবিষণ্ণং চক্ষুঃ, স চাক্ষুষঃ পুরুষঃ, দর্শনায় চক্ষুঃ", "অথ যো বেদেদং জিঘ্রাণীতি, স আত্মা, গন্ধায় ঘ্রাণম্" ইত্যেবঞ্জাতীয়কা শারীরেণৈব প্রাণানাং সম্বন্ধং শ্রাবয়তি। অপি চ, অনেকত্বাৎ প্রতিকরণমধিষ্ঠাত্রীণাং দেবতানাং ন ভোক্তৃত্বমস্মিন্ শরীরেঽবকল্পতে। একো হ্যয়মস্মিন্ শরীরে শারীরো ভোক্তা প্রতিসন্ধানাদিসম্ভবাদবগম্যতে ॥ ২ । ৪ । ১৫ ॥

তস্য চ নিত্যত্বাৎ ॥ ২ । ৪ । ১৬ ॥*

তস্য চ শারীরস্যাস্মিন্ শরীরে ভোক্তৃত্বেন নিত্যত্বং, পুণ্য-

ভাবঃ। অথ দেহে প্রাণপ্রবেশানন্তরং, যত্র গোলকে, এতচ্ছিদ্রমনুপ্রবিষ্টং চক্ষুরিন্দ্রিয়ং, তত্র চক্ষুষ্যভিমানী স আত্মা চাক্ষুষঃ। তস্য রূপদর্শনায় চক্ষুঃ। যদ্যপ্যাত্মা করণান্যপেক্ষতে, তথাপি জ্ঞেয়জ্ঞানতদাশ্রয়াহঙ্কারং যো বেদ, স আত্মা চিদ্রূপ এব। করণানি তু গন্ধাদিপ্রবৃত্তয়েঽপেক্ষ্যন্তে, ন চৈতন্যায়েতি শ্রুত্যর্থঃ। কিঞ্চ, যোঽহং রূপমদ্রাক্ষং, স এবাহং শৃণোমীতি প্রতিসন্ধানাদেকঃ শারীর এব ভোক্তা, ন বহবো দেবা ইত্যাহ অপি চেতি ॥ ইতি রত্নপ্রভা ॥ ২ । ৪ ॥ ১৫ ॥]

[রত্নপ্রভা। কদাচিদ্দেবানামন্নভোক্তৃত্বং কদাচিজ্জীবস্যেত্যনিয়মোঽস্ত্বিত্যাশঙ্ক্য

প্রাণাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা থাকিলেও শ্রুতির দ্বারা প্রাণবানের অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতস্বামী জীবের সহিতই পূর্ব্বোক্ত প্রাণ-সমূহের সম্বন্ধ থাকা পাওয়া যায়। "দেহে প্রাণ প্রবেশের পর, যেখানে (যে গোলকে) সেই আকাশ অর্থাৎ ছিদ্র, তদাধারে অনুপ্রবিষ্ট চক্ষু (ইন্দ্রিয়), তাহাতে সেই চাক্ষুষ পুরুষ অর্থাৎ চক্ষু-অভিমানী আত্মা, তাহারই রূপজ্ঞানার্থ ঐই চক্ষু।" "যে জানে, আমি ঘ্রাণ লইতেছি, সে-ই আত্মা, তাহারই গন্ধজ্ঞানের নিমিত্ত ঘ্রাণ (ইন্দ্রিয়)।" এইরূপ এইরূপ শ্রুতি জীবের সহিতই প্রাণগণের সম্বন্ধ শুনাইয়াছেন। অন্য কথা এই যে, ইন্দ্রিয় অনেক, সে সকলের প্রত্যেকের এক একটী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছে, সুতরাং তাঁহারাও অনেক। এই একই শরীরে অনেকের ভোগ অসম্ভব, কিন্তু জীব এই শরীরের একমাত্র স্বামী, তাহারই প্রতিসন্ধানাদি হয়, সেইজন্য তাহারই ভোক্তৃত্ব সিদ্ধ হয় ॥ ২ । ৪ । ১৫ ॥

এই শরীর জীবের স্বোপার্জ্জিত, সেই কারণে ইহাতে জীবের ভোক্তৃত্ব

* জীবস্যৈব স্বকর্ম্মার্জ্জিতেঽস্মিন্ দেহে ভোক্তৃত্বনিয়মাৎ, অথবা জীবেন সহ প্রাণানাং সম্বন্ধস্য নিত্যত্বনৈয়ত্যদর্শনাজ্জীবস্যৈব ভোক্তৃত্বং নাধিষ্ঠাত্রীণাং দেবতানামিতি সূত্রার্থঃ।

এই দেহ জীবের স্বোপার্জ্জিত, সে জন্য ইহাতে জীবেরই ভোক্তৃত্ব নিয়মিত, কিংবা উৎক্রান্ত্যাদি কালে দেখা যায়, জীবের সহিতই প্রাণের নিত্য অর্থাৎ অনুচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, সে কারণ জীবই ইহাতে ভোক্তা, অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা সম্বন্ধাভাব বশতঃ ভোক্ত্রী নহে।

পাপোপলেপসম্ভবাৎ সুখদুঃখোপভোগসম্ভবাচ্চ, ন দেবতানাম্। তা হি পরস্মিন্নৈশ্বর্য্যে পদেঽবতিষ্ঠমানা ন হীনেঽস্মিন্ শরীরে ভোক্তৃত্বং প্রতিলব্ধুমর্হন্তি। শ্রুতিশ্চ ভবতি—"পুণ্যমেবামুং গচ্ছতি, ন হ বৈ দেবান্ পাপং গচ্ছতি" ইতি শারীরেণৈব চ নিত্যঃ প্রাণানাং সম্বন্ধঃ, উৎক্রান্ত্যাদিষু তদনুবৃত্তিদর্শনাৎ। "তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি, প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। তস্মাৎ সতীষ্বপি করণানাং নিয়ন্ত্রীষু দেবতাসু ন শারীরস্য ভোক্তৃত্বমপগচ্ছতি, করণপক্ষস্যৈব হি দেবতা, ন ভোক্তৃত্বপক্ষস্যেতি ॥ ২। ৪। ১৬ ॥

স্বকর্ম্মার্জ্জিতে দেহে জীবস্য ভোক্তৃত্বনিয়মান্নৈবমিত্যাহ সূত্রকারঃ—"তস্য চ" ইতি। উৎক্রমণাদিষু জীবস্য প্রাণাব্যভিচারাত্তস্যৈব প্রাণস্বামিত্বং, দেবতানাস্তু পরস্বামিক-রথসারথিবদধিষ্ঠাতৃত্বমাত্রমিতি। ব্যাখ্যান্তরমাহ—"শারীরেণৈব চ নিত্যঃ" ইতি। যথা প্রদীপাদিঃ করণোপকারকতয়া করণপক্ষস্যান্তর্গতস্তথা দেবাঃ করণোপকরণ এব ন ভোক্তার ইত্যর্থঃ। জীবস্যাদৃষ্টদ্বারা করণাধিষ্ঠাতৃত্বাদ্রথস্বামিবদ্ভোক্তৃত্বং, দেবানাস্তু করণোপকারাভিজ্ঞতয়া সারথিবদধিষ্ঠাতৃত্বমিতি ন জীবেনান্যথাসিদ্ধিঃ। দেবানামধিষ্ঠাতৃত্বেনাস্মিন্ দেহে ভোক্তৃত্বানুমানন্তু "ন হ বৈ দেবান্ পাপং গচ্ছতি" ইত্যুক্তশ্রুতিবাধিতম্। তস্মাচ্চক্ষুষা হি রূপাণি পশ্যতীতি শ্রুতেঃ সাধনত্বমাত্রবোধিত্বাদগ্নির্ব্বাগ্ ভূত্বেত্যাদ্যধিষ্ঠাতৃদেবতাপেক্ষাবোধকশ্রুতিভির্বিরোধ ইতি সিদ্ধম্। ইতি রত্নপ্রভা ॥ ২। ৪। ১৬ ॥]

নিত্য অর্থাৎ নিয়মিত। তৎপ্রতি হেতু, পুণ্য-পাপ-স্পর্শ ও সুখদুঃখ-ভোগ জীবেরই সম্ভবে, দেবতাদের নহে। দেবতারা পরমৈশ্বর্য্য পদে অবস্থান করেন, তাঁহারা এই নীচতম ঘৃণ্য শরীরে ভোগ করিবার অযোগ্য। এ বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণও আছে। যথা—"পুণ্যই ইহাঁকে স্পর্শ করে, পাপ দেবতাদিকে স্পর্শ করে না।" জীবের সহিতই প্রাণের নিত্য অর্থাৎ অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, দেবতার সহিত নহে। কেন-না, প্রত্যক্ষ প্রাণকে উৎক্রান্ত্যাদিতে (মরণাদি সময়ে) জীবানুগমন করিতে দেখা যায়। এ কথা "জীব উৎক্রমণে উদ্যত হইলে প্রাণ তাঁহার পশ্চাদ্গামী হয়, প্রাণ উৎক্রমণে প্রবৃত্ত হইলে তৎসঙ্গে অন্যান্য প্রাণ (ইন্দ্রিয়গণ)ও উৎক্রমণ করে।" ইত্যাদি শ্রুতিতে উক্ত আছে। এই সকল কারণে ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্ত্রী দেবতা থাকিলেও জীবের ভোক্তৃত্ব বিলোপ হয় না। নিয়ন্ত্রী দেবতারা ইন্দ্রিয়গণেরই পক্ষভুক্ত, ভোক্তৃত্বের পক্ষভুক্ত নহে। (অভিপ্রায় এই যে, যেমন প্রদীপ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের উপকারক বলিয়া চক্ষুর সহায়ক, তেমনি, দেবতারাও ইন্দ্রিয়ের উপকারক বলিয়া ইন্দ্রিয়ের সহায় মাত্র, ভোক্তা নহে) ॥ ২। ৪। ১৬ ॥

ত ইন্দ্রিয়াণি তদ্ব্যপদেশাদন্যত্র শ্রেষ্ঠাৎ ॥ ২ । ৪ । ১৭ ॥*

মুখ্যশ্চৈকঃ, ইতরে চৈকাদশ প্রাণা অনুক্রান্তাঃ। তত্রেদমপরং সন্দিহ্যতে—কিং মুখ্যস্যৈব প্রাণস্য বৃত্তিভেদা ইতরে প্রাণাঃ? আহোস্বিৎ তত্ত্বান্তরাণীতি। কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্? মুখ্যস্যৈবেতরে বৃত্তিভেদা ইতি। কুতঃ? শ্রুতেঃ। তথা হি শ্রুতির্মুখ্যমিতরাংশ্চ প্রাণান্ সন্নিধাপ্য মুখ্যাত্মতামিতরেষাং খ্যাপয়তি "হন্তাস্যৈব সর্ব্বে রূপমসামেতি, তত্র তস্যৈব সর্ব্বে রূপমভবন্" ইতি। প্রাণৈকশব্দত্বাচ্চৈকত্বাধ্যবসায়ঃ, ইতরথা হ্যন্যায্যমনেকার্থত্বং প্রাণশব্দস্য প্রসজ্যেত, একত্র বা মুখ্যত্বমিতরত্র বা লাক্ষণিকত্বমাপদ্যেত। তস্মাদ্ যথৈকস্যৈব প্রাণস্য প্রাণাদ্যাঃ পঞ্চ বৃত্তয়ঃ, এবং বাগাদ্যা অপ্যেকাদশেত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—

মাভূৎ প্রাণো বৃত্তিরিন্দ্রিয়াণাম্, ইন্দ্রিয়াণ্যেবাস্য জ্যেষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠস্য চ প্রাণস্য বৃত্তয়ো-ভবিষ্যন্তি, তদ্ভাবাভাবানুবিধায়িভাবাভাবত্বমিন্দ্রিয়াণাং শ্রুত্যনুভব-সিদ্ধম্। তথা চ প্রাণশব্দস্যৈকস্যান্যায্যমনেকার্থত্বং ন ভবিষ্যতি। বৃত্তীনাং বৃত্তিমতস্তত্ত্বান্তরাভাবাৎ। তত্ত্বান্তরত্বে হিন্দ্রিয়াণাং প্রাণশব্দস্যানেকার্থত্বং প্রসজ্যেত, ইন্দ্রিয়েষু লাক্ষণিকত্বং বা। ন চ মুখ্যসম্ভবে লক্ষণা যুক্তা, জঘন্যত্বাৎ। ন চ ভেদেন ব্যপদেশো ভেদ-

প্রধান প্রাণ এক, অবশিষ্ট অপ্রধান একাদশ প্রাণ বর্ণিত হইল। এ সম্বন্ধে অন্য এক সন্দেহ এই যে, অন্যান্য প্রাণ কি মুখ্য প্রাণের বিভিন্ন বৃত্তি (অবস্থা বিশেষ)? কিংবা সেগুলি পৃথক্ বস্তু? সন্দেহ হইলেই পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হয়। তাহাতে পাওয়া যায়, অন্যান্য প্রাণ মুখ্য প্রাণেরই বৃত্তিভেদ, সে জন্য তাহারা পৃথক্ পদার্থ নহে। এ বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণও আছে। শ্রুতি মুখ্য ও ইতর প্রাণের উল্লেখ করিয়া ইতর প্রাণের মুখ্যাত্মতা খ্যাপন করিয়াছেন। যথা—"আমরা সকলে ইহাঁরই রূপ প্রাপ্ত হইব। তাহাতে তাহারা সকলে তাঁহারই রূপ প্রাপ্ত হইল।" প্রাণ এই শব্দৈকত্ব ও প্রাণৈকত্ব নিশ্চয়ের কারণ। (বিভিন্ন শব্দ বিভিন্ন অর্থের বাচক, এক শব্দ একই অর্থের বাচক। 'প্রাণ' শব্দ এক, সে জন্য তদ্বোধ্য বস্তুও এক। যেহেতু বস্তু এক, সেই হেতু একাদশ প্রাণের পদার্থান্তরতা রহিত হইয়া মুখ্য প্রাণেরই অবস্থাভেদ প্রতীতি হয়।) ইহা না মানিলে এক প্রাণ-শব্দের অনেকার্থতা মানিতে হয়, অথবা একবার মুখ্যার্থ অন্যবার গৌণার্থ স্বীকার করিতে হয়। উভয়ই দোষাবহ ও অন্যায্য। [তস্মাদ্...ভেদাৎ] প্রদর্শিত হেতুতে (যুক্তিতে) পাওয়া

* শ্রেষ্ঠাৎ অন্যত্র—মুখ্যং প্রাণং বর্জয়িত্বা অন্যে একাদশ প্রাণা ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়াণ্যেব, ন তু তে মুখ্যপ্রাণবৃত্তিভেদা ইত্যর্থঃ। হেতুমাহ—তদিতি। ইন্দ্রিয়শব্দেনোক্তত্বাদিত্যর্থঃ।

মুখ্য প্রাণ ব্যতীত অন্য একাদশ প্রাণ ইন্দ্রিয়পদবাচ্য। অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয়ই একাদশ

তত্ত্বান্তরাণ্যেব প্রাণাদ্বাগাদীনীতি। কুতঃ ? ব্যপদেশভেদাৎ। কোঽয়ং ব্যপদেশভেদঃ। তে প্রকৃতাঃ প্রাণাঃ শ্রেষ্ঠং বর্জ্জয়িত্বাঽবশিষ্টা একাদশেন্দ্রিয়াণীত্যুচ্যন্তে। শ্রুতাবেবং ব্যপদেশভেদদর্শনাৎ "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" ইত্যেবঞ্জাতীয়কেষু শ্রুতিপ্রদেশেষু পৃথক্ প্রাণো ব্যপদিশ্যতে, পৃথক্ চেন্দ্রিয়াণি।

নন্বু মনসোঽপ্যেবং সতি বর্জ্জনমিন্দ্রিয়ত্বেন প্রাণবৎ স্যাৎ,

সাধনং, "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ" ইত্যাদির্মনসোঽপীন্দ্রিয়েভ্যোঽস্তি ভেদেন ব্যপদেশ ইত্যনিন্দ্রিয়ত্বপ্রসঙ্গঃ। স্মৃতিবশাত্তু তস্যেন্দ্রিয়ত্বে ইন্দ্রিয়াণামপি প্রাণাদ্ভেদেন ব্যপদিষ্টানামপ্যস্তি প্রাণস্বভাবত্বে "হন্তাস্যৈব রূপমসাম" ইতি শ্রুতিঃ। তস্মাদুপপত্তেঃ শ্রুতেশ্চ প্রাণস্যৈব বৃত্তয় একাদশেন্দ্রিয়াণি, ন তত্ত্বান্তরাণীতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে

মুখ্যাৎ প্রাণাত্তত্ত্বান্তরাণীন্দ্রিয়ানি, তত্র তত্র ভেদেন ব্যপদেশাৎ। মৃত্যুপ্রাপ্তাপ্রাপ্তত্বলক্ষণবিরুদ্ধধর্ম্মসংসর্গশ্রুতেঃ। অর্থক্রিয়াভেদাচ্চ। দেহধারণং হি প্রাণস্য ক্রিয়া, অর্থালোচন-মননে চেন্দ্রিয়াণাম্। ন চ তদ্ভাবাভাবানুবিধানং তদ্বৃত্তিতামাবহতি, দেহেন ব্যভিচারাৎ। প্রাণাদয়ো হি দেহান্বয়ব্যতিরেকানুবিধায়িন ন চ দেহাত্মানঃ। যাঽপি চ প্রাণরূপতামিন্দ্রিয়াণামভিদধাতি শ্রুতিস্তত্রাপি পৌর্ব্বাপর্য্যালোচনায়াং ভেদ এব প্রতীয়ত ইত্যুক্তং ভাষ্যকৃতা। তস্মাদ্বহুশ্রুতিবিরোধাৎ পূর্ব্বাপরবিরোধাচ্চ প্রাণরূপতাভিধানমিন্দ্রিয়াণাং প্রাণায়ত্ততয়া ভাক্তং গময়িতব্যম্।

মনসস্ত্বিন্দ্রিয়ত্বে স্মৃতেরবগতে কচিদিন্দ্রিয়েভ্যো ভেদেনোপাদানং গোবলিবর্দ্দ-

---

যায়, যেমন এক মুখ্য প্রাণের বিভিন্ন অবস্থা প্রাণ, অপান ইত্যাদ,—তেমনি বাক্ প্রভৃতি একাদশ প্রাণও একই মুখ্য প্রাণের বৃত্তিভেদ মাত্র।

এতৎ প্রাপ্তে বলা হইল যে, বাক্যাদি একাদশ ইন্দ্রিয় মুখ্য প্রাণ হইতে তত্ত্বান্তর অর্থাৎ পৃথক্ পদার্থ। কারণ এই যে, ব্যপদেশের ভেদ অর্থাৎ ভিন্নতা আছে। [কোঽয়ং...চেন্দ্রিয়াণি] কিরূপ ব্যপদেশভেদ অর্থাৎ নামভেদ ? নাম ভেদ এই যে, মুখ্য প্রাণ ব্যতীত অবশিষ্ট এগারটী ইন্দ্রিয় নামে কথিত। এই নামভেদ শ্রুতিতেই দেখা যায় অর্থাৎ শ্রুতিতেই আছে। "তাঁহা হইতে প্রাণ, মন, সমুদায় ইন্দ্রিয়—" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রদেশে প্রাণ পৃথক্রূপে ও ইন্দ্রিয় পৃথক্ রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

[নন্বু...সন্তি] 'মনঃ' ও 'ইন্দ্রিয়' এইরূপ ব্যপদেশ (নাম) অনুসারে মুখ্য প্রাণের ন্যায় মনেরও বর্জ্জন হইতে পারে সত্য ; (মনঃ ও ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ তত্ত্ব হইতে

প্রাণ, তাহারা মুখ্য প্রাণ হইতে পৃথক্ পদার্থ। হেতু এই যে, শ্রুতিতে তাহারা ইন্দ্রিয়শব্দে কথিত। (ভাষ্য ব্যাখ্যা দেখ)।

"মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" ইতি পৃথক্‌ব্যপদেশভেদদর্শনাৎ। সত্যমেতৎ। স্মৃতৌ ত্বেকাদশেন্দ্রিয়াণীতি মনোঽপীন্দ্রিয়ত্বেন শ্রোত্রাদিবৎ সংগৃহ্যতে। প্রাণস্য ত্বিন্দ্রিয়ত্বং ন শ্রুতৌ স্মৃতৌ বা প্রসিদ্ধমস্তি। ব্যপদেশভেদশ্চায়ং তত্ত্বভেদপক্ষ উপপদ্যতে। তত্ত্বৈকত্বে তু স এবৈকঃ সন্ প্রাণ ইন্দ্রিয়ব্যপদেশং লভতে, ন লভতে চ ইতি বিপ্রতিষিদ্ধম্। তস্মাত্তত্ত্বান্তরভূতা মুখ্যাদিতরে॥ ২। ৪। ১৭॥

কুতশ্চ তত্ত্বান্তরভূতা মুখ্যাদিতরে ?

ন্যায়েন, অথবেন্দ্রিয়াণাং বর্ত্তমানমাত্রবিষয়ত্বান্মনসস্তু ত্রৈকাল্যগোচরত্বাত্তেদেনাভিধানম্। ন চ প্রাণে ব্যপদেশভেদবাহুল্যং তথা নেতুং যুক্তম্। প্রাণরূপতাশ্রুতেশ্চ গতির্দ্দর্শিতা। তথা জ্যেষ্ঠে প্রাণশব্দস্য মুখ্যত্বাদিন্দ্রিয়েষু ততস্তত্ত্বান্তরেষু লাক্ষণিকঃ প্রাণশব্দ ইতি যুক্তম্। ন চ মুখ্যত্বানুরোধেনাবগতভেদয়োরৈক্যং যুক্তম্। মা-ভূদ্গঙ্গাদীনাং তীরাদিভিরৈক্যমিতি। অন্যে তু ভেদশব্দাব্যাহারভিয়া ভেদশ্রুতে-শ্চেতি পৌনরুক্ত্যভিয়া চ তচ্ছব্দস্য চানন্তরোক্তপরামর্শকত্বাদন্যথা বর্ণয়াঞ্চক্রুঃ। কিমেকাদশৈব বাগাদয় ইন্দ্রিয়াণ্যাহো প্রাণোঽপীতি বিশয়ঃ। ইন্দ্রস্যাত্মনো লিঙ্গ-মিন্দ্রিয়ম্। তথা চ বাগাদিবৎ প্রাণস্যাপীন্দ্রলিঙ্গতাস্তি। ন চ রূপাদিবিষয়ালোচন-করণতেন্দ্রিয়তা। আলোকস্যাপীন্দ্রিয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাদ্ভৌতিকমিন্দ্রলিঙ্গমিন্দ্রিয়-মিতি বাগাদিবৎ প্রাণোঽপীন্দ্রিয়মিতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে। ইন্দ্রিয়াণি বাগাদীনি শ্রেষ্ঠাৎ প্রাণাদন্যত্র। কুতঃ ? তেনেন্দ্রিয়শব্দেন তেষামেব বাগাদীনাং ব্যপদেশাৎ। ন হি মুখ্যো প্রাণ ইন্দ্রিয়শব্দো দৃষ্টচরঃ। ইন্দ্রলিঙ্গতা তু ব্যুৎপত্তি-মাত্রনিমিত্তং—যথা গচ্ছতীতি গৌরিতি, প্রবৃত্তিনিমিত্তন্তু দেহাধিষ্ঠানত্বে সতি রূপাদ্যা-লোচনকরণত্বম্। ইদঞ্চাস্য দেহাধিষ্ঠানত্বং যদ্দেহানুগ্রহোপঘাতাভ্যাং তদনুগ্রহোপ-ঘাতৌ। তথা চ নালোকস্যেন্দ্রিয়ত্বপ্রসঙ্গঃ। তস্মাদ্রূঢ়ের্ব্বাগাদয় এবেন্দ্রিয়াণি ন প্রাণ ইতি সিদ্ধম্। ভাষ্যকারীয়ং ত্বধিকরণং ভেদশ্রুতেরিত্যাদিষু সূত্রেষু নেয়ম্॥ ২। ৪। ১৭—১৯॥

পারে সত্য,) কিন্তু একাদশ ইন্দ্রিয়ের গণনা থাকিলেও স্মৃতিতে ইন্দ্রিয়ত্ব পুরস্কারে মনকেও সংগ্রহ করা হইয়াছে (মন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়, এইরূপ স্মৃতি আছে)। পরন্তু কি শ্রুতি কি স্মৃতি কোথাও প্রাণের ইন্দ্রিয়ত্ব কথন নাই। [ব্যপদেশ...দিতরে] বাধক প্রমাণ না থাকিলে বস্তুভেদ পক্ষেই নাম-ভেদ উপপন্ন হয়, বস্তুর একত্ব অনুপপন্ন হয়। যদি প্রাণ ও ইন্দ্রিয় একই বস্তু হয়, তাহা হইলে একই প্রাণ একস্থানে ইন্দ্রিয় নাম প্রাপ্ত হয়, অন্যস্থানে তাহা হয় না, এ সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ হয়। এই সকল কারণে বলিতে হয়, মানিতে হয়, অন্য একাদশ প্রাণ মুখ্য প্রাণ হইতে পৃথক্ পদার্থ॥ ২। ৪। ১৭॥

এই হেতুও ইতর প্রাণ সকল মুখ্য প্রাণ হইতে পৃথক্—

ভেদশ্রুতেঃ ॥ ২ । ৪ । ১৮ ॥*

ভেদেন চ বাগাদিভ্যঃ প্রাণঃ সর্ব্বত্র শ্রূয়তে "তে হ বাচমূচুঃ" ইত্যুপক্রম্য বাগাদীনসুরপাপ্মবিধ্বস্তানুপন্যস্যোপসংহৃত্য বাগাদি-প্রকরণং "অথ হেমমাসন্যং প্রাণমূচুঃ" ইত্যসুরবিধ্বংসিনো মুখ্যস্য প্রাণস্য পৃথগুপক্রমাৎ। তথা "মনো বাচং প্রাণং তান্যাত্মনেঽকুরুত" ইত্যেবমাদ্যা অপি ভেদশ্রুতয় উদাহর্ত্তব্যাঃ। তস্মাদপি তত্ত্বান্তরভূতা মুখ্যাদিতরে ॥ ২ । ৪ । ১৮ ॥

কুতশ্চ তত্ত্বান্তরভূতা মুখ্যাদিতরে ?

[রত্নপ্রভা। ভেদশ্রুতেরিতি সূত্রেণ প্রকরণভেদো হেতুরুক্ত ইতি ন পৌনরুক্ত্যম্। তে দেবাঃ শাস্ত্রীয়েন্দ্রিয়মনোবৃত্তিরূপাঃ, অসুরাণাং পাপবৃত্তিরূপাণাং জয়ার্থমুদ্গীথকর্ম্মণি প্রথমং ব্যাপৃতাং বাচমূচুস্ত্বম উদ্গায়াসুরনাশার্থমিতি। তথাস্ত্বিত্যঙ্গীকৃত্যোদ্গায়ন্তীং বাচমনৃতাদিদোষেণ বিধ্বংসিতবন্তোঽসুরা ইত্যেবংক্রমেণ সর্ব্বেষ্বিন্দ্রিয়েষু পাপগ্রস্তেষু পশ্চাদথেতি প্রকরণং বিচ্ছিদ্য প্রসিদ্ধমাস্যে ভবমাসন্যং মুখ্যং প্রাণমূচুস্ত্বম উদ্গায়েতি, তেন প্রাণেনোদ্গাত্রা নির্ব্বিষয়তয়া সঙ্গদোষশূন্যেনাসুরা নষ্টা ইত্যসুরাণাং বিধ্বংসিনো মুখ্যপ্রাণস্যোক্তের্ভেদসিদ্ধিরিত্যাহ—তে হেতি। তানি ত্রীণ্যন্নান্যাত্মনে স্বার্থং প্রজাপতিঃ কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ইতি রত্নপ্রভা ॥ ২ । ৪ । ১৮ ॥]

যেহেতু ভেদ-শ্রুতি আছে—সর্ব্বত্রই বাক্যাদি-ইন্দ্রিয় হইতে প্রাণের ভেদ শ্রবণ আছে। শ্রুতি "তাহারা বাক্যকে বলিল" এইরূপে প্রস্তাবারম্ভ করিয়া পাপবৃত্তিরূপ অসুরদিগের জয়ার্থ বাক্যাদি ইন্দ্রিয়ের নিয়োগাদি বর্ণনা করিয়া, সে প্রকরণ সমাপ্ত করিয়া, পশ্চাৎ "অথ-অনন্তর তাহারা মুখভব মুখ্য প্রাণকে বলিল" এইরূপে অসুর নাশক মুখ্য প্রাণের পৃথক্ প্রকরণ আরম্ভ করিয়াছেন। "মন, বাক্য, প্রাণ, এ সকলকে আত্মার্থে সৃজন করিলেন" ইত্যাদি শ্রুতিও মুখ্য প্রাণের ভিন্নতাপক্ষে উদাহরণ॥ ২ । ৪ । ১৮ ॥

এবং এই হেতুতেও অন্যান্য প্রাণ মুখ্য প্রাণ হইতে পৃথক—

* প্রাণেভ্যো ভিন্না বাগাদয় ইতি শ্রবণাদিতি সূত্রাক্ষরার্থঃ। এতেন মুখ্যস্যেতরভিন্নত্বে প্রকরণভেদো হেতুরিত্যুক্তঃ।

শ্রুতি বাগাদি ইন্দ্রিয়কে প্রাণভিন্ন বলিয়াছেন, সে হেতুতেও মুখ্য প্রাণ ও ইতর প্রাণ পরস্পর ভিন্ন।

বৈলক্ষণ্যাচ্চ ॥ ২ । ৪ । ১৯ ॥*

বৈলক্ষণ্যঞ্চ ভবতি মুখ্যপ্রাণস্যেতরেষাঞ্চ—সুপ্তেষু বাগাদিষু মুখ্য একো জাগর্ত্তি, স এব চৈকো মৃত্যুনানাপ্তঃ, আপ্তাস্ত্বিতরে। তস্যৈব প্রাণস্যাবস্থিত্যুৎক্রান্তিভ্যাং দেহধারণ-পতনহেতুত্বং, নেন্দ্রিয়াণাম্। বিষয়ালোচনহেতুত্বঞ্চেন্দ্রিয়াণাং, ন প্রাণস্যেত্যে-বঞ্জাতীয়কো ভূয়ান্ লক্ষণভেদঃ প্রাণেন্দ্রিয়াণাম্। তস্মাদ-প্যেষাং তত্ত্বান্তরভাবসিদ্ধিঃ।

যদুক্তং "ত এতস্যৈব সর্ব্বে রূপমভবন্" ইতি শ্রুতেঃ প্রাণ এবেন্দ্রিয়াণীতি। তদযুক্তম্। তত্রাপি পৌর্ব্বাপর্য্যালোচনাদ্ভেদ-প্রতীতেঃ। তথা হি "বদিষ্যাম্যেবাহমিতি বাগ্ দধ্রে" ইতি বাগাদী-নীন্দ্রিয়াণ্যনুক্রম্য "তানি মৃত্যুঃ শ্রমো ভূত্বোপযেমে, তস্মাচ্ছ্রাম্য-ত্যেব বাক্" ইতি চ শ্রমরূপেণ মৃত্যুনা গ্রস্তত্বং বাগাদীনামভিধায়

- [রত্নপ্রভা। বিরুদ্ধধর্ম্মবত্ত্বাচ্চ ভেদ ইত্যাহ—বৈলক্ষণ্যঞ্চেতি। মৃত্যুরাসঙ্গদোষঃ। বাগদধ্রে ধৃতবতীত্যর্থঃ। বহুভির্ভেদলিঙ্গৈর্ব্বিরোধাদ্বাগাদীনাং প্রাণরূপভবনং প্রাণাধীনস্থিতিকত্বরূপং ব্যাখ্যেয়ম্। এতদেব প্রাণশব্দস্যেন্দ্রিয়েষু লক্ষণাবীজং

মুখ্য প্রাণের ও অন্যান্য প্রাণের লক্ষণভেদ আছে। বাগাদি ইন্দ্রিয় সুপ্ত হইলে (তাহাদের স্ব স্ব ব্যাপার উপরত হইলে) কেবল একমাত্র মুখ্য প্রাণই জাগ্রৎ থাকে—স্বব্যাপারে রত থাকে। একমাত্র মুখ্য প্রাণই মৃত্যুগ্রস্ত নহে। (মৃত্যু =আসঙ্গ দোষ) অন্যান্য প্রাণেরা মৃত্যুগ্রস্ত। মুখ্য প্রাণেরই অবস্থানে দেহের অবস্থান এবং তাহারই উৎক্রান্তিতে দেহের পতন, তাহা ইন্দ্রিয়গণের অবস্থানে ও অনবস্থানে নহে। ইন্দ্রিয়গণ রূপরসাদি বিষয়ের আলোচনা করে, প্রাণ তাহা করে না। প্রাণের ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে এইরূপ এইরূপ বহুতর বৈলক্ষণ্য (লক্ষণের ভেদ) আছে, সে হেতুতেও মুখ্য ও অমুখ্য প্রাণসমূহের ভেদসিদ্ধি হয়।

[যদুক্তং...তাদাত্ম্যম্] "তাহারা তাহারই রূপ হইল" এই শ্রুতি অনুসারে প্রাণই ইন্দ্রিয়, এই যে এক কথা বলিয়াছিলে, তাহাও অযুক্ত—যুক্তিশূন্য। কেন-না, সেখানেও পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে উক্ত উভয়ের ভেদ জানিতে পারিবে। ভেদপ্রতীতি হয় কি-না, তাহা দেখ—"আমিই বলিব, এই ভাবিয়া বাক্য ধারণ করিলেন।" শ্রুতি এইরূপে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের অনুক্রম করতঃ বলিলেন "মৃত্যু শ্রমরূপী হইয়া বাগিন্দ্রিয়কে গ্রহণ করিলেন, সেই কারণে বাগিন্দ্রিয় শ্রান্ত হয়।"

* বৈলক্ষণ্যাৎ বিরুদ্ধধর্ম্মবত্ত্বাৎ।

বৈলক্ষণ্য বা বিরুদ্ধধর্ম্ম অর্থাৎ লক্ষণভেদ থাকাতেও মুখ্য প্রাণের ও ইতর প্রাণের ভেদ নির্ণীত হয়।

"অথেমমেব নাপ্নোৎ, যোঽয়ং মধ্যমঃ প্রাণঃ" ইতি পৃথক্ প্রাণং মৃত্যুনানভিভূতমনুক্রামতি। "অয়ং বৈ নঃ শ্রেষ্ঠঃ" ইতি চ শ্রেষ্ঠতামস্যাবধারয়তি। তস্মাত্তদবিরোধেন বাগাদিষু পরিস্পন্দলাভস্য প্রাণায়ত্তত্বং তদ্রূপভবনং বাগাদীনামিতি মন্তব্যং, ন তু তাদাত্ম্যম্। অতএব প্রাণশব্দস্যেন্দ্রিয়েষু লাক্ষণিকত্বসিদ্ধিঃ। তথা চ শ্রুতিঃ "ত এতস্যৈব সর্ব্বে রূপমভবন্, তস্মাদেত এতেনাখ্যায়ন্তে প্রাণাঃ" ইতি মুখ্যপ্রাণবিষয়স্যৈব প্রাণশব্দস্যেন্দ্রিয়েষু লাক্ষণিকীং বৃত্তিং দর্শয়তি। তস্মাত্তত্ত্বান্তরাণি প্রাণাদ্বাগাদীন্দ্রিয়াণীতি ॥ ২। ৪। ১৯ ॥

সংজ্ঞা-মূর্ত্তিকৢপ্তিস্তু ত্রিবৃৎকুর্ব্বত উপদেশাৎ ॥২।৪।২০॥*

সৎপ্রক্রিয়ায়াং তেজোঽবন্নানাং সৃষ্টিমভিধায়োপদিশ্যতে—

শ্রুতৌ "তস্মাদেত এতেনাখ্যায়ন্তে" ইতি পরামৃষ্টমিতি ন ভেদাভেদশ্রুত্যোর্ব্বিরোধ ইতি সিদ্ধম্॥ ইতি রত্নপ্রভা ॥ ২। ৪। ১৯ ॥]

সৎপ্রক্রিয়ায়াং তত্তেজ ঐক্ষতেত্যাদিনা সন্দর্ভেণ তেজোঽবন্নানাং সৃষ্টিমভি-

এইরূপে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের শ্রমরূপ মৃত্যু-গ্রস্ততা বর্ণন করিয়া পরে বলিয়াছেন— "মৃত্যু ইহাঁকেই পাইল না—যিনি মধ্যম প্রাণ।" এতদ্বাক্যে মুখ্য প্রাণকে মৃত্যুর অনধীন বলা হইয়াছে। অনন্তর "ইনিই আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ" এতদ্বাক্যে শ্রেষ্ঠতাও অবধৃত হইয়াছে। অতএব, ঐ বাক্যের অবিরোধে মানিতে হইবে যে, প্রাণের তদ্রূপ রূপ-লাভ তত্তাদাত্ম্যপ্রাপ্তি নহে, কিন্তু তাহাদের যে, পরিস্পন্দ অর্থাৎ স্বকার্য্যসাধনী ক্রিয়া, তাহাই প্রধান প্রাণের অধীন এবং তাহাই তাহাদের প্রাণসারূপ্য। [অতএব...ণীতি] ঐ কথার দ্বারা প্রাণশব্দের লাক্ষণিক ইন্দ্রিয়বোধকতা সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ প্রাণ-শব্দ ইন্দ্রিয়বাচক নহে, কিন্তু কথিত প্রকারে লক্ষণার দ্বারা ইন্দ্রিয়বাচক হইয়া থাকে। এ তাৎপর্য্য শ্রুতিতেও ব্যক্ত আছে। যথা—"সে বিষয়ে তাহারা তাহারই রূপ হইল, সেই কারণে প্রাণেরা তাহারই নামে খ্যাত হইল।' মুখ্যপ্রাণবিষয়ক প্রাণশব্দের মুখ্যার্থ ইন্দ্রিয় নহে, লক্ষণালভ্য অর্থ; মুখ্যার্থ পঞ্চবৃত্তিক প্রাণ, ইহা ঐ শ্রুতি দেখাইয়াছেন। বিচারের উপসংহার এই যে, প্রদর্শিত কারণে বাগাদি ইন্দ্রিয় মুখ্য প্রাণ হইতে তত্ত্বান্তর। অর্থাৎ তদুভয় এক পদার্থ নহে; কিন্তু বিভিন্ন পদার্থ ॥ ২। ৪। ১৯ ॥

সতের (ব্রহ্মের) প্রকরণে অগ্নি, জল, পৃথিবী, এই ভূতত্রয়ের সৃষ্টি উপ-

* সংজ্ঞা নাম, মূর্ত্তিরাকৃতিঃ, তয়োঃ কৢপ্তিঃ কল্পনং সৃষ্টিরিতি যাবৎ। উপদেশাদ্ধেতোঃ সা ত্রিবৃৎ কুর্ব্বতঃ পরমেশ্বরস্যৈব, ন তু জীবস্য। উপদিশ্যতে হি শ্রুতৌ নাম-রূপ-ব্যাকরণে ত্রিবৃৎকুর্ব্বতঃ পরমেশ্বরস্য কর্তৃত্বম্।

"সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি, তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণি" ইতি। তত্র সংশয়ঃ—কিং জীবকর্তৃকমিদং নামরূপব্যাকরণম্? আহোস্বিৎ পরমেশ্বরকর্তৃকমিতি। তত্র প্রাপ্তং তাবৎ—জীবকর্তৃকমেবেদং নামরূপব্যাকরণমিতি। কুতঃ? "অনেন জীবেনাত্মনা" ইতিবিশেষণাৎ। যথা লোকে চারেণাহং পরসৈন্যমনুপ্রবিশ্য সঙ্কলয়ানীত্যেবঞ্জাতীয়কে প্রয়োগে চারকর্তৃকমেব সৎ সৈন্যসঙ্কলনং হেতুকর্তৃত্বাদ্রাজাত্মন্যধ্যারোপয়তি—সঙ্কলয়ানীত্যুত্তমপুরুষপ্রয়োগেণ, এবং জীবকর্তৃকমেব সৎ নাম-

ধায়োপদিশ্যতে "সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি, তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণি" ইতি।' অস্যার্থঃ—পূর্ব্বোক্তং বহুভবনমীক্ষণপ্রয়োজনমদ্যাপি সর্ব্বথা ন নিষ্পন্নমিতি পুনরীক্ষাং কৃতবতী—বহুভবনমেব প্রয়োজনমুদ্দিশ্য। কথং? হন্তেদানীমহমিমা যথোক্তাস্তেজআদ্যাস্তিস্রো দেবতাঃ পূর্ব্বসৃষ্টাবনুভূতেন সম্প্রতি স্মরণসন্নিধাপিতেন জীবেন প্রাণধারণকর্ত্রাত্মনানুপ্রবিশ্য বুদ্ধ্যাদিভূতমাত্রায়ামাদর্শ ইব মুখবিম্বং তোয় ইব চন্দ্রমসোবিম্বং ছায়ামাত্রতয়ানুপ্রবিশ্য নাম চ রূপঞ্চ তে ব্যাকরবাণি বিস্পষ্টং করবাণীদমস্য 'নামেদঞ্চ রূপমিতি, তাসাং তিসৃণাং দেবতানাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং তেজোবন্নাত্মনা ত্র্যাত্মিকাং ত্র্যাত্মিকামেকৈকাং দেবতাং করবাণীতি। তত্র সংশয়ঃ—কিং জীবকর্তৃকমিদং

দেশান্তে কথিত হইয়াছে "সেই দেবতা আলোচনা করিল। এখন আমি এই তিন সূক্ষ্ম দেবতায় (সূক্ষ্মভূতে) জীবাত্মরূপে প্রবিষ্ট হইয়া নামরূপ ব্যক্ত (স্থূল সৃষ্টি) করিব এবং এই তিন দেবতার প্রত্যেককে ত্রিধৃৎ অর্থাৎ ত্র্যাত্মক (তেজ-জল-পৃথিবী, ইহাদিগকে মিশ্রিত) করিব।" এখানে সংশয় এই যে, উল্লিখিত নামরূপ-ব্যাকরণের অর্থাৎ স্থূলসৃষ্টি করার কর্ত্তা কে? জীব? না পরমেশ্বর? [তত্র প্রাপ্তং...প্রয়োগেণ] জীব ঐ নামরূপ-ব্যাকরণের কর্ত্তা, ইহা পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়। কেন-না, কর্ত্তার "এই জীব আত্মারূপে" এই রূপ বিশেষণ আছে। "আমি গুপ্তচরের দ্বারা পরসৈন্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সৈন্যসঙ্কলন (বা গণনা) করিব" এইরূপ লৌকিক প্রয়োগে যেমন চর-কর্তৃক সৈন্যসঙ্কলন কার্য্য হেতুকর্তৃত্ব বিধায় নরপালে উত্তম পুরুষ প্রয়োগে অধ্যারোপিত

গো, অশ্ব, ইত্যাদি নাম ও সেই সেই মূর্ত্তি (আকার), সমস্তই ত্রিবৃৎকারী (স্থূলভূত সৃষ্টিকর্ত্তা) ঈশ্বরের কল্পনা (সৃষ্টি)। এ সিদ্ধান্তের প্রতি হেতু এই যে, শ্রুতিতে ঐরূপ উপদেশ আছে অর্থাৎ শ্রুতি ঐরূপ বলিয়াছেন।

রূপব্যাকরণং হেতুকর্ত্তৃকত্বাদ্দেবতাত্মন্যধ্যারোপয়তি—ব্যাকরবাণীত্যুত্তমপুরুষপ্রয়োগেণ। অপি চ, ডিত্থ-ডবিত্থাদিষু নামসু, ঘটশরাবাদিষু চ রূপেষু জীবস্যৈব ব্যাকর্ত্তৃত্বং দৃষ্টম্। তস্মাজ্জীবকর্ত্তৃকমেবেদং নামরূপব্যাকরণমিত্যেবং প্রাপ্তেঽভিধত্তে—"সংজ্ঞা-মূর্ত্তিকৢপ্তিস্তু ত্রিবৃৎকুর্ব্বতঃ" ইতি।

তু-শব্দেন পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। সংজ্ঞা-মূর্ত্তিকৢপ্তিরিতি নাম-রূপব্যাক্রিয়েত্যেতৎ। ত্রিবৃৎকুর্ব্বত ইতি পরমেশ্বরং লক্ষয়তি, ত্রিবৃৎকরণে তস্য নিরপবাদকর্ত্তৃত্বনির্দ্দেশাৎ। যেয়ং সংজ্ঞাকৢপ্তির্মূর্ত্তিকৢপ্তিশ্চ অগ্নিরাদিত্যশ্চন্দ্রমা বিদ্যুদিতি, তথা কুশকাশপলাশাদিষু পশুমৃগমনুষ্যাদিষু চ প্রত্যাকৃতি প্রতিব্যক্তি চানেকপ্রকারা, সা খলু পরমেশ্বরস্যৈব

নামরূপব্যাকরণমাহো পরমেশ্বরকর্তৃকমিতি। যদি জীবকর্তৃকং, ততঃ "আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা" ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধাদনধ্যবসায়ঃ। অথ পরমেশ্বরকর্তৃকং, ততো ন বিরোধঃ। তত্র ডিত্থডবিত্থাদিনামকরণে চ ঘটপটাদিরূপকরণে চ জীবকর্তৃত্বদর্শনাৎ ইহাপি ত্রিবৃৎকরণে নামরূপকরণে চাস্তি সম্ভাবনা জীবস্য। তথা চ যোগ্যত্বাদনেন জীবেনেতি ব্যাকরবাণীতি প্রধানক্রিয়য়া সম্বধ্যতে, ন ত্বানন্তর্য্যাদনুপ্রবিশ্যেত্যনেন সম্বধ্যতে। প্রধানপদার্থসম্বন্ধো হি সাক্ষাৎ সর্ব্বেষাং গুণভূতানাং

হইতে দেখা যায়, অর্থাৎ রাজা নিজে সঙ্কলন না করিয়াও আমি সঙ্কলন করিব বলেন, তেমনি, ঐ জীবকর্তৃক নামরূপ-ব্যাকরণ ও (স্থূল সৃষ্টি) হেতুকর্তৃত্ব বিধায় দেবতাত্মায় অধ্যারোপিত হইয়াছে, হইয়া "আমি করিব" এই উত্তম-পুরুষ-প্রয়োগ হইয়াছে। [অপিচ…কুর্ব্বত ইতি] লোকমধ্যেও দেখা যায়, ডিত্থ-ডবিত্থাদি নাম (কাষ্ঠনির্ম্মিত হস্তীর নাম ডিত্থ, আর কাষ্ঠনির্ম্মিত মৃগের নাম ডবিত্থ) ও ঘটাদির আকৃতি জীবকর্তৃক ব্যাকৃত হয়। (এতদ্দৃষ্টান্তে অনুমান করিতে পার, গো অশ্ব প্রভৃতি নাম ও সে সকল আকৃতি সমস্তই জীবকর্তৃক)। অতএব, জীবই ঐ শ্রুত্যুক্ত নাম-রূপ-ব্যাকরণের (সূক্ষ্ম সৃষ্টির) কর্তা। সূত্রকার এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হওয়ায় বিংশ সূত্রটী বলিয়াছেন।

[তু-শব্দেন…দিশ্যতে] সূত্রের অর্থ এইরূপ—তু-শব্দে পূর্ব্বপক্ষের নিষেধ। অর্থাৎ নামরূপ-ব্যাকরণ জীবকর্তৃক নহে। সংজ্ঞা নাম, মূর্ত্তি আকৃতি, কৢপ্তি—কল্পনা। ফলিতার্থ—নামে ও রূপে ব্যক্ত করা। ইহার স্পষ্ট কথা স্থূল সৃষ্টি। ত্রিবৃৎকারী পরমেশ্বর। সেই কার্য্যে তাঁহারই পূর্ণ কর্তৃত্ব কথিত আছে। সমুদায় কথার একত্র যোজনা এই যে, পরমেশ্বরই নামকল্পনার ও রূপকল্পনার কর্তা। অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, ইত্যাদি ইত্যাদি নামের কল্পনা (নাম ব্যক্ত করা);

তেজোঽবন্নানাং নির্ম্মাতুঃ কৃতির্ভবিতুমর্হতি। কুতঃ? উপদেশাৎ। তথাহি—"সেয়ং দেবতা" ইত্যুপক্রম্য ব্যাকরবাণীত্যুত্তমপুরুষপ্রয়োগেণ পরস্যৈব ব্রহ্মণো ব্যাকর্ত্তৃত্বমিহোপদিশ্যতে।

নন্বু জীবেনেতি বিশেষণাজ্জীবকর্ত্তৃকত্বং ব্যাকরণস্যাধ্যবসিতুং যুক্তম্। নৈতদেবম্। জীবেনেত্যেতৎ অনুপ্রবিশ্যেত্যনেন সম্বধ্যতে, আনন্তর্য্যাৎ, ন ব্যাকরবাণীত্যনেন। তেন হি সম্বন্ধে, ব্যাকরবাণীত্যয়ং দেবতাবিষয় উত্তমপুরুষ ঔপচারিকঃ কল্প্যেত। ন চ গিরিনদীসমুদ্রাদিষু নানাবিধেষু নামরূপেষ্বনীশ্বরস্য জীবস্য ব্যাকরণসামর্থ্যমস্তি। যেষ্বপি চাস্তি সামর্থ্যং, তেষ্বপি পরমেশ্বরায়ত্তমেব তৎ। ন চ জীবো নাম পরমেশ্বরাদত্যন্তভিন্নশ্চার ইব রাজ্ঞঃ। আত্মেতি বিশেষণাৎ উপাধিমাত্রনিবন্ধনত্বাচ্চ জীব-

---

পদার্থানামৌৎসর্গিকত্বাদর্থ্যাত্তেষাম্। তস্য তু ক্বচিৎ সাক্ষাদসম্ভবাৎ পরম্পরাশ্রয়ণম্। সাক্ষাৎ সম্ভবশ্চ যোগ্যতয়া দর্শিতঃ। নন্বু সেয়ং দেবতেতি পরমেশ্বরকর্ত্তৃত্বং শ্রূয়তে, সত্যং, প্রযোজকতয়া তু তদ্ভবিষ্যতি। যথা লোকে চারেণাঽহং পরসৈন্যমনুপ্রবিশ্য সঙ্কলয়ানীতি। যদি পুনরস্য সাক্ষাৎ কর্ত্তৃভাবোভবেৎ, অনেন জীবেনেত্যনর্থকং স্যাৎ। ন হি জীবস্যান্যথাকরণভাবো ভবিতুমর্হতি। প্রযোজককর্ত্তুস্তু সাক্ষাৎ কর্ত্তা করণং ভবতি, প্রধানক্রিয়োদ্দেশেন প্রযোজকেন প্রযোজ্যকর্ত্তুর্ব্যাপনাৎ। তস্মাদত্র জীবস্য কর্ত্তৃত্বং নামরূপব্যাকরণেঽন্যত্র তু পরমেশ্বরস্যেতি বিরোধাদনধ্যবসায় ইতি প্রাপ্তম্।

এবং প্রাপ্ত উচ্যতে। পরমেশ্বরস্যৈবেহাপি নামরূপব্যাকর্ত্তৃত্বমুপদিশ্যতে ন তু জীবস্য। তস্য প্রধানক্রিয়াসম্বন্ধং প্রত্যযোগ্যত্বাৎ। নন্বন্যত্র ডিত্থডবিত্থাদিনাম-

---

তথা কুশ, কাশ, পলাশ, পশু, মৃগ, মনুষ্য, ইত্যাদি ইত্যাদি বস্তুগত নাম ও সে সকলের আকৃতি, সমস্তই অগ্নি, জল ও পৃথিবীভূতের স্রষ্টা পরমেশ্বরের কার্য্য। তাহাই শ্রুতির উপদেশ। শ্রুতির উপদেশ এই যে, "সেই দেবতা" এই উপক্রমের পর "ব্যক্ত করিব" এই উত্তমপুরুষের (উত্তমপুরুষ = অহং উল্লেখের বোধিকা বিভক্তি) প্রয়োগ থাকায় পরব্রহ্মেরই ব্যাকরণকর্ত্তৃত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে।

[নন্বু...শ্রুতিভ্যঃ] "জীবেন" এই বিশেষণ দেখিয়া জীবের কর্ত্তৃত্ব অবধারণ করিতে পার না। কারণ, "জীবেন" পদের সহিত "অনুপ্রবিশ্য" পদের সম্বন্ধ কিন্তু "ব্যাকরবাণি" পদের সহিত নহে। তৎপ্রতিহেতু—"অনুপ্রবিশ্য" পদই নিকটে আছে। "ব্যাকরবাণি" পদের সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিতে গেলে দেবতা-বিষয়ক উত্তমপুরুষের প্রয়োগকে ঔপচারিক বলিতে হয়, কিন্তু তাহা ন্যায্য নহে। অপিচ, গিরি, নদী, সমুদ্র প্রভৃতি নানাবিধ নামের ও রূপের ব্যাকরণে অনীশ্বর জীবের সামর্থ্য নাই। যদিও কোন কোন জীবের (সিদ্ধ জীবের) তাহা থাকে, থাকিলেও তাহা (সে সামর্থ্য)

ভাবস্য। তেন তৎকৃতমপি নামরূপব্যাকরণং পরমেশ্বরকৃতমেব ভবতি। পরমেশ্বর এব চ নামরূপয়োর্ব্ব্যাকর্ত্তেতি সর্ব্বোপনিষৎসিদ্ধান্তঃ। "আকাশো হ বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। তস্মাৎ পরমেশ্বরস্যৈব ত্রিবৃৎকুর্ব্বতঃ কর্ম্ম—নামরূপব্যাকরণম্।

ত্রিবৃৎকরণপূর্ব্বকমেবেদমিহ নামরূপব্যাকরণং বিবক্ষ্যতে, প্রত্যেকং নামরূপব্যাকরণস্য তেজোঽবন্নোৎপত্তিবচনেনৈবোক্তত্বাৎ। তচ্চ ত্রিবৃৎকরণমগ্ন্যাদিত্যচন্দ্রবিদ্যুৎসু শ্রুতির্দর্শয়তি "যদগ্নে রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং, যচ্ছুক্লং তদপাং, যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য" ইত্যাদিনা। তত্রাগ্নিরিতীদং রূপং ব্যাক্রিয়তে। সতি চ রূপব্যাকরণে বিষয়প্রতিলম্ভাদগ্নিরিতীদং নাম ব্যাক্রিয়তে। এবমেবাদিত্যচন্দ্রবিদ্যুৎস্বপি দ্রষ্টব্যম্।

কর্ম্মণি ঘটশরাবাদিরূপকর্ম্মণি চ কর্ত্তৃত্বদর্শনাদিহাপি যোগ্যতা সম্ভাব্যত ইতি চেৎ, ন, গিরিনদীসমুদ্রাদিনির্ম্মাণাসামর্থ্যেনার্থাপত্ত্যভাবপরিচ্ছিন্নেন সম্ভাবনাপবাধনাৎ। তস্মাৎ পরমেশ্বরস্যৈবাত্র সাক্ষাৎকর্ত্তৃত্বমুপদিশ্যতে ন জীবস্য। অনুপ্রবিশ্যেত্যনেন তু সন্নিহিতত্বাদস্য সম্বন্ধো যোগ্যত্বাৎ। নচানর্থক্যং ত্রিবৃৎকরণস্য, ভোক্তৃজীবার্থতয়া

ঈশ্বরায়ত্ত। (ঈশ্বর দেন-ত জীব তাহা পায়, নচেৎ পায় না) চর যেমন রাজা হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, জীব ব্রহ্ম হইতে সেরূপ ভিন্ন নহে। তৎপ্রতি হেতু, জীব আত্মশব্দে বিশেষিত এবং সে-ভাব অর্থাৎ জীবভাব ঔপাধিক; সুতরাং জীবকৃত সৃষ্টিকে পরমেশ্বরকৃত বলা অযোগ্য নহে। আকাশ অর্থাৎ ব্রহ্ম নামরূপের নির্ব্বাহক, ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ঈশ্বরই নামরূপের ব্যাকর্ত্তা (স্থূল সৃষ্টির কর্ত্তা) এবং তাহাই সর্ব্বোপনিষদের সিদ্ধান্ত। [তস্মাৎ... দ্রষ্টব্যম্] প্রদর্শিত কারণে পরমেশ্বরই নাম-রূপ-ব্যাকরণের কর্ত্তা। আগে ত্রিবৃৎকরণ, পরে নামরূপের ব্যাকরণ ঐ শ্রুতির বিবক্ষিত। (আগে সূক্ষ্মভূতের মিশ্রণ; পরে স্থূল-ভূতের সৃষ্টি, তৎপরে ভৌতিক পদার্থের সৃষ্টি), ইহা অগ্নি-জল-পৃথিবী-সৃষ্টি-বচনে কথিত হইয়াছে, শ্রুতি সেই ত্রিবৃৎকরণ অগ্নিতে সূর্য্যে ও বিদ্যুতে দেখাইয়াছেন। যথা—"অগ্নির যে রক্তরূপ—তাহা তেজের। যাহা শুক্লরূপ—তাহা জলের। যাহা কৃষ্ণরূপ—তাহা পৃথিবীর।" ইত্যাদি। 'অগ্নি' ইত্যাকার ভাবনায় অগ্নি-আকৃতি ব্যাকৃত হইয়াছে। রূপ ব্যক্ত হইলে বিষয়লাভ হওয়ায় 'অগ্নি' এই নাম সৃষ্ট (সঙ্কেত) হইয়াছিল। আদিত্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ে ঐ প্রণালী অনুসরণ করিবে।

অনেন চাগ্ন্যাদ্যুদাহরণেন ভৌমাম্ভসতৈজসেষু ত্রিষ্বপি দ্রব্যেষ্ববিশেষেণ ত্রিবৃৎকরণমুক্তং ভবতি, উপক্রমোপসংহারয়োঃ সাধারণত্বাৎ। তথা হি—অবিশেষেণৈবোপক্রমঃ "ইমাস্তিস্রো দেবতাস্ত্রিবৃত্ত্রিবৃদেকৈকা ভবতি" ইতি। অবিশেষেণৈব চোপসংহারঃ "যদু রোহিতমিবাভূৎ" ইতি তেজসস্তদ্রূপমিত্যেবমাদিঃ "যদবিজ্ঞাতমিবাভূৎ" ইত্যেতাসামেব দেবতানাং সমাস ইত্যেবমন্তঃ ॥ ২। ৪। ২০ ॥

তাসাং তিসৃণাং দেবতানাং বহিস্ত্রিবৃৎকৃতানাং সতীনামধ্যাত্মমপরং ত্রিবৃৎকরণমুক্তং "ইমাস্তিস্রো দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃত্ত্রিবৃদেকৈকা ভবতি" ইতি। তদিদানীমাচার্য্যো যথাশ্রুত্যেবোপদর্শয়ত্যাশঙ্কিতং কঞ্চিৎ দোষং পরিহরিষ্যন্—

মাংসাদি ভৌমং যথাশব্দমিতরয়োশ্চ ॥২।৪।২১॥*

তদনুপ্রবেশাভিধানস্যার্থবত্ত্বাৎ। স্যাদেতৎ। অনুপ্রবিশ্য ব্যাকরবাণীতি সমানকর্তৃত্বে ক্তঃ স্মরণাৎ প্রবেশনকর্তুর্জীবস্যৈব ব্যাকর্তৃত্বমুপদিশ্যতে, অন্যথা তু পরমেশ্বরস্য ব্যাকর্তৃত্বে জীবস্য প্রবেষ্টৃত্বে ভিন্নকর্তৃকত্বেন ক্তঃ প্রয়োগো ব্যাহন্যেতেত্যত্রাহ—"ন চ জীবো নাম" ইতি। অতিরোহিতার্থমন্যৎ ॥ ২। ৪। ২০ ॥

[অনেন...পরিহরিষ্যন্] অগ্ন্যাদি নিদর্শন-প্রদর্শনেও ইহা দেখান হইয়াছে, বলা হইয়াছে যে, পার্থিব, জলীয় ও তৈজস দ্রব্য বিষয়ে ত্রিবৃৎকরণ সমান। সাধারণরূপে উপক্রম ও উপসংহার তাহার বোধক। অসাধারণরূপে উপক্রম—"এই দেবতাত্রয় প্রত্যেকে ত্রিবৃৎ।" আর সাধারণরূপে উপসংহার—"যাহা রক্তের ন্যায় দেখায়, তাহা তেজেরই রূপ" এই বাক্য হইতে "যাহা অবিজ্ঞাতের ন্যায় অর্থাৎ যাহা কাল কি রাঙা, কি শ্বেত বলিয়া নির্দিষ্ট হয় না, তাহা ঐ দেবতাত্রয়ের সমাহার (সকলেরই মিশ্রণ)।" এই বাক্য পর্য্যন্ত ॥২।৪।২০॥

ইহা তেজ, জল, পৃথিবী,—এই দেবতাত্রয়ের বাহ্য ত্র্যাত্মকতা। এতদ্ভিন্ন আধ্যাত্মিক ত্র্যাত্মকতাও কথিত হইয়াছে। যথা—"এই তিন দেবতা পুরুষকে (আত্মাকে) প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যেকে ত্রিবৃৎ (ত্র্যাত্মক) হয়।" আচার্য্য ব্যাস এই ত্রিবৃৎসম্বন্ধী পরকর্তৃক আশঙ্কিত কোন এক দোষের পরিহারের জন্য শ্রুতি-প্রমাণ দেখাইয়া বলিতেছেন—

* মাংসাদি ভৌমং ভূমিবিকারএব ত্রিবৃৎকৃতায়া ভূমেঃ কার্য্যমেব। তত্র যথাশব্দং শ্রুতিমনতিক্রম্য শ্রুত্যুক্তেনৈব প্রকারেণ নিষ্পদ্যত ইত্যর্থঃ। ইতরয়োরপ্তেজসোরপি কার্য্যং যথাশব্দং জ্ঞাতব্যমিতি সূত্রাক্ষরাণামর্থঃ।

ফলিতার্থ এই যে, শ্রুতিতে তেজের উদাহরণ দেখাইয়াছেন বলিয়া জলের ও পৃথিবীর ত্রিবৃত্ত্ব তাঁহার অভিপ্রেত নহে, এমন মনে করিও না। মাংসাদি পদার্থও ত্রিবৃৎকৃত ভূমি হইতে উৎপন্ন, ইহাও শ্রুতির দ্বারা জানা যায়। যেমন মাংসাদি, তেমনি, বাক্ ও মন। বাক্ ও মন পঞ্চীকৃত

ভূমেস্ত্রিবৃৎকৃতায়াঃ পুরুষেণোপভুজ্যমানায়া মাংসাদি কার্য্যং যথাশব্দং নিষ্পদ্যতে।' তথা হি শ্রুতিঃ "অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে। তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তৎ পুরীষং ভবতি, যো মধ্যমস্তন্মাংসং, যোঽণিষ্ঠস্তন্মনঃ" ইতি। ত্রিবৃৎকৃতা ভূমিরেবৈষা ব্রীহিযবাদ্যন্নরূপেণাদ্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ। স্থবিষ্ঠং রূপং পুরীষভাবেন বহির্নির্গচ্ছতি, মধ্যমমধ্যাত্মং মাংসং বর্দ্ধয়তি, অণিষ্ঠস্তু মনঃ। এবমিতরয়োরপ্তেজসোর্যথাশব্দং কার্য্যমবগন্তব্যং—"মূত্রং লোহিতং প্রাণশ্চাপাং কার্য্যম্, অস্থি মজ্জা বাক্ তেজসঃ" ইতি ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ২১ ॥

অত্র ভাষ্যকৃতোত্তরসূত্রশেষতয়া সূত্রমেতদ্বিষয়োপদর্শনপরতয়া ব্যাখ্যাতং, শঙ্কানিরাকরণার্থত্বমপ্যস্য শক্যং বক্তুম্। তথাহি—যোঽন্নস্যাণিষ্ঠো ভাগস্তন্মনঃ, তেজসস্তু যোঽণিষ্ঠো ভাগঃ, স বাক্-ইত্যত্র হি কাণাদানাং সাঙ্খ্যানাঞ্চাস্তি বিপ্রতিপত্তিঃ। তত্র কাণাদা মনো নিত্যমাচক্ষতে। সাঙ্খ্যাস্তু আহঙ্কারিকে বাঙ্মনসে। অন্নভাগতাবচনং ত্বস্যান্নসম্বন্ধলক্ষণার্থম্। অন্নোপযোগে হি মনঃ স্বস্থং ভবতি। এবং বাচোঽপি পাটবেন তেজসসাম্যমভ্যূহনীয়ম্। তত্রেদমুপতিষ্ঠতে—"মাংসাদি" ইতি। বাঙ্মনসে ইতি বক্তব্যে মাংসাভিধানং,—সিদ্ধেন সহ সাধ্যস্যোপন্যাসো দৃষ্টান্তলাভায়। যথা মাংসাদি ভৌমাদি, এবং বাঙ্মনসে অপি তৈজসভৌমে ইত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি—ন তাবদ্ব্রহ্মব্যতিরিক্তমস্তি কিঞ্চিন্নিত্যম্। ব্রহ্মজ্ঞানেন সর্ব্বজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাব্যাঘাতাৎ বহুশ্রুতিবিরোধাচ্চ। নাপ্যাহঙ্কারিকম্, অহঙ্কারস্য সাঙ্খ্যাভিমতস্য তত্ত্বস্যাপ্রামাণিকত্বাৎ। তস্মাদসতি বাধকে শ্রুতিরাশ্রুসী, নান্যথা কথঞ্চিন্নেতুমুচিতেতি কশ্চিদ্দোষমিত্যুক্তম্ ॥ ২ । ৪ । ২১ ॥

পুরুষকর্তৃক ভক্ষিত ত্রিবৃৎকৃত ভূমি হইতেই শাস্ত্রানুযায়ী প্রণালীতে মাংসাদি পদার্থ জন্মে। শাস্ত্র অর্থাৎ শ্রুতি বলিয়াছেন, "অন্ন ভক্ষিত হইলে, তাহা তিন ভাগে বিভক্ত হয়। যাহা তাহার (অন্নের) অত্যন্ত স্থূলাংশ—তাহা পুরীষ (বিষ্ঠা), যাহা মধ্যমাংশ—তাহা মাংস। যাহা সূক্ষ্মাংশ—তাহা মন।" শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, ত্রিবৃৎকৃত ভূমিধাতুই ধান্য যব গোধূম প্রভৃতি আকারে পরিণত হইতেছে, সুতরাং ত্রিবৃৎকৃতা ভূমিই জীবকর্তৃক ভক্ষিতা হইতেছে; তাহার স্থূলভাগ মলরূপে নির্গত হইতেছে, মধ্যম ভাগ মাংস জন্মাইতেছে, সূক্ষ্ম ভাগ (চরম সার) মনের পোষণ করিতেছে। অন্য ধাতুর (জলধাতুর ও তেজোধাতুর) কার্য্যও শাস্ত্র হইতে অবগত হইবে। তদ্যথা—মূত্র, রক্ত, প্রাণ,—এ গুলি জলধাতুর কার্য্য। অস্থি, মজ্জা, বাক্যেন্দ্রিয়,—এ সকল তেজোধাতুর কার্য্য (বিকার) ইত্যাদি ॥ ২ । ৪ । ২১ ॥

তেজঃ প্রভৃতি হইতে প্রসূত। ত্রিবৃৎকৃত শব্দ সর্ব্বত্রই পঞ্চীকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়, ইহা মনে রাখিতে হইবেক।

অত্রাহ—যদি সর্ব্বমেব ত্রিবৃৎকৃতং ভূতভৌতিকমবিশেষ-শ্রুতেঃ "তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোৎ" ইতি, কিংকৃতস্তর্হ্যয়ং বিশেষব্যপদেশঃ, 'ইদং তেজঃ, ইমা আপঃ, ইদমন্নং' ইতি। তথা 'অধ্যাত্মমিদমন্নং, তস্যাশিতস্য কার্য্যং মাংসাদি, ইদমপাং পীতানাং কার্য্যং লোহিতাদি, ইদং তেজসোঽশিতস্য কার্য্যমস্থ্যাদি' ইতি। অত্রোচ্যতে—

বৈশেষ্যাত্তু তদ্বাদস্তদ্বাদঃ ॥ ২। ৪। ২২ ॥*

তু-শব্দেন চোদিতং দোষমপনুদতি। বিশেষস্য ভাবো বৈশেষ্যং ভূয়স্ত্বমিতি যাবৎ। সত্যপি ত্রিবৃৎকরণে কচিৎ কস্যচিৎ ভূতধাতোর্ভূয়স্ত্বমুপলক্ষ্যতে—অগ্নেস্তেজোভূয়স্ত্বমুদকস্যাব্‌ভূয়স্ত্বং পৃথিব্যা অন্নভূয়স্ত্বমিতি। ব্যবহারপ্রসিদ্ধ্যর্থঞ্চেদং ত্রিবৃৎকরণম্। ব্যবহারশ্চ ত্রিবৃৎকৃতরজ্জুবদেকত্বাপত্তৌ সত্যাং, ন ভেদেন ভূতত্রয়গোচরো লোকস্য প্রসিধ্যেৎ। তস্মাৎ

তদ্দোষত্তাং দর্শয়তি "অত্রাহ" পূর্ব্বপক্ষী "যদি সর্ব্বমেব" ইতি।
ত্রিবৃৎকরণাদ্বিশেষেঽপি যস্য চ যত্র ভূয়স্ত্বং, তেন তস্য ব্যপদেশ ইত্যর্থঃ ॥২।৪।২২॥

[অত্রাহ...অত্রোচ্যতে] এক্ষণে এই বিষয়ে কেহ কেহ বলিতে পারেন, অবিশেষ শ্রুতির বলে যদি সমুদায়কেই ত্রিবৃৎকৃত বা ত্র্যাত্মক বল, তবে কি নিমিত্ত ইহা তেজ, ইহা জল, ইহা পৃথিবী, ইত্যাদিবিধ বিশেষ ব্যপদেশ (নাম) হয়? (জলে তেজের ও পৃথিবীর অংশ আছে এবং তেজেও পৃথিবীর ও জলাদির অংশ আছে। এমন স্থলে জলকে তেজ না বলিয়া জল বল কেন?) অধ্যাত্মপক্ষেও এইরূপ আপত্তি হইতে পারে। যথা—মাংসাদি ভক্ষিত অন্নের কার্য্য, রক্তাদি পীত-জলের কার্য্য, অস্থ্যাদি ভক্ষিত তেজের কার্য্য, এ সকল বিশেষ উল্লেখ কেন হয়? সূত্রকার সূত্রে ইহার প্রত্যুত্তরে বলিতেছেন—

তু-শব্দ দিয়া পূর্ব্বোক্ত দোষের অপহার করা হইল। বিশেষ ভাবের নাম বৈশেষ্য। বৈশেষ্য অর্থাৎ আধিক্য। ত্রিবৃৎকৃত হইলেও কোন কোন ভূতে কোন কোন ভূতের আধিক্য আছে। যেমন অগ্নিতে তেজের আধিক্য, অপ্‌ ধাতুতে জলের আধিক্য, পৃথিবী ধাতুতে অন্নের আধিক্য। ব্যবহারসিদ্ধ্যর্থই ত্রিবৃৎকরণ। ত্রিবৃৎকরণ ব্যতীত (মিশ্রণের দ্বারা স্থূলতা প্রাপ্ত না হইলে) প্রথমোৎপন্ন অমিশ্র সূক্ষ্ম ভূত ব্যবহারগোচরে আসিতে পারে না। অপিচ, ত্রিবৃৎকৃত

---

* তু-শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তকঃ। বৈশেষ্যাৎ ভূতাধিক্যাৎ তদ্বাদস্তন্নামোল্লেখঃ। দ্বিতীয়ং তদ্বাদপদমধ্যায়সমাপ্ত্যর্থম্ ।

সত্যপি ত্রিবৃৎকরণে বৈশেষ্যাদেব তেজোঽন্নবিশেষবাদো ভূতভৌতিকবিষয় উপপদ্যতে। তদ্বাদস্তদ্বাদ ইতি পদাভ্যাসোঽধ্যায়পরিসমাপ্তিং দ্যোতয়তি ॥ ২ । ৪ । ২২ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎ-পাদকৃতৌ শারীরকমীমাংসাভাষ্যে দ্বিতীয়স্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ ॥ ২ । ৪ ॥

অধ্যায়শ্চ দ্বিতীয়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীমদ্বাচস্পতিমিশ্রবিরচিতে শারীরকভাষ্যবিভাগে ভামত্যাং দ্বিতীয়স্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ ॥ ২ । ৪ ॥

সমাপ্তশ্চায়মধ্যায়ো দ্বিতীয়ঃ।

ভূতসমূহ ত্রিবৃৎকৃত রজ্জুর ন্যায় (তে-তার দড়ীর মত) একত্র প্রাপ্ত হওয়ায় সে সকলের ভেদ-ব্যবহার (এই জল, এই তেজ, ইত্যাদি প্রকার নির্দ্দিষ্ট ব্যবহার) হইতে বা চলিতে পারে না। কাযেই ভাগাধিক্য অনুসারে তেজ, জল, পৃথিবী, এই সকল বিশেষবাদ (নাম-চিহ্নিত উল্লেখ) উপপন্ন হয়।* তদ্বাদ পদের অভ্যাস অর্থাৎ দ্বিরুক্তি অধ্যায় সমাপ্তির সূচক ॥ ২ । ৪ । ২২ ॥

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২ । ৪ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

---

* নিজ নিজ ভাগের আধিক্য থাকাতে সেই সেই ব্যপদেশ (নাম বা উল্লেখ) হয়। জলে অন্যান্য ভূতের ভাগ অল্প অল্প কিন্তু জলভাগ অধিক, তাই তাহা জল নামে খ্যাত। আর আর ভূতেও এই নিয়ম জানিবে। দুই বার তদ্বাদ শব্দের প্রয়োগ অধ্যায়-সমাপ্তির চিহ্নস্বরূপ।

PRINTED BY A. T. MAJUMDAR, AT THE B. P. M's PRESS.
22/5B, Jhamapooker Lane, Calcutta. 1928.